ভূমিকা।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, শ্রীরামলীলা-রহস্যের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ না করিলে রামচরিত পাঠ করাই হয় না।

মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণ আদিকাণ্ড ১৫শ সর্গে বলিয়াছেন,—

"এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ॥
ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্॥"

অর্থাৎ পরমাত্মা পূর্ণ বিষ্ণু দেবগণকে পূর্ব্ব উল্লিখিত বর প্রদান করিয়া মনুষ্য ভাবে স্বীয় জন্মস্থান চিন্তা করিলেন; তখন পদ্ম-পলাশ-লোচন ভগবান্, আপনাকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃ-ভাবে গ্রহণ করিতে রুচি করিলেন।"

সুতরাং শ্রীরাম যে স্বয়ং বিষ্ণু তাহা বাল্মীকিরও স্বীকৃত। কিন্তু তদীয় লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীরামের সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা কি করিয়া হয়, কবিকুলগুরু বাল্মীকি তাহা কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ শিব মূঢ় মানবগণের হিতার্থ বিষ্ণুরূপী শ্রীরামের লীলাবলী সঙ্গতিরক্ষাপূর্ব্বক বিবৃত করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ না করিলে রামায়ণরহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। এইজন্যই স্বধর্ম্মানুরক্ত পিতৃপথানুবর্ত্তী আয়ুষ্মান্ শ্রীমান্ বরদাপ্রসাদ বসু উৎসাহ সহকারে অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রচার করিলেন। আমাদের এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ সানুবাদ। এই অনুবাদ মধ্যে ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় ও ৺ রামময় স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃত অরণ্যকাণ্ডের অনুবাদ আছে; এতদ্ভিন্ন সর্ব্বাংশই প্রায় আমার অনুবাদ।

মৎসম্পাদিত এই সানুবাদ অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিয়া কাহারও রাম-লীলা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

সম্পাদক
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
ভট্টপল্লী।

সূচিপত্রম্।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

সুন্দরকাণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ড।

উত্তরকাণ্ড।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্।

আদিকাণ্ডম্।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ।

অপ্রমেয়-ত্রয়াতীত-নির্ম্মলজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

সূত উবাচ।

কদাচিন্নারদো যোগী পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া।
পর্য্যটন্ সকলান্ লোকান্ সত্যলোকমুপাগমৎ॥১
তত্র দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিমদ্ভিশ্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
বালার্কপ্রভয়া সম্যগ্ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্॥২
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ স্তূয়মানং প্রজাপতিম্।
সর্ব্বাত্মগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমন্বিতম্॥৩
চতুর্ম্মুখং জগন্নাথং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভক্ত্যা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ॥৪
সন্তুষ্টস্তং মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভূর্বৈষ্ণবোত্তমম্।
কিং প্রষ্টুকামস্ত্বমসি তদ্বদিষ্যামি তে মুনে॥৫
ইত্যাকর্ণ্য মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং ব্রহ্মাণমব্রবীৎ॥৬

নারদ উবাচ।

ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া সর্ব্বং পূর্ব্বমেব শুভাশুভম্।
ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং সুরসত্তম॥৭
তদ্রহস্যমপি ব্রূহি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি॥৮

উপক্রমণিকা।

সূত কহিলেন,—একদা মহাযোগী দেবর্ষি নারদ লোকের মঙ্গলকামনায় সকল ভুবন পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন;—উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সভাগৃহ মূর্ত্তিমান্ বেদ সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া তরুণ অরুণ-কিরণ সদৃশ প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে; সর্ব্বান্তর্যামী প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা, মার্কণ্ডেয়াদি মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া বাগ্দেবী সরস্বতীর সহিত তথায় বিরাজ করিতেছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু চতুরানন জগন্নাথ ব্রহ্মাকে ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, বৈষ্ণব-শিরোমণি দেবর্ষির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন;—"বৎস! তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছ?—বল, আমি তাহার উত্তর দিতেছি।" মুনিবর নারদ, ব্রহ্মার এই আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সুরসত্তম! ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট আমি জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আর একটী বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে;—পুত্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে সেই গূঢ় কাহিনীও প্রকাশ করুন।

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ১০
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ ।
মাতৃপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥ ১১
বিপ্রা লোভভয়গ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্ত-বিদ্যামদবিমোহিতাঃ ॥ ১২
ত্যক্তস্বজাতিকর্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ ।
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মত্যাগশীলিনঃ ॥ ১৩
তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিদ্ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ ।
স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্রবজ্ঞাননির্ভরাঃ ॥ ১৪
শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ ॥ ১৫
ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্ ।
লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ ॥ ১৬
তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্ব্বং বেত্তি যতো ভবান্ ।
ইত্যর্ষের্ব্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যুবাচাম্বুজাসনঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মোবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো বক্ষ্যে তৎশৃণু সাদরম্ ।
পুরা ত্রিপুরহন্তারং পার্ব্বতী ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৮
শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা ।
প্রশ্নাতৈ গিরিশস্তস্য গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯
পুরাণোত্তমমধ্যাত্ম-রামায়ণমিতি স্মৃতম্ ।
তৎ পার্ব্বতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবানিশম্ ।
আলোচয়ন্তী স্বানন্দমগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্ ॥ ২০
প্রচরিষ্যতি তল্লোকে প্রাণ্যদৃষ্টবশাদ্‌বাদ ॥ ২১
তস্যাধ্যয়নমাত্রেণ জনা যাস্যন্তি সদ্গতিম্ ।
তাবদ্বিজৃম্ভতে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্ ॥ ২২
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ।
তাবৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরম্ ॥ ২৩
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি ।

প্রভো! দারুণ কলিকাল উপস্থিত হইলে, মানবগণ পুণ্যবর্জ্জিত, দুরাচার-রত, অসত্যবাদী, পরনিন্দারত, পরদ্রব্যে অভিলাষী, পরস্ত্রীতে আসক্ত ও পরহিংসা-পরায়ণ হইবে। ১—১০। দেহকে আত্মা ভাবিয়া কেবল তৎপ্রতি-পালনেই তৎপর থাকিবে, তাহাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার থাকিবে না; সকলে নাস্তিক ও পশুবুদ্ধি হইবে; কামকিঙ্কর ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের দ্বেষ করিবে। ব্রাহ্মণগণ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া পড়িবে; বেদ-বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে; অর্থকরী বিদ্যার গর্ব্বে বিমূঢ় হইবে। স্বজাতি-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহারা সদা পর-প্রবঞ্চনায় তৎপর থাকিবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও এইরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচারে তৎপর হইবে। স্ত্রীগণ প্রায়ই ভ্রষ্টা হইবে, স্বামীর অবজ্ঞা করিবে এবং শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের অনিষ্টকারিণী হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমস্ত নষ্টবুদ্ধি জনগণের পরলোকে সদ্গতি হইবে কিরূপে?" এই চিন্তাতেই আমার চিত্ত নিয়ত আকুল হইতেছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব যাহাতে সহজে ইহারা পর-লোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারে, এরূপ সদুপায় বলিয়া দিন।" কমলাসন ভগবান্ ব্রহ্মা নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সাধো! তুমি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এক্ষণে আমি ইহার সাদরে উত্তর দিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে পার্ব্বতী, ত্রিপুর-হন্তা ভক্তবৎসল শঙ্করকে সবিনয়ে শ্রীরামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ গিরিশ স্বয়ং তাঁহার নিকট সেই গূঢ় কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিলেন; —তাহা পরম রহস্য পুরাণোত্তম "অধ্যাত্ম-রামায়ণ" নামে প্রসিদ্ধ। জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতী দিবা-নিশি সেই অধ্যাত্মরামায়ণের অর্চ্চনা ও আলোচনা করিয়া সানন্দচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন। ১১-২০। অধুনা প্রাণিগণের শুভাদৃষ্টবশতঃ তাহা জগতে প্রচারিত হইবে এবং লোকে তাহা অধ্যয়ন করিয়া সদ্গতি লাভ করিবে। জগতে যতদিন অধ্যাত্মরামায়ণের অভ্যুদয় না হইবে, ততদিন ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিবে; ততদিন সর্ব্বশাস্ত্র পরস্পরের সহিত বিবাদে

তাবৎ স্বরূপং রামস্য দুর্ব্বোধং মহতামপি ॥ ২৪
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি।
তাবৎ সর্ব্বপুরাণানি প্রবর্ত্তন্তে মহীতলে ॥ ২৫
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি।
তাবৎ কলির্মহোৎসাহঃ সঞ্চরিষ্যতি নির্ভয়ঃ ॥২৬
অধ্যাত্মরামায়ণসংকীর্ত্তনশ্রবণাদিজম্।
ফলং বক্তুং ন শক্নোমি কাৎস্ন্যেন মুনিসত্তম ॥
তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিঞ্চিৎ তবানঘ।
শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৮
অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকমেব বা।
যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুক্তঃ স পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥
যস্তু প্রত্যহমধ্যাত্ম-রামায়ণমনন্যধীঃ।
যথাশক্তি পঠেদ্ভক্ত্যা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩০
যো ভক্ত্যার্চ্চয়তেঽধ্যাত্ম-রামায়ণমতন্দ্রিতঃ
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩১

প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন না জগতে অধ্যাত্ম-রামায়ণের আবির্ভাব হইবে, ততদিন শ্রীরামের স্বরূপ—মহৎ-ব্যক্তিদিগেরও দুর্জ্ঞেয় থাকিবে। যতদিন অধ্যাত্মরামায়ণ অপ্রচারিত থাকিবে, তত দিন পুরাণসমূহ মহীতলে প্রবর্ত্তিত থাকিবে; ততদিন কলি নির্ভয়ে মহোৎসাহ সহকারে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবে। হে মুনিসত্তম! অধ্যাত্মরামায়ণের কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি দ্বারা যে মহাফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা আমি সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম; তথাপি হে অনঘ! মহাদেব পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, তুমি অবহিত মনে তাহা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অধ্যাত্মরামায়ণের একটী শ্লোক অথবা শ্লোকার্দ্ধ ভক্তি সহকারে পাঠ করে, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যহ যিনি অনন্যমনে ভক্তির সহিত অধ্যাত্মরামায়ণ যথাশক্তি পাঠ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন ।২১-৩০। হে মুনে! যিনি প্রত্যহ অতন্দ্রিত-চিত্তে ভক্তি-সহকারে অধ্যাত্ম-রামায়ণ অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

যদৃচ্ছয়াপি যোঽধ্যাত্ম-রামায়ণমনাদরাৎ।
অন্যতঃ শৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সোঽপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥
নমস্করোতি যোঽধ্যাত্ম-রামায়ণমদূরতঃ।
সর্ব্বদেবার্চ্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
লিখিত্বা পুস্তকেঽধ্যাত্ম-রামায়ণমশেষতঃ।
যো দদ্যাদ্রামভক্তেভ্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪
অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাহৃতেষু চ।
যৎ ফলং দুর্লভং লোকে তৎফলং তস্য সম্ভবেৎ
একাদশীদিনেঽধ্যাত্ম-রামায়ণমুপোষিতঃ।
যো রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ ॥৩৬
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম।
প্রত্যক্ষরস্য গায়ত্রী-পুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ ॥ ৩৭
উপবাসব্রতং কৃত্বা শ্রীরামনবমীদিনে।
রাত্রৌ জাগরিতোঽধ্যাত্ম-রামায়ণমনন্যধীঃ।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥৩৮
কুরুক্ষেত্রাদিনিখিল-পুণ্যতীর্থেষ্বনেকশঃ।
আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্য-গ্রহণে সর্ব্বতোমুখে ॥ ৩৯

মানব, যদৃচ্ছাক্রমে অনাদর সহকারে অন্যের নিকট ইহা শ্রবণ করিলেও পাপমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিকট হইতে অধ্যাত্মরামায়ণকে নমস্কার করে, সে নিশ্চয়ই সমস্ত দেবতা-পূজার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমগ্র অধ্যাত্মরামায়ণ পুস্তকে লিখিয়া রাম-ভক্তদিগকে প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিলে অথবা সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া দিলে যে ফল লাভ হয়, যে ফল ত্রিলোকে দুর্লভ, তাহার সেই ফল লাভ হয়। একাদশী দিনে উপবাস করিয়া যে রামভক্ত নরোত্তম সভাস্থলে অধ্যাত্ম-রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া দেন, হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ! তাহার ফল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতি অক্ষরে তাঁহার গায়ত্রী পুরশ্চরণের ফল হইয়া থাকে। শ্রীরামনবমী দিবসে উপবাস ব্রত-ধারণপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া যিনি অনন্যমনে অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি;—সূর্য্যগ্রহণ কালে কুরুক্ষেত্রাদি নিখিল পুণ্যতীর্থে জলে দাঁড়াইয়া

বিপ্রেভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যো দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ
যো পঠতে মুদাধ্যাত্ম-রামায়ণমহর্নিশম্।
আজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥
পঠন্ প্রত্যহমধ্যাত্ম-রামায়ণমতন্দ্রিতঃ।
যদ্যৎ করোতি তৎকর্ম্ম তত্তৎকোটিগুণং ভবেৎ॥
তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
স ব্রহ্মঘ্নোঽপি পূতাত্মা ত্রিভিরেব দিনৈর্ভবেৎ॥
শ্রীরামহৃদয়ং যস্তু হনুমৎপ্রতিমান্তিকে।
ত্রিঃ পঠেৎপ্রত্যহং মৌনী স সর্ব্বেপ্সিতভাগ্ভবেৎ
পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যশ্বত্থয়োর্যদি।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥ ৪৫
শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যং সর্ব্বং জানাতি শঙ্করঃ।
তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্ম্যহং মুনে॥ ৪৬
তৎ তে কিঞ্চিৎপ্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং ন শক্যতে
যজ্জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিত্তশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৭
শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ।
তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোঽপি সর্ব্বদা॥ ৪৮
রামেণোপনিষৎসিন্ধুমুন্মথ্যোৎপাদিতাং পুরা।
রামলক্ষ্মণয়োর্গীতাসুধাং পীত্বামরো ভবেৎ॥ ৪৯
জমদগ্নিসুতঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীর্য্যবধেচ্ছয়া।
ধনুর্ব্বিদ্যামভ্যসিতুং মহেশস্যান্তিকে বসন্॥ ৫০
অধীয়মানাং পার্ব্বত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ।
শ্রুত্বা গৃহীত্বা সুপঠন্ নারায়ণকলামগাৎ॥ ৫১
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নিষ্কৃতিং যদি বাঞ্ছতি।
রামগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মুচ্যতে নরঃ॥ ৫২
দুষ্প্রতিগ্রহদুর্ভোজ্য-দুরালাপাদিসম্ভবম্।
পাপং সকৃৎকীর্ত্তনেন রামগীতা বিনাশয়েৎ॥ ৫৩

ব্যাস সদৃশ প্রধান প্রধান বিপ্রদিগকে বারংবার অতিপ্রিয় বস্তু দান করিলে যে ফল লাভ হয়, সত্য সত্যই তিনি সেই ফল লাভ করিয়া থাকেন; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।৩১-৪০। যিনি আনন্দ সহকারে দিবা রাত্রি অধ্যাত্মরামায়ণ পান করেন, পুরন্দর প্রভৃতি সুরবর্গ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। অতন্দ্রিত মনে প্রত্যহ অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করা যায়, তাহা তাহার কোটি-গুণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুসমাহিতচিত্তে ইহার অন্তর্গত রামহৃদয় পাঠ করে, সে ব্রহ্মঘ্ন হইলেও দিবসত্রয় মধ্যে পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। হনূমানের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে যে ব্যক্তি সেই রামহৃদয় প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা মৌনী হইয়া পাঠ করে তাহার সকল অভীষ্ট সফল হইয়া থাকে। তুলসী অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্মুখে রামহৃদয় পাঠ করিতে করিতে তাহা প্রদক্ষিণ করিলে, প্রত্যেক বর্ণোচ্চারণেই ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। হে মুনে! একমাত্র শঙ্করই শ্রীরামগীতা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ-রূপে অবগত আছেন, গিরিবর-তনয়া গৌরী তাহার অর্দ্ধেক জানেন এবং আমার অর্দ্ধেক আমি জানি; সুতরাং আমি তাহা সম্যক্-রূপে বর্ণন করিতে অক্ষম; তবে একণে কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি,—লোকে তাহা জানিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে। হে নারদ! শ্রীরামগীতা পাঠ করিলে যে পাপ বিনষ্ট না হয়, তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্রে কোন পুণ্যা-নুষ্ঠান দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয় না। এই লোকের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও আমি রামগীতার তুল্য পুণ্যজনক আর কিছুই দেখিতে পাই না। বৎস! ভগবান্ শ্রীরাম, উপনিষৎ-সিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক সানন্দে এই গীতামৃত উৎ-পাদন করিয়া অনুজ লক্ষ্মণকে অর্পণ করিয়া-ছিলেন;—এই সুধা পান করিলে লোকে অমর হইতে পারে।৪১—৪৯ পুরাকালে জমদগ্নিসুত পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যের সংহার-কামনায় ধনু-র্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত শঙ্করসমীপে অবস্থিতিকালে ভগবতী পার্ব্বতীকে রামগীতা অধ্যয়ন করিতে শুনিয়া পরম যত্নসহকারে তাহা শিক্ষা করেন। সেই রামগীতা পাঠ করিয়াই তিনি নারায়ণের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে মানব ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষ করে, সে একমাস কাল রামগীতা পাঠ করিলেই পাপমুক্ত হইতে পারিবে। অতি-নিন্দিত প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ বস্তু সেবন ও অনৃত

শালগ্রামশিলাগ্রে চ তুলস্যশ্বত্থসন্নিধৌ।
যতীনাং পুরতস্তদ্বদ্রামগীতাং পঠেত্তু যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি যদ্বাচোঽপি ন গোচরম্ ॥৫৪
রামগীতাং পঠন্ ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্দ্বিজান্
তস্য তে পিতরঃ সর্ব্বে যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥
একাদশ্যাং নিরাহারো নিয়তো দ্বাদশীদিনে।
স্থিত্বাগস্ত্যতরোর্মূলে রামগীতাং পঠেত্তু যঃ।
স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥৫৬
বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্।
রামগীতাং নরোঽধীত্য তদনন্তফলং লভেৎ ॥৫৭
বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ।
অর্হন্তি নাধ্যাত্মরামায়ণষোড়শীকলামপি ॥ ৫৮
অধ্যাত্মরামচরিতস্য মুনীশ্বরায়
মাহাত্ম্যমেতদুদিতং কমলাসনেন।
যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্ত্যঃ
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং সুরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৯

ইত্যনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ।

কথমাদি হইতে যে পাপ জন্মে, রামগীতা কীর্ত্তন করিলে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। শালগ্রামশিলা, তুলসী ও অশ্বত্থ সমীপে এবং যতিগণের সম্মুখে রামগীতা পাঠ করিলে অনির্ব্বচনীয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে রামগীতা পাঠ করিয়া যিনি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করান, তাঁহার পরলোকগত পিতৃগণ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। একাদশী দিবসে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে নিয়তভাবে অগস্ত্যতরুমূলে যিনি রামগীতা পাঠ করেন, তিনিই সাক্ষাৎ রাঘব,—তিনি দেবগণের পূজনীয়। বিনা দান, বিনা ধ্যান,—বিনা তীর্থস্নানেও লোকে রামগীতা পাঠ করিবামাত্র দানাদির অনন্ত গুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। শুন, নারদ! অধিক কি বলিব, বেদ—স্মৃতি—পুরাণ—ইতিহাস—আগম-প্রভৃতি কিছুই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠের এক ষোড়শাংশ ফল দান করিতে পারে না। কমলাসন ভগবান্ ব্রহ্মা অধ্যাত্ম-রামচরিতের মাহাত্ম্য মুনীশ্বর নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; যে মানব শ্রদ্ধা-সহকারে ইহা পাঠ অথবা ইহা শ্রবণ করে সে বিষ্ণু পদবী প্রাপ্ত হইয়া অমরগণের পূজ্য হইয়া থাকে। ৫০—৫৯।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ
সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ,
সঞ্জাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে
মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্
ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং,
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং
তং জানকীশং ভজে ॥ ১
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥ ২

প্রথম অধ্যায়।

যিনি চিন্ময় ও অব্যয় হইলেও পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত অমরগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মায়ামনুষ্যরূপে রবিকুলে পৃথিবীতলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ দশাননকে সংহার করিয়া জগতলে পাপনাশিনী কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আদ্য ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জানকীনাথ সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি। যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ; যিনি মায়ার আশ্রয় হইলেও মায়া-বিরহিত; যাঁহার মূর্ত্তি বাঙ্মনের অগোচর; যাঁহার রূপ উপাধিকৃত দোষ-গুণ-রহিত; নিজবোধস্বরূপত্ব যাঁহার সম্যক্রূপে বিদিত, সেই অসীম আনন্দ-ময় সীতাপতি শ্রীরামকে আমি প্রণাম করি।

পঠন্তি যে নিত্যমনন্যচেতসঃ
শৃণ্বন্তি চাধ্যাত্মকসংজ্ঞিতং শুভম্।
রামায়ণং সর্বপুরাণসম্মতং
বিধূতপাপা হরিমেব যান্তি তে॥ ৩
অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং
পঠেদ্যদীচ্ছেদ্ভববন্ধমুক্তিম্।
গবাং সহস্রাযুতকোটিদানজং
ফলং লভেদ্যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্॥ ৪
পুরারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসঙ্গতা।
অধ্যাত্মরামগঙ্গেয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৫
কৈলাসাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমলে
মন্দিরে রত্নপীঠে,
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং
সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
দেবী বামাঙ্গসংস্থা গিরিবরতনয়া
পার্বতী ভক্তিনম্রা,
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং
বাক্যমানন্দকন্দম্॥ ৬

পার্বত্যুবাচ।
নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস
সর্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।
পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য
সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোঽসি॥ ৭
গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাচ্যং
বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
তদপ্যহোঽহং তব দেব ভক্তা
প্রিয়োঽসি মে ত্বং বদ যৎ তু পৃষ্টম্॥ ৮
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তি-
বৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বৎ।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং
যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন॥ ৯
পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং
তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ।
শ্রীরামচন্দ্রেঽখিলতত্ত্বসারে
ভক্তির্দৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা॥ ১০

যাঁহারা সর্বপুরাণসম্মত এই পরম মঙ্গলপ্রদ আধ্যাত্মিক রামায়ণ অনন্য মনে নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া হরিসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি ভববন্ধ হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষ থাকে, তবে এই অধ্যাত্ম-রামায়ণ নিত্য পাঠ করিবে। যিনি নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, তিনি কোটি গোদানের অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করিতে পারেন। এই অধ্যাত্মরামায়ণ-গঙ্গা ত্রিপুরারি-রূপ গিরি হইতে উদ্ভূত এবং রামরূপ মহাসাগরে সঙ্গত হইয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন।১-৫। একদা কৈলাসশিখরে শতসূর্য্যসদৃশ সুবিমল ও সমুজ্জ্বল মন্দিরমধ্যে রত্নপীঠে অভয়-বরপ্রদ ত্রিলোচন আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন; সিদ্ধবর্গ তাঁহার নানাপ্রকারে সেবা করিতেছে; গিরিরাজ-দুহিতা ভগবতী পার্বতী সেই সর্বানন্দের মূলস্বরূপ দেবদেব ঈশ্বরের বামাঙ্কে উপবেশন করিয়া ভক্তিনম্রভাবে সকল মল-নাশক এই পবিত্র বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতী কহিলেন,—"হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বাত্মদর্শী পরমেশ্বর; সেই জন্য পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের সনাতন কীর্তি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কারণ আপনিও সনাতন। যে তত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়, তাহা অন্যের নিকট না বলিবার হইলেও মহানুভাবেরা ভক্তদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন; হে দেব! আমি আপনার প্রতি ভক্তিমতী; আপনি আমার প্রিয়; অতএব হে ভক্তবৎসল! আমার পৃষ্ট বিষয় বলুন। যাহার সাহায্যে লোকে অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; আপনি সেই বিজ্ঞানজনক জ্ঞান ও ভক্তিমূলক বৈরাগ্য এরূপ পরিমিত ও বিশদভাবে উপদেশ করুন, যাহাতে আমি স্ত্রীলোক হইয়াও আপনার কথিত বিষয় বেশ বুঝিতে পারি। হে কমললোচন! এক্ষণে সর্বাগ্রে আমি আপনাকে আর একটী রহস্য জিজ্ঞাসা করিতেছি; —অখিললোকসার শ্রীরামে দৃঢ়া ভক্তি ভব-

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
নান্যৎ ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে
বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্ ॥ ১১
বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
নিরস্তমায়াগুণসম্প্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ১২
বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমাত্মসংজ্ঞম্।
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ
সম্বোধিতো বেদ পরাত্মতত্ত্বম্ ॥ ১৩
যদি স্ম জানাতি কুতো বিলা[illegible]
সীতাকৃতেঽনেন কৃতঃ পরে[illegible]।
জানাতি নৈবং যদি কেন[illegible]
সমো হি সর্বৈরপি [illegible] ॥ ১৪
অত্রোত্তরং কিং বি[illegible]
তদ্ব্রূহি মে সংশ[illegible] ॥ ১৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।
ধন্যাসি ভক্তাসি পরাত্মনস্ত্বং
যজ্জ্ঞাতুমীহা তব রামতত্ত্বম্।
পুরা ন কেনাপ্যভিচোদিতোঽহং
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ১৬
ত্বয়াদ্য ভক্ত্যা পরিণোদিতোঽহং
বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘূত্তমং তে।
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদি-
রানন্দ একঃ পুরুষোত্তমো হি ॥ ১৭
স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা
নভোবদন্তর্বহিরাস্থিতো যঃ।
সর্বান্তরস্থো হি নিগূঢ় আত্মা
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ॥ ১৮
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি
যৎসন্নিধৌ চুম্বকলোহবদ্ধি।
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসা যে ॥ ১৯
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে
স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে।

[illegible]

সাগর-তরণের [illegible] ভক্তিই সংসার-মোক্ষের প্রসিদ্ধ [illegible] তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তথাপি [illegible] বাক্য দ্বারা আমার মনঃ-সন্দেহ দূর[illegible] উচিত। লোকে শ্রীরামকে শ্রেষ্ঠ, [illegible], মায়াহীন ও নির্গুণ বলিয়া কী[illegible]কে; অমপ্রত্ত সিদ্ধ ব্যক্তিরা [illegible] ভজনা করিয়া পরমদ প্রাপ্ত [illegible] কেহ বলেন, শ্রীরাম পরব্রহ্ম হই-[illegible] মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মনামক স্ব-[illegible] জানিতে পারেন না, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সম্বো-[illegible] হইয়া সেই পরাত্মা আত্মতত্ত্ব জানিয়া-[illegible]ন। যদি তিনি নিজ তত্ত্ব জানিতেন, তাহা [illegible]লে এই পরমপুরুষ জানকীর জন্য বিলাপ করিলেন কেন? আর যদি বল, জানিতেন না, তাহা হইলে তিনি সমস্ত জীবকুলের সমান অজ্ঞ; তবে তাঁহাকে লোকে ভজনা করিবে কেন? আমার এই সংশয় যাহাতে দূরীকৃত হয়, তদুপযোগী বাক্যে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন” ৬—১৫। মহাদেব কহিলেন;—দেবি! তুমি ধন্যা, তুমি পরমাত্মার প্রতি পরম ভক্তিমতী; কারণ অদ্য তুমি আমাকে রাম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে। পূর্ব্বে কেহই আমাকে এই পরম নিগূঢ় রহস্য বলিতে অনুরোধ করে নাই। অদ্য আমি তোমার ভক্তি দ্বারা বশীভূত হইয়া রঘূত্তম রামচন্দ্রকে প্রণতিপূর্ব্বক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। শ্রীরাম পরমাত্মা, তিনি প্রকৃতির পর, অনাদি, এক, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ, পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম। যিনি স্বীয় মায়াপ্রভাবে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহে স্বপ্রকাশ সর্ব্বান্তর্যামী নিগূঢ় আত্মরূপে অবস্থিত রহিয়া-ছেন, এই বিশ্বসংসার—চুম্বকসান্নিধানে লোহের ন্যায় যাঁহার চতুর্দ্দিকে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; যাহাদের অন্তঃকরণ অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা ইহা জানিতে পারে না। এই জন্যই মূঢ় মানবগণ নির্ম্মল বোধসম্পন্ন

সংসারমেবানুসরন্তি তে বৈ
পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুকর্ম্মযুক্তাঃ ॥ ২০
জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ ২১
যথা প্রকাশো ন তু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমে-
ঽবিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ২২
যথা হি চাক্ষ্ণা ভ্রমতা গৃহাদিকং
বিনষ্টদৃষ্টের্ভ্রমতীব দৃশ্যতে।
তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্ত্তুরাত্মনঃ
কৃতং পরেঽধ্যস্য জনো বিমুহ্যতে ॥ ২৩
নাহো ন রাত্রিঃ সবিতুর্যথা ভবেৎ
প্রকাশরূপাব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ
রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধচিদ্ঘনে ॥ ২৪

তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘূত্তমে
বিজ্ঞানরূপে হি ন বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে
মায়াশ্রয়ত্বান্ন হি মোহকারণম্ ॥ ২৫
অত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমপি দুর্লভম্।
সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ২৬
পুরা রামায়ণে রামো রাবণং দেবকণ্টকম্।
হত্বা রণে রণশ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ২৭
সীতয়া সহ সুগ্রীব-লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অযোধ্যামগমদ্রামো হনূমৎপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥ ২৮
অভিষিক্তঃ পরিবৃতো বশিষ্ঠাদ্যৈর্মহাত্মভিঃ।
সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা তদা হনূমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
কৃতকার্য্যং নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্ ॥
রামঃ সীতা[illegible]দং ব্রূহি তত্ত্বং হনূমতে।

মায়ারহিত পরমাত্মা শ্রীরামের প্রতি নিজের অজ্ঞানতা আরোপ করিয়া থাকে এবং পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভূরি যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই সংসারের অনুসরণ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি, যেমন কণ্ঠস্থিত স্বর্ণালঙ্কার জানিতে পারে না, সেইরূপ সেই মূঢ় ব্যক্তিরা হৃদয়স্থ পরমাত্মা রামকে জানিতে সক্ষম হয় না; সেই জন্যই সংসারে বারবার যাতায়াত করিয়া থাকে। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশুদ্ধজ্ঞান-সন্দোহস্বরূপ পরাৎপর পরমাত্মা রামে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায়? যেমন সদোষ-দৃষ্টি ব্যক্তির ভ্রাম্যমাণ নয়নদ্বয়ে গৃহাদি সমস্ত বস্তুই যেন ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়কর্ত্তা অহঙ্কারের কৃত সমস্ত কর্ম্ম চেতন-আত্মায় আরোপ করিয়া জীব মোহ-বশতঃ "আমি করিতেছি" বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অথবা সূর্য্য যেমন দিবারাত্রির কারণ নহে; তাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপের প্রকাশ ও অপ্রকাশ বশত যেমন দিবারাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা বিশুদ্ধবোধ সচ্চি[illegible] শ্রীরামে কিরূপে সম্ভবিতে পারে? [illegible]আনন্দময় নির্ব্বিকল্পজ্ঞান-রূপ রঘু[illegible] অজ্ঞান নাই;—সেই অজ্ঞানসাক্ষী [illegible] ভগবান্ মায়ার আশ্রয় হইলেও তাঁহাকে [illegible] পাইতে পারে না। ১৬—২৫। এক্ষণে [illegible] শ্রীরাম, সীতা ও হনুমানের সংবা[illegible]সাধন সুদু-র্লভ রহস্য বর্ণন করি[illegible]কালে রামা-বতারে রণশ্লাঘী ভগবা[illegible]বদ্রোহী দশাননকে সপুত্র ও দলব[illegible] সংহার করিয়া হনূমৎ-প্রমুখ ক[illegible]বৃত হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও সুগ্রী[illegible]র অযোধ্যানগরে প্রত্যাগমন করি[illegible] রাজাসনে অভিষিক্ত এবং বসিষ্ঠা[illegible] মুনিগণে পরিবৃত হইয়া কোটি সূ[illegible] প্রদীপ্ত প্রভা ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে [illegible] হইলেন। মহামতি হনুমান্ কৃতা[illegible] সম্মুখে দণ্ডায়মান। জানকী উঁহার ক[illegible] তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন;—এক্ষণে একমাত্র জ্ঞান ভিন্ন আর কোন ধনে তাঁহার অভিলাষ নাই। শ্রীরাম তাঁহাকে উক্ত প্রকারে বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া সীতাকে সম্বোধন-

নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্য পাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্
তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্।
হনুমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৩২

সীতোবাচ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥ ৩৩
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥ ৩৪
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা ॥ ৩৫
তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ ॥৩৬
অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্ম্মলে।
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ ॥ ৩৭
অহল্যাশাপশমনং চাপভঙ্গো মহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ ॥ ৩৮

অযোধ্যানগরে বাসো ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ এব চ ॥ ৩৯
মায়ামারীচমরণং মায়াসীতাহৃতিস্তথা।
জটায়ুষো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ ॥ ৪০
শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতান্বেষণমেব চ ॥ ৪১
সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্।
রাবণস্য বধো যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪২
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ।
অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্রাজ্যে রামাভিষেচনম্ ॥
এবমাদীনি কর্ম্মাণি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি ॥

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণাননুগতো হি তথা বিভাতি ॥ ৪৫

পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! এই হনুমান্ নিতান্ত নিষ্পাপ, আমাদিগের উভয়ের প্রতি ইহার অচলা-ভক্তি; সুতরাং ইনি জ্ঞান-দানের উপযুক্ত পাত্র; এক্ষণে তুমি ইঁহাকে আমার তত্ত্ব উপদেশ দাও।" লোকবিমোহিনী সীতা, রামের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শরণাগত হনুমান্‌কে রামতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। সীতা কহিলেন,—বৎস! হনূমন্! শ্রীরামকে অদ্বয় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; ইনি স্থূল সূক্ষ্মাদি সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত বস্তুমাত্রে বিদ্যমান এবং বাঙ্‌মনের অগোচর। ইনি আনন্দ, নির্ম্মল, শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, স্বপ্রকাশ ও অকল্মষ পরমাত্মা। আর আমাকে সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী মূলপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। এই পুরুষপ্রধান পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমি নিরলসভাবে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি।২৬—৩৫। জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তেরা তৎসান্নিধ্যে আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে আরোপ করে! অতি নির্ম্মল রঘুবংশে শ্রীরামের জন্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমন-পূর্ব্বক তদীয় যজ্ঞরক্ষা, অহল্যাশাপমোচন, জনকপুরে মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ, আমার সহিত বিবাহ, পরশুরামের দর্পহরণ, অযোধ্যানগরে বাস, আমার সহিত দ্বাদশ বৎসর বনবাস; দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধবধ, মায়ামারীচ সংহার, দশানন কর্ত্তৃক মায়াসীতা হরণ, জটায়ু ও কবন্ধের মোক্ষলাভ, শবরী-কৃত পূজা, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালীবধ; তাহার পর সীতান্বেষণ, জলধি-বক্ষে সেতুবন্ধন, লঙ্কাবরোধ, যুদ্ধে সপুত্র দুরাত্মা দশাননের বধ, বিভীষণকে রাজ্যপ্রদান, তাহার পর আমার সহিত পুষ্পকরথে অযোধ্যা-নগরে প্রত্যাগমন, শেষে এই রামাভিষেক—এই সকল কর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা এই সমস্ত ব্যাপারই অখিলাত্মা নির্ব্বিকার শ্রীরামে আরোপ করিয়া থাকে। শ্রীরামের গমন নাই, স্থিতি নাই, শোক নাই, আশঙ্কা নাই; ইঁহার কিছুই ত্যাজ্য নাই, কিছুই কার্য্য নাই। ইনি আনন্দস্বরূপ, অচল অর্থাৎ কূটস্থ; অতএব পরিণামহীন; কেবল মায়া-সৃষ্ট পদার্থসকলের আশ্রয়রূপে তদ্বাসিত হইয়া সেই সেইরূপে প্রতীয়মান হন।"৩৬—৪৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনূমন্তমুপস্থিতম্ ।
শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনাম্ ॥ ৪৬
আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্ ।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি ॥ ৪৭
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ ।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্ ॥ ৪৮
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ ।
সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি ॥ ৪৯
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথাবুধৈঃ ।
আভাসস্তু মৃষাবুদ্ধিরবিদ্যাকার্য্যমুচ্যতে ॥ ৫০
অবিচ্ছিন্নন্তু তদ্‌ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু বিকল্পিতঃ ।
অবিচ্ছিন্নস্য পূর্ণেন একত্বং প্রতিপাদ্যতে ॥ ৫১

মহাদেব কহিলেন, পার্ব্বতি ! অনন্তর শ্রীরাম বিনয়াবনত হনুমান্‌কে স্বয়ং সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—ঈশ্বর চিদাভাস অর্থাৎ জীব ও শুদ্ধচৈতন্য-পরমাত্মার তত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আকাশ ত্রিবিধ,—সোপাধিক নিরুপাধিক ও প্রতিবিম্বাখ্য। জল-শূন্য জলাশয়ে অর্থাৎ ঘটাদিতে যে আকাশ বিদ্যমান থাকে, তাহা সোপাধিক ; নভোমণ্ডলে যে আকাশ ব্যপ্ত তাহা নিরুপাধিক, তাহাই মহাকাশ এবং দর্পণাদি স্বচ্ছপদার্থে যে আকাশ তাহা প্রতিবিম্বাখ্য আকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ তিন প্রকার আকাশের মধ্যে প্রথম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ; দ্বিতীয় পূর্ণ অর্থাৎ মহাকাশ, তৃতীয় বিম্বভূত আভাস বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞান দ্বিবিধ,—ভ্রমাত্মক ও প্রমাত্মক। আমি করি, করিতেছি ও করিব ইত্যাদি আত্মার আভাস বুদ্ধির কর্তৃত্বাদি জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায়। ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানই প্রমা ; ইহার কারণ গুণ। আভাস বুদ্ধি মিথ্যা; ইহা মায়ার কার্য্য। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই ব্রহ্ম বলা যায় ; কারণ বিচ্ছেদজ্ঞান বিকল্পিত ; অর্থাৎ ইহা কখন ব্রহ্মশব্দবাচ্য কখন বা জীবপদ-বাচ্য। ইহার বাচ্য বাচকভাবহেতু বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য পূর্ণ জ্ঞানের সহিত একীভূত হইলে "তত্ত্বমসি"

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথা ।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥৫০
তদাঽবিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ৫৩
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্ ।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি
ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো
ময়ৈব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘে ।
মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া
দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোঽধিকম্ ॥ ৫৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

এতৎ তেঽভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া ।
অতি গুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥৫৬
সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সর্ব্ববেদান্তসংগ্রহম্ ।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ তাহাই তুমি এবং মহাবাক্য দ্বারা আভাস বুদ্ধিতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে উক্ত বাক্যের মধ্যে তৎ জীবাত্মা, ত্বং পরমাত্মা এবং অসি একত্ব জ্ঞান। তবে উক্ত মহাবাক্য দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের যৎকালে ঐক্য জ্ঞান জন্মে—তখন নিশ্চয়ই আত্মকার্য্য দ্বারা অবিদ্যারূপে নিজ নিজ মায়া বিনষ্ট হইতে পারে। আমার ভক্ত এই প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমার পদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা মদ্ভক্তিহীন, যাহারা শাস্ত্রবোধিত নানা-ক্রিয়াকলাপরূপ গর্ত্তসমূহে পতিত, তাহারা শত-জন্মেও জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। হে অনঘ ! এই রহস্য আমার আত্মার হৃদয়-স্বরূপ ; আমি স্বয়ং ইহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যাহারা মদ্ভক্তিহীন ও শঠ, তাহাদের ইন্দ্রাপেক্ষা অধিকতম ঐশ্বর্য্য হইলেও কদাপি তাহাদের নিকট ইহা দান করিও না। ৪৬-৫৫।

মহাদেব কহিলেন ; "হে দেবি ! এই রাম-হৃদয় আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ; ইহা অতি গুহ্য মনোহর পবিত্র ও পাপশোধক। ভগবান্, শ্রীরাম স্বয়ং এই সর্ব্ববেদান্তের সার-সংগ্রহরূপ তত্ত্ব পরম ভক্ত হনূমান্‌কে কহিয়া-

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো রামস্য বচনং যথা॥ ৫৮

অতিভ্রষ্টোঽতিপাপী পরধনপরদা-
রেষু নিত্যোদ্যতো বা,
স্তেয়ী ব্রহ্মঘ্নমাতাপিতৃবধনিরতো
যোগিবৃন্দাপকারী।
যঃ সম্পূজ্যাভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং
রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা,
যোগীন্দ্রৈরপ্যলভ্যং পদমিহ লভতে
সর্ব্বদেবৈঃ স পূজ্যঃ॥৫৯

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগৎপ্রভো।
বিচ্ছিন্নো মেঽতিসন্দেহগ্রন্থির্ভবদনুগ্রহাৎ॥ ১
ত্বন্মুখাদ্‌গলিতং রামতত্ত্বামৃতরসায়নম্।
পিবন্ত্যা মে মনো দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্॥ ২
শ্রীরামস্য কথাতত্ত্বং শ্রুতং সংক্ষেপতো ময়া।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ স্ফুটাক্ষরম্॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ।
অধ্যাত্মরামচরিতং রামেণোক্তং পুরা মম॥ ৪
তদদ্য কথয়িষ্যামি শৃণু তাপত্রয়াপহম্।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তুরজ্ঞানোত্থা মহাভয়াৎ॥ ৫
প্রাপ্নোতি পরমামৃদ্ধিং দীর্ঘায়ুঃ পুত্রসন্ততিম্॥ ৬

ভূমির্ভারেণ মগ্না দশবদনমুখা-
শেষরক্ষোগণানাং,
ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজমুনিগণৈঃ
সাকমব্জাসনস্য।
গত্বা লোকং রুদন্তী ব্যসনমুপগতং
ব্রহ্মণেঽপ্যাহ সর্ব্বং,
ব্রহ্মা ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং সকলমপি হৃদা
বেদ শেষাত্মকত্বাৎ॥ ৭
তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীরমগমদ্
ব্রহ্মাথ দেবৈর্বৃতো,

ছিলেন। যিনি নিত্য ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকেন ইহা পাঠ করিলে বহুজন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; ইহা শ্রীরামের বাক্য। যে ব্যক্তি অতি ভ্রষ্টাচারী, মহাপাপী, পরধন ও পরদ্রব্যে নিত্যলোভী, স্তেয়ী ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃমাতৃঘাতী যোগিজনের অপকারী সেই ব্যক্তি যদি শ্রীরামকে পূজা করিয়া ভক্তি সহকারে এই রামহৃদয় পাঠ করে, তাহা হইলে সর্ব্বদেবের পূজনীয় যোগীন্দ্রগণের অলভ্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৬—৫৯।

—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন; "হে জগৎপ্রভো। আপনার অনুগ্রহে আমি ধন্যা ও কৃতার্থ হইলাম। আপনার অনুগ্রহে অদ্য আমার সন্দেহ-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইব। হে দেব! আপনার মুখারবিন্দগলিত শ্রীরামতত্ত্ব-রূপ অমৃত রসায়ন-পানে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না। আপনি সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিলেন, অধুনা সবিস্তারে শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে" মহাদেব কহিলেন, "হে দেবি! মহৎ অধ্যাত্মরামচরিত গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; পূর্ব্বে শ্রীরাম স্বয়ং আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। ইহা ত্রিতাপহারক, ইহা শ্রবণ করিলে জীব অজ্ঞানসম্ভূত ভীষণ শমনভয় হইতে মুক্ত হয় এবং দীর্ঘায়ুষ্মান হইয়া পরম সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বে বসুমতী দশাননপ্রমুখ দুরন্ত রাক্ষসগণের পদভারে সাগরসলিলে নিমগ্ন হইলে, গোরূপ ধারণপূর্ব্বক অমর ও মুনিগণে পরিবৃত কমলাসন ভগবান ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া রোদন করিতে করিতে সমস্ত ব্যসন নিবেদন করিলেন। অনন্তর তিনি সমস্ত অমরগণ ও বসুন্ধরা সমভিব্যাহারে ক্ষীর-সাগরতীরে গমন করিলেন

দেব্যা চাখিললোকস্থং হ্যমজরং
সর্ব্বজ্ঞমীশং হরিম্ ।
অস্তৌষীচ্ছ্রুতিশুদ্ধনির্ম্মলপদৈঃ
স্তোত্রৈঃ পুরাণোদ্ভবৈ-
র্ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরাতিবিমলৈ-
রানন্দবাষ্পৈর্বৃতঃ ॥ ৮
ততঃ স্ফুরৎসহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভঃ।
আবিরাসীদ্ধরিঃ প্রাচ্যাং দিশাং ব্যপনয়ংস্তমঃ॥৯
কথঞ্চিদ্দৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মনাম্ ॥ ১০
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্ ।
কিরীটহারকেয়ূর-কুণ্ডলৈঃ কটকাদিভিঃ ॥ ১১
বিভ্রাজমানং শ্রীবৎস-কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ।
স্তুবদ্ভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১২
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিরাজিতম্ ।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন স্বর্ণবর্ণাম্বরেণ চ ॥ ১৩
শ্রিয়া ভূম্যা চ সহিতং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৪

ব্রহ্মোবাচ।

নতোঽস্মি তে পদং দেব প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতে কর্ম্মপাশাদ্ধৃদি নিত্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥১৫
মায়য়া গুণময্যা ত্বং সৃজস্যবসি লুম্পসি ।
জগৎ তেন ন তে লেপঃ স্বানন্দানুভবাত্মনঃ ॥১৬
তথা শুদ্ধির্ন দুষ্টানাং দানাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ ।
শুদ্ধাত্মনস্তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥ ১৭
অতস্তবাঙ্ঘ্রির্মে দৃষ্টশ্চিত্তদোষাপনুত্তয়ে ।
সদ্যোঽহস্তু হৃদয়ে নিত্যং মুনিভিঃ সাত্বতৈর্বৃতঃ ॥
ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্বার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাভিঃ পূর্ব্বসেবিতঃ।
অপরোক্ষানুভূত্যর্থং জ্ঞানিভির্হৃদি ভাবিতঃ ॥
ত্বদঙ্ঘ্রি পূজানির্ম্মাল্য-তুলসীমালয়া বিভো।
স্পর্দ্ধতে বক্ষসি পদং লব্ধাপি শ্রীঃ সপত্নিবৎ ॥২০
অতস্ত্বৎপাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োঽধিকা।

এবং বাষ্পাকুল-লোচনে ভক্তিগদ্গদ-বচনে পুরাণোদ্ভব বিমল পদযুক্ত শ্রুতিশুদ্ধ স্তুতি দ্বারা অখিল লোকের অন্তর্যামী অজর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর হরির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীপ্তিশালী সহস্র সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন নারায়ণ স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকাররাশি দূর করিয়া পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হইলেন। দর্শনোৎসুক ব্রহ্মা, অকৃতাত্মা জনগণের দুর্দ্দর্শ জগদীশ্বর হরিকে কথঞ্চিৎ কষ্টে দর্শন করিলেন। ১—১০ নারায়ণের বর্ণ ইন্দ্রনীল তুল্য; আস্য প্রফুল্লিত; লোচন পদ্মপলাশ সদৃশ। তিনি কিরীট হার, কেয়ূর, কুণ্ডল ও কটকাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; শ্রীবৎস ও কৌস্তুভপ্রভায় শোভমান। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজিত; গলে বনমাল ও হেমযজ্ঞোপবীত; পরিধানে পীতাম্বর। তিনি ভগবতী কমলা ও ভূমির সহিত গরুড়োপরি আসীন রহিয়াছেন; সনকাদি মুনি ও পার্ষদগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতেছেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণকে ঐরূপ বরদ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত দেখিয়া আনন্দ-গদ্গদ বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন;—"হে দেব! কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ আপনার যে পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করেন, আমরা প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি অষ্টাঙ্গ দ্বারা আপনার সেই চরণকমলযুগলে প্রণাম করি। আপনি গুণময়ী মায়াশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি স্বানন্দানুভবাত্মা; আপনার লেপ নাই। হে শুদ্ধাত্মন্! আপনার বিমল যশে ভক্তিমান ব্যক্তিরা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, মলিনান্তঃকরণ ব্যক্তিরা দানাধ্যয়নাদি পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারাও সে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভক্ত মুনিগণ আপনার যে চরণারবিন্দ নিত্য চিন্তা করিয়া থাকেন, অদ্য হৃদয়মধ্যে আমি তাহা দর্শন করিলাম; তদ্দ্বারা আমার চিত্ত-দোষ অপনীত হউক। পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সৃষ্ট্যাদি সাধন করিবার নিমিত্ত আমরা আপনার ঐ চরণ সেবা করিয়াছিলাম; জ্ঞানিগণ, অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের কামনায় উহা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন। হে বিভো! কমলা আপনার বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াও ভবদীয় শ্রীচরণের পূজানির্ম্মাল্য তুলসীমালার সহিত

ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদ্ভক্তাঃ সারবেদিনঃ ॥২১
অতস্ত্বৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাস্তু মে।
সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে ॥২২
ইতি ব্রুবাণং ব্রহ্মাণং বভাষে ভগবান্ হরিঃ।
কিং করোমীতি তে বেধাঃ প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ ॥
ভগবন্ রাবণো নাম পৌলস্ত্যতনয়ো মহান্।
রাক্ষসানামধিপতির্মদ্দত্তবরদর্পিতঃ ॥ ২৪
ত্রিলোকীং লোকপালাংশ্চ বাধতে বিশ্ববাধকঃ।
মানুষেণ মৃতিস্তস্য ময়া কল্যাণ কল্পিতা ॥ ২৫
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো ॥২৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কশ্যপস্য বরো দত্তস্তপসা তোষিতেন মে।
যাচিতঃ পুত্রভাবায় তথেত্যঙ্গীকৃতং ময়া ॥ ২৭
স ইদানীং দশরথো ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে।
তস্যাহং পুত্রতামেত্য কৌশল্যায়াং শুভোদয়ে ॥
চতুর্দ্ধাত্মানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্।
যোগমায়াপি সীতেতি জনকস্য গৃহে তদা ॥ ২৯
উৎপৎস্যতে তয়া সার্দ্ধং সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা দেবানথাব্রবীৎ ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ।

বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ ভবিষ্যতি রঘোঃ কুলে।
যূয়ং সৃজধ্বং সর্ব্বেঽপি বানরেষ্বংশসম্ভবান্।
বিষ্ণোঃ সহায়া ভবত যাবৎ স্থাস্যতি ভূতলে ॥
ইতি দেবান্ সমাদিশ্য সমাশ্বাস্য চ মেদিনীম্ ॥
যযৌ ব্রহ্মা স্বভবনং বিজ্বরঃ সুখমাস্থিতঃ ॥ ৩২

দেবাশ্চ সর্ব্বে হরিরূপধারিণঃ
স্থিতাঃ সহায়ার্থমিতস্ততো হরেঃ।
মহাবলাঃ পর্ব্বতবৃক্ষযোধিনঃ
প্রতীক্ষমাণা ভগবন্তমীশ্বরম্ ॥ ৩৩

ইতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়ঃ।

সপত্নীর ন্যায় স্পর্দ্ধা করিতেছেন।১১-২০। আপনার স্বীয় ভক্তগণের প্রতি লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক প্রীতি; এই জন্য আপনার সারবেদী ভক্তগণ কেবল ভক্তিরই কামনা করিয়া থাকে। যাহারা সংসারপীড়ায় অভিভূত; আপনার প্রতি ভক্তিই তাহাদের একমাত্র ঔষধ; অতএব আপনার চরণ-সরোজে সর্ব্বদা আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকুক।” ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হরি কহিলেন, “কি করিতে হইবে?” অনন্তর ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, “ভগবন্! পৌলস্ত্য-নন্দন মহাবীর রাবণ রাক্ষসদিগের অধীশ্বর। সেই বিশ্ববাধক রাক্ষসরাজ আমার বরে ত্রিলোক ও সমস্ত লোকপালদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছে। তাহার মৃত্যু এক্ষণে বিশ্বের মঙ্গলজনক। আমি বর দিয়াছি যে, মানুষের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব হে দেব! হে প্রভো! আপনি এক্ষণে মানুষ হইয়া তাহাকে সংহার করুন।” ভগবান্ কহিলেন, “পূর্ব্বে কশ্যপের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে বরদান করিতে চাহিলে, তিনি আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে প্রার্থনা করেন। আমি তাহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে তিনি দশরথ নামে ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার গর্ভে পৃথক্-পৃথক্‌রূপে চারি অংশে অবতীর্ণ হইব। এদিকে যোগমায়া, রাজর্ষি জনকের গৃহে সীতা নামে জন্ম গ্রহণ করিবেন; আমি তাঁহার সহিত সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করিব।” এই কথা বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর, ব্রহ্মা, দেবগণকে কহিলেন;—“অমরগণ! বিষ্ণু মানুষরূপে রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন। তোমরা সকলে বানর-বংশে স্ব স্ব অংশ সৃষ্টি কর এবং হরি যতদিন ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করেন, ততদিন তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত থাক।” দেবগণকে এই কথা বলিয়া এবং বসুমতীকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া বিরিঞ্চি নিশ্চিন্তভাবে ও সন্তুষ্ট মনে স্ব-ভবনে যাত্রা করিলেন। এদিকে অমরগণ হরির সাহায্যার্থ পর্ব্বতবৃক্ষযোধী মহাবল বানর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পর্ব্বত-কানন-সমূহে ভগবানের প্রতীক্ষায় রহিলেন।২১—৩৩।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূর্য্যবংশেঽভবদ্রাজা দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রোঽভবন্নাম্না অজ ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ১
তস্য পুত্রো দশরথো মহাবলপরাক্রমঃ।
যশ্চক্রে হয়মেধানাং শতমিন্দ্রসমপ্রভঃ॥ ২
অথ রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৩
সোঽনপত্যত্বদুঃখেন পীড়িতো গুরুমেকদা।
বসিষ্ঠং স্বকুলাচার্য্যমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥ ৪
স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে স্যুঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ।
পুত্রহীনস্য মে রাজ্যং সর্ব্বং দুঃখায় কল্পতে॥ ৫
ততোঽব্রবীদ্বসিষ্ঠস্তং ভবিষ্যন্তি সুতাস্তব।
চত্বারঃ সত্বসম্পন্না লোকপালা ইবাপরে॥ ৬
শান্তাভর্ত্তারমানীয় ঋষ্যশৃঙ্গং তপোধনম্।
অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্টিং শীঘ্রমাচর॥ ৭
তথেতি মুনিমানীয় মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
যজ্ঞকর্ম্ম সমারেভে মুনিভির্বীতকল্মষৈঃ॥ ৮
শ্রদ্ধয়া হূয়মানেঽগ্নৌ তপ্তজাম্বূনদপ্রভঃ।
পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট্॥
গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনির্ম্মিতম্।
লপ্স্যসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা পায়সং দত্ত্বা রাজ্ঞে সোঽন্তর্দধেঽনলঃ।
ববন্দে মুনিশার্দ্দূলৌ রাজা লব্ধমনোরথঃ॥ ১১
বসিষ্ঠঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতো দদৌ হবিঃ।
কৌসল্যায়ৈ সকৈকেয্যা অর্দ্ধমর্দ্ধং বিভজ্য সঃ॥
ততঃ সুমিত্রা সম্প্রাপ্তা জগৃধ্নুঃ পৌত্রিকং চরুম্।
কৌসল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতা॥ ১৩
কৈকেয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমন্বিতা।
উপভুজ্য চরুং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো গর্ভসমন্বিতাঃ॥ ১৪
দেবতা ইব তা রেজুঃ স্বভাসা রাজমন্দিরে॥ ১৫
দশমে মাসি কৌশল্যা সুষুবে পুত্রমব্যয়ম্।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন;—"পার্ব্বতি! সূর্য্যবংশে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র অজ। মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি দশরথ তাঁহার পুত্র। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বীর, শ্রীমান্, সত্যপরায়ণ ও সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপুত্রত্ব হেতু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া একদা কুলগুরু বশিষ্ঠকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন;—"ভগবন্! আমি অপুত্রক; পুত্র বিনা এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আমার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে কি করিলে আমি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্রলাভ করিতে পারি?" বশিষ্ঠ কহিলেন;—রাজন্! লোকপাল সদৃশ সত্বশালী চারিপুত্র লাভ করিবে। এক্ষণে শান্তা-পতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র আমাদিগের সহিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কর।" রাজা দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পবিত্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে আনয়ন করিলেন এবং নিষ্পাপ মুনিগণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যত্নসহকারে অনলে হোম করা হইলে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ভগবান্ বিভাবসু হেমপাত্রে পায়স লইয়া আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "দেব প্রস্তুত পুত্রসাধন এই দিব্য পায়স গ্রহণ কর; তুমি নিশ্চয়ই পরমাত্মা হরিকে পুত্ররূপে লাভ করিবে।" ১—১০। এই কথা বলিয়া রাজাকে পায়স দানপূর্ব্বক অগ্নি অন্তর্হিত হইলেন। রাজার মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি সানন্দে বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদিগের আদেশানুসারে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে সেই পায়স অর্দ্ধার্দ্ধ পরিমাণে প্রদান করিলেন। অনন্তর, সুমিত্রা পুত্রোৎপাদন চরুর প্রতি সাতিশয় অভিলাষবতী হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে স্ব স্ব অংশের অর্দ্ধভাগ করিয়া প্রদান করিলেন। এইরূপে রাজবনিতারা সেই দিব্য চরু ভক্ষণ করিয়া গর্ভধারণ করিলেন এবং স্ব স্ব দীপ্তি দ্বারা দেবতার ন্যায় সেই রাজমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশম মাস উপস্থিত হইলে, জ্যেষ্ঠা

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে।
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসহিতে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে।
মেষং পূষণি সম্প্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে॥ ১৭
আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ ১৮
জলজারুণনেত্রান্তঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
সহস্রার্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুঞ্চিতালকঃ॥ ১৯
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিরাজিতঃ।
অনুগ্রহাখ্যহৃৎস্থেন্দু-সূচকস্মিতচন্দ্রিকঃ॥ ২০
করুণারসসম্পূর্ণো বিশালোৎপললোচনঃ।
শ্রীবৎসহার কেয়ূর-নূপুরাদিবিভূষণঃ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং কৌসল্যা বিস্ময়াকুলা।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নত্বা প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ২২

কৌসল্যোবাচ।

দেবদেব নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর।

রাজ্ঞী কৌশল্যা অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করিলেন। চৈত্রমাস, শুক্লপক্ষ, শুভা নবমী তিথি, পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুক্ত কর্কট লগ্নে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—মেষ, মকর, কর্কট, মীন ও তুলা এই পঞ্চ রাশিতে আরূঢ় হইলে, মধ্যাহ্ন-কালে সনাতন পরমাত্মা জগন্নাথ দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। ভগবানের বর্ণ নীলোৎপল সদৃশ শ্যাম; পরিধানে পীতবসন; চতুর্ভুজ; নয়ন কমলায়ত ও আরক্ত, তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট। তিনি কুঞ্চিতালকদামে অলঙ্কৃত; সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিমান্; তাঁহার চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান; গলে বনমালা; বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। তিনি হার, কেয়ূর, নূপুরাদি ভূষণে বিভূষিত, পদ্ম-পলাশ সদৃশ বিশাল নয়নযুগলে করুণা স্ফুরিত হইতেছিল, ভক্তানুগ্রহরূপ হৃদয়স্থ শশধরের শুভ্র-চন্দ্রিকাসদৃশ মধুর হাস্যে তাঁহার আনন প্রস্ফুটিত। কৌশল্যা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে আকুল হইলেনএবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতভাবে আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ১১—২২।

পরমাত্মাচ্যুতোঽনন্তঃ পূর্ণস্ত্বং পুরুষোত্তমঃ॥ ২৩
বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্।
ত্বাং বেদবাদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্॥
ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ।
সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ তুর্য্য এবামলঃ সদা॥ ২৫
করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি।
ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি॥ ২৬
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে॥ ২৭
অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত এব সুমেধসাম্।
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ॥ ২৮
ত্বং মমোদরসম্ভূত ইতি লোকান্ বিড়ম্বসে।
ভক্তেষু পারবশ্যং তে দৃষ্টং মেঽদ্য রঘূদ্বহ॥ ২৯

কৌশল্যা কহিলেন, “হে শঙ্খচক্রগদাধর দেব-দেব! আপনাকে নমস্কার। আপনি অচ্যুত, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা। বেদ-বাদীরা আপনাকে বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সত্যজ্ঞান ও সৎস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রভো! আপনিই স্বীয় মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। আপনি ত্রিগুণান্বিত এবং তুরীয়; মায়াগুণান্বিত হইলেও আপনি তাহাতে লিপ্ত নহেন; সুতরাং আপনি অমল। আপনি নির্ব্বিকার, ঠিক বোধ হয়, আপনি যেন করিতেছেন; কিন্তু কর্ত্তা নহেন; যেন দেখিতে-ছেন, কিন্তু দ্রষ্টা নহেন; যেন যাইতেছেন, কিন্তু গন্তা নহেন এবং যেন শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রোতা নহেন। শ্রুতি আপনাকে প্রাণশূন্য মনঃশূন্য, শুদ্ধ, বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তথাপি যাহাদের অন্তঃকরণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু আপনি তত্ত্বজ্ঞদিগের সম্মুখে ব্যক্ত। আপনার উদরে, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; আমার উদরে জন্মিয়া লোকে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি এই অনুগ্রহ

সংসারসাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু।
ভ্রমামি মায়য়া তেঽহদ্য পাদমূলমুপাগতা ॥ ৩০
দেব ত্বদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে।
আবৃণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী ॥৩১
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নেতদ্রূপমলৌকিকম্।
দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং সুকোমলম্।
ললিতালিঙ্গনালাপৈস্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ ॥ ৩২
শ্রীভগবানুবাচ।
যদ্যদিষ্টং তবাস্ত্যম্ব তত্তত্তবতু নান্যথা ॥ ৩৩
অহন্তু ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে।
প্রার্থিতো রাবণং হন্তুং মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৩৪
ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাধিতঃ পুরা।
মৎপুত্রত্বাভিকাঙ্ক্ষিণ্যা তথা কৃতমনিন্দিতে ॥ ৩৫
রূপমেতৎ ত্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ ফলম্।
মদ্দর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হ্যন্যদুর্লভম্ ॥ ৩৬
সংবাদমাবয়োর্যস্তু পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামো বালো ভূত্বা রুরোদ হ ॥
বালত্বেহপীন্দ্রনীলাভো বিশালাক্ষোঽতিসুন্দরঃ।
বালারুণপ্রতীকাশো লালিতাখিললোকপঃ ॥ ৩৯
অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রোদ্ভবোৎসবম্।
আনন্দার্ণবমগ্নোঽসাবায়যৌ গুরুণা সহ ॥ ৪০
রামং রাজীবপত্রাক্ষং দৃষ্ট্বা হর্ষাশ্রুসংপ্লুতঃ।
গুরুণা জাতকর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি চকার সঃ ॥ ৪১
কৈকেয়ী চাথ ভরতমসূত কমলেক্ষণম্।
সুমিত্রায়াং যমৌ জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ ॥৪২
তদা গ্রামসহস্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা দদৌ।

অদ্য ভক্তের প্রতি আপনার আনুগত্যই প্রকাশ পাইতেছে। আপনার মায়ায় পতিপুত্র-ধনাদিতে মুগ্ধ হইয়া সংসারসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, তথাপি অদ্য আপনার চরণতরি পাইলাম, ইহাতে আশা হইতেছে যে, উদ্ধার পাইব। হে দেব! আপনার এই রূপ আমার হৃদয়ে যেন সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে; যেন আপনার বিশ্ববিমোহিনী মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে। হে বিশ্বাত্মন্! হে মহানন্দ! এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করিয়া সুকোমল বালভাব দর্শন করান; আজি মাতার ন্যায় আপনাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আপনার সহিত সুললিত আলাপ করিয়া উৎকট অজ্ঞানমূল সংসার হইতে মুক্তিলাভ করি।" ২৩-৩২। ভগবান্ কহিলেন,—"মাতঃ! তোমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হউক। ভূভার-হরণের নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাবণবধার্থ আমি মানুষত্ব অবলম্বন করিয়াছি। হে অনিন্দিতে! পূর্ব্বজন্মে তুমি ও দশরথ আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তপশ্চরণ দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছিলে; এক্ষণে আমি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। প্রাক্তন তপস্যার ফলেই অদ্য তুমি আমার এইরূপ দেখিতে পাইলে। আমার দর্শন লাভ করিলেই জীব—মুক্ত হইয়া থাকে; পুণ্যহীন ব্যক্তি ইহা দর্শন করিতে পায় না। আমাদিগের উভয়ের এই কথোপকথন যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সে মরণকালে মৎস্মৃতি লাভ করিয়া আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" মাতা কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া রাম বালভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালেও তাঁহার সেই ইন্দ্রনীলাভবর্ণ এবং কমলদলসদৃশ বিশাল লোচন; বস্তুত তাঁহার অতি রমণীয় রূপ। সেই অদ্ভুতরূপ হইতে তরুণ অরুণ সদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল। নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপালদিগের সন্তোষবিধান করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রজন্মহেতু উৎসব শ্রবণ করিয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। এবং কুলগুরু বসিষ্ঠের সহিত তথায় আগমন করিলেন। রাজীবলোচন রামকে দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গুরুর সহিত তাঁহার সমস্ত জাতকর্ম্ম সমাপ্ত করিলেন। এদিকে কমলেক্ষণা কৈকেয়ী ভরতনামা পুত্রকে প্রসব করিলেন এবং সুমিত্রার গর্ভে পূর্ণচন্দ্র সদৃশানন যমজ পুত্র উদ্ভূত হইল। রাজা দশরথ

সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুরভীঃ শুভাঃ ॥৪৩
যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞানবিপ্লবে।
তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাদ্রাম ইত্যপি ॥
ভরণাদ্ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্।
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং গুরুরভাষত ॥ ৪৫
লক্ষ্মণো রমচন্দ্রেণ শত্রুঘ্নো ভরতেন চ।
দ্বন্দ্বীভূয় চরন্তৌ তৌ পায়সাংশানুসারতঃ ॥ ৪৬
রামস্তু লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বাললীলয়া।
রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ ॥ ৪৭
ভালে স্বর্ণময়াশ্বত্থ-পর্ণমুক্তাফলপ্রভম্।
কণ্ঠে লগ্নমণিব্রাত-মধ্যদ্বীপিনখাঞ্চিতম্ ॥ ৪৮
কর্ণয়োঃ স্বর্ণসম্পন্ন-রত্নোজ্জ্বলকপোলকম্।
শিঞ্জানমণিমঞ্জীর-কটিসূত্রাঙ্গদৈর্যুতম্ ॥ ৪৯
স্মিতবক্ত্রাল্পদশনমিন্দ্রনীলমণিপ্রভম্।
অঙ্গনে রিঙ্গমাণং তং তর্ণকানন্থু সর্ব্বতঃ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা কৌশল্যা মুমুদে তদা।
ভোক্ষ্যমাণো দশরথো রামমেহীতি চাসকৃৎ ॥৫১
আহ্বয়ত্যতিহার্দ্দেন প্রেম্ণা নায়াতি লীলয়া।
আনয়েতি চ কৌশল্যামাহ সা সস্মিতা সুতম্ ॥৫২
ধাবত্যপি ন শক্নোতি স্প্রষ্টুং যোগিমনোগতিম্।
প্রহসন্ স্বয়মায়াতি কর্দ্দমাঙ্কিতপাণিনা ॥ ৫৩
কিঞ্চিদ্গৃহীত্বা কবলং পুনরেব পলায়তে।
কৌশল্যা জননী তস্য মাসি মাসি প্রকুর্ব্বতী ॥৫৪
বায়নানি বিচিত্রাণি সমলঙ্কৃত্য রাঘবম্।
অপূপান্ মোদকান্ কৃত্বা কর্ণশষ্কুলিকাস্তথা ॥ ৫৫
কর্ণপূরাশ্চ বিবিধা বর্ষবৃদ্ধৌ চ বায়নম্।
গৃহকৃত্যং তয়া ত্যক্তং তস্য চাপল্যকারণাৎ ॥ ৫৬

এই চারিপুত্র লাভ করিয়া সানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গ্রাম, সুবর্ণ রত্ন, বহুমূল্য বসন ও শুভ সুরভী গাভী দান করিলেন। ৩৩—৪৩। অজ্ঞাননাশে যোগিগণ বিদ্যাবলে যাঁহাতে রমণ করিয়া থাকেন; অথবা স্বীয় বপুঃসৌন্দর্য্য দ্বারা যিনি স্বীয় ভক্তদিগকে আনন্দিত করেন; গুরু বসিষ্ঠ সেই জন্য তাঁহার নাম রাখিলেন "রাম"। গুরু, অন্য পুত্রগণকে প্রজাভরণ হইতে ভরত লক্ষণশালিতা-প্রযুক্ত লক্ষ্মণ এবং শত্রুনিপাতহেতু শত্রুঘ্ন নামে অভিহিত করিলেন। কৌশল্যা প্রদত্ত পায়সাংশ হইতে লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীদত্ত চরুভাগ হইতে শত্রুঘ্ন উদ্ভূত হন সেই জন্য লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত হইলেন। এইরূপে শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বাললীলায় বিচরণ করিতে করিতে মনোমোহন চেষ্টিত ও কথাবার্ত্তা দ্বারা পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন. তাঁহার ভালদেশ মুক্তা-মালালম্বিত হেমময় অশ্বত্থপত্রে শোভিত; কণ্ঠে রত্ন ও মণিমালা; তাহার মধ্যস্থলে ব্যাঘ্র-নখ স্থাপিত; উভয় কর্ণে অর্জ্জুন বৃক্ষের অপক্ক ফল সদৃশ কাঞ্চনময় রত্নকল লম্বিত; তাঁহার চরণদ্বয়ে শব্দায়মান মণিময় নূপুর, কটিদেশে হেমসূত্র; বাহুদ্বয়ে রত্নাঙ্গদ। তাঁহার বদন অচিরোদ্ভিন্ন দুই চারিটী দশনে সুশোভিত ও প্রফুল্ল হাস্যে অলঙ্কৃত; বর্ণ ইন্দ্রনীল সদৃশ রমণীয়। এতাদৃশ মনোমোহন বেশে শ্রীরাম গোবৎসের লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক অঙ্গনের ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেন; তদ্দর্শনে দশরথ ও কৌশল্যার আনন্দের সীমা থাকিত না। দশরথ ভোজন করিতে করিতে প্রগাঢ় স্নেহ সহকারে "রাম! আইস। রাম! আইস।" বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতেন। রাম খেলায় মগ্ন থাকিতেন; আসিতেন না। তখন রাজা দশরথ কৌশল্যাকে ধরিয়া আনিতে বলিতেন। কৌশল্যা হাসিতে হাসিতে সেই যোগিমনো-গতি রামকে ধরিতে যাইতেন; কিন্তু রাম ছুটিয়া পলাইতেন; কৌশল্যা ধরিতে পারিতেন না। কখন বা রাম হাসিতে হাসিতে স্বয়ং আসিতেন এবং কর্দ্দমাক্ত করে এক-আধ গ্রাস খাইয়াই আবার পলাইয়া যাইতেন। জননী কৌশল্যা রাঘবকে উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিয়া, মাসে মাসে সধবাদিগকে ভক্ষ্য বিশেষ দান করিতেন এবং প্রতি-বর্ষারম্ভে বিচিত্র বিচিত্র পায়স, অপূপ, মোদক, কর্ণশষ্কুলী ও বিবিধ কর্ণপূর প্রস্তুত করিতেন। রামের চাপল্য বশতঃ কৌশল্যা সমস্ত গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া-

একদা রঘুনাথোঽসৌ গত্বা মাতরমন্তিকে ।
ভোজনং দেহি মে মাতর্ন শ্রুত্বং কার্য্যসঙ্কুলা ॥৫৭
ততঃ ক্রোধেন ভাণ্ডানি লগুড়েনাহনৎ তদা ।
শিক্যস্থং পাতয়ামাস গব্যঞ্চ নবনীতকম্ ॥ ৫৮
লক্ষ্মণায় দদৌ রামো ভরতায় যথাক্রমম্ ।
শত্রুঘ্নায় দদৌ পশ্চাদ্দধিদুগ্ধং তথৈব চ ॥ ৫৯
সূদেন কথিতং মাত্রে হাস্যং কৃত্বা প্রধাবতি ।
আগতাং তাং বিলোক্যাথ ততঃ সর্ব্বৈঃ পলায়িতম্
কৌসল্যা ধাবমানাপি প্রস্খলন্তী পদে পদে ।
রঘুনাথং করে ধৃত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ ভামিনী ॥ ৬১
বালভাবং সমাশ্রিত্য মন্দং মন্দং রুরোদ হ ।
তে সর্ব্বে লালিতা মাত্রা গাঢ়মালিঙ্গ্য যত্নতঃ ॥৬২
এবমানন্দসন্দোহ-জগদানন্দকারকঃ ।
মায়াবালবপুর্ধৃত্বা রময়ামাস দম্পতী ॥ ৬৩
অথ কালেন তে সর্ব্বে কৌমারং প্রতিপেদিরে ।
উপনীতা বশিষ্ঠেন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ৬৪
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।
বভূবুর্জ্জগতাং নাথা লীলয়া নররূপিণঃ ॥ ৬৫
লক্ষ্মণস্তু সদা রামমনুগচ্ছতি সাদরম্ ।
সেব্যসেবকভাবেন শত্রুঘ্নো ভরতং তথা ॥ ৬৬
রামশ্চাপধরো নিত্যং তূণী বাণান্বিতঃ প্রভুঃ
অশ্বারূঢ়ো বনং যাতি মৃগয়ায়ৈ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৬৭
হত্বা দুষ্টমৃগান্ সর্ব্বান্ পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৬৮
প্রাতরুত্থায় সুস্নাতঃ পিতরাবভিবাদ্য চ ।
পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বাণি করোতি বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬৯
বন্ধুভিঃ সাহতো নিত্যং ভুক্ত্বা মুনিভিরন্বহম্ ।
ধর্ম্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোত্যপি ॥ ৭০
এবং পরাত্মা মনুজাবতারো
মনুষ্যলোকাননুসৃত্য সর্ব্বম্ ।
চক্রেঽবিকারী পরিণামহীনো
বিচার্য্যমাণো ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৭১
ইতি তৃতীয়েঽধ্যায়ঃ ॥

ছিলেন । ৪৪-৫৬ । একদা রঘুনাথ মাতার নিকট গিয়া কহিলেন, "মা ! খাইতে দাও ।" কৌশল্যা তৎকালে কার্য্যান্তরে আসক্ত ছিলেন ; পুত্রের কথা শুনিতে পাইলেন না, তাহাতে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লগুড় দ্বারা শিক্যস্থ ভাণ্ডাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্য হইতে ক্ষীর, নবনীতাদি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নকে প্রদান করিলেন। সূপকার গিয়া কৌশল্যাকে বলিয়া দিল। কৌশল্যা আসিতে লাগিলেন ; তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া চারি ভ্রাতাই পলাইতে আরম্ভ করিলেন। কৌশল্যা, দৌড়িয়া আসাতে পদে পদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি রামকে ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। রাম বালকস্বভাববশত অল্প-অল্প রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব জননী কর্ত্তৃক পরম যত্নসহকারে পালিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; এইরূপ জগতের আনন্দকারক শ্রীরাম মায়াপ্রভাবে বালদেহ ধারণ করিয়া রাজদম্পতি দশরথ ও কৌশল্যার মনোহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কিছুকাল অতীত হইলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন কৌমারে পদার্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি বসিষ্ঠ সকল প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অনতিকালের মধ্যে লীলাবশত নররূপধারী সেই জগন্নাথ ধনুর্ব্বেদ ও সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সেবকের ন্যায় লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের নিত্য অনুগমন করিতেন। রাম শরশরাসন ও তূণীর ধারণপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বদা মৃগয়ায় যাইতেন এবং দুষ্ট শ্বাপদদিগকে সংহার করিয়া পিতার নিকট আনিয়া দিতেন। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া স্নান সমাপনপূর্ব্বক তিনি পিতা মাতাকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সবিনয়ে সমাপন করিতেন ; বন্ধুদিগের সাহত প্রত্যহ একত্র ভোজন করিয়া মুনিদিগের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রাদির রহস্যসমূহ শ্রবণ ও ব্যাখ্যা করিতেন। এইরূপে পরমাত্মা হরি রাম-রূপে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যলোকের অনুসরণপূর্ব্বক সকল কার্য্য সাধন করিতেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তিনি স্বয়ং কিছুই

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কদাচিৎ কৌশিকোঽভ্যাগাদযোধ্যাং জ্বলনপ্রভঃ।
দ্রষ্টুং রামং পরাত্মানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া॥১
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা প্রত্যুত্থায়াচিরেণ তু।
বসিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি। ২
প্রত্যুবাচ মুনিং রাজা প্রাঞ্জলির্ভক্তিনম্রধীঃ।
কৃতার্থোঽস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ। ৩
ত্বদ্বিধা যদ্গৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ॥ ৪
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং ব্রূহি সত্যং করোমি তৎ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রীতঃ প্রত্যুবাচ মহামতিঃ॥
অহং পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে ইষ্ট্বা যষ্টুং সুরান্ পিতৄন্।
যদারেভে তদা দৈত্যা বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥৬
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ পরে চানুচরাস্তয়োঃ।
অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে॥ ৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
বসিষ্ঠেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে॥ ৮
পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ।
কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ
বহুবর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সুতাঃ।
চত্বারো মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোঽতিবল্লভঃ॥১০
রামস্তিতো গচ্ছতি চেন্ন জীবামি কথঞ্চন।
প্রত্যাখ্যাতো যদি মুনিঃ শাপং দাস্যত্যসংশয়ম্॥
কথং শ্রেয়ো ভবেন্মহ্যমসত্যঞ্চাপি ন স্পৃশেৎ॥১২

বসিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ১৩
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।

করেন নাই; কারণ তিনি নির্ব্বিকার ও পরিণামহীন। ৫৭- ৭১।

—

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন;—পরমাত্মা হরি, আত্মমায়ায় রামরূপে দশরথগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া অমলপ্রভ মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যানগরে আগমন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন এবং বসিষ্ঠের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি-নম্র বচনে কহিলেন, হে মুনিবর। আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনার ন্যায় মহাত্মারা যাহার গৃহে পদার্পণ করেন, তথায় সমস্ত সম্পদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন হইল, বলুন; আমি সত্য সত্যই তাহা পালন করিব।" বিশ্বামিত্রও তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "প্রতিপর্ব্বেই আমি দেব ও পিতৃলোকদিগের যজ্ঞ আরম্ভ করিলেই মারীচ, সুবাহু ও তাহাদিগের অনুচর প্রভৃতি রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া আমার যজ্ঞে বিঘ্ন সাধন করে; অতএব সেই দুই দৈত্যের বধার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে আমায় অর্পণ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। বসিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া যদি ইহা হয়, তবে রাম লক্ষ্মণকে প্রদান কর।" রাজা চিন্তিত ও ভীত হইলেন; তথাপি মুনির আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বসিষ্ঠকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরো! এখন কি করি? আমার রামকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। আহা! আমি বহুসংস্র বৎসর পরে অতি কষ্টে অমরতুল্য চারি পুত্র লাভ করিয়াছি; রাম তাহাদিগের মধ্যে আমার অতি প্রিয়; রাম এখান হইতে অন্যত্র গেলে আমি কিছুতেই বাঁচিব না। এদিকে মুনি বিশ্বামিত্রকেও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না;—করিলে এখনই নিশ্চয়ই শাপ দিবেন। তবে কিরূপে আমার সত্য পালন হয়, অথচ মঙ্গল হয়; তাহাই আদেশ করুন।" ১—১২। বসিষ্ঠ কহিলেন;—"রাজন্! যত্নসহকারে এই দেবগুহ্য রহস্য শ্রবণ কর। রাম মানুষ নহেন; পরমাত্মা সনাতন ভূভারহরণার্থ পূর্ব্বে ব্রহ্মা

স এব জাতো ভবনে কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥ ১৪
ত্বন্তু প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং কশ্যপো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কৌশল্যা চাদিতিঃ পূর্ব্বং দেবমাতা যশস্বিনী ॥১৫
ভবন্তৌ তপ উগ্রং বৈ তেপাতে বহুবৎসরম্।
অগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ ॥ ১৬
তদা প্রসন্নো ভগবান্ বরদো ভক্তবৎসলঃ।
বৃণীষ বরমিত্যুক্তো ত্বং মে পুত্রো ভবানঘ ॥ ১৭
ইতি ত্বয়া যাচিতো বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তথেত্যুক্ত্বাদ্য পুত্রস্তে জাতো রামঃ স এব হি ॥১৮
শেষস্তু লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবান্বপদ্যত।
জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রে গদাভৃতঃ ॥ ১৯
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ ॥২০
এতদ্গুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ২১
অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকম্।
প্রেষয়স্ব রমানাথং রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ॥ ২২

বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথস্তদা।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে প্রমুদিতান্তরঃ ॥ ২৩
আহূয় রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরম্।
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় কৌশিকায় সমর্পয়ৎ ॥ ২৪
ততোঽতিহৃষ্টো ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ রাজানং রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৫
গৃহীত্বা চাপতূণীরবাণখড়্গাধরৌ যযৌ।
কাঞ্চিদ্দেশমতিক্রম্য রামমাহূয় ভক্তিতঃ ॥ ২৬
দদৌ বলাঞ্চাতিবলাং বিদ্যে দ্বে দেবনির্ম্মিতে।
যয়োগ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎপিপাসা ন জায়তে ॥ ২৭
তত উত্তীর্য্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্।
বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২৮
অত্রাস্তি তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৯
তথেতি ধনুরাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ।

—কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, এক্ষণে তোমার গৃহে কৌশল্যার গর্ভে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমিও ব্রহ্মার বংশধর প্রজাপতি কশ্যপ এবং যশস্বিনী কৌশল্যা দেবমাতা অদিতি। পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা ও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিয়া তোমরা বহুবৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলে। পরম পুরুষ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে বরদান করিতে চাহিলে, তোমরা তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলে। ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তোমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন। রাজন্। লক্ষ্মণ অনন্তের অংশ। ইনি শ্রীরামের সদা অনুগমন করেন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পাণি-বিষ্ণুর চক্র ও গরুড় ভরত-শত্রুঘ্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যোগমায়া সীতা ওদিকে বিদেহ-রাজ জনকের দুহিতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারই সহিত রামকে যোজিত করিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন। নরনাথ! ইহা অতি গুহ্য কথা; কদাপি প্রকাশ করিও না। অতএব কৌশিককে পূজা করিয়া প্রীত-মনে তাঁহার সহিত রমানাথ রামকে ও লক্ষ্মণ[কে] পাঠাইয়া দাও। ১৩—২২। বশিষ্ঠের এই ব[াক্য] শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ আনন্দিত হই[লেন] আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন এবং সাদ[রে] রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া মস্তকাঘ্রাণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৌশিকের হস্তে তাঁহাদি[গকে] উভয় ভ্রাতাকে সমর্পণ করিলেন। প্রতাপব[ান্] বিশ্বামিত্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চা[প] তূণীর, শর ও খড়্গ ধারণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে, আশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁ[হা]দিগের উভয়কে অভিনন্দন করিয়া প্রস্থা[ন] করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রান্ত হইয়া তিনি শ্রীরামকে ভক্তিসহকারে আহ্বান ক[রিয়া] বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী দৈববিদ্যা প্র[দান] করিলেন। এই দুই বিদ্যা গ্রহণ করি[লে] লোকের ক্ষুৎপিপাসা ও দৌর্ব্বল্য হয় [না]। তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহারা স[কলে] তাড়কাবনে উপস্থিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র সত্যপরাক্রম রামকে আহ্বান ক[রিয়া] কহিলেন, এখানে তাড়কা নামে এক [কাম]রূপিণী রাক্ষসী বাস করে। সে অখিললো[কে] বাধা দিয়া থাকে; এক্ষণে অবিচলিত[চিত্তে]

টঙ্কারমকরোৎ তেন শব্দেনাপূরয়ন্ বনম্ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বাসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী।
ক্রোধসম্মূর্চ্ছিতা রামমভিদুদ্রাব মেঘবৎ ॥ ৩১
তামেকেন শরেণাশু তাড়য়ামাস বক্ষসি।
পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহুঃ ॥ ৩২
ততোহতিসুন্দরী যক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ॥৩৩
নত্বা রামং পরিক্রম্য গতা রামাজ্ঞয়া দিবম্ ॥ ৩৪

ততোহতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
মূর্দ্ধন্যবঘ্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বাস্ত্রজালং সরহস্যমন্ত্রং
প্রীত্যাভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩৫

ইতি চতুর্থোধ্যায়ঃ।

তাহাকে বধ কর। "যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনন্দন সগুণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে টঙ্কার করিলেন। সেই টঙ্কারনাদে বনস্থলী পরিপূর্ণ হইল। সেই শ্রবণভৈরবনাদ তাড়কার হৃদয়ে সহ্য হইল না। সেই ঘোররূপিণী রাক্ষসী দারুণ ক্রোধে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া নিবিড়জলদবৎ ঘোররূপে রামের অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অমনি রাম তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে এক তীক্ষ্ণ শর প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে রাক্ষসী প্রভূত রুধির বমন করিতে করিতে বনমধ্যে পতিত হওয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাড়কা, শাপে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীরামের অনুগ্রহে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা অতি সুন্দরী যক্ষীর রূপ প্রাপ্ত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদাজ্ঞায় স্বর্গে গমন করিল। তাড়কাবধে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই অভিরাম রামচন্দ্রকে প্রীতিসহকারে রহস্যমন্ত্রের সহিত সর্ব্বাস্ত্র-জাল প্রদান করিলেন। ২৩—৩৫।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তত্র কামাশ্রমে রম্যে কাননে মুনিসঙ্কুলে।
উষিত্বা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ॥১
সিদ্ধাশ্রমং গতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধচারণসেবিতম্।
বিশ্বামিত্রেণ সন্দিষ্টা মুনয়স্তন্নিবাসিনঃ ॥ ২
পূজাঞ্চ মহতীং চক্রু রামলক্ষ্মণয়োস্ত্বরিতম্।
শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষা প্রবিশ্য তাম্ ॥
দর্শয়স্ব মহাভাগ কুতস্তৌ রাক্ষসাধমৌ।
তথেত্যুক্ত্বা মুনির্যষ্টুমারেভে মুনিভিঃ সহ ॥ ৪
মধ্যাহ্নে দদৃশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বর্ষন্তৌ রুধিরাস্থিনী ॥ ৫
রামোহপি ধনুরাদায় দ্বৌ বাণৌ সন্দধে সুধীঃ।
আকর্ণান্তং সমাকৃষ্য বিসসর্জ্জ তয়োঃ পৃথক্ ॥৬
তয়োরেকস্তু মারীচং ভ্রাময়ন্ দশযোজনম্।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—পার্ব্বতি! সেই মুনিসঙ্কুল কামাশ্রম নামক রমণীয় কাননে এক রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মন্দ গতিতে সিদ্ধচারণসেবিত সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইটী মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রের বাসস্থান। তত্রত্য মুনিগণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশে সত্বর রামলক্ষ্মণের মহতী পূজা করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম কৌশিককে কহিলেন;—"হে মহাভাগ মুনে! আপনি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন এবং সেই দুইটী রাক্ষসাধম কোথায় আছে, দেখাইয়া দিন।" "তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, মধ্যাহ্নকালে মারীচ ও সুবাহু নামক সেই কামরূপী রাক্ষসদ্বয় রুধির ও অস্থি বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে দেখা দিল। তখন রাম শীঘ্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে দুইটী বাণ সন্ধান-করিলেন এবং আকর্ণ জ্যা আকর্ষণ করিয়া দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ত্যাগ করিলেন। তন্মধ্যে একটী শর মারীচকে শূন্যে

পাতয়ামাস জলধৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭
দ্বিতীয়োহগ্নিময়ো বাণঃ সুবাহুমদহৎ ক্ষণাৎ।
অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদনুযায়িনঃ ॥ ৮
পুষ্পৌঘৈরাকিরন্ দেবা রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ৯
বিশ্বামিত্রস্তু সম্পূজ্য পূজার্হং রঘুনন্দনম্
অঙ্কে নিবেশ্য চালিঙ্গ্য ভক্ত্যা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ ॥
ভোজয়িত্বা সহ ভ্রাত্রা রামং পক্বফলাদিভিঃ।
পুরাণবাক্যৈর্বিবিধৈর্নিনায় দিবসত্রয়ম্ ॥ ১১
চতুর্থেহহনি সম্প্রাপ্তে কৌশিকো রামমব্রবীৎ।
রাম রাম মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১২
বিদেহরাজনগরে জনকস্য মহাত্মনঃ।
তত্র মাহেশ্বরং চাপমস্তি ন্যস্তং পিনাকিনা।
দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজ্যসে জনকেন চ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা মুনিভিস্তাভ্যাং যযৌ গঙ্গাসমীপগম্।
গৌতমস্যাশ্রমং পুণ্যং যত্রাহল্যা শিলাময়ী ॥ ১৪
দিব্যপুষ্পফলোপেত-পাদপৈঃ পরিবেষ্টিতম্।
মৃগপক্ষিগণৈর্হীনং নানাজন্তুবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
কস্যৈতদাশ্রমপদং তপতাং সুখদং মহৎ ॥ ১৬
পত্রপুষ্পফলৈর্যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জ্জিতম্।
আহ্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শৃণু রাম পুরাবৃত্তং গৌতমো লোকবিশ্রুতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠস্তপসারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৮
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কন্যামহল্যাং লোকসুন্দরীম্।
ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তুষ্টঃ শুশ্রূষণপরায়ণাম্ ॥ ১৯
তয়া সার্দ্ধমিহাবাৎসীদ্‌গৌতমস্তপতাং বরঃ।
শক্রস্তু তাং ধর্ষয়িতুমন্তরং প্রেপ্সুরন্বহম্ ॥ ২০

ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত যোজন দূরবর্ত্তী সাগর-তীরে পাতিত করিল। সেই ব্যাপার অতীব অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। দ্বিতীয়টী অগ্নিময় বাণ, তাহা ক্ষণকাল মধ্যে সুবাহুকে ভস্মসাৎ করিল। তাহাদিগের অনুচরগণ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। দেবগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; স্বর্গে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং সিদ্ধচারণবর্গ তাঁহাদিগের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র পূজাযোগ্য রঘুনন্দনকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয় ভ্রাতাকে সুপক্ব ফলাদি ভোজন করাইয়া মধুর পুরাণ বাক্যের আলোচনায় দিবসত্রয় অতি-বাহিত করিলেন। ১—১১। চতুর্থ দিবসে তিনি শ্রীরামকে কহিলেন;—"রাম! আমরা বিদেহরাজ-নগরে মহাত্মা জনকের ভবনে মহা-যজ্ঞ দেখিতে যাইতেছি। তথায় মহাদেব কর্ত্তৃক মাহেশ্বর ধনু রক্ষিত আছে। তুমি সেই মহাসত্ত্ব চাপ দর্শন করিবে; রাজা জনক তোমাকে সম্মানিত করিবেন।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৌশিক, রাম লক্ষ্মণ ও মুনিগণের সমভিব্যাহারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা-সমীপবর্ত্তী পুণ্যময় গৌতমাশ্রমে গমন করি-লেন। তথায় অহল্যা তপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই আশ্রম দিব্য-পুষ্পফলাদি-শোভিত নানা পাদপসমূহে পরি-বেষ্টিত; তাহা মৃগহীন, পক্ষিহীন ও অন্যান্য জীব জন্তুগণ বর্জ্জিত। কমল-লোচন শ্রীমান্ রামচন্দ্র এই আশ্রম দর্শন করিয়া মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ভগবন্! পত্রপুষ্পফল ও জীব-জন্তুবর্জ্জিত এই যে, সুন্দর মহাশ্রম সম্মুখে শোভা পাইতেছে; ইহা কাহার? ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদিত হইতেছে; অতএব ইহা কাহার বলুন।" বিশ্বামিত্র কহিলেন,—রাম! পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর। সর্ব্বধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লোকবিশ্রুত মহর্ষি গৌতম তপশ্চরণ দ্বারা ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়া, এই আশ্রমে বাস করিতেন। কমল-যোনি ব্রহ্মা তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুশ্রূষাপরায়ণা লোকললামভূতা অহল্যাকে অর্পণ করেন। তাপসশ্রেষ্ঠ সেই পরমসুন্দরী বনিতার সহিত এই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলোক সামান্য সৌন্দর্য্যদর্শনে শচীপতি ইন্দ্র তাঁহাকে উপভোগ

কদাচিন্মুনিবেশেন নির্গতে গৌতমে গৃহাৎ।
তাং ধর্ষয়িত্বা নিরগাৎ ত্বরিতং মুনিরপ্যগাৎ ॥২১
দৃষ্ট্বা ধাবন্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং দুষ্টাত্মন্ মম রূপধরোঽধমঃ ॥ ২২
সত্যং ব্রূহি ন চেদ্ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ
সোঽব্রবীদ্দেবরাজোঽহং পাহি মাং কামকিঙ্করম্
কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ময়া কুৎসিতচেতসা।
গৌতমঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপম্ ॥২৪
যোনিলম্পট দুষ্টাত্মন্ সহস্রভগবান্ ভব।
শাপ্ত্বা তং দেবরাজানং প্রবিশ্য স্বাশ্রমং দ্রুতম্ ॥
দৃষ্ট্বাহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ
দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥ ২৬
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭
আতপানিলবর্ষাদি-সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্ ॥২৮
নানাজন্তুবিহীনোঽয়মাশ্রমো মে ভবিষ্যতি ॥২৯
এবং বর্ষসহস্রেষু অনেকেষু গতেষু চ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ ॥ ৩০
যদা ত্বদাশ্রমশিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি।
তদৈব ধূতপাপা ত্বং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥৩১
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপাদ্বিমোক্ষ্যসে।
পূর্ব্ববন্মম শুশ্রূষাং করিষ্যসি যথাসুখম্ ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ প্রাগাদ্ধিমবন্তং নগোত্তমম্।
তদাদ্যহল্যা ভূতানামদৃশ্যা স্বাশ্রমে শুভে ॥ ৩৩
তব পাদরজঃস্পর্শং কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনম্।
আস্তেঽদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো দুষ্করমাস্থিতা ॥৩৪
পাবয়স্ব মুনের্ভার্য্যামহল্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাম্ ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবঃ।
দর্শয়ামাস চাহল্যামুগ্রেণ তপসা স্থিতাম্ ॥ ৩৬
রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তাঞ্চাপশ্যৎ তপোধনাম্

করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। ১২—২০। একদা মহর্ষি গৌতম গৃহ হইতে বাহির্গত হইলে, ইন্দ্র তাঁহারই বেশে কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিয়া সত্বর পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে মুনিও স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইন্দ্রকে গৌতমরূপে গমন করিতে দেখিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রে দুষ্টাত্মন্! পামর! কে তুই, আমার রূপ ধারণ করিয়াছিস্। সত্য বল্, নতুবা নিশ্চয়ই এখনই ভস্ম করিব।" ইন্দ্র উত্তর করিল, 'আমি দেবরাজ; কামপরতন্ত্র হইয়া কুৎসিত চিত্তে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন।" ক্রোধ-তাম্রাক্ষ গৌতম অমরেন্দ্রকে শাপ দিলেন, "রে যোনি-লম্পট! দুষ্টাত্মন্! তুই সহস্রভগ-যুক্ত হ।" দেবরাজকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া গৌতম সত্বর স্বীয় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন, অহল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়ে কাঁপিতেছেন। গৌতম কহিলেন, রে দুষ্টে! দুর্ব্বৃত্তে! তুই পাষাণময়ী হইয়া আমার এই আশ্রমে থাক্। নিরাহারে বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া দিবারাত্র পরম তপ অবলম্বনপূর্ব্বক হৃদয়স্থ পরমেশ্বর শ্রীরামকে একাগ্রমনে ধ্যান কর। আর আমার এই আশ্রমে কোন জীব জন্তুই থাকিবে না। এইরূপে অনেক সহস্র বৎসর অতীত হইলে, দশরথনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ইহাতে প্রবেশ করিয়া যখন স্বীয় চরণযুগল দ্বারা তোর এই মদাশ্রম শিলা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুই বিধূতপাপ হইয়া শাপমুক্ত হইবি এবং ভক্তিসহকারে শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তুতি ও পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ যথাসুখে আমার শুশ্রূষা করিতে থাকিবি।" এইরূপে শাপ দিয়া গৌতম গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অহল্যা সকল জীবের অদৃশ্যা হইয়া রহিয়াছে এবং বাতভক্ষণ ও উৎকট তপশ্চরণ-পূর্ব্বক এই আশ্রমে থাকিয়া তোমার চরণরেণু কামনা করিতেছে। ব্রহ্মার কন্যা মুনিপত্নী অহল্যাকে তুমি পবিত্র কর।"২১—৩৫। মুনি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এই বলিয়া রামকে হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক উগ্রতপঃস্থিতা অহল্যাকে দেখাইয়া দিলেন। শ্রীরাম স্বীয় চরণ দ্বারা শিলা স্পর্শ

জনামি রাঘবোঽহন্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ ॥
ততো দৃষ্ট্বা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌষেয়বাসসম্।
ধনুর্ব্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ॥ ৩৮
স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্ফুরিতেক্ষণা।
গৌতমস্য বচঃ স্মৃত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরম্ ॥ ৪০
সম্পূজ্য বিধিবদ্রামমর্ঘ্যাদিভিরনিন্দিতা।
হর্ষাশ্রুজলনেত্রান্তা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য সা ॥ ৪১
উত্থায় চ পুনর্দৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনম্।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গা গিরা গদ্গদয়েড়য়ৎ ॥ ৪২

অহল্যোবাচ।

অহো কৃতার্থাস্মি জগন্নিবাস তে
পাদাব্জসংলগ্নরজঃকণানহম্।
স্পৃশামি যৎ পদ্মজশঙ্করাদিভি-
র্বিমৃগ্যতে রন্ধিতমানসৈঃ সদা ॥ ৪৩

অহো বিচিত্রং তব নাম চেষ্টিতং
মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ।
চলস্যজস্রং চরণাদিবর্জ্জিতঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽতিমায়িকঃ ॥ ৪৪
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা
ভাগীরথী ভববিরিঞ্চিমুখান্ পুনাতি।
সাক্ষাৎ স এব মম দৃগ্বিষয়ো যদাস্তে
কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫
মর্ত্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্।
ধনুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ॥ ৪৬
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৪৭
যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ।

—করিয়া সেই তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন এবং অহল্যাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আমি রাম।" পীতকৌষেয়বাসা, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, ধনুর্ব্বাণধর, স্মিতানন, কমলনয়ন, শ্রীবৎসবক্ষ রঘুশ্রেষ্ঠ রমানাথ রাম-চন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত নীলমাণিক্যসঙ্কাশরূপে দশদিক্ বিদ্যোতিত করিতে দেখিয়া অহল্যা আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন। তখনই গৌতমের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি শ্রীরামকে পরমাত্মা নারায়ণ জানিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে পুনঃপুনঃ স্পর্শন ও দর্শন করিয়া পুলকিতশরীরে আনন্দগদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪২। অহল্যা কহি-লেন, "অহো! হে জগন্নিবাস! আজি তোমার চরণ-কমলরেণুর কণামাত্র স্পর্শে আমি কৃতার্থা ও শাপমুক্তা হইলাম। ব্রহ্মা ও শঙ্কর প্রভৃতি যে চরণারবিন্দ লাভ করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধমনে সর্ব্বদা যাহা অন্বেষণ করিতে-ছেন, আমি তাহা স্পর্শ করিলাম। আমার কি সৌভাগ্য! আহা! তোমার কি বিচিত্র চরিত্র! তুমি চরণাদিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী ও আনন্দময় হইয়াও মনুষ্যবুদ্ধি উৎপাদনপূর্ব্বক জগৎ সংসার বিমোহিত করিয়া, মনুষ্যভাবে অতিমায়িকের ন্যায় অজস্র কার্য্য করিতেছ! যাঁহার চরণকমলের পরাগস্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিয়া ত্রিপথগা ভাগীরথী শিবব্রহ্মাদি দেবগণকে পবিত্র করিতেছেন, সেই সনাতন ঈশ্বর যখন আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর হইলেন, তখন আমার পূর্ব্বজন্মকৃত ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? রমণীয় নরদেহ ধারণ করিয়া নারায়ণ রাম নামে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই ধনুর্দ্ধর পদ্মপলাশলোচন রাম-চন্দ্রকে আমি নিত্য ভজনা করি, আর আমার অন্য উপাস্য নাই। শ্রুতিগণ যাঁহার পাদপঙ্ক-জের রজঃ অন্বেষণ করেন, বিরিঞ্চি যাঁহার নাভি-কমলে উদ্ভূত, ভগবান্ শঙ্কর যাঁহার নাম-সার-রসে রসিক, সেই রামচন্দ্রকে আমি নিত্য হৃদয়ে ধ্যান করি। বিরিঞ্চিলোকে নারদ-

আনন্দাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৮
সোঽয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ ॥ ৪৯
অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা-
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণ্বীশ্বরনামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০
নমোঽস্তু তে রাম তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াৎ।
আক্রান্তমেকেন জগত্রয়ং পুরা
ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫১
জগতামাদিভূতস্ত্বং জগৎ ত্বং জগদাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বসংযুক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ ॥৫২
ওঙ্কারবাচ্যস্ত্বং রাম বাচামবিষয়ঃ পুমান্।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ ॥ ৫৩
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪
ত্বন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
মানুষং ত্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫
আকাশবৎ ত্বং সর্ব্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ।
অসঙ্গো হ্যচলো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ ॥৫৬
যোষিন্মূঢ়াহমজ্ঞা তে তত্ত্বং জানে কথং বিভো।
তস্মাৎ তে শতশো রাম নমস্কুর্য্যামনন্যধীঃ ॥ ৫৭
দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্ব্বদা।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥৫৮
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥৫৯

প্রমুখ ঋষিগণ এবং শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ, যাঁহার অবতার-চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন; যাঁহার পবিত্র চরিত্র গান করিতে করিতে বীণাপাণির চুচুকপ্রান্ত আনন্দাশ্রুনীরে অভিষিক্ত হয়; তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। এই সেই পরমাত্মা পুরাণপুরুষ স্বপ্রকাশ সর্ব্বকারণ স্বয়ং অনন্ত, মাদৃশ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল সাধনার্থ লোকবিমোহিনী মায়াতনু ধারণ করিয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও ধ্বংসের কর্ত্তা; ইনিই একমাত্র পরিপূর্ণ ব্যাপক আত্মা; সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতি স্বীয় মায়াগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে রাম! ভগবতী লক্ষ্মী প্রিয়ত্ব-বশতঃ তোমার এই চরণকমল স্বীয় বক্ষে ধারণ ও লালন করিতেছেন, যে চরণ দ্বারা পুরাকালে ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ত্যক্তাভিমান মুনীশ্বরগণ যাহা নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকেন, অতএব তোমাকে নমস্কার ।৪৩—৫১। তুমিই সমস্ত জগতের আদিভূত; তুমিই জগৎ ও জগদাশ্রয়; কিন্তু সর্ব্বভূতে অসংযুক্ত; অতএব তুমিই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইতেছ। রাম! তুমি ওঙ্কারবাচ্য অথচ তুমি বাক্যের অগোচর পুরুষ, তবে বাচ্যবাচক ভেদকল্পনাবলে তুমিই জগন্ময়। রাম! তুমি এক মাত্র হইলেও ব্রহ্মরূপ মায়াবলে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্য, মূল প্রকৃতি রূপ কারণ, তাহার পরিচালকত্ব স্বর্গাদি-ফল এবং ফল-সাধন-যজ্ঞাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাক। তোমার মায়ায় মোহিত-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ যথার্থরূপে তোমাকে অবগত হইতে পারে না। তুমি মায়াগুণাবলম্বী পরমেশ্বর; কিন্তু তোমাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে; তুমি আকাশের ন্যায় বাহিরে অন্তরে—সর্ব্বত্র অবস্থিত, নির্ম্মল, নির্লিপ্ত এবং অচল; তুমি নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, সত্তাস্বরূপ এবং অনন্ত। হে বিভো! আমি স্ত্রীজাতি মূঢ়-স্বভাব অজ্ঞান; তোমার তত্ত্ব আমি জানিব কিরূপে? অতএব, রাম হে! আমি একাগ্র-চিত্তে শত শত বার কেবল তোমাকে নমস্কার করি। দেব! আমি যে কোন স্থানেই থাকি না কেন, তোমার চরণকমলে যেন আমার প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। সেই ভক্তিই সকল অভীষ্ট সাধন করিতে পারে। হে নিখিল-পুরুষসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার! হে ভক্ত-

ভবভয়হরমেকং ভানুকোটিপ্রকাশং
করধৃতশরচাপং কালমেঘাবভাসম্।
কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং
কমলবিশদনেত্রং সানুজং রামমীড়ে॥ ৬০

স্তুত্বৈবং পুরুষং সাক্ষাদ্রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্।
পরিক্রম্য প্রণম্যাশু সানুজ্ঞাতা যযৌ পতিম্॥
অহল্যয়া কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
স মুচ্যতেঽখিলৈঃ পাপৈঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
পুত্রাদ্যর্থে পঠেদ্ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ।
সংবৎসরেণ লভতে বন্ধ্যায়ামপি পুত্রকম্॥ ৬৩
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ॥ ৬৪

ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগোঽপি পুরুষঃ
স্তেয়ী সুরাপোঽপি বা,
মাতৃভ্রাতৃবিহিংসকোঽপি সততং
ভোগৈকবদ্ধাতুরঃ।
নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং
ভক্ত্যা হৃদিস্থং স্মরন্,
ধ্যায়ন্ মুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ
স্বাচারযুক্তো নরঃ॥ ৬৫

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বৎসল! তোমাকে নমস্কার; হে হৃষীকেশ! তোমাকে নমস্কার; হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার। অদ্বিতীয়, ভবভয়হারী কোটীসূর্য্য-প্রকাশ হস্তে সশর শরাসন; বর্ণ—সুনীল জলদাবলীর ন্যায়, বস্ত্র সুবর্ণের ন্যায় মনোহর, রত্নখচিত-কুণ্ডলে ভূষিত কমলকমনীয়-লোচন সানুজ রামচন্দ্রকে স্তব করি। অহল্যা সম্মুখে অবস্থিত সাক্ষাৎ পরম-পুরুষ রাঘবকে এইরূপ স্তব, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তদীয় অনুমতি-ক্রমে পতিসন্নিধানে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি অহল্যাকৃত স্তব ভক্তিসহকারে পাঠ করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। পুত্রাদি কামনায় ভক্তি সহকারে রামকে হৃদয়ে স্থাপন করত পাঠ করিলে বন্ধ্যাও সংবৎসরের মধ্যে সুপুত্র লাভ করে। রামচন্দ্রের প্রসাদে সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, বহুসুবর্ণ-

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রাহ রাঘবং সহলক্ষ্মণম্।
গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্॥
দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ গঙ্গামুত্তর্ত্তুং সহরাঘবঃ॥ ২
তস্মিন্ কালে নাবিকেন নিষিদ্ধো রঘুনন্দনঃ॥ ৩

নাবিক উবাচ।

ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজং
নাথ দারুদৃষদোঃ কিমন্তরম্।
মানুষীকরণচূর্ণমস্তি তে
পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী॥ ৪
পাদাম্বুজং তে বিমলং হি কৃত্বা
পশ্চাৎ পরং তীরমহং নয়ামি।
নো চেৎ তরিঃ সদ্যুবতী মলেন
স্যাচ্চেদ্বিভো বিদ্ধি কুটুম্বহানিঃ॥ ৫

চৌর, সুরাপায়ী, মাতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, এবং সর্ব্বদা ভোগাসক্তিবশতঃ অতৃপ্ত পুরুষও অন্তর্যামী রঘুপতিকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করত প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ এবং ইহার অর্থ ভাবনা করিলে মুক্তি লাভ করে; স্বধর্ম্ম-পরায়ণ মনুষ্যের কথা আর বলিতে হইবে কি? ৫৯—৬৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন, অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র সলক্ষ্মণ রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমরা জনকপালিত মিথিলা পুরীতে গমন করিব এবং মহাযজ্ঞ দর্শন করিয়া পরে অযোধ্যা নগরে প্রত্যাগত হইব।" এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন তাঁহারা নদীপার হইতে উদ্যত হইলে, নাবিক নিষেধ করিয়া কহিল, 'প্রভো! শুনা যাইতেছে তোমার চরণে মানুষীকরণ চূর্ণ আছে; ঐ পদরজঃ-স্পর্শে পাষাণ মানুষ হইয়াছে। পাষাণ ও কাষ্ঠে আর কি প্রভেদ? কি জানি যদি তোমার চরণতলের ঐ চূর্ণ লাগিয়া আমার নৌকা মানুষ

ইত্যুক্তা ক্ষালিতৌ পাদৌ পরং তীরং ততো গতাঃ
কৌশিকো রঘুনাথেন সহিতো মিথিলাং যযৌ ॥৬
বিদেহস্য পুরং প্রাপ্যর্ষিবাটং সমাবিশৎ ।
প্রাপ্তং কৌশিকমাকর্ণ্য জনকোঽপি মুদান্বিতঃ ॥৬
পূজাদ্রব্যাণি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৭
পপ্রচ্ছ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতৌ ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাশ্চন্দ্রসূর্য্যাবিবাপরৌ ॥ ৮
কস্যৈতৌ নরশার্দ্দূলৌ পুত্রৌ দেবসুতোপমৌ ।
মনঃপ্রীতিকরৌ মেঽদ্য নরনারায়ণাবিব ॥ ৯
প্রত্যুবাচ মুনিঃ প্রীতো হর্ষয়ন্ জনকং তদা ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১০
মখসংরক্ষণার্থায় ময়ানীতৌ পিতুঃ পুরাৎ ।
আগচ্ছন্ রাঘবো মার্গে তাড়কাং বিশ্বঘাতিনীম্ ॥
শরেণৈকেন হতবাংশ্চোদিতোঽমিতবিক্রমঃ ।
ততো মমাশ্রমং গত্বা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ১২
সুবাহুপ্রমুখান্ হত্বা মারীচং সাগরেঽক্ষিপৎ ।
ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে গৌতমস্যাশ্রমে শুভে ॥১৩
গত্বা তত্র শিলারূপা গৌতমস্য বধূঃ স্থিতা ।
পাদপঙ্কজসংস্পর্শাৎ কৃতা মানুষরূপিণী ॥ ১৪
দৃষ্ট্বাঽহল্যাং নমস্কৃত্য তয়া সম্যক্ প্রপূজিতঃ ।
ইদানীং দ্রষ্টুকামস্তে গৃহে মাহেশ্বরং ধনুঃ ॥ ১৫
পূজিতং রাজভিঃ সর্ব্বৈর্দৃষ্টমিত্যনুশুশ্রুমঃ ॥ ১৬
অতো দর্শয় রাজেন্দ্র শৈবং চাপমনুত্তমম্ ।
দৃষ্ট্বাযোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥১৭
ইত্যুক্তো মুনিনা রাজা পূজার্হাবিতি পূজয়া ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৮
ততঃ সম্প্রেষয়ামাস মন্ত্রিণং বুদ্ধিমত্তরম্ ।
শীঘ্রমানয় বিশ্বেশ-চাপং রামায় দর্শয় ॥ ১৯
ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ।

হইয়া যায়, তবে আমার পরিজনগণের জীবিকাহানি ঘটিবে। অতএব অগ্রে আমি তোমার চরণকমল ধুয়াইয়া দিয়া পরে পরপারে লইয়া যাইব।” এই কথা বলিয়া নাবিক শ্রীরামের চরণযুগল ধুয়াইয়া দিল। অনন্তর তাঁহারা সকলে পরপারে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতা সমভিব্যাহারে মিথিলা গমন করিলেন এবং প্রভাতে তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিবাসমার্গে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে রাজা জনক অতীব আনন্দসহকারে পূজোপহার গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং সর্ব্বলক্ষণযুক্ত রাম-লক্ষ্মণকে সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় সকল দিক্ আলোকিত করিতে দেখিয়া কহিলেন; “দেবকুমার তুল্য এই নর-শার্দ্দূল বালকদ্বয় কাহার পুত্র? নরনারায়ণ সদৃশ এই কুমারযুগলকে দেখিয়া আজি আমার অন্তঃকরণ আনন্দে নিমগ্ন হইল।” ১—৯। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আনন্দিত হইলেন এবং জনককে আনন্দিত করিয়া কহিলেন; ইহাঁরা রাজা দশরথের পুত্র;—নাম রাম, লক্ষ্মণ। যজ্ঞ-রক্ষার্থ আমি পিতার নিকট হইতেই ইহাঁদিগকে আনিয়াছি। অতি বিক্রান্ত এই জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র পথিমধ্যে আসিতে আসিতে আমার প্ররোচনায় বিশ্বঘাতিনী তাড়কা রাক্ষসীকে এক শরে নিপাত করিয়াছেন, তাহার পর আমার আশ্রমে উপ-স্থিত হইয়া আমার যজ্ঞহিংসক সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া মারীচকে সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। গঙ্গাতটে মঙ্গলময় পুণ্য গৌতমাশ্রমে তদীয় পত্নী অহল্যা পাষাণরূপা হইয়াছিলেন; শ্রীরাম স্বীয় চরণ-কমল দানে তাহাকে মানুষী করিয়াছেন। অহল্যাকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক সম্যক্-রূপে পূজিত হইয়া তোমার গৃহে পূজিত মাহে-শ্বর ধনু দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। শুনিয়াছি সেই অনুত্তম শৈব চাপ সমস্ত রাজগণই দেখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে হে রাজেন্দ্র! রামকে তাহা দেখাও। ইনি তাহা দেখিয়া পিতৃদর্শনার্থ অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা জনক পূজার্হ রামলক্ষ্মণকে যথাবিধানে পূজা করিয়া বুদ্ধিমত্তর মন্ত্রী সুদাসকে ধনুরানয়নে প্রেরণ করত কহিলেন, “শীঘ্র পাশুপত চাপ আনিয়া রামকে দেখাও।” ১০—১৯। মন্ত্রী গমন করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মুনে!

যদি রামো ধনুর্ধৃত্বা কোট্যামারোপয়েদ্গুণম্ ॥২০
তদা ময়াত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি।
তথেতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদ্বীক্ষ্য সস্মিতম্ ॥২১
শীঘ্রং দর্শয় চাপাগ্র্যং রামায়ামিততেজসে।
এবং বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকাঃ।
চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসঙ্খ্যকাঃ ॥ ২২
ঘণ্টাশতসমাযুক্তং স্বর্ণপট্টৈর্বিভূষিতম্।
দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্।
গৃহীত্বা বামঃ হস্তেন লীলয়া তোলয়ন্ ধনুঃ।
আরোপয়ামাস গুণং পশ্যৎস্বখিলরাজসু ॥ ২৪
ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সঃ।
বভঞ্জাখিলহৃৎসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২৫
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গং মর্ত্ত্যং রসাতলম্।
তদদ্ভুতমভূৎ তত্র দেবানাং দিবি পশ্যতাম্ ॥ ২৬
আচ্ছাদয়ন্তঃ কুসুমৈর্দেবাঃ স্তুতিভিরীড়িরে।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ২৭
দ্বিধা ভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা রাজালিঙ্গ্য রঘূদ্বহম্।
বিস্ময়ং লেভিরে সীতামাতরোঽন্তঃপুরাজিরে ॥
সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ২৯
মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ ক্বণচ্চরণনূপুরা।
দুকূলপরিসংবীতা বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনী ॥ ৩০
রামস্যোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ।
ততো মুমুদিরে সর্ব্বে রাজদারাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৩১
গবাক্ষজালরন্ধ্রেভ্যো দৃষ্ট্বা লোকবিমোহনম্।
ততোঽব্রবীন্ মুনিং রাজা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥৩২
ভোঃ কৌশিক মুনিশ্রেষ্ঠ পত্রং প্রেষয় সত্বরম্।
রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ।

রাম যদি ধনু ধারণ করিয়া, তাহাতে গুণ আরোপ করিতে পারেন, তাহা হইলে মদীয় কন্যা সীতাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। "তথাস্তু" বলিয়া কৌশিক রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। অনন্তর তিনি কহিলেন, "অমিততেজা রামকে শীঘ্র ধনু দেখাও।" মুনীন্দ্রের এই কথা শেষ হইতে না হইতে পঞ্চসহস্র বলবান্ বাহক সেই প্রচণ্ড শৈব ধনু লইয়া সভাতলে উপস্থিত হইল। সেই শরাসন মণিবস্ত্রাদি রত্নে ভূষিত এবং শত শত ঘণ্টা দ্বারা শোভিত। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদাম রামকে সেই ধনু দেখাইয়া দিলেন, অনন্তর শ্রীরাম সেই চাপ দর্শনপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে কটিবস্ত্র বন্ধন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বাম হস্তে সেই ধনু তুলিয়া লইয়া সমবেত সমস্ত নৃপতিগণের সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপ করিলেন। সগুণ করিয়া তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন এবং সেই অখিলহৃৎসার চাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ধনুর্ভঙ্গ-শব্দে দিগ্বিদিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল পরিপূর্ণ হইল। স্বর্গ হইতে দেবগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি নাদিত হইল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। রাজা জনক রামকর্তৃক শৈব চাপ দ্বিধা ভগ্ন হইতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন; ওদিকে অন্তঃপুরের অঙ্গনদেশে তদীয় পত্নীরাও অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বাভরণভূষিতা স্বর্ণবর্ণা স্মিতাননা সীতা দক্ষিণ করে কনকমালা গ্রহণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। তিনি মুক্তাহার কর্ণপত্র প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত; উত্তম বসনে সজ্জিত। বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার স্তনযুগল প্রকাশ পাইতেছিল; চরণতলে নূপুরমালা মধুর নিক্কণে শব্দিত হইতেছিল। সেই স্বর্ণমালিকা শ্রীরামের গলে নিক্ষেপ করিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। রাম এইরূপে বৃত হইলে, রাজললনাগণ গবাক্ষজাল-রন্ধ্রের ভিতর দিয়া তদীয় ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জনক রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক! অতি ত্বরায়

বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৩৩
এবেত্তি প্রেষয়ামাস দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্।
তে গত্বা নরশার্দ্দূলং রামশ্রেয়ো ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৪
শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্লুতঃ।
মিথিলাগমনার্থায় ত্বরয়ামাস মন্ত্রিণম্ ॥ ৩৫
গচ্ছন্তু মিথিলাং সর্ব্বে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছাম্যদ্যৈব মা চিরম্ ॥৩৬
বসিষ্ঠস্ত্বগ্রতো যাতু সদারঃ সহিতোঽগ্নিভিঃ।
রামমাতৄঃ সমাদায় মুনির্মে ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩৭
এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজর্ষির্বিপুলং রথম্।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমারুহ্য ত্বরিতো যযৌ ॥ ৩৮
আগতং রাঘবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাকুলঃ।
প্রত্যুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা ॥ ৩৯
যথোক্তপূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সৎকৃতম্ ॥ ৪০
রামস্তু লক্ষ্মণেনাশু ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।

ততো হৃষ্টো দশরথো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪১
দিষ্ট্যা পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমম্।
মুনেরনুগ্রহাৎ সর্ব্বং সম্পন্নং মম শোভনম্ ॥৪২
ইত্যুক্ত্বাঘ্রায় মূর্দ্ধানমালিঙ্গ্য চ পুনঃপুনঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ৪৩
ততো জনকরাজেন মন্দিরে সন্নিবেশিতঃ।
শোভনে সর্ব্বভোগাঢ্যে সদারঃ সসুতঃ সুখী ॥ ৪৪
ততঃ শুভে দিনে লগ্নে সুমুহূর্ত্তে রঘূত্তমম্।
আনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংভ্রাতাপত্যকং তথা ॥ ৪৫
রত্নস্তম্ভে সুবিস্তারে সুবিতানে সুতোরণে।
মণ্ডপে সর্ব্বশোভাঢ্যে মুক্তাপুষ্পফলান্বিতে ॥৪৬
বেদবিদ্ভিঃ সুসংবাদে ব্রাহ্মণৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ।
সুবাসিনীভিঃ পরিতো নিষ্ককণ্ঠীভিরাবৃতে ॥৪৭
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষে নৃত্যগীতসমাকুলে।
দিব্যরত্নাঞ্চিতে স্বর্ণ-পীঠে রামং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৮

রাজা দশরথের নিকট পত্র প্রেরণ করুন; যেন তিনি পুত্রগণের বিবাহার্থে মন্ত্রী, পুত্র ও পত্নীগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করেন।” ২০—৩৩। তদনুসারে ত্বরিত-বিক্রম দূত সকল অযোধ্যানগরে প্রেরিত হইল। তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের নিকট রামের কুশলবিবরণ নিবেদন করিল। শ্রীরামের সমস্ত কার্য্য শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দে আপ্লুত হইলেন এবং মিথিলা গমনার্থ মন্ত্রীদিগকে সত্বর প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন; “এখনই চতুরঙ্গিণী সেনা মিথিলা গমন করুক। শীঘ্র আমাকে রথ আনিয়া দাও; আমিও অদ্যই যাইব, বিলম্ব না হয়। কুলগুরু ভগবান্ বসিষ্ঠ রামের জননীদিগকে লইয়া পত্নী ও অগ্নির সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করুন।” এইরূপে সকলকে প্রেরণ করিয়া রাজর্ষি দশরথ প্রকাণ্ড রথারোহণপূর্ব্বক মহতী সেনা সহ সত্বরে মিথিলা যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে সমাগত শ্রবণ করিয়া রাজা জনক পুরোহিত শতানন্দের সহিত হর্ষাকুলচিত্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং যথোচিতরূপে তাঁহার পূজা ও সৎকার করিলেন। শ্রীরামও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে গিয়া পিতার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ রামকে সহর্ষে কহিলেন, “রাম! সৌভাগ্যবশতঃ আজি আমি প্রফুল্লকমল তুল্য তোমার বদন দেখিতে পাইলাম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে আমার সকল বিষয়ই শোভনরূপে সম্পন্ন হইল।” এই কথা বলিয়া তিনি পরম হর্ষসহকারে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাকে বারবার আলিঙ্গন করিয়া যেন ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৪—৪৩ রাজা জনক তাঁহাকে পুত্র ও বনিতাগণের সহিত সর্ব্বভোগসম্পন্ন সুশোভান্বিত বাসগৃহে স্থাপন করিলেন। অনন্তর রাজা জনক; শুভদিনে, শুভলগ্নে, সুমুহূর্ত্তে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সুবিশাল বিবাহশালায় আনয়ন করিলেন। সেই বিবাহমণ্ডপ রত্নস্তম্ভসমূহের উপর শোভিত; তাহাতে সুন্দর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত; তাহা উত্তম তোরণ ও মুক্তাপুষ্প-ফলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তাহা সমাকীর্ণ এবং কনকভূষিত নিষ্ককণ্ঠী সুবাসিনী রমণীগণে পরিবেষ্টিত। তাহার সর্ব্বত্র ভেরী দুন্দুভি পটহাদি বাদিত এবং ইতস্ততঃ নৃত্য গীত হইতেছিল। মিথিলাধি-

বসিষ্ঠং কৌশিকঞ্চৈব শতানন্দঃ পুরোহিতঃ ।
যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ ॥ ৪৯
স্থাপয়িত্বা স চ ত্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি ।
সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাম্ ॥ ৫০
সভার্য্যো জনকঃ প্রায়াদ্রামং রাজীবলোচনম্ ।
পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবত্তদপো মূর্দ্ধ্যধারয়ৎ ।
যা ধৃতা মূর্দ্ধ্নি শর্ব্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা ॥ ৫১
ততঃ সীতাং করে ধৃত্বা সাক্ষতোদকপূর্ব্বকম্ ।
রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৫২
সীতা কমলপত্রাক্ষী স্বর্ণমুক্তাদিভূষিতা ।
দীয়তে মে সুতা তুভ্যং প্রীতো ভব রঘূত্তম ॥ ৫৩
ইতি প্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেঽর্পয়ন্ ।
মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাব্ধিরিব বিষ্ণবে ॥ ৫৪
ঊর্ম্মিলাঞ্চৌরসীং কন্যাং লক্ষ্মণায় তদা দদৌ ॥ ৫৫
তথৈব শ্রুতকীর্ত্তিঞ্চ মাণ্ডবীং ভ্রাতৃকন্যকে ।
ভরতায় দদাবেকাং শত্রুঘ্নায়াপরাং দদৌ ॥ ৫৬
চত্বারো দারসম্পন্না ভ্রাতরঃ শুভলক্ষণাঃ ।
বিরেজুঃ প্রভয়া সর্ব্বে লোকপালা ইবাপরে ॥ ৫৭
ততোঽব্রবীদ্বসিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলঃ ।
স্বসুতায়া যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্ ॥ ৫৮
যজ্ঞভূমিবিশুদ্ধ্যর্থং কৃষ্যতো লাঙ্গলেন মে ।
সীতামুখাৎ সমুৎপন্না কন্যকা শুভলক্ষণা ॥ ৫৯
তামদ্রাক্ষমহং প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভাবিতাম্ ।
অর্পিতা প্রিয়ভার্য্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ৬০
একদা নারদোঽভ্যাগাদ্ বিবিক্তে ময়ি সংস্থিতে ।
রণয়ন্ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৬১
পূজিতঃ সুখমাসীনো মামুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৬২

পরে রাজা জনক সেই পরম মনোরম মণ্ডপের অভ্যন্তরস্থ দিব্য রত্নাঙ্কিত হেমপীঠে রামকে স্থাপন করিলেন। তদীয় পুরোহিত শতানন্দ রামের উভয় পার্শ্বস্থিত মহর্ষি বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে যথাক্রমে পূজা করিয়া যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বালিত করিলেন। রাজা জনক নানা রত্নভূষিতা শোভনীয়া সীতাকে আনয়ন করিয়া স্বীয় পত্নীর সহিত রাজীবলোচন রামের সম্মুখে আসিলেন। অনন্তর তিনি রাঘবের চরণযুগল ধুয়াইয়া দিয়া সেই জল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা, শিব ও মুনিগণ বিষ্ণুর চরণক্ষালিত লোকপাবন বারি সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীরামের পাদযুগল প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া রাজা জনক সীতাকে করে ধারণপূর্ব্বক সাক্ষত উদক দান করিয়া পাণিগ্রহণ-বিধানের অনুসারে আনন্দসহকারে রামের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিলেন; —কহিলেন, "স্বর্ণমুক্তালঙ্কৃতা কমলপত্রাক্ষী মদীয় কন্যা সীতাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম; হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রীত হও।" ৪৯—৫৩ এইরূপে পরম-প্রীতমনে রামকরে সীতাকে সমর্পণ করত রাজা জনক—বিষ্ণুকে লক্ষ্মীদান করিয়া ক্ষীরসাগর যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন সেইরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন। অনন্তর তিনি ঔরসী-কন্যা ঊর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে এবং ভ্রাতৃকন্যা শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবীকে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে প্রদান করিলেন। শুভলক্ষণান্বিত ভ্রাতৃচতুষ্টয় এইরূপে দারসম্পন্ন হইয়া লোকপালগণের ন্যায় প্রভা সহকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শুভ বিবাহ ব্যাপার এইরূপে সম্পন্ন হইলে, মিথিলাপতি রাজা জনক দেবর্ষি নারদের নিকট সীতার যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "যজ্ঞভূমি শোধনের নিমিত্ত একদা আমি লাঙ্গল কর্ষণ করিতেছিলাম; এমন সময়ে সীরাগ্র হইতে এক শুভলক্ষণা কন্যা উত্থিতা হইল। তাহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর। আমি সেই কন্যাকে পুত্রিকাভাবে গ্রহণ করিয়া প্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে প্রিয় মহিষীকে অর্পণ করিলাম। তাহার পর একদিন আমি নির্জ্জনে বসিয়া আছি, এমন সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন ও হরিগুণ গান করিতে করিতে আমার নিকট আসিলেন। আমি যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলাম। তিনি

শৃণুষ্ব বচনং গুহ্যং তবাত্যুদয়কারণম্।
পরমাত্মা হৃষীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া॥ ৬৩
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং রাবণস্য বধায় চ।
জাতো রাম ইতি খ্যাতো মায়ামানুষরূপধৃক্।
আস্তে দাশরথির্ভূত্বা চতুর্দ্ধা পরমেশ্বরঃ॥ ৬৪
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা বৈ তব বেশ্মনি।
অতস্ত্বং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ॥ ৬৫
নান্যেভ্যঃ পূর্ব্বভার্য্যৈষা রামস্য পরমাত্মনঃ।
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ দেবগতিং দেবমুনিস্তদা॥ ৬৬
তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোর্লক্ষ্মীতি ভাব্যতে॥ ৬৭
কথং ময়া রাঘবায় জানকী দীয়তে শুভা।
ইতি চিন্তাসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্॥ ৬৮
মৎপিতামহগেহে তু ন্যাসভূতমিদং ধনুঃ।
ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনন্তরম্॥ ৬৯

সুখে সমাসীন হইয়া সুখান্বিতভাবে আমাকে কহিলেন, ‘আমি তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত এক পরম গুহ্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মা হৃষীকেশ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার, দেবকার্য্য সাধন ও রাবণ বধ করিবার নিমিত্ত মায়ামানুষরূপ ধারণ করিয়া রাম নামে দশরথগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং চারি অংশে তাঁহার চারি পুত্র হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। যোগমায়া সীতা নামে তোমার গৃহে জন্মিয়াছেন, অতএব তুমি পরম যত্নসহকারে রামের হস্তেই সীতারে অর্পণ করিবে, অন্য কাহারও হস্তে সমর্পণ করিও না, কেননা, তিনি পরমাত্মা রামের পূর্ব্বপত্নী।’ এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ আকাশপথে গমন করিলেন। সেই দিন অবধি আমি সীতাকে নারায়ণের কমলা মনে করিয়া আসিতেছি এবং শুভলক্ষণা জানকীকে কেমন করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিব, এই চিন্তাতেই ব্যাকুল রহিয়াছিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি একটী বিষয় স্থির করিলাম, ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুর-দাহনের পর এই ধনু আনয়নপূর্ব্বক আমার পিতামহের নিকট ন্যাসরূপে স্থাপন করেন।

ধনুরেতৎ পণং কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথা কৃতম্।
সীতাপাণিগ্রহার্থায় সর্ব্বেষাং মানভঞ্জনম্॥ ৭০
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রামো রাজীবলোচনঃ।
আগতোঽত্র ধনুর্দ্রষ্টুং ফলিতো মে মনোরথঃ॥ ৭১
অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ।
একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা॥ ৭২
ত্বৎপাদাম্বুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
বলিস্ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বাভূদ্দিবিজাধিপঃ॥ ৭৩
ত্বৎপাদপাংশুসংস্পর্শাদহল্যা ভর্তৃশাপতঃ।
সদ্য এব বিনির্ম্মুক্তা কোঽস্ত্যন্যস্ত্বোঽধিরক্ষিতা॥

যৎপাদপঙ্কজপরাগসুরাগযোগি-
বৃন্দৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ
যন্নামকীর্ত্তনপরা জিতদুঃখশোকা
দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপদ্যে॥ ৭৫

ইতি স্তুত্বা নৃপঃ প্রাদাদ্রাঘবায় মহাত্মনে।
দীনারাণাং কোটিশতং রথানাময়ুতং তথা॥ ৭৬

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি সেই ধনু সীতাবিবাহের পণরূপে রাখিয়াছিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক! এই ধনু দ্বারা সকলেরই মান নষ্ট হইয়াছে। ৫৪—৭০। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আপনি ধনুর্দর্শনের নিমিত্ত কমললোচন রামকে এখানে লইয়া আসিলেন, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। হে রাম! অদ্য তোমাকে সীতার সহিত একাসনে রবির ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিয়া আমার জন্ম সফল হইল। তোমার পাদোদক শিরে ধারণ করিয়া ব্রহ্মা—সৃষ্টিচক্রের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন, বলি—দৈত্যগণের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। তোমার চরণপদ্মের রজঃস্পর্শে অহল্যা তৎ-ক্ষণাৎ পতিশাপ-মুক্ত হইলেন। অতএব তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষক আর কে আছেন? যাঁহার চরণকমলপরাগে আত্যন্তিক অনুরাগ-বশতঃ যোগিগণ কালচক্রে জয় করিয়া ভবভয় দূর করিয়াছেন, যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া দেবগণ সমস্ত দুঃখ শোক হইতে মুক্তি পাইয়া-ছেন, আমি সতত তাঁহারই শরণাগত হই।” রাজা জনক এইরূপে মহাত্মা শ্রীরামের স্তব করিয়া তাঁহার হস্তে শতকোটী দীনার, অযুত

অশ্বানাং নিযুতং প্রাদাদ্‌গজানাং ষট্‌শতং তথা।
পত্তীনাং লক্ষমেকন্তু দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ॥ ৭৭
দিব্যাম্বরাণি হারাংশ্চ মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলান্।
সীতায়ৈ জনকঃ প্রাদাৎ প্রীত্যা দুহিতৃবৎসলঃ॥
বসিষ্ঠাদীন্ সুসম্পূজ্য ভরতং লক্ষ্মণং তথা।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তথা দশরথং নৃপম্॥ ৭৯
প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানং রঘুসত্তমম্।
সীতামালিঙ্গ্য রুদতীং মাতরঃ সাশ্রুলোচনাঃ॥
অক্রুবন্ সদাদং ধীরা মৃজস্ত্রো দুহিতুর্মুখম্।
শ্বশ্রূশুশ্রূষণরতা নিত্যং রামমনুব্রতা।
পাতিব্রত্যমুপালম্ব্য তিষ্ঠ বৎসে যথাসুখম্॥ ৮১

প্রয়াণকালে রঘুনন্দনস্য
ভেরীমৃদঙ্গানকতূর্য্যঘোষঃ।
স্বর্ব্বাসিভেরী ঘনতূর্য্যশব্দৈঃ
সম্মূর্চ্ছিতো ভূতভয়ঙ্করোঽভূৎ॥ ৮২

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

রথ, নিযুত তুরঙ্গ, ষট্‌শত মাতঙ্গ, লক্ষ পত্তি ও ত্রিশত দাসী, প্রদান করিলেন। সেই দুহিতৃবৎসল নরপতি সীতাকে প্রীতিসমহকারে পীতাম্বরসমূহ ও মুক্তা-রত্নময় সমুজ্জ্বল বিবিধ হার দান করিলেন এবং যথাক্রমে বসিষ্ঠ, দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে যথাবিধানে পূজা করিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ দশরথকে বিদায় দিলেন। অশ্রুলোচনা জননীরা রোরুদ্যমানা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূগণের শুশ্রূষাপরা হইয়া সুখে কাল যাপন কর।" রঘুনন্দন শ্রীরামের অযোধ্যা-যাত্রাকালে ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দ দেবগণের ভেরী প্রভৃতির বাদ্যশব্দে মিলিত হইয়া ভূতগণের অতীব ভীতিকর হইয়াছিল। ৭১—৮২।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ্‌যোজনত্রয়ম্।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি দদর্শ নৃপসত্তমঃ॥ ১
নত্বা বসিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব।
নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে বিষমাণি সমন্ততঃ॥ ২
বসিষ্ঠস্তমথ প্রাহ ভয়মাগামি সূচ্যতে।
পুনরপ্যভয়ং তেঽদ্য শীঘ্রমেব ভবিষ্যতি।
মৃগাঃ প্রদক্ষিণং যান্তি পশ্যত্বং শুভসূচকাঃ॥ ৩
ইত্যেবং বদতস্তস্য ববৌ ঘোরতরোঽনিলঃ।
মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি সর্ব্বেষাং পাংশুবৃষ্টিভিরর্দ্দয়ন্॥ ৪
ততো দদৃশে ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
নীলমেঘনিভঃ প্রাংশুর্জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ॥ ৫
ধনুঃপরশুপাণিশ্চ সাক্ষাৎ কাল ইবান্তকঃ।
কার্ত্তবীর্য্যান্তকো রামো দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দ্দনঃ।
প্রাপ্তো দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুরিবাপরঃ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীরাম মিথিলা হইতে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময়ে নৃপোত্তম দশরথ অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া বসিষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "মুনিপুঙ্গব! এ কি! চারিদিকে বিষম দুর্নিমিত্ত দেখা যাইতেছে কেন?" বসিষ্ঠ কহিলেন;—"রাজন্! ইহা দ্বারা আগামী বিপদ্ সূচিত হইতেছে; কিন্তু শীঘ্রই তোমার সমস্ত ভয় দূর হইবে। ঐ দেখ মৃগগণ তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে; ইহা শুভ লক্ষণ!" মহর্ষি বসিষ্ঠের কথা শেষ হইতে না হইতে ধূলি বর্ষণ দ্বারা সকলের দৃষ্টি হরণ ও মথিত করিয়া প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইল। অনন্তর সকলের সম্মুখে প্রচণ্ড তেজোরাশি উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ দেখিলেন, কার্ত্তবীর্য্যান্তক দৃপ্তক্ষত্রিয়-মর্দ্দন কালান্তক সদৃশ জামদগ্ন্য পরশুরাম সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার কান্তি নীলনীরদ-তুল্য; মস্তকে জটামণ্ডল; হস্তে ধনু ও পরশু।

তং দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তো রাজা দশরথস্তদা।
অর্ঘ্যাদিপূজাং বিস্মৃত্য ত্রাহি ত্রাহীতি চাব্রবীৎ ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে। ৮
ইতি ব্রুবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘূত্তমম্।
উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯
ত্বং রাম ইতি নাম্না মে চরসি ক্ষত্রিয়াধম।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রযচ্ছাশু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োঽসি বৈ ॥১০
পুরাণং জর্জ্জরং চাপং ভঙ্‌ক্ত্বা ত্বং কত্থসে মৃষা।
ইদন্তু বৈষ্ণবে চাপে আরোপয়সি চেদ্‌গুণম্ ॥১১
তদা যুদ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং করোমি রঘুবংশজ।
নো চেৎ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ান্তকরোঽস্ম্যহম্
ইতি ব্রুবতি বৈ তস্মিংশ্চচাল বসুধা ভৃশম্।
অন্ধকারো বভূবাথ সর্ব্বেষামপি চক্ষুষাম্ ॥ ১৩
রামো দাশরথির্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং রুষা।
ধনুরাচ্ছিদ্য তদ্ধস্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪
তূণীরাদ্বাণমাদায় সন্ধায়াকৃষ্য বীর্য্যবান্।
উবাচ ভার্গবং রামং ব্রহ্মন্ শৃণু বচো মম ॥ ১৫
লক্ষ্যং দর্শয় বাণস্য হ্যমোঘো মম সায়কঃ।
লোকান্ পদযুগং বাপি বদ শীঘ্রং মমাজ্ঞয়া ॥ ১৬
এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ।
সংস্মরন্ পূর্ব্ববৃত্তান্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্।
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্ ॥ ১৮
বাল্যেঽহং তপসা বিষ্ণুমারাধয়িতুমঞ্জসা।
চক্রতীর্থং শুভং গত্বা তপসা বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১৯
অতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণমনন্যধীঃ।
ততঃ প্রসন্নো দেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উবাচ মাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠ তপসো ব্রহ্মন্ ফলিতং তে তপো মহৎ।

রাজা দশরথ দ্বিতীয় কালের ন্যায় পরশুরামকে এইরূপে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অর্ঘ্যাদি পূজা ভুলিয়া গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে কেবল "ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন" বারবার এই কথাই বলিতে লাগিলেন; কিন্তু জামদগ্ন্য তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধ-চলিত চিত্তে অতি কঠোর বাক্যে শ্রীরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই আমার রাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিস্। যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া তোর অভিমান হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর্। একখানা পুরাতন কীটজীর্ণ চাপ ভাঙ্গিয়া তুই বৃথা গর্ব্বিত হইয়াছিস্। এক্ষণে এই বৈষ্ণ চাপে যদি জ্যারোপণ করিতে পারিস, তাহা হইলে তোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, নতুবা সকলকেই বধ করিব। জানিস্ না, আমি ক্ষত্রিয়ান্তক রাম।" ১—১২। পরশুরাম এই কথা বলিলে সহসা পৃথিবী দারুণ কম্পিত হইল; ভীষণ অন্ধকারে সকলের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইয়া পড়িল। দশরথনন্দন বীর্য্যবান্ শ্রীরাম ক্রোধ সহকারে পরশুরামকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু কাড়িয়া লইলেন;—এবং ঝটিতি তাহাতে গুণ আরোপণপূর্ব্বক তূণীর হইতে বাণ লইয়া তাহাতে সন্ধান করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার বাণ অমোঘ; ইহার লক্ষ্য দেখাইয়া দিন্। তপোলব্ধ পরলোক-গতি, অথবা ইহলোকে তীর্থাদি-গতি, কোন্ পথ রোধ করিব, আমায় আজ্ঞায় শীঘ্র বলুন। ইহ বা পরলোক আমি যে কোন লোক রোধ করিব, আপনি সেই লোকে যাইতে পারিবেন না।" শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণে পরাভবহেতু ভার্গবের বদন মলিন হইয়া পড়িল। তিনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শ্রীরামকে কহিলেন, "রাম! রাম! হে মহাবাহো! আমি জানি, তুমি পরমেশ্বর। তুমি পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু;—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ। বাল্যকালে আমি তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা নিমিত্ত মঙ্গলকর চক্রতীর্থে গমন করিয়া প্রগাঢ় অনন্যমনে তপশ্চরণ দ্বারা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। শঙ্খ-চক্র-গদাধারী দেবদেব বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, "ব্রহ্মন্!

মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জহি হৈহয়পুঙ্গবম্।
কার্ত্তবীর্য্যং পিতৃহণং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ॥ ২২
ততস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বস্ত্বং হত্বা ক্ষত্রিয়মণ্ডলম্।
কৃৎস্নাং ভূমিং কশ্যপায় দত্ত্বা শান্তিমুপাবহ॥ ২৩
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা রামোঽহমব্যয়ঃ।
উৎপৎস্যে পরয়া শক্ত্যা তদা দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ॥
মত্তেজঃ পুনরাদাস্যে ত্বয়ি দত্তং ময়া পুরা।
তদা তপশ্চরন্ লোকে তিষ্ঠ ত্বং ব্রহ্মণো দিনম্॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তথা সর্ব্বং কৃতং ময়া।
স এব বিষ্ণুস্ত্বং রামো জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ॥
ময়ি স্থিতন্তু ত্বত্তেজস্ত্বয়ৈব পুনরাহৃতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোঽসি মম প্রভো॥
ব্রহ্মাদিভিরলভ্যস্ত্বং প্রকৃতেঃ পারগো মতঃ।
ত্বয়ি জন্মাদিষড়্ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ॥ ২৭
নির্ব্বিকারোঽসি পূর্ণস্ত্বং গমনাদিবিবর্জ্জিতঃ।
যথা জলে ফেনজালং ধূমো বহ্নৌ তথা ত্বয়ি॥ ২৮
ত্বদাধারা ত্বদ্বিষয়া মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো।
যাবন্মায়াবৃতা লোকাস্তাবৎ ত্বাং ন বিজানতে।
অবিচারিতসিদ্ধৈষাবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী॥ ২৯
অবিদ্যাকৃতদেহাদি-সঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিতা।
চিচ্ছক্তির্জীবলোকেঽস্মিন্ জীব ইত্যভিধীয়তে॥
যাবদ্দেহমনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিষ্বভিমানবান্।
তাবৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখাদিভাগ্ভবেৎ॥ ৩১
আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধের্জ্ঞানং ন জাত্বিতি।
অবিবেকাদ্দ্বয়ং যুক্ত্বা সংসারীতি প্রবর্ত্ততে॥ ৩২
জড়স্য চিৎসমাযোগাচ্চিত্ত্বং ভূয়াচ্চিতেস্তথা।
জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি জলাগ্ন্যোর্মেলনং যথা॥ ৩৩
যাবৎ ত্বৎপাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং ন বিন্দতি।

তপস্যা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও; তোমার মহৎ তপঃ সফল হইল। মদ্রূপচিদা-ত্মিকা শক্তির অংশে সংযুক্ত হইয়া তুমি তোমার পিতৃহন্তা হৈহয়-শেখর কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার কর;—যে জন্য তোমার এই তপঃ-শ্রান্তি। তাহার পর একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-মণ্ডল বধ করিয়া কৃৎস্না ভূমি কশ্যপকে প্রদানপূর্ব্বক শান্তি লাভ কর। ত্রেতাযুগে আমি অক্ষয়রূপে পরম-শক্তি-সহকারে দশরথ-নন্দন-রামনামে ভূতলে অবতীর্ণ হইব, তখন তুমি আমাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবে। আমি তোমাকে আমার যে তেজ দিয়াছি, তখন সেই তেজ পুনর্গ্রহণ করিব। তখন তুমি তপশ্চরণ করিয়া পৃথিবীতে ব্রহ্মার দিবসকাল অতিবাহিত করিবে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন; আমিও সেই দিন হইতে সমস্তই করিতেছি। হে রাম! তুমিই সেই বিষ্ণু; ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ; আমাকে যে তেজ দিয়াছিলে, আজি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলে। হে প্রভো! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; অদ্য আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম। তুমি ব্রহ্মাদির অলভ্য, কেননা তুমি প্রকৃতির পরপারগামী। অজ্ঞানসম্ভব জন্মাদি ষড়্ভাব তোমাকে বিদ্য-মান নাই; অতএব তুমি নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ ও গমনাদিরহিত। যেমন জলে ফেনজাল; বহ্নিতে ধূম; তেমনই তোমাতে আশ্রয়-কারিণী ও তোমারই বিষয়গতা মায়া; অহো! বিচিত্র কার্য্য করিতেছে। লোক যতদিন তোমার মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে, ততদিন তোমাকে জানিতে পারে না। মায়া-অবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধিনী। চিৎশক্তি সেই অবিদ্যাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি-সমূহে প্রতিবিম্বিতা হইয়া জীবলোকে থাকিলে, জীব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।১৩—৩০। যাবৎ দেহ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে অভিমান অর্থাৎ অহংজ্ঞান থাকে, তাবৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ অশেষ সুখদুঃখাদির ভাগী হইতে হয়; তাবৎ জীবন আত্মার স্মরণ ও বুদ্ধিজ্ঞানাদি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অবিদ্যা-সংযোগে সংসারী হইয়া থাকে। যেমন যেমন জল ও অগ্নির পরস্পর সম্মিলনে পরস্পরের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ জ্ঞানের সহিত জড়ের সংযোগ হইলে, জড়েরও জ্ঞানত্ব উৎপন্ন হয় এবং জড়ের সহিত জ্ঞান সংযুক্ত হইলে জ্ঞানেরও জড়ত্ব জন্মে। মানব যতদিন না তোমার চরণাশ্রিত সাধুদিগের সঙ্গসুখ লাভ

তাবৎ সংসারদুঃখৌঘান্ন নিবর্ত্তেনরঃ সদা ॥ ৩৪
সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি ত্বমেবং প্রতিপদ্যতে ॥৩৫
ততস্ত্বজ্জ্ঞানসম্পন্নঃ সদ্গুরুস্তেন লভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাদ্বিমুচ্যতে ॥৩৬
তস্মাদ্ ত্বদ্ ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞানশঙ্কা নৈব সুখং তথা ॥ ৩৭
অতস্ত্বৎপাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি।
স্যাৎ ত্বদ্‌ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যা যাভ্যাংবিনশ্যতি
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বদ্ধর্ম্মামৃতবর্ষিণঃ।
পুনন্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্ ॥৩৯
নমোঽস্তু জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন।
নমঃ কারুণিকানন্ত রামচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥ ৪০
দেব যদ্‌যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া।
তৎসর্ব্বং তব বাণায় ভূয়াদ্রাম নমোঽস্তু তে ॥৪১
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ।
প্রসন্নোঽস্মি তব ব্রহ্মন্ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥
দাস্যে তদখিলং কামং মা কুরুষ্বাত্র সংশয়ম্।
ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥ ৪৩
যদি মেঽনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন।
ত্বদ্‌ভক্তসঙ্গস্ত্বৎপাদে দৃঢ়া ভক্তিঃ সদাস্তু মে ॥৪৪
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্‌যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্ব্বদা।
ত্বদ্‌ভক্তিস্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব ॥ ৪৫
তথেতি রাঘবেণোক্তঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
পূজিতস্তদনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রাচলমগমাৎ ॥ ৪৬
রাজা দশরথো হৃষ্টো রামং মৃতমিবাগতম্।
আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজৎ ॥

করে, তত দিন সংসার-সাগরের দুঃখরূপ জলরাশি হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সাধুসঙ্গলব্ধ ভক্তি দ্বারা যখন জীব তোমার উপাসনা করে, তখনই মায়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরে গমন করিয়া থাকে। তাহার পর সে ভগবৎজ্ঞানসম্পন্ন গুরুকে লাভ করে এবং গুরুর কাছে উপদেশ পাইয়া তোমার প্রসাদে মুক্ত হইতে পারে। অতএব তোমার প্রতি যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহারা শতকোটি কল্পেও মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; সুতরাং পরমসুখে বঞ্চিত থাকে। অতএব তোমার চরণযুগলে জন্ম জন্ম আমার অকপট ভক্তি থাকুক; তোমার ভক্তদিগের সঙ্গ ও তজ্জনিত ভক্তি যাহা অবিদ্যারূপিণী মায়া বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহজগতে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ মহাত্মা তোমার ধর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ সুধাবর্ষণে অখিল লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন;—তবে তাঁহাদের স্বকুলের কথা আর কি বলিব? হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার। হে ভক্তিভাবন! তোমাকে নমস্কার। হে কারুণিক অনন্ত রামচন্দ্র! তোমাকে বারবার নমস্কার করি। লোকজিগীষাবশতঃ আমি যে যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, হে দেব! হে রামচন্দ্র! তোমার বাণে তৎসমস্তই বিনষ্ট হউক; আমি দগ্ধকর্ম্ম হইয়া মুক্তিলাভ করি। তোমাকে নমস্কার।৩১—৪১। অনন্তর, করুণাময় ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার সমস্ত মনস্কাম পূর্ণ করিব। তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।" তৎশ্রবণে ভার্গব প্রীত হইয়া শ্রীরামকে পুনর্ব্বার কহিলেন; "হে রাম! হে মধুসূদন! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই বর, যেন তোমার চরণকমলে আমার ভক্তি অচলা থাকে, যেন তোমার ভক্তের সঙ্গলাভ চিরকাল আমার ভাগ্যে ঘটে। আর ভক্তিহীন ব্যক্তিও যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে তোমার ভক্তি ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া অন্তে যেন তোমার নাম স্মরণ করিতে পারে।" রাম "তথাস্তু" বলিয়া সম্মতিপ্রদান করিলে, পরশুরাম তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন। রাজা দশরথ শ্রীরামকে যেন মৃত্যুমুখ হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

ততঃ প্রীতেন মনসা হৃষ্টচিত্তঃ পুরং যযৌ ॥ ৪৮
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ ।
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্বস্বমন্দিরে ॥৪৯
মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতাসমন্বিতঃ ।
রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথা হরিঃ ॥ ৫০
যুধাজিন্নাম কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।
ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ ॥৫১
প্রেষয়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমন্বিতঃ ।
শত্রুঘ্নঞ্চাপি সম্পূজ্য যুধাজিতমরিন্দমঃ ॥ ৫২
কৌসল্যা শুশুভে দেবি রামেণ সহ সীতয়া ।
দেবমাতেব পৌলোম্যা শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥৫৩
সাকেতে লোকনাথপ্রথিতগুণগণো
লোকসঙ্গীতকীর্ত্তিঃ,
শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেঽখিলসুরনিকরা-
নন্দসন্দোহমূর্ত্তিঃ ।
নিত্যশ্রীর্নির্ব্বিকারো নিরবধিবিভবো
নিত্যমায়ানিরাসো,
মায়াকার্য্যানুসারী মনুজ ইব সদা
ভাতি দেবোঽখিলেশঃ ॥ ৫৪
ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

তিনি শ্রীরামকে বারবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রীতমনে স্বনগরে গমন করিলেন। অনন্তর অমর-সদৃশ ভ্রাতৃচতুষ্টয় স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে নিজ নিজ মন্দিরে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন বৈকুণ্ঠ ধামে বিষ্ণু যেমন কমলার সহিত আনন্দে কালহরণ করেন, শ্রীরাম পিতা মাতার হর্ষবর্দ্ধন করিয়া জানকীর সহিত সেইরূপ আনন্দ-সহকারে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৪২—৫০ এইরূপে কিছু-কাল অতীত হইলে, একদা ভরতের মাতুল যুধাজিৎ স্বীয় ভাগিনেয়কে স্বরাজ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রীতি-প্রফুল্ল-মনে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। অরিন্দম স্নেহার্দ্রহৃদয় রাজা দশরথ যুধাজিৎকে যথাবিধানে পূজা করিয়া ভরত শত্রুঘ্নকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। শোভনা কৌশল্যা রামসীতার শোভায় শোভিত হইয়া ইন্দ্র ও শচী-সমন্বিতা দেবমাতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যাঁহার অতুল গুণগ্রাম লোকনাথসমাজে প্রসিদ্ধ, সমস্ত লোকে যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিত, যিনি নিত্য পরাশক্তিসম্পন্ন, অতএব যাঁহার বিভবের অন্ত নাই; আচরণ-শক্তিরূপা মায়া যাঁহা হইতে নিরস্ত হইয়া থাকে, সেই অখিলপতি দেবদেব নারায়ণ ভগবতী সীতার সহিত মায়াকার্য্যানুযায়ী সামান্য মানবের ন্যায় অযোধ্যাধামে শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫১—৫৪ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সমাপ্তঞ্চেদমাদিকাণ্ডম্ ।

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একদা সুখমাসীনং রামং স্বান্তঃপুরাজিরে।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্॥ ১
নীলোৎপলদলশ্যামং কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতম্॥ ২
বিনোদয়ন্তং তাম্বূলচর্ব্বণাদিভিরাদরাৎ।
নারদোঽবাতরৎ দ্রষ্টুমম্বরাদ্‌যত্র রাঘবঃ॥ ৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শরচ্চন্দ্র ইবামলঃ।
অতর্কিতমুপায়াতো নারদো দিব্যদর্শনঃ॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাঞ্জলিঃ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্॥ ৫
উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ল্লভং তব দর্শনম্॥ ৬
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে।
অবাপ্তং মে পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ।
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ॥ ৭
অতস্তবদর্শনাদেব কৃতার্থোঽস্মি মুনীশ্বর।
কিং কার্য্যং তে ময়া কার্য্যং ব্রূহি তৎ করবাণি ভোঃ।
অথ তং নারদোঽপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্।
কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈর্লোকানুসারিভিঃ।
জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব॥ ১০
ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্যাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ।
ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা॥ ১১
সূতেঽজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্ব্বদা প্রজাঃ।
লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্ত্বমুদাহৃতঃ॥ ১২

প্রথম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন, একদা নীলোৎপল-দল-শ্যামল শ্রীরাম গলদেশে কৌস্তুভ ও সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ ভূষণ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরমধ্যে রত্নসিংহাসনে সুখে উপবেশন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণাদি করিতে করিতে সীতার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন এবং জানকী রত্নদণ্ড বিশিষ্ট চামর দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ—রাঘব যেখানে অবস্থিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথ হইতে সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। শরচ্চন্দ্রতুল্য সুবিমল কান্তিবিশিষ্ট এবং শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ সেই দিব্যদর্শন মুনিকে অকস্মাৎ সমাগত হইতে দেখিয়া শ্রীরাম ব্যস্ত সমস্ত ভাবে স্বীয় আসন হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইলেন এবং সীতার সহিত প্রীতি ও ভক্তি-সহকারে ভূমিতলে মস্তক লুণ্ঠিত করত প্রণাম করিয়া সহর্ষে কহিলেন,—"মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার দর্শন সাংসারিক ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ মাদৃশ বিষয়াসক্ত জনগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ; তথাপি আমার পূর্ব্বজন্ম-কৃত মহাপুণ্য-ফলে আপনার দর্শনলাভ হইল। হে মুনে! সংসারী ব্যক্তিও কাকতালীয় ন্যায়ে সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মুনীশ্বর! অদ্য আপনার দর্শনলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন, আমি সাধন করিতেছি।" ১—৮। দেবর্ষি নারদ ভক্তবৎসল শ্রীরামের ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"হে রাম! লোকানুসারী বাক্যচ্ছটায় আমাকে আর মুগ্ধ করিতেছেন কেন? প্রভো! আপনি যে আপনাকে সংসারী বলিয়া পরিচয় দিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; কারণ এই ত্রিজগৎ-স্বরূপ মহাগৃহে আপনি একমাত্র গৃহস্থ; মূলপ্রকৃতি মায়া আপনার গৃহিণী। তাঁহাতে আপনার দ্বারা ব্রহ্মাদি পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময় প্রজা সকলকে

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥১৩
ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥
যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো।
নির্ঋতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥ ১৫
রাম ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥ ১৬
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্ব্বসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥
লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব ॥১৮
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৯
ত্বদাভাসোদিতাজ্ঞানমব্যাকৃতমিতীর্য্যতে।
তস্মান্মহাংস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্ব্বাত্মকং ততঃ ॥২০
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়াণি চ।
লিঙ্গমিত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্জন্মমৃত্যুসুখাদিমৎ ॥ ২১
স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ।
অবাচ্যানাদ্যবিদ্যৈব কারণোপাধিরুচ্যতে ॥ ২২
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২৩
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা সংসৃতির্যা প্রবর্ত্ততে।
তস্যা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘূত্তম ॥ ২৪
ত্বত্ত এব জগজ্জাতং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয্যেব লীয়তে কৃৎস্নং তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বকারণম্ ॥
রজ্জাবহিমিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ।
পরাত্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৬

প্রসব করিতেছেন। ভগবন্! আপনি বিষ্ণু জানকী লক্ষ্মী; আপনি শিব, জনক-তনয়া শিবা; আপনি ব্রহ্মা সীতা সরস্বতী; আপনি সূর্য্য, জানকী প্রভা; আপনি শশাঙ্ক, শুভ-লক্ষণা সীতা রোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা; আপনি কালরূপী যম, সীতা সংযমনী; হে জগন্নাথ! আপনি নির্ঋতি, সীতা তামসী; আপনি বরুণ, জানকী ভার্গবী; আপনি পবন, সীতা সদা-গতি; আপনি কুবের, সীতা সর্ব্বসম্পৎ; আপনি লোকসংহারক রুদ্র, সীতা রুদ্রাণী। প্রভু হে! অধিক কি বলিব? লোকে স্ত্রীবাচক যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ভগবতী জানকী এবং পুরুষবাচক যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই আপনি। অতএব হে দেব! এই ত্রিজগতে আপনাদিগের দুই জন ব্যতীত আর কিছুই নাই। ৯—১৯। আপনার সম্বন্ধ-বলে উদিত মায়াকেই 'অব্যাকৃত' বলা যায়। ঐ মায়া হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব; বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে সর্ব্বকার্য্যাত্মক লিঙ্গদেহ *। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ অহঙ্কার, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জন্মমৃত্যু-সুখাদিবিশিষ্ট 'লিঙ্গদেহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গদেহসংসৃষ্ট আত্মাই জীব। ইঁহাই হিরণ্যগর্ভরূপে প্রতি-ভাত করিতেছেন। অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা সংসারকারণরূপ কূটস্থ ব্রহ্মের উপাধি। স্থূলদেহ, সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ ও কারণ এই তিনটী উপাধিদ্বারা সংযুক্ত হইয়া আপনি জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়াই তুরীয় হইয়া থাকেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতেও জীব যে যে কর্ম্ম করে, আপনি তৎসমস্তের বিলক্ষণ চিন্মাত্র-রূপ সাক্ষী;—আপনিই কারণোপাধি। আপন হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, আপনাতেই ইহা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; অন্তে আপনাতেই ইহা লয় পাইবে;—অতএব আপনিই সকলের মূল কারণ। ভ্রমবশত রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় আত্মাকে জীব ভাবিয়া লোকে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ভ্রম নিরাকৃত হইলে, যখন তাহা-

---

* পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়সকল অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, লিঙ্গশরীর ঘটক দশটী পদার্থ অহঙ্কারসম্ভূত বলিয়া লিঙ্গ দেহকে অহঙ্কারোৎ-পন্ন বলা হইল।

চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্ব্বাঃ সর্ব্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ।
ত্বয়া যস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্ব্বস্যাত্মা ততো ভবান্॥
অজ্ঞানান্ন্যস্যতে সর্ব্বং ত্বয়ি রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ।
ত্বজ্জ্ঞানাল্লীয়তে সর্ব্বং তস্মাজ্জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ
ত্বৎপাদভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ।
তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজস্ত এব হি॥২৯
অহং ত্বদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ।
অতো মামনুগৃহ্ণীষ মোহয়স্ব ন মাং প্রভো॥৩০
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো।
অতস্তবাহং পৌত্রোঽস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব॥
ইত্যুক্ত্বা বহুশো নত্বা স্বানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
উবাচ বচনং রাম ব্রহ্মণা নোদিতোঽস্ম্যহম্॥৩২
রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুনন্দন।
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা ত্বামভিষেক্ষ্যতি॥৩৩
যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি।
প্রতিজ্ঞা তে কৃতা রাম ভূভারহরণায় বৈ॥৩৪
তৎ সত্যং কুরু রাজেন্দ্র সত্যসন্ধস্ত্বমেব হি।
শ্রুত্বৈতদ্গদিতং রামো নারদং প্রাহ সস্মিতম্॥৩৫
শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎ পূর্ব্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ॥৩৬
কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ।
হরিষ্যে সর্ব্বভূভারং ক্রমেণাসুরমণ্ডলম্॥৩৭
রাবণস্য বিনাশার্থং শ্বো গন্তা দণ্ডকাননম্।
চতুর্দ্দশসমাস্তত্র হ্যুষিত্বা মুনিবেশধৃক্॥৩৮
সীতামিষেণ তং দুষ্টং সকুলং নাশয়াম্যহম্।
এবং রামে প্রতিজ্ঞাতে নারদঃ প্রমুমোদ হ॥৩৯

জগের তাঁহাতে পরমাত্মা জ্ঞান জন্মে, তখনই সমস্ত ভয়, সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়। আপনি চিন্মাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ; সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান অন্তঃকরণাদি বুদ্ধিসমূহ আপনাকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, অতএব আপনি অন্তর্যামী। অজ্ঞানবশতঃ লোকে যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আপনার স্বরূপ না জানিয়া আপনাতে এই সমগ্র বিশ্ব আরোপ করে; কিন্তু আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হইবামাত্র তাহাদিগের সেই ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়; অতএব সেই জ্ঞান সদা অভ্যাস করা উচিত। আপনার শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন; হে প্রভো! তাঁহারাই একমাত্র মুক্তিভাজন। আমি আপনার ভক্তানুভক্তদিগের এবং তদীয় ভক্তদিগের কিঙ্কর; অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন;—নিজ মায়ায় আমাকে আর মুগ্ধ করিবেন না। ভগবন্! মদীয় জনক ব্রহ্মা আপনার নাভিকমলে উদ্ভূত হইয়াছেন; অতএব আমি আপনার পৌত্র; হে রাঘব! এই নিতান্ত ভক্ত পৌত্রকে ত্রাণ করুন।" ২০—৩১। এইরূপে স্তব করিতে করিতে নারদের নয়নযুগল আনন্দাশ্রু দ্বারা পরিপ্লুত হইল। তিনি শ্রীরামকে বারবার প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে রঘুনাথ! পিতা ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; রাবণের নিধনার্থ আপনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি রাজা দশরথ রাজ্য-রক্ষার্থ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। প্রভো! আপনি রাজ্যপালনে আসক্ত হইলে, রাবণ বধ হইবে না। ভূভার হরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আপনি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব সেই সত্য পালন করুন।" দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণে শ্রীরাম হাস্য করিয়া কহিলেন, "শুন নারদ! আমি সকলই জানি। কোন দেশে, কোন কালে এমন কোন বিষয় আছে কি, যাহা আমি জানি না? আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা নিঃসংশয়ে পালন করিব। ভোগ দ্বারা রাক্ষসগণের প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই আমি অসুরমণ্ডল রূপ ভূভার হরণ করিব; এজন্য ইহা সময় সাপেক্ষ। রাবণের বিনাশার্থ আমি আগামী কল্য মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তথায় বাস করিব এবং সীতা-উদ্ধারচ্ছলে দুষ্ট রাক্ষসকে সবংশে বিনাশ করিয়া আসিব।" শ্রীরাম এইরূপে পূর্ব্ব-

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্।
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ দেবগতিং মুনিঃ॥ ৪০
সংবাদং পঠতি শৃণোতি সংস্মরেদ্বা
যো নিত্যং মুনিবররাময়োঃ স ভক্ত্যা।
সম্প্রাপ্নোত্যমরসুদুর্লভং বিমোক্ষং
কৈবল্যং বিরতিপুরঃসরং ক্রমেণ॥ ৪১

ইতি প্রথমেঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ রাজা দশরথঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ।
বসিষ্ঠং স্বকুলাচার্য্যমাহূয়েদমভাষত॥ ১
ভগবন্ রামমখিলাঃ প্রশংসন্তি মুহুর্মুহুঃ।
পৌরাশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা মন্ত্রিণশ্চ বিশেষতঃ॥ ২
ততঃ সর্ব্বগুণোপেতং রামং রাজীবলোচনম্।
জ্যেষ্ঠং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি বৃদ্ধোঽহং মুনিপুঙ্গব॥
ভরতো মাতুলং দ্রষ্টুং গতঃ শত্রুঘ্নসংযুতঃ।
অভিষেকো শ্ব এবাস্তু ভবাংস্তচ্চানুমোদতাম্॥ ৪
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং চ গচ্ছ মন্ত্রয় রাঘবম্।
উচ্ছ্রীয়ন্তাং পতাকাশ্চ নানাবর্ণাঃ সমন্ততঃ॥ ৫
তোরণানি বিচিত্রাণি স্বর্ণমুক্তাময়ানি বৈ।
আহূয় মন্ত্রিণং রাজা সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্॥ ৬
আজ্ঞাপয়তি যদ্যৎ ত্বং মুনিস্তত্তৎ সমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি শ্বোভূতে রঘুনন্দনম্॥ ৭
তথেতি হর্ষাৎ স মুনিং কিং করোমীত্যভাষত।
তমুবাচ মহাতেজা বসিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ॥ ৮
শ্বঃ প্রভাতে মধ্যকক্ষে কন্যকাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
তিষ্ঠন্তু ষোড়শ গজঃ স্বর্ণরত্নাদিভূষিতঃ॥ ৯
চতুর্দ্দন্তঃ সমায়াতু ঐরাবতকুলোদ্ভবঃ।
নানাতীর্থোদকৈঃ পূর্ণাঃ স্বর্ণকুম্ভাঃ সহস্রশঃ॥ ১০
স্থাপ্যন্তাং নব বৈ বা ত্রিচর্ম্মাণি ত্রীণি চামর।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবর্ষি নারদ আনন্দিত মনে তাঁহাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। যিনি নিত্য ভক্তি-সহকারে শ্রীরাম ও নারদের এই কথোপকথন শ্রবণ, পাঠ, অথবা স্মরণ করেন, তিনি বিষয়ে বীতরাগ হইয়া ক্রমে ক্রমে অমর-দুর্লভ কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৩২—৪১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একদা রাজা দশরথ, কুলগুরু বসিষ্ঠকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! পৌর, জানপদ প্রভৃতি সমস্ত প্রজাবর্গ—বিশেষতঃ শাস্ত্রদর্শী বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা শ্রীরামের প্রশংসা করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; এক্ষণে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণান্বিত কমললোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করি। শত্রুঘ্নের সহিত ভরত মাতুলকে দেখিতে গিয়াছে। অবিলম্বে কল্যই রামাভিষেক হউক; আপনি ইহাতে অনুমোদন করুন। আভিষেচনিক সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজন হউক; আপনি গমন করুন; রাঘবকে অধিবাসের জন্য প্রস্তুত হইতে বলুন। অযোধ্যানগরী চারিদিকে স্বর্ণমুক্তাময়-বিবিধ বিচিত্র তোরণে ও নানাবর্ণের পতাকা দ্বারা সজ্জিত হউক।" দশরথ মন্ত্রিসত্তম সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রাতে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; অতএব গুরুদেব যাহা যাহা আদেশ করেন, তৎসমস্তই শীঘ্র সম্পাদন কর।" ১—৭। সুমন্ত্র অতিশয় হর্ষভরে "যে আজ্ঞা" বলিয়া বসিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন্! আমি কি করিব আদেশ করুন।" তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজে বসিষ্ঠ কহিলেন,—আগামী কল্য প্রভাতে যেন স্বর্ণালঙ্কারভূষিত ষোলজন কুমারী মধ্যকক্ষে অবস্থান করে, যেন সুবর্ণরত্নাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ঐরাবতবংশোৎপন্ন চতুর্দ্দন্ত হস্তী আনয়ন করা হয়; তথায় নানাতীর্থজলপূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণকুম্ভ রাখিতে হইবে; নয়খান বা তিনখান

শ্বেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তামণিবিরাজিতম্ ॥ ১১
দিব্যমাল্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
মুনয়ঃ সৎকৃতাস্তত্র তিষ্ঠন্তু কুশপাণয়ঃ ॥ ১২
নর্ত্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ গায়কা বেণুকাস্তথা।
নানাবাদিত্রকুশলা বাদয়ন্তু নৃপাঙ্গনে ॥ ১৩
হস্ত্যশ্বরথপাদাতা বহিস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ।
নগরে যানি তিষ্ঠন্তি দেবতায়তনানি চ ॥ ১৪
তেষু প্রবর্ত্ততাং পূজা নানাবলিভিরাবৃতা।
রাজানঃ শীঘ্রমায়ান্তু নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ১৫
ইত্যাদিশ্য মুনিঃ শ্রীমান্ সুমন্ত্রং নৃপমন্ত্রিণম্।
স্বয়ং জগাম ভবনং রাঘবস্যাতিশোভনম্ ॥ ১৬
রথমারুহ্য ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
ত্রীণি কক্ষ্যাণ্যতিক্রম্য রথাৎ ক্ষিতিমবাতরৎ ॥ ১৭
অন্তঃপ্রবিশ্য ভবনং স্বাচার্য্যত্বাদবারিতঃ।
গুরুমাগতমাজ্ঞায় রামস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮
প্রত্যুদ্গম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবদ্ভক্তিসংযুতঃ।
স্বর্ণপাত্রেণ পানীয়মানিনায়াশু জানকী ॥ ১৯
রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ।
তদাপঃ শিরসা ধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥ ২০
ধন্যোঽস্মীত্যব্রবীদ্রামস্তব পাদাম্বুধারণাৎ।
শ্রীরামেণৈবমুক্তস্তু প্রহসন্ মুনিরব্রবীৎ ॥ ২১
ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূদ্গিরিজাপতিঃ।
ব্রহ্মাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ ॥ ২২
ইদানীং ভাষসে যৎ ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরম্ ॥
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ভক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে।
রাবণস্য বধার্থায় জাতং জানামি রাঘব ॥ ২৪
তথাপি দেবকার্য্যার্থং গুহ্যং নোদ্ঘাটয়াম্যহম্।
যথা ত্বং মায়য়া সর্ব্বং করোষি রঘুনন্দন ॥ ২৫
তথৈবানুবিধাস্যেঽহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহম্।

ব্যাঘ্রচর্ম্ম আনয়ন করিতে হইবে; রত্ন দণ্ডসম্পন্ন মণি-মৌক্তিক-বিরাজিত শ্বেতচ্ছত্র, দিব্যমালা, দিব্যবস্ত্র এবং দিব্য-আভরণ সকল তথায় রাখিতে হইবে। যেন মুনিগণ সম্মানিত হইয়া কুশহস্তে তথায় অবস্থান করেন; নর্ত্তকী বারাঙ্গনা, গায়ক, বেণুবাদক এবং নানাবাদ্য-বিশারদ ব্যক্তিগণ, রাজভবনের চত্বরে অবস্থিত থাকিয়া যেন বাদ্যোদ্যমাদি করিতে থাকে। যেন হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বহির্ভাগে অবস্থান করে; নগর মধ্যে যে সকল দেবমন্দির আছে, নানাবিধ উপচারে তথায় পূজা দেওয়া হউক; অধীনস্থ রাজগণ বিবিধ উপঢৌকন লইয়া যেন সত্বর আগমন করেন।" ৮—১৫। শ্রীমান্ মুনি রাজমন্ত্রী সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং রথারোহণে অতি রমণীয় রামভবনে গমন করিলেন; অনন্তর মুনিবর ভগবান্ বসিষ্ঠ তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন; তিনি আচার্য্য বলিয়া অবারিতভাবে গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। গুরু আসিয়াছেন, জানিয়া রাম সত্বর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। জানকী অবিলম্বে স্বর্ণপাত্রে করিয়া জল আনিলেন; তখন রাম সীতা বসিষ্ঠকে রত্নাসনে বসাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, অনন্তর সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া রাম বলিলেন;—"আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।" শ্রীরাম এই কথা বলিলে, মুনিবর হাসিতে হাসিতে কহিলেন;—"তোমার চরণ-জল ধারণ করিয়া পার্ব্বতীপতি ধন্য হইয়াছেন, তোমার শ্রীচরণসম্ভূত তীর্থে আমার পিতা ব্রহ্মারও অশুভরাশি বিনষ্ট হইয়াছে; এখন যাহা তুমি বলিতেছ, তাহা "গুরুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত" ইহা লোকদিগকে শিক্ষা-দিবার জন্য; আমি জানি বটে, তুমি লক্ষ্মীর সহিত অবতীর্ণ পরমাত্মা ঈশ্বর। হে রাঘব! আমি জানি বটে, তুমি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি ও ভক্তগণের ভক্তি-সিদ্ধির জন্য রাবণবধ উদ্দেশে আবির্ভূত হইয়াছ, তথাপি দেবকার্য্যের জন্য সে সকল গুহ্য কথা উদ্ঘাটন করিব না। হে রঘুনন্দন! মায়াবলে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, আমিও তদনুসারে "তুমি শিষ্য আমি গুরু" এইভাবে ব্যবহার করিব

গুরুর্গুরূণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ॥২৬
অন্তর্য্যামী জগদ্‌যাত্রাবাহকস্ত্বমগোচরঃ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসম্ভবম্ ॥ ২৭
মনুষ্য ইব লোকেঽস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া ॥
পৌরোহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দুষ্যজীবনম্।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে।
ইতি জ্ঞাতং ময়া পূর্ব্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ॥২৯
ততোঽহমাশয়া রাম তব সম্বন্ধকাঙ্ক্ষয়া।
অকার্ষং গর্হিতমপি তবাচার্য্যত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩০
ততো মনোরথো মেঽদ্য ফলিতো রঘুনন্দন।
ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্বলোকৈকমোহিনী ॥ ৩১
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘূদ্বহ।
গুরুনিষ্ক্রৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে ॥ ৩২

হে দেব! তুমি গুরু সকলের গুরু; তুমি পিতৃগণের পিতামহ; তুমি অন্তর্য্যামী; লোকযাত্রার নির্ব্বাহক এবং বাক্য ও মনের অগোচর। তোমার স্বীয় ইচ্ছানুসারে উদ্ভূত শুদ্ধসত্ত্বময় শরীরধারণ করিয়া যোগমায়া-বলে ইহজগতে মনুষ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ। ১৬—২৮। আমি জানি, পৌরোহিত্য-কার্য্য নিন্দনীয় এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের অসৎ উপায়; সাক্ষাৎ পরমাত্মা ইক্ষ্বাকুকুলে রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, বহুদিন হইল ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছিলেন; এইরূপে আমি পূর্ব্ব হইতেই এই বিবরণ অবগত আছি। রাম! তোমার গুরু হইতে পারিব, এই সম্বন্ধ আশা করিয়াই পৌরোহিত্য-কার্য্য গর্হিত হইলেও তাহা আমি স্বীকার করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! আজ আমার সেই মনোরথ সফল হইয়াছে। একমাত্র যিনিই সকল লোককে মোহিত করেন, সেই মহামায়া তোমার অধীন; অতএব হে রঘুবর! তিনি যাহাতে আমাকে মোহিত না করেন, তোমাকে তাহা করিতে হইবে। যদি গুরুর প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা কর; তাহা হইলে তুমি আমার ইহাই কর।

প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বমপ্যুক্তং ন বাচ্যং কুত্রচিন্ময়া।
রাজ্ঞা দশরথেনাহং প্রেষিতোঽস্মি স রঘূদ্বহ ॥৩৩
ত্বামাগমিষ্যতি রাজ্যে শ্বোঽভিষেক্ষ্যতি রাঘব।
অদ্য ত্বং সীতয়া সার্দ্ধমুপবাসং যথাবিধি ॥ ৩৪
কৃত্বা শুচির্ভূমিশায়ী ভব রাম জিতেন্দ্রিয়ঃ।
গচ্ছামি রাজসান্নিধ্যং ত্বন্তু প্রাতর্গমিষ্যসি ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য যযৌ রাজগুরুদ্রুতম্।
রামোঽপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৬
সৌমিত্রে যৌবরাজ্যে মে শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি
নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্ত্তা ভোক্তা ত্বমেব হি ॥ ৩৭
মম ত্বং হি বহিঃপ্রাণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ততো বসিষ্ঠেন যথা ভাষিতং তৎ তথাকরোৎ ॥
বসিষ্ঠোঽপি নৃপং গত্বা কৃতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
বসিষ্ঠস্য পুরো রাজ্ঞা হ্যুক্তং রামাভিষেচনম্ ॥৩৯
যদা তদৈব নগরে শ্রুত্বা কশ্চিৎ পুমান্ জগৌ।

প্রসঙ্গক্রমে সকল কথা বলিলাম, এ কথা আর আমি অন্যত্র বলিব না। হে রঘুবর! রাজা দশরথ আমাকে পাঠাইলেন; রাঘব! আগামী কল্য তিনি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তোমাকে ইহা জানানই আমার উদ্দেশ্য। রাম! আজ তুমি সীতার সহিত যথাবিধি উপবাসপূর্ব্বক শুচি জিতেন্দ্রিয় ও স্থণ্ডিলশায়ী হইয়া থাক; আমি এক্ষণে রাজ-সন্নিধানে গমন করি, তুমি আগামী কল্য প্রাতঃকালে গমন করিবে।" রাজগুরু এই কথা বলিয়া রথারোহণপূর্ব্বক সত্বর প্রস্থান করিলেন। রামও লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন;—"সৌমিত্রি! আগামী কল্য আমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে, আমি রাজ্যের উপলক্ষমাত্র থাকিব, তুমিই কর্ত্তা ও ভোক্তা হইবে। তুমি যে আমার বহিশ্চর প্রাণ এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই" অনন্তর বসিষ্ঠ যাহা যেরূপ করিতে বলিয়াছিলেন, রাম তাহা তদনুসারেই করিলেন। ২৯—৩৮। বসিষ্ঠও যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, রাজসন্নিধানে গিয়া তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা যখন বসিষ্ঠ-সম্মুখে রামকে

কৌশল্যায়ৈ রামমাত্রে সুমিত্রায়ৈ তথৈব চ ॥ ৪০
শ্রুত্বা তে হর্ষসম্পূর্ণে দদতুর্হারমুত্তমম্।
তস্মৈ ততঃ প্রীতমনাঃ কৌশল্যা পুত্রবৎসলা ॥ ৪১
লক্ষ্মীং পর্য্যচরদ্দেবীং রামস্বার্থপ্রসিদ্ধয়ে।
সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪২
কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি।
ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥ ৪৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণীমচোদয়ন্।
গচ্ছ দেবি ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪
রামাভিষেকবিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ।
মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৪৫
ততো বিঘ্নে সমুৎপন্নে পুনরেহি দিবং শুভে।
তথেত্যুক্ত্বা তথা চক্রে প্রাবিবেশাথ মন্থরাম্ ॥ ৪৬
সাপি কুব্জা ত্রিবক্রা তু প্রাসাদাগ্রমথারুহৎ।
নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৪৭
নানাতোরণসম্বাধং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
সর্ব্বোৎসবসমাযুক্তং বিস্মিতা পুনরাগমৎ ॥ ৪৮
ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মাতঃ কিং নগরং সমলঙ্কৃতম্।
নানোৎসবসমাযুক্তা কৌশল্যা চাতি হর্ষিতা ॥ ৪৯
দদাতি বিপ্রমুখ্যেভ্যো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৫০
তামুবাচ তদা ধাত্রী রামচন্দ্রাভিষেচনম্।
শ্বো ভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং পুরম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥
পর্য্যঙ্কস্থাং বিশালাক্ষীমেকান্তে পর্য্যবস্থিতাম্ ॥
কিং শেষে দুর্ভগে মূঢ়ে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ন জানীষেঽতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী ॥ ৫৩
রামস্যানুগ্রহাদ্রাজ্ঞঃ শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি।
তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৪
তস্যৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনূপুরং রত্নভূষিতম্।

অভিষেক করিবার কথা বলেন, তখনই কোন এক পুরুষ তাহা শ্রবণ করিয়া নগরে এই সংবাদ প্রচার করে এবং রাম-জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকট ব্যক্ত করেন। তাঁহারা তাহা শুনিয়া-আনন্দপূর্ণ হইয়া সংবাদ-দাতাকে উত্তম হার পারিতোষিক দিলেন। অনন্তর, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা প্রীতমনে রামের ইষ্টসিদ্ধির জন্য লক্ষ্মীদেবীর সেবা করিলেন; "সত্যবাদী দশরথ, প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কামুক এবং কৈকেয়ীর বশতাপন্ন, এ প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা করিবেন?" এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তিনি দুর্গা দেবীকেও পূজা করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে দেবগণ দেবোপকারিণী দুষ্ট-সরস্বতীকে বলিলেন, "দেবি! ভূমণ্ডলে অযোধ্যানগরে যত্নপূর্ব্বক গমন কর; ব্রহ্মার আদেশে তুমি রামাভিষেকের বিঘ্ন করিতে যত্ন কর; প্রথমে মন্থরাতে, পরে কৈকেয়ীতে অধিষ্ঠান করিও; তাহার পর বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, হে শুভে! পুনর্ব্বার স্বর্গে আগমন করিবে"—এই বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন; তিনিও "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদনুসারে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে তিনি মন্থরাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ত্রিবক্রা কুব্জাও প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিল; নগর সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত; বহু তোরণ-সঙ্কুল, পতাকা-শোভিত ও বিবিধ উৎসব যুক্ত হইয়াছে অবলোকন করিয়া বিস্মিতভাবে প্রত্যাগত হইল এবং ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল; মা! নগর এরূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে কেন? কেনই বা কৌশল্যা নানা উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণকে বিবিধবসনাদি দান করিতেছেন? ৩৯—৫০। তখন ধাত্রী তাহাকে বলিল, "আগামী কল্য রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সেই জন্য আজ নগর সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত হইয়াছে।" মন্থরা তাহা শ্রবণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে পর্য্যঙ্কোপরি অবস্থিত বিশাল-নয়না কৈকেয়ীর নিকট সত্বর গমনপূর্ব্বক এই কথা বলিল;—"মন্দভাগিনি! মূঢ়ে! নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কি? তুমি আপনার সৌন্দর্য্যাভিমানেই মত্ত। কত রঙ্গ-ভঙ্গেই পদবিক্ষেপ কর! কিন্তু উপস্থিত মহাভয়ের বিষয় কিছুই জান না;—রাজার অনুগ্রহে আগামী কল্য রামের অভিষেক হইবে!" প্রিয়ভাষিণী কৈকেয়ী তাহা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহাকে রত্ন খচিত সুবর্ণময়

হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্ ॥ ৫৫
ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃন্মে প্রিয়ংবদঃ।
কৌসল্যাং মাং সমং পশ্যন্ সদা শুশ্রূষতে হি মাম্
রামাত্তব কিমাপন্নং ভয়ং মূঢ়ে বদস্ব মে।
তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদাথ কুব্জা কারণবৈরিণী ॥ ৫৭
শৃণু মদ্বচনং দেবি যথার্থং তে মহদ্ভয়ম্।
ত্বাং তোষয়ন্ সদা রাজা প্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥
কামুকোহতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোষয়ন্।
কার্য্যং করোতি তস্যা বৈ রামমাতুঃ সুপুষ্কলম্ ॥
মনস্তেত্তদ্বিবাস্যৈব প্রেষয়ামাস তে সুতম্।
ভরতং মাতুলকুলে প্রেষয়ামাস সানুজম্ ॥ ৬০
সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
লক্ষ্মণো রামমন্বেতি রাজ্যং সোহনুভবিষ্যতি ॥৬১
ভরতো রাঘবস্যাগ্রে কিঙ্করো বা ভবিষ্যতি।
বিবাস্যতে বা নগরাৎ প্রাণৈর্বা হাপ্যতেহচিরাৎ ॥
ত্বন্তু দাসীব কৌসল্যাং নিত্যং পরিচরিষ্যসি।
ততোহপি মরণং শ্রেয়ো যৎসপত্ন্যাঃ পরাভবঃ ॥৬৩
অতঃ শীঘ্রং যতস্বাদ্য ভরতস্যাভিষেচনে।
রামস্য বনবাসার্থং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥ ৬৪
ততো রূঢ়োহভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি ভবিষ্যতি।
উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বমেব সুনিশ্চিতম্ ॥৬৫
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
ইন্দ্রেণ যাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ ॥ ৬৬
জগাম সেনয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সহ শুভাননে।
যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতস্তস্য রাক্ষসৈঃ সহ ধন্বিনঃ ॥ ৬৭
তদাক্ষকীলো ন্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ।
ত্বন্তু হস্তং সমাবেশ্য কীলরন্ধ্রেহতিধৈর্য্যতঃ ॥ ৬৮
স্থিতবত্যসিতাপাঙ্গী পতিপ্রাণপরীপ্সয়া।
ততো হত্বাসুরান্ সর্ব্বান্ দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ ॥৬৯

দিব্য-নূপুর দান করিল এবং কহিল; "ইহা আমার আনন্দ-স্থান, ইহাতে ভয় উপস্থিত বলিতেছ কেন? রাম আমার ভরতের বেশী; সে আমার কখন প্রিয় বই অপ্রিয় কার্য্য করে নাই; প্রিয় বই অপ্রিয় কথা বলে নাই; কৌশল্যাকে এবং আমাকে সমভাবে দর্শন করত রাম সর্ব্বদা আমার শুশ্রূষা করে। রে মূঢ়ে! রামের কাছে তোর আবার ভয় উপস্থিত হইল কি? দুষ্টসরস্বতীর আবেশে বৈরিভাবাপন্ন মন্থরা ইহা শুনিয়া বিষন্ন হইল এবং বলিতে লাগিল;—দেবি! আমার কথা শুন, যথার্থই তোমার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; রাজা তোমাকে তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা কতকগুলি চাটুবাক্য প্রয়োগ করেন; সেই কামুক এবং মিথ্যাবাদী রাজা তোমাকে বচনমাত্রে সন্তুষ্ট রাখিয়া সেই রাম-জননীরই অপর্য্যাপ্ত হিতকার্য্য করিতেছেন; এই কাজ করিবেন ভাবিয়াই তিনি আগে থাকিতে তোমার পুত্র ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন; তাহার কনিষ্ঠ ভাইটাকেও সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছেন (৫১—৬০)। সুমিত্রার ভালই হইবে সন্দেহ নাই; লক্ষ্মণ রামের অনুগত; সুতরাং সেও রাজ্যভোগ করিবে। ভরত রামের নিকট কিঙ্কর হইয়া থাকিতে, কি নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইবে,—বা নিহত হইবে, তাহা বলা যায় না। দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা কৌশল্যার পরিচর্য্যা—তোমাকে করিতে হইবে। সপত্নীর নিকট অপমানিত হওয়া অপেক্ষা মরণ ভাল। অতএব অবিলম্বে—আজই ভরতের অভিষেক এবং রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের জন্য যত্ন কর। রাজ্ঞি! তবে তোমার পুত্র নির্ভয়ে রাজ্যে সুদৃঢ় হইতে পারিবে। এ বিষয়ে আমার পূর্ব্বনিশ্চিত সদুপায় তোমাকে বলিতেছি;—হে শুভাননে! পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে ইন্দ্র, ধনুর্দ্ধর মহারথ স্বয়ং রাজা দশরথকে সাহায্য করিতে প্রার্থনা করেন; তাহাতে তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ও তোমাকে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন; ধনুর্দ্ধর রাজা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইত্যবসরে, তদীয় রথের অক্ষকীল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হয়,—তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; তুমি কিন্তু সে সময় স্বামীর জীবনরক্ষার্থ কীলাচ্ছিদ্রে হস্তপ্রবেশ করাইয়া অতি ধীরভাবে অবস্থিত ছিলে; তোমার নয়নপ্রান্তে স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণতা পর্য্যন্ত অপগত হয় নাই। অনন্তর

আশ্চর্য্যাৎ পরমং লেভে স্বামালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ।
বৃণীষ যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্।
বরদ্বয়ং বৃণীষ ত্বমেবং রাজাব্রবীৎ স্বয়ম্॥ ৭০
ত্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ম্॥ ৭১
ত্বয্যেব তিষ্ঠতু চিরং ন্যাসভূতং মমানঘ।
যদা মেঽবসরো ভূয়াৎ তদা দেহি বরদ্বয়ম্॥ ৭২
তথেত্যুক্ত্বা স্বয়ং রাজা মন্দিরং ব্রজ সুব্রতে।
ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া পূর্ব্বমিদানীং স্মৃতিমাগতম্।
অতঃ শীঘ্রং প্রবিশ্যাদ্য ক্রোধাগারং রুষান্বিতা॥
বিমুচ্য সর্ব্বাভরণং সর্ব্বতো বিনিকীর্য্য চ।
ভূমাবেব শয়ানা ত্বং তূষ্ণীমাতিষ্ঠ ভামিনী॥ ৭৪
যাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজাভীষ্টং করোতি তে।
শ্রুত্বা ত্রিবক্রয়োক্তং তৎ তদা কৈকেয়নন্দিনী॥

তথ্যমেবাখিলং মেনে দুঃসঙ্গাহিতবিভ্রমা।
তামাহ কৈকয়ী হৃষ্টা কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী॥ ৭৬
স্বয়ং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রসুন্দরি।
ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সুতঃ প্রিয়ঃ॥ ৭৭
গ্রামান্ শতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা॥ ৭৮
ইত্যুক্ত্বা কোপভবনং প্রবিশ্য সহসা রুষা।
বিমুচ্য সর্ব্বাভরণং পরিকীর্য্য সমন্ততঃ।
ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাম্বরধারিণী॥ ৭৯
প্রোবাচ শৃণু মে কুব্জে যাবদ্রামো বনং ব্রজেৎ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যেঽথবা বক্রে শয়িষ্যে তাবদেব হি॥
নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি কল্যাণং তে ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কুব্জা গৃহং সাপি তথাকরোৎ॥

ধীরোঽত্যন্তদয়ান্বিতোঽপি সুগুণা-
চারান্বিতো বাথবা,
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো
বিদ্যাবিবেকোঽথবা।

সেই শক্রসূদন রাজা সমস্ত অসুরদিগকে সংহার করিয়া তোমাকে সেইরূপে অবস্থিত থাকিতে দেখিলেন। তাঁহার অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইল, রাজা সহর্ষে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন, যাহা তোমার মনের অভিলষে তাহাই প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে বর দিতেছি;—"দুইটী বর প্রার্থনা কর।"৬১—৭০। তুমি তখন বরদানে উদ্যত রাজাকে বলিয়াছিলে "হে রাজন্! তুমিত দুইটী বর দিলেই, কিন্তু হে অনঘ! আমার গচ্ছিতবস্তুরূপে তোমার নিকট উহা থাকুক; তাহার পর যখন আমার সময় হইবে, তখন ঐ দুইটী বর আমাকে দিও।" রাজা "তথাস্তু" বলিয়া বলিলেন; 'হে সুব্রতে! এখন তবে গৃহে চল।" পূর্ব্বে আমি ইহা তোমার নিকটেই শুনিয়াছি, একণে স্মরণ হইল। অতএব আজ অবিলম্বে তুমি সরোষে ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সকল আভরণ খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিবে—ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে এবং রাজা যতক্ষণ না তোমার অভীষ্ট সম্পাদনে সত্যপ্রতিজ্ঞা করেন, ততক্ষণ অতিক্রোধে তূষ্ণীম্ভাবে থাকিবে। তখন কেকয়নন্দিনী ত্রিবক্রার কথা শ্রবণপূর্ব্বক সঙ্গদোষজনিত মতিভ্রমে সে সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া মনে করিল; হৃষ্ট-ভাবা কৈকেয়ী তাহাকে বলিতে লাগিল;—"তোমার এইরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? বলি বক্রসুন্দরি! তোমাকে ত এরূপ বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতাম না; যদি আমার প্রিয়পুত্র ভরত রাজা হয়, তাহা হইলে তোমাকে একশত গ্রাম প্রদান করিব; তুমি আমার প্রাণের মত প্রিয়।" ৭১—৭৮। এই বলিয়া রোষে সহসা ক্রোধাগারে প্রবেশ করিল। তথায় সকল অলঙ্কার খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল; মলিনা এবং মলিনবস্ত্রপরিধানা হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিল; এবং বলিল; "কুব্জে! আমার কথা শুন—যাবৎ রাম না বনে গমন করে—তাবৎ শয়ন করিয়া থাকিব আর যদি একেবারেই না বনে গমন করে, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিব।" "আচ্ছা বেশ! মতের স্থিরতা রাখিও হে কল্যাণি! তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া কুব্জা গৃহে গমন করিল; কৈকেয়ীও তাহাই করিয়া রহিল। অত্যন্ত দয়ালু গুণবান্ আচার-পূত, নীতি-বেত্তা, বিধিনিষেধমর্ম্মজ্ঞ এবং বিদ্যা-বিবেকসম্পন্ন

দুষ্টানামতিপাপানাং বঞ্চিতৈর্মনোঃ
সঙ্গং সদা চেদ্ভজেৎ,
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো ব্রজতি তৎ-
সাম্যং ক্রমেণ স্ফুটম্ ॥ ৮২
অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থাদ্ যথেয়ং রাজকন্যকা॥ ৮৩

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো দশরথো রাজা রামাভ্যুদয়কারণাৎ।
আদিশ্য মন্ত্রিপ্রকৃতীঃ সানন্দো গৃহমাবিশৎ ॥ ১
তত্রাদৃষ্ট্বা প্রিয়াং রাজা কিমেতদিতি বিহ্বলঃ।
যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা॥২
হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাদ্য দৃশ্যতে।
ইত্যাত্মন্যেব সঞ্চিন্ত্য মনসাতিবিদূয়তা॥ ৩
পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা।
নায়াতি মাং যথা পূর্ব্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা॥৪
তা ঊচুঃ ক্রোধভবনং প্রবিষ্টা নৈব বিদ্মহে।
কারণং তত্র দেব ত্বং গত্বা নিশ্চেতুমর্হসি ॥ ৫
ইত্যুক্তো ভয়সন্ত্রস্তো রাজা তস্যাঃ সমীপগঃ।
উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাব্রবীৎ ॥ ৬
কিং শেষে বসুধাপৃষ্ঠে পর্য্যঙ্কাদীন্ বিহায় চ।
মাং ত্বং খেদয়সে ভীরু যতো মাং নাবভাষসে ॥ ৭
অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা।
কিমর্থং ব্রূহি সকলং বিধাস্যে তব বাঞ্ছিতম্ ॥৮
কো বা তবাহিতং কর্ত্তা নারী বা পুরুষোঽপি বা।
স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯
ব্রূহি দেবি যথা প্রীতিস্তদবশ্যং মমাগ্রতঃ।
তদিদানীং সাধয়িষ্যে সুদুর্লভমপি ক্ষণাৎ ॥ ১০
জানাসি ত্বং মম স্বান্তং প্রিয়ং মাং স্ববশে স্থিতম্

ধীর ব্যক্তিও পাপ-পরিপূর্ণহৃদয় দুষ্টদিগের সহিত যদি সর্ব্বদা সংসর্গ করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের বুদ্ধি দোষে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে তাহাদিগের সমান হইয়া পড়ে; ইহা স্পষ্ট দেখা যায়; অতএব দুষ্টগণের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এই কেকয়রাজ-নন্দিনীর ন্যায় কুসংসর্গী মাত্রেই স্বার্থচ্যুত হইয়া থাকে। ৭৯—৮৩।

তৃতীয় অধ্যায়।

এদিকে রাজা দশরথ, রামের মঙ্গলকার্য্যের জন্য মন্ত্রিগণ ও প্রকৃতিগণকে আদেশ করিয়া সানন্দমনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তথায় প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া ব্যাকুল হইলেন এবং 'একি! আমি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র যে সুন্দরী হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত, সে আজ আমার নয়নগোচর হইতেছে না কেন?' ইহা মনে মনে ভাবিয়া অতি খিন্নমনে দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমাদিগের মঙ্গলময়ী-স্বামিনী-কোথায়? আমার প্রিয়দর্শনা প্রিয়তমা পূর্ব্বের ন্যায় আজ ত আমার নিকটে আসিতেছেন না।" তাহারা বলিল; "তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা ক্রোধাগারে প্রবেশের কারণ অবগত নহি; হে দেব! তথায় গিয়া আপনার কারণ নিশ্চয় করা উচিত।" তাহারা এই কথা বলিলে, রাজা সাতিশয় ভয়ে তাহার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তদীয় শরীরে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, ভীরু! পর্য্যঙ্কাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না বলিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে ভূমিশয্যায় কেন?—বল, আমি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিব। রমণী না পুরুষ, কে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে? সে আমার দণ্ডনীয়; এমন কি, তাহাকে আমি বধ করিতে পারি; সন্দেহ নাই। হে দেবি যাহাতে তোমার প্রীতি হয়; তাহা আমার সম্মুখে বল; অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও ক্ষণমধ্যে তাহা অবশ্য সম্পাদন করিব। ১—১০। তু

তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ ॥ ১১
ব্রূহি কং ধনিনং কুর্য্যাং দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করম্।
ধনিনং ক্ষণমাত্রেণ নির্ধনঞ্চ তবাহিতম্ ॥ ১২
ব্রূহি কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণান্ দাস্যামি তে প্রিয়ে ॥
মম প্রাণাৎ প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ।
তস্যোপরি শপে ব্রূহি ত্বদ্ধৃতং তৎ করে ম্যহম্ ॥
ইতি ব্রুবাণং রাজানং শপন্তং রাঘবোপরি।
শনৈর্বিমৃজ্য নেত্রে সা রাজানং প্রত্যভাষত ॥ ১৫
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি শপথং কুরুষে যদি।
যাচ্ঞাং মে সফলাং কর্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমর্হসি ॥
পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ময়া ত্বং পরিরক্ষিতঃ।
তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা ॥ ১৭

আমার হৃদয় জান; আমি তোমার বশতাপন্ন স্বামী ইহাও জান; তথাপি আমাকে কষ্ট দিতেছ; তোমার পরিশ্রম নিরর্থক মাত্র। যখন ইঙ্গিতে বলিলে অতি দুষ্কর কার্য্যও সম্পাদন করিব ইহা জান, তখন এত পরিশ্রম করিতেছ কেন? আমাকে কষ্ট দিতেছ কেন? বল;—তোমার প্রিয়কারী কোন্ দরিদ্রকে ধনী করিব; বা তোমার অপকারী কোন্ ধনীকে ক্ষণমাত্রে নির্দ্ধন করিব। বল; কাহাকেও বধ করিব—না কোন বধ্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিব? প্রিয়ে! এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব? আমার প্রাণ তোমার হস্তে দিতে পারি (ইচ্ছা করিলে আমাকে বধ করিতে বা জীবিত রাখিতে পার); কমললোচন রাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর; সেই রামের উপর শপথ করিতেছি, তোমার কোন্ হিতকার্য্য করিতে হইবে বল, আমি তাহা করিতেছি। রাজা রাঘবের উপর শপথ করত ইহা বলিলে, কৈকেয়ী ধীরে ধীরে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল;—"যখন শপথ করিতেছ, যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ হও, তাহা হইলে শীঘ্রই আমার প্রার্থনা সফল করা তোমার উচিত। পূর্ব্বকালে দেবাসুরযুদ্ধে আমি তোমাকে রক্ষা করি, তখন তুমি তুষ্টচিত্ত হইয়া

তদ্বয়ং ন্যাসভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুব্রত।
তত্রৈকেন বরেণাশু ভরতং মে প্রিয়ং সুতম্ ॥ ১৮
এভিঃ সম্ভৃতসম্ভারৈর্যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়।
অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্ ॥ ১৯
মুনিবেশধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলভূষণঃ।
চতুর্দ্দশ সমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ
পুনরায়াতু তস্যান্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ম্ ॥ ২০
প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ২১
যদি কিঞ্চিৎ বিলম্বেত প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তবাগ্রতঃ।
ভব সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বমেতদেব মম প্রিয়ম্ ॥ ২২
শ্রুত্বৈতদ্দারুণং বাক্যং কৈকেয্যা রোমহর্ষণম্।
নিপপাত মহীপালো বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ২৩
শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমৃজ্য পরয়া ভিয়া।
দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টো হ্যথবা চিত্তবিভ্রমঃ ॥ ২৪
ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতম্।
কিমিদং ভাষসে ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ ॥ ২৫

আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলে। হে সুব্রত! সে দুইটী বরই আমি তোমার নিকট গচ্ছিত স্বরূপে রাখি,—তাহার এক বরে এই সকল সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা আমার প্রিয়পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর; অপর বরে রাম অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন করুক। শ্রীমান্ রাম জটা-বল্কলভূষিত কন্দমূলফলভোজী হইয়া মুনিবেশে চতুর্দ্দশ-বৎসর তথায় অবস্থান করুক, তাহার পর প্রত্যাগতও হইতে পারে, আর স্বইচ্ছায় বনে থাকিতেও পারে। ১—২০। কমললোচন রাম প্রভাতেই যেন বনগমন করে। যদি যাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে, তাহা হইলে তোমার সম্মুখেই আমি প্রাণত্যাগ করিব। ইহাই আমার প্রিয়; এক্ষণে তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর।" কৈকেয়ীর এই নিদারুণ লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহীপতি, বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইলেন। অনন্তর আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম;—না আমার মতিভ্রম হইল ভাবিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া ধীরে ধীরে উন্মীলন-পূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থিত ব্যাঘ্রীর ন্যায় পত্নীকে

রামঃ কমপরাধং তে কৃতবান্ কমলেক্ষণঃ।
মমাগ্রে রাঘবগুণান্ বর্ণয়ন্ত্যনিশং শুভান্ ॥ ২৬
কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি ব্রুবন্তী ত্বং পূর্ব্বমিদানীং ভাষসেঽন্যথা ॥
রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে।
অনুগৃহ্নীষ মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষঃ পাদয়োর্নিপপাত হ।
কৈকেয়ী প্রত্যুবাচেদং সাপি রক্তান্তলোচনা ॥ ২৯
রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রান্তোঽসি উক্তং তদ্ভাষসেঽন্যথা।
মিথ্যা করোষি চেৎ স্বীয়ং ভাষিতং নরকো ভবেৎ

বনং ন গচ্ছেদ্যদি রামচন্দ্রঃ
প্রভাতকালেঽজিনচীরযুক্তঃ।
উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা
কৃত্বা মরিষ্যে পুরতস্তবাহম্ ॥ ৩১
সত্যপ্রতিজ্ঞোঽহমিতীহ লোকে
বিড়ম্বসে সর্ব্বসভান্তরেষু।
রামোপরি ত্বং শপথঞ্চ কৃত্বা
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রয়াহি ॥ ৩২

ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়া দীনো মগ্নো দুঃখার্ণবে নৃপঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো মৃতকো যথা ॥
এবং রাত্রির্গতা তস্য দুঃখাৎ সংবৎসরোপমা।
অরুণোদয়কালে তু বন্দিনো গায়কা জগুঃ ॥ ৩৪
নিবারয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ কৈকেয়ী রোষমাস্থিতা।
ততঃ প্রভাতসময়ে মধ্যকক্ষমুপস্থিতাঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কন্যকাস্তথা।
ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং গজো বাজী তথৈব চ ॥
অন্যাশ্চ বারমুখ্যা যাঃ পৌরজানপদাস্তথা।
বসিষ্ঠেন যথাজ্ঞপ্তং তৎ সর্ব্বং তত্র সংস্থিতম্ ॥
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেভিরে
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৩৮
সর্ব্বাভরণসম্পন্নং কিরীটকটকোজ্জ্বলম্।

সভয়ে সম্মুখে দেখিলেন; অনন্তর বলিলেন,— "ভদ্রে! এ কি বলিতেছ? এ যে আমার প্রাণনাশক বাক্য। কমললোচন রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি পূর্ব্বে আমার সম্মুখে সর্ব্বদা শ্রীরামের শুভ গুণরাশি বর্ণন করিতে; এবং বলিতে, "রাম কৌশল্যাকে এবং আমাকে সমানচক্ষে দর্শন করত নিয়ত শুশ্রূষা করে; এখন তবে অন্যরূপ বলিতেছ কেন? তুমি পুত্রের জন্য রাজ্যগ্রহণ কর; কিন্তু রাম আমার গৃহে থাকুক;—হে প্রতিকূলে! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর; রাম হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই।" এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার পদযুগলোপরি পতিত হইলেন। তখন সেই কৈকেয়ীও আরক্তনয়নে এই প্রত্যুত্তর করিল,— "রাজেন্দ্র! তোমার কি মতিভ্রম হইল? যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার বিপরীত বলিতেছ! যদি নিজের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কর, তাহা হইলে তোমার নরক হইবে। ২১—৩০। যদি রামচন্দ্র প্রাতঃকালে চীরাজিন পরিধান করিয়া বনগমন না করে, তবে আমি উদ্বন্ধন অথবা বিষভোজন করিয়া তোমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি এই জগতে সকল সভামধ্যেই "আমি সত্য-প্রতিজ্ঞ" বলিয়া শ্লাঘা কর; কিন্তু তুমি রামের উপর শপথ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাও পালন করিলে না, তবে তুমি নরকে গমন করিবে।" প্রিয়া এই কথা বলিলে, দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন কাতর মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়া শবের ন্যায় অচৈতন্যভাবে ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে মহারাজের পক্ষে সংবৎসর সদৃশ কালরজনী অতিকষ্টে অতীত হইল; অরুণোদয় সময়ে বন্দিগণ ও গায়কগণ গান করিতে লাগিল; কৈকেয়ী তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ ভাবে রহিল। এদিকে প্রভাতকালে, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্যগণ ঋষিগণ, কুমারীগণ, শ্বেতচ্ছত্র, দিব্য চামর, হস্তী ও অশ্ব এতদ্ভিন্ন বারবিলাসিনীগণ এবং পৌরজানপদগণ মধ্যকক্ষে উপস্থিত হইল। বসিষ্ঠ যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তথায় অবস্থিত হইল। সেই রজনীতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা কাহারও নিদ্রা হয় নাই। "শত মদনমোহন শ্যামলাঙ্গ রামকে অভিষিক্ত করিবার পর পরিধানে পীত-কৌশেয় বসন, সর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত

কৌস্তুভাভরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরম্ । ৩৯
অভিষিক্তং সমায়াতং গজারূঢ়ং স্মিতাননম্ ।
শ্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্ ॥ ৪০
রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ ।
ইত্যুৎসুকধিয়ঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৪১
নেদানীমুত্থিতো রাজা কিমর্থঞ্চেতি চিন্তয়ন্ ।
সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রায়াদ্‌যত্র রাজাবতিষ্ঠতে ॥ ৪২
বর্দ্ধয়ন্ জয়শব্দেন প্রণমন্ শিরসা নৃপম্ ।
অতিখিন্নং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥ ৪৩
দেবি কৈকেয়ি বর্দ্ধস্ব কিং রাজা দৃশ্যতেঽন্যথা ।
তমাহ কৈকয়ী রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥
রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
প্রজাগরেণ বৈ রাজা হ্যস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে ।
রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥ ৪৫

সুমন্ত্র উবাচ ।

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ।

কিরীট-বলয়ে উজ্জ্বল, কৌস্তুভালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঈষৎহাস্য করত গজারোহণে আসিতে কখন দেখিব? তাঁহার পার্শ্বে শ্বেতচ্ছত্রধর লক্ষণান্বিত লক্ষ্মণকে কখন দেখিব? প্রভাত কখন হইবে? রামকে আমরা কখন দেখিব?” পুরবাসিগণ সকলেই এইরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়াছিল। ৩৯—৪২। “রাজা এখনও উঠিলেন না কেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া সুমন্ত্র—যথায় রাজা অবস্থিত ছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে গমন করিল। অনন্তর সে অভ্যুদয়সূচক জয়ধ্বনি করিয়া ভূতল বিলুণ্ঠিত-মস্তকে রাজাকে প্রণাম করিল; রাজাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিল; “দেবি! কৈকেয়ি! আপনার জয় হউক, রাজাকে অসুস্থ দেখিতেছি কেন?” কৈকেয়ী তাহাকে বলিল, রাজা সমস্ত রাত্রি “রাম রাম রাম” শব্দ করিয়া রামকেই চিন্তা করিয়াছেন;— নিদ্রা যান নাই, রাজা রাত্রিজাগরণবশতই অসুস্থবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস; রাজা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সুমন্ত্র কহিল—“হে ভামিনি!

তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥ ৪৬
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্ ।
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা সুমন্ত্রো রামমন্দিরম্ ॥ ৪৭
অবারিতঃ প্রবিষ্টোঽয়ং ত্বরিতং রামমব্রবীৎ ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে রাম রাজীবলোচন ॥ ৪৮
পিতুর্গৃহং ময়া সার্দ্ধং রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ।
ইত্যুক্তো রথমারুহ্য সম্ভ্রমাৎ ত্বরিতো যযৌ ॥ ৪৯
রামঃ সারথিনা সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।
মধ্যকক্ষে বসিষ্ঠাদীন্ পশ্যন্নেব ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫০
পিতুঃ সমীপং সংগম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ ।
রামমালিঙ্গিতুং রাজা সমুত্থায় সসম্ভ্রমঃ ॥ ৫১
বাহূ প্রসার্য্য রামেতি দুঃখান্মধ্যে পপাত হ ।
হাহেতি রামস্তং শীঘ্রমালিঙ্গ্যাঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫২
রাজানং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।

রাজার অনুমতি না পাইলে আমি যাই কিরূপে?” মন্ত্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন; “সুমন্ত্র! সুন্দর-মূর্ত্তি রামকে দেখিব—সত্বর লইয়া আইস।” এইরূপ কথিত হইয়া সুমন্ত্র অবিলম্বে রাম-ভবনে গমন করিল; অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি রামকে বলিতে লাগিল;— “হে কমললোচন রাম! তোমার মঙ্গল হউক; শীঘ্র আমার সহিত পিতৃভবনে আইস; রাজা, তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।” এই কথা বলিলে, রাম শশব্যস্ত ভাবে সারথি-সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। মধ্য-কক্ষে অবস্থিত বসিষ্ঠাদির প্রতি ত্বরাবশত কেবল দৃষ্টি-ভঙ্গী বিশেষদ্বারাই শিষ্টাচার প্রদ-র্শন করিলেন। পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন বাহু প্রসারণ করিবেন, “হা রাম!”, বলিয়া দুঃখবশত মধ্যস্থলে নিপতিত হইলেন। রাম হায় হায় করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। ৪৩—৫২। রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া রমণীগণ রোদন করিয়া উঠিল।

কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠোঽপি সমাবিশৎ ॥৫৩
রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো দুঃখস্য কারণম্।
এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমব্রবীৎ ॥
ত্বমেব কারণং হত্র রাজ্ঞো দুঃখোপশান্তয়ে।
কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম কর্ত্তব্যং নৃপতের্হিতম্ ॥
কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং রাজানং সত্যবাদিনম্।
রাজ্ঞা বরদ্বয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টচেতসা ॥ ৫৬
ত্বদধীনন্তু তৎ সর্ব্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ।
সত্যপাশেন সম্বদ্ধং পিতরং ত্রাতুমর্হসি ॥ ৫৪
পুত্রশব্দেন চৈতাদ্ধ নরকাৎ ত্রায়তে পিতা।
রামস্তয়োদিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা ॥৫৮
ব্যথিতঃ কৈকয়ীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে
পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বণম্ ॥৫৯
সীতাং ত্যক্ষ্যেঽথ কৌসল্যাং রাজ্যঞ্চাপি ত্যজাম্যহম্
অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ ॥
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ।
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে ॥
অতঃ করোমি তৎ সর্ব্বং যন্মামাহ পিতা মম।
সত্যং সত্যং করোম্যেব রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥
ইতি রামপ্রতিজ্ঞাং সা শ্রুত্বা বক্তুং প্রচক্রমে।
রাম ত্বদভিষেকার্থং সম্ভারাঃ সম্ভৃতাশ্চ যে ॥
তৈরেব ভরতোঽবশ্যমভিষেচ্যঃ প্রিয়ো মম।
অপরেণ বরেণাশু চীরবাসা জটাধরঃ ॥ ৬৪
বনং প্রযাহি শীঘ্রং ত্বমদ্যৈব পিতুরাজ্ঞয়া।
চতুর্দ্দশসমাস্তত্র বস মুন্যন্নভোজনঃ ॥ ৬৫
এতদেব পিতুস্তেঽদ্য কার্য্যং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
রাজা তু লজ্জতে বক্তুং ত্বামেবং রঘুনন্দন ॥ ৬৬

শ্রীরাম উবাচ।

ভরতস্যৈব রাজ্যং স্যাদহং গচ্ছামি দণ্ডকান্।
কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেঽত্র কারণম্ ॥

"এত রোদন করিতেছে কি জন্য?" ভাবিয়া বসিষ্ঠও তথায় আসিলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার এইরূপ দুঃখের কারণ কি?" রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী রামকে বলিতে লাগিল;—"রাম! তুমিই রাজার এইরূপ দুঃখের কারণ; দুঃখ-শান্তির জন্য তোমাকে কিছু রাজার হিতজনক কার্য্য করিতে হইবে। তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজাকে সত্যবাদী কর। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে দুইটী বর দিয়াছেন; কিন্তু সেই বরের সফলতা তোমার ইচ্ছাধীন; রাজা তোমার নিকট তাহা উল্লেখ করিতে লজ্জা পাইতেছেন; ফলতঃ সত্যপাশে দৃঢ়বদ্ধ পিতাকে পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। 'পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করে', ইহাই পুত্র শব্দের অর্থ" রাম তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শূলাহতের ন্যায় ব্যথিতভাবে কৈকেয়ীকে বলিলেন "মা! আমাকে এত বলিতেছেন কেন? পিতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি; সুতীব্র বিষ পান করিতে পারি; সীতাকে অথবা কৌশল্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারি; রাজ্যত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি। যে ব্যক্তি পিতার মৌখিক আদেশ না পাইয়াও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করে, সে উত্তম; আদিষ্ট হইয়া যে সেই কার্য্য করে, সে মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত; আর যে আদিষ্ট হইয়াও ঐ কার্য্য করে না, সে পুত্র পিতার মল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব পিতা আমাকে যাহা বলেন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত; ইহা সত্য, ইহা সত্য; রাম এক মুখে দুই কথা বলে না।" ৫৩—৬২। কৈকেয়ী রামের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"রাম! তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আমার প্রিয়তম ভরতের অভিষেক হওয়া আবশ্যক; আর পিতার আজ্ঞাক্রমে অপর বরে তুমি আজই শীঘ্র শীঘ্র চীর বস্ত্র পরিধান ও জটাভার ধারণ করিয়া বনে গমন কর এবং তথায় ফল মূল প্রভৃতি মুনিখাদ্য ভোজন করত চতুর্দ্দশ-বৎসর বাস করিবে। আজ ইহাই তোমার পিতার কার্য্য, তোমার ইহা করা উচিত। হে রঘুনন্দন! তবে কিনা রাজা,—নিজমুখে তোমাকে এই কথা বলিতে লজ্জিত হইতেছেন!" শ্রীরাম কহিলেন, "ভরতেরই রাজ্য হউক, আমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি

কৈকেয্যুক্তরামবচনং দৃষ্ট্বা রামং পুরস্থিতম্।
প্রোবাচ রাজা দশরথো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ॥ ৬৮
স্ত্রীজিতং ভ্রান্তহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্তিনম্।
নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তদ্ভবেৎ।
এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপ নৃপস্তদা॥ ৭০
হা রাম হা জগন্নাথ হা মম প্রাণবল্লভ।
মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনং গন্তুমর্হসি॥ ৭১
ইতি রামং সমালিঙ্গ্য মুক্তকণ্ঠো রুরোদ হ।
বিমৃজ্য নয়নে রামঃ পিতুঃ সজলপাণিনা॥ ৭২
আশ্বাসয়ামাস নৃপং শনৈঃ স নয়কোবিদঃ।
কিমত্র দুঃখেন বিভো রাজ্যং শাসতু মেঽনুজঃ॥
অহং প্রতিজ্ঞাং নিস্তীর্য্য পুনর্যাস্যামি তে পুরম্।
রাজ্যাৎ কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ।
ত্বৎসত্যপালনং দেব কার্য্যঞ্চাপি ভবিষ্যতি।
কৈকেয্যাশ্চ প্রিয়ো রাজন্ বনবাসো মহাগুণঃ॥ ৭৫
ইদানীং গন্তুমিচ্ছামি যেতু মাতুশ্চ জ্বরঃ।
সম্ভারাশ্চোপহ্রিয়ন্তামভিষেকার্থমাগতাঃ॥ ৭৬
মাতরঞ্চ সমাশ্বাস্য অনুনীয় চ জানকীম্।
আগত্য পাদৌ বন্দিত্বা তব যাস্যে সুখং বনম্॥ ৭৭
ইত্যুক্ত্বা তু পরিক্রম্য মাতরং দ্রষ্টুমাযযৌ।
কৌশল্যাপি হরেঃ পূজাং কুর্ব্বতী রামকারণাৎ।
হোমঞ্চ কারয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্।
ধ্যায়তে বিষ্ণুমেকাগ্রমনসা মৌনমাস্থিতা॥ ৭৯
অন্তর্হৃদ্যেবং ঘনচিৎপ্রকাশং
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়স্বরূপম্।

কিন্তু রাজা আমাকে এ বিষয় কিছু বলিতেছেন না কেন? তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।” রাজা দশরথ রামের এই কথা শুনিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দুঃখিতভাবে দুঃখসূচক কথা বলিতে লাগিলেন, ‘আমি স্ত্রীবশ ভ্রান্তবুদ্ধি ও বিপথগামী; আমাকে নিগৃহীত করিয়া বলপূর্ব্বক এই রাজ্য গ্রহণ কর; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না; এবং হে রঘুনন্দন! এইরূপ করিলে আমাকেও সত্যচ্যুত হইতে হইবে না।” এই বলিয়া রাজা তখন সাতিশয় দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হা রাম! তুমি ত্রৈলোক্য-পালনে উপযুক্ত এবং আমার প্রাণের প্রিয়। হায়! হায়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তুমি ঘোর অরণ্যে গমন করিবে?” ৬৯—৭১। রামকে আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নীতিবিশারদ রাম সজল পাণি দ্বারা পিতার নয়নযুগল মুছাইয়া দিয়া ক্রমে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,—‘প্রভো! এ বিষয়ে দুঃখ করিতেছেন কেন? আমার কনিষ্ঠ ভরত রাজ্যশাসন করুক, আমি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আপনার নগরে পুনরাগমন করিব। রাজন্! আমি বনে থাকিলে রাজ্য হইতে কোটি গুণ সুখবোধ করি; আর হে দেব! তাহাতে আপনার সত্যপালনরূপ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইবে *। হে রাজন্! আমার বনবাস কৈকেয়ীরও অভিমত এবং উহার গুণও অনেক। আমি এখন যাইতে ইচ্ছা করি; মাতা কৈকেয়ীর মনোব্যথা দূর হউক, আর অভিষেকের জন্য আগত দ্রব্যাদি এক্ষণে অপসৃত হউক। মাতাকে সান্ত্বনা ও জানকীকে অনুনয় করিয়া আসিয়া আপনার চরণ বন্দনা করিব। তৎপরেই সুখে বনগমন করিব। এই বলিয়া রাম রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাতাকে দেখিতে আসিলেন; তখন কৌশল্যাও রামের মঙ্গলার্থ বিষ্ণুর পূজা করিয়া হোম করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুধন প্রদান করিলেন; তাহার পর মৌনভাবে একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুচিন্তা করিতেছিলেন; তিনি অন্তরে অবস্থিত অনন্ত চৈতন্য-প্রকাশ, সর্ব্বময়, সর্ব্বাতিশায়ী সদানন্দময় এক-

---

* “আপনার সত্য পালন এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধিও হইবে।” এই নিগূঢ় অর্থও মূল-সম্মত। তবে এ অর্থে হে দেব! এই সম্বোধনটুকু থাকিবে না।

বিষ্ণুং সনাতনমজং হৃদয়ে
সা অবসরতো ন দদর্শ রামম্ ॥ ৮০

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সুমিত্রা দৃষ্ট্বৈনং রামং রাজ্ঞীং সসম্ভ্রমা।
কৌশল্যাং বোধয়ামাস রামোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ১
শ্রুত্বৈব রামনামৈষা বহির্দৃষ্টিপ্রবাহিতা।
রামং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষমালিঙ্গ্যাঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥ ২
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পস্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিম্।
ভুঙ্‌ক্ষ পুত্রেতি চ প্রাহ মিষ্টমন্নং ক্ষুধার্দ্দিতঃ ॥ ৩
রামঃ প্রাহ ন মে মাতর্ভোজনাবসরঃ কৃতঃ।
দণ্ডকাগমনে শীঘ্রং মম কালোঽদ্য নিশ্চিতঃ ॥ ৪
কৈকেয়ীবরদানেন সত্যসন্ধঃ পিতা মম।
ভরতায় দদৌ রাজ্যং মমাপ্যরণ্যমুত্তমম্ ॥ ৫
চতুর্দ্দশ সমাস্তত্র হ্যুষিত্বা মুনিবেশধৃক্।
আগমিষ্যে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা সহসোদ্বিগ্না মূর্চ্ছিতা পুনরুত্থিতা।
আহ রামং সুদুঃখার্ত্তা দুঃখসাগরসংপ্লুতা ॥ ৭
যদি রাম বনং সত্যং যাসি চেন্নয় মামপি।
ত্বদ্বিহীনা ক্ষণার্দ্ধং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্ ॥ ৮
যথা গৌর্বালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেন্ন কুত্রচিৎ।
তথৈব ত্বাং ন শক্নোমি ত্যক্তুং প্রাণাৎ প্রিয়ং
সুতম্ ॥ ৯
ভরতায় প্রসন্নশ্চেৎ রাজ্যং রাজা প্রযচ্ছতু।
কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ম্ ॥ ১০
কৈকেয্যৈ বরদো রাজা সর্ব্বস্বং বা প্রযচ্ছতু।
ত্বয়া কিমপরাদ্ধং হি কৈকেয্যা বা নৃপস্য বা ॥ ১১
পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতম্ ॥ ১২

মাত্র বিষ্ণুকে হৃদয়কমলে ধ্যান করিতেছিলেন, সম্মুখাগত রামকে দেখিতে পাইলেন না। ৭২-৮০

চতুর্থ অধ্যায়

অনন্তর, সুমিত্রা রামকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কৌশল্যাকে জানাইলেন, "রাম সম্মুখে দণ্ডায়মান।" কৌশল্যা রাম নাম শ্রবণে নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক বিশাললোচন রামকে অবলোকন করিলেন; অমনি তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে বসাইলেন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিয়া নীল-কমলকান্তি তদীয় গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "পুত্র! কাল উপবাস করিয়াছ; নিশ্চয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ; কিছু মিষ্টান্ন ভোজন কর।" রাম বলিলেন, মা! আমার ভোজন করিতে অবসর নাই; আজ আমার অবিলম্বে দণ্ডকারণ্য গমনের নির্দ্ধারিত দিবস। আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা কৈকেয়ীকে যে বর দিয়াছেন তাহাতে ভরতকে রাজ্য-প্রদান এবং আমাকে উত্তম-অরণ্যবাসে আদেশ করিয়াছেন। মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়া পুনরায় শীঘ্রই আসিতেছি, চিন্তা করিবেন না। তাহা শ্রবণ করিবামাত্র কৌশল্যা তৎক্ষণাৎ উদ্বেগবশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সাতিশয় দুঃখে কাতরা—দুঃখসমুদ্রমগ্না—রামজননী কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় উঠিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন, "রাম রে! যদি সত্য সত্যই বনে যাস্, তবে আমাকে লইয়া চল;—বাবা! তোকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণার্দ্ধও প্রাণধারণ করিব কিরূপে? যেমন গবী অতি শিশুবৎস ছাড়িয়া কোনস্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ আমিও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়পুত্র তোকে ত্যাগ করিতে পারি না। রাজা যদি ভরতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাকে রাজ্যদান করুন, আমার প্রিয়পুত্র—তোকে বনবাসের জন্য আদেশ করিতেছেন কেন? ১—১০। রাজা কৈকেয়ীর বরপ্রদ হইয়া সর্ব্বস্বই তাহাকে দান করুন না কেন? কৈকেয়ীর বা রাজার কাছে,—তুই বাবা! কি অপরাধ করিলি যে রাজা তোকে বনবাস দিতেছেন? রাম রে! পিতা যেমন তোর গুরু, আমিও ত বাপ!

যদি গচ্ছসি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য নৃপবাক্যতঃ।
তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনম্ ॥১৩
লক্ষ্মণোঽপি ততঃ শ্রুত্বা কৌসল্যাবচনং রুষা।
উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহন্নিব জগত্রয়ম্ ॥ ১৪
উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনম্।
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি ॥ ১৫
অদ্য পশ্যন্তু মে শৌর্য্যং লোকান্ প্রদহতঃপুরা।
রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমরিন্দম ॥ ১৬
ধনুষ্পাণিরহং তত্র নিহন্মাং বিঘ্নকারিণঃ।
ইতি ব্রুবন্তং সৌমিত্রিমালিঙ্গ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৭
শূরোঽসি রঘুশার্দ্দূল মমাত্যন্তং হিতে রতঃ।
জানামি সর্ব্বং তে সত্যং কিন্তু তে সময়ো ন হি
যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ।
যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥১৯

ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্ত-লোহস্থজলবিন্দুবৎ ॥ ২০
যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্ ॥
করোতি দুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং
শরীরভোগার্থমহর্নিশং নরঃ।
দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে
কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে ॥ ২২
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃ-দারবন্ধাদিসঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ ॥ ২৩
ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা
তারুণ্যমম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ।
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং
তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ ॥২৪

তদপেক্ষা তোর অধিক গুরু; তোর পিতা তোকে বনে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, আমি তোকে যাইতে বারণ করিতেছি, তুই ত আমারও পুত্র! যদি আমার বাক্য অজ্ঞান করিয়া রাজার কথায় বনে যাস, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া যমসদনে গমন করিব।” তখন লক্ষ্মণও কৌশল্যার কথা শুনিয়া সক্রোধদর্শনে ত্রিভুবন দগ্ধ করত রামকে বলিতে লাগিলেন,—‘উন্মত্ত, ভ্রান্তচিত্ত এবং কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী ভরতকে বন্ধন করিয়া তাহার সাহায্যকারী তদীয় মাতুলাদিকেও নিহত করিব। পূর্ব্বাকলের লোকদাহক কালানলের ন্যায় আমার পরাক্রম সকলে অবলোকন করুক; হে শত্রুদমন রাম! আপনি অভিষেকের জন্ম যত্ন করুন; তাহাতে যাহারা বিঘ্ন করিবে, আমি শরাসন হস্তে তাহাদিগকে বধ করিব। সৌমিত্রি এইরূপ বলিতে থাকিলে, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—“হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি বীর এবং আমার অতিশয় হিতৈষী; আমি তোমার সমস্তই জানি সত্য, কিন্তু এখন বিক্রম প্রকাশের সময় নহে, এই রাজ্য এবং দেহাদি যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, যদি তৎসমস্তই সত্য হইত, তাহা হইলে তোমার এই প্রয়াস কথঞ্চিৎ সফল হইতে পারিত। ভোগসকল জলদ-জাল সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল এবং আয়ুও অনল-সন্তপ্তলৌহ পিণ্ডে নিপতিত জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। ১১—২০। বিষধরের কণ্ঠকুহরে যাইতে যাইতেও ভোজনের জন্ম দংশ (ডাঁশ) দিগের অপেক্ষা করা ভেকের পক্ষে যেরূপ, কালরূপ-মহাসর্প-কবলিত লোকদিগের পক্ষে অস্থায়ী ভোগসকলের অপেক্ষা করাও তদ্রূপ। মনুষ্য ভোগের জন্য দিবারাত্র কষ্টে-সৃষ্টে নানাবিধ কর্ম্ম করিতেছে; কিন্তু দেহ,—পুরুষ হইতে ভিন্ন—ইহা বিচারিত; সুতরাং দেহ জড় ভোগে অসমর্থ; এবং পুরুষ, জগতে কোন ভোগ্যবস্তুই ভোগ করেন না। পিতা, মাতা পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী এবং বন্ধু প্রভৃতির সম্বন্ধ, পান্থশালাতে বহু পান্থসমাগমের ন্যায় এবং নদীমধ্যে স্রোতঃসমাহৃত কাষ্ঠরাশি সম্মিলনের ন্যায় অস্থির। নিশ্চিত আছে যে, সম্পত্তি—ছায়ার ন্যায় চপল; যৌবন তরঙ্গের ন্যায় অস্থির, স্ত্রী-সম্ভোগ-সুখ স্বপ্ন-তুল্য; এবং পরমায়ু অল্প; তথাপি প্রাণীর এত অভিমান।

সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদিসঙ্কুলা।
গন্ধর্ব্বনগরপ্রখ্যা মূঢ়স্তামনুবর্ত্ততে। ২৫
আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাদিত্যস্য গতাগতৈঃ।
দৃষ্ট্বান্যেষাং জন্মমৃত্যূ কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে। ২৬
স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মূঢ়ধীঃ।
ভোগাননুপতত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি। ২৭
প্রতিক্ষণং ক্ষয়ত্যেতদায়ুরামঘটাম্বুবৎ।
সপত্না ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো। ২৮
জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে। ২৯
দেহেঽহন্তাবমাপন্নো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ।
ইত্যস্মিন্ মনুতে জন্তুঃ কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতে।
ত্বগস্থিমাংসবিণ্মূত্ররেতোরক্তাদিসংযুতঃ।
বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ। ৩১

নিরন্তর রোগাদিসঙ্কুল সংসার, স্বপ্ন এবং গন্ধর্ব্ব নগরের * সদৃশ; মূঢ় ব্যক্তিই তাহার অনুগত হয়; সূর্য্যের অস্তোদয়ে আয়ুক্ষয় হওয়ায় অপরের জরা ও মরণ দেখিতে পাইয়াও লোকে কোনরূপেই আপনার ঐ জরামরণের অবশ্যম্ভাবিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রত্যুত প্রতিদিন রাত্রিতেই সেইই, দিন—সেইই রাত্রি এইরূপ বুদ্ধিমোহবশতঃ ভোগে আসক্ত হয়; সময়-স্রোতের গতিশীলতার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এই আয়ু আমকুম্ভস্থিত জলের ন্যায় প্রতিক্ষণেই বিগলিত হইতেছে। হায়! রোগসমূহ, শত্রুগণের ন্যায় শরীরকে প্রহার করিতেছে, জরা, ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে থাকিয়া ভয় দেখাইতেছে; মৃত্যু, সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে; কেবল কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্য কৃমি-বিষ্ঠা-ভস্মময় এই দেহে "অহং" জ্ঞান করিয়া আমি লোক-বিশ্রুত রাজা, বলিয়া মনে করে। ২১—৩০। কিন্তু—ত্বক্, অস্থি, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র, রেতঃ, রক্তাদিময় বিকারী ও পরিণামী দেহ,—আত্মা হইবে

*শূন্যোপরি ভ্রম-দৃষ্ট বিচিত্র সৌধাদির নাম গন্ধর্ব্ব নগর।

যমাস্থায় ভবাঁল্লোকং দগ্ধুমিচ্ছতি লক্ষ্মণ।
দেহাভিমানিনঃ সর্ব্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি। ৩২
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে। ৩৩
অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্‌যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন। ৩৪
তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা।
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎসখীন্। ৩৫
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ। ৩৬
ক্রোধ এষ মহান্ শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্। ৩৭
তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্ন তে।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ। ৩৮
আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ।

কিরূপে?—বল। লক্ষ্মণ! যে রাগাদিদোষ অবলম্বনে তুমি ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; সেই সকল দোষ দেহাভিমানী ব্যক্তির হইয়া থাকে। 'দেহ আমি' এইরূপ বুদ্ধিই অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত। 'দেহ আমি' নহে; 'চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আমি' এই বুদ্ধি—বিদ্যা বলিয়া কথিত। অবিদ্যা সংসারের প্রবর্ত্তক, বিদ্যা তাহার নিবর্ত্তক অতএব মুক্তি পাইতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ, বিদ্যা অভ্যাসে সদা যত্ন করিবে। হে শত্রুসূদন! কিন্তু তাহাতে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অনেক শত্রু আছে। তন্মধ্যে আবার ক্রোধই সর্ব্বদা মোক্ষের বিঘ্ন করিতে সমর্থ। পুরুষ এই ক্রোধে আবিষ্ট হইলে, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং সখাদিগকেও বধ করে। ক্রোধ, মনস্তাপের মূল; ক্রোধ সংসারের বন্ধন; এবং ক্রোধ হইতে ধর্ম্মক্ষয় হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এই ক্রোধ মহাশত্রু, তৃষ্ণা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুস্তর। সন্তোষ নন্দনকাননের তুল্য; শান্তিই অভিলাষপূরণী। অতএব তুমি আজ শান্তিগুণ অবলম্বন কর। তাহা হইলে

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনো বিদুঃ ॥ ৩৯
তাবৎ সংসারদুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ।
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা ভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয় ॥ ৪০
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্ব্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১
প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব ॥ ৪২
অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ।
এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদি ভাবয় সর্ব্বদা ॥ ৪৩
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্বাধ্যসে ন কদাচন।
ত্বমপ্যম্ব ময়াদিষ্টং হৃদি ভাবয় নিত্যদা ॥ ৪৪
সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীড্যসে চিরম্।
ন সদৈকত্র সংবাসঃ কর্ম্মমার্গানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৪৫
যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা।
চতুর্দ্দশসমাঃ সংখ্যা ক্ষণার্দ্ধমিব জায়তে ॥ ৪৬
অনুমন্যস্ব মামম্ব দুঃখং সন্ত্যজ্য দূরতঃ।
ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবন্মাতুঃ পাদয়োরপতচ্চিরম্।
উত্থাপ্যাঙ্কে সমাবেশ্য আশীর্ভিরভিনন্দয়ৎ ॥ ৪৮
সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতম্ ॥ ৪৯
ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমালিঙ্গ্য পুনঃপুনঃ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদ্গদঃ ॥ ৫০
আহ রাম মমান্তঃস্থঃ সংশয়োঽয়ং ত্বয়া হৃতঃ।
যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম সেবাং কর্ত্তুং তদাদিশ।
অনুগৃহ্ণীষ্ব মাং রাম নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্
তথেতি রাঘবোঽপ্যাহ লক্ষ্মণং যাহি মা চিরম্ ॥

আর তোমার শত্রু থাকিবে না। আত্মা—শুদ্ধ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও নিরাকার, অতএব তাহা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন। যাবৎ আত্মাকে দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে বিভিন্ন বলিয়া না জানিতে পারে, তাবৎ মরণ-শীল হইয়া সংসার দুঃখরাশি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে। ৩৯—৪০। অতএব তুমি সর্ব্বদা আত্মাকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে মনে ভাবনা কর; কিন্তু ঐ বুদ্ধি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়াই লোক-ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চল, সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যাহাই প্রারব্ধ হইবে; তৎসমস্ত ভোগ করিবে; কিছুতেই খেদযুক্ত হইও না। সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে না। হে রাঘব! বাহ্য সকল-বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার করিলেও অন্তঃস্বভাব যথার্থ বিশুদ্ধ রাখিলে তুমি কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে না। আমার কথিত এই উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা কর, তাহা হইলে আর কখনই কোন সংসারদুঃখে দুঃখিত হইবে না। মা! আমি যাহা বলিলাম, আপনিও সর্ব্বদা ইহা মনে মনে চিন্তা করুন। আমার পুনরাগমনকাল প্রতীক্ষা করুন; বহুদিন দুঃখকাতর হইতে হইবে না। নদীপ্রবাহে ভাসমান উড়ুপগণের ন্যায় কর্ম্ম-পথানুসারীদিগের সর্ব্বদা একত্র সহবাস ঘটে না। চতুর্দ্দশ বৎসরের দিন গণনা—সময় বিশেষে ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় হইয়া থাকে। মা! দুঃখকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন, তাহা হইলে আমি সুখে বাস করিতে পারি”। এই বলিয়া জননীর চরণে অনেকক্ষণ সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া রহিলেন। তখন কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, “ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, তোমাকে গমনে—শয়নে—স্বপনে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।” কৌশল্যা এই বলিয়া বারবার আলিঙ্গন করিয়া রামকে বিদায় দিলেন। লক্ষ্মণও তখন রামকে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুগদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“রাম! আজ আপনি আমার মনের সন্দেহ দূর করিলেন; রাম! আমি আপনার সেবা করিবার জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইব; আপনি ইহা আদেশ করুন; রাম! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব।” ৪১—৫১। রামও লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“তথাস্তু, চল; বিলম্ব করিও না;”

প্রবিবেশ ততঃ সমাশ্বাসয়িতুং গতঃ সীতাপতির্বিভুঃ।
আগতং পতিমালোক্য সীতা সুস্মিতভাষিণী ॥ ৫৩
স্বর্ণপাত্রস্থসলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ।
পপ্রচ্ছ পতিমালোক্য দেবঃ কিং সেনয়া বিনা ॥ ৫৪
আগতোঽসি গতঃ কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ তে কুতঃ।
বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৫
সামন্তরাজসহিতঃ সম্ভ্রমান্নাগতোঽসি কিম্।
ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্টো রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫৬
রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেঽখিলম্
অতস্তৎপালনার্থায় শীঘ্রং যাস্যামি ভামিনি ॥ ৫৭
অদ্যৈব যাস্যামি বনং ত্বন্তু শ্বশ্রূসমীপগা।
শুশ্রূষাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ম্ ॥ ৫৮
ইতি ব্রুবন্তং শ্রীরামং সীতা ভীতাব্রবী বচঃ।
কিমর্থং বনরাজ্যং তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা ॥ ৫৯
তামাহ রামঃ কৈকেয্যৈ রাজা প্রীতো বরং দদৌ।
ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানঘে ॥ ৬০
চতুর্দ্দশ সমাস্তত্র বাসো মে কিল যাচিতঃ।
তয়া দেব্যা দদৌ রাজা সত্যবাদী দয়াপরঃ ॥ ৬১
অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিঘ্নং কুরু ভামিনি।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা ॥ ৬২
অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি।
ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব নোচিতম্ ॥ ৬৩
তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ স্বপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীম্।
কথং বনং ত্বাং নেষ্যেঽহং বহুব্যাঘ্রমৃগাকুলম্ ॥ ৬৪
রাক্ষসা ঘোররূপাশ্চ সন্তি মানুষভোজিনঃ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ সঞ্চরন্তি সমন্ততঃ ॥ ৬৫
কট্‌বম্লফলমূলানি ভোজনার্থং সুমধ্যমে।
অপূপানি ব্যঞ্জনানি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥ ৬৬

বলিয়া মাতৃ-ভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বিভু সীতাপতি, সীতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। সুস্মিতভাষিণী সীতা, পতিকে আগত দেখিয়া স্বর্ণপাত্রস্থ জলে ভক্তিভাবে তাঁহার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর, স্বামীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি দেব! সেনা সঙ্গে না লইয়া কোথায় গিয়াছিলে? এবং সঙ্গে না লইয়া কেন আসিলে? তোমার শ্বেতচ্ছত্র কোথায়? বাদ্য-ধ্বনি হইতেছে না কেন? কিরীট প্রভৃতি রাজোচিত ভূষণ নাই কেন? অধীনস্থ রাজগণের সহিত সম্ভ্রম সহকারে আসিলে না কেন? সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে রাম, ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—"হে শুভে! রাজা আমাকে দণ্ডকারণ্যের সমগ্র রাজ্য প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই রাজ্য পালন করিতে হে ভামিনি! সত্বর তথায় যাইতেছি। আমি আজই বনে যাইব; তুমি শ্বশ্রূর নিকটে থাকিয়া, তোমার শ্বশ্রূ—আমার জননীর সেবা কর; ইহা উপহাস ভাবিও না, আমরা মিথ্যাবাদী নহি।" শ্রীরাম এই বলিলে, সীতা সভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার মহাত্মা পিতা তোমাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন কি জন্য?' ৫২—৫৯। রাম তাঁহাকে বলিলেন, "হে পুণ্যবতি! রাজা প্রীত হইয়া কৈকেয়ীকে বর দিয়াছেন; তাহাতে ভরতকে রাজ্য এবং আমাকে বনবাস দেওয়া স্থির হইয়াছে। যাহাতে আমি বনে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করি, কৈকেয়ী দেবী তাহা প্রার্থনা করেন; দয়ালু সত্যবাদী রাজা সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব শীঘ্র গমন করিব; হে ভামিনি! বিঘ্ন করিও না।" জানকী রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরানন্দ না হইয়া বলিলেন;—"আগে আমি বনে যাইব, পশ্চাৎ তুমি আসিবে; রাঘব! আমাকে ত্যাগ করিয়া গমন করা তোমার উচিত নহে।" রাঘব প্রীত হইয়া সেই প্রিয়ভাষিণী—নিজ প্রিয়তমাকে বলিলেন,—"ব্যাঘ্রাদি বিবিধ হিংস্র-জন্তু পূর্ণ বনে তোমাকে আমি কিরূপে লইয়া যাইব? তথায় মনুষ্যভোজী বিকটাকার রাক্ষসসকল আছে; সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণ চারিদিকে বিচরণ করে; হে সুমধ্যমে! তথায় কটু-অম্ল ফল-মূল ভোজন করিতে হয়; কখনই পিষ্টক বা ব্যঞ্জন মিলে না। হে সুন্দরি!

কালে কালে ফলং নাপি বিদ্যতে শুভ্র সুন্দরি।
মার্গো ন দৃশ্যতে ক্বাপি শর্করাকণ্টকাবৃতঃ ॥৬৭
গুহাগহ্বরসম্বাধং ঝিল্লীদংশাদিভির্যুতম্।
এবং বহুবিধং দোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতম্ ॥৬৮
পাদচারেণ গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমৎ।
রাক্ষসাদীন্ বনে দৃষ্ট্বা জীবিতং হাস্যসেঽচিরাৎ ॥
তস্মাত্ত্বং ভদ্রে গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ ॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সীতা দুঃখসমন্বিতা।
প্রত্যুবাচ স্ফুরদ্বক্ত্রা কিঞ্চিৎকোপসমন্বিতা।
কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্ম্মপত্নীং পতিব্রতাম্ ॥
ত্বদনুরক্তামদোষাং মাং ধর্ম্মজ্ঞোঽসি দয়াপরঃ।
ত্বৎসমীপে স্থিতাং রাম কো বা মাং ধর্ষয়েদ্বনে ॥
ফলমূলাদিকং যদ্যৎ তব ভুক্তাবশেষিতম্।
তদেবামৃততুল্যং মে তেন তুষ্টা রমাম্যহম্ ॥৭২

ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ।
পুষ্পাস্তরণতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪
অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্য্যসাধিনী।
বাল্যে মাং বীক্ষ্য কশ্চিদ্বৈ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদঃ
প্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যা সহ ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াদ্গমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৭৬
অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননম্
রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ ॥ ৭৭
সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ।
অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্ব্বথা ত্বৎসহায়িনী ॥ ৭৮
যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রত
ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায়া রঘুনন্দনঃ ॥ ৭৯
অব্রবীদ্দেবি গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ।
অরুন্ধত্যৈ প্রযচ্ছাশু হারানাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্ব্বং দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৮

সময়ে সময়ে সেখানে ফলও পাওয়া যায় না; যদি কোন স্থানেও বা দেখা যায়, তাহা আবার কঙ্কর ও কণ্টকে আবৃত; ঐ বন গুহাগহ্বরময় এবং ঝিল্লী ও দংশাদি দ্বারা পূর্ণ; দণ্ডকারণ্য এইরূপ বিবিধ দোষাশ্রিত। শীত, বায়ু ও রৌদ্রাদি সহ্য করত পদব্রজে গমন করিতে হইবে। তুমি সেই বনে রাক্ষসাদি বিকটাকার প্রাণী দেখিয়া অবিলম্বে জীবন ত্যাগ করিবে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি গৃহে থাক; আমাকে পুনরায় সত্বর দেখিতে পাইবে।" ৬০—৭০। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা অতি দুঃখিত ও কিঞ্চিৎ কুপিত হইলেন। কোপে ও দুঃখে তাঁহার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ; নির্দ্দোষ পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ এবং দয়ালু হইয়া আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিরূপে? রাম! বনে আমি তোমার নিকটে থাকিব, কে আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে! তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু ফলমূলাদি থাকিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে; তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়া আনন্দে থাকিব। তোমার সহিত বিচরণ করিতে থাকিলে, কুশ-কাশ-কণ্টক আমার কুসুম-শয্যাতুল্য প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে ক্লেশ দিব না; প্রত্যুত কার্য্যসাধন করিয়া দিব। বাল্যকালে কোন একজন জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'পতির সহিত তোমার বনবাস হইবে।' ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হউক, আমি তোমার সহিত যাইব। আরও কিছু বলিতেছি, শুনিয়া আমাকে বনে লইয়া চল। "অনেকবার অনেক ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণ শুনিয়াছি; সীতা ব্যতীত রাম বনে গিয়াছেন, ইহা কোনখানে আছে কি?—বল। বিশেষ আমি ত তোমার সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায়; অতএব তোমার সহিত গমন করিব। যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।" রঘুনন্দন, সীতার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন;—"দেবি! শীঘ্র আমার সহিত বনে চল, হার ও অন্যান্য আভরণ, অবিলম্বে অরুন্ধতীকে প্রদান কর। অহে! আমরা সকলেই ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া

ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাহূয় ভক্তিতঃ। ৮১
দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি
বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি।
কুটুম্ববদ্ভ্যঃ শ্রুতশীলবদ্ভ্যো
মুদা দ্বিজেভ্যো রঘুবংশকেতুঃ॥ ৮২
অরুন্ধত্যৈ দদৌ সীতা মুখ্যান্যাভরণানি চ।
রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকধা॥৮৩
স্বকান্তঃপুরবাসিভ্যঃ সেবকেভ্যস্তথৈব চ।
পৌরজানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ॥ ৮৪
লক্ষ্মণোঽপি সুমিত্রান্তু কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ।
ধনুষ্পাণিঃ সমাগত্য রামস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ॥ ৮৫
রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্ব্বে নৃপালয়ম্ ॥৮৬
শ্রীরামঃ সহ সীতয়া নৃপপথে গচ্ছন্ শনৈঃসস্মিতঃ
পৌরান্ জানপদান্ কুতূহলদৃশঃ সানন্দমুদ্বীক্ষয়ন্।
শ্যামঃ কামসহস্রসুন্দরবপুঃ কান্ত্যা দিশো ভাসয়ন্
পাদন্যাসপবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ং তৎপিতুঃ

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বনগমন করি। ৭১—৮০। এই বলিয়া শীঘ্র লক্ষ্মণ দ্বারা দ্বিজগণকে ভক্তিভাবে আহ্বান পূর্ব্বক রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম, সেই সুশীল গৃহস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে সানন্দচিত্তে শত বৃন্দ গো, বহু ধন, দিব্য বস্ত্র এবং আভরণ সমুদায় প্রদান করিলেন। সীতা অরুন্ধতীকে প্রধান প্রধান আভরণ দান করিলেন। রাম, মাতৃ-সেবকদিগকে অনেক প্রকার ধন দান করিলেন। আর নিজ অন্তঃপুরবাসী সেবকগণকে ও নগর-জনপদ-বাসী ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধন প্রদান করিলেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণও কৌশল্যার নিকট সুমিত্রাকে সমর্পণ করিয়া তথা হইতে আসিয়া রাম-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ—সকলেই রাজভবনে গমন করিলেন। সহস্র কন্দর্পের ন্যায় সুন্দরমূর্ত্তি, শ্যামাঙ্গ শ্রীরাম, কান্তিচ্ছটায় দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত করত সীতা ও অনুজের সহিত রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন; পৌরজানপদগণ কুতুহল-সহকারে দেখিতে লাগিল। রাম সানন্দচিত্তে তাহা-দিগকে দেখা দিয়া, চরণবিন্যাসে নিখিল ভুবন পবিত্র করিতে করিতে পিতৃভবন প্রাপ্ত হইলেন। ৮১—৮৭

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আযান্তং নাগরা দৃষ্ট্বা মার্গে রামং সজানকিম্।
লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য উচুঃ সর্ব্বে পরস্পরম্॥ ১
কৈকেয্যা বরদানাদি শ্রুত্বা দুঃখসমাবৃতাঃ।
বিত রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধং প্রিয়ং সুতম্॥ ২
স্ত্রীহেতোরত্যজৎ কামী তস্য সত্যবত্তা কুতঃ।
কৈকেয়ী বা কথং দুষ্টা রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করম্ ॥৩
বিবাসয়ামাস কথং ক্রূরকর্ম্মাতিমূঢ়ধীঃ।
হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোঽদ্যৈব কাননম্॥ ৪
যত্র রামঃ সভার্য্যশ্চ সানুজো গন্তুমিচ্ছতি।
পশ্যন্তু জানকীং সর্ব্বে পাদচারেণ গচ্ছতীম্ ॥৫
পুম্ভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টা বা জানকী লোকসুন্দরী।
সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসঙ্ঘেষনাবৃতা॥ ৬

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—কৈকেয়ীর প্রতি বরদানাদি শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত নগরবাসিগণ সকলে শ্রীরামকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পথে আসিতে দেখিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিল,—"হায়! কামবশ রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ; প্রিয়পুত্রকে স্ত্রীর জন্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সত্যশীলতা কোথায়? কৈকেয়ী এই-রূপ দুষ্টা হইল কিরূপে? ক্রূরকর্ম্মা অতি মূঢ়-বুদ্ধি কৈকেয়ী সত্যশীল প্রিয়কারী রামকেই বা নির্ব্বাসিত করিল কেন? হে জনগণ! এখানে বাস করা উচিত নহে; শ্রীরাম, ভার্য্যা ও অনুজের সহিত যেখানে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছেন—অদ্যই আমরা সেই কাননে গমন করি। সকলে দেখুন,—জনক-তনয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। যে ভুবনসুন্দরী জানকীকে পুরুষেরা কখন নয়নগোচর করে নাই, সেই

রামোঽপি পাদচারেণ গজাশ্বাদিবিবর্জ্জিতঃ।
গচ্ছতি দ্রক্ষ্যথ বিভুং সর্ব্বলোকৈকসুন্দরম্‌॥ ৭
রাক্ষসী কৈকয়ীনাম্নী জাতা সর্ব্ববিনাশিনী।
রামস্যাপি ভবেদ্দুঃখং সীতায়াঃ পাদযানতঃ॥ ৮
বলবান্‌ বিধিরেবাত্র পুম্প্রযত্নো হি দুর্ব্বলঃ।
ইতি দুঃখাকুলে বৃন্দে সাধূনাং মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৯
অব্রবীদ্বামদেবোঽথ সাধূনাং সঙ্ঘমধ্যগঃ।
মানুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচ্মি তত্ত্বতঃ॥১০
এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা॥২২
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতম্‌।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবানিব॥ ১৩
এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাভূদ্বিশ্বভাবনঃ।
সত্ত্বাবিষ্টস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎপ্রতিপালকঃ॥ ১৩
এষ রুদ্রস্তামসোঽন্তে জগৎপ্রলয়কারণম্‌।
এষ মৎস্যঃ পুরা ভূত্বা ভক্তং বৈবস্বতং মনুম্‌॥১৪
নাব্যারোপ্য লয়স্যান্তে পালয়ামাস রাঘবঃ।
সমুদ্রমথনে পূর্ব্বং মন্দরে সুতলং গতে॥ ১৫
অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠেঽদ্রিং কূর্ম্মরূপী রঘূত্তমঃ।
মহী রসাতলং যাতা প্রলয়ে শূকরোঽভবৎ॥১৬
তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং ক্ষৌণীং রঘুনন্দনঃ।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদবরদঃ পুরা॥ ১৭
ত্রিলোককণ্টকং রক্ষঃপাটয়ামাস তন্নখৈঃ।
পুত্ররাজ্যং হৃতং দৃষ্ট্বা হ্যদিত্যা যাচিতঃ পুরা॥১৮
বামনত্বমুপাগম্য যজ্ঞা চাহরৎ পুনঃ।
দুষ্টক্ষত্রিয়ভূভার-নিবৃত্ত্যৈ ভার্গবোঽভবৎ॥ ১৯
স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ।
রাবণাদীনি রক্ষাংসি কোটিশো নিহনিষ্যতি।
মানুষেণৈব মরণং তস্য দৃষ্টং দুরাত্মনঃ॥ ২০

জানকীও জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে গমন করিতেছেন, দেখ! নিখিল-লোকের মধ্যে অদ্বিতীয় সুন্দর প্রভু শ্রীরামও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যান পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। তোমরা দেখ, কৈকেয়ী নামে একজন সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছে। সীতার পদব্রজ গমনে রামেরও দুঃখ হইতেছে; এ বিষয়ে বিধিই বলবান্‌; পুরুষের যত্ন দুর্ব্বল। সাধুবৃন্দ এইরূপে দুঃখাকুল হইতে থাকিলে, মুনিবর বামদেব সেই সাধুগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"রাম, কিম্বা সীতার জন্য শোক করিও না, আমি তত্ত্বকথা বলিতেছি।" ১—১০। এই রাম আদি নারায়ণ পরম বিষ্ণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। এই জনক নন্দিনী যোগমায়া বলিয়া প্রসিদ্ধা সেই লক্ষ্মী; আর অনন্তদেব সম্প্রতি লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণুর অনুগমন করিতেছেন। ইনি (রাম) মায়া গুণযোগে সেই সেই আকার-যুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। ইনিই রজো-গুণ-যোগে 'ব্রহ্মা' রূপ হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্ত্ব-গুণের আবেশে বিষ্ণুরূপে ত্রিভুবনের পালন করিতেছেন এবং ইনিই অন্তে তমোগুণ-যোগে রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। এই রাঘব, পূর্ব্বকালে মৎস্যরূপী হইয়া নিজ-ভক্ত বৈবস্বত মনুকে, নৌকাতে আরোহণ করাইয়া দৈনন্দিন প্রলয়ের কাল পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে সমুদ্র-মন্থন হইতে হইতে মন্দর পর্ব্বত সুতল প্রবিষ্ট হইলে, রঘুবর কূর্ম্মরূপী হইয়া ঐ পর্ব্বতকে স্বীয় ধারণ করিলেন। যখন পৃথিবী রসাতল-মগ্না হইয়াছিল, সেই প্রলয়সময়ে রঘুনন্দন শূকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই ধরণীকে দশন-শিখর দ্বারা উত্তোলিত করিলেন। পূর্ব্বকালে নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রহ্লাদকে বর দেন; এবং ত্রিলোককণ্টক অসুর হিরণ্য-কশিপুকে নখরনিকর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে অদিতি পুত্রের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া যেরূপ প্রার্থনা করেন, তদনুসারে বামন-শরীর ধারণপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিয়া সেই রাজ্য পুনঃ প্রত্যাহরণ করিয়াছেন; দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণসম্ভূত ভূভার হরণ করিবার জন্য ভৃগুবংশে উৎপন্ন হন; সেই জগদীশ্বরই এখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ প্রভৃতি কোটি কোটি রাক্ষসগণকে নিহত করিবেন, সেই দুরাত্মার মনুষ্যহস্তে

রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারাধিতো হরিঃ ॥ ২১
পুত্রত্বাকাঙ্ক্ষয়া বিষ্ণোস্তদা পুত্রোহভবদ্ধরিঃ ।
স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদিবধায় হি ॥ ২২
গন্তাদ্যৈব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।
এষা সীতা হরের্মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ২৩
রাজা বা কৈকয়ী বাপি নাত্র কারণমণ্বপি ।
পূর্বেদ্যুর্নারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৪
রামোহপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্বো গমিষ্যাম্যহং বনম্
অতো রামং সমুদ্দিশ্য চিন্তাং ত্যজত বালিশাঃ ॥২৫
রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি ।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৬
কা পুনস্তস্য রামস্য দুঃখশঙ্কা মহাত্মনঃ ।
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ ॥
মায়ামানুষরূপেণ বিড়ম্বয়তি লোককৃৎ ।
ভক্তানাং ভজনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৮
রাজ্যশ্চাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং মানুষং বপুরাশ্রিতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বামদেবো মহামুনিঃ ॥ ২৯
শ্রুত্বা তেহপি দ্বিজাঃ সর্ব্বে রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভুম্ ।
জহুর্হৃৎসংশয়গ্রন্থিং রামমেবান্বচিন্তয়ন্ ॥ ৩০
য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রামসীতয়োঃ ।
তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্বিজ্ঞানপূর্ব্বিকা ॥ ৩১
রহস্যং গোপনীয়ং বো যূয়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রাস্তেহপি রামং পরং বিদুঃ ॥
ততো রামঃ সমাবিশ্য পিতৃগেহমবারিতঃ ।
সানুজঃ সীতয়া গত্বা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩৬
আগতাঃ স্মো বয়ং মাতস্ত্বয়স্তে সম্মতং বনম্ ।
গন্তুং কৃতধিয়ঃ শীঘ্রম্ আজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ॥ ১৪
ইত্যুক্তা সহসোত্থায় চীরাণি প্রদদৌ স্বয়ম্ ।
রামায় লক্ষ্মণায়াথ সীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
রামস্তু বস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বন্যচীরাণি পর্য্যধাৎ ।

মৃত্যু নির্দ্ধারিত। ১১—২০। বিষ্ণু যাহাতে পুত্র হন, এই কামনা করিয়া রাজা দশরথও তপস্যা দ্বারা হরির আরাধনা করেন, তাই তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; রামরূপে অবতীর্ণ সেই কমললোচন বিষ্ণুই রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের জন্য লক্ষ্মণের সহিত অদ্যই বনগমন করিবেন; এই সীতা, সৃষ্টি স্থিতিসংহারকারিণী বিষ্ণুমায়া। এই রামের বনবাসে, রাজা বা কৈকেয়ী সামান্য কারণও নহেন। পূর্ব্বদিন, নারদ, ভূভার-হরণের জন্য বলিতে আসিয়াছিলেন; স্বয়ং রামও তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছেন;—"আমি আগামী কল্য বনগমন করিব," অতএব হে অনভিজ্ঞগণ! রামের জন্য চিন্তা করিও না। যে সকল মনুষ্য ভূতলে নিরন্তর 'রাম রাম' বলিয়া জপ করে, তাহাদিগেরও কদাচ মৃত্যু-ভয়াদি হয় না;—সুতরাং সেই পরমাত্মা রামের দুঃখ শঙ্কা কি? কলিতে কেবল রামনাম দ্বারাই মুক্তি হয়, অন্য কিছু দ্বারা হয় না। রাম লোক-শিক্ষার্থ মায়া মনুষ্যরূপে লোকব্যবহারের অনুকরণ করিতেছেন। ইনি ভক্তদিগের ভজনাসিদ্ধি, রাবণবধ এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্য মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন।" মহামুনি বামদেব এই বলিয়া বিরত হইলেন। সেই দ্বিজগণ, এই কথা শুনিয়া শ্রীরামকে সাক্ষাৎ প্রভু বিষ্ণু বলিয়া অবগত হইলেন; মনের সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া রামকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২১—৩০। "যে ব্যক্তি নিত্য এই রাম-সীতা রহস্য চিন্তা করিবে, তাহার তত্ত্ব জ্ঞানমূলক শ্রীরামের প্রতি দৃঢ়ভক্তি হইবে না। তোমরা শ্রীরামের প্রিয়; এই সকল রহস্য, সাধারণ্যে প্রকাশ করিও না;" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বামদেব চলিয়া গেলেন। তাহারাও রামকে ঈশ্বর বলিয়া অবগত হইল। অনন্তর রাম অনুজ ও সীতার সহিত অবারিত ভাবে পিতৃগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিকটে গিয়া কৈকেয়ীকে এই বলিলেন,—"মা আমরা তিন জনে তোমার অভিলষিত বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিয়াছি; পিতা আমাদিগকে সত্বর অনুমতি করুন।" রাম এই কথা বলিলে, কৈকেয়ী আপনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৃথক্ পৃথক্ চীরখণ্ড প্রদান

লক্ষ্মণোঽপি তথা চক্রে সীতা তত্র বিজানতী॥
হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লজ্জয়া মুখমৈক্ষত।
রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমংশুকে পর্য্যবেষ্টয়ৎ॥ ৩৭
তদ্দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্ব্বে রাজদারাঃ সমন্ততঃ।
বশিষ্ঠস্তু তদাকর্ণ্য রুদিতং ভর্ৎসয়ন্ রুষা॥ ৩৮
কৈকেয়ীং প্রাহ দুর্ব্বৃত্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ।
বনবাসায় দুষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছসি॥ ৩৯
যদি রামং সমন্বেতি সীতা ভক্ত্যা পতিব্রতা।
দিব্যাম্বরধরা নিত্যং সর্ব্বাভরণভূষিতা।
রময়ত্বনিশং রামং বনদুঃখনিবারিণী॥ ৪০
রাজা দশরথোঽপ্যাহ সুমন্ত্রং রথমানয়॥ ৪১
রথমারুহ্য গচ্ছন্তু বনে বনচরপ্রিয়াঃ।
ইত্যুক্ত্বা রামমালোক্য সীতাঞ্চৈব সলক্ষ্মণম্॥ ৪২
দুঃখান্নিপতিতো ভূমৌ রুরোদাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
আরুরোহ রথং সীতা শীঘ্রং রামস্য পশ্যতঃ॥ ৪৩
রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমারুহৎ।
লক্ষ্মণঃ খড়্গযুগলং ধনুস্তূণীযুগং তথা॥ ৪৪
গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিম্।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুমন্ত্রেতি রাজা দশরথোঽব্রবীৎ॥ ৪৫
গচ্ছ গচ্ছেতি রামেণ নোদিতোঽচোদয়দ্রথম্।
রামে দূরং গতে রাজা মূর্চ্ছিতঃ প্রাপতদ্ভুবি॥ ৪৬
পৌরাস্তু বালবৃদ্ধাশ্চ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশন্তো রথমন্বযুঃ॥ ৪৭
রাজা রুদিত্বা সুচিরং মাং নয়ত গৃহং প্রতি।
কৌশল্যায়া রামমাতুরিত্যাহ পরিচারকান্॥ ৪৮
কিঞ্চিৎকালং ভবেৎ তত্র জীবনং দুঃখিতস্য মে।
অত ঊর্দ্ধং ন জীবামি চিরং রামং বিনাকৃতঃ॥ ৪৯
ততো গৃহং প্রবিষ্টৈব কৌসল্যায়া পপাত হ।
মূর্চ্ছিতশ্চ চিরাদ্বুদ্ধা তূষ্ণীমেবাবতস্থিবান্॥ ৫০

করিল। রাম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বনবাসোপযোগী চীরখণ্ড পরিধান করিলেন; লক্ষ্মণও তাহা করিলেন, সীতা তাহা পরিধান করিতে জানিতেন না; সুতরাং ঐ চীরখণ্ড হাতে করিয়া সলজ্জভাবে রামের মুখের দিকে চাহিলেন। রাম সেই চীর গ্রহণ করিয়া সীতার বস্ত্রোপরি বেষ্টন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে রাজ-পত্নীগণ চারিদিক্ হইতে রোদন করিয়া উঠিল। বশিষ্ঠ, সেই রোদন-ধ্বনি শুনিয়া ক্রোধে ভর্ৎসনা করত কৈকেয়ীকে কহিলেন,—'রে দুর্ব্বৃত্তে। তুই কেবল রামের বনবাসই বর লইয়াছিস; দুষ্টে! সীতাকে বনবাসোপযোগী চীরখণ্ড দিলি কেন? তবে পতিব্রতা সীতা ভক্তিবশতঃ যদি রামের অনুগামিনী হন, সে কথায় তোর কাজ কি? উনি নিরন্তর দিব্য-বস্ত্র ও দিব্য-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রামের বনবাস-দুঃখ নিবারণ করত সকল সময়েই আনন্দদায়িনী হইবেন। ৩৭—৪০। রাজা দশরথও সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"রথ আনয়ন কর; মুনিপ্রিয়গণ রথে আরোহণ করিয়া বনগমন করুক," এই বলিয়া তিনি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন এবং অশ্রুধারাসিক্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা, রাম সমক্ষে শীঘ্র রথে আরোহণ করিলেন। রাম পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরূঢ় হইলেন; আর লক্ষ্মণ, দুইখানি খড়্গ, দুইটী ধনু এবং দুই তূণীর লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ করিলেন। তখন রাজা দশরথ বলিতে লাগিলেন,—"সুমন্ত্র! থাক;—থাক।" রাম—"চল চল" বলিয়া বলিয়া ত্বরা দিতে লাগিলে সুমন্ত্র রথ চালন করিল। রাম দূরবর্ত্তী হইলে, রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পুরবাসী বালকবৃদ্ধগণ এবং জ্ঞানী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ,—"রাম হে! যাইও না; থাক," এই বলিয়া চীৎকার করত রাম-রথের অনুগমন করিতে লাগিল। রাজা দশরথ অনেকক্ষণ রোদন করিয়া পরিচারকদিগকে বলিলেন,—"আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল; দুঃখমগ্ন আমি সেইখানে থাকিলে কিছুক্ষণ বাঁচিতে পারিব। কিন্তু রামবিরহে ইহার পর কিছুতেই বহুকাল আর আমাকে বাঁচিতে হইবে না।" অনন্তর রাজা কৌশল্যাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মূর্চ্ছিত

রামস্ত তমসাতীরং গত্বা তত্রাবসৎ সুখী।
জলং প্রাশ্য নিরাহারো বৃক্ষমূলেঽস্বপদ্বিভুঃ॥ ৫১
সীতয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ধনুষ্পাণিস্ত লক্ষ্মণঃ।
পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সুমন্ত্রেণ সমন্বিতঃ॥ ৫২
পৌরাঃ সর্ব্বে সমাগত্য স্থিতাস্তস্যাবিদূরতঃ।
শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদ্গচ্ছামহে বনম্॥
ইতি নিশ্চয়মাজ্ঞায় তেষাং রামোঽতিবিস্মিতঃ।
নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ ক্লেশভাগিনঃ॥ ৫৪
ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।
ইদানীমেব গচ্ছামঃ সুমন্ত্র রথমানয়॥ ৫৫
ইত্যাজ্ঞপ্তঃ সুমন্ত্রোঽপি রথং বাহৈরযোজয়ৎ।
আরুহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণোঽপি যযুদ্রুতম্॥৫৬
অযোধ্যাভিমুখং গত্বা কিঞ্চিদ্দূরং ততো যযুঃ।
তেঽপি রামমদৃষ্ট্বৈব প্রাতরুত্থায় দুঃখিতাঃ॥ ৫৭
রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ।
হৃদি রামং সসীতং তে ধ্যায়ন্তস্তস্থুরন্বহম্॥ ৫৮
সুমন্ত্রেঽপ রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরম্।
স্ফীতান্ জনপদান্ পশ্যন্ রামঃ সীতাসমন্বিতঃ॥৫৯
গঙ্গাতীরং সমাগচ্ছৎ শৃঙ্গিবেরাবিদূরতঃ।
গঙ্গাং দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দমানসঃ।
শিংশপাবৃক্ষমূলে স নিষসাদ রঘূত্তমঃ॥ ৬০
ততো গুহো জনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবম্॥৬১
সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তূর্ণং সমাপতৎ।
ফলানি মধুপুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ॥ ৬২
রামস্যাগ্রে বিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎ প্রাপতদ্ভুবি।
গুহমুত্থাপ্য তং তূর্ণং রাঘবঃ পরিষস্বজে॥ ৬৩
সংপৃষ্টকুশলো রামং গুহঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽহমদ্য মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবন॥৬৪

হইয়া পতিত হইলেন। অনেকক্ষণের পর চৈতন্যলাভ করিয়াও চুপ করিয়াই রহিলেন। ৪১—৫০। এদিকে রাম, তমসা নদীর তীরে গমন করিয়া তথায় সুখে অবস্থিতি করিলেন; প্রভু ধর্ম্মাত্মা রাম, জলপানমাত্র করিয়া অনাহারে বৃক্ষমূলে সীতার সহিত শয়ন করিলেন; আর সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণ, শরাসন হস্তে তাঁহাদিগকে চৌকি দিতে লাগিলেন; পুরবাসিগণ সকলে আসিয়া রামের অনতিদূরে শয়ন করিল, তাহারা নিশ্চয় করিয়াছিল—যে, "রামকে নগরে লইয়া যাইতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে আমরাও বনগমন করিব,।" ইহা জানিয়া রাম, অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং "আমিত নগরে যাইব না,—ইহারা অনর্থক ক্লেশ করিবে," ভাবিয়া মনে মনে একটী উপায় স্থির করিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সুমন্ত্র! আমরা এখনই যাইব; রথ আনয়ন কর।" সুমন্ত্র এই আজ্ঞা পাইয়া রথে অশ্ব-যোজনা করিল। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুত গমন করিলেন; রামের আজ্ঞানুসারে সুমন্ত্র কর্ত্তৃক চালিত রথে তাঁহারা কিছুদূর অযোধ্যা-মুখে গমন করিয়া অনন্তর গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণও প্রাতঃকালে উঠিয়া রামকে দেখিতে না পাইয়াই দুঃখিত হইল এবং রথনেমির * পথ দর্শন করত নগরে গমন করিল; তাহারা তথায় দর্শন না পাইয়া নিরন্তর সীতা ও রামকে মনে মনে ধ্যান করত অবস্থিতি করিতে লাগিল। সুমন্ত্রও সাদরে সত্বর সীতা সমেত রাম, সমৃদ্ধ-জনপদ সকল দর্শন করত শৃঙ্গবের পুরের অনতিদূরে গঙ্গা-তীরে উপস্থিত হইলেন। রঘুবর, গঙ্গা দর্শন ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্নান করিলেন, পরে শিংশপা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। ৫১—৬০। অনন্তর গুহ, লোকমুখে মহোৎসবজনক রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভক্তিসহকারে ফল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি গ্রহণ-পূর্ব্বক সখা ও রাজা রামকে দেখিবার জন্য আনন্দে সত্বর রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। রামের সম্মুখে সেই সকল দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। রাঘব সত্বর গুহকে উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গুহ, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতা-ঞ্জলি পুটে রামকে বলিলেন,—"হে ত্রিলোক-

* চক্রের ধারকে "নেমি" কহে।

বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেঽঙ্গং রঘূত্তম।
নৈষাদং রাজ্যমেতৎ তে কিঙ্করস্য রঘূত্তম॥ ৬৫
ত্বদধীনং বসন্নত্র পালয়াস্মান্ রঘূদ্বহ।
আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহম্॥ ৬৬
গৃহাণ ফলমূলানি ত্বদর্থং সঞ্চিতানি মে।
অনুগৃহ্নীষ ভগবন্ দাসস্তেঽহং সুরোত্তম॥ ৬৭
রামস্তমাহ সুপ্রীতো বচনং শৃণু মে সখে।
ন বেক্ষ্যামি গৃহং গ্রামং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৬৮
দত্তমন্যেন নো ভুঞ্জে ফলমূলাদি কিঞ্চন।
রাজ্যং মমৈতৎ তে সর্ব্বং ত্বং সখা মেঽতিবল্লভঃ
বটক্ষীরং সমানায্য জটামুকুটমাদরাৎ।
ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ॥ ৭০
জলমাত্রন্তু সম্প্রাশ্য সীতয়া সহ রাঘবঃ।
আস্তৃতং কুশপর্ণাদ্যৈঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি॥ ৭১

উবাস তত্র নগরপ্রাসাদাগ্রে যথা পুরা।
সুষ্বাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্য্যঙ্ক ইব সংস্কৃতে॥ ৭২
ততোঽবিদূরে পরিগৃহ্য চাপং
সবাণতূণীরধনুঃ স লক্ষ্মণঃ।
ররক্ষ রামং পরিতো বিপশ্যন্
গুহেন সার্দ্ধং সশরাসনেন॥ ৭৩

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পাবন! আমি আজ ধন্য হইলাম; আমার নিষাদজন্ম ধন্য হইল; হে রঘুবর! তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইল। হে রঘুবর! তোমার কিঙ্করের এই নিষাদ-রাজ্য তোমারই অধীন। হে রঘুবর! এখানে অবস্থিতি করত আমাদিগকে পালন কর; আইস, নগরে যাই; আমার গৃহ পবিত্র কর। আমি তোমার জন্য যে সকল ফলমূল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর। ভগবন্! অনুগ্রহ কর। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার দাস।" অতিশয় প্রীত হইয়া রাম তাহাকে বলিলেন,—সখে! আমার কথা শুন, তোমার এই সমস্ত রাজ্য আমারই বটে, তুমিও আমার অতিপ্রিয় সখা বট, কিন্তু আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ গৃহে বা গ্রামে প্রবেশ করিব না, অপরের প্রদত্ত ফলমূলাদি কিছুই ভোজন করিব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। ৬১—৬৯। অনন্তর লক্ষ্মণ ও রঘুনন্দন রাম বটক্ষীর (বটের আটা) আনাইয়া জটা বন্ধন করিলেন। লক্ষ্মণ, কুশ পত্রাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে যেমন নগরের প্রাসাদশিখরে উপবিষ্ট থাকিতেন, সেইরূপ আনন্দে রাম জলমাত্র পান করিয়া সীতার সহিত তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কের ন্যায় তাহাতে সীতার সহিত নিদ্রা যাইলেন। তাহার অনতিদূরে শর-শরাসন-তূণীরসঙ্গী লক্ষ্মণ, কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত ধনুষ্পাণি-গুহ সমভিব্যাহারে, শ্রীরামকে চৌকি দিতে লাগিলেন। ৭০—৭৩।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সুপ্তং রামং সমালোক্য গুহঃ সোঽশ্রুপরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণং প্রাহ বিনয়াদ্‌ভ্রাতঃ পশ্যসি রাঘবম্॥ ১
শয়ানং কুশপত্রৌঘ-সংস্তরে সীতয়া সহ।
যঃ শেতে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে॥ ২
কৈকেয়ী রামদুঃখস্য কারণং বিধিনা কৃতা।
মন্থরাবুদ্ধিমাস্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ॥ ৩
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে শৃণু বচো মম।
কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা॥ ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রামকে নিদ্রিত দেখিয়া গুহ অশ্রুধারা-সিক্ত হইয়া বিনয়ে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—"ভাই! দেখিতেছি—উত্তম প্রাসাদে, সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে, উত্তম শয্যায় শয়ন করা যাহার অভ্যাস সেই রাঘব, আজ কুশপত্র-শয্যায় সীতার সহিত শয়ান! বিধাতা, কৈকেয়ীকে রামের দুঃখের কারণ করিয়াছেন। কৈকেয়ী মন্থরার বুদ্ধি পাইয়া এমন পাপকার্য্য করিল।" তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"সখে! আমার কথা শুন; কে কাহাকে দুঃখ দিতে পারে?

স্বপূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫
সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-দ্বেষ্যমধ্যস্থবান্ধবাঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম তথা তত্র বিভাব্যতে ॥ ৭
সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ।
যদ্‌যদ্‌যথাগতং তত্তদ্‌ভুক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ ॥ ৮
ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জ্জনে।
আগচ্ছত্বথ মাগচ্ছত্বভোগবশগো ভবে ॥ ৯
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেন বা।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্যথা
অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে।
বিধাত্রা বিহিতং যদ্‌যৎ তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ ॥

সর্ব্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুধ্যতে।
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তূনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩
সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্।
দ্বয়মন্যোন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥ ১৪
তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥ ১৫
গুহলক্ষ্মণয়োরেবং ভাষতোর্বিমলং নভঃ।
বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্ট্বা প্রাতঃ সমাহিতঃ ॥ ১৬
উবাচ শীঘ্রং সুদৃঢ়াং নাবমানয় মে সখে।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥ ১৭
স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিনায় সুলক্ষণাম্।
স্বামিন্নারুহ্যতাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ১৮
বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধমহমেব সমাহিতঃ।
তথেতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাম্ ॥ ১৯

কেই বা সুখী করিতে পারে? নিজের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই সুখ-দুঃখের কারণ। কেহই সুখ দুঃখ দান করে না; পরে সুখ-দুঃখ-দান করে, এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। 'আমি করি' ইহাও বৃথা অভিমান; কেননা লোকে, আপন কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত। যেমন আপনার কৃত-কার্য্যবশেই আপনি—সামান্য সুহৃৎ, বিশেষ সুহৃৎ, শত্রু, উদাসীন-দ্বেষের পাত্র, মধ্যস্থ এবং আত্মীয়রূপে প্রতীত হয়; সেইরূপ আত্মকৃত কর্ম্মফলেই—সুখী দুঃখী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। নিজকর্ম্মের অধীন মানব সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন তাহা ভোগ করিয়াই সুস্থচিত্তে থাকিবে। সংসারে যে ব্যক্তি ভোগের অধীন নহে, সে "আমার ভোগ লাভে অভিলাষ নাই; আমার ভোগত্যাগেও আকাঙ্ক্ষা নাই; ভোগ উপস্থিত হয় হউক, না হয় না হউক" এইরূপ মনে করে। যে দেশে যে কালে বা যে কারণেই হউক না—যে কেহ শুভাশুভ কার্য্য করিবে, তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; ইহার অন্যথা নাই। ১—১০। শুভ-অশুভ ফলোদয়ে হর্ষ-বিষাদ করা নিষ্প্রয়োজন; বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা সুরাসুরগণের ও অলঙ্ঘ্য। মনুষ্য সর্ব্বদাই হয় সুখে না হয় দুঃখে আক্রান্ত হইতেছে; সুখ-দুঃখময় শরীরই পুণ্য-পাপ-ফলে উৎপন্ন; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; দিন ও রাত্রির ন্যায় প্রাণিগণের পক্ষে এই দুইটীই অনতিক্রমণীয়। সুখের মধ্যে দুঃখ আছে; দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে; জল ও পঙ্কের ঐ দুইটীই পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত। অতএব বিদ্বদ্গণ "সকলই মায়া" এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরভাবশত ইষ্ট লাভ বা অনিষ্ট লাভে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হন না।" গুহ ও লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে আকাশ নির্ম্মল হইল; রাম সমাহিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিলেন; অনন্তর বলিলেন,—"সখে আমার জন্য শীঘ্র সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর।" নিষাদ-রাজ গুহ রামের কথা শুনিয়া আপনিই সুলক্ষণ-সম্পন্ন দৃঢ় নৌকা আনয়ন-করিল এবং বলিল,—"স্বামিন্! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকা আরোহণ কর; আমিই জ্ঞাতিগণের সহিত সমাহিতভাবে

গুহস্ত হস্তাবালম্ব্য বহ্নকারুহ্যচ্যুতঃ।
আয়ুধাদীন্ সমারোপ্য লক্ষ্মণোঽপ্যারুরোহ চ ॥২০
গুহস্তান্ বাহয়ামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ম্।
গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জানকী ॥ ২১
দেবি গঙ্গে নমস্তুভ্যং নিবৃত্তা বনবাসতঃ।
রামেণ সহিতাহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে ॥ ২২
সুরামাংসোপহারৈশ্চ নানাবলিভিরাদৃতা।
ইত্যুক্ত্বা পরকূলং তৌ শনৈরুত্তীর্য্য জগ্মতুঃ ॥২৩
গুহোঽপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
অনুজ্ঞাং দেহি রাজেন্দ্র নো চেৎ প্রাণাংস্ত্যজা-
মাহম্ ॥ ২৪
শ্রুত্বা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাব্রবীৎ।
চতুর্দ্দশ সমাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপ্যহম্ ॥ ২৫
আয়াস্যাম্যুদিতং সত্যং নাসত্যং রামভাষিতম্।
ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য তং ভক্তং সমাশ্বাস্য পুনঃপুনঃ ॥২৬
নিবর্ত্তয়ামাস গুহং সোঽপি কৃচ্ছ্রাদ্‌যযৌ গৃহম্।
তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হুত্বা চ তে ত্রয়ঃ ॥২৭
ভুক্ত্বা বৃক্ষদলে সুপ্ত্বা সুখমাসত তাং নিশাম্।
ততো রামস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ২৮
ভরদ্বাজাশ্রমপদং গত্বা বহিরুপস্থিতঃ।
তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো ॥২৯
রামো দাশরথিঃ সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
আস্তে বহির্বনস্যেতি হ্যাচ্যতাং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা পাদয়োঃ পতিতো মুনেঃ।
স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্বহিরবস্থিতঃ ॥ ৩১
সভার্য্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ।
ভরদ্বাজায় মুনয়ে জ্ঞাপয়স্ব যথোচিতম্ ॥ ৩২
তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ।
গৃহীত্বার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ রামসামীপ্যমাযযৌ ॥ ৩৩

নৌকা চালাইতেছি।” অচ্যুত রাঘব “আচ্ছা” বলিয়া শুভ-লক্ষণা সীতাকে আরোহণ করাইয়া গুহের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং আরোহণ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাদি তাহাতে তুলিয়া লক্ষ্মণও আরোহণ করিলেন। ১১—২০। জ্ঞাতিসহিত স্বয়ং গুহ তাঁহাদিগকে পার করিতে লাগিলেন, জানকী মধ্য গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—“হে দেবি! গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার; আমি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুরা ও মাংস উপহার এবং অন্যান্য নানাবিধ উপহার দ্বারা সমাদরে তোমাকে পূজা দিব।” ইহা বলিতে বলিতে তাঁহারা ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া পর তীরে উঠিয়া গমন করিতে লাগিলেন; গুহও রাঘবকে বলিল,—‘হে রাজেন্দ্র! অনুমতি কর, আমি তোমার সহিত গমন করিব; নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করি। নিষাদের কথা শুনিয়া শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন,—‘চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া আমি পুনরায় এখানে আসিতেছি; যাহা বলিলাম, তাহা সত্য; রামের কথা মিথ্যা হয় না” এই বলিয়া সেই ভক্ত গুহকে আলিঙ্গন এবং পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। গুহও কষ্টে গৃহে গমন করিলেন। এদিকে তথায় পবিত্র পশু বধ, তদীয় মাংস পাক ও তদ্দ্বারা হোম করিয়া সেই হুতাবশিষ্ট মাংস, তাঁহারা তিন জনে ভোজন করিলেন; এবং পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর রাম, বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজ-আশ্রম সমীপে গিয়া বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তথায় একজন ছাত্রবটুকে দেখিয়া রাম বলিলেন,—“হে বটো! মুনি সমীপে গিয়া বল, দশরথ-নন্দন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপোবনের বহির্দ্দেশে উপস্থিত।” ২১—৩০ বটু তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া মুনিবর ভরদ্বাজের চরণতলে পতিত হইল এবং বলিল,—“প্রভো! শ্রীমান্ রাম, পত্নী ও অনুজ সমভিব্যাহারে আসিয়া তপোবনের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন; এই কথা যথোচিতভাবে মুনিবর ভরদ্বাজের নিকট নিবেদন কর, সেই দেবতুল্য ব্যক্তি ইহা আমাকে বলিলেন।” মুনিবর ভরদ্বাজ তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক রামসমীপে গমন

দৃষ্ট্বা রামং যথান্যায়ং পূজয়িত্বা সলক্ষ্মণম্‌।
আহ মে পর্ণশালাং ভো রাম রাজীবলোচন ॥৩৪
আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বোটজমানীয় সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ৩৫
ভক্ত্যা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্‌।
অদ্যাহং তপসঃ পারং গতোঽস্মি তব সঙ্গমাৎ॥
জানে ত্বং রাম তবোদন্তং ভূতকালাগমিকঞ্চ যৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়য়া কার্য্যমানুষম্‌ ॥৩৭
যদর্থমবতীর্ণোঽসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণা পুরা।
যদর্থং বনবাসস্তে যৎ করিষ্যসি বৈ পুনঃ ॥ ৩৮
জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ।
ইতঃপরং ত্বাং কিং বক্ষ্যে কৃতার্থোঽস্ম্যহং রঘূত্তম।
যত্ত্বাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥
রামস্তমভিবাদ্যাহ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
অনুগ্রাহ্যাস্ত্বয়া ব্রহ্মন্‌ বয়ং ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ।

ইতি সম্ভাষ্য তেঽন্যোন্যমুষিত্বা মুনিসন্নিধৌ ॥৪১
প্রাতরুত্থায় যমুনামুত্তীর্য্য মুনিদারকৈঃ।
কৃতাপ্লাবেন মুনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ ॥ ৪২
প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বাল্মীকের্যত্র চাশ্রমঃ।
গত্বা রামোঽথ বাল্মীকেরাশ্রমং ঋষিসঙ্কুলম্‌ ॥৪৩
নানামৃগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যং পুষ্পফলাকুলম্‌।
তত্র দৃষ্ট্বা সমাসীনং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্‌ ॥ ৪৪
ননাম শিরসা রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং বাল্মীকির্লোকসুন্দরম্‌ ॥ ৪৫
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্‌।
কন্দর্পসদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেক্ষণম্‌ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বৈব সহসোত্তস্থৌ বিস্ময়ানিমিষেক্ষণঃ।
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৭
পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং ভক্ত্যার্ঘ্যাদিভিরাদৃতঃ।
ফলমূলৈঃ সুমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ ॥ ৪৮

করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ-দর্শন ও যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া বলিলেন,—"হে কমললোচন রাম! আমার পর্ণকুটীরে আগমন কর; হে রঘুনন্দন! পদধূলি দানে তাহা পবিত্র কর," এই বলিয়া সীতার সহিত সেই দুইজন রঘুবংশীয়কে পর্ণকুটীরে আনয়ন করিলেন এবং ভক্তি সহকারে পুনরায় পূজা করিয়া উত্তম আতিথ্য সম্পাদন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"রাম! তোমার সমাগমে আজ আমি তপস্যার পার গমন করিলাম; আমি তোমার ভূত ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমি জানি, তুমি পরমাত্মা; মায়াযোগে কৃত্রিম মনুষ্য হইয়াছ; পুরাকৃত ব্রহ্ম-প্রার্থনানুসারে যে জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; যে জন্য তোমার বনবাস এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে— ত্বদীয় উপাসনা জনিত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তৎ-সমস্ত আমি বিদিত আছি। রঘুবর! ইহার পর আর কি বলিব, কাকুৎস্থরূপী তুমি প্রকৃতির পরবর্ত্তী পুরুষ; তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি; অতএব আমি কৃতার্থ হইলাম।" ৩১—৪০ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম তাঁহাকে অভি-বাদন করিয়া বলিলেন;—"ব্রহ্মন্‌! আমরা ক্ষত্রিয়াধম, আমাদিগের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিবেন।" এইরূপে পরস্পর সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহারা মুনিসমীপে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর মুনি-কুমারকৃত ভেলকযোগে যমুনা পার হইয়া, রাঘব, মুনি প্রদর্শিত পথানুসারে বাল্মীকি-আশ্রম চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর, বিবিধ পশু-পক্ষি-পরিবৃত, নিত্য-পুষ্প নিত্যফল তরুকুলে আবৃত, ঋষি-সঙ্কুল বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট মুনিবর বাল্মীকিকে অবলোকন করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অবনিতল লুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর, বাল্মীকি দেখিলেন, সম্মুখে ত্রিলোক-সুন্দর রমাপতি রাম, তাঁহার উভয়-পার্শ্বে জানকী ও লক্ষ্মণ, মস্তক জটা-ভার রূপ কিরীট দ্বারা শোভিত, আকৃতি— কন্দর্পের ন্যায় এবং তাঁহার কমনীয় লোচনযুগল কমল-সদৃশ; বাল্মীকি বিস্ময়বশতঃ অনিমিষ লোচনে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই জগৎ-পূজ্য রামকে ভক্তিপূর্ব্বক সাদরে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ বাল্মীকিং বিনয়ান্বিতঃ।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্।
ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোঽত্র কারণম্॥
যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ।
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎ তত্র নয়াম্যহম্॥৫০
ইত্যুক্তো রাঘবেণাসৌ মুনিঃ সস্মিতমব্রবীৎ॥৫১
ত্বমেব সর্ব্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্।
তবাপি সর্ব্বভূতানি নিবাসসদনানি হি॥৫২
এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন।
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব॥৫৩
তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ যৎ তে নিয়তমন্দিরম্।
শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টৄণাঞ্চ জন্তুষু।
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেঽধিমন্দিরম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্॥৫৫
ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্॥৫৬
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
সমলোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্॥৫৭
ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্॥৫৮
যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্॥
ষড়্ভাবাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুত্তৃট্ সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে॥
সংসারধর্ম্মৈর্নির্মুক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্॥৬১
পশ্যন্তি যে সর্ব্বগুহাশয়স্থং
ত্বাং চিদ্ঘনং সত্যমনন্তমেকম্।

সুমধুর ফলমূল ভোজন করাইলেন ; রাঘব এইরূপে লালিত হইয়া সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বাল্মীকিকে বলিতে লাগিলেন ;—“আমরা পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি ;—আপনারা ত জানেন ; তবে আর ইহার কারণ বলিব কি ? যেখানে আমি সুখে বাস করিতে পারি ; সেই স্থান আমাকে বলিয়া দিন ; সেখানে আমি সীতার সহিত কিছুকাল অতিবাহিত করিব ” ৪১—৫০ রাঘব এই কথা বলিলে মুনি, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—তুমিই সর্ব্বলোকের উৎকৃষ্ট নিবাস স্থান ; এবং সর্ব্বভূতে তোমার বাসস্থান ; হে রঘুনন্দন! এই তোমার সাধারণ স্থান বলিলাম ; কিন্তু তুমি—‘সীতার সহিত’ এইরূপে বিশেষ বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; অতএব হে রঘুবর ! সীতার সহিত তোমার যেখানে নিত্য নিবাস, তাহা বলিতেছি,—‘যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, কোন প্রাণীর দ্বেষ করেন না এবং তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়েই তোমার নিত্য নিবাস। যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনবরত ‘তোমাকেই ভজনা করেন, হে রাম ! তাঁহার হৃদয়েই সীতা সহিত—তোমার সুখ-নিকেতন। যিনি তোমার মন্ত্রজপে নিরত, তোমারই শরণাপন্ন, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু * এবং নিস্পৃহ, তাঁহার হৃদয়ই তোমার উৎকৃষ্ট গৃহ ; যাঁহারা নিরহঙ্কার, শান্ত, ও রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহাদিগের সমজ্ঞান, তাঁহাদিগের হৃদয় তোমার নিবাসস্থান। যে ব্যক্তি তোমাতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং যিনি তোমাতে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত ‘তোমার শুভ নিকেতন।’ যে ব্যক্তি “সকলই মায়া” ইহা নিশ্চয় করিয়া অপ্রিয় লাভেও দ্বেষ করেন না এবং প্রিয়লাভেও হৃষ্ট হন না, কেবল তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহার মন তোমার গৃহ। যিনি জন্ম প্রভৃতি ছয়টী বিকারকে দেহ-ধর্ম্ম বলিয়া অবলোকন করেন, আত্ম-ধর্ম্ম বলিয়া অবলোকন করেন না ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ ও ভয়কে প্রাণ ও বুদ্ধিধর্ম্ম বলিয়া দেখেন এবং সংসার-ধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহার চিত্তে তোমার বাস। ৫১—৬১। যাঁহারা তোমাকে সকলের অন্তর্যামী চৈতন্যস্বরূপ সত্য, অনন্ত

---

* সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী বস্তুকে “দ্বন্দ্ব” কহে।

অলেপকং সর্ব্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদব্জে সহ সীতয়া বস॥ ৬২
নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাম্।
ত্বন্নামকীর্ত্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতাসমেতস্য গৃহং হৃদব্জে॥ ৬৩
রাম ত্বন্নামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্।
যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্॥ ৬৪
অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতৈঃ সহ বর্দ্ধিতঃ।
জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা॥ ৬৫
শূদ্রায়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেঽজিতাত্মনঃ।
ততশ্চোরৈশ্চ সঙ্গম্য চোরোঽহমভবং পুরা॥ ৬৬
ধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ।
একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে॥ ৬৭
সাক্ষান্মরা প্রকাশন্তো জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ।
তানন্বধাবং লোভেন তেষাং সর্ব্বপরিচ্ছদান্॥ ৬৮
গ্রহীতুকামস্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবম্।
দৃষ্ট্বা মাং মুনয়োঽপৃচ্ছন্ কিমায়াসি দ্বিজাধম॥ ৬৯
অহং তানব্রবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসত্তমাঃ।
পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুভুক্ষিতাঃ॥ ৭০
তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে।
ততো মামূচুরব্যগ্রাঃ পৃচ্ছ গত্বা কুটুম্বকম্॥ ৭১
যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
যূয়ং তদ্ভাগিনঃ কিং বা নেতি বেত্তি পৃথক্ পৃথক্
বয়ং স্থাস্যামহে তাবদাগমিষ্যসি নিশ্চয়ঃ।
তথেত্যুক্ত্বা গৃহং গত্বা মুনিভির্যদুদীরিতম্॥ ৭৩
আপৃচ্ছং পুত্রদারাদীন্ তৈরুক্তোঽহং রঘূত্তম।
পাপং তবৈব তৎ সর্ব্বং বয়ন্তু ফলভাগিনঃ॥ ৭৪
তচ্ছ্রুত্বা জাতনির্ব্বেদো বিচার্য্য পুনরাগমম্।
মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি করুণাপূর্ণমানসাঃ॥ ৭৫

একমাত্র নির্লেপ সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, তুমি তাঁহাদিগের হৃদয়-কমলে সীতার সহিত বাস কর। যাঁহারা নিরন্তর ধ্যানাভ্যাসে অন্তঃকরণ তোমাতে সুস্থির করিয়াছেন, তোমার চরণ সেবনে তৎপর এবং তোমার নাম-কীর্ত্তন দ্বারা পাপশূন্য, তাঁহাদিগের হৃদয়-কমলে তুমি সীতার সহিত বাস কর। রাম হে। তোমার নামমাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি—কিরূপে—বর্ণন করিবে? রাম হে! আমি সেই নামের প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি। পূর্ব্বকালে আমি কিরাত মধ্যে থাকিতাম এবং কিরাতের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম—জন্মিয়াছিলাম মাত্র ব্রাহ্মণকুলে; কিন্তু সর্ব্বদা শূদ্রাচারেই রত ছিলাম। আমি মন বশীভূত করিতে পারি নাই; শূদ্রাগর্ভে আমার অনেকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়। তখন কি করি?—পরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য নাই;—চোরদিগের সহিত মিলিয়া সতত ধনুর্ব্বাণধারী,—প্রাণিগণের শমন সদৃশ চোর হইলাম। একদা আমি মহাবনে অগ্নি ও সূর্য্যের সমপ্রভ প্রকাশমান সপ্তর্ষিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ সকল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া লোভ-বশতঃ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলাম এবং আমি তথায় "থাকিস্ থাকিস্" বলিলাম। মুনিগণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রে দ্বিজাধম! কেন আসিতেছিস্? ৬২—৬৯। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "হে মুনিবরগণ! কিছু গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেছি, আমার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেক গুলি পরিবার ক্ষুধার্ত্ত আছে, তাহাদিগের পালনার্থ আমি পর্ব্বত-কাননে বিচরণ করি। অনন্তর তাঁহারা নির্ভয়ে আমাকে বলিলেন, পৃথক্ পৃথক্ সকল পরিবারদিগকে জিজ্ঞাসা কর গিয়া যে, "আমি প্রতিদিন যে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি, তোমরা তাহার ভাগ লইবে কি না।" যতক্ষণ তুই না আসিবি ততক্ষণ আমরা নিশ্চয় এখানে থাকিব। আমি 'আচ্ছা' বলিয়া মুনিরা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, গৃহে গমনপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম; হে রঘুবর! তাহারা আমাকে বলিল; "সে সকল পাপ তোমারই, কিন্তু পাপ করিয়া যে সকল ধন উপার্জ্জন কর, তাহার ফলভাগী আমরা।" তাহা শুনিয়া আমার

মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধান্তঃকরণোঽভবম্।
ধনুরাদীন্ পরিত্যজ্য দণ্ডবৎ পতিতোঽস্ম্যহম্॥ ৭৬
রক্ষধ্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবম্।
ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মামূচুর্মুনিসত্তমাঃ॥ ৭৭
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে সফলঃ সৎসমাগমঃ।
উপদেক্ষ্যামহে তুভ্যং কিঞ্চিত্তেনৈব মোক্ষ্যসে।
পরস্পরং সমালোচ্য দুর্বৃত্তোঽয়ং দ্বিজাধমঃ॥ ৭৮
উপেক্ষ্য এব সদ্বৃত্তৈস্তথাপি শরণং গতঃ।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা॥ ৮০
আগচ্ছামঃ পুনর্যাবত্তাবৎ তত্ত্বং সদা জপ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সর্বে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ॥ ৮১
অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাকরবমঞ্জসা।
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্॥ ৮২
এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরূপিণঃ।
সর্বসঙ্গবিহীনস্য বল্মীকোঽভূন্মমোপরি॥ ৮৩
ততো যুগসহস্রান্তে ঋষয়ঃ পুনরাগমন্।
মামূচুর্নিষ্ক্রমস্বেতি তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থিতঃ॥ ৮৪
বল্মীকান্নির্গতশ্চাহং নীহারাদিব ভাস্করঃ।
মামপ্যাহুর্মুনিগণা বাল্মীকিস্ত্বং মুনীশ্বর॥ ৮৫
বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তেঽভবৎ।
ইত্যুক্ত্বা তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম॥ ৮৬
অহং তে রামনামশ্চ প্রভাবাদীদৃশোঽভবম্।
অদ্য সাক্ষাৎ প্রপশ্যামি সসীতং লক্ষ্মণেন চ॥ ৮৭
রামং রাজীবপত্রাক্ষং ত্বাং মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে স্থলং বৈ দর্শয়াম্যহম্॥ ৮৮
এবমুক্ত্বা মুনিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতো গত্বা মধ্যে পর্বতগঙ্গয়োঃ॥ ৮৯

নির্বেদ জন্মিল; করুণা-পূর্ণ-হৃদয় মুনিগণ যেখানে অবস্থিত ছিলেন, আমি মনে মনে নানা বিচার করত তথায় পুনরাগত হইলাম। মুনিগণের দর্শনমাত্রেই আমার চিত্তশুদ্ধি হইল, ধনু প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! নরক-সমুদ্রে পতনোন্মুখ আমাকে রক্ষা করুন, বলিয়া সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলাম; মুনিবরগণ আমাকে অগ্রে পতিত অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন উঠ উঠ তোমার মঙ্গল হউক; সাধুসঙ্গ সফল হইয়াছে; তোমাকে কিছু উপদেশ করিব; তদ্দ্বারাই মুক্ত হইতে পারিবে; এই দ্বিজাধম দুর্ব্বৃত্ত; সচ্চরিত্রদিগের নিকট উপেক্ষণীয় বটে, তথাপি যখন শরণাগত হইয়াছে তখন মোক্ষ-উপায় উপদেশ দিয়া ইহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরস্পর আলোচনাপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া আমাকে রাম হে। তোমার নামই অক্ষর-বিপর্য্যয় পূর্ব্বক "ম রা" এইরূপে একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা জপ করিতে বলিলেন এবং 'যতদিন আমরা এখানে না আগমন করি, তাবৎ সর্ব্বদা—কথিত জপ কর, এই বলিয়া সেই সকল দিব্য-দর্শন মুনি প্রস্থান করিলেন। ৭০—৮১। আমি তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, যথার্থরূপে তাহাই করিলাম; একাগ্রচিত্তে জপ করত বাহ্যবিষয় বিস্মৃত হইলাম। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, নিখিলসঙ্গ-বর্জ্জিত নিশ্চলদেহ—আমার উপর বল্মীকস্তূপ হইল। অনন্তর, ঋষিগণ, সহস্র-যুগের পর তথায় পুনরাগত হইয়া আমাকে বলিলেন, নিষ্ক্রান্ত হও। আমি তৎশ্রবণে সত্বর উঠিয়া হিমানী হইতে দিবাকরের ন্যায় বল্মীক-স্তূপ হইতে নির্গত হইলাম। তখন মুনিগণ আমাকে বলিলেন—'হে মুনিবর! তুমি বাল্মীকি যেহেতু বল্মীক হইতে উৎপত্তি—তোমার দ্বিতীয় জন্ম স্বরূপ হইল।' হে রঘু-কুলোত্তম! তাঁহারা এই বলিয়া দিব্যলোকে গমন করিলেন। রাম! আমি তোমার নাম প্রভাবে ঈদৃশ হইয়াছি। তুমি সেই কমললোচন রাম; আজ তোমাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাতে দেখিতেছি; অতএব আমি মুক্ত হইলাম, এ বিষয়ে সংশয় নাই যাহা হউক—রাম। "আইস; তোমার মঙ্গল হউক; তোমাকে আমি বাসস্থান দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া শ্রীমান্ মুনি বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া

তত্র শালাং সুবিস্তীর্ণাং কারয়ামাস বানরঃ।
প্রাক্‌পশ্চিমং দক্ষিণোদক্ শোভনং মন্দিরদ্বয়ম্॥
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্র তে দেবসদৃশা হ্যবসন্ ভবনোত্তমে॥ ৯১
বাল্মীকিনা তত্র স পূজিতোঽয়ং
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন।
দেবৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সহিতো মুদাস্তে
স্বর্গে যথা দেবপতিঃ স শচ্যা॥ ৯২

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

—

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুমন্ত্রোঽপি তদাযোধ্যাং দিনান্তে প্রবিবেশ হ।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য বাষ্পাকুলিতলোচনঃ॥ ১
বহির্বের রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টুমাযযৌ।
জয়শব্দেন রাজানং স্তুত্বা তং প্রণনাম হ॥ ২
ততো রাজা নমন্তং তং সুমন্ত্রং বিহ্বলোঽব্রবীৎ।
সুমন্ত্র রামঃ কুত্রাস্তে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ৩
কুত্র ত্যক্তস্ত্বয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমব্রবীৎ।
সীতা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমব্রবীৎ॥ ৪
হা রাম হা গুণনিধে হা সীতে প্রিয়বাদিনি।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ম্রিয়মাণং ন পশ্যসি॥ ৫
বিলপ্যৈবং চিরং রাজা নিমগ্নো দুঃখসাগরে।
এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬
রামঃ সীতা চ সৌমিত্রির্ময়া নীতা রথেন তে।
শৃঙ্গবেরপুরাভ্যাসে গঙ্গাকূলে ব্যবস্থিতাঃ॥ ৭
গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
স্পৃষ্ট্বা হস্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্বিসসর্জ্জ তৎ॥ ৮
বটক্ষীরং সমানায্য গুহেন রঘুনন্দনঃ।
জটামুকুটমাবধ্য মমাহ নৃপতে স্বয়ম্॥ ৯
সুমন্ত্র ব্রূহি রাজানং শোকস্তেঽস্তু ন মৎকৃতে।
সাকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি॥

—

যত্নপূর্ব্বক পর্ব্বত ও গঙ্গার মধ্যস্থলে বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন। জানকী ও লক্ষ্মণসমন্বিত জগন্নিবাস রাম তথায় সুবিস্তীর্ণ শালা এবং পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ লম্বা দুইটী শোভন গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই সকল দেবসদৃশ ব্যক্তি, সেই উত্তম ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। যেমন স্বর্গে সুরপতি শচী ও দেবগণের সহিত আনন্দে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ, রাম, বাল্মীকি কর্তৃক সুসম্মানিত হইয়া সীতা লক্ষ্মণ ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের সহিত আনন্দে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৮২—৯২।

—

সপ্তম অধ্যায়।

এদিকে সুমন্ত্রও তখন বস্ত্র দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে দিবাবসানে অযোধ্যা প্রবেশ করিল। রথ বহির্দ্দেশেই রাখিয়া রাজাকে দেখিতে আসিল। জয়ধ্বনি দ্বারা রাজস্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর রাজা বিহ্বল হইয়া প্রণামপর সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"সুমন্ত্র! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম আমার কোথায় আছে? রামকে কোথায় পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? আমি পাপী রাম আমাকে কি বলিলেন! আমি নির্দ্দয়; সীতা বা লক্ষ্মণ আমাকে কি বলিলেন? হা রাম! হা গুণনিধি! হা সীতে! হা প্রিয়বাদিনি! আমি দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন; আসন্নমৃত্যু আমাকে দেখিতেছ না" রাজা অনেকক্ষণ এইরূপ বিলাপ করিয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ও রোদনপরায়ণ হইলেন। এইরূপে রোরুদ্যমান রাজাকে সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "রাম, সীতা ও সৌমিত্রিকে আমি রথে করিয়া লইয়া যাইলাম; তাঁহারা শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে থাকিলেন। গুহ তথায় যাহা কিছু ফলমূলাদি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রীতিসহকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দিলেন, গ্রহণ করিলেন না। ১—৮। হে নৃপতি! রঘুনন্দন, গুহ দ্বারা বটক্ষীর আনাইয়া জটাভার বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে স্বয়ং বলিলেন,—সুমন্ত্র! "রাজাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, আমার জন্য যেন তাঁহার শোক না হয়, বনে আমাদিগের অযোধ্যা

মাতুর্মে বন্দনং ব্রূহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে।
আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥ ১১
সীতা চাশ্রুপরীতাক্ষী মামাহ নৃপসত্তম।
দুঃখগদ্গদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী॥ ১২
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতং মে ব্রূহি শ্বশ্রাঃ পদাম্বুজে।
ইতি প্ররুদতী সীতা গতা কিঞ্চিদবাঙ্মুখী॥ ১৩
ততস্তেহশ্রুপরীতাক্ষা নাবমারুরুহুস্তদা।
যাবদ্গঙ্গাং সমুত্তীর্য্য গতাস্তাবদহং স্থিতঃ।
ততো দুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ॥ ১৪
ততো রুদন্তী কৌসল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ॥ ১৫
কৈকেয্যৈ প্রিয়ভার্য্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্।
ত্বং রাজ্যং দেহি তস্যৈব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ
কৃত্বা ত্বমেব তৎ সর্ব্বমিদানীং কিং নু রোদিষি।
কৌসল্যাবচনং শ্রুত্বা ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা॥ ১৭
পুনঃ শোকাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।
দুঃখেন ম্রিয়মাণং মাং কিং পুনর্দুঃখয়স্যলম্॥ ১৮
ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ম্।
শপ্তোহহং বাল্যভাবেন কেনচিন্মুনিনা পুরা॥ ১৯
পুরাহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরো নিশি।
অচরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে॥ ২০
তত্রার্দ্ধরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিৎ তৃষার্দ্দিতঃ।
পিপাসার্দ্দিতয়োঃ পিত্রোর্জলমানেতুমুদ্যতঃ।
অপূরয়জ্জলে কুম্ভং তদা শব্দোহভবন্মহান্॥ ২১
গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষি সন্ধায় শব্দবেধিনমক্ষিপম্॥ ২২
হা হতোহস্মীতি তত্রাভূচ্ছব্দো মানুষসূচকঃ।
কস্যাপি ন কৃতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে।
প্রতীক্ষতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাঙ্ক্ষয়া॥
ইত্যুক্ত্বা ভয়সন্ত্রস্তস্ততোহহং পৌরুষং বচঃ॥ ২৪

হইতে অধিক সুখ হইবে। মাতাকে আমার বন্দনা জানাইয়া বলিবে, আমার জন্য যেন শোক না করেন এবং শোকাকুল বৃদ্ধ রাজাকে যেন আশ্বাসিত করেন।” হে নৃপবর! সীতা, অশ্রুপূর্ণ-নয়নে রামের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করত দুঃখ-গদ্গদ-স্বরে আমাকে বলিলেন,—“শ্বশ্রূ শ্বশুরের শ্রীচরণ-কমলে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইও।” সীতা এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সজল-নয়নে নৌকাতে আরোহণ করিলেন। যতক্ষণ গঙ্গা-পার হইয়া গমন না করিলেন, ততক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তাহার পর আমি মহাদুঃখে প্রত্যাগত হইলাম।” ১—১৪। অনন্তর কৌশল্যা রোদন করত রাজাকে কহিলেন,—‘তুমি প্রিয়ভার্য্যা কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছ, বেশ—তাহারই পুত্রকে রাজ্য দেও, কিন্তু আমার পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিলে কেন? তুমি নিজেই এই সমস্ত করিয়া এখন আর রোদন করিতেছ কেন?’ কৌশল্যার কথা শুনিয়া যেন তাঁহার পূর্ণলোচনে কৌশল্যাকে এই কথা বলিলেন,—“আমি একে রাম-বিরহ-দুঃখে ম্রিয়মাণ; আমাকে আর অতি দুঃখিত করিতেছ কেন? নিশ্চয় আমার প্রাণ-বায়ু এখনই উড়িয়া যাইবে। পূর্ব্বকালে মূর্খতাবশতঃ কোন মুনির নিকট অভিশপ্ত আছি। আমি পূর্ব্বে যৌবনমদে মত্ত হইয়া মৃগয়াতে আসক্তি প্রযুক্ত রাত্রিকালেও নদীতীরে মহাবন মধ্যে শর-শরাসন ধারণ করত বিচরণ করিতাম। একদা কোন মুনি, স্বয়ং তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় এবং তৃষ্ণার্ত্ত পিতামাতার জন্য নিশীথ সময়েই জল লইয়া যাইতে উদ্যত হন এবং সেই নদীতে আসিয়া কুম্ভ জলপূর্ণ করিতে লাগিলেন; তখন মহাশব্দ হইতে থাকিল। হস্তীতে জলপান করিতেছে নিশ্চয় করিয়া সেই ঘোরান্ধকার রজনীতে শরাসনে শব্দবেধী শর সন্ধান-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলাম। তথায় ‘হায়! আমি নিহত হইলাম,’ এইরূপ আর্ত্তনাদ হইল; তাহাতে বুঝিলাম, নিহত ব্যক্তি মনুষ্য; অনন্তর ‘হা বিধি! আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই, কে আমাকে নিহত করিল? পিতা-মাতা, জল-

শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্ দশরথোঽস্ম্যহম্।
অজানতা ময়া বিদ্ধস্ত্রাতুমর্হসি মাং মুনে। ২৫
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তস্য পতিতো গদ্গদাক্ষরঃ।
তদা মামাহ স মুনির্মা ভৈষীর্নৃপসত্তম। ২৬
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্ন ত্বাং বৈশ্যোঽহং তপসি স্থিতঃ
পিতরৌ মাং প্রতীক্ষেতে ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং
পরিপীড়িতৌ॥ ২৭
তয়োস্ত্বমুদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্।
ন চেত্ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ পিতা মে যদি কুপ্যতি
জলং দত্ত্বা তু তৌ নত্বা কৃতং সর্ব্বং নিবেদয়।
শল্যমুদ্ধর মে দেহাৎ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ॥
ইত্যুক্তো মুনিনা শীঘ্রং বাণমুৎপাট্য দেহতঃ।
সজলং কলসং ধৃত্বা গতোঽহং যত্র দম্পতী॥৩০
অতিবৃদ্ধাবন্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতৌ নিশি।
নাগচ্ছতি সলিলং গৃহ্য পুত্রঃ কিং যাত্র কারণম্॥৩১
অনন্যগতিকৌ বৃদ্ধৌ শোচ্যৌ তৃট্পরিপীড়িতৌ।
আবামুপেক্ষতে কিংবা ভক্তিমানাবয়োঃ সুতঃ॥ ৩২
ইতি চিন্তাব্যাকুলৌ তৌ মৎপাদন্যাসজং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বা প্রাহ পিতা পুত্র কিং বিলম্বঃ কৃতস্ত্বয়া।
দেহ্যাবয়োঃ সুপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক॥ ৩৩
ইত্যেবং লপতোর্ভীত্যা সকাশমগমং শনৈঃ॥৩৪
পাদয়োঃ প্রণিপত্যাহমব্রুবং বিনয়ান্বিতঃ।
নাহং পুত্রস্ত্বযোধ্যায়াং রাজা দশরথোঽস্ম্যহম্॥৩৫
পাপোঽহং মৃগয়াসক্তো রাত্রৌ মৃগবিহিংসকঃ।
জলাভ্যাশে দূরেঽহং স্থিত্বা জলগতং ধ্বনিম্॥ ৩৬
শ্রুত্বাহং শব্দবেধিত্বাদেকং বাণমথাত্যজম্।
হতোঽস্মীতি ধ্বনিং শ্রুত্বা তস্মাত্তত্রাহমাগতঃ॥৩৭
জটা বিকীর্য্য পতিতং দৃষ্ট্বাহং মুনিদারকম্।
ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষেতি চাব্রুবম্॥

ছেন।” ১৫—২৩। আমি সেই মনুষ্য-কণ্ঠ-সম্ভূত কাতরোক্তি শ্রবণে—সাতিশয় ভীত ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—‘স্বামিন্! আমি দশরথ; না জানিয়া আপনাকে আমি বিদ্ধ করিয়াছি; মুনিবর আমাকে রক্ষা করুন।’ গদ্গদস্বরে ইহা বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম। তখন আমাকে সেই মুনি বলিলেন,—‘হে নৃপবর! ভয় পাইবেন না, ব্রহ্মহত্যা, আপনাকে স্পর্শ করিতেছে না; আমি তপোনিষ্ঠ বৈশ্য। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর, পিতা মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন; মনে মনে দ্বৈধ না করিয়া সত্বর তাঁহাদিগকে জল প্রদান করুন। নতুবা পিতা যদি ক্রোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ভস্মসাৎ করিবেন। জল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া নিজকৃত সকল বিবরণ নিবেদন করিবেন। আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—শল্য উদ্ধার করুন; আমি প্রাণত্যাগ করি।’ মুনি এই কথা বলিলে, আমি সত্বর তাঁহার দেহ হইতে শর উত্তোলন করিলাম। অনন্তর, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর অতি-বৃদ্ধ অন্ধ-দম্পতি যেখানে অবস্থিত ছিলেন, আমি জল লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলাম। ‘এই রাত্রিকাল, পুত্র জল লইয়া আসিতেছে না কেন? আমরা অনন্যোপায় বৃদ্ধ শোচনীয় অবস্থাপন্ন এবং তৃষ্ণার্ত্ত; আমাদিগের ভক্ত পুত্র, আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছে কেন?’ এইরূপ চিন্তাকুল সেই অন্ধদম্পতি আমার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং পিতা বলিতে লাগিলেন, ‘পুত্র! বিলম্ব করিলে কেন? আমাদিগকে উত্তম জল প্রদান কর, বৎস! তুমিও পান কর।’ ২৪—৩৩। তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে আমি ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলাম এবং চরণযুগলে নিপতিত হইয়া সবিনয়ে বলিলাম,—আমি আপনাদিগের পুত্র নহি, অযোধ্যার রাজা পাপিষ্ঠ দশরথ;—আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া রজনীযোগেও মৃগ বধ করি। অদ্য আমি ঘটের দূরে থাকিয়া জলের শব্দ শ্রবণ করায় মৃগ ভাবিয়া, এক শব্দবেধী বাণ পরিত্যাগ করি। ‘হত হইলাম, এইরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া সভয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিকীর্ণ-জটাভার মুনি বালককে তথায় নিপতিত দেখিয়া অতীব ভীতি-সহকারে তদীয় চরণযুগল ধারণ-

মা ভৈষীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন তে।
মৎপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা কৃত্বা প্রার্থয় জীবিতম্॥
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন ত্বামতো মুনিহিংসকঃ।
রক্ষতাং মাং দয়াযুক্তো যুবাং হি শরণাগতম্॥৪০
ইতি শ্রুত্বা তু দুঃখার্ত্তৌ বিলপ্য বহুশোচ্য তম্।
পতিতৌ নৌ সুতো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্॥ ৪১
ততো নীতৌ সুতো যত্র ময়া তৌ বৃদ্ধদম্পতী।
স্পৃষ্ট্বা সুতং তৌ হস্তাভ্যাং বহুশোঽথ বিলেপতুঃ
হা হেতি ক্রন্দমানৌ তৌ পুত্র পুত্রেত্যবোচতাম্
জলং দেহীতি পুত্রেতি কিমর্থং ন দদাস্যলম্॥ ৪৩
ততো মামূচতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে।
ময়া তথৈব রচিতা চিতা তত্র নিবেশিতাঃ।
ত্রয়স্তত্রাগ্নিকৃৎসৃষ্টো দগ্ধাস্তেং ত্রিদিবং যযুঃ॥ ৪৪

তত্র বৃদ্ধঃ পিতা প্রাহ ত্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি।
পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্স্যসে বচনান্মম॥ ৪৫
স ইদানীং মম প্রাপ্তঃ শাপকালোঽনিবারিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ রাজা শোকসমাকুলঃ॥ ৪৬
হা রাম পুত্র হা সীতে হা লক্ষ্মণ গুণাকর।
ত্বদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবম্॥
বদন্নেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথান্যা রাজযোষিতঃ॥৪৮
চুক্রুশুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাড়নপূর্ব্বকম্।
বসিষ্ঠঃ প্রযযৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাবৃতঃ॥ ৪৯
তৈলদ্রোণ্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্বা দূতানথাব্রবীৎ।
গচ্ছত ত্বরিতং সাশ্বা যুধাজিন্নগরং প্রতি॥৫০
তত্রাস্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শত্রুঘ্নসহিতঃ প্রভুঃ।
উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্রমাগচ্ছেতি মমাজ্ঞয়া॥ ৫১

পূর্ব্বক 'রক্ষা করুন রক্ষা করুন' বলিলাম; তিনি আমাকে বলিলেন; 'ভীত হইবেন না, আপনার ব্রহ্মহত্যা-ভয় নাই; আমার পিতা মাতাকে জল প্রদান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জীবন ভিক্ষা করুন' তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন; তাই এই মুনিঘাতক আপনাদিগের নিকট আসিয়াছে; আমি শরণাগত; আপনারা দয়া-পরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার জন্য বহুতর বিলাপ ও শোক করত বলিলেন,—'আমাদিগের পুত্র যেখানে আছে অবিলম্বে আমাদিগকেও সেইখানে লইয়া চল।' অনন্তর তাঁহাদিগের পুত্রের মৃতদেহ যেখানে পতিত ছিল, আমি সেই বৃদ্ধদম্পতিকে তথায় লইয়া যাইলাম। অনন্তর, তাঁহারা পুত্রকে দুই হস্তে স্পর্শ করিয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ক্রন্দন করত হায়! হায়!! 'পুত্র! পুত্র! জল প্রদান কর' 'পুত্র! কেন জল দিতেছ না' ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। ৩৪—৪৩। অনন্তর আমাকে বলিলেন,—"হে নৃপতে! শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও।" আমি তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সেই তিন জনকে স্থাপিত করিবার পর তাহাতে অগ্নি দিলাম; তাঁহারা দগ্ধ হইয়া স্বর্গে যাইলেন। তখন বৃদ্ধ পিতা বলিয়াছিলেন,—'তোমারও এইরূপ হইবে; অর্থাৎ আমার শাপে তুমিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে।' ৩৪—৪৫। এখন আমার সেই অনিবার্য্য শাপ-সাফল্য-সময় আসিয়া উপস্থিত।" এই বলিয়া রাজা শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। "হা পুত্র রাম! হা সীতে! হা গুণাকর লক্ষ্মণ! তোমাদিগের বিরহে আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল; কৈকেয়ী আমার মৃত্যুর কারণ" ইহা বলিতে বলিতে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিলেন। কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত আর্ত্তনাদ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে বশিষ্ঠ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথের মৃতদেহ তৈলদ্রোণীতে স্থাপনপূর্ব্বক দূতগণকে বলিলেন,—"তোমরা অশ্বারোহণে সত্বর যুধাজিৎ রাজার রাজধানী অভিমুখে গমন কর। শ্রীমান্ প্রভু ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সেখানে অবস্থান করিতেছেন। আমার আদেশক্রমে তাঁহাকে বল গিয়া,—শীঘ্র

অযোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীঞ্চাপি পশ্যতু।
ইত্যুক্তাস্ত্বরিতং দূতা গত্বা ভরতমাতুলম্ ॥ ৫২
যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সানুজং প্রতি।
বশিষ্ঠস্ত্বাব্রবীদ্রাজন্ ভরতঃ সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ৫৩
শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্।
ইত্যাজ্ঞপ্তোহথ ভরতস্ত্বরিতং ভয়বিহ্বলঃ।
আযযৌ গুরুণাদিষ্টঃ সহ দূতৈস্তু সানুজঃ ॥ ৫৪
রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতম্ ॥
ইতি চিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ।
নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসম্বাধবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৬
উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোহভবৎ।
প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৭
অপশ্যৎ কৈকেয়ীং তত্র একামেবাসনে স্থিতাম্।
ননাম শিরসা পাদৌ মাতুর্ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৫৮
আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রেমসম্ভ্রমাৎ।
উত্থায়ালিঙ্গ্য রভসা স্বাঙ্কমারোপ্য সংস্থিতা ॥ ৫৯
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্য সা।
পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা ॥৬০
দিষ্ট্যা ত্বমদ্য কুশলী ময়া দৃষ্টোহসি পুত্রক।
ইতি পৃষ্টঃ স ভরতো মাত্রা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৬১
দূয়মানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত।
মাতঃ পিতা মে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহ সংস্থিতা ॥
ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ।
ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ।
অদৃষ্ট্বা পিতরং মেহদ্য ভয়ং দুঃখঞ্চ জায়তে ॥ ৬৩
অথাহ কৈকেয়ী পুত্রং কিং দুঃখেন তবানঘ ॥ ৬৪
যা গতির্ধর্ম্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাম্।
তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল ॥৬৫
তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোর্ব্ব্যাং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ।
হা তাত ক্ব গতোহসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে

আসুন, অযোধ্যায় আসিয়া কৈকেয়ীকে এবং রাজাকে দেখিবেন।” এইরূপে বশিষ্ঠাদিষ্ট দূতগণ সত্বর গমন করিয়া ভরতমাতুল যুধাজিৎকে প্রণামপূর্ব্বক সানুজ ভরত সম্বন্ধে এই কথা বলিল,—‘রাজন্! বশিষ্ঠ আপনাকে বলিয়াছেন, প্রভু ভরত, মনে দ্বৈধ না করিয়া অনুজ সমভিব্যবহারে শীঘ্র অযোধ্যানগরে আগমন করুন।’ অনন্তর যুধাজিতের অনুমতিক্রমে ভরত, ভয়বিহ্বল হইয়া গুরুর আদেশমত অনুজ সমভিব্যাহারে দূতগণের সহিত আগমন করিতে লাগিলেন। ৪৪—৫৪। ‘রাজার—কি রামের কিছু বিপত্তি হইয়াছে,’ চিন্তাকুল ভরত পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করত নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরকে জন সংমর্দ্দশূন্য শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসবহীন দেখিয়া অধিকতর চিন্তিত হইলেন। অনন্তর রাজশ্রীহীন রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় একাকিনী আসনে অবস্থিতা কৈকেয়ীকে অবলোকন করিলেন। ভক্তিসহকারে অবনিতল-লুণ্ঠিতমস্তকে মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। ভরতকে আগত দেখিয়া কৈকেয়ী স্নেহাবেগে উত্থিত হইয়া সত্বর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল এবং আপন ক্রোড়ে বসাইল। অনন্তর কৈকেয়ী মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, ‘আমার পিতা, ভ্রাতা ও শুভলক্ষণা মাতা কুশলে আছেন ত?’ এইরূপ স্বীয়পিতৃকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। “বৎস! ভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে কুশলী দেখিলাম,” জননী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে চিন্তাকুলচিত্ত ভরত সে সকল কথার উত্তর না দিয়াই উদ্বিগ্নহৃদয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মা! আমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে একাকিনী এখানে অবস্থিত রহিয়াছ? আমার পিতা তোমা ব্যতীত কখন নির্জ্জনে থাকেন না; কিন্তু এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, অতএব তিনি কোথায় আছেন—আমাকে বল। পিতাকে দেখিতে না পাইয়া আজ আমার ভয় এবং দুঃখ হইতেছে।” ৫৫—৬৩। অনন্তর কৈকেয়ী পুত্রকে কহিল, “হে অনঘ! তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞকারী ধর্ম্মশীলদিগের যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে—হে পিতৃবৎসল! সম্প্রতি তোমার পিতা সেই পারলৌকিক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ভরত তাহা শুনিবামাত্র শোকবিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক গতোঽসি ভো
ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মুক্তমূৰ্দ্ধজম্ ॥৬৭
উত্থাপ্যামৃজ্য নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া ॥৬৮
তামাহ ভরতস্তাতো ম্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ।
তমাহ কৈকয়ী দেবী ভরতং ভয়বর্জ্জিতা ॥ ৬৯
হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃপুনঃ।
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ ॥৭০
তামাহ ভরতো হেঽম্ব রামঃ সন্নিহিতো ন কিম্।
তদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥

কৈকেয্যুবাচ।

রামস্য যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সম্ভ্রমঃ কৃতঃ।৭১
তব রাজ্যপ্রদানায় তদাহং বিঘ্নমাচরম্ ॥ ৭২
রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্ব্বং বরদেন বরদ্বয়ম্।
যাচিতং তদিদানীং মে তয়োরেকেন তেঽখিলম্ ॥
রাজ্যং রামস্য চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতম্।
ততঃ সত্যপরো রাজা রাজ্যং দত্ত্বা তবৈব হি ॥৭৩
রামং সম্প্রেষয়ামাস বনমেব পিতা তব।
সীতাপ্যনুগতা রামং পাতিব্রত্যমুপাশ্রিতা ॥ ৭৫
সৌভ্রাত্রং দর্শয়ন্ রামমনুযাতোঽপি লক্ষ্মণঃ।
বনং গতেষু সর্ব্বেষু রাজা তানেব চিন্তয়ন্ ॥ ৭৬
প্রলপন্ রাম রামেতি মমার নৃপসত্তমঃ।
ইতি মাতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ ॥ ৭৭
পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা তদা।
কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং তব।
রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ।৭৮
ইতি ব্রুবন্তীমালোক্য মাতরং প্রদহন্নিব ॥ ৭৯
অসম্ভাষ্যাসি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনী।
পাপে ত্বদ্‌গর্ভজাতোঽহং পাপবানস্মি সাম্প্রতম্।

—"হা পিতঃ! তুমি আমাকে দুঃখসাগর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইলে; পিতঃ! আমাকে রাজা রামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া কোথায় যাইলে?" এইরূপে রোরুদ্যমান ভূতলে নিপতিত আলুলায়িত-কেশ-পাশ পুত্রকে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইয়া দিয়া কৈকেয়ী বলিল,—"আশ্বস্ত হও; তোমার মঙ্গল; আমি সকল বিষয় সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি।" ভরত তাহাকে বলিলেন,—"পিতা মৃত্যু সময়ে কি বলিয়াছিলেন?" কৈকেয়ী দেবী নির্ভয়ে ভরতকে বলিল,—বার বার "হা রাম! রাম সীতা ও লক্ষ্মণ"—এই বলিয়া অনেকক্ষণ বিলাপ করত দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—"মাগো! তখন রাম, সীতা বা লক্ষ্মণ, তাঁহার নিকটে ছিলেন না কি? তাঁহারা কোথায় গিয়াছিলেন? ৬৪—৭১। কৈকেয়ী বলিল,—"তোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য ত্বরা করেন; তখন আমি তোমাকে রাজ্য দেওয়াইবার জন্য সেই কার্য্যে বিঘ্ন করি। বর-প্রদ রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; তখন তাহা লই নাই। এই সময় সেই বর দুইটী বাঞ্ছা করি; তন্মধ্যে একটীর ফল তোমার সমগ্র রাজ্য; অপরটীর ফল রামের মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাস। অনন্তর তোমার পিতা সত্যপরায়ণ রাজা তোমাকে রাজ্য দিয়া রামকে বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন; পতিব্রতা সীতা রামের অনুগামিনী হইয়াছেন; লক্ষ্মণও ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন করত রামের অনুগমন করিয়াছে; এইরূপে তাহারা সকলে বনে গমন করিলে নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজা তাহাদিগকেই চিন্তা ও 'রাম! রাম' বলিয়া প্রলাপ করত মরিয়াছেন।" মাতার এই কথা শুনিবামাত্র ভরত অচৈতন্য হইয়া বজ্রাহত বনস্পতির ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৈকেয়ী তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুঃখিতভাবে পুনরপি বলিতে লাগিল,—"বৎস! তুমি শোক করিতেছ কেন? তুমি বিশাল রাজ্য পাইয়াছ! একি তোমার দুঃখ করিবার সময়!" ৭২—৭৮। মাতা এইরূপ বলিতে আসিলে, ভরত দৃষ্টি দ্বারা যেন তাহাকে দগ্ধ করত বলিতে লাগিলেন,—"রে দারুণে! রে পাপচারিণি! তুই ভর্তৃঘাতিনী! অতএব তুই আমার অনালাপ্য। রে পাপীয়সি!

অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহম্ ॥ ৮০
খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ম্।
ভর্ত্তৃঘাতিনি দুষ্টে ত্বং কুম্ভীপাকং গমিষ্যসি ॥৮১
ইতি নির্ভর্ৎস্য কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ।
সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোদ হ ॥ ৮২
পাদয়োঃ পতিতস্তস্যা ভরতোঽপি তদা রুদন্।
আলিঙ্গ্য ভরতং সাধ্বী রামমাতা যশস্বিনী ॥ ৮৩
কৃশাতিদীনবদনা সাশ্রুনেত্রেদমব্রবীৎ।
পুত্র ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্ব্বমভূদিদম্।
উক্তং মাত্রা শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতম্ ॥

> পুত্রঃ সভার্য্যো বনমেব যাতঃ
> সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ।
> চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
> সন্ত্যজ্য মাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাম্ ॥ ৮৫
> হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ
> জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা।
> তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ
> বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥ ৮৬

স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভৃশং শুচা।
পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥৮৭
কৈকেয়্যা যৎকৃতং কর্ম্ম রামরাজ্যাভিষেচনে।
অন্যদ্বা যদি জানামি সা ময়া নোদিতা যদি ॥ ৮৮
পাপং মেঽস্তু তদা মাতর্ব্রহ্মহত্যাশতোদ্ভবম্।
হত্বা বসিষ্ঠং খড়্গেন অরুন্ধত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৮৯
ভূয়াত্তৎপাপমখিলং মম জানামি যদ্যহম্।
ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোদ ভরতস্তদা ॥ ৯০
কৌসল্যা তমথালিঙ্গ্য পুত্র জানামি মা শুচঃ।
এতস্মিন্নন্তরে শ্রুত্বা ভরতস্য সমাগমম্ ॥ ৯১
বসিষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ রাজমন্দিরম্।

আমি তোর গর্ভে জন্মিয়াছি, এজন্য আমিও পাপিষ্ঠ;—ইহা এখন বুঝিতেছি; আমি অগ্নি প্রবেশ করিব; অথবা আমি বিষপান করিব; কিংবা খড়্গপ্রহারে আত্ম-হত্যা করিয়া যমালয়ে গমন করিব। রে পতি-ঘাতিনি! রে দুষ্টে! তুই কুম্ভীপাক-নরকে গমন করিবি” এইরূপে কৈকেয়ীকে নির-তিশয় ভর্ৎসনা করিয়া তিনি কৌশল্যাভবনে গমন করিলেন। কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন; ভরতও তখন রোদন করিতে করিতে কৌশল্যার পদ-তলে পতিত হইলেন। সাধ্বী যশস্বিনী রাম-জননী স্বামী পুত্র বিরহে কৃশা ও বিশুষ্ক-মুখী হইয়া ছিলেন; তিনি ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন,—“পুত্র রে! তুই যখন দূরে ছিলি, তখন এই সকল সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; তুই তোর মা’র মুখে তাহার আচরণ সমস্ত শুনিয়াছিস্? আমার পুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র, চীর বস্ত্র পরিধান ও জটা-ভার বন্ধনপূর্ব্বক দুঃখসাগরনিমগ্না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যা ও লক্ষ্মণ সমভি-ব্যাহারে বনে গমন করিয়াছে। হা আমার রাম! হা রঘুকুলনাথ; তুমি পরাৎপর পরমাত্মা; আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ; দুঃখ তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। অতএব আমি, নিশ্চয় করিয়াছি—বিধাতাই বলবান্। ৭৯—৮৬। ভরত অতি-শয় শোকে তাঁহাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া পদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—“মা! আমার কথা শুনুন; শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে কৈকেয়ী যাহা করিয়াছে, তাহা অথবা তৎসংক্রান্ত অন্য বিন্দুবিসর্গ কিছু যদি আমার জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে, কিংবা আমি সে বিষয়ে যদি ঘুণাক্ষরেও প্রবৃত্তি দিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন মা! আমার শত ব্রহ্মহত্যা-সম্ভূত পাপ হয়। আমি যদি এ বিষয়ে কিছু-মাত্র জানি, তাহা হইলে, খড়্গপ্রহারে অরু-ন্ধতী-সমেত-বসিষ্ঠ বধে যে পাপ হইতে পারে, আমার যেন সেই সমস্ত পাপ হয়। এইরূপ শপথ করিয়া ভরত, তখন রোদন করিতে লাগিলেন কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—“পুত্র! আমি সব জানি; শোক করিও না”। ইতিমধ্যে বসিষ্ঠ, ভর-তের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ

রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরম্ ॥ ৯২
বৃদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ।
ভুক্ত্বা মর্ত্ত্যসুখং সর্ব্বমিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ৯৩
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্লব্ধ্বা রামং সুতং হরিম্।
অন্তে জগাম ত্রিদিবং দেবেন্দ্রার্দ্ধাসনং প্রভুঃ ॥৯৪
তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্।
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জ্জিতঃ ॥
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্।
বিচার্য্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥ ৯৬
পিতা বা তনয়ো বাপি যদি মৃত্যুবশং গতঃ।
মূঢ়াস্তমনুশোচন্তি স্বাত্মতাড়নপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৭
নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা।
ভবেদ্বৈরাগ্যহেতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥
জন্মবান্ যদি লোকেঽস্মিন্ তর্হি তং মৃত্যুরন্বগাৎ
তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা ॥ ৯৯
স্বকর্ম্মবশতঃ সর্ব্বজন্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
বিজানন্নপ্যবিদ্বান্ যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥১০০
ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে ॥১০১
চলপত্রান্তলগ্নাম্বু-বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব ॥ ১০২
দেহী প্রাক্তনদেহোত্থ-কর্ম্মণা দেহবান্ পুনঃ।
তদ্দেহোত্থেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাত্মনঃ ॥ ১০৩
যথা ত্যজতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহ্লাতি নূতনম্।
তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবম্ ॥১০৪
ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ।
আত্মা ন ম্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বর্দ্ধতে ॥১০৫
ষড়্ভাবরহিতোঽনন্তঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপো বুদ্ধ্যাদি-সাক্ষী লয়বিবর্জ্জিতঃ ॥১০৬
এক এব পরো হ্যাত্মা হ্যদ্বিতীয়ঃ সমঃ স্থিতঃ।

সমভিব্যাহারে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন; তথায় ভরতকে রোদন করিতে দেখিয়া সাদরে বলিলেন, "অমোঘবিক্রম জ্ঞানী রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; পার্থিব-সুখনিচয়ভোগ, প্রচুর দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীরামকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া প্রভু—চরমে সুরলোকে সুরপতির অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছেন; সেই মুক্তিভাজন অশোচনীয় রাজার জন্য বৃথা তুমি শোক করিতেছ। ৮৭—৯৫। আত্মা অব্যয় শুদ্ধ এবং উৎপত্তিনাশাদিবর্জ্জিত নিত্য; শরীর,—জড়, অতিশয় অপবিত্র এবং নশ্বর। এইরূপ আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিলে কোনরূপে শোকের অবকাশ থাকে না। পিতা বা পুত্র যদি মরে তাহা হইলে মূঢ়গণ নিজ শরীরে আঘাতপূর্ব্বক তাহার জন্য শোক করে। আর এই অসার সংসারে প্রিয়-বিয়োগ, জ্ঞাতিগণের বৈরাগ্য-জনক হয় এবং শান্তি সুখ প্রদান করে। এই জগতে যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে মৃত্যুও তাহার অনুগামী; অতএব জন্মীদিগের মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে অপরিহরণীয়; যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নহে, সেও ইহা জানে যে, সকল প্রাণিগণেরই উৎপত্তি বিনাশ স্ব-স্ব-কর্ম্মাধীন; তবে কেন বান্ধবদিগের জন্য শোক করে? যখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেকানেক সৃষ্টি অতীত হইয়াছে; সাগর সকলও বিশুষ্ক হয়; তখন আর এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনে আস্থা কি? চঞ্চল পত্রের প্রান্ত-লগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আয়ু অসময়েও ফুরাইয়া যায়; অতএব তাহাতে তোমার স্থায়িত্ব-বিশ্বাস কেন? দেহী, পূর্ব্বতন দেহে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলে পুনরায় দেহসম্পন্ন হয় এবং সেই দেহে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলে অন্য দেহ; এইরূপে আত্মার সর্ব্বদাই দেহ-বন্ধন হইতে থাকে। লোকে যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী ক্রমাগত জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবজাত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আত্মার মৃত্যু নাই; জন্ম নাই; বৃদ্ধি নাই; আত্মা—জন্ম প্রভৃতি ষড়্বিকার বর্জ্জিত; অনন্ত; সত্য; নির্ব্বিকল্প, জ্ঞান-স্বরূপ; আনন্দময়; বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী ও লয় রহিত। আত্মা—এক; প্রকৃতির পরবর্ত্তী; অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বত্র সমভাবে

ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা শোকং কুরু ক্রিয়াঃ।
তৈলদ্রোণ্যাঃ পিতুর্দেহমুদ্ধৃত্য সচিবৈঃ সহঃ।
কৃত্যং কুরু যথাশাস্ত্রমস্মাভিঃ কুলনন্দন॥ ১০৮
ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাদ্‌গুরুণা ভরতস্তদা।
বিসৃজ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎ ক্রিয়াম্
গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাগ্নের্যথাবিধি।
সংস্কৃত্য স পিতুর্দেহং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ১১০
একাদশেহহনি প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
ভোজয়ামাস বিবিধচ্ছতশোহথ সহস্রশঃ॥১১১
উদ্দিশ্য পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।
দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাম্বরাণি চ॥১১২
অবসৎ স্বগৃহে তত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বসিষ্ঠেন সহ ভ্রাত্রা মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ॥ ১১৩

রামেহরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকসুতা-
লক্ষ্মণাভ্যাং সুঘোরং,
মাতা মে রাক্ষসীব প্রদহতি হৃদয়ং
দর্শনাদেব সদ্যঃ।
গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং
দূরতোহপাস্য রাজ্যং,
রামং সীতাসমেতং স্মিতরুচিরমুখং
নিত্যমেবানুসেবে॥ ১১৪

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বসিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
রাজ্ঞঃ সভাং দেবসভাসন্নিভামবিশদ্বিভুঃ॥ ১
তত্রাসনে সমাসীনশ্চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ।
আনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহানুজম্॥ ২
অব্রবীদ্বচনং দেশকালোচিতমরিন্দমম্।
বৎস রাজ্যেহভিষেক্ষ্যামস্ত্বামদ্য পিতৃশাসনাৎ॥৩
কৈকেয্যা যাচিতং রাজ্যং ত্বদর্থে পুরুষর্ষভ।

অবস্থিত। আত্মাকে এইরূপে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য কর। হে কুলানন্দ! সচিবগণ সমভিব্যাহারে তৈল-দ্রোণী হইতে পিতৃদেহ তুলিয়া স্বয়ং ও আমাদিগের দ্বারা পিতার ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া সম্পাদন কর।” ৯৬—১০৮। সাক্ষাৎ গুরু বসিষ্ঠ এইরূপ বুঝাইলে, তখন ভরত, অজ্ঞানমূলক শোক পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি পিতৃকার্য্য করিলেন। বসিষ্ঠের যথাবিধি আদেশমত, বিধি-বিহিত-কর্ম্মানুসারে সাগ্নিক-পিতার দেহ সংস্কার করিয়া একাদশ দিবসে শত শত সহস্র সহস্র বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, সেই দিবসে পিতার স্বর্গ উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে বহুধন, বহুসহস্র গো, বহুগ্রাম, বিবিধ রত্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। তখন ভরত, রামকেই চিন্তা করত বসিষ্ঠ, ভ্রাতা-শত্রুঘ্ন এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া নিজ গৃহে উপবিষ্ট হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন;—রাম, জনক-নন্দিনী ও লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর অরণ্যে গমন করায়, রাক্ষসী-সদৃশী আমার জননী দৃষ্টিগোচর হইলেই তৎক্ষণাৎ হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে। আমি কৃতনিশ্চয় হইলাম,—সমগ্র রাজ্য দূরে পরিহার করিয়া অদ্যই অরণ্যে গমন করিব, তথায় গিয়া ঈষৎ হাস্যযোগে রুচির-বদন সীতাসমেত রামকে আমি নিত্য সেবা করিব। ১০৯—১১৪।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—প্রভু বসিষ্ঠ, মুনিগণের সহিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দেব সভা সদৃশ রাজসভাতে প্রবেশ করিলেন। তথায় দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় সেই মুনি আসনে আসীন হইয়া সানুজ ভরতকে আনয়ন-পূর্ব্বক সেইখানে উপবেশন করাইলেন; অনন্তর শত্রুসূদন ভরতকে দেশকালোচিত কথা বলিতে লাগিলেন,—“বৎস! তোমার পিতার অনুমতিবশতঃ আজ আমরা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা জ্ঞাত আছি; কৈকেয়ী তোমার জন্য

সত্যসন্ধো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ॥ ৪
অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভরতোঽপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে ॥ ৫
রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিঙ্করাঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥ ৬
অহং যূয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম্ ॥ ৭
কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে।
তচ্ছোভূতে গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্ ॥ ৮
শত্রুঘ্নসহিতস্তূর্ণং যূয়মায়াস্ত বা নবা।
রামো যথা বনে যাতস্তথাহং বল্কলাম্বরঃ ॥ ৯
ফলমূলকৃতাহারঃ শত্রুঘ্নসহিতো মুনে।
ভূমিশায়ী জটাধারী যাবদ্রামো নিবর্ত্ততে।
ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্তূষ্ণীমেবাবতস্থিবান্ ॥ ১০

সাধু সাধ্বিতি তং সর্ব্বে প্রশশংসুর্মুদা দ্বিজাঃ ॥ ১১
ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্ব্বসৈনিকাঃ।
অনুজগ্মুঃ সুমন্ত্রেণ নোদিতাঃ সাশ্বকুঞ্জরাঃ ॥ ১২
কৌশল্যাদ্যা রাজদারা বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
আবৃত্য ভুবং সর্ব্বে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ ॥ ১৩
শৃঙ্গবেরপুরং গত্বা গঙ্গাকূলে সমন্ততঃ।
উবাস মহতী সেনা শত্রুঘ্নপরিচোদিতা ॥ ১৪
আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমাগতো ভরতঃ কিল ॥ ১৫
পাপং কর্ত্তুং ন বা যাতি রামস্যাবিদিতাত্মনঃ।
গত্বা তদ্ধৃদয়ং জ্ঞেয়ং যদি তদ্‌দুস্তরিষ্যতি ॥ ১৬
গঙ্গাং নো চেৎ সমাকৃষ্য নাবস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ।
জ্ঞাতয়ো মে সমায়ত্তাঃ পশ্যন্তঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥
ইতি সর্ব্বান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ।
উপায়নান্যসংগৃহ্য বিবিধানি বহূন্যপি ॥ ১৮

রাজ্য যাচ্ঞা করেন; প্রথমে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হওয়ায় সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ তোমাকে তাহা দান করিয়াছেন। মুনিগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া আজ তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করুন।” তাহা শুনিয়া ভরতও বলিলেন,—“মুনিবর! রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? রামই রাজাধিরাজ, আমরা তাঁহার কিঙ্করমাত্র; আমি আপনারা এবং কৈকেয়ী রাক্ষসী ব্যতীত মাতৃগণ—আমরা সকলে আগামী কল্য প্রভাতে শীঘ্র রামকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিব। কৈকেয়ী আমার জননী হইলেও তাঁহাকে এখনই আমি বধ করিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে স্ত্রীহন্তা বলিয়া রঘুবর রাম আমাকে ক্ষমা করিবেন না। সে যাহা হউক, আপনারা আগমন করুন বা না করুন—অদ্য রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শত্রুঘ্নের সহিত আমি সত্বর পদব্রজে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। রাম যেরূপে বনে গিয়াছেন, হে মুনিবর! সেইরূপ শত্রুঘ্নসহ আমিও যাবৎ রাম প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাবৎ বল্কল পরিধান, ফলমূল ভোজন, ভূমিশয়ন ও জটা ধারণ করিয়া থাকিব।” ভরত এইরূপ স্থির করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। ১—১০। তখন সকলেই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে ভরত, রামকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলেন। সুমন্ত্রপ্রেরিত সৈন্যগণ, হস্তী অশ্ব সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নীগণ, বসিষ্ঠ-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সকলে পৃথিবী আবৃত করিয়া ভরতের পশ্চাতে পার্শ্বে ও সম্মুখে যথাযোগ্যভাবে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন-পরিচালিত সুবিশাল সেনাদল গঙ্গাতীরস্থিত শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করিল। ভরত আসিয়াছেন শুনিয়া গুহের মনে আশঙ্কা হইল যে, “ভরত বৃহৎ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে উপস্থিত; অবিদিত-বৃত্তান্ত শ্রীরামের অনিষ্ট করিতে যাইতেছেন না ত? যাহা হউক, যাইয়া তাঁহার মন বুঝিয়া আসি, যদি বিশুদ্ধ হন ত গঙ্গা পার হইতে পারিবেন, নতুবা আমার জ্ঞাতিগণ, সশস্ত্র ও সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত নৌকা সকল আকর্ষণ করিয়া রাখিবে।” ইহা সকলকে

প্রযযৌ জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং বহুভির্বিবিধায়ুধৈঃ।
নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমন্ততঃ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা ভরতমাসীনং সানুজং সহ মন্ত্রিভিঃ।
চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিণম্ ॥ ২০
রামমেবানুশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্।
ননাম শিরসা ভূমৌ গুহোঽহমিতি চাব্রবীৎ ॥ ২১
শীঘ্রমুত্থাপ্য ভরতো গাঢ়মালিঙ্গ্য সাদরম্।
পৃষ্ট্বানাময়মব্যগ্রঃ সখায়মিদমব্রবীৎ ॥ ২২
ভ্রাতস্ত্বং রাঘবেণাত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ।
রামেণালিঙ্গিতঃ সার্দ্রনয়নেনামলাত্মনা ॥ ২৩
ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি যত্ত্বয়া পরিভাষিতঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥ ২৪
যত্র রামস্ত্বয়া দৃষ্টস্তত্র মাং নয় সুব্রত।
সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদ্দর্শয়স্ব মে ॥ ২৫

ত্বং রামস্য প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রামং সাশ্রুবিলোচনঃ ॥ ২৬
গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি।
যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতম্ ॥ ২৭
সীতাভরণসংলগ্ন-স্বর্ণবিন্দুভিরঙ্কিতম্।
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ২৮
অহোঽতিসুকুমারী যা সীতা জনকনন্দিনী।
প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে ॥ ২৯
রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে।
সীতা রামেণ সহিতা দুঃখেন মম দোষতঃ ॥ ৩০
ধিঙ্মাং জাতোঽস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশিসমানতঃ
মন্নিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩১
অহোঽতি সফলং জন্ম লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
রামমেব সদান্বেতি বনস্থমপি হৃষ্টধীঃ ॥ ৩২
অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ।

আদেশ করিয়া গুহ ভরত-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গুহ নানাবিধ উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন বহুতর জ্ঞাতিগণের সহিত ভরত-নিকটে গিয়াছিলেন। ভরতের সম্মুখে সেই সকল উপঢৌকন স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অনন্তর দেখিলেন, সানুজ ভরত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া আসীন, তাঁহার পরিধানে চীর বস্ত্র, বর্ণ মেঘবৎ শ্যাম, মস্তকে জটাভাররূপ কিরীট; তিনি সর্ব্বদা "রাম রাম" ধ্বনি এবং রামের জন্যই শোক করিতেছেন; তখন তিনি ভূতললুণ্ঠিতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি গুহ।" ভরত তাঁহাকে শীঘ্র উঠাইয়া সাদরে গাঢ় আলিঙ্গন ও অনাময় প্রশ্ন করিলেন, অনন্তর ধীরভাবে সখাকে এই কথা বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! তুমি এইখানে রাঘবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিত ছিলে এবং নির্ম্মল-হৃদয় রাম, তোমাকে সজল নয়নে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ১১—২৩। তুমি যখন সীতা-লক্ষ্মণ-সঙ্গী—কমলদললোচন রামের সহিত কথোপকথন করিয়াছ, তখন তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছ। হে সুব্রত! তুমি প্রথম রামকে যেখানে দেখিতে পাইয়াছিলে, আমাকে সেইখানে লইয়া চল এবং রাম, সীতার সহিত যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখাও। তুমি ভাগ্যবান্ রামের প্রিয়তম ভক্ত।" এইরূপে ভরত অশ্রুপূর্ণ নয়নে বারবার রাম স্মরণ করত রাম রাত্রিতে যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, গুহের সহিত সেইখানে গমন করিলেন, এবং কুশাস্তৃত শয়নস্থল দর্শন করিলেন;—দেখিলেন,—কঠোর শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে জানকী-পরিহিত অলঙ্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ-খণ্ড তাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে। ভরত তদ্দর্শনে দুঃখ-সন্তপ্ত-চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন; ওঃ! অতি কোমলাঙ্গী জনকতনয়া সীতা যিনি প্রাসাদোপরি রত্নপর্য্যঙ্কে শুভ কোমলশয্যাতে রামের সহিত শয়ন করিতেন; তিনি আমারই দোষে রামের সহিত অতি ক্লেশে কুশশয্যায় শয়ন করিতেছেন কিরূপে? আমাকে ধিক্! যেহেতু আমি মূর্ত্তিমান্ পাপরাশি সদৃশ কৈকেয়ী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি; আমার জন্যই পরমাত্মা রামের এই ক্লেশ। ওঃ! মহাত্মা লক্ষ্মণের অতি সফল জন্ম, কারণ তিনি হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বদাই রামের অনুগত। যাঁহারা রামদাস, আমি যদি তাঁহা-

যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
ভ্রাতর্জানাসি যদি তৎকথয়স্ব মমাখিলম্।
যত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং গচ্ছাম্যানেতুমঞ্জসা ॥ ৩৪
গুহস্তং শুদ্ধহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সস্নেহমব্রবীৎ।
দেব ত্বমেব ধন্যোঽসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী ॥ ৩৫
রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াং লক্ষ্মণে তথা।
চিত্রকূটাদ্রিনিকটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥ ৩৬
মুনীনামাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সানুজঃ।
জানক্যা সহিতোনন্দাৎ সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥
তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্তুমিহার্হসি।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নাবঃ পঞ্চশতানি হ ॥ ৩৮
সমানয়ৎ সসৈন্যস্য তর্তুং গঙ্গাং মহানদীম্।
স্বয়মেবানিনায়ৈকাং রাজনাবং গুহস্তদা ॥ ৩৯
আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুঘ্নং রামমাতরম্।
বসিষ্ঠঞ্চ তথান্যত্র কৈকেয়ীং চান্যযোষিতঃ ॥ ৪০

তীর্ত্বা গঙ্গাং যযৌ শীঘ্রং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্যং ভরতঃ সানুজো যযৌ ॥
আশ্রমে মুনিমাসীনং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাষ্টাঙ্গমতিভক্তিতঃ ॥ ৪২
জ্ঞাত্বা দাশরথিং প্রীত্যা পূজয়ামাস মৌনিরাট্।
পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্কলধারিণম্ ॥ ৪৩
রাজ্যং প্রশাসতস্তেঽদ্য কিমেতদ্বল্কলাদিকম্।
আগতোঽসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্ ॥
ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সাশ্রুলোচনঃ।
সর্ব্বং জানাসি ভগবন্ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিত্তদনুগ্রহ এব মে ॥ ৪৫
কৈকেয্যা যৎকৃতং কর্ম্ম রামরাজ্যবিঘাতনম্ ॥ ৪৬
বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন।
ভবৎপাদযুগং মেঽদ্য প্রমাণং মুনিসত্তম ॥ ৪৭

দিগের দাস-দাস হই, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হয়; সংশয় নাই। ভাই! রাম যেখানে আছেন, তাহা জান যদি, তাহা হইলে সে সকল বিবরণ আমাকে বল; আমি তাঁহাকে সত্বর আনয়ন করিতে গমন করি। ২৪—৩৪। গুহ তাঁহাকে অকপটচিত্ত জানিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন,—“দেব! তুমিই ধন্য, যেহেতু কমল-দল-লোচন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতি তোমার ঈদৃশী ভক্তি! চিত্রকূট গিরিসন্নিধানে মন্দাকিনীর অনতিদূরে মুনিগণের আশ্রম-সমীপে রাম, অনুজ ও সীতার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; ফল-মূলাদির আতিশয্য প্রযুক্ত প্রভু তথায় সুখে আছেন। ‘অহো! আমরা সেখানে যাইব; এখন গঙ্গা পার হইতে হইবে’ এই বলিয়া তখন সসৈন্য ভরতের গঙ্গা মহানদী পার হইবার জন্য সত্বর গমনে পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করিলেন এবং গুহ আপনি একখানি রাজোচিত নৌকা আনয়ন করিলেন। তাহাতে ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা ও বশিষ্ঠকে এবং অন্য নৌকাতে কৈকেয়ী ও অপরাপর রাজপত্নী-দিগকে তুলিয়া নৌকা পার করিতে লাগিল।

ভরত সসৈন্যে শীঘ্র গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজা-শ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন; অনন্তর মহতী সেনা দূরে রাখিয়া অনুজ সমভিব্যাহারে আশ্রম প্রবেশ করিলেন। আশ্রম মধ্যে জ্বলন্ত অন-লের ন্যায় মুনিকে আসীন দেখিয়া, ভরত অতি ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে নমস্কার করি-লেন। মৌনাবলম্বিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ, তাঁহাকে দশ-রথনন্দন জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে জটাবল্কলধারী দেখিয়া, কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি রাজ্যশাসন করিতেছ; তোমার আজ এ বল্কলাদি কেন? এবং মুনিসেবিত অরণ্যেই বা আসিয়াছ কি জন্য?” ভরদ্বাজের কথা শুনিয়া ভরত অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন,—“হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, অতএব সকলই জানিতেছেন; তথাপি যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমার প্রতি অনুগ্রহমাত্র। ৩৫—৪৫। কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নজনক কার্য্য বা তাঁহার বনবাসাদি বিষয়ে যাহা কিছু করিয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। হে মুনিবর! আপনার চরণযুগলই আজ আমার

ইত্যুক্ত্বা পাদযুগলং মুনেঃ স্পৃষ্ট্বার্ত্তমানসঃ ।
জ্ঞাতুমর্হসি মাং দেব শুদ্ধো বাশুদ্ধ এব বা ॥ ৪৮
মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ রামে তিষ্ঠতি রাজনি ।
কিঙ্করোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রস্য শাশ্বতঃ ॥ ৪৯
অতো গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ রামস্য চরণান্তিকে ।
পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমর্প্যাত্রৈব রাঘবম্ ॥ ৫০
অভিষেক্ষ্যে বসিষ্ঠাদ্যৈঃ পৌরজানপদৈঃ সহ ।
নেষ্যেঽযোধ্যাং রমানাথং দাসঃ সেবেঽতিনীচবৎ
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ভরতস্য বচো মুনিঃ ।
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রশশংস সবিস্ময়ঃ ॥ ৫২
বৎস জ্ঞাতং পুরৈবৈতদ্ভবিষ্যং জ্ঞানচক্ষুষা ।
মা শুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥ ৫৩
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি সসৈন্যস্য তবানঘ ।
অদ্য ভুক্ত্বা সসৈন্যস্ত্বং শ্বো গন্তা রামসন্নিধিম্ ।
যথাজ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেতি ভরতোঽব্রবীৎ ॥ ৫৪
ভরদ্বাজস্তপঃ স্পৃষ্ট্বা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥ ৫৫
দধ্যৌ কামদুঘাং কামবর্ষিণীং কামদো মুনিঃ ।
অসৃজৎ কামধুক্ সর্ব্বং যথাকামমলৌকিকম্ ॥ ৫৬
ভরতস্য সসৈন্যস্য যথেষ্টঞ্চ মনোরথম্ ।
তথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তাস্তে সর্ব্বসৈনিকাঃ ॥ ৫৭
বসিষ্ঠং পূজয়িত্বাগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ।
পশ্চাৎ সসৈন্যং ভরতং তর্পয়ামাস যোগিরাট্ ॥ ৫৮
উষিত্বা দিনমেকন্তু আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে ।
অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতর্ভরদ্বাজং সহানুজঃ ।
ভরতস্তু কৃতানুজ্ঞঃ প্রযযৌ রামসন্নিধিম্ ॥ ৫৯
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্ ।
রামসন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রযযৌ ভরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬০
শত্রুঘ্নেন সুমন্ত্রেণ গুহেন চ পরন্তপঃ ।
তপাশ্রমগুলং সর্ব্বং বিচিন্বানো ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৬১

এই বিষয়ের প্রমাণ—এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে মুনিবরের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"হে দেব! আমি দোষী কি নির্দ্দোষ; ইহা আপনি স্থির করুন। ৪৮ হে স্বামিন্! রাম রাজা থাকিতে আমার রাজ্যে কাজ কি? আমি রামচন্দ্রের চির কিঙ্কর। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গিয়া শ্রীরামের পাদমূলে পতিত হইব; এবং রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পৌর-জানপদগণের সহিত আমি রাঘবকে বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা এইখানেই অভিষিক্ত করিব; এবং সেই রমাপতিকে অযোধ্যাতে লইয়া যাইব; এবং দাস আমি অতি বিনীতভাবে তাঁহার সেবা করিব।" মুনি ভরতের এই কথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক সবিস্ময়ে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—বৎস! আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পূর্ব্বেই এই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি; তুমি শোক করিও না, তুমি শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণ অপেক্ষা অধিক ভক্তিসম্পন্ন! হে অনঘ! আমি তোমার সসৈন্যে আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি; অদ্য সসৈন্যে আহারাদি করিয়া আগামী কল্য রাম-সমীপে গমন করিবে।" শুনিয়া ভরত বলিলেন,—আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই হইবে। ৪৬—৫৪। অভীষ্টদাতা মুনি ভরদ্বাজ আচমন করিয়া মৌনভাবে হোমগৃহে অবস্থিতি করত কামবর্ষিণী কামদুঘা ধেনুকে চিন্তা করিলেন। সেই কামধেনু ভরদ্বাজের কামনানুসারে অলৌকিক বস্তু সকল সৃজন করিল। সসৈন্য ভরতের যাহা অভিলষিত, সেই সকল অভীষ্ট বিষয় বর্ষণ করিল; তাহাতে সকল সৈন্যগণই পরিতৃপ্ত হইল। যোগিরাজ ভরদ্বাজ, শাস্ত্রদৃষ্ট প্রণালী অনুসারে অগ্রে বসিষ্ঠকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ সসৈন্য ভরতের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গসদৃশ আশ্রমে একদিন বাস করিয়া প্রাতঃকালে ভরত, অনুজ সমভিব্যাহারে মুনিকে অভি-বাদন করিলেন, পরে তাঁহার অনুমতি পাইয়া রাম সন্নিধানে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া সৈনিকগণকে দূরে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং পরন্তপ ভরত, শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র ও গুহ সমভিব্যাহারে রামদর্শনকাঙ্ক্ষায় রামা-শ্রম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সকল তপাশ্রমস্থান অন্বেষণ করত রাম-গৃহ দেখিতে না পাইয়া একে একে সকল স্থান হইতেই

অদৃষ্টা রামভবনপ্রপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলম্।
কুত্রাস্তে সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন রঘূত্তমঃ॥ ৭২
উচুঃ প্রে গিরেঃ পশ্চ দৃগঙ্গায়া উত্তরে তটে।
বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতম্॥ ৭৩
সুফলৈরাম্রপনসৈঃ কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্।
চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্বিপুলৈস্তথা॥৭৪
এবং দর্শিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোঽগ্রতঃ।
হর্ষাদ্যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মন্ত্রিণা সহ॥ ৭৫
দদর্শ দূরাদতিভাস্বরং শুভং
রামস্য গেহং মুনিবৃন্দসেবিতম্।
বৃক্ষাগ্রসংলগ্নসুবল্কলাজিনং
রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ॥ ৭৬

ইত্যষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নিবৃত্ত হইলেন। তখন ঋষি-সমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুবর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কোথায় আছেন?” তাঁহারা বলিলেন, “ঐ দেখ, সম্মুখে পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে মন্দাকিনীর উত্তর তীরে,—ফলবন্ত আম্র, পনস ও প্রচুর-পরিমাণ চম্পক, কোবিদার এবং পুন্নাগ-বৃক্ষে রমণীয়—কদলী তরুনিকরে আচ্ছন্ন—কাননমণ্ডিত নির্জ্জন রামগৃহ” এইরূপে মুনিগণদর্শিত রামাশ্রম সম্মুখদেশে অবলোকন করিয়া ভরত মন্ত্রিগণের সহিত আনন্দে রঘুবর-গৃহে যাইতে লাগিলেন। সানুজ ভরত, দূর হইতে দেখিলেন,—অতি সুপ্রভ মুনিগণ-নিষেবিত রাম-বাস-মনোহর শুভ রামাশ্রম। তত্রত্য বৃক্ষের শাখাগ্রভাগে উত্তম বল্কল ও চর্ম্ম আবদ্ধ রহিয়াছে। ৫৪—৭৬।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
অথ গত্বাশ্রমপদসমীপং ভরতো মুদা।
সীতারামপদৈর্যুক্তং পবিত্রমতিশোভনম্॥ ১
স তত্র বজ্রাঙ্কুশবারিজাঞ্চিত-
ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সর্ব্বতঃ।
দদর্শ রামস্য ভুবোঽতিমঙ্গলা-
ন্যচেষ্টয়ৎ পাদরজঃসু সানুজঃ॥ ২
অহো সুধন্যোঽহমমূনি রাম-
পাদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি।
পশ্যামি যৎপাদরজো বিমৃগ্যং
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্॥ ৩
ইত্যদ্ভুতপ্রেমরসাপ্লুতাশয়ো
বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবনে।
আনন্দজাশ্রুস্নপিতস্তনান্তরঃ
শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ॥ ৪
স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং
দূর্ব্বাদলশ্যামলমায়তেক্ষণম্।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর ভরত আনন্দে—সীতারামের পদ-চিহ্ন-সমন্বিত পবিত্র এবং অতিশয় শোভন শ্রীরামের আশ্রম-মণ্ডপ সমীপে গমন করিয়া তথায় পৃথিবীর অতি মঙ্গলকর ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-সরোজাদি রেখাসংযুত শ্রীরামের পদচিহ্ন সর্ব্বত্র দর্শন করিলেন; অনন্তর সেই সকল পদ-ধূলিতে অনুজের সহিত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন,—“আঃ! আমি অতীব ধন্য হইলাম। কারণ যদীয় পদধূলি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদগণের সতত অন্বেষণীয়, সেই শ্রীরামের চরণকমল-চিহ্নিত এই সকল ভূভাগ আমি নয়নগোচর করিতেছি।” এইরূপ অদ্ভুত প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত, রঘুনাথ-চিন্তামগ্ন ভরত, আনন্দাশ্রু দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করত ক্রমে শ্রীহরির আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—

জটাকিরীটং নববল্কলাম্বরং
প্রসন্নবক্তুং তরুণারুণদ্যুতিম্ ॥ ৫
বিলোকয়ন্তং জনকাত্মজাং শুভাং
সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজম্।
তমাভিদুদ্রাব রঘূত্তমং শুচা
হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥ ৬
রামস্তমাকৃষ্য সুদীর্ঘবাহু-
র্দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য সিষিঞ্চ নেত্রজৈঃ।
জলৈরথাঙ্কোপরি সন্নিবেশ্যৎ
পুনঃপুনঃ সম্পরিষস্বজে বিভুঃ ॥ ৭
অথ তা মাতরঃ সর্ব্বাঃ সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ।
রাঘবং দ্রষ্টুকামাস্তাস্তৃষার্ত্তা গৌর্যথা জলম্ ॥ ৮
রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য দ্রুতমুত্থায় পাদয়োঃ।
ববন্দে সাশ্রুণা পুত্রমালিঙ্গ্যাতীব দুঃখিতা ॥ ৯
ইতরাশ্চ তথা নত্বা জননী রঘুনন্দনঃ।
ততঃ সমাগতং দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ ধন্যোঽস্মীতি পুনঃপুনঃ ॥ ১০
যথার্হমুপবেশ্যাহ সর্ব্বানেব রঘূদ্বহঃ ॥ ১১
পিতা মে কুশলী কিংবা মাং কিমাহাতিদুঃখিতঃ।
বসিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন ॥ ১২
ত্বদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্।
রাম রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমার হ ॥ ১৩
শ্রুত্বা তৎকর্ণশূলাভং গুরোর্বচনমঞ্জসা।
হা হতোঽস্মীতি পতিতো রুদন্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
ততোঽনু রুরুদুঃ সর্ব্বা মাতরশ্চ তথাপরে।
হা তাত মাং পরিত্যজ্য ক্ব গতোঽসি ঘৃণাকর ॥
অনাথোঽস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়েদিতঃ
সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশম্ ॥ ১৬
বসিষ্ঠঃ শান্তবচনৈঃ শময়ামাস তং শুচম্।
ততো মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকল্মষাঃ ॥

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বিশাললোচন রাম তথায় বসিয়া আছেন; তাঁহার জটাভার কিরীটরূপে রহিয়াছে; নূতন বল্কল—পরিধান বসন; বদনমণ্ডল প্রসন্ন; তিনি তরুণ-অরুণের ন্যায় প্রভাময়ী শুভা জনক-তনয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সৌমিত্রি তদীয় চরণকমল সেবায় নিযুক্ত। ভরত তৎক্ষণাৎ শোকে ও হর্ষে রঘুবরের সম্মুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বর তদীয় চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। সুদীর্ঘবাহু রাম তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক নয়নজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু, তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তৃষ্ণার্ত্ত গবীগণ যেমন জল-সমীপে গমন করে, সেইরূপ রাঘবের মাতৃগণ সকলে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর সমাগত হইলেন। রাম, স্বীয় জননীকে অবলোকন করিবামাত্র দ্রুত উঠিয়া তদীয় পাদবন্দনা করিলেন, অতিশয় দুঃখিতা জননীও সজলনয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং রঘুনন্দন, অন্যান্য মাতৃগণকেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর মুনিপুঙ্গব বসিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বার বার বলিলেন,—"আমি ধন্য হইলাম।" ১—১০। ক্রমে রঘুবর, সকলকেই যথাযোগ্যরূপে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—"পিতা আমার কুশলী কি না? এবং অতি দুঃখিভাবে তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন।" বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন,—"হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা তোমার বিরহে সন্তপ্তচিত্ত হইয়া তোমাকেই চিন্তা করত 'রাম' 'রাম' 'সীতা' ও 'লক্ষ্মণ' বলিতে বলিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। কর্ণশূল-তুল্য সেই গুরুবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রাম-লক্ষ্মণ রোদন করত 'হা হতোস্মি" বলিয়া পতিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ মাতৃগণ এবং অন্যান্য লোকে রোদন করিয়া উঠিল। 'হা পিতঃ! হা দয়াসাগর! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে; হে মহাবাহো! আমি অনাথ হইলাম; ইহার পর আমাকে আর পালন করিবে কে?" ইত্যাদি বলিয়া রাম, বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ, ইহা হইতে অতিরিক্তভাবে বিলাপ করিলেন। বসিষ্ঠ, সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাদিগের শোকশান্তি

স্নাত্বা দত্ত্বা জলং তত্র সর্ব্বে তে জলকাঙ্ক্ষিণে।
পিণ্ডান্নির্ব্বাপয়ামাস রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ। ১৮
ইঙ্গুদীফলপিণ্যাক-রচিতান্মধুসংযুতান্।
বয়ং যদন্নাঃ পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ। ১৯
ইতি দুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ।
সর্ব্বে রুদিত্বা সুচিরং স্নাত্বা জগ্মু র্যথাশ্রমম্ ॥২০
তস্মিংস্তু দিবসে সর্ব্বে উপবাসং প্রচক্রিরে।
ততঃ পরেহ্ন্যবিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে।
উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ ॥২১
রাম রাম মহাভাগ স্বাত্মানমভিষেচয়। ২২
রাজ্যং পালয় পিত্র্যন্তে জ্যেষ্ঠস্ত্বং মে পিতা তথা
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎপ্রজাপরিপালনম্। ২৩
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈঃ পুত্রানুৎপাদ্য তন্তবে।
রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনম্।
ইদানীং বনবাসস্য কালো নৈব প্রসীদ মে।
মাতুর্ম্মে দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ স্মর্ত্তুং নার্হসি পাহি নঃ।
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ।
রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্দণ্ডবৎপতিতো ভুবি ॥২৬
উত্থাপ্য রাঘবঃ শীঘ্রমারোপ্যাঙ্কেঽতিভক্তিতঃ।
উবাচ ভরতং রামঃ স্নেহার্দ্রনয়নঃ শনৈঃ। ২৭
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যত্তথৈব তৎ।
কিন্তু মামব্রবীত্তাতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ। ২৮
উষিত্বা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ।
ইদানীং ভরতায়েদং রাজ্যং দত্তং ময়াখিলম্ ॥২৯
ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তবৈব হি।
দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ। ৩০
অতঃ পিতুর্বচঃ কার্য্যমাবাভ্যামতিযত্নতঃ।
পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে।
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩১

করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা মন্দাকিনীতে গমনপূর্ব্বক স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন এবং সকলেই জলাভিলাষী রাজার উদ্দেশে জলদান করিলেন। লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহৃত রাম "আমাদিগের যাহা অন্ন আমাদিগের পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন—ইহা স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত" এই কথা বলিয়া দুঃখে অশ্রুপূর্ণনয়নে ইঙ্গুদী-ফলের পিণ্যাক দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড মধুসিক্ত করিয়া পিতৃ-উদ্দেশে দান করিলেন। অনন্তর পুনরায় স্নান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। অন্যান্য সকলে অনেকক্ষণ রোদন করিয়া স্নান করিল, পশ্চাৎ আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সেই দিনে সকলেই উপবাস করিল, অনন্তর পরদিন মন্দাকিনীর নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া সমাগত ভরত, উপবিষ্ট শ্রীরামকে বলিলেন,—১১—২১। "হে রাম! হে মহাভাগ রাম! আপনি আপনাকে অভিষিক্ত করান; আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনি পালন করুন; আমার আপনি জ্যেষ্ঠ; অতএব পিতৃতুল্য। আর দেখুন; প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, বংশের জন্ম পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্যে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা এই সকল কার্য্যের পর বনগমন করিবেন; এখন আপনার বনবাসের সময় নহে। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার মে কিছু অকার্য্য হইয়াছে, তাহা আর স্মরণ করিবেন না। আমাদিগকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভ্রাতার চরণযুগল মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ রাম-সম্মুখে ভূতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। রাঘব ভরতকে অতি অনুরাগ সহকারে উঠাইয়া কোলে বসাইলেন। অনন্তর স্নেহার্দ্র নয়নে শনৈঃ শনৈঃ বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! শুন; তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন; চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস করিয়া পশ্চাৎ নগরে প্রবেশ করিও। এখন আমি সমগ্র রাজ্য ভরতকে দিলাম; অতএব পিতা যে তোমাকেই রাজ্য দিয়া গিয়াছেন;—ইহা সুব্যক্ত প্রকাশ আছে; এবং আমাকে পিতা দণ্ডকারণ্য রাজ্য প্রদান করিয়াছেন; অতএব তোমার ও আমার—আমাদিগের দুই জনেরই অতি যত্নে পিতৃবাক্য পালন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনভাবে থাকে; সে জীবন্মৃত; এবং দেহান্তে নরকে

তস্মাদ্রাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দণ্ডকপালকাঃ।
ভরতস্ত্বব্রবীদ্রামং কামুকো মূঢ়ধীঃ পিতা॥ ৩২
স্ত্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি।
তৎ সত্যমিতি ন গ্রাহ্যং ভ্রান্তবাক্যং যথা সুধীঃ॥
রাম উবাচ।
ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং তস্মৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ॥
অসত্যাদ্ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি।
করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং তস্মৈ প্রতিশ্রুতম্॥
কথং বাচামহং কুর্য্যামসত্যাং রাঘবো হি সন্।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য রামস্য ভরতোঽব্রবীৎ॥ ৩৬
তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত।
চতুর্দ্দশ সমাস্ত্বন্তু রাজ্যং কুরু যথাসুখম্॥ ৩৭
পিত্রা দত্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ।
ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্য্যামসত্যং পূর্ব্ববৎ স্থিতম্॥ ৩৮
ভরত উবাচ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা।
নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্॥
ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তীর্য্য চাতপে।
মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাঙ্মুখোপবিবেশ সঃ॥ ৪০
ভরতস্যাপি নির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ।
নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ॥ ৪১
একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ।
বৎস গুহ্যং শৃণুম্বেদং মম বাক্যাৎ সুনিশ্চিতম্॥
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা।
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ॥ ৪৩
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্ব্বদা॥
রাবণং হন্তুকামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।

গমন করে। ২২—৩১। অতএব তুমি রাজ্য শাসন কর; আমি দণ্ডকারণ্য পালন করিতেছি।" ভরত রামকে বলিলেন,—"সুবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন ভ্রান্তের বাক্য গ্রহণ করেন না; সেইরূপ পিতা—কামুক স্ত্রীর বশতাপন্ন মূঢ়বুদ্ধি ভ্রান্তচিত্ত উন্মত্ত অবস্থায় যাহা বলিবেন, তাহাও কি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে?" রাম কহিলেন,—"পিতা, স্ত্রীবশ, কামুক, অথবা মূঢ়বুদ্ধি হইয়া ইহা বলেন নাই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তাই ভয়ে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞাত বর—কৈকেয়ীকে দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভয় আর কিছুতেই নহে, মহৎ ব্যক্তিদিগের সত্যচ্যুতিই নরক হইতেও অধিক ভয়। আর আমিও 'সত্য ইহা করিব' বলিয়া কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। আমি যাহা বলিয়াছি, রঘুবংশোৎপন্ন হইয়া তাহা অসত্য করিব কিরূপে?" রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বলিলেন,—"হে সুব্রত! তবে আমিই আপনার প্রতিনিধি হইয়া আপনারই স্থায় চীরবসন পরিধানপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিব, আপনি যথাসুখে রাজ্য করুন।" রাম বলিলেন,—"পিতা, তোমাকেই এই রাজ্য দিয়াছেন এবং আমাকে বন দিয়াছেন; যদি আমি তাহার বৈপরীত্য করি, তাহা হইলে ইহাতেও পূর্ব্ববৎ সত্যচ্যুতি দোষ রহিয়া গেল।" ভরত বলিলেন—"তবে আমিও বনে আসিব; লক্ষ্মণের স্থায় আমিও আপনার সেবা করিব। নতুবা প্রায়োপবেশন করিয়া এই দেহত্যাগ করিব মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং ঐ নিশ্চিত কথা প্রকাশ করিয়া রৌদ্রে কুশদল বিছাইলেন ও পূর্ব্বমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। ৩২—৪০। ভরতের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া রাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন রঘুনন্দন, কটাক্ষ দ্বারা গুরুকে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ নির্জ্জনে ভরতকে বলিলেন,—"বৎস! আমার বাক্যে সুনিশ্চিত গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ কর; রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, পূর্ব্বে রাবণবধের জন্ম ব্রহ্মা প্রার্থনা করাতে দশরথতনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যোগমায়াও সীতা নামে জনকতনয়া হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আর অনন্তদেবও লক্ষ্মণরূপে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বদা রামের অনুগামী আছেন। অতএব রাবণ বধ করিতে ইচ্ছুক

কৈকেয়্যা বরদানাদি যদ্যন্নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ৪৫
সর্ব্বং দেবকৃতং নো চেদেবং সা ভাষয়েৎ কথম্।
তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত রামস্য বিনিবর্ত্তনে ॥ ৪৬
নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরম্।
রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি ॥ ৪৭
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ভরতো বিস্ময়ান্বিতঃ।
গত্বা সমীপং রামস্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৪৮
পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পূজিতে।
তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব ॥ ৪৯
ইত্যুক্তা পাদুকে দিব্যে যোজয়ামাস পাদয়োঃ।
রামস্য তে দদৌ রামো ভরতায়াতিভক্তিতঃ ॥ ৫০
গৃহীত্বা পাদুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে।
রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
ভরতঃ পুনরাহেদং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা।
নবপঞ্চসমান্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ॥ ৫২
নাগমিষ্যসি চেদ্রাম প্রবিশামি মহানলম্।
বাঢ়মিত্যেব তং রামো ভরতং সন্ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৫৩
সসৈন্যঃ সবসিষ্ঠশ্চ শত্রুঘ্নসহিতঃ সুধীঃ।
মাতৃভির্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫৪
কৈকেয়ী রামমেকান্তে প্রবহন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যবিঘাতনম্ ॥৫৫
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিতচেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥ ৫৬
ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধ্বসাধু বা ॥
ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্।
যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥ ৫৮
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী।
ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥ ৫৯

হইয়া ইঁহারা তিন জনে বনে যাইবেন, সংশয় নাই। কৈকেয়ী, বর প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন, তৎসমস্তই দেবকৃত; নতুবা এরূপ বলা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবে? অতএব বাবা! রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর; সৈন্যগণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চল; শ্রীরাম শীঘ্রই রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃতুল্য কতিপয় বন্ধুর সহিত নগরে প্রত্যাগত হইবেন। গুরুর এই কথা শুনিয়া ভরত বিস্মিত হইলেন, এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামসমীপে গমন করিয়া বলিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! রাজ্যপালন-সামর্থ্য লাভের জন্য জগৎপূজিত ভবদীয় পাদুকা-যুগল আমাকে দান করুন। আপনার আগমন যাবৎ, তাহার সেবা করিব। এই বলিয়া এক যোড়া দিব্য পাদুকা—শ্রীরামের পদদ্বয়ে পরাইয়া দিলেন। রাম, ভরতকে তাহা দান করিলেন। ৪১—৫০। ভরত সেই রত্নভূষিত দিব্য পাদুকাযুগল, অতি ভক্তি ভাবে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন ও বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন. ভরত পুনরায় গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"রাম! চতুর্দ্দশবৎসর শেষে পঞ্চদশবৎসরের প্রারম্ভ দিবসে, যদি আপনি আগমন না করেন, তাহা হইলে কিন্তু মহানলে প্রবেশ করিব।" রাম "আচ্ছা" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন সুবুদ্ধি ভরত,—মাতৃগণ, বসিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন ও সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপক্রম করিলেন। তখন কৈকেয়ী, নয়ন-জলধারাভিষিক্ত হইতে হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে নির্জ্জনে বলিলেন,—"আমি দুষ্ট-বুদ্ধি; তোমার মায়ায় মোহিত-চিত্ত হইয়া তোমার রাজ্যবিঘ্ন করিয়াছি, আমার দৌরাত্ম্য মার্জ্জনা কর, ক্ষমাই সাধুগণের সার বস্তু। তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণু; মায়ামনুষ্যরূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ। তোমার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াই লোকে ভাল মন্দ কাজ করে। এই জগৎ তোমার অধীন; নতুবা স্বভাবতঃ অস্বাধীন এই জগৎ কি করিতে পারে? যেমন বাজিকরের ইচ্ছায় গুপ্তসূত্র পরিচালনায়, নর্ত্তকী পুত্তলী নাচিতে থাকে, সেইরূপ বিচিত্র-রূপধারিণী মায়া তোমার অধীনা হইয়াই নাচিতেছে। যে

[illegible] ।
অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥
পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোঽস্তু তে ।
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরম্ ॥ ৬১
ত্বজ্জ্ঞানামলখড়্গেন ত্বামহং শরণং গতা ।
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥
যদাহ মাং মহাভাগে নানৃতং সত্যমেব তৎ ।
ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা ॥ ৬৩
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ।
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ ।
অহং সর্ব্বত্র সমদৃগ্দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা ॥ ৬৫
নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোঽনুভজাম্যহম্ ।
মন্মায়ামোহিতধিয়ো মামম্ব মনুজাকৃতিম্ ॥ ৬৬

সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ ।
দিষ্ট্যা মদ্গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্ ।
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ ।
ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া ॥ ৬৮
প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদান্বিতা ।
ভরতস্তু সহামাত্যৈর্মাতৃভির্গুরুণা সহ ॥ ৬৯
অযোধ্যামগমচ্ছীঘ্রং রামমেবানুচিন্তয়ন্ ।
পৌরজানপদান্ সর্ব্বানযোধ্যায়ামুদারধীঃ ।
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং নন্দিগ্রামং যযৌ স্বয়ম্ ॥ ৭০
তত্র সিংহাসনে নিত্যং পাদুকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥
পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ।
রাজোপচারৈরখিলৈঃ প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ ॥ ৭২
ফলমূলাশনো দান্তো জটাবল্কলধারকঃ ।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ৭৩
রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে ।

রিপুদমন ! তুমিই দেবকার্য্য করিবার জন্য আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে বলিয়া আমি পাপ-মনে পাপ কর্ম্ম করিয়াছি । তুমি দেবগণেরও অগোচর ; কিন্তু আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি । ৫১—৬০ । হে বিশ্বেশ্বর ! হে অনন্ত ! হে জগন্নাথ ! আমাকে পরিত্রাণ কর ; তোমাকে নমস্কার, তোমার স্বরূপ-জ্ঞানরূপ শাণিত-খড়্গ দ্বারা ধনপুত্রাদি স্থিত মদীয় স্নেহ-ময় পাশ ছেদন কর ; আমি তোমার শরণাগত হইলাম ।” কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন,—“হে মহাভাগে ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা মিথ্যা নহে, সত্যই । দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্ত্তিত কথাই তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে ; ইহাতে তোমার দোষ কি ? যাও তুমি, প্রতিদিন, নিরন্তর, আমাকে মনে মনে ভাবনা কর গিয়া, আমার প্রতি গাঢ়-ভক্তিবশতঃ সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হইয়া অচিরে মুক্তি লাভ করিবে । আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী ; যেমন মায়াবী-ব্যক্তির, নিজ মায়াকৃত বস্তুতে দ্বেষ বা প্রীতি থাকে না, সেইরূপ আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, যে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাহাকে ভজনা করি । মা ! মদীয় মায়ামোহিত জনগণ, মনুষ্য-রূপী আমাকে সুখদুঃখাদির অনুগত বলিয়া জানে, বাস্তবিকরূপে জানে না । আমার স্বরূপ-জ্ঞান ভাগ্যক্রমে তোমার হইয়াছে ; ইহা সর্ব্ব-ভয়-নাশক । আমাকে স্মরণ করত গৃহে অবস্থিতি কর গিয়া, কর্ম্ম-লিপ্ত হইবে না ।” এইরূপ কথিত হইয়া কৈকেয়ী আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে রামকে শত শত বার ভূতলে প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন । ভরত রামকেই চিন্তা করত অমাত্যগণ, মাতৃগণ ও গুরুর সহিত শীঘ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন । উদার-বুদ্ধি ভরত, নগরবাসী ও জনপদ-বাসী সকলকে যথাযোগ্য-রূপে অযোধ্যা প্রদেশে স্থাপন করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে যাই-লেন । ৬১—৭০ । তথায় পাদুকাযুগল সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিয়া রামের ন্যায় উঁহাকেও গন্ধ পুষ্প অক্ষত প্রভৃতি এবং রাজ-যোগ্য নিখিল উপকরণ দ্বারা ভক্তিভাবে নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন । তখন ভরত শত্রুঘ্ন নিয়তব্রত, ফল-মূলভোজী, জিতেন্দ্রিয় ও জটা-বল্কলধারী হইলেন, ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন ; প্রত্যহ এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিতে লাগিলেন । ভূতলের যাবদীয়

তানি পাদুকয়োঃ সম্যক্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥ ৭৪
গণয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মমুনির্যথা ॥ ৭৫
রামস্তু চিত্রকূটাদ্রৌ বসন্ মুনিভিরাবৃতঃ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কিঞ্চিৎকালমুপাবসৎ ॥ ৭৬
নাগরাশ্চ সদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ।
চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৭৭
দৃষ্ট্বা তজ্জনসম্বাধং রামস্ত্যাজ তং গিরিম্।
দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যনুচিন্তয়ন্ ॥ ৭৮
অযগাৎ সীতয়া ভ্রাত্রা হ্যত্রেরাশ্রমমুত্তমম্।
সর্ব্বত্র সুখসংবাসং জনসম্বাধবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৯
গত্বা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনম্।
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ রামোঽহমভিবাদয়ে ॥ ৮০
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতঃ।
বনবাসমিষেণাপি ধন্যোঽহং দর্শনাত্তব ॥ ৮১

শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরম্।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥ ৮২
বন্যৈঃ ফলৈঃ কৃতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘূত্তমম্।
সীতাং চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সন্তুষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮৩
ভার্য্যা মেঽতীব সংবৃদ্ধা হ্যনসূয়েতি বিশ্রুতা।
তপশ্চরন্তী সুচিরং ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবৎসলা ॥ ৮৪
অন্তস্তিষ্ঠতি তাং সীতা পশ্যত্বরিনিসূদন।
তথেতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৮৫
গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে।
তথেতি রামবচনং সীতাং চাপি তথাকরোৎ ॥ ৮৬
দণ্ডবৎ পতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টধীঃ।
অনসূয়া সমালিঙ্গ্য বৎসে সীতেতি সাদরম্ ॥ ৮৭
দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে দ্বে নির্ম্মিতে বিশ্বকর্ম্মণা।
দুকূলে দ্বে দদৌ তস্যৈ নির্ম্মলে ভক্তিসংযুতা ॥ ৮৮
অঙ্গরাগঞ্চ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা।

রাজকার্য্য উপস্থিত হইত, রাঘব, ভরত তৎসমস্তই পাদুকাসমীপে নিবেদন করিতেন। রামের আগমন-আকাঙ্ক্ষায় দিবস গণনা করত শ্রীরামে চিত্ত অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাম, মুনিগণে পরিবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করত কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু রাম,—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূটে আছেন, ইহা জানিয়া নগরবাসিগণ, রামদর্শনে প্রবল অভিলাষে সর্ব্বদা তথায় গমন করিত। তাহাতে বহুলোক-সমাগমে জনসমপীড়া হইতেছে দেখিয়া এবং দণ্ডকারণ্য গমনের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা করিয়া রাম সেই গিরি পরিত্যাগ করিলেন। সীতা এবং ভ্রাতা সমভিব্যাহারে অত্রি-ঋষির জনসঙ্কুলতা-শূন্য উৎকৃষ্ট আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রমের সর্ব্বত্রই সুখে বাস করা যায়। গিয়া, তপোবন উদ্ভাসিত করত উপবিষ্ট মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“আমি রাম, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; পিতৃআজ্ঞা-মাথায় করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি; এই বনবাসচ্ছলেও আপনার দর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। ৭১—৮১। মুনি রামের কথা শ্রবণ করিলেন; এবং রামকে পরাৎপর নারায়ণ জানিয়া পরম ভক্তিসহকারে যথাবিধি পূজা করিলেন। মুনি, বন্য-ফল দ্বারা কৃত অতিথি-সৎকার লাভ করিয়া উপবিষ্ট রঘুবর, সীতা ও লক্ষ্মণকে সন্তুষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—“আমার ভার্য্যা অনসূয়া নামে বিখ্যাত; অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছেন; অনেককাল তপস্যা করিতেছেন; তিনি ধর্ম্মজ্ঞা এবং ধর্ম্মে প্রীতিমতী, হে শত্রুসূদন! তিনি আশ্রমের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সহিত সীতার সাক্ষাৎ করা উচিত।” “যে আজ্ঞা,” বলিয়া কমললোচন রাম জানকীকে বলিলেন,—“হে শুভে! যাও, দেবীকে নমস্কার করিয়া পুনরায় শীঘ্র এখানে আইস।” সীতা, “অবশ্য” বলিয়া রাম-বাক্য স্বীকার করত তাহা করিলেন। অনসূয়া সম্মুখে সীতাকে সাষ্টাঙ্গে পতিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে “বৎসে! সীতে!” এই কথা বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। শুভাননা অনসূয়া, ভক্তি-ভাবে সীতাকে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, নির্ম্মল বস্ত্রযুগল এবং দিব্য অঙ্গরাগ

ন ত্যক্ষ্যতেঽঙ্গরাগেণ শোভাং স্বাং কমলাননে ॥
পাতিব্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি।
কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহম্ ॥ ৯০
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং রামং সীতাসমন্বিতম্।
লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯১

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত-
স্তত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥ ৯২
ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

দান করিলেন এবং বলিলেন,—"হে কমলাননে! এই অঙ্গরাগপ্রভাবে কখনই তুমি শোভাহীনা হইবে না। হে জানকি! পাতিব্রত্যে আদর করত রামের অনুগামিনী হও; রাঘব তোমার সহিত কুশলে কুশলে পুনরায় গৃহে প্রতিগমন করুন।" রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে উপযুক্ত মতে ভোজন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

'রাম হে! তুমিই জগৎ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষার জন্য দেবতা, মনুষ্য এবং তির্য্যক্ প্রাণী প্রভৃতির দেহ ধারণ করিয়া থাক। কিন্তু তুমি দেহ-গুণে লিপ্ত নহ; অখিল-জনমোহিনী মায়াও তোমার নিকট ভয় পান।" ৮২—৯২।

নবমাধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তঞ্চেদমযোধ্যাকাণ্ডম্।

অরণ্যকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ।
স্নাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রস্থানায়োপচক্রমে ॥ ১
মুনে গচ্ছামহে সর্ব্বে মুনিমণ্ডলমণ্ডিতম্।
বিপিনং দণ্ডকং যত্র ত্বমাজ্ঞাতুমিহার্হসি ॥ ২
মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রহস্যাত্রির্মহাযশাঃ ॥ ৩
সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ।
তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ ॥ ৪
ইতি শিষ্যান্ সমাদিশ্য স্বয়ং কিঞ্চিত্তমন্বগাৎ।
রামেণ বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥৫
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদর্শ মহতীং নদীম্।
অত্রেঃ শিষ্যানুবাচেদং রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬
নদ্যাঃ সন্তরণে কশ্চিদুপায়ো বিদ্যতে ন বা।
ঊচুস্তে বিদ্যতে নৌকা সুদৃঢ়া রঘুনন্দন ॥ ৭
তারয়িষ্যামহে যুষ্মান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ।
ততো নাবি সমারোপ্য সীতাং রাঘবলক্ষ্মণৌ ॥ ৮
ক্ষণাৎ সন্তারয়ামাসুর্নদীং মুনিকুমারকাঃ।
রামাভিনন্দিতাঃ সর্ব্বে জগ্মুরত্রেরথাশ্রমম্ ॥ ৯
তাবেত্য বিপিনং ঘোরং ঝিল্লীঝঙ্কারনাদিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণম্ ॥ ১০
রাক্ষসৈর্ঘোররূপৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্।
প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১১
ইতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে।
ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর রঘুনন্দন, অত্রি-আশ্রমে সেই দিন অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্নান করিবার পর মুনির নিকট বিদায় লইয়া গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বলিলেন,—"মুনিবর! মুনিমণ্ডল-মণ্ডিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি, আপনি এ বিষয় অনুমতি করুন এবং পথ প্রদর্শনের জন্য শিষ্যবর্গকে আদেশ করুন।" মহাযশা অত্রি, রাম-বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তুমি সকলের পথ-প্রদর্শক; তোমার আবার পথ-প্রদর্শক হইবে কে? তথাপি তুমি এখন লোক-ব্যবহারানুবর্ত্তী বলিয়া তোমার পথ দেখাইব।" পরে, শিষ্যগণকে পথ-প্রদর্শনে আদেশ করিয়া কিছুদূর অত্রি স্বয়ং তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর রাম, প্রীতিভরে অনুগমন করিতে নিষেধ করিলে, অত্রি স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। কমললোচন রাম তথা হইতে একক্রোশ মাত্র গমন করিয়া মহতী নদী—দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া অত্রি-শিষ্যদিগকে বলিলেন,—"নদী সন্তরণে কোন উপায় আছে কিনা।" তাহারা বলিল,—"হে রঘুনন্দন সুদৃঢ় নৌকা আছে, আমরা তোমাদিগকে ক্ষণমধ্যে এই নদী পার করাইব।" অনন্তর মুনিকুমারগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদী পার করিয়া দিল। পরে রামের নিকট সানন্দে বিদায় পাইয়া তাহারা সকলেই অত্রির আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ঝিল্লীগণের ঝঙ্কাররবে নিনাদিত, বিবিধ মৃগগণে আকীর্ণ, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তু দ্বারা ভীষণ, বিকটাকার-রাক্ষসগণের লীলাভূমি, ঘোরতর লোমহর্ষণ অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই ঘোরবনে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ইহার পর যত্ন সহকারে আমার সহিত গমন করিতে হইবে। শরাসন গুণযুক্ত করিয়া শরনিকর করতলে ধারণ করত আমি অগ্রে গমন করি, পশ্চাতে শরাসন হস্তে

অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্বমন্বেহি ধনুর্ধরঃ ॥ ১২
আবয়োর্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ ॥ ১৩
চক্ষুশ্চারয় সর্ব্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ।
বিদ্যতে দণ্ডকারণ্যে শ্রুতপূর্ব্বমরিন্দম ॥ ১৪
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ জগ্মতুঃ সার্দ্ধযোজনম্।
তত্রৈকা পুষ্করিণ্যাস্তে কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ॥ ১৫
অম্বুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত।
তৎসমীপমথো গত্বা পীত্বা তৎসলিলং শুভম্ ॥১৬
ঊচুস্তে সলিলাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ।
ততো দদৃশুরায়ান্তং মহাসত্ত্বং ভয়ানকম্ ॥ ১৭
করালদংষ্ট্রবদনং ভীষয়ন্তং স্বগর্জ্জিতৈঃ।
বামাংসে ন্যস্তশূলাগ্রগ্রথিতানেকমানুষম্ ॥ ১৮
ভক্ষয়ন্তং গজব্যাঘ্রমহিষং বনগোচরম্।
জ্যারোপিতং ধনুর্ধৃত্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১৯
পশ্য ভ্রাতর্মহাকায়ো রাক্ষসোঽয়মুপাগতঃ।
আয়াত্যভিমুখং নোঽগ্রে ভীরূণাং ভয়মাবহন্ ॥
সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ॥ ২১
স তু দৃষ্ট্বা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা।
অট্টহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২২
কৌ যুবাং বাণতূণীরজটাবল্কলধারিণৌ।
মুনিবেশধরৌ বালৌ স্ত্রীসহায়ৌ সুদুর্ম্মদৌ ॥ ২৩
সুন্দরৌ বত মে বক্ত্রপ্রবিষ্টকবলোপমৌ।
কিমর্থমাগতৌ ঘোরং বনং ব্যালনিষেবিতম্ ॥ ২৪
শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ স্ময়মান উবাচ তম্।
অহং রামস্ত্বয়ং ভ্রাতা লক্ষ্মণো মম সম্মতঃ ॥ ২৫
এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বয়মাগতাঃ।
পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য শিক্ষণার্থং ভবাদৃশাম্ ॥২৬

তুমি আমার অনুগমন কর। ১—১২। মায়া যেমন আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তিনী, সেইরূপ সীতা আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া গমন করুন্। চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ কর। এখানে অতিশয় রাক্ষসভয় বুঝিতে পারিতেছি। এবং হে শত্রুদমন! দণ্ডকারণ্যে যে রাক্ষসভয় আছে, তাহা আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি। এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা সার্দ্ধযোজন পথ গমন করিলেন। তথায় কহ্লার, কুমুদ, পদ্ম কহ্লার এবং কমলবনে শোভিত শীতলজলে পরিপূর্ণ এক পুষ্করিণী আছে, দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার নির্ম্মল সলিল পান করিলেন। অনন্তর জলের নিকট তীর-তরুর ছায়াতলে ক্ষণকাল উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত বিকটাকার এক রাক্ষস আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহার বদন—ভীষণ দশন-রাজি-পরিপূর্ণ, সে নিজগর্জ্জনে সমস্ত প্রাণী-দিগকে ভীত করিতেছিল। তাহার বাম-স্কন্ধস্থাপিত শূলে বহুতর মানুষ গ্রথিত ছিল; এবং সে অরণ্যচর হস্তী, ব্যাঘ্র এবং মহিষ সকলকে ভক্ষণ করিতেছিল। তখন রাম জ্যারোপিত শরাসন ধারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন,—‘ঐ দেখ ভাই! ভীরুগণের ভয়াবহ মহাকায় রাক্ষস আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছে! উপস্থিত হইল আর কি? তুমি শরাসন সজ্জিত করিয়া অবস্থান কর। জনক-নন্দিনি! ভয় পাইওনা।” রামচন্দ্র এই বলিয়া শর গ্রহণপূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থিত হই-লেন। ১৩—২১। তখন সেই রাক্ষস,—সীতাপতি লক্ষ্মণ এবং সীতাকে অবলোকন করিয়া অট্ট হাস্য করিল এবং ভয়ঙ্কর ভাবে এই কথা বলিতে লাগিল,—“কে তোমরা দুই-জন সুদুর্ম্মদ বালক? দেখিতেছি, শরতূণীর ও জটাবল্কল ধারণ করিয়াছ এবং মুনিবেশে সজ্জিত; অথচ সঙ্গে রমণীও রহিয়াছে! আহা! তোমরা কি সুন্দর! আমার মুখপ্রবিষ্ট গ্রাসের সদৃশ! তোমরা কি জন্য এই হিংস্রসঙ্কুল ঘোর বনে আসিয়াছ?” রামচন্দ্র রাক্ষসের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলি-লেন,—“আমি রাম; ইনি আমার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ; আর ইনি আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা। আমরা পিতৃবচনের সম্মান রক্ষা করত ভবাদৃশ দুষ্টগণের দণ্ড দিবার জন্য বনে আসিয়াছি।’

ৎত্বা ত্বদ্রামবচনমট্টহাস্তমথাকরোৎ।
াদায় বক্তুং বাহুভ্যাং শূলমাদায় সত্বরঃ॥ ২৭
াং ন জানাসি রাম ত্বং বিরাধং লোকবিশ্রুতম্
ত্ত্রাসান্মুনয়ঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা বনমিতো গতাঃ॥ ২৮
দি জীবিতুমিচ্ছাস্তি ত্যক্ত্বা সীতাং নিরায়ুধৌ।
লায়তং ন চেৎ শীঘ্রং ভক্ষয়ামি যুবামহম্॥ ২৯
ত্যুক্ত্বা রাক্ষসঃ সীতামাদাতুমভিদুদ্রুবে।
ামশ্চিচ্ছেদ তদ্বাহূ শরেণ প্রহসন্নিব॥ ৩০
তঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখম্।
ামমভ্যদ্রবদ্রামশ্চিচ্ছেদ পরিধাবতঃ।
াদদ্বয়ং বিরাধস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৩১
ততঃ সর্প ইবাস্তেন গ্রসিতুং রামমাপপতৎ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্য মহচ্ছিরঃ॥ ৩২
চিচ্ছেদ রুধিরৌঘেন পপাত ধরণীতলে।

ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রশশংস রঘূত্তমম্॥ ৩৩
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবগণেরিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরো হৃষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ৩৪

বিরাধকায়াদতিসুন্দরাকৃতি-
র্বিভ্রাজমানো বিমলাম্বরাবৃতঃ।
প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণো
ব্যদৃশ্যতাগ্রে গগনে রবির্যথা॥ ৩৫
প্রণম্য রামং প্রণতার্ত্তিহারিণং
ভবপ্রবাহোপরমং ঘৃণাকরম্।
প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ
প্রপন্নসর্ব্বার্ত্তিহরং প্রসন্নধীঃ॥ ৩৬

বিরাধ উবাচ।

শ্রীরাম রাজীবদলায়তাক্ষ
বৈদ্যাধরোঽহং বিমলপ্রকাশঃ।
দুর্ব্বাসসাকারণকোপমূর্ত্তিনা
শপ্তঃ পুরা সোঽদ্য বিমোচিতস্ত্বয়া॥ ৩৭

ামের এই কথা শুনিয়া বিরাধ অট্টহাস্য করিল
াবং মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ে শূল ধারণ
করিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিতে লাগিল,—"রাম
তুমি আমাকে জান না;—আমি লোকপ্রসিদ্ধ
বিরাধ। আমার ভয়ে মুনিগণ অরণ্য পরিত্যাগ
করিয়া এস্থান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়াছে।
যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সীতাকে
পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্রভাবে তোমরা দুজনে
পলায়ন কর; নতুবা আমি শীঘ্র তোমাদিগকে
ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া রাক্ষস
সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের
সম্মুখে ধাবমান হইল। রাম যেন হাসিতে
হাসিতে অবলীলাক্রমে বাণ দ্বারা তদীয় বাহু-
যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর
বিরাধ কোপাবিষ্টচিত্তে বিকটবদন ব্যাদানপূর্ব্বক
রামের প্রতি ধাবমান হইল। তদবস্থাতেই
রাম সেই বিরাধের পদযুগল ছেদন করিলেন।
সেই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ
হইয়াছিল। ২২—৩১। পরে, বিরাধ মুখ দ্বারা
গ্রাস করিবার জন্য সর্পের ন্যায় রামের দিকে
আসিতে লাগিল। তখন রাম অর্দ্ধচন্দ্রাকার
বাণ দ্বারা এই রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন
করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক অবিরল শোণিত-
ধারার সহিত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর,
সীতা রঘুবীরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রশংসা
করিতে লাগিলেন। দেবলোকে সুরগণ-বাদিত
দুন্দুভি সকল শব্দিত হইল। অপ্সরাগণ
আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব
ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে
দ্বিতীয় রবির ন্যায় বিরাজমান নির্ম্মলবসন ও
তপ্ত সুবর্ণের চারু অলঙ্কারে সজ্জিত বিরাধ-
শরীরনিঃসৃত, অতি সুন্দরাকৃতি এক পুরুষ
তাঁহাদিগের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইল। সেই
পুরুষ প্রসন্ন চিত্তে প্রণত-জনের ব্যথা-মোচন,
সংসারপ্রবাহের শান্তিদাতা, দয়ালু রামকে
বহুবার প্রণাম করিয়া সেই শরণাগতগণের
নিখিল ক্লেশহর রামচন্দ্রকে পুনরায় প্রণাম
করিল। সেই বিরাধ-শরীর নিঃসৃত পুরুষ
বলিল,—"হে কমলদল-বিশাললোচন শ্রীরাম!
আমি বিমলপ্রকাশ বিদ্যাধর। আমি পূর্ব্ব-
কালে মূর্ত্তিমান্ অকারণ-ক্রোধ দুর্ব্বাসা ঋষির
নিকট অভিসম্পাত প্রাপ্ত হই। আজ আপনি
তাহা হইতে আমাকে মোচন করিলেন।

ইতঃপরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ
স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে ।
ত্বন্নামসংকীর্ত্তনমেব বাণী
করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮
কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে
পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্ব্বাৎ ।
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্ ॥ ৩৯
নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥ ৪০
প্রপন্নং পাহি মাং রাম যাস্যামি ত্বদনুজ্ঞয়া।
দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ মায়া মাং মা বৃণোতু তে ॥৪১
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরাধায় মহামতিঃ ॥৪২
গচ্ছ বিদ্যাধরাশেষমায়াদোষগুণা জিতাঃ।
ত্বয়া মদ্দর্শনাৎ সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥৪৩
মদ্ভক্তির্দুর্লভা লোকে জাতা চেন্মুক্তিদা যতঃ।
অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪৪
রামেণ রক্ষোনিধনং সুঘোরং
শাপাদ্বিমুক্তির্বরদানমেবম্ ।
বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লব্ধং
রামং গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥ ৪৫
ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিরাধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
জগাম শরভঙ্গস্য বনং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ১
শরভঙ্গস্ততো দৃষ্ট্বা রামং সৌমিত্রিণা সহ।
আয়াতং সীতয়া সার্দ্ধং সম্ভ্রমাদুত্থিতঃ সুধীঃ ॥ ২
অভিগম্য সুসম্পূজ্য বিষ্টরেষূপবেশয়ৎ।

ইহার পর সংসার-শান্তির জন্য আপনার শ্রীচরণ-কমল সর্ব্বদা যেন আমার স্মরণপথে থাকে। আমার কথা কেবল যেন আপনার নাম সংকীর্ত্তন করে; আমার কর্ণযুগল যেন আপনার অমৃত কথা শ্রবণ করে; করযুগল যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের অর্চ্চনাতেই নিযুক্ত থাকে; মস্তক যেন আপনার পদযুগলে প্রণাম করিতে নিরত থাকে; এবং আমার সকল অবয়বই যেন নিরন্তর ভবদীয় সেবাতেই তৎপর থাকে। তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি ভগবান্, তুমি রাম, আত্মারাম, সীতারাম, বিধাতা; রাম তোমাকে নমস্কার। রাম হে! আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমার নিকট অনুমতি পাইলে আমি দেবলোকে গমন করি। তোমার মায়া যেন আমাকে আর আবরণ করে না। মহামতি রঘুনন্দন তৎকর্ত্তৃক এইরূপে নিবেদিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক সেই বিরাধকে তখন বরদান করিলেন,—"হে বিদ্যাধর! যাও আমার দর্শনমাত্রেই তুমি নিখিল-দোষ রূপ আমার গুণ সকল জয় করিয়াছ। তুমি প্রধান জ্ঞানবান্ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। জগতে আমার প্রতি ভক্তি বড়ই দুর্লভ। যদি কোন-রূপে ভক্তি জন্মে, তাহা হইলে তাহা মুক্তিদান করিবেই। অতএব তুমি যখন ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছ, তখন আমার অনুমতিক্রমে মোক্ষলাভ কর। যে মনুষ্য এই রামকৃত ঘোরতর রাক্ষসবধ, বিরাধের শাপমোচন, এইরূপ বর-দান এবং বিরাধের পুনর্ব্বার বিদ্যাধরত্ব-প্রাপ্তি পাঠ করে, সে নিখিল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া অন্তে রামসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৩২—৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বিরাধ স্বর্গে গমন করিলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত নিখিল সুখাবহ শরভঙ্গ ঋষির তপোবনে গমন করিলেন। অনন্তর সুবুদ্ধি শরভঙ্গ, সৌমিত্রি ও সীতার সহিত রামকে আগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। শরভঙ্গ, তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসনে

আতিথ্যমকরোৎ [illegible]কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥ ৩
প্রীত্যাহ শরভঙ্গোঽপি রামং ভক্তপরায়ণম্ ।
বহুকালমিহৈবাসং তপসা কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪
তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাম ত্বং পরমেশ্বরঃ ।
অদ্য মত্তপসা সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহু বিদ্যতে ।
তৎ সর্ব্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহম্

সমর্প্য রামস্য মহৎসুপুণ্য-
ফলং বিরক্তঃ শরভঙ্গযোগী ।
চিতিং সমারোহয়দপ্রমেয়ং
রামং সসীতং সহসা প্রণম্য ॥ ৬
ধ্যায়ংশ্চিরং রামমশেষহৃৎস্থং
দূর্ব্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষম্ ।
চীরাম্বরং স্নিগ্ধজটাকলাপং
সীতাসহায়ং সহলক্ষ্মণং তম্ ॥ ৭
কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনু-
রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো ।
স্মৃতো ময়া নিত্যমনন্যভাজা
জ্ঞাত্বা স্মৃতিং মে স্বয়মেব যাতঃ ॥ ৮

পশ্যত্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
দগ্ধ্বা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্মষঃ ॥ ৯
অযোধ্যাধিপতির্মেঽস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা ।
যদ্বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা ॥ ১০
ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ স্থিতম্ ।
প্রজ্বাল্য সহসা বহ্নিং দগ্ধ্বা পঞ্চাত্মকং বপুঃ ॥
দিব্যদেহধরঃ সাক্ষাদ্যযৌ লোকপতেঃ পদম্ ।
ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষ্মণাঃ ।
প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়ামানুষরূপিণঃ ॥ ১৩
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ রামং সর্ব্বহৃদি স্থিতম্ ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ধনুর্ব্বাণধরং হরিম্ ॥ ১৪
ভূমের্ভারাবতারায় জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ ।

বসাইলেন ; এবং কন্দ-মূল ফল প্রভৃতি দ্বারা আতিথ্য করিলেন। অনন্তর শরভঙ্গ ভক্তি-পরায়ণ রামকে প্রীতি সহকারে বলিলেন,—"আমি অপস্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাম হে! তোমার সন্দর্শনাভিলাষে বহুকাল এই খানেই আছি। তুমি পরমেশ্বর। আমার তপস্যাসঞ্চিত যে বহুতর পুণ্য আছে, আমি তৎসমস্ত আজ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। অনন্তর মুক্তিলাভ করিব। যোগী শরভঙ্গ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া উত্তম ধর্ম্মের মহাফল শ্রীরামকে সমর্পণপূর্ব্বক সীতা-সহচর অপ্রমেয় রামকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ চিতারোহণ করিলেন। তখন শরভঙ্গ সর্ব্বান্তর্যামী দূর্ব্বাদল-শ্যাম, চীরবসনধারী সুন্দরজটাকলাপযুক্ত কমললোচন রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধ্যান করিতে লাগিলেন ; এবং বলিতে লাগি-লেন,—"অহো! এই জগতে রঘুনাথ ভিন্ন, [illegible] সকল মনোরথপূর্ব্বক [illegible] আর কে আছে? আমি নিত্যই একাগ্র-চিত্তে ইহাকে স্মরণ করিয়াছি। আমার সেই স্মরণ জানিতে পারিয়া আপনা হইতেই রামচন্দ্র আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। এখন দেবেশ্বর দাশরথি রাম দেখুন, আমি [illegible] শরীর দাহ করিয়া নির্ম্মল-ভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করি। যাঁহার বাম ক্রোড়ে, [illegible] ক্রোড়ে চপলার ন্যায় সীতা অবস্থিত, সেই অযোধ্যাপতি রাঘব আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা [illegible] করুন। এইরূপে শরভঙ্গ রামকে অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া এবং সম্মুখে অবস্থিত তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিপ্রজ্বালন-পূর্ব্বক পঞ্চভূতময় দেহ দাহ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ লোকনাথধামে গমন করিলেন।১—১১। অনন্তর দণ্ডকারণ্যবাসী সকল মুনি রামকে দেখি-বার জন্য শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে আগমন করি-লেন। মায়া-মানুষরূপী সীতা-রাম-লক্ষ্মণ [illegible] মুনিসমূহকে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে সর্ব্বান্তর্যামী রামকে আশীর্ব্বাদ [illegible] অভিনন্দিত করিয়া সেই ধনুর্ব্বাণধারী হরিকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ;—[illegible] [illegible]

জানীমস্ত্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা
শেষাংশং শঙ্খচক্রে দ্বে ভরত সানুজং তথা।
অতস্ত্বাদৌ ঋষীণাং ত্বং দুঃখং মোক্তুমিহার্হসি॥
আগচ্ছ যামো মুনিসেবিতানি
বনানি সর্ব্বাণি রঘূত্তম ক্রমাৎ।
দ্রষ্টুং সুমিত্রাসুতজানকীভ্যাং
তদা দয়াস্মৎসু দৃঢ়া ভবিষ্যতি॥ ১৩
ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্বিভুঃ।
জগাম মুনিভিঃ সার্দ্ধং দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ॥ ১৮
দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ।
অস্থিভূতানি সর্ব্বত্র রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১৯
অস্থীনি কেষামেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ।
তমূচুর্মুনয়ো রাম ঋষীণাং মস্তকানি হি॥ ২০
রাক্ষসৈর্ভক্ষিতানীশ প্রমত্তানাং সমাধিতঃ।
অন্তরায়ং মুনীনাং তে পশ্যন্তোঽনুচরন্তি হি॥
শ্রুত্বা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্যসমন্বিতম্।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্রামো বধায়াশেষরক্ষসাম্॥ ২২
পূজ্যমানঃ সদা তত্র মুনিভির্বনবাসিভিঃ।
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ॥ ২৩
উবাস কতিচিৎ তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দনঃ।
এবং ক্রমেণ সম্পশ্যন্ ঋষীণামাশ্রমান্ বিভুঃ॥
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমং প্রাগাৎ প্রখ্যাতমৃষিসঙ্কুলম্।
সর্ব্বর্ত্তুগুণসম্পন্নং সর্ব্বকালসুখাবহম্॥ ২৫
রামমাগতমাকর্ণ্য সুতীক্ষ্ণঃ স্বয়মাগতঃ।
অগস্তিশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ।
বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যুৎকণ্ঠিতলোচনঃ॥ ২৬
সুতীক্ষ্ণ উবাচ।
ত্বম্মন্ত্রজাপ্যহমনন্তগুণাপ্রমেয়
সীতাপতে শিববিরিঞ্চিসমাশ্রিতাঙ্ঘ্রে।
সংসারসিন্ধুতরণামলপোতপাদ
রামাভিরাম সততং তব দাসদাসঃ॥ ২৭

হরণের জন্য ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। আমরা অবগত আছি, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ জানকী লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ অনন্তের অংশ, ভরত ও শত্রুঘ্ন শঙ্খ এবং চক্র; অতএব প্রথমেই ঋষিগণের দুঃখমোচন করা আপনার উচিত। হে রাঘব! আসুন, ক্রমে ক্রমে মুনিগণ-সেবিত সকল অরণ্য অবলোকন করিবার জন্য সুমিত্রাতনয় এবং জনকনন্দিনীর সহিত গমন করি। তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি প্রগাঢ় করুণা প্রকাশ হইবে। মুনিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিভু শ্রীরামের নিকটে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাদিগের সহিত মুনি-সেবিত বনস্থল দেখিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীরাম তথায় সকল স্থানে অস্থিমাত্রাবশিষ্ট বহুতর মস্তক নিপতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি এই কথা বলিলেন; এই সকল অস্থি কাহাদিগের? এবং কেনই বা এখানে নিপতিত রহিয়াছে? মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে রাম! এই সকল অস্থি রাক্ষস-ভক্ষিত ঋষিগণের মস্তক; হে ঈশ্বর। রাক্ষসগণ, অসমাহিত ঋষিগণের অপবিত্রতা অনুসন্ধান করত বিচরণ করে। রাম, মুনিগণের সেই ভীত ও কাতরভাবাত্মক বাক্য শুনিয়া নিখিল রাক্ষস-বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১২—২২। তথায় বনবাসী মুনিগণ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম, জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে কতিপয় বৎসর তথায় বাস করিলেন। প্রভু এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণের আশ্রম সকল পরিদর্শন করত সুতীক্ষ্ণ ঋষির সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন; ঐ ঋষিসঙ্কুল আশ্রম সকল-ঋতু-গুণসম্পন্ন বলিয়া সকল কালেই সুখকর ছিল। অগস্ত্য-শিষ্য রাম-মন্ত্রোপাসক সুতীক্ষ্ণ, রাম আগত হইয়াছেন শুনিয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবশে রাম দেখিতে উৎসুক হইয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন; অনন্তর কহিলেন,—"হে পরমসুন্দর সীতাপতি রাম! হে অনন্তগুণ! হে অপ্রমেয়! ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার চরণযুগল সংসার-সাগর পারের বিশুদ্ধ তরণি; আমি তোমার মন্ত্রজপনিরত এবং চির

মামদ্য সর্ব্বজনতামবিগোচরস্ত্বং
ত্বন্মায়য়া সুতকলত্রগৃহান্ধকূপে।
মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমূত্রালপিণ্ডমোহ-
পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোঽসি ॥ ২৮
ত্বং সর্ব্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি
ত্বন্মন্ত্রজাপ্যবিমুখেষু তনোষি মায়াম্।
ত্বন্মন্ত্রসাধনপরেষ্ব পযাতি মায়া
সেবানুরূপফলদোঽসি যথা মহীপঃ॥ ২৯
বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-
স্ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়া বিধিরীশবিষ্ণূ।
ভাসীশ মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিস্ত্বং
যদ্বদ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্যনেকঃ ॥ ৩০
প্রত্যক্ষতোঽদ্য ভবতশ্চরণারবিন্দং
পশ্যামি রাম তমসঃ পরতঃ স্থিতস্য।
দৃগ্রূপতস্ত্বমসতামবিগোচরোঽপি
ত্বন্মন্ত্রপূতহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥ ৩১

পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোঽপি
মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশম্।
কন্দর্পকোটিসুভগং কমনীয়চাপ-
বাণং দয়ার্দ্রহৃদয়ং স্মিতচারুবক্ত্রম্ ॥ ৩২
সীতাসমেতমজিনাম্বরমপ্রধৃষ্যং
সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্।
নীলোৎপলদ্যুতিমনন্তগুণং প্রশান্তং
মদ্ভাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামম্ ॥ ৩৩
জানন্তু রাম তব রূপমশেষদেশ-
কালাদ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশম্।
প্রত্যক্ষতোঽদ্য মম গোচরমেতদেব
রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাঙ্ক্ষে ॥৩৪
ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ।
মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ ॥৩৫
অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্যসাধনম্।

দিন তোমার দাসানুদাস; তুমি সর্ব্ব-লোকের অগোচর হইলেও তোমার মায়াবশেই আমাকে গৃহগৃহিণী-তনয়-সঙ্গরূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন এবং মলময় পচাগলা এই শরীরের প্রতি মোহপাশে বিজড়িতচিত্ত অবলোকন করিয়া আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী; যাহারা তোমার মন্ত্রজপে বিমুখ, তুমি তাহাদিগের প্রতি মায়া বিস্তার কর; আর যাহারা তোমার মন্ত্র-সাধনে তৎপর, মায়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে; অতএব তুমি রাজার ন্যায় সেবানুরূপ ফল দান করিয়া থাক। একমাত্র তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের হেতু; হে ঈশ্বর! যেমন, নানাজল-পাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অনেক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমন মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট ত্রিগুণময়ী মায়াযোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই রূপ বিবিধ আকারে প্রতীয়মান হও। হে রাম! তুমি তমঃপারে অবস্থিত; তোমার চরণারবিন্দ দর্শন করিতেছি, অতএব তুমি অসদ্ব্যক্তির দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেও তোমার জপ দ্বারা যাহাদিগের [illegible] হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন আছ। ২৩—৩১। হে পরমাত্মন্! আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, তুমি রূপাদি রহিত, কিন্তু অদ্য তোমার ধনুর্ব্বাণধারী, অজিনাম্বরশোভিত, সহাস্যবদন, কোটিকন্দর্পকমনীয়-রূপসম্পন্ন, নীলোৎপল-দলপ্রভ এবং অনন্ত-গুণ, দয়ার্দ্রমূর্ত্তি লক্ষ্মণ-সেবিত-পাদপদ্মযুগল এবং সঙ্গে সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার ভাগ্য-লব্ধ রাম-শরীরকে বার বার প্রণাম করি। হে পরমাত্মন্! অন্য যোগীরা তোমাকে বাক্যাতীত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বোধ করিয়া তাহাতেই প্রীতিলাভ করুন, কিন্তু আমার তাহাতে প্রীতি নাই—কেবল দৃশ্যমান তোমার এই রামরূপ আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত হউক। প্রভু হে! আমি এতদ্ভিন্ন আপনার নিকট কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না।" মহর্ষি এই প্রকার স্তব করিলে শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে! মদুপাসনা দ্বারা তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, জানিয়া আমি তোমার দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছি। আমার প্রতি ভক্তি বিনা জগতে অন্য সাধন নাই। যাহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার

মন্মন্ত্রোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতাঃ ॥৩৬
নিরপেক্ষা নান্যগতাস্তেষাং দৃশ্যোঽহমন্বহম্।
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্‌যস্তু ত্বৎকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥
সদ্ভক্তির্মে ভবেৎ তস্য জ্ঞানঞ্চ বিমলং ভবেৎ।
ত্বং মদোপাসনাদেব বিমুক্তোঽসীহ সর্ব্বতঃ ॥৩৮
দেহান্তে মম সাযুজ্যং লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
গুরুং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি অগস্ত্যং মুনিনায়কম্।
কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ত্বরয়ত্যলম্ ॥
সুতীক্ষ্ণোঽপি তথেত্যাহ শ্বো গমিষ্যসি রাঘব।
অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদৃষ্টো মহামুনিঃ ॥ ৪০

অথ প্রভাতে মুনিনা সমেতো
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন।
অগস্ত্যসম্ভাষণলোলমানসঃ
শনৈরগস্ত্যানুজমন্দিরং যযৌ ॥ ৪১

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মন্ত্রোপাসনা করে এবং আমারই শরণাগত হইয়া অন্য মূর্ত্তি উপাসনা না করে—আমি সতত তাহাদিগের নয়নগোচর থাকি। যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক তোমার কৃত স্তব সর্ব্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমাতে স্থায়িভক্তি এবং নির্ম্মল জ্ঞান লাভ হইবে। হে মুনে! তুমি আমার উপাসনা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়াছ, দেহান্তে নিশ্চয় আমার সাযুজ্য লাভ করিবে; যাহা হউক তোমার গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে আমার মন ব্যগ্র হইয়াছে। সুতীক্ষ্ণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কহিলেন,—"রাঘব! আগামী দিবসে আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন, আমি বহুদিন গুরু দর্শন করি নাই, অতএব আমিও আপনার অনুগমন করিব।" অনন্তর পরদিন প্রভাতকালে অগস্ত্য-দর্শনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্র সীতা, লক্ষ্মণ ও সুতীক্ষ্ণ সমভিব্যাহারে অগস্ত্যাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ৩২—৪১।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ রামঃ সুতীক্ষ্ণেন জানক্যা লক্ষ্মণেন চ।
অগস্ত্যস্যানুজস্থানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ॥ ১
তেন সম্পূজিতঃ সম্যগ্‌ ভুক্ত্বা মূলফলাদিকম্।
পরেহ্যঃ প্রাতরুত্থায় জগ্মুস্তেঽগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥ ২
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং নানামৃগগণৈর্যুতম্।
পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥ ৩
ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥ ৪
বহিরেবাশ্রমস্যাথ স্থিত্বা রামোঽব্রবীন্মুনিম্।
সুতীক্ষ্ণ গচ্ছ ত্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥ ৫
অগস্ত্যমুনিবর্য্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা সুতীক্ষ্ণঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥৬
আশ্রমং ত্বরয়া তত্র ঋষিসঙ্ঘসমাবৃতম্।
উপবিষ্টং রামভক্তৈর্বিশেষেণ সমাবৃতম্ ॥ ৭
ব্যাখ্যাতরামমন্ত্রার্থং শিষ্যেভ্যশ্চাতিভক্তিতঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর রাম,—সুতীক্ষ্ণ, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত মধ্যাহ্নকালে অগস্ত্যানুজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তৎকর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া তৎপ্রদত্ত ফল-মূলাদি ভোজনপূর্ব্বক সে দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহারা অগস্ত্য-তপোবনে গমন করিলেন। নন্দনবনোপম ঐ তপোবন, সকল ঋতুর ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ, নানাবিধ মৃগগণে আকীর্ণ, বিবিধ বিহগকুলের কলকূজনে প্রতিধ্বনিত, ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণের সেবিত মুনিনিকেতন সকল দ্বারা সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক সদৃশ। রাম সুতীক্ষ্ণকে বলিলেন,—"লক্ষ্মণ এবং আমার আগমনসংবাদ অগস্ত্য সমীপে নিবেদন করুন।" সুতীক্ষ্ণ মুনি 'মহা অনুগ্রহ' বলিয়া অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরে অবলোকন করিলেন যে, আসনোপবিষ্ট মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, [illegible]

দৃষ্ট্বা গুরুং মুনিশ্রেষ্ঠং সুতীক্ষ্ণঃ প্রয়তো মুনে ॥৮
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ।
রামো দাশরথির্ব্রহ্মন্ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাঞ্জলিঃ ॥ ৯

অগস্ত্য উবাচ।

শ্রীরামানয় ভদ্রং তে রামং মম হৃদি স্থিতম্।
তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্ক্ষমাণোঽত্র সংস্থিতঃ
ইত্যুক্ত্বা স্বয়মুত্থায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতম্।
অভ্যগাৎ পরয়া ভক্ত্যা গত্বা রামমথাব্রবীৎ ॥১১
আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে দিষ্ট্যা তেঽদ্য সমাগমঃ।
প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোঽস্ত্যদ্য মে সফলং দিনম্ ॥
রামোঽপি মুনিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ১৩
দ্রুতমুত্থাপ্য মুনিরাট্ রামমালিঙ্গ্য ভক্তিতঃ।
তদ্গাত্রস্পর্শজাহ্লাদ-স্রবন্নেত্রজলাকুলঃ ॥ ১৪
গৃহীত্বা করমেকেন করেণ রঘুনন্দনম্।
জগাম স্বাশ্রমং হৃষ্টো মনসা মুনিপুঙ্গবঃ।
সুখোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তরম্।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং ভোজ্যৈর্বন্যৈরনেকধা ॥১৬
সুখোপবিষ্টমেকান্তে রামং শশাঙ্কভাননম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
ত্বদাগমনমেবাহং প্রতীক্ষন্ সমবস্থিতঃ।
যদা ক্ষীরসমুদ্রান্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ১৮
ভূমের্ভারাপনুত্ত্যর্থং রাবণস্য বধায় চ।
তদাদি দর্শনাকাঙ্ক্ষী তব রাম তপশ্চরন্।
বসামি মুনিভিঃ সার্দ্ধং ত্বমেব পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯
সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীর্নির্বিকল্পোঽনুপাধিকঃ।
ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে ॥ ২০
ত্বমেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা।
অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্তপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ২১

করিতেছেন। অনন্তর সুতীক্ষ্ণমুনি গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতানন্তর বিনয়-বচনে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্। দাশরথি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার দর্শনার্থ বহির্দেশে দণ্ডায়মান আছেন। ১—৯। অগস্ত্য কহিলেন—তোমার মঙ্গল হউক—যাঁহার দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া এখানে বাস করিতেছি, এক্ষণে আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত সেই শ্রীরামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর; এই বলিয়া অগস্ত্য ব্যগ্রভাবশতঃ স্বয়ং ঋষিগণের সহিত শ্রীরামসমীপে পরম ভক্তিসহকারে উপস্থিত হইলেন; অনন্তর শ্রীরামকে কহিলেন, হে রাম! আইস, অদ্য আমি বহুভাগ্যে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চিরাভিলষিত অতিথি-সৎকার করিয়া দিন সফল করিব। শ্রীরাম অগস্ত্য ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাষ্টাঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। মুনিরাজ অগস্ত্য শ্রীরামকে সত্বর ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং [illegible]

বারংবার দৃষ্টিপাত করত নিজ করে শ্রীরামের কর গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি শ্রীরামকে আসনোপবেশন করাইয়া বহু বিস্তৃত পূজাসহকারে যথোচিত ভাবে বহুবিধ বন্য ফলমূলাদি ভোজন করাইলেন এবং সীতা-লক্ষ্মণকেও সেইরূপ যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া শ্রীরামকে নির্জ্জন স্থানে আনয়নপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। পূর্ণচন্দ্র দৃশ শ্রীরাম আসনোপবেশন করিলে অগস্ত্যমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা ভূভারহরণ ও রাবণবধের জন্য ক্ষীরসমুদ্রতীরে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—তৎকালাবধি আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনন্যচিত্তে তপস্যা করত এই অরণ্যমধ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছি। হে পরমাত্মন্! সৃষ্টির পূর্ব্বকালে তোমাতে মায়ারূপ উপাধির সম্বন্ধ না থাকায় এই জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে তুমিই গুণাতীত একমাত্র পদার্থ ছিলে; অন্য পদার্থ কিছুই ছিল না। [illegible]

……প্রাহুর্মায়েতি কেচন।
অবিদ্যা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে॥ ২২
অহঙ্কারো মহত্তত্ত্বসংবৃতস্ত্রিবিধোঽভবৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে॥ ২৩
তামসাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃ পরম্।
স্থূলানি ক্রমশো রাম ক্রমোত্তরগুণানি হ॥ ২৪
রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।
তেভ্যোঽভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্বগতং মহৎ॥
ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলাদ্ভূতকদম্বকাৎ।
বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৬
দেবতির্যঙ্মনুষ্যাশ্চ কালকর্মক্রমেণ তু।
ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সর্বকারণম্॥ ২৭
সত্ত্বাদ্বিষ্ণুস্ত্বমেবাস্য পালকঃ সদ্ভিরুচ্যতে।
লয়ে রুদ্রস্ত্বমেবাস্য ত্বন্মায়াগুণভেদতঃ॥ ২৮
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজৈর্গুণৈঃ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োঽব্যয়ঃ॥
সৃষ্টিলীলাং যদা কর্তুমীহসে রঘুনন্দন।
অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব॥ ৩০
রাম মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা।
প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্তিনঃ।
নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ॥ ৩১
ত্বদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ।
অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে॥ ৩২
বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি।
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে॥ ৩৩

তখন তোমার অব্যাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১০—২১। কেহ কেহ তাঁহাকে মূল-প্রকৃতি বলে, কোন কোন পণ্ডিতেরা অবিদ্যা, সংসার ও বন্ধন এইরূপ বিবিধ নামে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, প্রকৃতি-সম্ভূত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়,—ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটী সূক্ষ্মতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।—রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়,—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের ও মনের উৎপত্তি; সূক্ষ্মতন্মাত্রাদিরূপ অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্য-গর্ভরূপ লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। তাহার নামান্তর সূত্র। সেই সূত্র হইতে স্থূল সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হয়। বিরাট্ পুরুষ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবতা তির্য্যগ্‌যোনি ও মনুষ্যরূপ জঙ্গম পদার্থ কালসহকৃত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। হে জগদীশ্বর! এই জগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তুমি কখন রজোগুণরূপ উপাধিযোগে ব্রহ্মা হইয়া জগতের নির্ম্মাণ করিতেছ, কখন সত্ত্বগুণযোগে বিষ্ণুরূপে জগতের পালক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইতেছ। প্রলয়কালে তমোগুণময় রুদ্ররূপী হইয়া সমস্ত জগতের সংহার করিতেছ। যৎকালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাবলম্বিনী হয়, তৎকালে তাহাদিগের জাগ্রদবস্থা, রজোগুণাবলম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণাবলম্বিনী হইলে তাহাদের সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়া থাকে। হে রাম! তুমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের ঐ সকল অবস্থা অবলোকন করিতেছ, তোমার কোন কালে অবস্থান্তর হয় না; যেহেতু তুমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। হে রঘুনন্দন! যৎকালে তোমার জগৎসৃষ্টিরূপ লীলা করিতে অভিলাষ হয়, তৎকালে মায়া তোমাকে অবলম্বন করে; হে পরমাত্মন্! তুমি নির্গুণ কিন্তু মায়াসংসৃষ্ট হইলে সগুণের ন্যায় তোমার প্রকাশ হয়। ২২—৩০। হে রাম! তোমার মায়া দ্বিবিধ, একের নাম অবিদ্যা—অপরের নাম বিদ্যা অবিদ্যা-বশবর্ত্তী লোকেরা প্রবৃত্তিমার্গে রত হয়, সুতরাং তাহাদের মুক্তি হয় না—ক্রমশঃ সংসার-বন্ধন হয়, বিদ্যাবশবর্ত্তী লোকেরা নিবৃত্তিমার্গে রত হইয়া তোমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করে; সুতরাং তাহাদের মোক্ষ হয়। যাহারা ভক্তিসহকারে তোমার মন্ত্রোপাসনা করে, তাহারাই বিদ্যা-বশবর্ত্তী হইয়া [illegible]

বিদ্যা প্রাদুর্ভবেৎ তেষাং নেতরেষাং কদাচন।
ত্বদ্ভক্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
ত্বদ্ভক্ত্যামৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ।
কিং রাম বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্ব্রবীমি তে ॥
সাধুসঙ্গতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাহৃতা।
সাধবঃ সমচিত্তা যে নিস্পৃহা বিগতৈষিণঃ ॥ ৩৬
দান্তাঃ প্রশান্তাস্ত্বদ্ভক্তা নিবৃত্তাখিলকামনাঃ।
ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৭
সন্ন্যস্তাখিলকর্ম্মাণঃ সর্ব্বদা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
যমাদিগুণসম্পন্নাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিৎ ॥৩৮
সৎসঙ্গমো ভবেদ্‌যর্হি ত্বৎকথাশ্রবণে রতিঃ।
সমুদেতি ততো ভক্তিস্ত্বয়ি রাম সনাতনে ॥৩৯
ত্বদ্ভক্তাবুপপন্নায়াং বিজ্ঞানং বিপুলং স্ফুটম্।
উদেতি মুক্তিমার্গোঽয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ ॥ ৪০
তস্মাদ্রাঘব সদ্ভক্তিস্ত্বয়ি মে প্রেমলক্ষণা।
সদা ভূয়াদ্ধরে সঙ্গস্ত্বদ্ভক্তেষু বিশেষতঃ ॥ ৪১
অদ্য মে সফলং জন্ম ভবৎসন্দর্শনাদভূৎ।
অদ্য মে ক্রতবঃ সর্ব্বে বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো ॥৪২

দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্তবিষয়া তপঃ।
তস্যেহ তপসো রাম ফলং তব সমর্চনম্।
সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে বস রাঘব।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি স্মৃতিঃ স্যান্মে সদা ত্বয়ি
ইতি স্তুত্বা রমানাথমগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
দদৌ চাপং মহেন্দ্রেণ রামার্থে স্থাপিতং পুরা
অক্ষয্যৌ বাণতূণীরৌ খড়্গো রত্নবিভূষিতঃ।
জহি রাঘব ভূভারভূতং রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥ ৪৫
যদর্থমবতীর্ণোঽসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ।
ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ।
অস্তি পঞ্চবটী নাম্না আশ্রমো গৌতমীতটে
নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেষো রঘুকুলোদ্বহ
তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে
শ্রুত্বা তদাগস্ত্যসুভাষিতং বচঃ
স্তোত্রঞ্চ তত্ত্বার্থসমন্বিতং বিভুঃ।
মুনিং সমাভাষ্য মুদান্বিতো যযৌ
প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৯
ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এব তোমার মন্ত্রোপাসক ভক্তদিগের নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইবে। তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বপ্নেও মুক্তিলাভ হয় না। হে রাম! যাহারা বিপদে সম্পদে সমচিত্ত, নিস্পৃহ, তপঃক্লেশসহিষ্ণু, শান্তিগুণাবলম্বী এবং তোমার ভক্ত—হর্ষ বা বিষাদ সময়ে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ নহে, সর্ব্বদা নির্জ্জনস্থানে কামনারহিত হইয়া ব্রহ্ম-চিন্তা করে এবং সংযম প্রভৃতি নানা গুণযুক্ত, তাহারাই এই জগতে সাধু। সাধুসঙ্গই মোক্ষের মূল, যেহেতু সৎসঙ্গ হইলে তত্ত্বকথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ়ভক্তি; ভক্তি হইলেই প্রচুর বিজ্ঞান,—বিজ্ঞান হইলে অবশ্যই মুক্তি-লাভ হয়। পণ্ডিতেরা এই প্রধান মুক্তিমার্গ সেবা করিয়া থাকেন। ৩১—৪০। হে রাঘব! হে হরি! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার প্রেমলক্ষণভক্তি ও সাধুসঙ্গ হউক। অদ্য তোমার দর্শনে আ[illegible] ও যাগযজ্ঞাদি

সফল হইল, দীর্ঘকাল অনন্তমনে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছি, আজ তোমার পূজা তপস্যার ফল;—বিবেচনা করিতেছি। হউক রাম! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা যে, তুমি সীতাদেবীর সহিত আমার সর্ব্বদা বাস কর এবং আমি গমন ও [illegible] কালে তোমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে অগস্ত্যমুনি এইরূপ স্তব করিয়া [illegible] রামের জন্য মহেন্দ্রকর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে [illegible] শরাসন অক্ষয় তূণীর বাণ ও রত্ন-[illegible] প্রদান করিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি [illegible] "রাম! তুমি ভূভার হরণের নিমিত্ত [illegible] হইয়াছ, এক্ষণে পৃথিবীর ভারভূত [illegible] সমূলে উচ্ছিন্ন কর, এখান হইতে [illegible] পথ অতিক্রম করিয়া গৌতমী [illegible] বটী নামক স্থান দেখিতে পাইবে, [illegible] চতুর্দ্দশ বর্ষের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত [illegible] দেবতাদিগের বহুতর কার্য্য [illegible] সর্ব্বজ্ঞ হরি, অগস্ত্যের বাক্য [illegible]

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

র্গে ব্রজন্ দদর্শাথ শৈলশৃঙ্গমিব স্থিতম্।
জটায়ুষং রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ॥ ১
সৌমিত্রে রাক্ষসোঽয়ং পুরঃ স্থিতঃ।
আহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্যাম্যৃষিভক্ষকম্॥ ২
শ্রুত্বা রামবচনং গৃধ্রঃ প্রাহ ভয়পীড়িতঃ।
র্য্যোঽহং ন তে রাম পিতুস্তেঽহং প্রিয়ঃ সখা॥
য়ুর্ন ম ভদ্রং তে গৃধ্রোঽহং প্রিয়কৃৎ তব।
বট্যামহং বৎসে তবৈব প্রিয়কাম্যয়া॥ ৪
মৃগয়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেঽপি চ॥ ৫
জনকজা মে রক্ষিতব্যা প্রযত্নতঃ।
তদ্গৃধ্রবচনং রামঃ সস্নেহমব্রবীৎ॥ ৬
গৃধ্র মহারাজ তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্।
ব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্॥ ৭

ইত্যামন্ত্রিতমালিঙ্গ্য যযৌ পঞ্চবটীং প্রভুঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া রঘুনন্দনঃ॥ ৮
গত্বা তু গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্।
মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা॥ ৯
তত্র তে ন্যবসন্ সর্ব্বে গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
কদম্বপনসাম্রাদি-ফলবৃক্ষসমাকুলে॥ ১০
বিবিক্তে জনসম্বাধবর্জ্জিতে নীরুজস্থলে।
বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশ্চিতা॥ ১১
অধ্যুবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ।
কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোঽনুদিনং তয়োঃ॥ ১২
আনীয় প্রদদৌ রাম-সেবাতৎপরমানসঃ।
ধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্ত্তি সর্ব্বতঃ॥ ১৩
স্নানং কুর্ব্বন্ত্যনুদিনং ত্রয়স্তে গৌতমীজলে।
উভয়োর্মধ্যগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ॥ ১৪
আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ।
সেবতেঽহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ॥১৫

এবং প্রবণে সানন্দে মুনিকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রদর্শিত পথে গমন করিলেন। ৪১—৪৯।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর রাম, পথে যাইতে যাইতে গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত জটায়ুকে দেখিতে পাইতে লাগিলেন, দেখিয়াই "কি এ!" ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"সৌমিত্রে! সম্মুখে এই একটা রাক্ষস রহিয়াছে, ধনু আনয়ন কর, এই ঋষিভোজীকে নিহত করিব।" সেই কথা শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ ভয়ে কাতর হইয়া বলিল;—"রাম হে! আমি তোমার বধ্য নহি; আমি তোমার পিতার প্রিয় সখা, আমার নাম জটায়ু। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রিয়কারী গৃধ্র। তোমারই প্রিয়কামনায় পঞ্চবটীবনে বাস করিতেছি। যখন কোন কোন দিন তুমি ও লক্ষ্মণ মৃগয়ায় গমন করিবে, আমি জনকনন্দিনী জানকীকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিব। রামচন্দ্র গৃধ্রের এই কথা শুনিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"হে গৃধ্ররাজ! [illegible] এই [illegible] থাকিয়া

আমার প্রিয়কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন কর।" এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে পঞ্চবটী গমন করিলেন। তাঁহারা গোদাবরী-তীরে আগমন করিলে রাম সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পঞ্চবটী বনে প্রশস্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। ১—৯। তাঁহারা সেই কদম্ব পনস আম্র-প্রভৃতি তরুনিকরে সমাকুল-লোকোপদ্রব ও রোগবর্জ্জিত গঙ্গার উত্তর পবিত্র তীরে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম জনক-নন্দিনীকে আনন্দিত করত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ লক্ষ্মণের সহিত দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, শ্রীরামের সেবার জন্য প্রতিদিন কন্দ-মূল ও ফলাদি আহরণ করিয়া প্রদান করিতে লাগি-লেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করত নিত্য নিত্য রাত্রি জাগরণ করিতেন। তাঁহারা তিন জনে গোদাবরীর নির্ম্মল জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিতেন এবং সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের মধ্য-বর্ত্তিনী হইয়া গমনাগমন করিতেন। লক্ষ্মণ প্রীতান্তঃকরণে গৌতমী নদী হইতে [illegible]

একদা লক্ষ্মণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষস্যৈকান্তিকীং গতিম্
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ সংক্ষেপাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৭
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃংহিতম্।
আচক্ষ্ব মে রঘুশ্রেষ্ঠ বক্তা নান্যোঽস্তি ভূতলে ॥১৮

শ্রীরাম উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
যদ্বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥
আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্।
জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাজ্ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥
জ্ঞেয়ঞ্চ পরমাত্মানং যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥২২

রূপে দ্বে নিশ্চিতে পূর্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন।
বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ ॥ ২৩
লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ।
অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৪
মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে।
রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ॥
শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা।
অসদেব হি তৎসর্ব্বং যথা স্বপ্নমনোরথৌ ॥ ২
দেহ এব হি সংসার-বৃক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্।
তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ কিং তেঽন্যথাত্মনঃ ॥
দেহস্তু স্থূলভূতানাং পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চকম্।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি তথা দশ ॥ ২৮
চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব চ।
এতৎ ক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥
এতৈর্বিলক্ষণো জীবঃ পরমাত্মা নিরাময়ঃ।

করিয়া শ্রীরাম ও সীতার সর্ব্বদা সেবা করিতেন। একদিন পরমেশ্বর রাম নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই বক্তা নাই; অতএব আমি আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি,—হে কমললোচন! তাহা সংক্ষেপে বলুন। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নিদিধ্যাসনজনিত আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।" শ্রীরাম কহিলেন—"হে বৎস! যাহা অবগত হইলে লোকমাত্রই অনীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করে, তাহার নিগূঢ় নিগম বর্ণন করিব শ্রবণ কর। অগ্রে মায়াস্বরূপ কহিব,—তাহার পর জ্ঞানের সাধন,—তদনন্তর বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব—পরিশেষে জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব,—ঐ সমস্ত অবগত হইলে,সংসার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। ১০—২১। শরীর প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ অনাত্মা; কিন্তু ঐ সকল বস্তুতে

পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে কুলনন্দন! মায়ার দুই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—বিক্ষেপ শ[illegible] ও আবরণ শক্তি; ইহার মধ্যে প্রথমটী স[illegible] স্তম্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ[illegible] প্রকাশ করে এবং অপরটী সকল জ্ঞান আব[illegible] করিয়া অবস্থিতি করে। হে লক্ষ্মণ! চৈ[illegible] অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ-শ[illegible] কল্পিত জগৎকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় ক[illegible] রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গ ভ্রম হয়, সেইরূপ আ[illegible] বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা [illegible] কিছু শ্রবণ করে—দর্শন করে,অথবা স্মরণ ক[illegible] সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্টবস্তুর ন্যায় মিথ্যা। এই [illegible] সংসার-বনস্পতির দৃঢ় মূলস্বরূপ এবং তা[illegible] পুত্র-দারাদির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ [illegible] না থাকিলে আত্মার কিছুই নাই; অ[illegible] পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। আর পঞ্চ[illegible] দেহ—পঞ্চ স্থূল ভূত,পঞ্চ তন্মাত্র,অহঙ্কার,[illegible] দশ, ইন্দ্রিয়, মন ও মূল প্রকৃতি-ঘটিত; ই[illegible] ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে এবং ইহা দেহ [illegible] কথিত। ঐ ক্ষেত্রে মনুষ্যেরা অহংবুদ্ধি [illegible]

শক্নং দীপসংযোগেনৈতানাং দৃশ্যতে সম্যগেব হি ॥ ৪৬
এবং মদ্ভক্তিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে।
মদ্ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ৪৭
মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্ব্বানুমোদনম্ ॥ ৪৮
মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ।
মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৯
এবং সততযুক্তানাং ভক্তিরব্যভিচারিণী
মযি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥ ৫০
অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ।
বৈরাগ্যঞ্চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥৫১
কথিতং সর্ব্বমেতৎ তে তব প্রশ্নানুসারতঃ।
অস্মিন্ মনঃ সমাধায় যস্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥
ন বক্তব্যমিদং যত্নান্মদ্ভক্তিবিমুখায় হি।
মদ্ভক্তায় প্রদাতব্যমাহূয়াপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩

য ইদন্তু পঠেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
অজ্ঞানপটলধ্বান্তং বিধূয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪
ভক্তানাং মম যোগিনাং সুবিমলস্বান্তাতি-
শান্তাত্মনাং,
মৎসেবাভিরতাত্মনাঞ্চ বিমলজ্ঞানাত্মনাং সর্ব্ব
সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যতমতিঃ মৎসেবনানন্ত
র্মোক্ষস্তস্য করে স্থিতো হি মম সৎ
দৃষ্টো ভবে নান্যথা ॥ ৫৫

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

যস্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী।
বিচচার মহাসত্ত্বা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ১
একদা গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ।
পদ্মবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতেঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পাদসৌন্দর্য্যমোহিতা।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, কিন্তু দীপসংযোগ হইলে অনায়াসে দেখিতে পায়, তদ্রূপ মদ্ভক্তিযোগ থাকিলে আত্মাকে মনুষ্যেরা অনায়াসে দেখিতে পায়। এইরূপ মনুষ্যেরা যে প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার কিছু যথার্থ উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা নিরন্তর মদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ ও আমার ভক্তের সেবা, একাদশীতে উপবাস এবং আমার পর্ব্বদিনে উৎসব করে এবং আমার কথা রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে অনুরক্ত এবং আমার নাম-কীর্ত্তন ও পূজাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সকল সতত যোগী পুরুষদিগের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভক্তি জন্মিলে কোন বস্তুর অভাব থাকে না; যে হেতু ভক্তি হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য অতিসত্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎপরে মুক্তিলাভ হয়। হে বৎস! তোমার প্রশ্নানুসারে এই সকল গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি আমার এই সকল উপদেশবাক্যে মনোনিবেশ করিবে, সে-ই মুক্তিলাভ করিবে। তুমি আমার প্রতি অভক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আমার এই উপদেশ যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে এবং আমার ভক্তপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়াও এই সমস্ত ব্যক্ত করিবে। যে ব্যক্তি মৎকৃত উপদেশ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে প্রতিদিন পাঠ করে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি মৎসেবনে অনন্যবুদ্ধি হইয়া মদ্ভক্ত বিমলান্তঃকরণ শান্তপ্রকৃতি এবং মৎসেবাপর পরমজ্ঞানী যোগীদিগের সঙ্গ করে, সর্ব্বদা তাহাদিগের দর্শনপথে অবস্থিতি করে এবং দুর্লভ মুক্তিপদার্থ তাহাদিগের করস্থ জানিবে। ৪৬—৫৫।

পঞ্চম অধ্যায়।

তৎকালে জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী মহাবল রাক্ষসী সেই মহাবন মধ্যে বিচরণ করিত। একদা সে পঞ্চবটী সমীপে গৌতমী নদীর তীরে বজ্রাঙ্কুশসরোজলাঞ্ছিত জগতীপতি শ্রীরামের পদচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া কামার্ত্তচিত্ত হইল; চরণ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখি

পদচিহ্না সা পদৈস্তোয়ামাবৰ্ত্ত নিবেশনম্ ॥ ৩
তত্র সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্।
কন্দর্পসদৃশং রামং দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা। ৪
রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্ত ত্বং কঃ কিমাশ্রমে।
কো জটাবল্কলাদ্যৈঃ সাধ্যং কিং তেঽত্র মে বদ
অহং সূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
ভগিনী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬
ভ্রাত্রা সহিতা ভ্রাত্রা বসাম্যত্রৈব কাননে।
রাজ্ঞা দত্তং মে সর্ব্বং মুনিভক্ষ্যা বসাম্যহম্ ॥ ৭
ত্বাং বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাং বর।
তামাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সুতঃ ॥ ৮
এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী।
স তু ভ্রাতা কনীয়ান্ মে লক্ষ্মণোঽতীব সুন্দরঃ ॥
কিং কৃত্যং তে ময়া ব্রূহি কার্য্যং ভুবনসুন্দরি।
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা সাব্রবীদিদম্ ॥ ১০

এহি রাম ময়া সার্দ্ধং রমস্ব গিরিকাননে।
কামার্ত্তাহং ন শক্নোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্।
রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যন্ সস্মিতমব্রবীৎ।
ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যতে হ্যনপায়িনী ॥১২
ত্বস্তু সাপত্ন্যদুঃখেন কথং স্থাস্যসি সুন্দরি।
বহিরাস্তে মম ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽতীব সুন্দরঃ ॥১৩
তবানুরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর।
ইত্যুক্তা লক্ষ্মণং প্রাহ পতির্মে ভব সুন্দর ॥ ১৪
ভ্রাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোঽদ্য মা চিরম্।
ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষ্মণং কামমোহিতা ॥১৫
তামাহ লক্ষ্মণঃ সাধ্বি দাসোঽহং তস্য ধীমতঃ।
দাসী ভবিষ্যসি ত্বন্তু ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥১৬
তমেব গচ্ছ ভদ্রং তে স তু রাজাখিলেশ্বরঃ।

সেই পদচিহ্ন ক্রমে রামনিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর রাক্ষসী সীতাদেবীর সহিত একাসনোপবিষ্ট কন্দর্প সদৃশ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া কামভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাহার পুত্র, তোমার নাম কি—কি কারণেই বা জটা বল্কল ধারণ করিয়া আশ্রমে বাস করিতেছ? এখানে তোমার প্রয়োজনই বা কি? ল। আমি সূর্পণখানাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী; রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণের ভগিনী, খরনামক পর ভ্রাতার সহিত এই অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকি। রাজা আমাকে সমস্ত দিয়াছেন, আমি মুনিভোজিনী হইয়া আছি। তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে বদতাম্বর! এক্ষণে নিজ পরিচয় ব্যক্ত কর। শ্রীরাম কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম—এই পরমা সুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা এবং আমা অপেক্ষা অতি সুন্দর লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তিনিও এ স্থানে আছেন;—হে ভুবনমোহিনি! আমা দ্বারা তোমার কি কার্য্যসাধনে ইচ্ছা আছে, তাহা ব্যক্ত কর। কামার্ত্তা রাক্ষসী শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—"হে রাম! আগমন করিয়া আমার সহিত গিরকাননমধ্যে রমণ কর,—হে কমললোচন! আমি এক্ষণে অতি কামার্ত্তা হইয়াছি। অতএব তোমাকে কোনরূপে ত্যাগ করিতে পারি না।১—১১। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যবদনে রাক্ষসীকে কহিলেন,—হে সুন্দরি! আমার এই কল্যাণী ভার্য্যা বিদ্যমান আছে, ইহাকে কোনক্রমে ত্যাগ করা উচিত নহে, তুমি আমাকে পতিভাবে স্বীকার করিয়া যাবজ্জীবন সাপত্ন্য দুঃখে কি জন্য পীড়িতা হইবে? এক্ষণে তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করতেছি শ্রবণ কর;—"আমার ভ্রাতা পরম সুন্দর লক্ষ্মণ বহির্দ্দেশে আছেন; তিনিই তোমার অনুরূপ পতি হইবেন; তাঁহার সহিত এই বনমধ্যে বিচরণ কর।" রাক্ষসী শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর বহির্দ্দেশে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিল,—'হে সুন্দর! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমত্যনুসারে আমার পতি হও, এক্ষণে আমরা উভয়ে মিলিত হই; বিলম্ব করিও না!" লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;—"হে সাধ্বি! আমি শ্রীরামের দাস; তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তাঁহার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক [illegible]

তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাদ্রাঘবং দুষ্টমানসা ॥ ১৭
ক্রোধাদ্রাম কিমর্থং মাং ভ্রাময়স্যনবস্থিতঃ।
ইদানীমেব তাং সীতাং ভক্ষয়ামি তবাগ্রতঃ ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জানকীমনুধাবতী।
ততো রামাজ্ঞয়া খড়্গমাদায় পরিগৃহ্য তাম্ ॥ ১৯
চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণৌ চ লক্ষ্মণো লঘুবিক্রমঃ।
ততো ঘোরধ্বনিং কৃত্বা রুধিরাক্তবপুর্দ্রুতম্ ॥ ২০
ক্রন্দমানা পপাতাগ্রে খরস্য পরুষাক্ষরা।
কিমেতদিতি তামাহ খরঃ খরতরাক্ষরঃ ॥ ২১
কেনৈবং কারিতাসি ত্বং মৃত্যোর্বক্ত্রানুবর্ত্তিনা।
বদ মে তং বধিষ্যামি কালকল্পমপি ক্ষণাৎ ॥২২
তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
দণ্ডকং নির্ভয়ং কুর্ব্বন্নাস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩

মামেবং কৃতবাংস্তস্য ভ্রাতা তেনৈব চোদিতঃ।
যদি ত্বং কুলজাতোঽসি বীরোঽসি জহি তৌ রিপূ ॥২৪
তয়োস্তু রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তৌ সুদুর্ম্মদৌ।
নো চেৎ প্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ২৬
চোদয়ামাস রামস্য সমীপং বধকাঙ্ক্ষয়া।
খরশ্চ ত্রিশিরাশ্চৈব দূষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৭
সর্ব্বে রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।
শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ
শ্রূয়তে বিপুলঃ শব্দো নূনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ।
ভবিষ্যতি মহদ্যুদ্ধং নূনমদ্য ময়া সহ ॥ ২৯
সীতাং নীত্বা গুহাং গত্বা তত্র তিষ্ঠ মহাবল।
হন্তুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বান্ রাক্ষসান্ ঘোররূপিণঃ ॥
অত্র কিঞ্চন্ন বক্তব্যং শাপিতোঽসি মমোপরি।
তথেতি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গহ্বরং যযৌ ॥ ৩১

আছে ?—হে ভদ্রে ! তুমি রামের নিকট গমন কর, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অতএব তদ্দ্বারা তোমার মঙ্গল হইবে। রাক্ষসী লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীরামের নিকট আগমন করিয়া ক্রোধসহকারে কহিল ;—"হে রাম ! তুমি অব্যবস্থিতচিত্তের ন্যায় কি জন্য মিথ্যা-বাক্য দ্বারা আমাকে ভ্রমণ করাইতেছ ? এক্ষণে তোমার অগ্রেই সীতাকে ভক্ষণ করিব।" অনন্তর রাক্ষসী বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া জানকীর প্রতি ধাবিত হইল। অমিত-পরাক্রম লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে রাক্ষসীকে গ্রহণ করিয়া শাণিত খড়্গ দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণযুগল ছেদন করিলেন। অনন্তর রুধির-সিক্তশরীরা রাক্ষসী ঘোরতর শব্দে ক্রন্দন ও কঠোর বাক্যোচ্চারণ করিতে করিতে খরের সম্মুখে পতিত হইল। অনন্তর খরতরবাদী খর কহিল, "একি ! কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে ? তুমি তাহার নাম ব্যক্ত কর ; কালসদৃশ হইলেও ক্ষণকালমধ্যে তাহাকে বধ করিব।১২—২২। রাক্ষসী তাহাকে কহিল,—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস-ভীতি দূর করত গোদাবরী তীরে অবস্থান করিতেছে। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা [illegible] জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এইরূপ অবস্থা করি[illegible]য়াছে। যদি তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করি[illegible] থাক ও যথার্থ বীর হও, তবে সেই শত্রুদ্বয়[illegible] বিনাশ কর, আমি তাহাদিগের রুধির-পান [illegible] মাংস ভক্ষণ করিব ; আর যদি তাহাদিগ[illegible] উপেক্ষা কর, তবে আমি প্রাণ-পরিত্যাগ করি[illegible] শমনসদনে গমন করিব। খর তৎশ্রব[illegible] ক্রোধে অধীর হইয়া বহির্গত হইল। অনন্ত[illegible] সে রামের বিনাশ-বাসনায় চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্[illegible] সৈন্য প্রেরণ করিয়া দূষণ ও ত্রিশিরার সহি[illegible] নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং রামের নিক[illegible] গমন করিল। সৈন্যগণের কোলাহল শ্রব[illegible] করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন ;—"ঐ ভী[illegible] কোলাহল শুনা যাইতেছে, নিশ্চয় রাক্ষসগণ আগ[illegible] মন করিতেছে। অদ্য আমার সহিত ঘোরত[illegible] যুদ্ধ করিবে। হে মহাবল ! তুমি সীতা[illegible] লইয়া পর্ব্বত-গুহার মধ্যে অবস্থান কর। আ[illegible] ঘোর-দর্শন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তুমি এ[illegible] বিষয়ে কোন আপত্তি করিও না, আমার দিব্য।

পাদ্বকবচং বদ্ধা ধনুরাদায় নিষ্টুরম্।
রাবিক্ষমশরৌ বদ্ধা যত্তোহভবৎ প্রভুঃ ॥ ৩২
আগত্য রক্ষাংসি রামস্তোপরি চিক্ষিপুঃ।
রাণি বিচিত্রাণি পাষাণান্ পাদপানপি ॥ ৩৩
চিচ্ছেদ রামোহপি লীলয়া তিলশঃ ক্ষণাৎ
বাণসহস্রেন হত্বা তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥৩৪
ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণঞ্চৈব রাক্ষসম্।
প্রহরার্দ্ধেন সর্ব্বানেব রঘূত্তমঃ ॥ ৩৫
সোহপি গুহামধ্যাৎ সীতামাদায় রাঘবে।
রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মাযযৌ ॥ ৩৬
রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
নানি চাঙ্গেষু মমার্জ্জ জনকাত্মজা ॥ ৩৭
ক্রুদ্রাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্।
গত্বা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥৩৮
পপাতোর্ব্ব্যাং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ।
তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ত্বং বিরূপকরণং তব।
কৃতং শক্রেণ বা ভদ্রে যমেন বরুণেন বা।
কুবেরেণাথ বা ব্রূহি ভস্মীকুর্য্যাং ক্ষণেন তম্ ॥ ৪০
রাক্ষসী তমুবাচেদং ত্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ।
পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ ষণ্ডঃ সর্ব্বত্র লক্ষ্যসে ॥৪১
চারচক্ষুর্বিহীনস্ত্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি।
খরশ্চ নিহতঃ সঙ্খ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ॥ ৪২
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণাসুরশত্রুণা ॥ ৪৩
জনস্থানমশেষণে মুনীনাং নির্ভয়ং কৃতম্।
ন জানাসি বিমূঢ়স্ত্বমত এব ময়োচ্যতে ॥ ৪৪
রাবণ উবাচ।
কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাসুরা হতাঃ।
সম্যক্ কথয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥
শূর্পণখোবাচ।
জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্গৌতমীতটে।
তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাশ্রয়া ॥ ৪৬
তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ।

রাম-বাক্য স্বীকার করিয়া সীতার সহিত গুহায় গমন করিলেন।২৩—৩০। রামচন্দ্র শরাসন, অক্ষয় শর ও তূণীরযুগল ধারণ লন এবং বদ্ধপরিকর হইয়া সাবধানভাবে লন। অনন্তর রাক্ষসগণ আগমনপূর্ব্বক র উপর বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিলা-খণ্ড ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র লীলাক্রমে ক্ষণমধ্যে সেই সকল অস্ত্রাদি তিল ছেদন করিলেন। রঘুবর প্রহরার্দ্ধ-দূষণ ত্রিশিরা ও সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ লেন, অনন্তর লক্ষ্মণ, গুহামধ্য হইতে কে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করি-ও নিহত রাক্ষসগণকে অবলোকন করিয়া ত হইলেন। জনকনন্দিনী প্রসন্ন-মুখে ক আলিঙ্গন করিয়া রামের শরীরের অস্ত্র-স্পর্শে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগকে নিহত দেখিয়া ভগিনী শূর্পণখা পলায়ন করিল এবং র গমনপূর্ব্বক সভামধ্যে রাবণ-চরণ সমীপে ল পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে ভয়বিহ্বলা দেখিয়া কহিল ;—

"বৎসে! উঠ উঠ ; ভদ্রে! ইন্দ্র, যম, বরুণ বা কুবের, কে তোমাকে বিরূপ করিয়াছে বল ? আমি তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশেষ করিব।" ৩৯—৪০। রাক্ষসী তাহাকে এই কথা বলিল,—"তুমি প্রমত্ত, মূঢ়বুদ্ধি, পানাসক্ত এবং স্ত্রৈণ ; তুমি সর্ব্বত্র ষণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছ ; তোমার চররূপ চক্ষু নাই ; তবে রাজ্য রক্ষা কিরূপে করিবে ? রাক্ষস-শত্রু রাম—যুদ্ধে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশসহস্র মহাবল রাক্ষস বিনাশ করিয়াছে। জনস্থানে মুনিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, তুমি ইহার কিছুই বিদিত নহ—এইজন্য তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি।" রাবণ কহিল ;—"রাম কে, কি জন্য কিরূপেই বা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিল ? তুমি তাহা সবিস্তরে বল ; আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব।" শূর্পণখা কহিল ;—"আমি একদা জনস্থান হইতে গোদাবরীতীরে গমন করিতেছিলাম। মুনিগণের আবাসস্থান পঞ্চবটী-কাননে দেখিলাম, প্রফুল্ল-কমললোচন,

ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৭
কনীয়ানস্যানুজস্তস্য লক্ষ্মণোঽপি তথাবিধঃ।
তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী রূপিণী শ্রীরিবাপরা ॥৪৮
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ দ্যোতয়ন্তী বনং শুভা ॥
আনেতুমহমুদ্যুক্তা তাং ভার্য্যার্থং তবানঘ।
লক্ষ্মণো নাম তদ্‌ভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥
কর্ণৌ চ নোদিতস্তেন রামেণ স মহাবলঃ।
অতোঽহমতিদুঃখেন রুদন্তী খরমন্বগাম্ ॥ ৫১
সোঽপি রামং সমাসাদ্য যুদ্ধং রাক্ষসযূথপৈঃ।
ততঃ ক্ষণেন রামেণ তেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২
সর্ব্বে তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
যদি রামো মনঃ কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যং নিমিষার্দ্ধতঃ
ভস্মীকুর্য্যান্ন সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো।
যদি সা তব ভার্য্যা স্যাৎ সফলং তব জীবিতং ॥৫৪

ধনুর্ব্বাণধর, জটা-বল্কল-বিভূষিত, পরম রূপবান্ রাম সেই স্থানে বিরাজ করিতেছে। তাহার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণও তাহার ন্যায় সুন্দর। তাহার ভার্য্যা আয়তলোচনা, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী। দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, নাগলোক বা মনুষ্যলোকে তাদৃশী সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই। সে সেই কানন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে অনঘ! আমি সেই রমণীকে তোমার ভার্য্যা করিব বলিয়া আনিতে উদ্যোগ করিলে, রামের কনিষ্ঠ মহাবল লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিল। অনন্তর আমি রোদন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। ৪৭-৫১। রাক্ষস-সেনাপতিগণ সমভিব্যাহারে খরও রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই সমস্ত ভীমপরাক্রম রাক্ষস সেই বলশালী রাম কর্ত্তৃক ক্ষণমধ্যে নিহত হইয়াছে। প্রভো! আমার বোধ হয়, রাম মনে করিলে নিমিষার্দ্ধে ত্রৈলোক্য ভস্মাবশেষ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যদি রামের ভার্য্যা তোমার প্রণয়িনী

অতো যতস্ব রাজেন্দ্র [illegible]তে [illegible]।
সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্ব্বলোকৈকসুন্দরী ॥ ৫৫
সাক্ষাদ্রামস্য পুরতঃ স্থাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো।
মায়য়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্স্যসে তাং রঘূত্তমাৎ ॥৫৬
শ্রুত্বা তৎ সূক্তবাক্যঞ্চ দানমানাদিভিস্তথা।
আশ্বাস্য ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্।
তত্র চিন্তাপরো ভূত্বা নিদ্রাং রাত্রৌ ন লব্ধবান্ ॥
একেন রামেণ কথং মনুষ্য-
মাত্রেণ নষ্টঃ সবলঃ খরো মে।
ভ্রাতা কথং মে বলবীর্য্যদর্প-
যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ ॥ ৫৮
যদ্বা ন রামো মনুজঃ পরেশো
মাং হন্তুকামঃ সবলং বলৌঘৈঃ।
সম্প্রার্থিতোঽয়ং দ্রুহিণেন পূর্ব্বং
মনুষ্যরূপোঽদ্য রঘোঃ কুলেঽভূৎ ॥ ৫৯
বধ্যো যদি স্যাং পরমাত্মনাহং
বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েঽহম্।
নো চেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব
ভোক্ষ্যে চিরং রামবতো ব্রজামি ॥ ৬০

হয়, তবেই তোমার জীবন সফল। অতএব হে রাজেন্দ্র! পদ্মপত্র-লোচনা, সর্ব্বলোক-সুন্দরী সীতা যাহাতে তোমার প্রেয়সী হয়, তাহার চেষ্টা কর। প্রভো! তুমি রামের সাক্ষাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়া-জালে রামকে মোহিত করিয়া তোমাকে জানকী লাভ করিতে হইবে।" রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, সম্মান ও দান দ্বারা ভগিনীকে সমাশ্বস্ত করিয়া শয়নাগারে গমন করিল; তথায় কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিল না। "রাম একাকী সামান্য মনুষ্য হইয়াও আমার ভ্রাতা খরকে কিরূপে সসৈন্যে বিনাশ করিল? অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ করেন, তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠরাজ্য পরিপালন করিব অথবা

বিভাবসিনাত্মজপ্রে।
বং ধিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিম্।
বিয়োবধুদ্ধ্যেব হরিং প্রয়ামি
ক্রমং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ॥ ৬১
ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইত্থং নিশায়াং স প্রভাতে রথমাস্থিতঃ।
পো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্॥ ১
। মারীচসদনং পরং পারমুদন্বতঃ।
চত্র মুনিবজ্জটাবল্কলধারকঃ॥ ২
ন্ হৃদি পরাত্মানং নির্গুণং গুণভাসকম্।
বিরমেঽপশ্যদ্রাবণং গৃহমাগতম্॥ ৩
মুত্থায় চালিঙ্গ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি।
ত্বিষ্টং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪

সমাগমনমেতৎ তেঽপুর্বৈকেন রাবণ।
চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্॥ ৫
ব্রূহি মে ন হি গোপ্যঞ্চেৎ করবাণি তব প্রিয়ম্।
ন্যায্যং চেদ্ব্রূহি রাজেন্দ্র বৃজিনং মাং স্পৃশেন্নহি
রাবণ উবাচ।
অস্তি রাজা দশরথঃ সাকেতাধিপতিঃ কিল।
রামনামা সুতস্তস্য জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৭
বিবাসয়ামাস সুতং বনং মুনিজনপ্রিয়ম্।
ভার্য্যয়া সহিতং ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্॥ ৮
স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে।
তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী॥
রামো নিরপরাধান্মে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
খরঞ্চ হত্বা বিপিনে সুখমাস্তেঽতিনির্ভয়ঃ॥ ১০
ভগিন্যা মে শূর্পণখ্যা নির্দোষায়াশ্চ নাসিকাম্।
কর্ণৌ চিচ্ছেদ দুষ্টাত্মা বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ॥ ১১

রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। নতুবা চিরকাল রাক্ষস রাজ্য ভোগ করিব। অতএব ধ বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করি।” দেশ্বর রাবণ এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকে শত্রু বলিয়া স্থির করিল। আরও ভাবিল, র নিকট বিরোধ বুদ্ধিতেই গমন করা । যেহেতু জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র হন না। ৫২—৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বুদ্ধিমান্ রাবণ, নিশাভাগে ঐরূপ চিন্তা করে মনে একটী কার্য্য স্থির করিল প্রভাতে রথারোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের পর মারীচসদনে গমন করিল মারীচ মুনির ন্যায় জটা-বল্কল-ধারী হইয়া নির্গুণ পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে তাহার পর সমাধিবিরামে রাবণকে গৃহে সমাগত অবলোকন করিল; এবং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাবণকে আলিঙ্গন,

অনন্তর রাবণ, সুখে উপবেশন করিলে মারীচ কহিল,—“রাবণ! আপনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন ও হৃদয়ে যেন কোন মহৎ কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন। গোপনীয় না হইলে তাহা প্রকাশ করুন। হে রাজেন্দ্র! যদি ঐ কার্য্য করিলে আমাকে পাপস্পর্শ না করে ও ঐ কার্য্য যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আমি আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব।” রাবণ, কহিল, “অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামে রাজা ছিলেন। সত্যপরাক্রম রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা সেই মুনিপ্রিয় রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, রাম ঘোর পঞ্চবটী বনে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভুবনমোহিনী বিশাল-নয়না সীতা তাহার ভার্য্যা; রাম বিনা অপরাধে আমার অনুচর ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ ও খরকে বিনাশপূর্ব্বক নির্ভয় হইয়া সুখে বাস করিতেছে, আমার ভগিনী শূর্পণখা তাহার কোন অপকার করে নাই, তথাপি দুরাত্মা রাম তাহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ

অতস্ত্বয়া সহায়েন গত্বা তৎপ্রাণবল্লভাম্।
আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ ॥ ১২
ত্বন্তু মায়ামৃগো ভূত্বা হ্যাশ্রমাদপনেষ্যসি।
রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব তদা সীতাং হরাম্যহম্ ॥ ১৩
ত্বন্তু তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা স্থাস্যসি পূর্ব্ববৎ।
ইত্যেবং ভাষমাণং তং রাবণং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥
কেনেদমুপদিষ্টং তে মূলঘাতকরং বচঃ।
স এব শত্রুর্ব্বধ্যশ্চ যস্ত্বন্নাশং প্রতীক্ষতে ॥ ১৫
রামস্য পৌরুষং স্মৃত্বা চিত্তমদ্যাপি রাবণ।
বালোঽপি মাং কৌশিকস্য যজ্ঞসংরক্ষণায় সঃ ॥
আগতস্ত্বিষুটে কেন পাতয়ামাস সাগরে।
যোজনানাং শতং রামস্তদাদি ভয়বিহ্বলঃ ॥ ১৭
স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদেবাহং রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ ॥ ১৮
দণ্ডকেঽপি পুনরপ্যহং বনে
পূর্ব্ববৈরমনুচিন্তয়ন্ হৃদি।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গমৃগরূপ একদা
মাংসৈর্বহুভিরাবৃতোঽভ্যয়ম্ ॥ ১৯

অতএব তুমি আমার সহায় হইলে আমি গমন করিয়া যে সময় রাম বনে না থাকিবে, সেই সময় তাহার প্রাণবল্লভা সীতাকে হরণ করিয়া আনয়ন করিব। তুমি মায়াময় মৃগ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাইলে আমি সীতাকে হরণ করিব। তুমি আমার সাহায্য করিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিবে।” রাবণ এই কথা কহিতেছে দেখিয়া মারীচ সবিস্ময়ে বলিল,—“এই সর্ব্বনাশকর বাক্য কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার বিনাশ কামনা করিতেছে, সেই তোমার শত্রু, সুতরাং বধার্হ। হে রাবণ! আমার চিত্ত রামের পুরুষকার স্মরণ করিয়া অদ্যাপি বিকল আছে। রাম বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিয়া এক বাণে আমাকে শত যোজন দূর সাগরে পাতিত করিয়াছেন, আমি তদবধি ভয়-বিহ্বল হইয়া রামের সেই কার্য্য অনবরত স্মরণ করত চতুর্দ্দিক্ রামময় দেখিতেছি।১২—১৮। একদা আমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ

রাঘবং জনকজাসমন্বিতং
লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরান্বিতঃ।
আগতোঽহমথ দুষ্টমুদ্যতো
মাং বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ ॥ ২০
তেন বিদ্ধহৃদয়োঽহমুদ্ভ্রমন্
রাক্ষসেন্দ্র পতিতোঽস্মি সাগরে।
তৎপ্রভৃত্যহমিদং সমাশ্রিতঃ
স্থানমূর্জ্জিতমিদং ভয়ার্দ্দিতঃ ॥ ২১
রামমেব সততং বিভাবয়ে
ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্নরমণীরথাদিকং
শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ ॥ ২২
রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া
বাহ্যকার্য্যমপি সর্ব্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপে
রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্ ॥ ২৩
স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা
বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ।
তদ্গতাপি বিমুচ্য চাগ্রহং
রাঘবং প্রতি গৃহং প্রযাহি তো ॥ ২৪

করিয়া পুনর্ব্বার মাদৃশ রাক্ষসগণে বেষ্টি-
হইয়া, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক দ-
কারণ্যে গমন করিয়াছিলাম। আমি ত্বরা-
হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বি-
করিতে উদ্যত হইলে, রাম আমার প্রতি এক
শর নিক্ষেপ করিলেন। হে রাক্ষসেন্দ্র! আ-
সেই বাণে বিদ্ধহৃদয় হইয়া শোণিত ক-
করিতে করিতে সাগরে পতিত হইলাম। সে-
অবধি আমি ভয়পীড়িতান্তঃকরণে এই নি-
স্থান আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতেছি।
ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ, প্র-
নাম শ্রবণ করিলে রামের আদ্য অক্ষ-
মনে হওয়ায় নিতান্ত ভীত হইয়া রাম-
চিন্তা করি; ‘রাম এই স্থানে আসিয়াছেন,’
শঙ্কাতে আমি বাহ্য কার্য্য সকলও পরিত-
করিয়াছি। আমি নিদ্রিত হইলেও স্ব-
স্বপ্ন দেখি, অমনি বীতনিদ্র হইয়া উপ-

রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং
ত্বৎসুতো সকলমেব নশ্যতি।
তব হিতং বদতো মম ভাষিতং
পরিগৃহাণ পরাত্মনি রাঘবে॥ ২৫
ত্যজ বিরোধমতিং ভজ ভক্তিতঃ
পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ।
অহমশেষমিদং মুনিবাক্যতো
হ্যশৃণবমাদিযুগে পরমেশ্বরঃ॥ ২৬
ব্রহ্মণার্থিত উবাচ তং হরিঃ
কিং তবেপ্সিতমহং করবাণি তৎ।
ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন
ত্বং প্রযাহি ভুবি মানুষং বপুঃ।
দশরথাত্মজভাবমঞ্জসা
জহি রিপুং দশকন্ধরং হরে॥ ২৭
অতো ন মানুষো রামঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
মায়ামানুষবেশেন বনং যতোঽতিনির্ভয়ঃ॥ ২৮
ভূভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত গৃহং সুখম্॥ ২৯

শ্রুত্বা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
পরমাত্মা যদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল॥ ৩০
মদ্বধং হন্তুং মানুষো ভূত্বা যত্নাদিহ সমাগতঃ।
করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ॥ ৩১
অতোঽহং যত্নতঃ সীতামানেষ্যাম্যেব রাঘবাৎ।
বধে প্রাপ্তে রণে বীর প্রাপ্স্যামি পরমং পদম্।
যদা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্স্যামি নির্ভয়ঃ॥
অতো তিষ্ঠ মহাভাগ বিচিত্রমৃগরূপধৃক্॥ ৩৩
রামং সলক্ষ্মণং শীঘ্রমাশ্রমাদতিদূরতঃ।
আকৃষ্য গচ্ছ ত্বং শীঘ্রং সুখং তিষ্ঠ যথা পুরা॥ ৩৪
ততঃপরং চেদ্যৎকিঞ্চিদ্ভাষসে মদ্বিভীষণম্।
হনিষ্যাম্যসিনানেন ত্বামত্রৈব ন সংশয়ঃ॥ ৩৫
মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বাত্মন্যেবানুচিন্তয়ৎ।
যদি মাং রাঘবো হন্যাৎ তদা মুক্তো ভবার্ণবাৎ।
মাং হন্যাদ্যদি চেদ্দুষ্টস্তদা মে নিরয়ো ধ্রুবম্॥ ৩৬

২। অতএব আপনিও রামচন্দ্রের প্রতি বিরোধ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন চিরাগত রাক্ষসকুল রক্ষা করুন, আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। আমার হিতবাক্য গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র পরমাত্মা, তাঁহাতে বিরোধ বুদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন, তিনি পরম কারুণিক আমি মহামুনিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, সত্যযুগে ব্রহ্মা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি কহিলেন,—'তোমার অভীষ্ট কি বল? আমি তাহা সম্পাদন করিব।' ব্রহ্মা কহিলেন,—হে হরে! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দশরথের পুত্ররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া শীঘ্র আমাদিগের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন।' অতএব রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ—ভূভার হরণের জন্য মায়া দ্বারা মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া নির্ভয়চিত্তে বনে আগমন করিয়াছেন। হে তাত! তাঁহার সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সুখে গৃহে গমন কর।" ১৯—২৯ রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—"রাম যদি পরমাত্মা ঈশ্বর হন ও আমাকে বিনাশ করিতে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে যত্নপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইয়া থাকেন, তবে অচিরেই আপনার সঙ্কল্প সত্য করিবেন। অতএব আমি সযত্নে রামের নিকট হইতে সীতাকে হরণ করিব। হে বীর! রামসহ সংগ্রামে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইব। নতুবা রামকে রণে নিহত করিয়া নির্ভয়ে জানকী লাভ করিব। অতএব হে মহাভাগ! উঠ, বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাও; অনন্তর পূর্ব্বকালের ন্যায় সুখে অবস্থান কর। ইহার পর যদি আমার ভয়োৎপাদক কোন কথা বল, তবে এই অসি দ্বারা এই স্থানেই নিঃসন্দেহ তোমাকে বিনাশ করিব।" মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—"যদি রামচন্দ্র আমাকে বিনাশ করেন, তবে এই ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইব। আর যদি রাবণ আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে।" এইরূপে রাম

ইতি নিশ্চিত্য মনসা রাবণানুখায় বেগতঃ।
অব্রবীদ্রাবণং রাজন্ করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য গত্বা রামাশ্রমং প্রতি।
তপ্তকাঞ্চনসংকাশো মৃগোহভূদ্রৌপ্যবিন্দুকঃ ॥ ৩৮
রত্নশৃঙ্গো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ।
বিদ্যুৎপ্রভো বিমুগ্ধাস্যো বিচচার বনান্তরে ॥ ৩৯
রামাশ্রমপদস্যান্তে সীতাদৃষ্টিপথে চরন্ ॥ ৪০

কখনক ধাবত্যথ তিষ্ঠতে ক্ষণং
সমীপমাগত্য পুনর্ভয়াবৃতঃ।
এবং স মায়ামৃগবেশরূপধৃক্
চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ ॥ ৪১

ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অথ রামোহপি তৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্।
উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি মে বচঃ ॥ ১

রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহন্তিকম্
ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ
অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া।
রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ব্ববৎ প্রাপ্স্যসে শুভে
শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাপি তত্র তথাকরোৎ
মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেহনলে।
মায়াসীতা তদা পশ্যন্মৃগং মায়াবিনির্ম্মিতম্।
হসন্তী রামমভ্যেত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা।
পশ্য রাম মৃগং চিত্রং কানকং রত্নভূষিতম্।
বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তং চরন্তমকুতোভয়ম্ ॥
বদ্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ।
তথেতি ধনুরাদায় গচ্ছন্ লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৭
রক্ষ ত্বমতিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্।
মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥

হইতে মৃত্যুই উৎকৃষ্ট স্থির করিয়া সে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিল,—'হে রাজন্! হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক রামাশ্রমে গমন করিল। পরে মারীচ এক আশ্চর্য্য মৃগরূপ ধারণ করিল। ঐ মৃগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ, গাত্র রৌপ্যময় বিন্দুরাজি-বিরাজিত, শৃঙ্গ রত্নময়, খুর মণিময়, নেত্র নীল-রত্নরচিত, তাহার প্রভা বিদ্যুৎ সদৃশ, বদন অতীব সুন্দর। রামের আশ্রমের নিকট সীতার দৃষ্টিপথে মৃগ-রূপধারী মারীচ কখন ধাবিত হয়; কখন অব-স্থান করে; কখন বা নিকটে আসিয়া ভীত হয়; এইরূপে সীতাকে বিমোহিত করিতে লাগিল। ৩০—৪১।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর রামও রাবণের সেই সেই সমস্ত চেষ্টা জানিতে পারিয়া নির্জ্জনে সীতাকে কহি-লেন,—"জানকি! আমার কথা শুন, রা[illegible] ভিক্ষুকরূপে তোমার নিকট আসিবে। কিন্তু তোমার সদৃশাকৃতি ছায়া কুটীরে [illegible] পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ কর; এবং [illegible] আজ্ঞাক্রমে তথায় এক বৎসর অদৃশ্যরূপে [illegible] স্থিত কর। হে শুভে! রাবণবধের [illegible] পূর্ব্ববৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" জানকী [illegible] বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় তাহাই করি[illegible] মায়া-সীতা বাহিরে রক্ষা করিয়া আপনি [illegible] অন্তর্হিতা হইলেন। সেই সময় মায়া[illegible] একটী মায়াকল্পিত মৃগ দেখিয়া হাসিতে হাসি[illegible] রামের নিকট আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "হে রাম! দেখুন, কেমন আশ্চর্য্য রত্ন-[illegible] ষিত কনকময় মৃগ অকুতোভয়ে বিচরণ [illegible] তেছে। উহার গাত্রে চিত্র বিচিত্র বিন্দু[illegible] বিরাজ করিতেছে। আপনি ঐ মৃগটী [illegible] করিয়া আমাকে দিন। ঐ সুন্দর [illegible] সহিত আমি ক্রীড়া করিব।" রা[illegible] তাহাই স্বীকার করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূ[illegible] গমনকালে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"তুমি [illegible] সহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা [illegible] এই কাননে ঘোরদর্শন মায়াবী রাক্ষস"

…বাহুতঃ সাধ্বাং রক্ষ সীতামানিন্দিতাম্ ।
…বা রাক্ষসোঽয়ং দেবায়ং মৃগরূপধৃক্ ।
…চোঽত্র ন সন্দেহ এবম্ভুতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯

শ্রীরাম উবাচ ।

মারীচ এবায়ং তদা হন্মি ন সংশয়ঃ ।
…শ্চেদা নয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০
…ষ্যামি মৃগং বদ্ধা হ্যানয়িষ্যামি সত্বরঃ ।
…যত্নেন সন্তিষ্ঠ সীতাসংরক্ষণোদ্যতঃ ॥ ১১
…ত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রামো মায়ামৃগমনুক্রতঃ ।
…মায়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ ॥১২
…কারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোঽপি মৃগমন্বগাৎ ।
…ানুকম্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ ॥ ১৩
…ং সীতাপ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ ।
…থা পূর্ণকামস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ ॥ ১৪
…ন বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাত্মনঃ ।

কদাচিদ্দৃশ্যতেঽভ্যাসে ক্বচিৎ ধাবতি দীয়তে ॥
দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ ।
ততো রামোঽপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোঽয়মিতি স্ফুটম্
বিব্যাধ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগরূপিণম্ ।
পপাত রুধিরাক্তাস্যো মারীচো পূর্ব্বরূপধৃক্ ॥ ১৭
হা হতোঽস্মি মহাবাহো ত্রাহি লক্ষ্মণ মাং দ্রুতম্
ইত্যুক্ত্বা রামবদ্বাচা পপাত রুধিরাননঃ ॥ ১৮
যন্নামান্তোঽপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ ।
কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যন্ তেনৈব নিহতোঽসুরঃ ॥
তদ্দেহাদুত্থিতং তেজঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ।
রামমেবাবিশদ্দেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ২০
কিং কর্ম্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ
অথবা রাঘবস্যায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূর্ব্বং রামমনুস্মরন্ ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গৃহবিত্তাদিকঞ্চ যৎ ॥২২ .

…, এজন্য এ স্থানে সাবধান হইয়া অনিন্দিতা সাধ্বী সীতাকে রক্ষা কর।” লক্ষ্মণ …লেন,—‘দেব! যাহা দেখিতেছেন, ইহা …হে, মৃগরূপধারী মারীচ, ইহাতে সন্দেহ …; রত্নবিভূষিত কনকময় মৃগ কোথা হইতে …বে?”১—৯ শ্রীরাম কহিলেন,—“এই মৃগ মারীচ হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহাকে বিনাশ …ব, আর যদি প্রকৃত মৃগ হয়, তবে সীতার …ভার নিমিত্ত আনয়ন করিব। আমি সত্বর …পূর্ব্বক মৃগকে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিব, …। সযত্নে সীতারক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া …স্থান কর।” রামচন্দ্র ইহা বলিয়া মৃগের …সরণ করিলেন। লোকবিমোহিনী জগৎ… পরিণতা মায়া যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান …তেছেন, সেই নির্ব্বিকার, জ্ঞানময়, পূর্ণব্রহ্ম …ের পশ্চাৎ গমন করিলেন, ইহাতে “ভগবান্ যে ভক্তবৎসল,” এই কথা সপ্রমাণ …ছে; যেহেতু “ইহা মৃগ নহে মারীচ” …য়াও যেন সীতার প্রিয়সাধন জন্যই মৃগের …ৎ ধাবিত হইলেন। তাহা না হইলে …নের বিদিতস্বরূপ প… …। রামচন্দ্রের …বা স্ত্রীতে কি প্রয়োজন? অনন্তর, মায়া-

মৃগ কখন রামের নিকট বিচরণ করে. কখন ধাবিত হয়, কখন দৃষ্টিপথের অতীত হয়, কখন বা দূর হইতে লক্ষিত হয়, এইরূপে রামচন্দ্রকে বহুদূরবর্ত্তী করিল। অনন্তর রামও “এ নিশ্চয় রাক্ষস,” জানিয়া শরগ্রহণপূর্ব্বক মৃগরূপী রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মারীচ, মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া পতিত হইল। তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর মারীচ শ্রীরামের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ‘হা হতোঽস্মি! হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর,” এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। অপণ্ডিত ব্যক্তিও মরণ সময়ে রামনাম স্মরণ করিলে রামের সাম্য প্রাপ্ত হয়। মারীচ রামচন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে নিহত হইয়া যে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর বক্তব্য কি? অনন্তর মারীচের দেহ হইতে একটী তেজঃ উত্থিত হইয়া রামশরীরে প্রবেশ করিল। দেবগণ এইরূপ ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন।১—২০ “মুনিহিংসক পাপী কি কার্য্য করিয়া কি পদ প্রাপ্ত হইল। অথবা রামচন্দ্রের মহিমাই এইরূপ, ইহাতে সংশয় নাই। মারীচ পূর্ব্বে

অপি রাক্ষসং দৃষ্টা স্মৃত্বা নিবৃত্তিস্তেন বন্ধনম্।
অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যন্ রামময়ং জগৎ ॥২৩
দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোঽপি বা।
ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥
ইতি তেঽন্যোন্যমালাপ্য ততো দেবা দিবং যযুঃ।
রামশ্চিন্তয়ামাস ম্রিয়মাণোঽসুরাধমঃ ॥ ২৫
হা লক্ষ্মণেতি মদ্বাক্যমনুকুর্ব্বন্ মমার কিম্।
শ্রুত্বা মদ্বাক্যসদৃশং বাক্যং সীতাপি কিং ভবেৎ
ইতি চিন্তাপরীতাত্মা রামো দূরান্ন্যবর্ত্তত।
সীতা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মারীচস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭
ভীতাতিদুঃখসংবিগ্না লক্ষ্মণস্ত্বিদমব্রবীৎ।
গচ্ছ লক্ষ্মণ বেগেন ভ্রাতা তেঽসুরপীড়িতঃ ॥২৮
হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুস্তে ন শৃণোষি কিম্।
তামাহ লক্ষ্মণো দেবি রামবাক্যং ন তদ্ভবেৎ ॥২৯
যঃ কশ্চিদ্রাক্ষসো দেবি ম্রিয়মাণোঽব্রবীদিদম্।
রামস্ত্রৈলোক্যমপি যঃ ক্রুদ্ধো নাশয়তি ক্ষণাৎ।
স কথং দীনবচনং ভাষতেঽমরপূজিতঃ ॥ ৩০
ক্রুদ্ধা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাষ্পবিলোচনা ॥৩১
প্রাহ লক্ষ্মণ দুর্বুদ্ধে ভ্রাতুর্ব্যসনমিচ্ছসি।
প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩৩
মাং নেতুমাগতোঽসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে।
ন প্রাপ্স্যসে ত্বং মামদ্য পশ্য প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥৩৪
ন জানাতীদৃশং রামো ত্বাং ভার্য্যাহরণোদ্যতম্
রামাদন্যং ন স্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ॥ ৩৫
ইত্যুক্তা বধ্যমানা সা স্ববাহুভ্যাং রুরোদ হ।
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণৌ পিধায়াতীব দুঃখিতঃ ॥৩৬
মামেবং ভাষসে চণ্ডি ধিক্ ত্বাং নাশমুপৈষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা বনদেবীভ্যঃ সমর্প্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩৭

রামবাণে বিদ্ধ হইয়া ভয়ে গৃহবিত্তাদি-সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা হৃদয়ে রামকে ধ্যান করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়াছিল; সুতরাং অন্তিমকালে রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে রামের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক, বা ধার্ম্মিক হউক, রামনাম স্মরণপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিলে অবশ্যই মুক্তি লাভ করে।”—দেবগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। “রাক্ষসাধম মারীচ মৃত্যুকালে ‘হা লক্ষ্মণ’ এই প্রকার আমার বাক্যের অনুকরণ করিল কেন? জানকী আমার স্বর সদৃশ এই সকরুণ স্বর শ্রবণ করিয়া না জানি কতই উদ্বিগ্না হইবেন।” রাম এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে সীতা দুরাত্মা মারীচের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—“হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গমন কর; তোমার ভ্রাতা রাক্ষস কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহার ‘হা লক্ষ্মণ’ এই বাক্য শ্রবণ করিতেছ না?” লক্ষ্মণ কহিলেন,—“দেবি! উহা কখনও রামের বাক্য নহে, কোন রাক্ষস মৃত্যুকালে ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষ কালমধ্যে ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে সম সেই দেবপূজিত রামচন্দ্র কাতর বাক্য বলি কেন?” ২১—৩০। সীতা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রব করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার নয়নযুগ বাষ্পজলে সমাকীর্ণ হইল—কহিলেন, “ দুর্বুদ্ধে লক্ষ্মণ! তুমি ভ্রাতার বিপৎ কা করিতেছ, তুমি রামবিনাশ-অভিলাষী ভরতে প্রেরিত। তুমি শ্রীরামের বিনাশানন্তর আমা গ্রহণ করিবার জন্য বনে আসিয়াছ; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, বিপন্ন হইলে কখনই আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই এখনি আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি। তুমি তাঁহার ভার্য্যাহরণে উদ্যত—রাম, ইহা অব হবেন; তুমি ইহাও জানিবে যে, আমি রা ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না। ইহা কহিয়া তিনি স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষস্তাড় পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ শ্রবণ করিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে কহিলেন—“হে কোপনে! আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছ, তোমাকে বোধ করি, তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ অনিষ্টপাতের হেতু হইবে।”—এই কথ

...তিসংবিগ্নো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ ।
...রং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥
সমীপমগমৎ ক্ষুদ্রদণ্ডকমণ্ডলুঃ ।
তমবলোক্যাশু সত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥৩৮
...মূলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ ।
ভুঙ্ক্ষ্ব ফলাদীনি বিশ্রমস্ব যথাসুখম্ । ৩৯
...এব ভর্ত্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্ ।
...বিশেষেণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে ॥ ৪০

ভিক্ষুরুবাচ ।

...কমলপত্রাক্ষি কো বা ভর্ত্তা তবানঘে ।
...কথং তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিতে ।
...ত্রে ততঃ সর্ব্বং স্ববৃত্তান্তং নিবেদয় ॥ ৪১

সীতোবাচ ।

...যোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ।
...জ্যেষ্ঠঃ সুতো রামঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥৪২
...ধর্ম্মতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী ।
তস্য ভ্রাতা কনীয়াংস্তু লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥৪৩
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বনমাগতঃ ।
চতুর্দ্দশ সমাস্থাস্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪

ভিক্ষুরুবাচ

পৌলস্ত্যতনয়োঽহন্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
ত্বৎকামপরিতপ্তোঽহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥
মুনিবেশেন রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ ।
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ ময়া সার্দ্ধং ত্যজ দুঃখং বনোদ্ভবম্
শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্ ।
যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেষ্যসি রাঘবাৎ ॥
আগমিষ্যতি রামোঽপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহানুজঃ ।
ন কো ধর্ষয়িতুং শক্তো হরের্ভার্য্যাং শশো যথা ॥
রামবাণৈর্বিভিন্নস্ত্বং পতিষ্যসি মহীতলে ।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৯

...রাবণের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া ...দুঃখিতান্তঃকরণে অল্পে অল্পে রাম-...পশ্চাতে গমন করিলেন। অনন্তর অবসর ...রাবণ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুক-...সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতা ...তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ...পূজা করিয়া কন্দ-মূল ফলাদি প্রদানানন্তর ...জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কহিলেন;—"...মুনে! আপনি এই ফলাদি ভোজন ...ও যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই স্থানে সুখে ...করুন। শীঘ্রই আমার স্বামী আগ... আপনার বিশেষ প্রিয় সম্পাদন করিবেন। ...যদ্যপি আপনার অভিরুচি হয়, তবে ...স্থানে অবস্থান করুন।" ভিক্ষুক কহিল,—"...কমলদল-লোচনে! তুমি কে? তোমার ...স্বামী কে? হে অনঘে! কি জন্য তোমরা ...রাক্ষসসঙ্কুল কাননে বাস করিতেছ? হে ...এই সকল আত্মবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন ...॥৪১। সীতা কহিলেন,—"আমি অযো-...শ্রীমান্ মহারাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ...রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী—জনকরাজ-দুহিতা—নাম সীতা। আমার সহিত রামচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পিতার আদেশে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিতে আসিয়াছেন। আপনি কে? জানিতে আমার অতিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব আপনার পরিচয় প্রদান করুন।" ভিক্ষুক কহিল,—"আমি পৌলস্ত্য-তনয় রাক্ষসেশ্বর রাবণ—তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে নিজ নগরে লইবার জন্য আসিয়াছি। মুনিবেশধারী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? তুমি আমাকে ভজনা করিয়া আমার সহিত বিষয়সকল ভোগ কর। বনবাস নিতান্ত ক্লেশকর; অতএব তাহা পরিত্যাগ কর।" সীতা ভিক্ষুবাক্য শুনিয়া সাতিশয় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন,—"তুমি যখন আমাকে এইরূপ কুবাক্য কহিতেছ, তখন রাম তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিবেন। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন করিবেন। তুমি মনে করিও না যে, আমার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। সিংহের ভার্য্যার প্রতি সামান্য পশু কখনই অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না। তুমি রামবাণে বিভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইবে।" রাবণ সীতার বাক্য

স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাপর্ব্বতসন্নিভম্ ।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কালমেঘসমদ্যুতি ॥ ৫০
তদ্দৃষ্ট্বা বনদেব্যশ্চ ভূতানি চ বিতত্রসুঃ ।
ততো বিদার্য্য ধরণীং নখৈরুদ্ধৃত্য বাহুভিঃ ॥ ৫১
তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযৌ ক্ষিপ্রং বিহায়সা ।
হা রাম হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকাত্মজা ॥ ৫২
ভয়োদ্বিগ্নমনা দীনা পশ্যন্তী ভুবমেব সা ।
শ্রুত্বা তৎক্রন্দিতং দীনং সীতায়াঃ পক্ষিসত্তমঃ ॥
জটায়ুরুত্থিতঃ শীঘ্রং নগাগ্রাৎ তীক্ষ্ণতুণ্ডকঃ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং প্রাহ কো গচ্ছতি মমাগ্রতঃ ॥
মুষিত্বা লোকনাথস্য ভার্য্যাং শূন্যাশ্রমালয়াৎ ।
শুনকো মন্ত্রপূতং ত্বং পুরোডাশমিবাধ্বরে ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা তীক্ষ্ণতুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্ ।
বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্ধনুঃ ॥ ৫৬
ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গমাদদে ।
চিচ্ছেদ পক্ষৌ সাবেগঃ পক্ষিরাজস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৫৭
পপাত কিঞ্চিচ্ছেষেণ প্রাণেন ভুবি পক্ষিরাট্ ।
পুনরন্যরথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮
ক্রোশন্তী রাম রামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী ।
হা রাম হা জগন্নাথ মাং ন পশ্যসি দুঃখিতাম্ ॥ ৫৯
রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব ।
হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ত্রাহি মামপরাধিনীম্ ॥ ৬০
বাক্শরেণ হতস্ত্বং মে ক্ষন্তুমর্হসি দেবর ।
ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্কয়া ॥ ৬১
জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সত্বরঃ ।
বিহায়সা নীয়মানা সীতাপশ্যদধোমুখী ॥ ৬২
পর্ব্বতে প্রস্থিতান্ পঞ্চ বানরান্ বারিজাননা ।
উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেন বিমুচ্যাভরণাদিকম্ ॥ ৬৩
বদ্ধ্বা চিক্ষেপ রামায় কথয়েস্ত্বিতি পর্ব্বতে ।
ততঃ সমুদ্রমুল্লঙ্ঘ্য লঙ্কাং গত্বা স রাবণঃ ॥ ৬৪

শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইল এবং শৈলসদৃশ সমুন্নত দশ বদন ও বিংশতি-বাহু-শোভিত কালমেঘসদৃশ-কান্তিযুক্ত স্বীয় দেহ সীতাকে দেখাইল। ৪২—৫০। রাবণের সেই করালমূর্ত্তি দেখিয়া বনদেবতা ও বনস্থ প্রাণিসকল সন্ত্রস্ত হইল। ভয়ানকমূর্ত্তি রাবণ নখদ্বারা মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া সেই মৃত্তিকার সহিত সীতাকে বাহু দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র গগনমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনকতনয়া সীতা ভয়ে একান্ত অধীরা ও দীনা হইয়া পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত হইতে তীক্ষ্ণ-তুণ্ড পক্ষীন্দ্র জটায়ু শীঘ্র উপস্থিত হইল— "অরে পামর! থাক্ থাক্, আমার সম্মুখে শূন্য বন হইতে রামচন্দ্রের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া কে গমন করিতে পারে? কুক্কুর কি কখন মন্ত্র-পূত যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভোজন করিতে সক্ষম হয়?" এই বলিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা রাবণের রথ চূর্ণ করিল এবং চরণপ্রহারে অশ্ব ধনু ... দিল। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা জটায়ু[র] পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিল। পক্ষীন্দ্র আহ[ত] হইয়া পতিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রা[ণ] বহির্গত হইল না। রাবণ সীতাকে লইয়া অ[ন্য] রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। সীতা "রাম রাম" বলিয়া বারংবার রোদ[ন] করিতে লাগিলেন। সে সময় তিনি কাহাকে[ও] রক্ষক পাইলেন না। হা রাম! হা জগন্নাথ! আমি নিতান্ত দুঃখিত, আপনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; আপনার ভার্য্যাকে রাক্ষ[স] হরণ করিতেছে, শীঘ্র মোচন করুন। লক্ষ্মণ! মহাভাগ! আমাকে মোচন কর, আ[মি] তোমাকে বাক্শরে বিদ্ধ করিয়াছি, হে দেবর! তুমি তাহা ক্ষমা কর। সীতা এইরূপে বিলাপ [ও] পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রাবণ শ্রীরামে[র] আগমনাশঙ্কায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া অ[তি] সত্বর বায়ুবেগে আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল। জানকী অধোমুখী হইয়া দেখিলেন একটী পর্ব্বতের শিখরভাগে পাঁচটী বানর অ[বস্থান] করিতেছে। সীতা আভরণ উন্মো[চন] করিয়া স্বীয় উত্তরীয়ার্দ্ধে বদ্ধ করিয়া, "রাম[কে] আমার বৃত্তান্ত বলিও" এই বলিয়া

...পুরে রক্ষঃস্থে তামশোকবিপিনেঽক্ষিপৎ।
...ভিঃ পরিবৃতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ৎ ॥ ৬৫
কৃশাতিদীনা পরিকর্ম্মবর্জ্জিতা
দুঃখেন শুষ্যদ্বদনাতিবিহ্বলা।
হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা
সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে ॥ ৬৬

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

...মা মায়াবিনং হত্বা রাক্ষসং কামরূপিণম্।
...হে স্বাশ্রমং গন্তুং ততো দূরাদ্দদর্শ তম্ ॥ ১
...জং লক্ষ্মণং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা।
...চিন্তয়ামাস স্বাত্মন্যেবং মহামতিঃ ॥ ২
...জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্।
...ন্যেনং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥৩

...তাপরি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ...সমুদয় সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন ... স্বীয় অন্তঃপুরবর্ত্তী নির্জ্জন অশোক-... সীতাকে রক্ষা করিল; এবং রাক্ষসী-... তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্তা করিয়া ...ভাবে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ... রাক্ষসমূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগি-... । তিনি নিতান্ত কৃশা ও দীন-ভাবাপন্না ...লেন; শরীর সংস্কারাদি করিতেন না। ...বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইতে লাগিল, ভয়ে ...লা হইলেন, সর্ব্বদা "হা রাম! হা রাম!" ... বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৬।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর শ্রীরাম, কামরূপী মায়াবী রাক্ষসকে ... করিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করি-... । ইতিমধ্যে মলিন-বদন ও দুঃখিতান্তঃ-...করণ মহামতি লক্ষ্মণকে দূর হইতে পথিমধ্যে ...দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে ...লেন। "আমি যে মায়াসীতা করিয়াছি,

বর্ত্তেহহং বিরতো দুঃখী তূষ্ণীং ত্যজামি যদ্যহং।
তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ॥ ৪
যদি শোচামি তাং দুঃখসন্তপ্তঃ কামুকো যথা।
তদা ক্রমেণানুচিন্বন্ সীতাং যাস্যেঽসুরালয়ম্।
রাবণং সকুলং হত্বা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥৫
ময়ৈব স্থাপিতাং নীত্বা যাতাযোধ্যামতন্দ্রিতঃ।
অহং মনুষ্যভাবেন জাতোঽস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ৬
মনুষ্যভাবমাপন্নঃ কিঞ্চিৎকালং বসামি কৌ।
ততো মায়ামনুষ্যস্য চরিতং মেঽনুশৃণ্বতাম্ ॥ ৭
মুক্তিঃ স্যাদপ্রয়াসেন ভক্তিমার্গানুবর্ত্তিনাম্।
নিশ্চিত্যৈবং তদা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮
কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকাত্মজা ॥ ৯

লক্ষ্মণ ইহা জানে না। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল ঘটনা জানিয়াও লক্ষ্মণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক প্রকাশ করি। যদি উপস্থিত সময় সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া তুষ্ণী-ভাবে আশ্রমে বাস করি, তাহা হইলে আর অন্য কোন্ ছলে কোটি রাক্ষসকুল বিনাশ করিব? যদি এ সময় হইতে কামুক পুরুষের ন্যায় দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতার অনুসন্ধান-চ্ছলে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব। লঙ্কায় গমন করিবামাত্র রাবণকে সবংশে নষ্ট করিয়া আমারই আজ্ঞানুসারে অগ্নিপ্রবিষ্টা প্রকৃত সীতাকে পুনর্ব্বার অগ্নি হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মনুষ্য-ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব পৃথিবীতে মনুষ্য-ভাব প্রকাশ করিয়া কিছুকাল বাস করিব। এই জগতে আমার মনুষ্য-চরিত প্রকাশিত হইলে যাহারা ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া উহা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমীপাগত লক্ষ্মণকে কহিলেন—"হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রিয়তমা জানকীকে

লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়া দুর্বচো রুদন্ ।
হা লক্ষ্মণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া ॥১০
ত্বদ্বাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ত্বরাব্রবীৎ ।
রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি রাক্ষসভাষিতম্ ।
নেদং রামস্য বচনং স্বাহা ভব শুচিস্মিতে ॥ ১১
ইত্যেবং সান্ত্বিতা সাধ্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ ।
যদুক্তং দুর্বচো রাম ন বাচ্যং পুরতস্তব ॥ ১২
কর্ণৌ পিধায় নির্গত্য যাতোঽহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্
রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপ্যনুচিতং কৃতম্ ॥ ১৩
ত্বয়া স্ত্রীভাষিতং সত্যং কৃত্বা ত্যক্ত্বা শুভাননাম্ ।
সীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং প্রবিবেশ হ
তত্রাদৃষ্ট্বা জনকজাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ১৫
হা প্রিয়ে ক্ব গতাসি ত্বং নাসি পূর্ব্ববদাশ্রমে
অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক্ব বিলীয়সে ॥
ইত্যাচিন্বন্ বনং সর্ব্বং নাপশ্যৎ জানকীং ত...
বনদেব্যঃ কুতঃ সীতাং ব্রুবন্তু মম বল্লভাম্ ॥
মৃগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা দর্শয়ন্তু মম প্রিয়াম্ ।
ইত্যেবং বিলপন্নেব রামঃ সীতাং ন কুত্রচি...
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বথা কাপি নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ ।
আনন্দোঽপ্যন্বশোচৎ তামচলোঽপ্যনুধাবতি
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারোঽপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্ ।

পরিত্যাগ করিয়া কি হেতু আগমন করিলে? হে ভ্রাতঃ! এতক্ষণে রাক্ষসেরা জনক-নন্দিনীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ১—৯।

অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করিতে করিতে জানকীর দুর্ব্বাক্য সকল শ্রীরামের নিকট কহিতে লাগিলেন। হে রাম! জনক-নন্দিনী সীতা "হা লক্ষ্মণ!" এইরূপ আপনার বাক্য সদৃশ রাক্ষসের কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে তাড়াতাড়ি আমাকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ তুমি গমন কর।" অনন্তর আমি রোদন-পরায়ণা জানকীকে কহিলাম— 'দেবি! আপনি যাহা শ্রবণ করিলেন, উহা কখনই শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য নহে, সেই মায়া-মৃগরূপধারী কপট রাক্ষসাধমের বাক্য। হে শুচিস্মিতে! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।' আমি এইরূপে দেবীকে বহুতর সান্ত্বনা করিলাম। সাধ্বী জনকনন্দিনী আমার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আপনার অগ্রে বলিতে পারি না। হে দেব! আমি সেই সময় হস্তযুগল দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" শ্রীরাম কহিলেন,—"ভ্রাতঃ! অতিশয় অনুচিত কার্য্য করিয়াছ। যেহেতু স্ত্রীজনের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া সেই শুভাননা জানকীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থানে আসিয়াছ। নিশ্চয়ই

সীতাকে রাক্ষসেরা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়াছে...
শ্রীরাম এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া অভি...
আশ্রমে গমনানন্তর সীতাকে সে স্থানে...
লোকন না করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে...
করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! তুমি...
গমন করিয়াছ। পূর্ব্ববৎ...
দেখিতে পাইতেছি না। ...রূপধারী...
আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য...
স্থলে লুক্কায়িতা হইয়াছ? ...
সমস্ত বনমধ্যে জানকীকে প্রভৃতি...
কিন্তু কোন স্থানে দেখিলোকন...
দেবতা ও বনবাসি-প্রাণি...
করিতে লাগিলেন।—হে বনদেবতা...
প্রাণবল্লভা সীতা কোথায় আছেন...
হে মৃগগণ! হে পক্ষিগণ! ...
আমার প্রিয়তমা জানকী কোন্...
তোমরা আমাকে অবলোকন করা...
শ্রীরাম এই প্রকার বহুতর...
করিতে নানাস্থান অন্বেষণ করিলেও...
সীতা কোন্ স্থানে আছেন, ইহা...
জানিয়াও জানিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র...
হইয়াও শোক করিতে লাগিলেন...
অচল * হইয়াও নানা স্থানে ভ্রম...
লাগিলেন এবং নির্ম্মম নিরহঙ্কা...

---

* অচল—ধীর ও গতিশক্তি-হী...

হা জানকি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ২০
এবং মায়ামনুষ্যত্বমনুসৃত্যাপি রঘূত্তমঃ ॥
আসক্ত ইব মূঢ়ানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং নহি ॥ ২১
এবং বিচিন্বন্ সকলং বনং রামঃ সলক্ষ্মণঃ ।
ভগ্নং রথং ছত্রচাপং কূবরং পতিতং ভুবি ॥ ২২
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাহেদং পশ্য লক্ষ্মণ কেনচিৎ ।
নীয়মানাং জনকজাং তং জিত্বাঽন্যো জহার তাম্ ॥
ততঃ কিঞ্চিদ্দূরো ভাগং গত্বা পর্ব্বতসন্নিভম্ ।
রক্তাক্তবপুঃ দৃষ্ট্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ২৪
অয়ং বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জানকীং শুভদর্শনাম্ ।
শেতে বিবিক্তেঽতিতৃপ্তঃ পশ্য হন্মি নিশাচরম্ ॥ ২৫
আনয় শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন ।
শ্রুত্বা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ ॥ ২৬

মাং ন মারয় ভদ্রং তে গ্রিয়মাণং স্বকর্ম্মণা ।
অহং জটায়ুস্তে ভার্য্যাহারিণং সমনুদ্রুতঃ ॥ ২৭
রাবণং তত্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দ্দন ।
তস্যাশ্বান্ রথং চাপং ছিত্ত্বাহং তেন ঘাতিতঃ ॥
পতিতোঽস্মি জগন্নাথ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পশ্য মাম্
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ ॥ ২৯
হস্তাভ্যাং সংস্পৃশন্ রামো দুঃখাশ্রুবৃতলোচনঃ ॥ ৩০
জটায়ো ব্রূহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা ।
মৎকার্য্যার্থং হতোঽসি ত্বমতো মে প্রিয়বান্ধবঃ ॥
জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বক্ত্রাদ্রক্তং সমুদ্বমন্ ।
উবাচ রাবণো রাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩২
আদায় মৈথিলীং সীতাং দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ।
ইতোঽধিকং বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ

...া হইয়াও 'আমার সীতা কোথায়?' বলিয়া অতি দুঃখ সহকারে বিলাপ ...লাগিলেন। রঘুনন্দন, বাস্তবিক ...আপনি তাহা ...লও মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিভাত হন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ...পপ্রতীত হন না। ১০—২১। ...লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত বন ...রিতে দেখিলেন যে, একখানি ...গ্ন ছত্র ও ভগ্ন ধনু পৃথিবী- ...হইয়াছে। শ্রীরাম এইরূপ ...দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহি- ...তঃ। অবলোকন কর—এই সকল ...আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন ...জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া পলায়ন ...ল, অপর কোন বীরপুরুষ তাহাকে ...জয় করিয়া সীতাকে গ্রহণ করি- ...অনন্তর শ্রীরাম কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ...জটায়ু রুধিরাপ্লুত পর্ব্বতসদৃশ ...দর্শনানন্তর লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"হে ...দেখ, এই দুরাত্মা শুভদর্শনা জানকীকে ...ক্ষণ করিয়া অতি তৃপ্তি-সহকারে নির্জ্জনে ...রিয়া আছে। অতএব এই নিশাচরকে ...ই বিনাশ করিব। হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র ...আনয়ন কর।" জটায়ু শ্রীরামের

বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া কহিল,—'হে মহা-বাহো! আমাকে বিনাশ করিও না, আমি নিজ কর্ম্ম দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছি। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি ক্রোধ-সহকারে তোমার ভার্য্যাপহারী রাবণের অনুগমন করিয়া-ছিলাম;—হে অরিমর্দ্দন! পথিমধ্যে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল;—আমি রণ-ক্ষেত্রে তুণ্ডপ্রহার দ্বারা তাহার অশ্ব, রথ ও ধনুঃ ছিন্ন করিয়াছিলাম। অনন্তর দুরাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস আমাকে নিদারুণ প্রহার করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছে। হে জগন্নাথ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করি, তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দর্শন কর।" শ্রীরাম তাহা শ্রবণ করিয়া কণ্ঠাগত-প্রাণ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন এবং দুঃখাশ্রু মোচনানন্তর হস্তযুগল দ্বারা জটায়ুর গাত্রস্পর্শ করিয়া কহিলেন,—"হে জটায়ু! তুমি বল, আমার শুভাননা ভার্য্যাকে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিয়াছে, আমারই কার্য্যার্থ বিনষ্ট হইয়াছ—এই হেতু তুমি আমার প্রিয়বান্ধব।" ২২—৩১। জটায়ু মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে মৃদুবচনে কহিল;—"হে রাম! ভীমবিক্রম রাক্ষসাধিপতি রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। আর অধিক

দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি রাম ত্বং ম্রিয়মাণেন মেঽনঘ।
পরমাত্মাসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজরূপধৃক্ ॥ ৩৪
অন্তকালেঽপি দৃষ্ট্বা ত্বাং মুক্তোঽহং রঘুসত্তম।
হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম পুনর্যাস্যামি তে পদম্ ॥
তথেতি রামঃ পস্পর্শ তদঙ্গং পাণিনা স্মরন্।
ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভুবি ॥৩৬
রামস্তমনু শোচিত্বা বন্ধুবৎ সাশ্রুলোচনঃ।
লক্ষ্মণেন সমানায্য কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্ ॥ ৩৭
স্নাত্বা দুঃখেন রামোঽপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
হত্বা বনে মৃগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৮
শাদ্বলে প্রাক্ষিপদ্রামঃ পৃথক্ পৃথগনেকধা।
ভক্ষন্তু পক্ষিণঃ সর্ব্বে তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্ ॥৩৯
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো গচ্ছ মৎপদম্।
মৎসারূপ্যং ভজস্বাদ্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৪০

বলিতে আমার শক্তি নাই, এক্ষণে তোমার অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করি। হে অনঘ! তুমি মায়ামনুষ্যরূপধারী সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু; বহুভাগ্যবলে মরণকালে তোমাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইলাম। হে রঘুনন্দন! নিজ করকমল দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার পরম পদ প্রাপ্ত হইব।” শ্রীরামচন্দ্র জটায়ু-বাক্যে সম্মত হইয়া বিস্ময়সহকারে হস্ত দ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। জটায়ুও তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হই-লেন। পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র ভূতলে পতিত রহিল। শ্রীরামচন্দ্র পরম বন্ধুর ন্যায় জটায়ুর জন্য শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ দ্বারা কাষ্ঠ আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত দুঃখিতান্তঃকরণে স্নান করিয়া বনমধ্যে বহুতর মৃগ বধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঐ মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দূর্ব্বা-সমাকীর্ণ ভূমিতলে পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপানন্তর কহিলেন,—“পক্ষিগণ এই সকল মাংসখণ্ড ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে পক্ষিরাজ জটায়ু পরিতৃপ্ত হইবেন।” অনন্তর জটায়ুকে সম্বো-ধন করিয়া কহিলেন,—“হে জটায়ু! [illegible] [illegible] দিনেকপূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ততোঽনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ
বিমানবরমারুহ্য ভাস্বরং ভানুসন্নিভম্ ॥ [illegible]
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-কিরীটবরভূষণৈঃ।
দ্যোতয়ন্ স্বপ্রকাশেন পীতাম্বরধরোঽমলঃ
চতুর্ভিঃ পার্ষদৈর্বিষ্ণোস্তাদৃশৈরভিপূজিতঃ।
স্তূয়মানো যোগিগণৈ রামমাভাষ্য সত্বরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪[illegible]

জটায়ুরুবাচ।

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং
সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং
সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪[illegible]
নিরবধিসুখমিন্দিরাকটাক্ষং
ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং
বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্ ॥ ৪৫

সারূপ্য প্রাপ্ত হও।” দিব্য-রূপধারী পীতাম্বর পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্যসদৃশ [illegible] বিমানে আরোহণ করিলেন। তৎকালে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কিরীট প্রভৃতি অসামান্যপ্রভায় দশদিক্ আলোকময় এবং ঐরূপ সর্ব্বাভরণভূষিত চারিটী দূত উপস্থিত হইয়া জটায়ুকে সেবা [illegible] লাগিলেন। যোগিগণও সেই স্থানে [illegible] স্থিত হইয়া বহুবিধ স্তব বাক্যে [illegible] ধারী জটায়ুকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ জটায়ু রঘুনন্দন রামকে [illegible] ঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২— “যাঁহার অনন্তশক্তি এবং দেশকালাদি যাঁহাকে পরিচ্ছেদ করা যায় না—যিনি [illegible] আদি এ সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার[illegible] সেই শান্তগুণময় পরমাত্মস্বরূপ রামকে আমি সতত প্রণাম করি; এবং মনুষ্যেরা [illegible] হইতে নিত্য সুখ লাভ করিতে পারে এবং কমলাদেবীর এক মাত্র কটাক্ষপাতে [illegible] [illegible] রূপ হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তির ও [illegible] [illegible] বিরাট্-মূর্ত্তির [illegible] করিয়া [illegible]

...বং ম...কনকনীয়রূপমাত্যং
...নত...ভক্তাসুরমোহিতপ্রদানম্ ।
...বং বি...মিশং সুরগণমূলে
...বং ...দিবাসং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৬

...দশ...বিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং
...মাম...বৈবতদৈবতং দয়ালুম্ ।
...ঃ ...পতিসহস্রকোটিনাশং
...মাবিকজলমসদৃশং হরিং প্রপদ্যে ॥ ৪৭

...ভক্তবত্তাবনাতিদূরং
...বিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্ ।
...বজলধিমুত্তারণাঙ্ঘ্রিপোতং
...রণং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৮

...গিরিসুতামনোনিবাসং
...বিবরধারিণমাহ শান্তিরামম্ ।
...বরদসুরেন্দ্রসেবিতাঙ্ঘ্রিং
...বরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে ॥ ৪৯

পরধনপরদারবর্জ্জিতানাং
পরগুণভূতিষু তুষ্টমানসানাম্ ।
পরহিতনিরতাত্মনাং সুসেব্যং
রঘুবরমম্বুজলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০

স্মিতরুচিরবিকাসিতাননাব্জ-
মতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্ ।
সিতজলরুহচারুনেত্রশোভং
রঘুপতিমীশগুরোর্গুরুং প্রপদ্যে ॥ ৫১

হরিকমলজশম্ভুরূপভেদাৎ
ত্বমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ ।
রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রে-
ষ্বমরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীড়ে ॥ ৫২

রতিপতিশতকোটিসুন্দরাঙ্গং
শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্ ।
যতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং
রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫১

...কেন. সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বাণধারী মায়া-... বরপ্রদ রামকে সতত প্রণাম করি। ...অনেকসুন্দররূপে শতসূর্য্যসম সমুজ্জ্বল ...জগৎ আলোকময় করিতেছেন এবং ...নর চিত্তে বাস করিয়া তাহাদিগের সকল ...প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই স্তুতি-...রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইলাম। যাঁহার ...পাবক দ্বারা সংসাররূপ ভীষণ কানন ...য, যিনি মহাদেব প্রভৃতি দেবগণেরও ...স্বরূপ এবং যিনি সহস্রকোটি দৈত্য ...করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, সেই যমুনাজল-সদৃশ নীলকান্তি-শোভিত দয়াময় হরির শরণাপন্ন হইলাম। যিনি ...বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তিগনের অতি দুর্লভ ...সংসারবিমুখ মুনিগণের সর্ব্বদা নয়নগোচর ...থাকেন, যাঁহার চরণরূপ অসামান্য তরণী ...গর তরণের একমাত্র উপায়, আমি সেই ...নন্দন রামের শরণাগত হইলাম। যিনি ...[illegible]...মন্দিরে সতত বাস ...[illegible]...

গোবর্দ্ধনধারী সুরগণেরও বরদাতা রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম। যাহারা পরধন ও পরদারে লোভ করেনা এবং পরের গুণকীর্ত্তন ও পরের সম্পদে যাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সেই পর-হিতরত ব্যক্তিরাই যাঁহাকে সেবা করিতে পারে, আমি সেই কমললোচন রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম। যে রামচন্দ্রের বদনকমল সর্ব্বদা হাস্য দ্বারা বিকসিত, যাঁহার নেত্রযুগল শ্বেত-পদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে, আমি সেই ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ কান্তিসম্পন্ন, ভক্তজনের অতি সুলভ এবং ব্রহ্মার গুরু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম। হে রাম! যেমন জলপূরিত পাত্রে এক রবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই তিন প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছ; বস্তুতঃ তুমি একমাত্র। হে ভগবন্! তুমি দেব-রাজেরও স্তবপাত্র তোমাকে আমি স্তব করি। যিনি শতকোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর মূর্ত্তি ...[illegible]...

ব্রহ্মদত্তবরান্মৃত্যুর্নাভূন্মে বজ্রতাড়নাৎ ॥ ২২
মুখাভাবে কথং জীবেদয়মিত্যমরাধিপম্।
ঊচুঃ সর্ব্বে দয়াবিষ্টা মাং বিলোক্যাস্যবর্জ্জিতম্॥
ততো মাং প্রাহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ।
বাহূ তে যোজনায়ামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ ॥ ২৪
ইত্যুক্তোহহং বসন্নত্র বাহুভ্যাং বনগোচরান্।
ভক্ষয়াম্যধুনা বাহূ খণ্ডিতৌ মে ত্বয়ানঘ ॥ ২৫
ইতঃ পরং মাং শ্বভ্রস্থে নিক্ষিপাগ্নীন্ধনাবৃতে।
অগ্নিনা দহ্যমানোহহং ত্বয়া রঘুকুলোত্তম ॥ ২৬
পূর্ব্বরূপমনুপ্রাপ্য ভার্য্যামার্গং বদামি তে।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণেনাশু শ্বভ্রং নির্ম্মায় তত্র তম্ ॥২৭
নিক্ষিপ্য প্রাদহৎ কাষ্ঠৈস্ততো দেহাৎ সমুত্থিতঃ।
কন্দর্পসদৃশাকারঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ২৮

রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং ভক্তিগদ্গদয়া গিরা ॥ ২৯

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

স্তোতুমুৎসহতে মেহদ্য মনো রামাতিসম্ভ্রমাৎ।
ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০
সূক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দেহদ্বয়বিলক্ষণম্।
দৃগ্রূপমিতরৎ সর্ব্বং দৃশ্যং জড়মনাত্মকম্।
তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াদ্‌ব্যতিরিক্তং মনঃ প্রভো।
বুদ্ধ্যাত্মাভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্ব্বিষয়েহখিলম্ ॥
আরোপ্যতেহজ্ঞানবশান্নির্ব্বিকারেহখিলাত্মনি।
হিরণ্যগর্ভস্তে সূক্ষ্মং দেহং স্থূলং বিরাট্ স্মৃতম্।

বজ্রাঘাত করিলেন। ঐ বজ্রাঘাত দ্বারা আমার মস্তক ও পাদদ্বয় কুক্ষিদেশে প্রবিষ্ট হইল; কেবল ব্রহ্মদত্ত-বর প্রভাবে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হইল না। আমাকে মুখরহিত দেখিয়া সকল লোকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া দেবরাজকে কহিল;—"হে দেবরাজ! এই রাক্ষস মুখবর্জ্জিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে? অনন্তর দেবরাজ কহিলেন;—'হে রাক্ষস! তোমার বক্ষঃস্থলে মুখ ও বাহুদ্বয় যোজন-পরিমিত হইবে, এখান হইতে গমন কর।' হে রাম! আমি দেবরাজ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তৎকালাবধি এইস্থানে বাস করিতেছি এবং বিস্তৃত-বাহুযুগল দ্বারা বন্যজন্তুসকল গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করি। এক্ষণে তোমাকর্তৃক আমার জীবন-সাধন সেই বাহুযুগল ছিন্ন হইল। হে করুণাময়! বিলম্ব করিও না, অতি সত্বর আমাকে জ্বলন্ত-কাষ্ঠপূর্ণ গর্ত্তমুখে নিক্ষেপ কর। হে রঘূত্তম! তোমাকর্তৃক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আমি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সীতার সকল বৃত্তান্ত কহিব। রাক্ষস এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র একটী বৃহৎ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপপূর্ব্বক কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসের

দেহ হইতে কন্দর্প সদৃশ পরম সুন্দর সর্ব্বাভরণ-ভূষিত একটী পুরুষ নির্গত হইয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করণানন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিল ২১—২৯। "হে রাম! তোমাকে সর্ব্বব্যাপী অনাদি, অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর জানিয়াও আমার মন সাতিশয় প্রীতিহেতু স্তব করিতে উৎসাহ করিতেছে। হে রাঘব! সে সকল স্তব-বাক্য বিফল... হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তি ও বিরাট্‌মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন যে জ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্মমূর্ত্তি, তাহা যোগীদিগেরও দুজ্ঞেয়; এতদ্ভিন্ন দৃশ্য বস্তুমাত্রেই জড় পদার্থ, সুতরাং তোমা হইতে বিভিন্ন মন তোমাকে কিরূপে জানিবে? চিত্ত এবং চিত্তে আত্ম-প্রতিবিম্ব, এই উভয়ের অভেদ-জ্ঞান বিষয় পদার্থই, জীব। ঐ জীব এই সমস্ত জড় পদার্থের সাক্ষী নহে। শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমস্ত জড়-জগতের সাক্ষী ও অন্তর্যামী, যেহেতু বাক্যমনের অগোচর সেই ব্রহ্ম পদার্থে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে। হে রঘুনন্দন! মনুষ্যেরা আপনাকে সেই নির্ব্বিকার সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ না জানিয়া আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহরূপ হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তির ও স্থূলদেহরূপ বিরাট-মূর্ত্তির আরোপ করিয়া

ভাবনাবিষয়ো রাম সূক্ষ্মং তে ধ্যাতৃমঙ্গলম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যত্রেদং দৃশ্যতে জগৎ ॥৩৪
স্থূলেঽণ্ডকোশে দেহে তে মহদাদিভিরাবৃতে।
সপ্তভিরুত্তরগুণৈর্বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫
ত্বমেব সর্ব্বকৈবল্যং লোকাস্তেঽবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
পাতালং তে পাদমূলং পার্ষ্ণিস্তব মহাতলম্ ॥৩৬
রসাতলং তে গুল্ফৌ তু তলাতলমিতীর্য্যতে।
জানুনী সুতলং রাম ঊরূ তে বিতলং তথা ॥৩৭
অতলঞ্চ মহী রাম জঘনং নাভিগং নভঃ।
উরঃস্থলং তে জ্যোতীংষি গ্রীবা তে মহ উচ্যতে
বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শঙ্খদেশগম্।
সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ শীর্ষণ্যাস্তে সদা প্রভো ॥৩৮
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী।
অশ্বিনৌ নাসিকে রাম বক্ত্রং তেঽগ্নিরুদাহৃতঃ ॥

চক্ষুস্তে সবিতা রাম মনশ্চন্দ্র উদাহৃতঃ।
ভ্রূভঙ্গ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাক্পতির্ভবেৎ ॥৪১
রুদ্রোঽহঙ্কাররূপস্তে বাচশ্ছন্দাংসি তেঽব্যয়।
যমস্তে দংষ্ট্রদেশস্থো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ ॥ ৪২
হাসো মোহকরী মায়া সৃষ্টিস্তেঽপাঙ্গমোক্ষণম্।
ধর্ম্মঃ পুরস্তেঽধর্ম্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ ॥ ৪৩
নিমিষোন্মেষণে রাত্রির্দিনং চৈব রঘূত্তম।
সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষির্নাড্যো নদ্যস্তব প্রভো ॥
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো।
মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫
যদাস্মিন্ স্থূলরূপে তে মনঃ সন্ধার্য্যতে নরৈঃ।
অনায়াসেন মুক্তিঃ স্যাদতোঽন্যন্নহি কিঞ্চন ॥৪৬
অতোঽহং রাম রূপং তে স্থূলমেবানুভাবয়ে।
যস্মিন্ ধ্যাতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥
তদৈব মুক্তিঃ স্যাদ্রাম যদা তে স্থূলভাবকঃ।

রাম! আপনি নিশ্চিন্ত নহেন, কারণ যাহারা আপনার স্মরণ করে, তাহাদিগকে নিজলোক প্রদানরূপ মঙ্গল চিন্তা আপনার হৃদয়-কমলে সর্ব্বদা জাগরূক; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থও ঐ চিন্তার বিষয়। হে ভগবন্! আপনার মহত্তত্ত্বাদি-পরিবৃত স্থূলতম বিরাড়্-দেহে বিশ্বধারণা-শক্তি আছে। হে জগদাশ্রয়! আপনিই সকলের মুক্তিদাতা; এই সমস্ত লোক আপনার বিরাড়্-মূর্ত্তিরই অবয়বে বাস করিতেছে; যে হেতু পাতাল ঐ দেহের পাদমূলে, মহাতল পার্ষ্ণিদেশে, রসাতল গুল্ফদ্বয়ে এবং তলাতল গুল্ফোর্দ্ধে জানুর অধোভাগে, সুতল জানুদ্বয়ে, বিতল উরুযুগলে, অতল উরুদেশে উর্দ্ধজঘনের অধোভাগে হে রাম! এই মেদিনী ঐ দেহের জঘনদেশে আছে। ভুবর্লোক নাভিদেশে, উরঃস্থল স্বর্গলোক এবং গ্রীবাদেশে মহর্লোক। হে রঘুবর! ঐ দেহের মুখমণ্ডলে জনলোক, তপোলোক ললাটদেশে। হে প্রভো! ঐ দেহের মস্তকে সত্যলোক আছে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদেশে বাস করিতেছেন, কর্ণযুগলে দশদিক্, অশ্বিনীকুমার নাসিকাদ্বয়ে, বক্ত্রমধ্যে অগ্নি, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য, মনে চন্দ্র এবং ভ্রূভঙ্গমধ্যে নিমিষাদি কাল, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, অহঙ্কারে রুদ্র এবং হে অমর! বাক্যে বেদ সকল বাস করিতেছেন। হে রাম! দশনমূলে কৃতান্ত, দন্তমধ্যে নক্ষত্রগণ, হাস্যে সর্ব্বমোহকরী মায়া, নয়নাপাঙ্গে সৃষ্টি, সম্মুখে ধর্ম্ম, পশ্চাদ্ভাগে অধর্ম্ম, নয়নের নিমেষে রাত্রি, উন্মীলনে দিবা। হে রঘুবর! সপ্তসমুদ্র ঐ দেহের কুক্ষিদেশে, নদী সকল নাড়ীমধ্যে; এবং ঐ দেহের রোমসকল বৃক্ষ ও ওষধি, রেতঃসকল বৃষ্টি এবং ঐ দেহের মহিমা জ্ঞানশক্তি। হে রাম! এইরূপ আপনার স্থূল শরীরে যাহারা মন অর্পণ করে, তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়। হে রাম! আপনার বিরাড়্মূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ জগতে কিছুই নাই। ৩০—৪৬। অতএব যে রামরূপ ধ্যান করিলে প্রেমরস ও প্রেমরস হইতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হয়; এই রামরূপকেই বিরাড়্রূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি। হে ভগবন্! যদি রামরূপকে বিরাড়্রূপ ভাবনা করিয়া মনুষ্যেরা মুক্তি লাভ করিতে না পারে এবং কেবল সেই বিরাড়্মূর্ত্তি ভাবনাই মুক্তির কারণ

অপশ্যাম্ভাং তবৈবাহমেতদ্রূপং বিচিন্তয়ে ॥ ৪৮
ধনুর্ব্বাণধরং শ্যামং জটাবল্কলভূষিতম্।
অপীচ্যবয়সং সীতাং বিচিন্বন্তং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪৯
ইদমেব সদা মে স্যান্মানসে রঘুনন্দন।
সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎপার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা ॥
ত্বদ্রূপমেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘূত্তম।
মুমূর্ষূণাং সদা কাশ্যাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ৫১
রাম রামেত্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ।
অতস্ত্বং জানকীনাথ পরমাত্মা সুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২
সর্ব্বে তে মায়য়া মূঢ়াস্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
নমস্তে রামভদ্রায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩
অযোধ্যাধিপতে তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ মাং মায়া নাবৃণোতু তে ॥৫৪
শ্রীরাম উবাচ।
তুষ্টোঽহং দেবগন্ধর্ব্ব ভক্ত্যা স্তুত্যা চ তেঽনঘ।
যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥ ৫৫
জপন্তি যে নিত্যমনন্যবুদ্ধ্যা
ভক্ত্যা ত্বদুক্তং স্তবমাগমোক্তম্।
তেঽজ্ঞানসম্ভূতভবং বিহায়
মাং যান্তি নিত্যাচ্যুতমব্যয়েয়ম্ ॥ ৫৬

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

লব্ধ্বা বরং স গন্ধর্ব্বঃ প্রযাস্যন্ রামমব্রবীৎ।
শবর্য্যাস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন ॥ ১
ভক্ত্যা ত্বৎপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা।
তাং প্রয়াহি মহাভাগ সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোঽপি বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
বিষ্ণোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমীদৃশম্ ॥ ৩

হয়, তাহা হইলে আমি রামরূপ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য কেবল বিরাড়্‌রূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, আপনার ধনুর্ব্বাণধারী জটা-বল্কল-ভূষিত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ সীতা-ন্বেষণ সময়ে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় লক্ষ্মণের সহিত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক হউক। হে রঘুনন্দন! সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা আপনার এই রামরূপ ভাবনা করিতেছেন এবং কাশীক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণরন্ধ্রে ব্রহ্মবাচক রামনাম স্বরূপ তারক-মন্ত্র উপদেশ করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। হে জানকীনাথ! এই সকল কারণে আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া, আমি নিশ্চয় করিয়াছি। মূঢ়-ব্যক্তিরা আপনার বিশ্বমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে জানিতে পারে না। হে অযোধ্যাপতে! আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, আপনার সৌমিত্রি-সেবিত রামরূপকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্ব্বলোক-মোহিনী মায়া যেন আমাকে আবরণ না করে।” শ্রীরাম কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি এবং স্তববাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম। যাহা যোগিগণ বহুতর তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তুমি আমার সেই নিত্য পরম ধামে গমন কর। হে গন্ধর্ব্ব! যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার কৃত স্তব পাঠ করে তাহারা ইহলোকে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া অজ্ঞান-জনিত সংসারবন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তকালে আমাকে লাভ করে। ৪৭—৫৬।

দশম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ, শ্রীরামের নিকট বরলাভ করিয়া গমন করিবার সময় শ্রীরামকে কহিল,—“হে রঘুনন্দন! ভক্তিমার্গবিশারদা শবরীনামী তাপসী আপনার পাদপদ্মে ভক্তিসহকারে মনোনিবেশ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন। হে মহাভাগ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন; তিনি সকল কথা আপনার নিকট সবিস্তরে ব্যক্ত করিবেন।” গন্ধর্ব্ব-রাজ শ্রীরামকে এই সকল কথা কহিয়া সূর্য্য-

আজগাম ততো দেশং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রাদিদূষিতম্ ।
মতঙ্গস্যাশ্রমপদং শবর্য্যা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪
শবরী রামমালোক্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ।
আয়ান্তমারাদ্ধর্ষেণ প্রত্যুত্থায়াচিরেণ সা ॥ ৫
পতিত্বা পাদয়োরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনা ।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৬
রামলক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
তজ্জলেনাভিষিচ্যাঙ্গমথার্ঘ্যাদিভিরাবৃতা ॥ ৭
সম্পূজ্য বিধিবদ্রামং সসৌমিত্রিং সপর্য্যয়া ।
সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮
ফলান্যমৃতকল্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।
পাদৌ সম্পূজ্য কুসুমৈঃ সুগন্ধৈঃ সানুলেপনৈঃ ॥ ৯
কৃতাতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্ ।
শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০
অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ গুরবো মে মহর্ষয়ঃ ।
স্থিতাঃ শুশ্রূষণং তেষাং কুর্ব্বন্তী সমুপস্থিতা ॥ ১১
বহুবর্ষসহস্রাণি গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
গমিষ্যন্তোঽব্রুবন্মাং ত্বং বসাত্রৈব সমাহিতা ॥ ১২
রামো দাশরথির্জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীণাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩
আগমিষ্যতি চৈকাগ্র-ধ্যাননিষ্ঠা স্থিরা ভব ।
ইদানীং চিত্রকূটাদ্রাবাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪
যাবদাগমনং তস্য তাবদ্রক্ষ কলেবরম্ ।
দৃষ্ট্বৈব রাঘবং দগ্ধা দেহং যাস্যসি তৎপদম্ ॥ ১৫
তথৈবাকরবং রাম ত্বদ্ধ্যানৈকপরায়ণা ।
প্রতীক্ষ্যাগমনং তেঽদ্য সফলং গুরুভাষিতম্ ॥ ১৬
তব সন্দর্শনং রাম গুরূণামপি মে নহি ।
যোষিন্মূঢ়াপ্রমেয়াত্মন্ হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭

সদৃশ সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন। রাম-নাম-স্মরণের এতাদৃশ ফল। অনন্তর রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত সিংহ-ব্যাঘ্রাদিদূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া, মতঙ্গ-মুনি-পবনে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিপরায়ণা শবরী লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে সমীপে আসিতে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া, শ্রীরামের পাদযুগলে পতিত হইলেন; এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন; অনন্তর ভক্তি সহকারে রাম-লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক দ্বারা নিজ অঙ্গ অভিষিক্ত করিলেন; তৎপরে সাদরে অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি উভয়ের পূজা করিলেন এবং তপঃপ্রভাবে শ্রীরামের ভবিষ্যৎ আগমন জানিতে পারিয়া যে সকল সুধাতুল্য ফল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিয়া সুগন্ধ ও চন্দনমিশ্রিত নানাবিধ কুসুম দ্বারা শ্রীরামের পাদপূজনপূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন। ১—৯। শ্রীরামও আতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে অবস্থিত করিলেন। অনন্তর ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামকে কহিলেন,—"হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিতেন; আমি তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করত বহু সহস্র বৎসর এখানে থাকি। তাঁহারা সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন; যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে,—'বৎসে! তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই বাস কর। সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসকুলের বিনাশ ও ঋষিগণের রক্ষার নিমিত্ত, দশরথের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সত্বর এ স্থানে আগমন করিবেন। তুমি স্থিরচিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে সেই প্রভু চিত্রকূট পর্ব্বতের আশ্রমে বাস করিতেছেন। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ এস্থানে না আসবেন, তাবৎ কাল শরীর ধারণ কর; ভগবান্‌কে সমাগত দেখিবামাত্র অনলমধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।' হে রাম! আমি তোমার স্মরণমাত্র অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশানুসারে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এক্ষণে গুরুবাক্য সফল হইল। হে ভগবন্! আমার গুরুগণও আপনার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। হে

তব দাসস্য দাসানাং শতসংখ্যোত্তরস্য বা।
দাসীত্বে নাধিকারোঽস্তি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি॥
কথং রামাদ্য মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং ন জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে
শ্রীরাম উবাচ।
পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে ভক্তিরেব হি কারণম্॥ ২০
যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা॥ ২১
তস্মাদ্ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্॥ ২২
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ॥ ২৩
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ॥ ২৪
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে॥ ২৫
মদ্ভক্তেষধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা॥ ২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ব-বিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি-সাধনং যস্য কস্য বা॥ ২৭
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেম-লক্ষণা শুভলক্ষণে॥ ২৮
ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি॥ ২৯
স্যাত্তস্মাৎ কারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু॥ ৩০
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিমুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্।
যস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তা ত্বং ততোঽহং ত্বামুপস্থিতঃ॥৩১

অপ্রমেয়াত্মন্! আমি অতি মূঢ়া স্ত্রীজাতি এবং নীচকুলোদ্ভবা, আপনার দাসগণের—দাস,—তাঁহার দাস, এইরূপ ক্রমে শত সোপানের পরবর্ত্তী অনুদাসের দাসী হইতেও অধিকারিণী নহি; অতএব আপনার দর্শন আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। হে দাশরথে! আপনি বাক্যমনের অগোচর পদার্থ; তবে কিরূপে আমি আজ আপনার দর্শন লাভ করিলাম! হে দেবদেব! আমি স্তব করিতে জানি না! কি করিব,—নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” ১০—১৮। শ্রীরাম কহিলেন,—“স্ত্রী জাতি বা পুরুষ, সজ্জাতি বা অসজ্জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধনামা, উত্তমা এমাবলম্বী বা অধমাশ্রমাবলম্বী হউক, ভক্তি থাকিলেই আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে। হে তাপসি! আমার অভক্ত ব্যক্তিরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও বেদবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, কখন আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। হে ভামিনি! সেইহেতু মদ্ভক্তির উপায় তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করি, শ্রবণ কর। সৎসঙ্গ মদ্ভক্তির প্রথম উপায়;—মচ্চরিতনিবদ্ধ রামায়ণাদি চর্চ্চা দ্বিতীয় উপায়;—মদ্গুণকীর্ত্তন তৃতীয় উপায়;—মচ্চরিত-প্রকাশক উপনিষদ্‌ব্যাখ্যা চতুর্থ উপায়;—এবং অকপটে গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধিপূর্ব্বক আচার্য্যোপাসনা পঞ্চম উপায়;—পবিত্র স্বভাব ও যম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং প্রাতদিন মৎপূজনে তৎপরতা,—এই কয়েকটী মদ্ভক্তির ষষ্ঠ উপায়;—আমার মন্ত্রোপাসনা সপ্তম উপায় এবং মদ্ভক্তজনের পূজা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বরবুদ্ধি, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এই কয়েকটি অষ্টম উপায়;—ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ মদ্ভক্তির নবম উপায়—হে শুভলক্ষণে! স্ত্রী পুরুষ বা তির্য্যগ্‌যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তিসাধন সম্পন্ন হইলে,—আমাতে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হইলেই, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হয়। নিরূপণ হইলে, তাহারা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে পারে; সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির প্রথম কারণ, নিশ্চয় জানিবে। যে সকল ব্যক্তির প্রথম ভক্তিসাধন ঘটনা হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের অবশিষ্ট উপায় সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিতে পারে। হে ভদ্রে! যেহেতু তোমার আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই হেতু আমি স্বয়ং এ স্থানে উপস্থিত হইয়া, তোমার নয়নগোচর

ইতো তদ্দর্শনান্মুক্তিস্তব নাত্রাত্র সংশয়ঃ।
যদি জানাসি মে ব্রূহি সীতা কমললোচনা॥ ৩২
কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা॥৩৩
শবর্য্যুবাচ।
দেব জানাসি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বং ত্বং বিশ্বভাবন।
তথাপি পৃচ্ছসে যস্মাৎ লোকাননুসৃতঃ প্রভো॥৩৪
ততোঽহমভিধাস্যামি সীতা তত্রাধুনা স্থিতা
রাবণেন হৃতা সীতা লঙ্কায়াং বর্ত্ততেঽধুনা॥ ৩৫
ইতঃ সমীপে রামাস্তে পম্পানাম সরোবরম্।
ঋষ্যমূকগিরির্নাম তৎসমীপে মহানগঃ॥ ৩৬
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ভীতভীতঃ সদা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ॥ ৩৭
বালিনশ্চ ভয়াদ্ভ্রাতুস্তদগম্যমৃষের্ভয়াৎ।
বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো॥৩৮
সুগ্রীবেণ স সর্ব্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যতি।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি তবাগ্রে রঘুনন্দন॥ ৩৯
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র যাবদ্দগ্ধা কলেবরম্।
যাস্যামি ভগবন্নাম তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ৪০
ইতি রামং সমাভাষ্য প্রবিবেশ হুতাশনম্।
ক্ষণং নির্দ্ধূয় সকলমবিদ্যাকৃতবন্ধনম্॥ ৪১
রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতিদুর্ল্লভম্।
কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে।
প্রসন্নেঽধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা॥ ৪২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিন্তকাঃ।
মুক্তিং যান্তীতি তদ্ভক্তিকর্ম্ম কুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৪৩
ভক্তির্মুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য হে,
লোকাঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মযুগলং সেবধ্বমত্যুৎসুকাঃ
নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্ত্বা সুদূরে ভৃশং,
রামং শ্যামতনুং স্মরারিহৃদয়ে ভান্তং ভজধ্বং বুধাঃ
ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ।

হইলাম। আমার এই দর্শনেই তোমার নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইবে, সম্প্রতি আমার কমললোচনা সীতা কোন্ স্থানে আছেন;—প্রিয়-দর্শনা প্রিয়াকে কোন্ দুরাত্মাই বা হরণ করিল?৩১-৩৩ শবরী কহিল,—"হে প্রভো! হে দেব! হে বিশ্বভাবন! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; সকলই জানেন; —তথাপি লোকব্যবহারানুসারী হইয়া আমাকে এ বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে ভগবন্! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সীতা লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাম! এই স্থানের অনতিদূরে পম্পা নামক সরোবর আছে; ঐ পম্পা-সমীপে ঋষ্যমূক নামক মহাপর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতে মহাবল পরাক্রম বানররাজ অতি ভীত হইয়া চারি জন মন্ত্রীর সহিত বাস করিতেছেন। বানররাজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কর্তৃক পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, তাঁহার ভয়ে ঋষি-শাপে বালির অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সেই স্থানে গমন করিয়া, বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন। তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। হে রঘুনন্দন! যাবৎকাল আমি আপনার সম্মুখে অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক শরীর দগ্ধ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন না করি, সেই মুহূর্ত্ত কাল এ স্থানে আপনি অবস্থিতি করুন।" শবরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণানন্তর অগ্নিপ্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অবিদ্যা-জনিত সংসারবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরামের প্রসাদে অতি দুর্লভ মুক্তি লাভ করিলেন। ভক্তবৎসল জগন্নাথ শ্রীরাম প্রসন্ন হইলে জগতে কি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? ইহা কি আর বলিতে হইবে? কারণ দেখ, নীচকুলসম্ভবা শবরীও শ্রীরামপ্রসাদে অতি দুর্লভ মুক্তি লাভ করিল। শ্রীরামোপাসক পুণ্যশীল প্রধান বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণেরা যে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু শ্রীরামে ভক্তিই মুক্তির সাধন। হে সাধুগণ! এই জগতে রাম-ভক্তিই মোক্ষের একমাত্র উপায়। যাঁহার চরণকমল-যুগল অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ, সেই রামকে অতি উৎকণ্ঠিত ভাবে সেবা কর। হে পণ্ডিত-গণ! যাগ যজ্ঞাদি মন্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মহাদেবের হৃদয়-রত্ন-স্বরূপ শ্যামলাঙ্গ রামরূপ অনবরত ভাবনা কর ৩৪—৪২।

দশমধ্যায়ে অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তটম্।
আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মায়যৌ ॥ ১
ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশম্বরম্।
উৎফুল্লাম্বুজকহ্লারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকাদিশোভিতম্।
জলকুক্কুটকোযষ্টিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩
নানাপুষ্পলতাকীর্ণং নানাফলসমাবৃতম্।
সতাং মনঃ স্বচ্ছজলং পদ্মকিঞ্জল্কবাসিতম্ ॥ ৪
তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং পীত্বা শ্রমহরং বিভুঃ।
সানুজঃ সরসস্তীরে শীতলেন পথা যযৌ ॥ ৫
ঋষ্যমূকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ
ধনুর্ব্বাণকরৌ দান্তৌ জটাবল্কলমণ্ডিতৌ।
পশ্যন্তৌ বিবিধান্ বৃক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ ॥ ৬
সুগ্রীবস্তু গিরের্মূর্দ্ধ্নি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
স্থিত্বা দদর্শ তৌ যান্তৌ আরুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭
ভয়াদাহ হনূমন্তং কৌ তৌ বীরবরৌ সখে।
গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুর্ভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮
বালিনা প্রেষিতৌ কিং বা মাং হন্তুং সমুপাগতৌ
তাভ্যাং সম্ভাষণং কৃত্বা জানীহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥ ৯
যদি তৌ দুষ্টহৃদয়ৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ ॥ ১০
তথেতি বটুরূপেণ হনূমান্ সমুপাগতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা রামং নত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১
কৌ যুবাং পুরুষব্যাঘ্রৌ যুবানৌ বীরসম্মতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব ॥ ১২

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে পম্পা সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই সরোবর দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাহা এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ, অগাধ; নির্ম্মল-জল; প্রফুল্ল-পদ্মকহ্লার, কুমুদ এবং কমলকুলে ভূষিত; হংস ও কারণ্ডবকুলে পরিবৃত; চক্রবাক প্রভৃতি জলজপক্ষী দ্বারা শোভিত; এবং জলকুক্কুট, টিট্টিভ ও ক্রৌঞ্চদিগের কূজনে প্রতিধ্বনিত; তাহার তীরে নানাবিধ কুসুমিত লতাজাল ও বিবিধ ফল-ভার-নম্র তরুগণে আবৃত; কমল-কিঞ্জল্ক গন্ধে সুবাসিত। সেই সরোবরের জল সাধুদিগের হৃদয়ের ন্যায় স্বচ্ছ। তথায় রাম অনুজ সমভিব্যাহারে আচমনপূর্ব্বক শ্রমাপনোদন ও জলপান করিয়া, সরসীতটের শীতল পথে গমন করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয়, জটাবল্কলধারী—সুবিক্রম রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিবিধ বৃক্ষরাজি ও পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। চারিজন বানরের সহিত গিরিশিখরে অবস্থিত সুগ্রীব, তাঁহাদিগের দুই জনকে গমন করিতে দেখিয়া ভয়ে গিরিশৃঙ্গাগ্রে আরোহণ করিল এবং হনুমানকে বলিল,—"সখে! তোমার মঙ্গল হউক; দ্বিজরূপী বটু হইয়া যাও; এই বীর দুইজনকে, জানিয়া আইস; বালিপ্রেরিত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছে কি না, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের মনোগত কথা জান গিয়া। যদি বুঝ, তাহারা দুষ্টহৃদয় তাহা হইলে করাগ্র দ্বারা সঙ্কেত করিও; বিনয়-নম্র হইয়া এই সকল তথ্য অবগত হইও।" ১—৯। "যে আজ্ঞা বলিয়া হনুমান্ বটুরূপে উপস্থিত হইল এবং শ্রীরামকে বিনয়-নম্র-ভাবে বলিল,—"যুবা-পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরসম্মত

যুবাং ত্রৈলোক্যকর্ত্তারাবিতি ভাতি মনো মম।
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ ॥ ১৩
মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া।
ভূভারহরণার্থায় ভক্তানাং পালনায় চ ॥ ১৪
অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী।
জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্গং লীলয়া কর্ত্তুমুদ্যতৌ ॥ ১৫
স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্ব্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ।
নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৬
শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পশ্যৈনং বটুরূপিণম্।
শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নূনমনেকধা ॥ ১৭
অনেন ভাষিতং কৃৎস্নং ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং রাঘবো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৮
অহং দাশরথী রামস্ত্বয়ং মে লক্ষ্মণোঽনুজঃ।
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পিতুর্ব্বচনগৌরবাৎ ॥ ১৯
আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোঽহং দণ্ডকে দ্বিজ।
তত্র ভার্য্যা হৃতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম।
তামন্বেষ্টুমিহায়াতৌ ত্বং কো বা কস্য বা বদ ॥ ২০

বটুরুবাচ।

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ।
চতুর্ভির্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গিরিমূর্দ্ধনি তিষ্ঠতি ॥ ২১
ভ্রাতা কনীয়ান্ সুগ্রীবো বালিনা পাপচেতসা।
তেন নিষ্কাশিতো ভার্য্যা হৃতা তস্যেহ বালিনা ॥ ২২
তদ্ভয়াদৃষ্যমূকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ।
অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুত্রো মহামতে ॥ ২৩
হনূমান্ নাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসম্ভবঃ।
তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেণ রঘূত্তম ॥ ২৪
ভার্য্যাপহারিণং হন্তুং সহায়স্তে ভবিষ্যতি।
ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫

শ্রীরাম উবাচ।

অহমপ্যাগতস্তেন সখ্যং কর্ত্তুং কপীশ্বর।
সখ্যুস্তস্যাপি যৎ কার্য্যং তৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥

আপনারা দুই জন কে? দেখিতেছি, ভাস্কর-যুগলের ন্যায় আপনারা স্ব স্ব শরীরকান্তি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছেন। আপনারা দুইজন ত্রিলোকের কর্ত্তা; ইহা আমার মনে লইতেছে; আপনারা দুই জন জগতের হেতু; জগন্ময়, প্রধান পুরুষ; লীলাবশে মায়াবলে মনুষ্য-আকারে যেন বিচরণ করিতেছেন; পরম পুরুষদ্বয় ভূভার হরণ ও ভক্ত-পালনের জন্য ক্ষত্রিয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া এখানে আগমন করিতেছেন। আপনারা অবলীলাক্রমে জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে উদ্যত; স্বাধীন, সর্ব্বপ্রবর্তক, সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর নর-নারায়ণ; ইহলোকে বিচরণ করিতেছেন,—ইহা আমার বিশ্বাস।” শ্রীরাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“এই বটুরূপীকে দর্শন কর; এই বটু নিশ্চয়ই অনেক প্রকার শব্দশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছে; এ ব্যক্তি অনেক কথা কহিল; কিছুমাত্র অপভ্রংশ কথা বলে নাই।” অনন্তর জ্ঞানবিগ্রহ রাঘব হনুমান্‌কে বলিলেন,—“আমি দশরথ-নন্দন রাম, ইনি আমার অনুজ লক্ষ্মণ; পিতৃ-বাক্যের গৌরব রক্ষার্থ আমি, ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগত হই; হে দ্বিজ! আমি তথায় কিছুকাল থাকি; কোন রাক্ষস আমার ভার্য্যা সীতাকে তথা হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই ভার্য্যা অন্বেষণার্থ এখানে আসিয়াছি। তুমি কে? এবং কাহার?—বল।” ১০—২০। বটু বলিল,—“সুগ্রীবনামা মহামতি বানর-রাজ মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত গিরিশিখরে অবস্থান করেন। সুগ্রীব পাপ-চিত্ত বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সেই বালি ইঁহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া ইঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া লইয়াছে। সুগ্রীব তাহার ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া আছেন। হে মহামতে! আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী; আমি বায়ুর ঔরসে অঞ্জনাগর্ভে উৎপন্ন; আমার নাম হনুমান্। হে রঘুবর! সেই সুগ্রীবের সহিত আপনার সখিত্ব করা উচিত হইতেছে। আপনার ভার্য্যাপহারীকে বধ করিতে তিনি সহায় হইবেন। যদি রুচি হয় ত আসুন, এখনই তাঁহার নিকটে গমন করি।” শ্রীরাম কহিলেন,—“হে কপিশ্রেষ্ঠ! আমিও তাঁহার সহিত সখ্য করিতেই আসিয়াছি। সেই সখারও যাহা প্রয়োজন আমি নিশ্চয় তাহা

হনূমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমথাব্রবীৎ।
আরোহতাং মম স্কন্ধৌ গচ্ছাম পর্ব্বতোপরি ॥২৭
যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মন্ত্রিভির্বালিনো ভয়াৎ।
তথেতি তস্যারুরোহ স্কন্ধং রামোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥২৮
উৎপপাত গিরের্মূর্দ্ধ্নি ক্ষণাদেব মহাকপিঃ।
বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥
হনূমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ব্যেতু তে ভয়মায়াতৌ রাজন্ শ্রীরামলক্ষ্মণৌ ॥২৯
শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া।
অগ্নিং সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু ॥
ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রঘূত্তমম্।
বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্ত্বা বিষ্টরায় দদৌ মুদা ॥ ৩১
হনূমান্ লক্ষ্মণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষ্মণঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩
লক্ষ্মণস্ত্বব্রবীৎ সর্ব্বং রামবৃত্তান্তমাদিতঃ।
বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ॥ ৩৪
লক্ষ্মণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ।
অহং করিষ্যে রাজেন্দ্র সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ॥
সাহায্যমপি তে রাম করিষ্যে শত্রুঘাতিনঃ।
শৃণু রাম ময়া দৃষ্টং কিঞ্চিৎ তে কথয়াম্যহম্ ॥৩৬
একদা মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং স্থিতোঽহং গিরিমূর্দ্ধনি।
বিহায়সা নীয়মানা কেনচিৎ প্রমদোত্তমা ॥ ৩৭
ক্রোশন্তী রাম রামেতি দৃষ্ট্বাস্মান্ পর্ব্বতোপরি।
আমুচ্যাভরণান্যাশু স্বোত্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৩৮
নিরীক্ষ্যাধঃ পরিত্যজ্য ক্রোশন্তী তেন রক্ষসা।
নীতাহং ভূষণান্যাশু গুহায়ামাক্ষিপং প্রভো ॥৩৯
ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা ন বা।
ইত্যুক্ত্বানীয় রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০
বিমুচ্য রামস্তদ্দৃষ্ট্বা হা সীতেতি মুহুর্মুহুঃ।

সম্পাদন করিব।” হনুমান্ আপন স্বরূপে অবস্থিত হইয়া রামকে বলিল,—“আমার স্কন্ধদ্বয়ে আপনারা দুই জন আরোহণ করুন। যেখানে সুগ্রীব, বালিভয়ে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অবস্থিত সেই পর্ব্বত-শিখরে গমন করি।” “আচ্ছা” বলিয়া রাম,—তৎপরে লক্ষ্মণ তদীয় স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। মহাকপি, ক্ষণমাত্রে গিরিশিখরে উত্থিত হইল। রাম-লক্ষ্মণ, কোন এক বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিলেন। হনুমানও সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে গমন করিয়া কহিল,—“রাজন্! আপনি নির্ভয় হউন; শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আসিয়াছেন; সত্বর গাত্রোত্থান করুন; আমি রামের সহিত আপনার সখ্য-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি; এখন অগ্নি সাক্ষী করিয়া শীঘ্র তাঁহার সহিত সখ্য করুন। ২১—৩০। অনন্তর সুগ্রীব অতিহর্ষে রঘুবরসমীপে আগমনপূর্ব্বক তদীয় আসনের জন্য স্বয়ং বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া, আনন্দপূর্ব্বক তাঁহাকে পত্রসকল প্রদান করিল। হনুমান্ লক্ষ্মণকে এবং লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে আসনার্থ পত্রপুঞ্জ দান করিলেন। তখন মহাহৃষ্ট হইয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের আমূল বৃত্তান্ত বলিলেন, বনবাস ও সীতাহরণবৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বলিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণ-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিল,—“হে রাজেন্দ্র! আমি সীতান্বেষণ করিব; রাম! আপনি যখন শত্রু বধ করিবেন, তখন আপনার সাহায্যও করিব রাম! আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা আমি মন্ত্রিগণের সহিত গিরিশিখরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—কোন ব্যক্তি এক প্রমদোত্তমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ বরবর্ণিনী—কেবল ‘রাম রাম’ বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন; আমাদিগকে পর্ব্বতোপরি দেখিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল অলঙ্কার বন্ধন করিয়া পুনরায় অধোদেশ নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহা নিক্ষেপ করিলেন। রোরুদ্যমানা ঐ রমণীকে সেই রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া গেল। প্রভু হে! আমি শীঘ্র সেই সকল ভূষণ লইয়া গুহাতে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছি। এখন আপনি দেখুন, দেখিয়া বুঝুন, সেই সকল অলঙ্কার আপনার কি না। এই বলিয়া বানররাজ সত্বর তাহা আনয়নপূর্ব্বক রামকে প্রদান করিলেন। ৩১—৪০। রাম,

হৃদি নিক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥
আশ্বাস্য রাঘবং ভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
অচিরেণৈব তে রাম প্রাপ্যতে জানকী শুভা।
বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৪২
সুগ্রীবোঽপ্যাহ হে রাম প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে।
সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ ॥৪৩
ততো হনূমান্ প্রজ্জ্বাল্য তয়োরগ্নিং সমীপতঃ।
তাবুভৌ রামসুগ্রীবাবগ্নৌ সাক্ষিণি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
বাহূ প্রসার্য্য চালিঙ্গ্য পরস্পরমকল্মষৌ।
সমীপে রঘুনাথস্য সুগ্রীবঃ সমুপাবিশৎ ॥ ৪৫
স্বোদন্তং কথয়ামাস প্রণয়াদ্রঘুনায়কে।
সখে শৃণু মমোদন্তং বালিনা যৎ কৃতং পুরা ॥৪৬
ময়পুত্রোঽথ মায়াবী নাম্না পরমদুর্ম্মদঃ ॥
কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাহ্বয়ৎ ॥৪৭
সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ।
নির্যযৌ ক্রোধতাম্রাক্ষো জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ৪৮
দুদ্রবে তেন সংবিগ্নো জগাম স্বগুহাং প্রতি।
অনুদুদ্রাব তং বালী মায়াবিনমহং তথা।
ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গুহাং মায়াবিনং রুষা ॥৪৯
বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গুহাম্।
ইত্যুক্ত্বাবিশ্য স গুহাং মাসমেকং ন নির্যযৌ ॥৫০
মাসাদূর্দ্ধং গুহাদ্বারান্নির্গতং রুধিরং বহু।
তদ্দৃষ্ট্বা পরিতপ্তাঙ্গো মৃতো বালীতি দুঃখিতঃ ॥
গুহাদ্বারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ।
ততোঽব্রুবং মৃতো বালী গুহায়াং রক্ষসা হতঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মামনিচ্ছন্তমপ্যুত।
রাজ্যেঽভিষেচনং চক্রুঃ সর্ব্বে বানরমন্ত্রিণঃ ॥৫৩
শিষ্টং তদা ময়া রাজ্যং কিঞ্চিৎ কালমরিন্দম।
ততঃ সমাগতো বালী মামাহ পরুষং রুষা ॥৫৪

খুলিয়া তাহা দেখিলেন; অনন্তর তৎসমস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক, বার বার "হা সীতে" বলিয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ, রাঘবকে আশ্বাসিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—"রাম! আপনি বানররাজের সাহায্যে যুদ্ধে রাবণ বধ করিয়া, অবিলম্বে কল্যাণী জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।" সুগ্রীবও বলিল,—"রাম হে! আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সংগ্রামে রাবণ বধ করিয়া আপনার জানকীর উদ্ধার করিয়া দিব।" অনন্তর হনুমান, তাঁহাদিগের উভয়ের সমীপে অগ্নিপ্রজ্বালনপূর্ব্বক সখ্য করিতে বলিল। তখন নিষ্পাপ সুগ্রীব ও রাম উভয়ে, অগ্নি সাক্ষী থাকিতে, পরস্পর বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া "সখা" সম্বোধন করিলেন। সুগ্রীব, রঘুনাথ-সমীপে উপবিষ্ট হইল। প্রণয়বশতঃ রঘুনাথ-সকাশে স্বীয় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল,—হে সখে! পূর্ব্বকালে বালী যাহা করিয়াছিল, আমার বৃত্তান্ত ঘটিত সে সকল কথা শ্রবণ করুন। একদা মায়াবী নামে পরম দুর্ম্মদ ময়পুত্র, কিষ্কিন্ধ্যায় সমাগত হইয়া যুদ্ধের জন্য মহা সিংহনাদ দ্বারা বালীকে আহ্বান করিল। বালী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধ-রক্তনয়নে নির্গত হইল এবং তাহাকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিল। মায়াবী, তাহাতে ব্যথিত হইয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল; বালী সেই মায়াকুশল মায়াবী দৈত্যকে তদীয় গুহায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, ক্রোধে তাহার অনুগমন করিল; আমি বালীর অনুবর্ত্তী হইলাম। অনন্তর বালী আমাকে বলিল—"তুমি বহির্ভাগে থাক, আমি গুহামধ্যে প্রবেশ করি।" বালী এই বলিয়া গুহা প্রবেশ করিল। একমাস তাহা হইতে নির্গত হইল না। ৪১—৫০। একমাসের পর গুহাদ্বার হইতে বহুতর শোণিত নিঃসৃত হইল; তাহা দেখিয়া বালী নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় হওয়ায় দুঃখিত ও সন্তপ্তচিত্ত হইলাম। অনন্তর গুহাদ্বারে এক প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া গৃহে আসিলাম। অনন্তর বলিলাম, বালীর মৃত্যু হইয়াছে, একজন রাক্ষস গুহার অভ্যন্তরে তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। তাহা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। তখন বানর মন্ত্রিগণ সকলে, আমি অনিচ্ছুক হইলেও আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে রিপুদমন! তখন আমি কিছুকাল রাজ্য শাসন করিলাম।

বহুধা ভর্ৎসয়িত্বা মাং নিজঘান চ মুষ্টিভিঃ।
ততো নির্গত্য নগরাদধাবং পরয়া ভিয়া ॥ ৫৫
লোকান্ সর্ব্বান্ পরিক্রম্য ঋষ্যমূকং সমাশ্রিতঃ।
ঋষেঃ শাপভয়াৎ সোঽপি নায়াতীমং গিরিং প্রভো
তদাদি মম ভার্য্যাং স স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে বিমূঢ়ধীঃ।
অহং দুঃখেন সন্তপ্তো হৃতদারো হৃতাশ্রয়ঃ ॥৫৭
বসাম্যদ্য ভবৎপদসংস্পর্শাৎ সুখিতোঽস্ম্যহম্
মিত্রদুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥৫৮
হনিষ্যামি তব দ্বেষ্যং শীঘ্রং ভার্য্যাপহারিণম্।
ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবস্য পুরস্তদা ॥ ৫৯
সুগ্রীবোঽপ্যাহ রাজেন্দ্র বালী বলবতাং বলী।
কথং হনিষ্যতি ভবান্ দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥৬০
শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্বলং বলিনাং বর।
কদাচিদ্দুন্দুভির্নাম মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৬১
কিষ্কিন্ধ্যামগমদ্রাম মহামহিষরূপধৃক্।
যুদ্ধায় বালিনং রাত্রৌ সমাহ্বয়ত ভীষণঃ ॥ ৬২
তচ্ছ্রুত্বাসহমানোঽসৌ বালী পরমকোপনঃ।
মহিষং শৃঙ্গয়োর্ধৃত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৩
পাদেনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাস্য শিরো মহৎ।
হস্তাভ্যাং ভ্রাময়িত্বা তোলয়িত্বাক্ষিপদ্ভুবি ॥ ৬৪
পপাত তচ্ছিরো রাম মাতঙ্গাশ্রমসন্নিধৌ।
যোজনাৎপতিতং তস্মান্মুনেরাশ্রমমণ্ডলে ॥ ৬৫
রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈর্দৃষ্ট্বা তাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যদ্যাগন্তাসি মে গিরিম্ ॥
ইতঃ পরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষ্যমূকং ন যাত্যসৌ ॥ ৬৭
এতজ্জ্ঞাত্বাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জ্জিতঃ।
রাম পশ্য শিরস্তস্য দুন্দুভেঃ পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৬৮
তৎক্ষেপণে যদা শক্তঃ শক্তস্ত্বং বালিনো বধে।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস শিরস্তদ্গিরিসন্নিভম্ ॥ ৬৯

অনন্তর বালী আসিয়া সক্রোধে আমাকে কটু-বাক্য বলিতে লাগিল এবং অনেক প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিল। অনন্তর আমি নগর হইতে পলায়ন করিলাম; সাতিশয় ভয়ে সমস্ত লোক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছি। প্রভু হে! ঋষি শাপভয়ে, বালী, এই পর্ব্বতে আইসে না। সেই মূঢ়বুদ্ধি বালী তদবধি আমার ভার্য্যা আপনি ভোগ করিতেছে। এইরূপে আমি হৃতদার ও হৃতাশ্রয় হইয়া দুঃখ-সন্তাপে এখানে বাস করিতেছি; আপনার শ্রীচরণ-সংস্পর্শে আজ আমি সুখী হইলাম।" কমললোচন রাম বন্ধুদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তখন সুগ্রীবসম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"তোমার ভার্য্যাপহারী দ্বেষ্য ব্যক্তিকে অচিরে নিহত করিব।" সুগ্রীবও বলিল—'রাজেন্দ্র! বালী—সকল বলবান্ অপেক্ষা অধিক বলশালী; দেবগণেরও দুরাক্রমণীয়; সেই বীরবরকে আপনি কিরূপে বধ করিবেন? ৫১—৬০। হে বলিশ্রেষ্ঠ! শুনুন,—আপনার নিকটে তাহার বলের কথা কিছু বলিব। রাম! একদা মহাকায় মহাবল দুন্দুভি নামে দৈত্য,প্রকাণ্ড মহিষরূপ ধারণপূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করে। সেই ভীষণ দৈত্য রাত্রিকালে বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে; পরম কোপন বালী তৎশ্রবণে অধীর হইয়া শৃঙ্গদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক মহিষকে ভূতলে নিপাতিত করিল এবং তদীয় শরীর—পাদদ্বারা চাপিয়া দুই হস্তে উহার বিপুল মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তোলা করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। রাম! তদীয় মস্তক মাতঙ্গ মুনির আশ্রম-সন্নিধানে নিপতিত হয়। একযোজন ঊর্দ্ধে উঠিয়া তথা হইতে মুনিবরের আশ্রমমণ্ডলে পতিত হইয়াছিল। ঊর্দ্ধোত্থিত ছিন্ন মস্তক হইতে অতিশয় রক্ত বর্ষণ হইয়াছিল। মাতঙ্গ মুনি তাহা দেখিয়া অতি ক্রোধে বালীকে বলেন,—"ইহার পর আর যদি তুই আমার এই পর্ব্বতে আসিস, তাহা হইলে ভগ্ন-মস্তক হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবি, সন্দেহ নাই।" এইরূপ শাপগ্রস্ত হওয়া পর্য্যন্ত—আর, সে ঋষ্যমূক আগমন করে না। ইহা জানিয়া আমিও নির্ভয়ভাবে এখানে বাস করিতেছি। রাম! ঐ দেখুন,—সেই দুন্দুভি দানবের পর্ব্বত-প্রমাণ মস্তক; যদি আপনি তাহা ছুড়িয়া ফেলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে বালীকে বধ করিতে

দৃষ্ট্বা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাঙ্গুষ্ঠেন চাক্ষিপৎ ।
দশযোজনপর্য্যন্তং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭০
সাধু সাধ্বিতি তং প্রাহ সুগ্রীবো মন্ত্রিভিঃ সহ ।
পুনরপ্যাহ সুগ্রীবো রামং ভক্তপরায়ণম্ ॥ ৭১
এতে তালা মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘূত্তম ।
একৈকং চালয়ন্ বালী নিষ্পত্রান্ কুরুতেঽঞ্জসা ॥
যদি ত্বমেকবাণেন বিদ্ধ্বা ছিদ্রং করোষি চেৎ ।
হতস্ত্বয়া তদা বালী বিশ্বাসো মে প্রজায়তে ॥ ৭৩
তথেতি ধনুরাদায় সায়কং তত্র সন্দধে ।
বিভেদ চ তদা রামঃ সপ্ত তালান্ মহাবলঃ ।
তালান্ সপ্ত বিনির্ভিদ্য গিরিং ভূমিঞ্চ সায়কঃ ॥
পুনরাগত্য রামস্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ ।
ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবো রামমাহাতিবিস্মিতঃ ॥
দেব ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ ।
মৎপূর্ব্বকৃতপুণ্যৌঘৈঃ সঙ্গতোঽদ্য ময়া সহ ॥ ৭৬

পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হইবে,” এই বলিয়া পর্ব্বত প্রমাণ সেই মস্তক দেখাইল। রাম, ঈষৎ হাস্য করত চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা দশযোজন দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন ; তখন তাহা সকলের আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। ৬১—৭০। মন্ত্রিগণ সহ সুগ্রীব তাঁহাকে “সাধু সাধু” বলিল। সুগ্রীব, ভক্তবৎসল রামকে পুনরায় কহিল,—“রঘুবর ! দেখুন, এই মহাসার সপ্ততাল তরু ; বালী—এক একটী করিয়া এই সকল বৃক্ষ অনায়াসে চালিত করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পত্রশূন্য করে। যদি আপনি এই সকল বৃক্ষ একবাণে বিদ্ধ করিয়া ছিদ্র করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি বালিবধ করিয়াছেন, আমার এইরূপ বিশ্বাস হয়।” রাম “আচ্ছা” বলিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে শর-যোজন করিলেন। তখন মহাবল রাম, সপ্ততাল তরু ভেদ করিলেন। শ্রীরাম-শর সপ্ততাল তরু, পর্ব্বত এবং ভূমি ভেদ করিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রামতূণীরে অবস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অতি হর্ষে ও অতি বিস্ময়ে রামকে বলিল,—“হে দেব ! তুমি ত্রিলোকের নাথ পরমাত্মা ;—সন্দেহ নাই ; আমার পূর্ব্ব-

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে ।
ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েঽহং কথং ভবম্
দারাঃ পুত্রা ধনং রাজ্যং সর্ব্বং ত্বন্মায়য়া কৃতম্ ।
অতোঽহং দেবদেবেশ নাকাঙ্ক্ষেঽন্যৎ প্রসীদ মে
আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোঽহং ভাগ্যগৌরবাৎ
মৃদর্থং যতমানেন নিধানমিব সৎপথে ॥ ৭৮
অনাদ্যবিদ্যাসংসিদ্ধং বন্ধনং ছিন্নমদ্য নঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্মপূর্ত্তেষ্টাদিভিরপ্যসৌ ॥ ৮০
ন ক্ষীয়তে পুনর্দার্ঢ্যং ভজতে সংসৃতিঃ প্রভো ।
ত্বৎপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্ ।
তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২
তৎ তিষ্ঠতু মনো রাম ত্বয়ি নান্যত্র মে সদা ॥ ৮৩
রাম রামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।

সমার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জফলে আজ তুমি আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। মহাত্মগণ, সংসার-নিবৃত্তির জন্য তোমাকে ভজনা করেন। মোক্ষসহায় তোমাকে পাইয়া আমি সংসার-বন্ধন প্রার্থনা করিতেছি কেন! পুত্র, দার, রাজ্যধন সকলই তোমার মায়ামূলক ; অতএব হে দেবদেবেশ ! আমি অন্য আকাঙ্ক্ষা করি না ; আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; হে সৎপতি ! মৃত্তিকার জন্য ভূমি-খননকারী ব্যক্তির পক্ষে ভূগর্ভপ্রোথিত ধনরাশির ন্যায় অত্যন্ত ভাগ্য-বলে আজ আমি আনন্দানুভব-স্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আমাদিগের অনাদি-অবিদ্যাসম্ভূত বন্ধন ছিন্ন হইল। প্রভু হে ! যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মেও এই সংসারবন্ধন বিদীর্ণ হয় না; প্রত্যুত, দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ; সন্দেহ নাই। যাহার হৃদয় ক্ষণার্দ্ধও তোমাতে স্থিরভাবে অবস্থান করে, সকল অনর্থের মূল,—তাহার অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। অতএব হে রাম ! আমার মন সর্ব্বদা যেন তোমাতেই থাকে ; অন্যত্র নহে। ৭১-৮৩। যাহার বাক্য ক্ষণকালও রাম রাম বলিয়া মধুর গান করে, সে ব্যক্তি

স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৮৪
ন কাঙ্ক্ষেহরিজয়ং রাম ন চ দারসুখাদিকম্।
ভক্তিমেব সদা কাঙ্ক্ষে ত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্ ॥
ত্বন্মায়াকৃতসংসার ত্বস্তুদংশোহহং রঘূত্তম।
স্বপাদভক্তিমাদিশ্য ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ ॥৮৬
পূর্ব্বং মিত্রার্য্যুদাসীনাস্ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ।
আসন্ মেহদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাঘব ॥ ৮৭
সর্ব্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক্ব মিত্রং ক্ব চ মে রিপুঃ
যাবত্ত্বন্মায়য়া বদ্ধস্তাবদ্‌গুণবিশেষতা ॥ ৮৮
সা যাবদস্তি নানাত্বং তাবদ্ভবতি নান্যথা।
যাবন্নানাত্বমজ্ঞানাৎ তাবৎকালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯
অতোহবিদ্যামুপাস্তে যঃ সোহন্ধে তমসি মজ্জতি
মায়ামূলমিদং সর্ব্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্।
অতোৎসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘূত্তম ॥৯০

তৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তিং
ত্বন্নামসঙ্গীতকথাসু বাণী।
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে
ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১
ত্বন্মূর্ত্তিভক্তান্ স্বগুরুঞ্চ চক্ষুঃ
পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ।
ত্বজ্জন্মকর্ম্মাণি চ পাদযুগ্মং
ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি ॥ ৯২
অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভ্রত্বহিশত্রুকেতো।
শিরস্ত্বদীয়ং ভবপদ্মজাদ্যৈ-
র্জুষ্টং পদং রাম নমত্বজস্রম্ ॥ ৯৩

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মঘাতী বা সুরাপায়ী হইলেও সকল পাপ-রাশি হইতে মুক্ত হয়। রাম হে! আমি শত্রুজয় কামনা করি না; পত্নী বা সুখাদি প্রার্থনা করি না; যাহার দ্বারা বন্ধন মোচন হয়, তোমার প্রতি এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। রঘুবর! তোমার মায়া আমাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে বটে; কিন্তু আমি তোমারই অংশ; (জীব,—পরমাত্মার অংশ) তুমি স্বীয় শ্রীচরণে আমার ভক্তি উৎপাদন করিয়া আমাকে সংসার-শঙ্কা হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার মায়াযোগে চিত্ত আবৃত থাকাতে পূর্ব্বে আমার শত্রু, মিত্র, উদাসীন ছিল; কিন্তু রাঘব হে! আজ ভবদীয় শ্রীচরণ দর্শনেই সকলই আমার পক্ষে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; মিত্রই বা কোথায়? শত্রুই বা কোথায়? জীব, যতদিন তোমার মায়া দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তত দিনই গুণবিশেষের সংসর্গ থাকে। যতদিন গুণসঙ্গ থাকে, তত দিনই পার্থক্য জ্ঞান থাকে; নতুবা থাকে না। অজ্ঞানবশতঃ যত দিন পার্থক্য বোধ থাকে, তত দিন মৃত্যুভয় থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অবিদ্যার বশবর্ত্তী, সে গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। এই সমস্ত স্ত্রী-পুত্রাদি-বন্ধনের মূল মায়া। অতএব হে রঘূত্তম! তোমার দাসী সেই মায়াকে তুমি অপসারিত কর। প্রার্থনা করি, আমার চিত্তবৃত্তি যেন তোমার পাদপদ্মে আসক্ত থাকে; আমার বাক্য যেন তোমার নাম কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে। আমার করযুগল যেন তোমার ভক্তগণের সেবা করিতে নিযুক্ত থাকে; আমার অঙ্গ যেন তোমার অঙ্গ-সংসর্গ লাভ করে; নয়নযুগল, যেন তোমার মূর্ত্তি, তোমার ভক্তবৃন্দ এবং আমার গুরুকে নিরন্তর অবলোকন করে; কর্ণ, যেন তোমার অবতার-চরিত্র-কথা শ্রবণ করে; আমার পদদ্বয় যেন সর্ব্বদা তোমার মন্দিরে গমন করে, হে গরুড়ধ্বজ! মদীয় অঙ্গসকল যেন তোমার পদধূলিরূপ তীর্থনিচয় ধারণ করে; এবং হে রাম! আমার মস্তক, নিরন্তর যেন শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সেবিত ভবদীয় শ্রীচরণপ্রণামে তৎপর থাকে। ৮৪—৯৩।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইত্থং স্বাত্মপরিষঙ্গ-নির্ধূতাশেষকল্মষম্।
রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সস্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১
মায়াং মোহকরীং তস্মিন্ বিতন্বন্ কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সখে ত্বদুক্তং যৎ তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২
কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ।
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদাহ্বয় ভদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্ ॥ ৪
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ত্বামভিষিঞ্চয়ে।
তথেতি গত্বা সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধোপবনং দ্রুতম্ ॥ ৫
কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাহ্বয়ত বালিনম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতৃনিনদং রোষতাম্রবিলোচনঃ ॥ ৬
নির্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।
তত্রাপতন্তং সুগ্রীবঃ শীঘ্রং বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥ ৭
সুগ্রীবমপি মুষ্টিভ্যাং জঘান ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বালী তমপি সুগ্রীব এবং ক্রুদ্ধৌ পরস্পরম্ ॥ ৮
অযুধ্যেতামেকরূপৌ দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ।
ন মুমোচ তদা বাণং সুগ্রীববধশঙ্কয়া ॥ ৯
ততো দুদ্রাব সুগ্রীবো বমন্ রক্তং ভয়াকুলঃ।
বালী স্বভবনং যাতঃ সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ॥ ১০
কিং মাং ঘাতয়সে রাম শত্রুণা ভ্রাতৃরূপিণা।
যদি মদ্বধনে বাঞ্ছা ত্বমেব জহি মাং বিভো ॥ ১১
এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রঘূত্তম।
উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল ॥ ১২
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
আলিঙ্গ্য মা স্ম ভৈষীস্ত্বং দৃষ্ট্বা বামেকরূপিণৌ ॥
মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং ন হি।
ইদানীমেব তে চিহ্নং করিষ্যে ভ্রমশান্তয়ে ॥ ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুগ্রীব, তাঁহার শরীর আলিঙ্গনে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, ইহা সুগ্রীবের কথাবার্ত্তায় বুঝিয়া রাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য সুগ্রীবের মোহ-কর মায়াজাল বিস্তার করত ঈষৎ হাস্য-সহকারে এই কথা বলিলেন,—"সখে! আমার প্রতি তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে,—সন্দেহ নাই; কিন্তু লোকে আমায় বলিবে,—"রঘুনন্দন, অগ্নি-সাক্ষী সখ্য করিয়া, বানর-রাজের কি উপকার করিলেন? আমার এইরূপ লোকনিন্দা হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান কর গিয়া। তাহাকে এক বাণে হত্যা করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" সুগ্রীব "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুতগতি কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে গমনপূর্ব্বক অত্যন্ত প্রাণধ্বানিজনক শব্দ করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে বালীকে আহ্বান করিল। বালী ভ্রাতার শব্দ শুনিয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে সত্বর গৃহ হইতে সুগ্রীব যথায় অবস্থিত ছিল, তদভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। আগত-মাত্রেই সুগ্রীব তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল; বালীও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে মুষ্টিদ্বয় দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল; আবার সুগ্রীব তাহাকে; এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, রাম তাহাদিগের সমান রূপ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন; এবং সুগ্রীব-বধাশঙ্কায় তখন শর নিক্ষেপ করিলেন না। ১—৯ অনন্তর সুগ্রীব রক্ত বমন করত ভয়াকুল ভাবে পলায়ন করিয়া আসিল; বালী নিজগৃহে প্রতিগমন করিল। সুগ্রীব রামকে কহিতে লাগিল,—"রাম! শত্রুরূপী ভ্রাতার হস্তে আমাকে হত্যা করাইবে কেন? যদি আমাকে বধ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, প্রভু হে! তুমি নিজেই আমাকে বধ কর। হে শরণাগতবৎসল, সত্যবাদী রঘুবর! আমার এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, এখন আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কি জন্য?" সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"তুমি ভয় পাইও না, তোমাদিগের দুই জনের সমান আকার দেখিয়া মিত্রহত্যা শঙ্কায় শর নিক্ষেপ করি নাই; ভ্রমনিবৃত্তি জন্য এখনই তোমার চিহ্ন করিয়া দিতেছি; এই-

গত্বাহ্বয় পুনঃ শক্রং হত্বং দ্রক্ষ্যসি বালিনম্।
রামোঽহং ত্বাং শপে ভ্রাতর্হনিষ্যামি রিপুং ক্ষণাৎ॥ ১৫
ইত্যাশ্বাস্য স সুগ্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
সুগ্রীবস্য গলে পুষ্পমালামামুচ্য পুষ্পিতাম্॥ ১৬
প্রেষয়স্ব মহাভাগ সুগ্রীবং বালিনং প্রতি।
লক্ষ্মণস্তু তদা বদ্ধা গচ্ছ গচ্ছেতি সাদরম্॥ ১৭
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং সোঽপি গত্বা তথাকরোৎ।
পুনরপ্যদ্ভুতং শব্দং কৃত্বা বালিনমাহ্বয়ৎ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতাবৃতঃ।
বদ্ধা পরিকরং সম্যক্ গমনায়োপচক্রমে॥ ১৯
গচ্ছন্তং বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিষেধ তম্।
ন গন্তব্যং ত্বয়েদানীং শঙ্কা মেঽতীব জায়তে॥২০
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়াতি সত্বরঃ।
সহায়ো বলবাংস্তস্য কশ্চিন্নূনং সমাগতঃ॥ ২১
বালী তামাহ হে সুভ্রু শঙ্কাং ত্যজ শুভে ক্ষাতা।
প্রিয়ে করং পরিত্যজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্॥
হত্বা শীঘ্রং সমায়াস্যে সহায়স্তস্য কো ভবেৎ।
সহায়ী যদি সুগ্রীবস্ততো হত্বোভয়ং ক্ষণাৎ॥ ২৩
আয়াস্যে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্গৃহে রিপুম্
আত্মাপ্যাহ্বয়মানং হি হত্বায়াস্যামি সুন্দরি॥ ২৪
তারোবাচ।
মত্তোঽশৃণু রাজেন্দ্র শ্রুত্বা কুরু যথোচিতম্।
আহ মামঙ্গদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ॥ ২৫
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথিঃ কিল।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া ভার্যয়া সহ॥ ২৬
আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র সীতা হৃতা কিল।
রাবণেন সহ ভ্রাত্রা মার্গমাণোঽথ জানকীম্॥২৭
আগতো ঋষ্যমূকাদ্রিং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যঞ্চানলসাক্ষিকম্॥ ২৮

বার গিয়া শত্রুকে পুনরায় আহ্বান কর, বালীকে অচিরে নিহত দেখিবে। ভাই! আমি রাম, তোমার দিব্য করিতেছি ক্ষণমধ্যে বধ করিব।” রাম, সুগ্রীবকে এইরূপে আশ্বাসান্বিত করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—‘হে মহাভাগ! সুগ্রীবের গলদেশে প্রফুল্ল কুসুম মালা পরাইয়া, তাহাকে বালীর প্রতিকূলে পাঠাইয়া দেও।” লক্ষ্মণ,—তখন মালা পরাইয়া “যাও যাও” বলিয়া সাদরে সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দিলেন। সুগ্রীবও গিয়া তাহাই করিল। অর্থাৎ পুনরপি অদ্ভুত শব্দ করিয়া বালীকে আহ্বান করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বালী তাহা শুনিয়া বিস্ময় ও ক্রোধে বদ্ধপরিকর হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর তারা স্বামীর করধারণপূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া কহিল,—“হে নাথ! তুমি যুদ্ধ করিতে গমন করিও না; আমার অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে; যেহেতু সুগ্রীব এই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গিয়াছিল, আবার সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশ্চয়ই তাহার কোন প্রবল সহায় আসিয়াছে”১০—২১। অনন্তর বালী তারাকে কহিল,—“হে সুভ্রু! তুমি সুগ্রীবের প্রতি আশঙ্কা করিও না; হে প্রিয়ে! এক্ষণে আমার কর পরিত্যাগ করিয়া গমন কর; আমিও গমন করি; শত্রু-বধ করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব; কোন ব্যক্তি সেই দুরাত্মার সহায়তা করিবে? আর যদি কেহ তাহার সহায়তাই করে, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে উভয়কে নষ্ট করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। হে সুন্দরি! বীর পুরুষেরা শত্রু কর্তৃক আহূত হইয়া কখন কি গৃহে অবস্থান করিতে পারে? অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর, শীঘ্র শত্রু বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব।” তারা কহিল,—“হে রাজেন্দ্র! আমার অল্প কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করিয়া যাহা উচিত হয় করুন। পুত্র অঙ্গদ মৃগয়া করিতে গিয়া এই কথা শুনিয়াছে যে, অযোধ্যাপতি দশরথাত্মজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও নিজ ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে রাক্ষসাধিপতি রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে। এক্ষণে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সেই রাম, জানকীকে অন্বেষণ করত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুগ্রীব

প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষ্মণঃ।
বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্॥
ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদ্বচঃ।
ইদানীমেব তে ভয়ঃ কথং পুনরুপাগতঃ॥ ৩০
অতস্ত্বং সর্ব্বথা বৈরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষিঞ্চাশু রামং ত্বং শরণং ব্রজ।
পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব॥৩১
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখী তারা পাদয়োঃ প্রণিপত্য তম্।
হস্তাভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা রুরোদ ভয়বিহ্বলা॥৩২
তামালিঙ্গ্য তদা বালী সস্নেহমিদমব্রবীৎ॥ ৩৩
স্ত্রীস্বভাবাদ্বিভেষি ত্বং প্রিয়ে নাস্তি ভয়ং মম।
রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ॥৩৪
তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোঽখিলপ্রভুঃ॥ ৩৫
ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্ব্বং ময়ানঘে।
স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্য পরাত্মনঃ॥ ৩৬
আনেষ্যামি গৃহং সাধ্বি নত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ভজতোঽনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ॥ ৩৭
যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হন্মি তং ক্ষণাৎ।
যত্নুক্তং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্যাভিষেচনম্॥ ৩৮
কথমাহূয়মানোঽহং যুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে।
শূরোঽহং সর্ব্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে॥৩৯
ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি বেশ্মনি॥৪০
এবমাশ্বাস্য তারাং তাং শোচন্তীমশ্রুলোচনাম্।
গতো বালী সমুদ্যুক্তঃ সুগ্রীবস্য বধায় সঃ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা বালিনমায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ।
উৎপপাত গলে বদ্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গবৎ॥ ৪২
মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং সোঽপি তং তথা।
অহন্ বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা॥

তাঁহার সহিত অগ্নিসাক্ষিক সখ্য করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে, সমরে বালীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে রাজা করিব। তাঁহারা পরস্পরে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। আমার নিশ্চিত বাক্য শুন; নতুবা সুগ্রীব ইতিপূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে কেন আসিবে? হে মহারাজ! আমার বাক্যানুসারে বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং শ্রীরামের শরণাগত হও। হে কপীন্দ্র! আমি, অঙ্গদ, রাজ্য ও বংশ—এই সমস্ত রক্ষা কর।" অশ্রুপূর্ণমুখী তারা বিনয় বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পদযুগলে পতিত হইল। অনন্তর নিজ হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ভয়বিহ্বলান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিল। ২২—৩২। তখন বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিল,—"প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোন ভয় নাই। প্রভু শ্রীরাম যদি লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইবে, সন্দেহ নাই। হে অনঘে! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, সাক্ষাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরমাত্মা রামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই। হে সাধ্বি! আমি তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিব; এই ভক্তিলভ্য সুরেশ্বর ভক্তজনের মনোরথ-পূরক। যদি সুগ্রীব অসহায় অবস্থায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বলিয়াছ,—হে প্রিয়ে! শুভলক্ষণে! সর্ব্বলোক সমাজে আমি শূর বলিয়া বিখ্যাত, এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া নিতান্ত ভয়সূচক সেই কথা বালী কিরূপে বলিবে? হে সুন্দরি! অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর, আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ-নয়না তারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া, সুগ্রীব-বধের জন্য উদ্যোগী হইয়া গমন করিল। ৩৩-৪১। পুষ্প-মালা-শোভিত ভীম-পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মুষ্টি দ্বারা তাড়না করিল,

রামং বিলোকয়ন্নেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি ।
ইত্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্বা রামঃ প্রতাপবান্ ॥
বাণমাদায় তূণীরাদৈন্দ্রং ধনুষি সন্দধে ।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তমদৃশ্যো বৃক্ষষণ্ডগঃ ॥ ৪৫
নিরীক্ষ্য বালিনং সম্যগ্‌লক্ষ্য তদ্ধৃদয়ং হরিঃ ।
উৎসসর্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬
বিভেদ স শরো বক্ষো বালিনঃ কম্পয়ন্ মহীম্ ।
উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭
তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভূত্বা চেতনমাপ সঃ ।
ততো বালী দদর্শাগ্রে রামং রাজীবলোচনম্ ।
ধনুরালম্ব্য বামেন হস্তেনান্যেন সায়কম্ ॥ ৪৮
বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্ ।
বিশালবক্ষঃসভ্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯
পীনচার্ব্বায়তভুজং নবদূর্ব্বাদলচ্ছবিম্ ।
সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাঞ্চ পার্শ্বয়োঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৫০

বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্ ।
কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫১
রাজধর্ম্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম্ম তে কৃতম্ ।
বৃক্ষখণ্ডে তিরো ভূত্বা ত্যজতা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২
যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ ।
যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৩
যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্স্যসে তৎফলং তদা ।
সুগ্রীবেণ কৃতং কিং তেময়া বা ন কৃতং কিমু ॥
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা তব রাম মহাবনে ।
সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদর্থমিতি শুশ্রুম ॥ ৫৫
মত্ত রাম ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্ ।
রাবণং সকুলং বদ্ধা সসীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৬৫
আনয়ামি মুহূর্ত্তার্দ্ধাদ্যদি চেচ্ছামি রাঘব ।
ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকেঽস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ॥ ৫৭
বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং বং লপ্স্যসে বদ ।

বালীও সুগ্রীবকে, সুগ্রীব বালীকে, বালী সুগ্রীবকে—সেইরূপ প্রহার করিতে লাগিল। সুগ্রীব যুদ্ধস্থলে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্র তূণীর হইতে একটী ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া, নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন। অনন্তর বৃক্ষসমূহের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত মহাবল রাম বালীকে অবলোকনপূর্ব্বক উহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, ঐ বজ্রতুল্য মহাবেগ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণ বালীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। বালী মহাশব্দে ঈষৎ লাফাইয়া তৎক্ষণাৎ মেদিনী কম্পিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। ৪২-৪৭। তখন বালী মুহূর্ত্তকাল অচেতন থাকিয়া পরে সংজ্ঞালাভ করিবামাত্র সম্মুখে দেখিল, জটামুকুটধারী বিশাল বক্ষে দোদুল্যমান বনমালা দ্বারা অলঙ্কৃত, চীর-বসন-পরিধান আজানুলম্বিত মনোহর-পীনবাহু নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রাজীবলোচন রাম, বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতেছে;—দেখিয়া বালী শ্রীরামকে নিন্দা করিয়া মৃদু বচনে কহিল,—"হে রাম! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে নষ্ট করিলে? তুমি রাজধর্ম্ম না জানিয়া এইরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ। হে রাম! বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আমার প্রতি বাণ ক্ষেপ করিলে!—চোরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া কি যশ লাভ করিতে পারিবে? তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান; বিশেষতঃ মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; যদি আমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে তখন তাহার ফল পাইতে। সুগ্রীবই বা তোমার কি করিয়াছে? আমিই বা কি করি নাই? অহে রাম; শুনিয়াছি বটে, মহারণ্য মধ্যে রাবণ তোমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছ! হায়! হায়! তুমি আমার লোকবিখ্যাত বীর্য্য জান না? রাঘব! আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যে রাবণকে সবংশে বদ্ধ করিয়া, লঙ্কার সহিত এস্থানে আনয়ন করিতে পারি। হে রঘুনন্দন! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত,

অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি
ইত্যেবং বহু ভাষন্তং বালিনং রাঘবোঽব্রবীৎ ।
ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি সশরাসনঃ ॥
অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহম্ ।
দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা ॥ ৬০
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ ।
পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা ॥
ত্বন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্য ভার্য্যায়াং রমসে বলাৎ ।
অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোঽসি বনগোচরঃ ॥ ৬২
ত্বং কপিত্বান্ন জানীষে মহান্তো বিচরন্তি যৎ ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্ নাভিভাষয়েৎ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্
বালী প্রণম্য রভসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪
রাম রাম মহাভাগ জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্ ।
অজানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৬৫
সাক্ষাত্ত্বচ্ছরঘাতেন বিশেষেণ তবাগ্রতঃ ।
ত্যজাম্যসূন্ মহাযোগিদুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬
যন্নাম বিবশো গৃহ্নন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্ ।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্মে পুরঃ স্থিতঃ ।
দেব জানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয়ং জানকীং শুভাম্
রাবণস্য বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্ ॥ ৬৮
অনুজানীহি মাং রাম যাস্তং ত্বৎপদমুত্তমম্ ।
মম তুল্যবলে বালে অঙ্গদে ত্বং দয়াং কুরু ॥ ৬৯
বিশল্যং কুরু মে রাম হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্ ।
তথেতি বাণমুদ্ধৃত্য রামঃ পস্পর্শ পাণিনা ।
ত্যক্ত্বা তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥
বালী রঘূত্তমশরাভিহতো বিমৃষ্টো
রামেণ শীতলকরেণ সুখাকরেণ ।

বল দেখি ব্যাধের ন্যায় গুপ্তভাবে বানরবধ করিয়া কি ধর্ম্ম লাভ করিলে ? বানরমাংস অভক্ষ্য ; আমাকে বধ করিয়া কি করিবে ?” ৪৮—৫৮ । বালী এইরূপে বহুতর ভর্ৎসনা করিলে শ্রীরাম কহিলেন,—“হে বানরেন্দ্র ! আমি ধর্ম্ম-রক্ষার্থ শরাসন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি ; অধর্ম্মকারী ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই আমার কার্য্য। হে কপীন্দ্র ! কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া ও পুত্রবধূ, ইহারা সকলেই সমান ; এই চারিটীর মধ্যে যে কোন একটীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী, রাজগণের বধ্য, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে বনচর ! তুমিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছ, এই হেতু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তোমাকে নষ্ট করিলাম। তুমি বানর জাতি বলিয়া কিছুই জান না,—মহদ্ব্যক্তিরা নিজপদসঞ্চারে জগৎ পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করেন ; অতএব তাহাদিগের কার্য্যে নিন্দা করিতে নাই।” বালী তাহা শুনিবামাত্র শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া অতি ভীত হইল ; অনন্তর প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিল,—“রাম ! রাম ! হে মহাভাগ ! এক্ষণে আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিলাম ; ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যে কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আপনার দর্শন যোগিগণেরও দুর্লভ, কিন্তু আমি আপনার শরাঘাতে, বিশেষতঃ আপনারই সম্মুখে প্রাণ-ত্যাগ করিতেছি ; হে রাম ! মরণ সময়ে অবশেন্দ্রিয় হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন হয়—সেই আপনি আজ আমার মরণসময়ে সম্মুখে অবস্থিত। হে দেব ! আপনি পরম পুরুষ, রাবণবধার্থ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; জানকীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইহা অবগত হইয়াছি। এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন,—আমি আপনার উত্তম ধামে গমন করি এবং আমার তুল্য বলশালী অঙ্গদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। হে দাশরথে ! আপনি স্বয়ং করকমল দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার করুন। শ্রীরাম ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহার হৃদয় হইতে স্বয়ং শল্য উদ্ধার করত করতল দ্বারা স্পর্শ করিলেন। বানররাজও বানরদেহ পরি-ত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অমরেন্দ্রদেহ ধারণ করিলেন। রামশরপীড়িত বালী রঘু-নাথের সুখজনক শীতল করস্পর্শে তৎক্ষণাৎ

সদ্যো বিমুচ্য কপিদেহমবশ্যলভ্যং
প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্দুরাপম্ ॥ ৭১

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বানরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমহংসগণের দুর্লভ ভক্তদিগের অবশ্যপ্রাপ্য সেই পরম-পদ প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯—৭১।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা।
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১
তারামূচুর্মহাভাগে হতো বালী রণাজিরে।
অঙ্গদং পরিরক্ষাদ্য মন্ত্রিণঃ পরিবোদয় ॥ ২
চতুর্দ্বারকপাটাদীন্ বদ্ধা রক্ষামহে পুরীম্।
বানরাণান্তু রাজানমঙ্গদং কুরু ভামিনি ॥ ৩
নিহতং বালিনং শ্রুত্বা তারা শোকবিমূর্চ্ছিতা।
অতাড়য়ৎ স্বপাণিভ্যাং শিরো বক্ষশ্চ ভূরিশঃ ॥৪
কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা।
ইদানীমেব নিধনং যাস্যামি পতিনা সহ ॥ ৫
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমূর্দ্ধজা।
যযৌ তারাতিশোকার্ত্তা যত্র ভর্ত্তৃকলেবরম্ ॥ ৬
পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাংশুভিরাবৃতম্।
রুদতী নাথ নাথেতি পতিতা তস্য পাদয়োঃ ॥৭
করুণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম্।
রাম মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্ত্বয়া ॥ ৮
গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্মামভিকাঙ্ক্ষতে।
স্বর্গেঽপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৯
পত্নীবিয়োগজং দুঃখমনুভূতং ত্বয়ানঘ।
বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥১০
সুগ্রীব ত্বং সুখং রাজ্যং প্রাপিতং বালিঘাতিনা।
রামেণ রুময়া সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ্ব সাপত্নবর্জ্জিতম্ ॥১১
ইত্যেবং বিলপন্তীং তাং তারাং রামো মহামনাঃ
সান্ত্বয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায়।

বানরেন্দ্র বালী পরমাত্মা শ্রীরামের হস্তে সমরে নিহত হইলে তাঁহার অনুচর বানরগণ সকলে ভয়াকুলিত চিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় পলায়ন করিয়া তারাকে কহিল,—"হে মহাভাগে! মহারাজ বালী রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন; আপনি এক্ষণে কুমার অঙ্গদকে রক্ষা করুন ও মন্ত্রিগণকে আদেশ করুন; আমরা চতুর্দ্বারে কপাট বদ্ধ করিয়া এই নগরী রক্ষা করিব। হে ভামিনি! অঙ্গদকে বানরগণের রাজা করুন।" এইরূপে তারা বালীর নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বারংবার মস্তকে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিল। "অঙ্গদে—রাজ্যে—নগরে—বা ধনে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণেই আমি পতির সহমৃতা হইব;" এই বলিয়া আলুলায়িতকেশে রোরুদ্যমানা তারা যথায় স্বামিদেহ নিপতিত ছিল, তথায় শোকাকুলান্তঃকরণে সত্বর গমন করিল এবং ধূলিধূসরিত ও শোণিতসিক্ত বালীর শরীর দর্শন করিয়া, "হা নাথ!" "হা নাথ!" বলিয়া রোদন করত তাহার চরণদ্বয়ে নিপতিতা হইল। করুণবেদিনী তারা রঘুনন্দনকে অবলোকন করিয়া কহিল,—"রাম! তুমি যে বাণ দ্বারা বালীকে নিহত করিয়াছ, সেই বাণ দ্বারা আমা কেও নিবষ্ট কর। আমি শীঘ্র পতিসন্নিধানে গমন করিব। পতি আমাকে কামনা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আমা বিনা স্বর্গেও তাঁহার সুখ নাই। হে অনঘ! পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখ তুমি স্বয়ং অনুভব রিতেছ—শীঘ্র আমাকে বালীর নিকট প্রেরণ কর, তাহা হইলে তুমি পত্নীদানজনিত ফল লাভ করিবে।" অনন্তর সুগ্রীবের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিল,—'হে সুগ্রীব! এক্ষণে তুমি বালিঘাতী রামচন্দ্রের প্রদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য ও নিজ পত্নী রুমার সহিত পরম সুখ ভোগ কর।" ১—১১। মহামনা রামচন্দ্র এইরূপ বিলাপপরায়ণা তারাকে সদয়ভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা

শ্রীরাম উবাচ।
কিং ভীরু শোচসি ব্যর্থং শোকস্যাবিষয়ং পতিম্
পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ॥১৩
পঞ্চাত্মকো জড়ো দেহস্ত্বঙ্মাংসরুধিরাস্থিমান্।
কালকর্ম্মগুণোৎপন্নঃ সোঽপ্যাস্তেঽদ্যাপি তেপুরঃ
মন্যসে জীবমাত্মানং জীবস্তর্হি নিরাময়ঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি॥১৫
ন স্ত্রী পুমান্ বা যণ্ডো বা জীবঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ
এক এবাদ্বিতীয়োঽয়মাকাশবদলেপকঃ।
নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমর্হতি॥১৬
তারোবাচ।
দেহোঽচিৎকাষ্ঠবদ্রাম জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ।
সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্যাদ্রাম মে বদ॥১৭
শ্রীরাম উবাচ।
অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥১৮
মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবর্ত্ততে।
বিষয়ান্ ধ্যায়মানস্য স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা॥১৯
অনাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধাৎ তৎকার্য্যাহঙ্কৃতেস্তথা।
সংসারোঽপার্থকোঽপি স্যাদ্রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ॥
মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে।
আত্মা মনঃসমানত্বমেত্য তদ্গতবন্ধভাক্॥২১
যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোঽলক্তকাদিসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনম্॥২২
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনঃ সংসৃতির্বলাৎ।
আত্মা স্বলিঙ্গন্তু মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্॥২৩
কামান্ জুষন্ গুণৈর্বদ্ধঃ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ।

সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম কহিলেন,—"হে ভীরু! তুমি অশোচনীয় পতির নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ কেন? যথার্থ বল দেখি, রণভূমিশায়িত দেহ কিংবা জীব উভয়ের মধ্যে কাহাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়াছ? যদি দেহকে পতি বল, তাহা হইলে শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু, তাহা ত্বক্, মাংস, রুধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত পঞ্চভূতাত্মক, কাল অদৃষ্ট ও সত্ত্বাদি গুণযোগে উৎপন্ন জড়-দেহ অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলেও শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু জীব নিরাময়—তাহার জন্ম মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই। জীব স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, বা ক্লীব নহেন; তিনি সর্ব্বত্রগ, অব্যয় একমাত্র, অদ্বিতীয় এবং আকাশবৎ নির্লেপ; তিনি নিত্য; শুদ্ধ; জ্ঞানময়; তাঁহার নিমিত্ত শোক করিতেছ কেন?" তারা কহিল—"হে রাম! যদি এই দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় নিত্য পদার্থ, তবে রাম! সুখদুঃখাদি ভোগ কাহার হয় বল?"১২—১৭। শ্রীরাম কহিলেন, "যাবৎ অবিবেকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অহঙ্কার-সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই জীবাত্মার সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। হে সুন্দরি! মনুষ্যেরা বিষয়ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ অলীক বস্তু হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিবেক-শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয়; সেইরূপ জীব দেহাভিমানাবস্থায় মিথ্যা সংসার আরোপ করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। জীবাত্মা অনাদি-অবিদ্যা-সম্বন্ধবলে দেহাভিমানী হইয়া রাগ-দ্বেষাদিসঙ্কুল মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হন। হে শুভে! অন্তঃকরণই সংসারের কারণ; অন্তঃকরণই বন্ধহেতু; জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃকরণধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। যেমন স্ফটিক মণি, স্বাভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলক্তকাদির সান্নিধ্যে সেই সেই বর্ণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সে বর্ণ তাহার বাস্তবিক নহে, সেইরূপ বিশুদ্ধ আত্মা, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সন্নিহিত হওয়াতে লোকে জোর করিয়া তাঁহাকে সংসারী মনে করে। আত্মা, নিজের অনুমাপক-অন্তঃকরণ-সম্বন্ধ-বশতঃ অবিবেকী হইয়া অন্তঃকরণ জন্য বিষয়াদি ভোগ করত অন্তঃ-

আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্ট্বা ততঃ কর্ম্মাণ্যনেকধা ॥
শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গতয়স্তৎসমানতঃ।
এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫
সর্ব্বোপসংহৃতো জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অনাদ্যবিদ্যাবশগ স্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ।
জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশঃ ॥ ২৭
যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্।
মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ ॥২৮
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ।
ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে ॥ ২৯
তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্ষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্ ॥৩০
স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দাত্মানমদ্বয়ম্।
জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেন্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্ ॥
এবং ময়োদিতং সম্যগালোচয়তি যোঽনিশম্।
তস্য সংসারদুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২
ত্বমপ্যেতন্ময়া প্রোক্তমালোচয় বিশুদ্ধধীঃ।
ন স্পৃশ্যসে দুঃখজালৈঃ কর্ম্মবন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥৩৩
পূর্ব্বজন্মনি তে সুভ্রু কৃতা মদ্ভক্তিরুত্তমা।
অতস্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দর্শিতং শুভে ॥৩৪
ধ্যাত্বা মদ্রূপমনিশমালোচয় ময়োদিতম্।
প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বত্যপি ন লিপ্যসে ॥
শ্রীরামেণোদিতং সর্ব্বং শ্রুত্বা তারাতিবিস্মিতা।
দেহাভিমানজং শোকং ত্যক্ত্বা নত্বা রঘূত্তমম্ ॥৩৬
আত্মানুভবসন্তুষ্টা জীবন্মুক্তা বভূব হ।
ক্ষণসঙ্গমমাত্রেণ রামেণ পরমাত্মনা ॥ ৩৭
অনাদিবন্ধং নিষ্কৃষ্য মুক্তা সাপি বিকল্মষা।
সুগ্রীবোঽপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্ত্রাৎ সমীরিতম্ ॥
জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিত্তোঽভবৎ তদা।

করণগুণে আবদ্ধ হওয়াতে অবশভাবে সংসার-বদ্ধ হইয়া থাকেন। আদৌ জীবাত্মা রাগ-দ্বেষাদিরূপ অন্তঃকরণগুণ লাভ করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—বিবিধ কর্ম্ম করেন, তদনুসারে উত্তম মধ্যম অধম গতি লাভ হয়। জীব খণ্ড প্রলয় পর্য্যন্ত এইরূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড-প্রলয়-সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া অনাদি অবিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন; পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে পূর্ব্ব-বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হন; বারং-বার এইরূপে জীবাত্মা অবশভাবে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। যে সময় জীব পূর্ব্ব-কৃত পুণ্যবলে মদ্ভক্ত শান্তপ্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালে আমাতে ভক্তি এবং আমার লীলা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনায়াসে স্বরূপবিজ্ঞান হয়, তখন গুরুর প্রসাদে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ জ্ঞান হওয়ায় নিদিধ্যাসনবলে ক্ষণমধ্যে আত্মাকে—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন সত্য আনন্দময় জ্ঞান করিয়া সদাই মুক্তিলাভ করেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য। ১৮—৩১। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার কথিত বাক্য অনবরত মনে মনে আলোচনা করে, তাহাকে সংসার-দুঃখ কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না; তুমিও আমার কথিত বাক্যসকল বিশুদ্ধ চিত্তে আলোচনা কর; তাহা হইলে আর দুঃখরাশি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। হে সুভ্রু! হে শুভে! পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তি করিয়াছিলে, সেই কারণে তোমাকে মুক্ত করি-বার জন্য রামরূপে দর্শন দিলাম। অনন্তর মদীয় রূপ ধ্যান করত আমার উপদেশ আলোচনা কর, তাহা হইলে যথা-উপস্থিত কার্য্য সকল করিয়াও সংসারে লিপ্ত হইবে না।" তারা অতিবিস্ময় সহকারে শ্রীরামের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহাভিমান-জনিত শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রঘুনন্দনকে প্রণাম করিল এবং আত্মানুভবে সন্তুষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। শ্রীরাম ক্ষণকাল মধ্যে তারার অনাদি সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত করিলেন; মহাত্মা সুগ্রীবও শ্রীরামমুখবিনির্গত সদুপদেশ বাক্য

ততঃ সুগ্রীবমাহেদং রামো বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য পুত্রেণ যদ্‌যুক্তং সাম্পরায়িকম্।
কুরু সর্ব্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০
তথেতি বালিনন্তর্মুখ্যৈর্বানরৈঃ পরিনীয় তম্।
বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বরাজোপচারকৈঃ॥
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ
যূথপৈর্ব্বানরৈঃ পৌরৈস্তারয়া চাঙ্গদেন চ ॥ ৪২
গত্বা চকার তৎ সর্ব্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ
স্নাত্বা জগাম রামস্য সমীপং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৪৩
নত্বা রামস্য চরণৌ সুগ্রীবঃ প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র বানরাণাং সমৃদ্ধিমৎ ॥
দাসোঽহং তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষ্মণবচ্চিরম্।
ইত্যুক্তো রাঘবঃ প্রাহ সুগ্রীবং সস্মিতং বচঃ॥
ত্বমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া।
পুর রাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ৪৬
নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দ্দশ সমাঃ সখে।
আগমিষ্যতি মে ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ পত্তনং তব ॥ ৪৭
অঙ্গদং যৌবরাজ্যে ত্বমভিষেচয় সাদরম্।
অহং সমীপে শিখরে পর্ব্বতস্য সহানুজঃ ॥ ৪৮
বৎসরাম বর্ষদিবসান্ ততস্ত্বং যত্নবান্ ভব।
কিঞ্চিৎকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়াঃ পরিমার্গণে॥
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ সুগ্রীবো রামপাদয়োঃ।
যদাজ্ঞাপয়সে দেব তৎ তথৈব করোম্যহম্ ॥ ৫০
অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ সুগ্রীবস্তু সলক্ষ্মণঃ।
গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥৫১
সুগ্রীবেণ যথান্যায়ং পূজিতো লক্ষ্মণস্তদা।
আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥৫২
ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
প্রবর্ষণগিরেরূর্দ্ধ্বং শিখরং ভূরিবিস্তরম্ ॥ ৫৩
তত্রৈকং গহ্বরং দৃষ্ট্বা স্ফাটিকং দীপ্তিমচ্ছুভম্।

শ্রবণানন্তর অজ্ঞানরাশি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থচিত্ত হইল। অনন্তর রামচন্দ্র বানরপুঙ্গব সুগ্রীবকে কহিলেন,—"সখে! জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর যথোচিত পারলৌকিক কার্য্য তদীয় পুত্র দ্বারা যথাবিধি সম্পাদন কর।" ৩২-৪০। সুগ্রীব "যে আজ্ঞা", বলিয়া কতিপয় প্রধান বানর দ্বারা রাজোচিত উপচারযোগে বালীর মৃতদেহ বহন করাইয়া পুষ্পক-সদৃশ বিমানে সংস্থাপন করাইল। ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সুগ্রীব—ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রিগণ, যূথপতি বানরগণ, পুরবাসিগণ, তারা ও অঙ্গদ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া শাস্ত্রানুসারে যত্নপূর্ব্বক মৃতদেহ-সংস্কারাদি কার্য্য করাইল। অনন্তর সুগ্রীব স্নান করিয়া কতিপয় মন্ত্রীর সহিত শ্রীরামচরণে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কহিল,—"হে রাজেন্দ্র! তুমিই সমৃদ্ধিসম্পন্ন বানর-রাজ্য শাসন কর। আমি লক্ষ্মণের ন্যায় চির কাল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিব।" এইরূপ কথিত হইয়া রাম ঈষৎহাস্য সহকারে কহিলেন,—"সখে! তুমি আমা হইতে অভিন্ন, সন্দেহ নাই, অতএব শীঘ্র গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে রাজ্যের আধিপত্যে আত্মাকে অভিষেচিত কর। সখে! আমি চতুর্দ্দশ বৎসরকাল নগর প্রবেশ করিব না। আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ তোমার নগরে গমন করিবে। সখে! তুমি অঙ্গদকে সমাদরপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। আমি লক্ষ্মণের সহিত নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশিখরে এক বৎসর কাল বাস করিব। তুমি এই যৎকিঞ্চিৎ সময় নগর মধ্যে অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ সীতান্বেষণে যত্নবান্ হইবে।" অনন্তর সুগ্রীব শ্রীরামের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল,—হে দেব! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব।" অনন্তর রামের অনুমতিক্রমে সুগ্রীব, লক্ষ্মণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরে গমন করিয়া শ্রীরামের আদেশানুরূপ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। তথায় মহাবীর লক্ষ্মণ, সুগ্রীবকর্ত্তৃক যথোচিতভাবে পূজিত হইয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে প্রবর্ষণ নামক পর্ব্বতের অতি বিস্তৃত উচ্চ শিখরে গমন করিলেন। শ্রীরাম সেই স্থানে দেখিলেন, স্ফটিক-মণিময় প্রভা-

বর্ষবাতাতপসহং ফলমূলসমীপগম্।
বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৪
দিব্যমূলফলপুষ্পসংযুতে
মৌক্তিকোপমজলৌঘপল্বলে।
চিত্রবর্ণমৃগপক্ষিশোভিতে
পর্ব্বতে রঘুকুলোত্তমোঽবসৎ ॥ ৫৫

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

তত্র বার্ষিকদিনানি রাঘবো
লীলয়া মণিগুহাসু সঞ্চরন্।
পক্বমূলফলভোগতোষিতো
লক্ষ্মণেন সহিতোঽবসৎ সুখম্ ॥ ১
বাতমুন্নজলপূরিতমেঘা-
নম্বরস্তনিতবৈদ্যুতগর্ভান।
বীক্ষ্য বিস্ময়মগাদগাত্মবৃথান্
বদ্ধবাহিতসুকাঞ্চনকঙ্কান্ ॥ ২
নববাসং সমাসাদ্য হৃষ্টপুষ্টমৃগদ্বিজাঃ।
ধাবন্তঃ পরিতো রামং বীক্ষ্য বিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥৩
ন চলন্তি সদা ধ্যান-নিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরাঃ।
রামং মানুষরূপেণ গিরিকাননভূমিষু ॥ ৪
চরন্তং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা সিদ্ধগণা ভুবি।
মৃগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবানুসেবিরে ॥ ৫
সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬
অব্রবীদ্দেব তে বাক্যাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্বিগতো মম।
অনাদ্যবিদ্যাসম্ভূতঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৭
ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব।
ভবদারাধনং লোকে যথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৮
ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্।
নারদোঽপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ৯
ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ মোক্ষদম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র সুলভং মুক্তিসাধনম্।
তব ভক্তায় মে ভ্রাত্রে ব্রূহি লোকোপকারকম্ ॥১০

সম্পন্ন বৃষ্টি-বায়ু-আতপনিবারক একটী গহ্বর; —তাহার নিকটে ফলমূলও পাওয়া যায় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত ঐ গহ্বরে বাস করিতে বাসনা করিলেন। রঘুনন্দন বিবিধ সুচারু ফল-মূল-পুষ্প-মুক্তা-সদৃশ নির্ম্মলজলপূর্ণ সরোবর ও নয়নানন্দবর্দ্ধন বিচিত্রবর্ণ পক্ষিগণ-শোভিত পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলেন। ৪১—৫৫।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাঘব, সেই পর্ব্বতে মণিময় গুহামধ্যে সঞ্চরণ ও সুপক্ক ফলমূল ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুখে এক বর্ষ কাল অবস্থিতি করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাম একদিন সুবর্ণময় পৃষ্ঠাস্তরণ শোভিত গজযূথবৎ প্রতীয়মান চপলা চমকিত এবং শব্দায়মান বাতসঞ্চারিত সজল জলদাবলী সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ঐ স্থানের নববাস লাভে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ মৃগ-পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার সময় পথিমধ্যে শ্রীরামকে দর্শন করিয়া ধ্যানস্থ মুনিগণের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে অনিমেষলোচনে অবস্থান করিত এবং সিদ্ধগণ গিরি বনভূমি-সঞ্চারী রামকে মানুষরূপী পরমাত্মা নিশ্চয় করিয়া মৃগ ও পক্ষিরূপ ধারণপূর্ব্বক শ্রীরামের অনুগমন করিতেন। একদা ধ্যাননিষ্ঠ শ্রীরামকে সমাধি-অবসানে লক্ষ্মণ ভক্তি ও প্রণয় সহকারে বিনয় বচনে কহিলেন,—"হে দেব! আপনি আমাকে পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার অনাদি অবিদ্যাজনিত হৃদয়স্থ সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যোগিগণ যদ্দ্বারা আপনার আরাধনা করেন, এক্ষণে ঐ কর্ম্মমার্গ জানিতে ইচ্ছা করি। নারদ, ব্যাস, কমলযোনি ব্রহ্মা—এই সকল যোগিগণ সর্ব্বদা ইহাকেই মুক্তিসাধন বলিয়াছেন; ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিনবর্ণ, সকল আশ্রমাবলম্বী স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রদিগেরও মোক্ষসাধক। আমি আপনার ভক্ত ভ্রাতা; মুক্তির সেই লোকোপকারক সুলভ উপায় আমাকে বলুন।" ১-১০।

শ্রীরাম উবাচ।

মম পূজাবিধানস্য নান্তোঽস্তি রঘুনন্দন।
তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্‌যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ১১
স্বগৃহোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
সকাশাৎসদ্‌গুরোর্ম্মন্ত্রং লব্ধা মদ্ভক্তিসংযুতঃ॥১২
তেন সন্দর্শিতবিধির্ম্মামেবারাধয়েৎ সুধীঃ।
হৃদয়ে বানলে বার্চ্চেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ॥১৩
শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে॥১৪
বেদতন্ত্রোদিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মৃল্লেপনবিধানতঃ।
সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যন্নিত্যং তৎ কুর্য্যাদ্বিধিনা বুধঃ॥ ১৫
সঙ্কল্পমাদৌ কুর্ব্বীত সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাং সুধীঃ।
স্বগুরুং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মদ্‌বুদ্ধ্যা পূজকো মম॥১৬
শিলায়াং স্নপনং কুর্য্যাৎ প্রতিমাসু প্রমার্জ্জনম্।
প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ম্মৎপূজা সিদ্ধিদায়িকা॥১৭
অমায়িকোঽনুবৃত্ত্যা মাং পূজয়েন্নিয়তব্রতঃ।
প্রতিমাদিষ্বলঙ্কারঃ প্রিয়ো মে কুলনন্দন॥ ১৮
অগ্নৌ যজেত হবিষা ভাস্করে স্থণ্ডিলে যজেৎ।
ভক্তেনোপহৃতং প্রীত্যৈ শ্রদ্ধয়া মম বার্য্যপি॥১৯
কিং পুনর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকম্।
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সম্পাদ্যৈবং সমারভেৎ॥২০
চৈলাজিনকুশৈঃ সম্যগাসনং পরিকল্পয়েৎ।
তত্রোপবিশ্য দেবস্য সম্মুখে শুদ্ধমানসঃ॥ ২১
ততো ন্যাসং প্রকুর্ব্বীত মাতৃকাবহিরান্তরম্।
কেশবাদি ততঃ কুর্য্যাৎ তত্ত্বন্যাসং ততঃ পরম্॥২২
মন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসং মন্ত্রন্যাসং ততো ন্যসেৎ।
প্রতিমাদাবপি তথা কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥ ২৩
কলশং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে।
অর্ঘ্যপাদ্যপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ॥ ২৪
তথৈবাচমনার্থন্তু ন্যসেৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।

শ্রীরাম কহিলেন—"হে রঘুনন্দন! আমার পূজানিয়মের সীমা নাই; তথাপি সংক্ষেপে যথাযথ কিঞ্চিৎ নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—"মনুষ্য নিজ নিজ গৃহ্য * অনুসারে উপনীত হইয়া আমার প্রতি ভক্তিভাবে সদ্‌গুরু সন্নিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিবে; অনন্তর সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি গুরুদর্শিত বিধানানুসারে আমারই আরাধনা করিবে। আলস্য-শূন্য হইয়া নিজ মানসে, অগ্নিতে, প্রতিমাতে, ব্রাহ্মণে, সূর্য্যমণ্ডলে কিংবা শালগ্রাম শিলাতে আমার পূজা করিবে। প্রথমতঃ দেহ-শুদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত বা পুরাণোক্ত মন্ত্রে মৃত্তিকালেপন প্রভৃতি বিধি অনুসারে প্রাতঃস্নান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কার্য্য করিবে, তদনন্তর, প্রথমে কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প করিয়া আমার পূজাপরায়ণ ব্যক্তি আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে নিজ গুরুর পূজা করিবে। শিলানির্ম্মিত মদীয়প্রতিমাকে স্নান করাইবে, মৃন্ময়াদি প্রতিমাকে মার্জ্জন করিবে। গন্ধপুষ্পাদি প্রসিদ্ধ উপচার দ্বারা ঐ প্রতিমাতে আমার পূজা,—সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। দম্ভাদিশূন্য হইয়া সংযমনপূর্ব্বক গুরূপদেশ-অনুসারে আমার পূজা করিবে। হে কুলনন্দন! প্রতিমা প্রভৃতিতে পূজা করিতে হইলে পুষ্পাদি উপচার আমার প্রিয়; অগ্নি, সূর্য্য, ও স্থণ্ডিলে ঘৃত দ্বারা পূজা করিবে। তোমাকে অধিক কি বলিব?—ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলবিন্দুও আমার প্রীতিজনক হয়, ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার যে প্রীতিজনক হয়, তাহা বলা বাহুল্য। পূজক, প্রথমতঃ সমস্ত পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তদনন্তর কুশাসনোপরি অজিনাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন আস্তৃত করিয়া দেবতা-সম্মুখে বিশুদ্ধচিত্তে তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক মাতৃকান্যাস ও অন্তর্মাতৃকান্যাস, কেশবাদি চতুর্বিংশতি নাম দ্বারা তত্ত্বন্যাস, বিষ্ণুপঞ্জরন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করিবে নিরালস্য হইয়া প্রতিমাদিতেও নিত্য এই সকল ন্যাস করিবে। ১১—২৩। পূজক ব্যক্তি স্বকীয় বামভাগে জলপূর্ণ একটী কলস এবং দক্ষিণ ভাগে পুষ্পাদি ও অর্ঘ্য-পাত্র, পাদ্য-পাত্র, মধুপর্ক-পাত্র এবং আচ-

---

* বৈদিক-নিত্য-কর্ম্ম-বিষয়ক ঋষিকৃত উপদেশ-গ্রন্থ বিশেষের নাম গৃহ্য।

হৃৎপদ্মে ভানুবিমলাং মৎকলাং জীবসংজ্ঞিতাম্
ধ্যায়েৎ স্বদেহমখিলং তয়া ব্যাপ্তমরিন্দম।
তামেবাবাহয়েন্নিত্যং প্রতিমাদিষু মৎকলাম্॥ ২৬
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবস্ত্রাবিভূষণৈঃ।
যাবচ্ছক্যোপচারৈর্বা ত্বর্চ্চয়েন্মামমায়য়া॥ ২৭
বিভবে সতি কর্পূরকুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ।
অর্চ্চয়েন্মন্ত্রবিন্নিত্যং সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভৈঃ॥ ২৮
দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ।
নীরাজনৈর্ধূপদীপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈস্তথা॥ ২৯
শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ
হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ॥৩০
অগস্ত্যেনোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিত্তমঃ।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ পুংসূক্তেনাথবা বুধঃ॥ ৩১
অথবোপাসনাগ্নৌ বা চরুণা হবিষা তথা।
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং দিব্যাভরণভূষিতম্॥ ৩২

মদীয় পাত্র এই চারিটী পাত্র রক্ষা করিবে এবং নিজ সূর্য্যপ্রভ মদীয় অংশ জীবকে হৃদয়-পদ্মে ভাবনা করিবে। হে শত্রুদমন! পূজক ব্যক্তি নিজ দেহকে তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া ভাবিবে, সেই মদীয় অংশকে প্রতিমাদিতে আবাহন করিবে। অনন্তর দম্ভাদিশূন্য হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যথা-শক্তি উপচার দ্বারা আমার পূজা করিবে। পূজক বিভবশালী হইলে কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন এবং শুভ সুগন্ধিপুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পঞ্চবিধ নীরাজনাদি দ্বারা নিত্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে এবং অগস্ত্যসংহিত মতে দশটী আবরণ দেবতারও পূজা করিতে হইবে পূজক ব্যক্তি ঐ সকল উপচার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে নিত্য প্রদান করিবে। আমি শ্রদ্ধা-ভোজী ঈশ্বর। মন্ত্রজ্ঞ পূজক যত্নপূর্ব্বক যথা-বিধি হোম করিবে। অতীব আগমজ্ঞ পণ্ডিত পূজক, অগস্ত্যসংহিতামতে হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর আমার মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে। সাগ্নিক দ্বিজ নিজ ঔপাসন অগ্নিতে ঘৃতরূপ চরুদ্বারা হোম

ধ্যায়েদনলমধ্যস্থং হোমকালে সদা বুধঃ।
পার্ষদেভ্যো বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ॥
ততো জপং প্রকুর্ব্বীত ধ্যায়ন্ মাং যতবাক্ স্মরন্
মুখবাসঞ্চ তাম্বূলং দত্ত্বা প্রীতিসমন্বিতঃ॥ ৩৪
মদর্থে নৃত্যগীতাদিস্তুতিপাঠাদি কারয়েৎ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ॥ ৩৫
শিরস্যাধায় মদ্দত্তং প্রসাদং ভাবনাময়ম্।
পাণিভ্যাং মৎপদে মূর্দ্ধ্নি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ॥
রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যুক্ত্বা প্রণমেৎ সুধীঃ।
উদ্বাসয়েদ্যথাপূর্ব্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি সংস্মরন্॥
এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্বিধিবদ্যদি।
ইহামুত্র চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদনুগ্রহাৎ॥৩৮
মদ্ভক্তো যদি মামেবং পূজাঞ্চৈব দিনে দিনে।

করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি হোমকালে অনল-মধ্যে আমার সন্তপ্ত সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত রূপ চিন্তা করিবে। অনন্তর মদীয় পার্ষদবর্গকে বলি প্রদান করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে ২৬—৩৩। অনন্তর, পূজক ব্যক্তি বাক্য সংযমপূর্ব্বক আমাকে চিন্তা করত মদীয় মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর কর্পূরাদিমিশ্রিত তাম্বূল আমাকে প্রদান করিয়া প্রীতমনে আমার প্রীতির জন্য নৃত্য গীত ও স্তব পাঠাদি করিবে। অনন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করত ভূমি-তলে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক আমার প্রসাদ-পুষ্পাদি আমা কর্ত্তৃক অর্পিত ভাবনা করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে। অনন্তর 'ইষ্টদেবের চরণযুগল নিজ পাণিযুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম,' ভক্তিপূর্ব্বক ইহা ভাবনা করত পরম জ্ঞানী পূজক, 'হে ভগবন্! আমাকে ঘোর সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন,' —এই বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে জীব হইতে আবাহিত মদীয় অংশকে বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ ঐ জীবেতে প্রবিষ্ট ভাবনা করিবে। আমার ভক্ত যদি উক্ত প্রকারে যথাবিধি পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে ঐহিক ও পারলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে। যদি আমার ভক্ত প্রতি-

করোতি মম সারূপ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ॥

ইদং রহস্যং পরমঞ্চ পাবনং
ময়ৈব সাক্ষাৎ কথিতং সনাতনম্।
পঠত্যজস্রং যদি বা শৃণোতি যঃ
স সর্ব্বপূজাফলভাঙ্ ন সংশয়ঃ॥ ৪০

এবং পরাত্মা শ্রীরামঃ ক্রিয়াযোগমনুত্তমম্।
পৃষ্টঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেষাংশায় মহাত্মনে॥ ৪১
পুনঃ প্রাকৃতবদ্রামো মায়ামালম্ব্য দুঃখিতঃ।
হা সীতেতি বদন্নেব নিদ্রাং লেভে কথঞ্চন॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কিষ্কিন্ধ্যায়াং সুবুদ্ধিমান্।
হনূমান্ প্রাহ সুগ্রীবমেকান্তে কপিনায়ক॥ ৪৩
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্।
রামেণ তে কৃতঃ পূর্ব্বমুপকারো হ্যনুত্তমঃ॥ ৪৪
কৃতঘ্নবৎ ত্বয়া নূনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে।
ত্বৎকৃতে নিহতো বালী বীরস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ॥ ৪৫
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোঽসি ত্বং তারাং প্রাপ্তোঽসি
দুর্লভাম্।
স রামঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে ভ্রাত্রা সহ বসন্ সুধীঃ॥ ৪৬
ত্বদাগমনমেকাগ্রমীক্ষতে কার্য্যগৌরবাৎ।
ত্বন্তু বানরভাবেন স্ত্রীসক্তো নাববুধ্যসে॥ ৪৭
করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
ন করোষি কৃতঘ্নস্ত্বং হন্যসে বালিবদ্ ধ্রুবম্॥ ৪৮
হনূমদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিহ্বলঃ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং সত্যমেব ত্বয়োদিতম্॥ ৪৯
শীঘ্রং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
সহস্রাণি দশেদানীং প্রেষয়াশু দিশো দশ॥ ৫০
সপ্তদ্বীপগতান্ সর্ব্বান্ বানরানানয়ন্তু তে।
পক্ষমধ্যে সমায়ান্তু সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৫১
যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হনূমন্তং সুগ্রীবো গৃহমাবিশৎ॥ ৫২
সুগ্রীবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হনূমান্ মন্ত্রিসত্তমঃ।
তৎক্ষণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশদিশঃ সুধীঃ॥

দিন উক্ত নিয়মে আমার পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সাক্ষাৎ আমারই কথিত এই পরম পাবন সনাতন রহস্য,—যে ব্যক্তি নিয়ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সকল পূজার ফলভাগী হয়, সন্দেহ নাই।” শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম ভক্ত শেষাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া এইরূপে কহিলেন। পুনরায় প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মায়াবলম্বনপূর্ব্বক অতি দুঃখসহকারে ‘হা সীতা,” বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কোনরূপেই নিদ্রা আসিল না। ৩৪—৪২ এই সময়ে সুবুদ্ধি হনূমান্ কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে কপিরাজ সুগ্রীবকে নির্জ্জনে কহিল,—“হে মহারাজ!—আপনারই পরম হিতকথা বলিতেছি, অগ্রেই শ্রীরাম আপনার অতিশয় উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বিবেচনা হয়, আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃতঘ্নের ন্যায় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। শ্রীরাম আপনার নিমিত্ত ত্রিলোকবিখ্যাত মহাবীর বালীকে নিহত করিয়াছেন; আপনাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সেই জন্যই আপনি পরম দুর্লভ তারাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্রীরামচন্দ্র অনুজের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করিয়া গুরুতর কার্য্যানুরোধবশতঃ আপনার আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন; আপনি বানরত্বহেতু স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কিছুই বিবেচনা করিতেছেন না। আপনি সীতা অন্বেষণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এক্ষণে কিছুই বলিতেছেন না। আপনি অতি কৃতঘ্ন; অতএব সত্বর বালীর ন্যায় আপনিও নিহত হইবেন।” সুগ্রীব,—হনূমানের বাক্য শ্রবণান্তর ভয়াকুল হইয়া কহিল,—“তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ; অতএব শীঘ্র আমার আজ্ঞা পালন কর। এখন সত্বর মহাবেগসম্পন্ন দশসহস্র বানরসৈন্য দশদিকে শীঘ্র প্রেরণ কর। ইহারা সপ্তদ্বীপস্থ বানরসমূহকে আনয়ন করুক। একপক্ষ মধ্যে কৃতকার্য্য হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রত্যাগমন করিবে। যাহারা এক পক্ষ কাল অতিবাহিত করিবে,—তাহারা নিশ্চয় আমার বধ্য হইবে।” সুগ্রীব হনূমান্‌কে এরূপ আদেশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। মন্ত্রিবর সুবুদ্ধি হনূমান্ সুগ্রী-

অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্
বনচরগণমুখ্যান্ পর্ব্বতাকাররূপান্।
পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্
অতিরভসতরাত্মা দানমানাদিতৃপ্তান্ ॥ ৫৩

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রামস্তু পর্ব্বতস্যাগ্রে মণিসানৌ নিশামুখে।
সীতাবিরহজং শোকমসহন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১
পশ্য লক্ষ্মণ মে সীতা রাক্ষসেন হৃতা বলাৎ।
মৃতামৃতা বা নিশ্চেতুং ন জানেঽদ্যাপি ভামিনী॥
জীবতীতি মম ব্রূয়াৎ কশ্চিদ্বা প্রিয়কৃৎ স মে।
যদি জানামি তাং সাধ্বীং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা।
হঠাদেবাহরিষ্যামি সুধামিব পয়োনিধেঃ।
প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে ভ্রাতর্যেন মে জনকাত্মজা ॥ ৪
নীতা তং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং সপুত্রবলবাহনম্।
হা সীতে চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫
দুঃখার্ত্তা মামপশ্যন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষ্যসি।
চন্দ্রোঽপি ভানুবদ্ভাতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥৬
চন্দ্র ত্বং জানকীং স্পৃষ্ট্বা করৈর্মাং স্পৃশ
শীতলৈঃ।
সুগ্রীবোঽপি দয়াহীনো দুঃখিতং মাং ন পশ্যতি॥
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্য স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো রহঃ।
কৃতঘ্নো দৃশ্যতে ব্যক্তং পানাসক্তোঽতিকামুকঃ ॥৮
নায়াতি শরদং পশ্যন্নপি মার্গয়িতুং প্রিয়াম্।
পূর্ব্বোপকারিণং দুষ্টঃ কৃতঘ্নো বিস্মৃতো হি মাম্।
হন্তি সুগ্রীবমপ্যেবং সপুরং সহবান্ধবম্।
বালী যথাহতো মেঽদ্য সুগ্রীবোঽপি তথা ভবেৎ

বের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ দশ দিকে বানর-সৈন্যপ্রেরণ করিল পবনের প্রিয়নন্দন হনূমান্ অসীমগুণশালী বিক্রমসম্পন্ন বায়ুসদৃশ বেগগামী পর্ব্বতাকার বনচরশ্রেষ্ঠ দূতগণকে অর্থ ও সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে প্রেরণ করিলেন। ৪৩—৫৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে প্রদোষ সময়ে মণিসানু-সুন্দর পর্ব্বত-শিখরে উপবিষ্ট রামচন্দ্র সীতা-বিরহ-সম্ভূত শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—"দেখ লক্ষ্মণ, আমার সীতাকে রাক্ষস বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে জানিতে পারিতেছ না, আমার সেই অভিমানিনী অদ্যাপি জীবিতা আছে কি না? যদি কেহ 'আমার জীবিতা আছে,' বলিতে পারে তাহা হইলে সে আমার অতি প্রিয়কারী হয়। যদি জানিতে পারি, সেই সাধ্বী, যে কোন স্থানেই হউক জীবিতা আছে, তাহা হইলে আমি ক্ষীরসাগর হইতে সুধার ন্যায় তাহাকে এইক্ষণেই আনয়ন করি। ভাই! আমার প্রতিজ্ঞা শুন,—যে আমার জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছে, পুত্রগণ, সৈন্যগণ এবং অশ্ব, গজ প্রভৃতি বাহন সমেত তাহাকে ভস্মসাৎ করিব। হা শশিমুখি সীতে! তুমি রাক্ষস-গৃহে অবস্থিতি করিতেছ,—আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; অতএব এই বিষম দুঃখে কাতরা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? সেই চন্দ্রাননার বিরহে হিমকরও উষ্ণরশ্মির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সুধাকর! তুমি তোমার করনিকর দ্বারা জানকীকে স্পর্শ করিয়া সেই কর দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর:—শীতল বোধ হইবে। সুগ্রীবও নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছে। এখন পানরত অতি কামুক অবস্থায় নিভৃত প্রদেশে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া আছে; সে নির্দয়; দুঃখিত আমার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে না। অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, সে কৃতঘ্ন। শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াও, সুগ্রীব আমার প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছে না। সেই কৃতঘ্ন নিশ্চয়ই আমার কৃত পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইয়াছে। নগর এবং বান্ধবগণের সহিত সুগ্রীবকেও সীতা-

ইতি ক্রুদ্ধং সমালোক্য রাঘবং লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
ইদানীমেব গত্বাহং সুগ্রীবং দুষ্টমানসম্ ॥ ১১
মামাজ্ঞাপয় হত্বা তমায়াস্যে রাম তেঽন্তিকম্।
ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় খড়্গং তূণীরমেব চ ॥ ১২
গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্ষ্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ন হন্তব্যস্ত্বয়া বৎস সুগ্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥ ১৩
কিন্তু ভীষয় সুগ্রীবং বালিবন্ন হনিষ্যসে।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাদায় সুগ্রীবপ্রতিভাষিতম্ ॥ ১৪
আগত্য পশ্চাদ্বৃৎ কার্য্যং তৎ করিষ্যাম্য-
সংশয়ম্।
তথেতি লক্ষ্মণোঽগচ্ছৎ ত্বরিতো ভীমবিক্রমঃ ॥
কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতি কোপেন নির্দ্দহন্নিব বানরান্।
সর্ব্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ॥১৬
সীতামনুশুশোচার্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণস্তস্য মায়াকার্য্যাতিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭
রাগাদিরহিতস্যাস্য তৎ কার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্ত্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥ ১৮
তপসঃ ফলদানায় জাতো মানুষবেষধৃক্।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ॥১৯
কথমেষাং ভবে মোক্ষ ইতি বিষ্ণুর্বিচিন্তয়ন্।
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলাপহাম্॥২০
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২১
তত্তৎকালোচিতং গৃহ্ন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ।
অনুরক্ত ইবাশেষগুণেষু গুণবর্জ্জিতঃ ॥ ২২
বিজ্ঞানমূর্ত্তির্বিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণান্বিতঃ।
অতঃ কামাদিভির্নিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥ ২৩
বিন্দন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্জানন্তি সনকাদয়ঃ।
তদ্ভাবনির্ম্মলাত্মানঃ সম্যগ্ জানন্তি নিত্যদা ॥২৪

হর্ত্তার ন্যায় বিনাশ করিব। বালী যেমন আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, আজ সুগ্রীবও সেইরূপ হইবে। ১-১০। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ কুপিত দেখিয়া বলিলেন,—"রঘুবর; আমাকে আদেশ করুন, আমি এখনই গিয়া সেই দুষ্ট-হৃদয় সুগ্রীবকে বধ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ ধনুঃ, খড়্গ এবং তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"বৎস! সুগ্রীবকে বধ করিও না, সে আমার প্রিয় সখা। কিন্তু 'তোমাকেও বালীর ন্যায় বধ করা হইবে,' এই বলিয়া সুগ্রীবকে ভয় দেখাইও। তৎপরে সুগ্রীবের উত্তর লইয়া শীঘ্র আসিবে। পরে যাহা কর্ত্তব্য হয়; তাহা নিশ্চয় করিব।" ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ, "যে আজ্ঞা", বলিয়া, বানরদিগকে যেন কোপানলে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই দ্রুতগতি কিষ্কিন্ধ্যার দিকে গমন করিলেন সর্ব্বজ্ঞ রাঘব, লক্ষ্মীরূপিণী নিজ শক্তির সহিত মিলিত এবং বিজ্ঞানময় হইয়াও সামান্য মনুষ্য যেমন সামান্য রমণীর নিমিত্ত শোক করে, সেইরূপ কাতরভাবে সীতার জন্য শোক করিয়াছিলেন। বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী মায়া ও মায়া-কার্য্যের অতীত এবং রাগ দ্বেষাদিশূন্য এই রামচন্দ্রের তাদৃশ আচরণ কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রহ্মার কথা সত্য করিতে এবং রাজা দশরথের তপস্যার ফল দান করিবার জন্য রামচন্দ্র মানুষবেশে আবির্ভূত হন। লোক সকল মায়ামোহিত এবং অজ্ঞান; ইহাদিগের কিরূপে মুক্তি হইবে? ইহা চিন্তা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিভুবনের কলুষ-নাশিনী রামায়ণ-কথা, জগতে বিস্তার করিবার নিমিত্ত রামরূপে মনুষ্য-চেষ্টার অনুকরণ করিয়াছেন; গুণশূন্য হইয়াও গুণানুরক্তের ন্যায় ব্যবহার-সিদ্ধি ও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত কালানুসারে কখন ক্রোধ, কখন মোহ, কখন বা কামের অনুযায়ী ব্যবহার করত মায়ামোহিত প্রজাদিগকে সেই সেই ব্যবহারের ঔচিত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন, প্রাণিসমূহের শুভাশুভসাক্ষী এবং নির্গুণ; অতএব যেমন আকাশ পবননীত মলে সংসৃষ্ট নহে, সেইরূপ তিনিও কামাদি দ্বারা লিপ্ত নহেন। ১১—২৩। সনকাদি কোন কোন মুনি তাঁহাকে জানেন এবং সাক্ষাৎকার করেন। আর তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি করায় যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ

ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা গত্বা কিষ্কিন্ধ্যানগরান্তিকম্ ॥ ২৫
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং ভীষয়ন্ সর্ব্ববানরান্।
তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতাস্তত্র বানরা বপ্রমূর্দ্ধনি ॥ ২৬
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ধৃতপাষাণপাদপাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥
নির্ম্মূলান্ কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ধনুরানম্য বীর্য্যবান্।
ততঃ শীঘ্রং সমাপত্য জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণমাগতম্ ॥ ২৮
নিবার্য্য বানরান্ সর্ব্বানঙ্গদো মন্ত্রিসত্তমঃ।
গত্বা লক্ষ্মণসামীপ্যং প্রণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯
ততোঽঙ্গদং পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ।
উবাচ বৎস গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেদয়।
মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমূর্ত্তিনা ॥ ৩০
তথেতি ত্বরিতং গত্বা সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ।
লক্ষ্মণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ পুরদ্বারি বহিঃ স্থিতঃ ॥ ৩১

শ্রুত্বা তু অতীব সন্ত্রস্তঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২
আহূয় মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনূমন্তমথাব্রবীৎ।
গচ্ছ ত্বমঙ্গদেনাশু লক্ষ্মণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৩
সান্ত্বয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মন্দিরম্।
প্রেষয়িত্বা হনূমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪
ত্বং গচ্ছ সান্ত্বয়ন্তী তং লক্ষ্মণং মৃদুভাষিতৈঃ।
শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেঽনঘে ॥ ৩৫
ভবত্বিতি ততস্তারা মধ্যকক্ষং সমাবিশৎ।
হনূমানঙ্গদেনৈব সহিতো লক্ষ্মণান্তিকম্ ॥ ৩৬
গত্বা ননাম শিরসা ভক্ত্যা স্বাগতমব্রবীৎ।
এহি বীর মহাভাগ ভবদ্গৃহমশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭
প্রবিশ্য রাজদারাদীন্ দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
যদাজ্ঞাপয়সে পশ্চাৎ তৎ সর্ব্বং করবাণি ভো ॥
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং ভক্ত্যা করে গৃহ্য স মারুতিঃ।
আনয়ামাস নগরমধ্যাদ্রাজগৃহং প্রতি ॥ ৩৯

রূপে সর্ব্বদা বুঝিতে পারেন। উৎপত্তি-বর্জ্জিত ভগবান্ ভক্তজনের চিত্তবৃত্তি অনুসারে তাঁহাদিগের জ্ঞানগম্য হন। তখন লক্ষ্মণও কিষ্কিন্ধ্যা-নগর সমীপে গমন করিয়া নিখিল বানরগণের ভীতি সম্পাদন করত ভীষণ জ্যা-শব্দ করিলেন। প্রাকারশিখরস্থিত সামান্য বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষ, প্রস্তর গ্রহণ-পূর্ব্বক "কিলকিলা" শব্দ করিতে লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধরক্ত নয়নে তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সমূলে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ লক্ষ্মণ আসিয়াছেন জানিয়া সত্বর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে বানরদিগকে যুদ্ধাদি করিতে নিবারণ করিয়া লক্ষ্মণসমীপে উপস্থিত হইল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। অনন্তর প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণ, অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! যাও তুমি কুপিত রামচন্দ্রের প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি—এই সংবাদ পিতৃব্যের নিকট নিবেদন কর।" অঙ্গদ যে আজ্ঞা বলিয়া সত্বর সুগ্রীবের নিকট গিয়া নিবেদন করিল যে, ক্রোধ-লোহিতনেত্র লক্ষ্মণ নগরদ্বারের বহির্ভাগে অবস্থিত আছেন।২৪-৩২।

অনন্তর তৎশ্রবণে বানরেশ্বর সুগ্রীব অতীব ভীত হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিল,—"তুমি অঙ্গদ সমভি-ব্যাহারে শীঘ্র যাও, ক্রুদ্ধ বীর লক্ষ্মণকে বিনয়-সহকারে ক্রমে সান্ত্বনা করত গৃহে লইয়া আইস।" বানরনাথ, হনুমান্‌কে পাঠাইয়া তারাকে কহিল—"পুণ্যবতি! তুমি যাও, লক্ষ্মণকে মৃদু-মধুর বচনে সান্ত্বনা করত কোপ-শূন্য করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইও, পশ্চাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইবে।" অনন্তর তারা "আচ্ছা", বলিয়া মধ্য-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। আর হনুমান্ অঙ্গদের সহিত লক্ষ্মণ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে অবনীতল-লুণ্ঠিতমস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিল; এবং 'আসিতে কোন ক্লেশ হয় নাই ত?' জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—"হে মহাভাগ! আসুন, এ গৃহ আপনারই; হে বীর! নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাতে প্রবেশ করুন। রাজপত্নী প্রভৃতির এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎসমস্তই সম্পা-দন করিব।" পবন-নন্দন এই বলিয়া ভক্তি-

পশ্যংস্তত্র মহাসৌধান্ যূথপানাং সমন্ততঃ।
জগাম ভবনং রাজ্ঞঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৪০
মধ্যকক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মদরক্তান্তলোচনা ॥ ৪১
উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী।
যাহি দেবর ভদ্রং তে সাধুস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২
কিমর্থং কোপমাকার্ষীর্ভক্তে ভৃত্যে কপীশ্বরে।
বহুকালমনাশ্বাসং দুঃখমেবানুভূতবান্ ॥ ৪৩
ইদানীং বহুদুঃখৌঘাদ্ভবদ্ভিরভিরক্ষিতঃ।
ভবৎপ্রসাদাৎ সুগ্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ।
কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ।
আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো ॥ ৪৫
প্রেষিতা দশসাহস্রা হরয়ো রঘুসত্তম।
আনেতুং বানরান্ দিগ্ভ্যো মহাপর্ব্বতসন্নিভান্ ॥

সুগ্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্ব্ববানরযূথপৈঃ।
বধয়িষ্যতি দৈত্যৌঘান্ রাবণঞ্চ হনিষ্যতি ॥ ৪৭
ত্বয়ৈব সহিতোঽদ্যৈব গন্তা বানরপুঙ্গবঃ।
পশ্যান্তর্ভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদ্বৃতম্ ॥ ৪৮
দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমভয়ং দত্ত্বা নয় সহৈব তে।
তারায়া বচনং শ্রুত্বা কৃশক্রোধোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥৪৯
জগামান্তঃপুরং যত্র সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
রুমামালিঙ্গ্য সুগ্রীবঃ পর্য্যঙ্কে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমত্যর্থমুৎপপাতাতিভীতবৎ।
তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো মদবিহ্বলিতেক্ষণম্ ॥৫১
সুগ্রীবং প্রাহ দুর্ব্বৃত্ত বিস্মৃতোঽসি রঘূত্তমম্।
বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোঽদ্য প্রতীক্ষতে ॥
ত্বমেব বালিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়া হতঃ ॥ ৫৩
এবমত্যন্তপরুষং বদন্তং লক্ষ্মণং তদা।

পূর্ব্বক লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া নগর হইতে রাজগৃহাভিমুখে লইয়া গেল। লক্ষ্মণ সেই নগরের চতুর্দ্দিকে সেনাপতিগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধরাজি অবলোকন করিতে করিতে ইন্দ্রভবন-সদৃশ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩৩—৪০। চন্দ্রমুখী তারা সেই ভবনের মধ্য প্রকোষ্ঠে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া অবস্থিত ছিল। তখন তাহার নয়নপ্রান্ত মধুপানে অরুণবর্ণ হইয়াছিল। অগ্রহাস্য করিয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস, সে নমস্কার করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল,—"দেবর! চল; তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সাধু এবং ভক্তবৎসল। কপিরাজ ভক্ত ভৃত্য, তাঁহার প্রতি কি জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছ? কপিরাজ বহুকাল হতাশ্বাসে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়াছিলেন, আপনারাই সেই দুঃখরাশি হইতে উঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন; এক্ষণে মহামতি সুগ্রীব আপনাদিগের প্রসাদেই সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং কামাসক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু বানর-রাজ সুগ্রীব, রঘুপতি রামচন্দ্রের সেবা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াই রহিয়াছেন। প্রভো! নানা-দেশস্থিত বানরগণ আগমন করিবে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! দিগ্ দিগন্ত হইতে মহাপর্ব্বত সদৃশ বানরগণকে আনয়ন করিবার জন্য সুগ্রীব দশ সহস্র বানরকে পাঠাইয়াছেন সুগ্রীব সকল বানর-সেনানীগণের সহিত স্বয়ং গমন করিয়া সেনানীগণের দ্বারা রাক্ষস-নিকর বধ করাইবেন এবং স্বয়ং রাবণ বধ করিবেন। বানর-শ্রেষ্ঠ অদ্যই তোমার সহিত গমন করিবেন। দেখ গিয়া, তিনি ভবন-মধ্যে পুত্র-কলত্র বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন; দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি অভয় দান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাও।" তারার বচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের কোপ হ্রাস হইল; অনন্তর লক্ষ্মণ যে স্থানে বানরেশ্বর সুগ্রীব অবস্থিত ছিল, সেই অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুগ্রীব রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ছিল লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র নিরতিশয় ভীতের ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইল। লক্ষ্মণ সেই মদঘূর্ণিতলোচন সুগ্রীবকে দেখিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—"দুর্ব্বৃত্ত! রঘুবরকে ভুলিয়া গিয়াছিস্; যে বাণ দ্বারা বালী নিহত হইয়াছিল, আজ সেই বাণ তোর প্রতীক্ষা করিতেছে; আমার হস্তে নিহত হইয়া তুইও বালীর পথে গমন করিবি।" ৪১—৫৩। তখন লক্ষ্মণ এইরূপ অত্যন্ত পরুষোক্তি করিতে

উবাচ হনুমান্ বীরঃ কথমেবং প্রভাষসে।
ত্বত্তোঽধিকতরো রামে ভক্তোঽয়ং বানরাধিপঃ॥
রামকার্য্যার্থমনিশং জাগর্ত্তি ন তু বিস্মৃতঃ।
আগতাঃ পরিতঃ পশ্য বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো॥
গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাধয়িষ্যতি সুগ্রীবো রামকার্য্যমশেষতঃ॥ ৫৬
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ।
সুগ্রীবোঽপ্যর্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈর্লক্ষ্মণং সমপূজয়ৎ॥৫৭
আলিঙ্গ্য প্রাহ রামস্য দাসোঽহং তেন রক্ষিতঃ।
রামস্তু তেজসা লোকান্ ক্ষণার্দ্ধেনৈব জেষ্যতি॥
সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো।
সৌমিত্রিরপি সুগ্রীবং প্রাহ কিঞ্চিন্ময়োদিতম্॥৫৯
তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ প্রণয়াদ্ভাষিতং ময়া।
গচ্ছামোঽদ্যৈব সুগ্রীব রামাস্তিষ্ঠতি কাননে॥৬০
এক এবাতিদুঃখার্ত্তো জানকীবিরহাৎ প্রভুঃ।
তথেতি রথমারুহ্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ॥ ৬১

থাকিলে বীর হনুমান্ বলিতে লাগিলেন,—"এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি যতদূর ভক্তি করেন, এই বানররাজ, রাঘবকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন; নিরন্তর রাম-কার্য্যের জন্য উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছেন, বিস্মৃত হন নাই। প্রভো! দেখুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে কোটি কোটি বানর আসিয়াছে; সীতার অন্বেষণ করিতে অচিরেই গমন করিবে; সুগ্রীব সম্পূর্ণরূপে রাম-কার্য্য সাধন করিবেন।" সুমিত্রাতনয় হনুমানের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। সুগ্রীবও পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ্মণের সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলেন; এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমি রামের দাস এবং তাঁহারই রক্ষিত। রাম স্বীয় তেজে ক্ষণার্দ্ধের মধ্যে ত্রৈলোক্য জয় করিতে পারেন প্রভো! বানরবৃন্দের সহিত আমি তাঁহার উপলক্ষ মাত্র। সৌমিত্রিও সুগ্রীবকে বলিলেন,—"হে মহাভাগ! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর; আমি প্রণয়কোপ বশতই তাহা বলিয়াছি। হে সুগ্রীব! অদ্যই গমন করিব; কিন্তু রাম জানকীবিরহে অতীব দুঃখিত হইয়া

বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবাভ্যপদ্যত॥ ৬২
ভেরীমৃদঙ্গৈর্বহুঋক্ষবানরৈঃ
শ্বেতাতপত্রৈর্ব্যজনৈশ্চ শোভিতঃ।
নীলাঙ্গদাদ্যৈর্হনুমৎপ্রধানৈঃ
সমাবৃতো রাঘবমভ্যগাদ্ধরিঃ॥ ৬৩

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দৃষ্ট্বা রামং সমাসীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে।
চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলিবিরাজিতম্॥ ১
বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচারুমুখাম্বুজম্।
সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং মৃগপক্ষিণঃ॥ ২
রথাদ্দূরাৎ সমুৎপত্য বেগাৎ সুগ্রীবলক্ষ্মণৌ।
রামস্য পাদয়োরগ্রে পেততুর্ভক্তিসংযুতৌ॥ ৩
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য পৃষ্ট্বানাময়মন্তিকে।

একাকী বনমধ্যে রহিয়াছেন।" কপিরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে রাম-দর্শনে যাত্রা করিল। তখন ভেরী ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইতে লাগিল,—শ্বেতচ্ছত্র এবং চামর-ব্যজন শোভিত হইল,—বানররাজ,—হনূমান্, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বহুতর বানর এবং ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া রামসমীপে গমন করিল। ৫৪—৬৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ দেখিলেন, শান্ত-স্বভাব রামচন্দ্র সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত হইয়া গুহাদ্বারের একখণ্ড প্রস্তরে বসিয়া আছেন,—তাঁহার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র ও মৃগচর্ম্ম, বর্ণ শ্যাম। মস্তকে জটা-ভার; নয়নদ্বয় বিশাল; বদনকমল ঈষৎ-হাস্যে শোভিত এবং ঔদাস্যব্যঞ্জক; দৃষ্টি পশু-পক্ষীদিগের উপর বিন্যস্ত ছিল,—দেখিবা-মাত্র দূরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বেগে আসিয়া ভক্তি-সহকারে রামচন্দ্রের চরণ-যুগল-সন্নিধানে নিপতিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাম

স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৪
ততোঽব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো ভক্তিনম্রধীঃ।
দেব পশ্য সমায়ান্তীং বানরাণাং মহাচমূম্ ॥ ৫
কুলাচলাদ্রিসম্ভূতা মেরুমন্দরসন্নিভাঃ।
নানাদ্বীপসরিচ্ছৈল-বাসিনঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৬
অসংখ্যাতাঃ সমায়ান্তি হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
সর্ব্বদেবাংশসম্ভূতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭
অত্র কেচিদ্‌গজবলাঃ কেচিদ্দশগজোপমাঃ।
গজাযুতবলাঃ কেচিদন্যেঽমিতবলাঃ প্রভো ॥ ৮
কেচিদঞ্জনকূটাভাঃ কেচিৎ কনকসন্নিভাঃ।
কেচিদ্রক্তান্তবদনা দীর্ঘবালাস্তথাপরে ॥ ৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাঃ কেচিদ্রাক্ষসসন্নিভাঃ।
গর্জ্জন্তঃ পরিতো যান্তি বানরা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০
ত্বদাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে ফলমূলাশনাঃ প্রভো।
ঋক্ষাণামধিপো বীরো জাম্ববান্ নাম বুদ্ধিমান্ ॥
এষ মে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লুকযূথপঃ।
হনূমানেষ বিখ্যাতো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ১২
বায়ুপুত্রোঽতিতেজস্বী মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ।
নলো নীলশ্চ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৩
শরভো মৈন্দবশ্চৈব গজঃ পনস এব চ।
বলীমুখো দধিমুখঃ সুষেণস্তার এব চ ॥ ১৪
কেশরী চ মহাসত্ত্বঃ পিতা হনূমতো বলী।
এতে মে যূথপা রাম প্রাধান্যেন মযোদিতাঃ ॥১৫
মহাত্মানো মহাবীর্য্যাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ।
এতে প্রত্যেকতঃ কোটিকোটিবানরযূথপাঃ ॥১৬
তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে দেবাংশসম্ভবাঃ।
এষ বালিসুতঃ শ্রীমানঙ্গদো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১৭
বালিতুল্যবলো বীরো রাক্ষসানাং বলান্তকঃ।
এতে চান্যে চ বহবস্ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮
যোদ্ধারঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ নিপুণাঃ শত্রুঘাতনে।

সুগ্রীবকে আলিঙ্গন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইবার পর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভক্তিবিনম্রচিত্ত সুগ্রীব রঘুবরকে বলিলেন,—"দেব! বানরগণের মহাচমূ আসিতেছে, অবলোকন করুন। কামরূপী অসংখ্য বানর আসিতেছে ইহাদিগের অনেকের উৎপত্তি হিমালয় প্রভৃতি কুলাচলে এবং অনেকেই মেরু বা মন্দর পর্ব্বত সদৃশ। অনেকের নিবাস নানাদ্বীপে নানা নদীতীরে এবং নানা পর্ব্বতে; সকলেরই দেহ পর্ব্বতবৎ দৃঢ়। ইহারা সকলেই দেবাংশসম্ভূত এবং যুদ্ধবিশারদ। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বানর এক হস্তীর ন্যায় বলবান্, কতকগুলি দশ হস্তীর সমান ও কতকগুলি অযুত হস্তীর সমান বল-সম্পন্ন; এবং হে প্রভো! এতদ্ভিন্ন অনেকেরই বল অপরিমেয়। কতকগুলির বর্ণ অঞ্জন-পুঞ্জের ন্যায়; কতকগুলির কান্তি সুবর্ণের ন্যায়; কাহাদিগেরও বদন রক্তবর্ণ এবং অপর কতকগুলির লোমরাজি দীর্ঘ। কাহাদিগেরও কান্তি শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য; কাহারও বা রাক্ষসবৎ ঘোর-দর্শন। বানরগণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গর্জ্জন করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ১—১০। প্রভো! ইহারা সকলেই ফল-মূল-ভোজী এবং আপনার আজ্ঞাকারী। এই আমার মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ভল্লুকরাজ বিচক্ষণ বীর জাম্ববান্। ইনি বহুকোটি ভল্লুকের অধিপতি। এই বিখ্যাত হনূমান্; ইনি মহাবল পরাক্রান্ত বায়ুপুত্র, অতি তেজস্বী এবং বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইনিও আমার মন্ত্রী। নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুষেণ, তার হনুমানের পিতা মহাসত্ত্বপ্রকৃতি বলবান্ কেশরী—হে রঘুবীর! ইঁহারা আমার সেনাপতি। প্রধান দেখিয়া কয়জনের উল্লেখ করিলাম। ইঁহারা সকলেই মহাত্মা, মহাবীর্য্য এবং ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে কোটি কোটি বানর-যূথ; ইঁহারা সকলেই দেবাংশসম্ভূত এবং সকলেই আপনার আজ্ঞাকারী। ইনি বালিনন্দন বিখ্যাতনামা মহাবীর শ্রীমান্ অঙ্গদ; ইঁহার বল বালিতুল্য এবং ইনি রাক্ষস-সৈন্যসংহারক। ইঁহারা এবং অন্য অনেকে আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে। বানরগণ পর্ব্বতাগ্র দ্বারা যুদ্ধ করে

আজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বে তে বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনঃ।
প্রাহ সুগ্রীব জানাসি সর্ব্বং ত্বং কার্য্যগৌরবম্ ॥
মার্গণার্থং হি জানক্যা নিযুঙ্ক্ষ্ব যদি রোচতে।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২১
প্রেষয়ামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু বিবিধান্ বানরান্ প্রেষ্য সত্বরম্ ॥
দক্ষিণাং দিশমত্যর্থং প্রযত্নেন মহাবলান্।
যুবরাজং জাম্ববন্তং হনূমন্তং মহাবলম্ ॥ ২৩
নলং সুষেণং শরভং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪
বিচিন্বন্তু প্রযত্নেন ভবন্তো জানকীং শুভাম্।
মাসাদর্বাক্ নিবর্ত্তধ্বং মচ্ছাসনপুরঃসরাঃ ॥ ২৫
সীতামদৃষ্ট্বা যদি বো মাসাদূর্দ্ধং দিনং ভবেৎ।
তদা প্রাণান্তিকং দণ্ডং মত্তঃ প্রাপ্স্যথ বানরাঃ ॥
ইতি প্রস্থাপ্য সুগ্রীবো বানরান্ ভীমবিক্রমান্।
রামস্য পার্শ্বে শ্রীরামং নত্বা চোপবিবেশ সঃ ॥
গচ্ছন্তং মারুতিং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানার্থমেতন্মে হ্যঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥ ২৮
মন্নামাক্ষরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ।
অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম।
জানামি সত্ত্বং তে সর্ব্বং গচ্ছ পন্থাঃ শুভস্তব ॥
এবং কপীনাং রাজ্ঞা তে বিসৃষ্টাঃ পরিমার্গণে।
সীতায়া অঙ্গদমুখা বভ্রমুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩০
ভ্রমন্তো বিন্ধ্যগহনে দদৃশুঃ পর্ব্বতোপমম্।
রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং মৃগান্ গজান্ ॥
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্বানরপুঙ্গবাঃ।
জঘ্নুঃ কিলকিলাশব্দং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥
নায়ং রাবণ ইত্যুক্ত্বা যযুরন্যন্মহদ্বনম্।
তৃষার্ত্তাঃ সলিলং তত্র না বিন্দন্ হরিপুঙ্গবাঃ ॥৩৩
বিভ্রমন্তো মহারণ্যে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ।
দদৃশুর্গহ্বরং তত্র তৃণগুল্মাবৃতং মহৎ ॥ ৩৪

এবং শত্রুশাসনেও সুদক্ষ। হে রঘুবর! যথেচ্ছা আজ্ঞা করুন; সকলেই আপনার বশবর্ত্তী।” রামচন্দ্র আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—“সুগ্রীব! তুমি কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছ। যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত জানকীর অন্বেষণ করিতে আদেশ কর।” বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রামবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে বলবান্ বানরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। অন্য সকল দিকে সত্বর বিবিধ বানরগণকে পাঠাইয়া অঙ্গদ, জাম্ববান্, মহাবল হনূমান্, নল, সুষেণ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদ—এই সকল বানরগণকে অতিশয় বলবান্ বোধে দক্ষিণদিকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইলেন,—এবং এই কথা বলিয়া দিলেন।১১—২৪। “তোমরা মৎপ্রেরিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক জনকনন্দিনীকে অন্বেষণ কর গিয়া; কিন্তু একমাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। আমার আদেশ বিস্মৃত হইও না। হে বানরসকল! সীতাদর্শন না পাইয়া যদি একমাসের ঊর্দ্ধ একদিনও অতিবাহিত কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগেরও প্রাণদণ্ড করিব। সুগ্রীব এইরূপে ভীমবিক্রম বানরদিগকে পাঠাইয়া শ্রীরামকে প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পবননন্দনকে যাইতে দেখিয়া রাম এই কথা বলিলেন,—“অভিজ্ঞানের জন্য আমার নামাক্ষরযুক্ত এই আমার উত্তম অঙ্গুরীয় সীতাকে নির্জ্জনে দিবে; হে কপিশ্রেষ্ঠ! এ কার্য্যে তুমিই সমর্থ; আমি তোমার সমস্ত বলবুদ্ধি অবগত আছি। যাও পবনতনয়! তোমার যাত্রা শুভ হইবে। এইরূপে কপিরাজ সীতান্বেষণে পাঠাইলে, অঙ্গদপ্রভৃতি বানরগণ সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকিল। একদা তাঁহারা বিন্ধ্যবনে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতোপম ভীষণাকার পশুগণভোজী একটা রাক্ষসকে দেখিতে পাইল। কোন কোন বানরশ্রেষ্ঠ এই রাবণ, এই বোধ করিয়া কিলকিলা শব্দ করত তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে “এই রাবণ নহে”, এই বলিয়া সেই সকল বানরশ্রেষ্ঠ অন্য এক অরণ্যানীতে গমন করিল; তথায় তৃষার্ত্ত হইয়া জল পাইল না। পিপাসায় তাহাদিগের কণ্ঠ ওষ্ঠ, তালু বিশুষ্ক হইল। অনন্তর মহাবনে ভ্রমণ করিতে

আর্দ্রপক্ষান্ ক্রৌঞ্চহংসান্ নিঃসৃতান্ দদৃশুস্ততঃ
অত্রাস্তে সলিলং নূনং প্রবিশাম মহাগুহাম্ ॥৩৫
ইত্যুক্ত্বা হনুমানগ্রে প্রবিবেশ তমস্বযুঃ।
সর্ব্বে পরস্পরং ধৃত্বা বাহূন্ বাহুভিরুৎসুকাঃ ॥
অন্ধকারে মহদ্দূরং গত্বাপশ্যন্ কপীশ্বরাঃ।
জলাশয়ান্ মণিনিভ-তোয়ান্ কল্পদ্রুমোপমান্ ॥
বৃক্ষান্ পক্বফলৈর্নম্রান্ মধুদ্রোণিসমন্বিতান্।
গৃহান্ সর্ব্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥
দিব্যভক্ষ্যান্নসহিতান্ মানুষৈঃ পরিবর্জ্জিতান্ ॥৩৯
বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কনকবিষ্টরে।
প্রভয়া দীপ্যমানান্তু দদৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্ ।
ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্ ॥
প্রণেমুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ।
দৃষ্ট্বা তান্ বানরান্ দেবী প্রাহ যূয়ং কিমাগতাঃ ॥
কুতো বা কস্য দূতা বা মৎস্থানং কিং প্রধর্ষথ।
তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি তে ॥ ৪২
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সভার্য্যঃ সানুজো বনম্।
গতস্তত্র হৃতা ভার্য্যা তস্য সাধ্বী দুরাত্মনা ॥ ৪৪
রাবণেন ততো রামঃ সুগ্রীবং সানুজো যযৌ।
সুগ্রীবো মিত্রভাবেন রামস্য প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫
মৃগয়ধ্বমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ।
ততো বনং বিচিন্বন্তো জানকীং জলকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
প্রবিষ্টা গহ্বরং ঘোরং দৈবাদত্র সমাগতাঃ।
ত্বং বা কিমর্থমত্রাসি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে ॥
যোগিনী চ তথা দৃষ্ট্বা বানরান্ প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
যথেষ্টং ফলমূলানি জগ্ধ্বা পীত্বামৃতং পয়ঃ ॥৪৮

করিতে তথায় তৃণ-গুল্মাবৃত মহৎ গহ্বর দেখিতে পাইল। তথা হইতে আর্দ্রপক্ষ বক এবং হংসসমূলী নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া স্থির করিল, এখানে নিশ্চয় জল আছে। "আমরা মহা গুহাতে প্রবেশ করি" এই বলিয়া হনুমান্ অগ্রে তাহাতে প্রবেশ করিল, পরে সকলেই পরস্পর বাহু দ্বারা ধারণ করত উৎসুক চিত্তে সেই হনূমানের অনুসরণ করিল। কপিশ্রেষ্ঠগণ অন্ধকারে বহুদূর গমন করিলে, মণিসদৃশ সুনির্ম্মল সলিলপূর্ণ জলাশয়; পরিপক্ব-ফলভরে নম্র কল্প-বৃক্ষ সদৃশ বৃক্ষরাজি; এবং নিখিল গুণসম্পন্ন ও মণিবস্ত্রাদিপূর্ণ গৃহ-শ্রেণী তাহাদিগের নয়নপথে পতিত হইল। তাহারা দেখিল, সেই সমস্ত গৃহে দ্রোণ (পরিমাণ বিশেষ) পরিমিত মধু এবং দেবভোজ্য অন্ন রহিয়াছে, অথচ মনুষ্যের নামগন্ধ নাই; ইহাতে তাহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ২৫—৩৯ (কিয়ৎক্ষণ পরে) দেখিতে পাইল; সেই ভবনমধ্যে দিব্য কনকাসনে প্রভাশালিনী ধ্যান-মগ্না, চীরবসনপরিধানা এবং যোগাবলম্বিনী এক যোগিনী রমণী একাকিনী বসিয়া আছেন। বানরগণ, ভয়-ভক্তি-সহকারে সেই মহাভাগাকে প্রণাম করিল। সেই সকল বানরকে অবলোকন করিয়া দেবী কহিলেন,—"তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কাহার দূত? আমার অধিকৃত স্থানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে কেন? তাহা শুনিয়া হনুমান্ কহিল—"দেবি! আপনার নিকট সকল কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন,—ক্ষমতাশালী শ্রীমান্ রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে বিখ্যাত; এই মহাভাগ পিতৃআজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া ভার্য্যা ও অনুজের সহিত বন গমন করিয়াছেন, দুরাত্মা রাবণ তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অনন্তর সানুজ রামচন্দ্র, সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হন; বন্ধুতা হওয়ায় সুগ্রীব আমাদিগকে বলেন, "রামের প্রিয়তমাকে অন্বেষণ কর।" তাহাতে আমরা জানকীকে অন্বেষণ করত বনে আসিয়াছি; জল পাইবার আশয়ে, গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দৈব ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। শুভে! আপনিই বা এখানে আছেন কেন? কেইবা আপনি? আমাদিগকে বলুন।"৪০-৪৭। যোগিনী বানরদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—"অগ্রে ইচ্ছামত ফল মূল ভোজন এবং অমৃতবৎ সুস্বাদু

আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মম বৃত্তান্তমাদিতঃ।
তথেতি ভুক্ত্বা পীত্বা চ হৃষ্টাস্তে সর্ব্ববানরাঃ ॥ ৪৯
দেব্যাঃ সমীপং গত্বা তে বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা ॥ ৫০
হেমা নাম পুরা দিব্যরূপিণী বিশ্বকর্ম্মণঃ।
পুত্রী মহেশং নৃত্যেন তোষয়ামাস কামিনী ॥ ৫১
তুষ্টো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুরং মহৎ।
অত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৫২
তস্যা অহং সখী বিষ্ণুতৎপরা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণী।
নাম্না স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পুরা ॥ ৫৩
গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং তপশ্চর।
অত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতে ॥ ৫৪
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
ভূভারহরণার্থায় বিচরিষ্যতি কাননে ॥ ৫৫
মার্গন্তো বানরাস্তস্য ভার্য্যামায়ান্তি তে গুহাম্।
পূজয়িত্বাথ তান্ গত্বা রামং স্তুত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৬
যান্তাসি ভবনং বিষ্ণোর্যোগিগম্যং সনাতনম্।
ইতোঽহং গন্তুমিচ্ছামি রামং দ্রষ্টুং ত্বরান্বিতা ॥
যূয়ং পিধত্ত নেত্রাণি গমিষ্যথ বহির্গুহাম্।
তথৈব চক্রুস্তে বেগাদ্‌গতাঃ পূর্ব্বাস্থিতং বনম্ ॥
সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসন্নিধিম্।
তত্র রামং সসুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৫৯
কৃত্বা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ সুধীঃ
আহ গদ্গদয়া বাচা রোমাঞ্চিততনূরুহা ॥ ৬০
দাসী তবাহং রাজেন্দ্র দর্শনার্থমিহাগতা।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ৬১
গুহায়াং দর্শনার্থং তে ফলিতং মেঽদ্য তৎ তপঃ
অদ্য হি ত্বাং নমস্যামি মায়ায়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥
সর্ব্বভূতেষু চালক্ষ্যং বহিরন্তরবস্থিতম্।

জল পান করিয়া আইস, তাহার পর আমার আমূল বৃত্তান্ত বলিব।” সেই সকল বানর সহর্ষে “যে আজ্ঞা” বলিয়া পান ভোজন করিল। পরে দেবীসন্নিধানে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইল। অনন্তর দিব্যদর্শনা যোগিনী হনূমান্‌কে বলিলেন,—“পূর্ব্বকালে বিশ্বকর্ম্ম-তনয়া হেমানাম্নী সুন্দরী রমণী নৃত্য দ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করেন; মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া এই মহৎ দিব্যপুর হেমাকে প্রদান করেন। আমি তাঁহার সখী, বিষ্ণুপরায়ণা হইয়া মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; আমার নাম স্বয়ম্প্রভা; আমি দিব্য-নামা গন্ধর্ব্বের দুহিতা; পূর্ব্বকালে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার সময় আমাকে এই বলিয়া যান যে ‘তুমি নিখিল প্রাণি-শূন্য এই স্থানেই অবস্থিত থাকিয়া তপস্যা কর, অব্যয় নারায়ণ ভূভার হরণের জন্য ত্রেতাযুগে দাশরথি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া বনে বিচরণ করিবেন; বানরগণ তদীয় ভার্য্যা অন্বেষণ করিতে করিতে তোমার এই গুহা মধ্যে আগমন করিবে; অনন্তর তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনাদি দ্বারা সম্মানিত করিবার পর যত্নসহকারে রামসন্নিধানে গমন ও তাঁহার স্তব করিয়া বিষ্ণুধামে গমন করিবে; চিরস্থায়ী বিষ্ণুধাম কেবল ভক্ত যোগী-দিগেরই প্রাপ্য।’ অতএব আমি সত্বর রাম-দর্শনার্থ এস্থান হইতে যাইতে ইচ্ছা করি। তোমরা নয়ন আচ্ছাদন কর, গুহার বহির্ভাগে যাইতে পারিবে।” তাহারা সকলেই ঐরূপ করিল; এবং সত্বর পূর্ব্বাধিষ্ঠিত বনে উপস্থিত হইল। এদিকে স্বয়ম্প্রভাও গুহা পরিত্যাগ করিয়া সত্বর রামসমীপে গমন করিলেন; তথায় সুগ্রীবের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। ৪৮—৫৯। সুমতি স্বয়ম্প্রভা পুলক-পূর্ণ দেহে রামকে বার বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—“রাজেন্দ্র! আমি আপনার দাসী; একবার দেখিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনাকে দেখিব বলিয়াই আমি বহু সহস্র বৎসর গুহা-মধ্যে কঠোর তপস্যা করিয়াছি; আজ আমার সেই তপস্যা সফল হইল। (আহা আজ কি দিন!) আজ আমি,—তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি মায়ার অতীত; সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত করিতেছ বটে, কিন্তু তাহারা তোমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না; নাটকের অভিনেতা এক ব্যক্তিই বহুবিকার

যোগমায়াজবনিকাচ্ছন্নো মানুষবিগ্রহঃ ॥ ৬৩
ন লক্ষ্যসেহজ্ঞানদৃশাং শৈলূষ ইব রূপধৃক্।
মহাভাগবতানাং ত্বং ভক্তিযোগবিধিৎসয়া ॥ ৬৪
অবতীর্ণোহসি ভগবন্ কথং জানামি তামসী।
লোকে জানাতু যঃ কশ্চিৎ তব তত্ত্বং রঘূত্তম ॥
মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদালয়ে।
রাম তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৬৬
অদর্শনং ভবার্ণানাং সন্মার্গপরিদর্শনম্।
ধনপুত্রকলত্রাদি বিভূতিপরিদর্পিতঃ।
অকিঞ্চনধনং ত্বাদ্য নাভিধাতুং জনোহর্হতি ॥ ৬৭
নিবৃত্তগুণমার্গায় নিষ্কিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৮
নমঃ স্বাত্মাভিরামায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
কালরূপিনমীশানমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৯

সমং চরন্তং সর্ব্বত্র মন্যে ত্বাং পুরুষং পরম্।
দেব তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০
ন তেহস্তি কশ্চিদ্দয়িতো দ্বেষ্যো বা পর এব চ।
ত্বন্মায়াপিহিতাত্মানস্ত্বং পশ্যন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১
অজস্য কর্ত্তুরীশস্য দেবতির্য্যঙ্নরাদিষু
জন্মকর্ম্মাদিকং যদ্যৎ তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২
ত্বং মহুররক্ষরং জাতং কথাশ্রবণসিদ্ধয়ে।
কেচিৎ কোশলরাজস্য তপসঃ ফলসিদ্ধয়ে ॥ ৭২
কৌশল্যয়া প্রার্থ্যমানং জাতমাহুঃ পরে জনাঃ।
দুষ্টরাক্ষসভূভার-হরণায়ার্থিতো বিভুঃ ॥ ৭৪
ব্রহ্মণা নররূপেণ জাতোহয়মিতি কেচন।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন ॥ ৭৫

অন্তরালে থাকিয়া কত প্রকার লোক সাজিয়া আইসে; কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহাকে চিনিতে পারে না; সেইরূপ তুমিও যোগমায়াময় যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছ; মায়ামোহিত-মনুজমণ্ডলী তোমাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। হে ভগবন্! যাহারা ভগবানে ভক্তি করিতে ইচ্ছুক, সেই সকল মহৎ ব্যক্তিদিগের ভক্তিযোগ সিদ্ধ করিতে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; আমি মূঢ়া স্ত্রীজাতি, তোমাকে জানিব কিরূপে? লোকে তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব যে জানে, সে জানুক; কিন্তু হে রঘুবর! আমার হৃদয়মন্দিরে যেন তোমার এইরূপ রূপই সর্ব্বদা বিরাজ করে। তোমার যে চরণযুগল—মোক্ষ উপায় দেখাইয়া দেয়, হে রাম! তুমি তাহা আমাকে দেখাইলে; উহা দেখিলে আর ভবসাগর দেখিতে হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। হে আদ্য! তুমি অকিঞ্চন-দিগের (বিষয়ত্যাগীদিগের) ধন। পুত্রকলত্র প্রভৃতি সম্পত্তিমদে মত্ত জনগণ তোমার বিষয়ে কোন কথাই বলিতে পারে না। তুমি সংসারসঙ্গশূন্য অকিঞ্চনদিগের ধন, আত্মারাম, নির্গুণ এবং গুণময়; তোমাকে নমস্কার; তুমি কালরূপী (সংহারক); তুমি ঈশান (স্রষ্টা ও পালক); তুমি আদি, মধ্য এবং অন্তশূন্য; তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত; অতএব তোমাকে পরম পুরুষ বোধ করি। হে দেব! তোমার চেষ্টা যে, মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ মাত্র—ইহা কেহ অবগত নহে।৬০—৭০। প্রকৃতপক্ষে তোমার কেহ ভালবাসার পাত্র নহে; কেহ দ্বেষের পাত্রও নহে এবং কোন ব্যক্তিই তোমার অতিরিক্ত নহে; কিন্তু যাহারা তোমার মায়ায় মুগ্ধ, তাহারাই তোমার শত্রু, মিত্র, উদাসীন আছে বলিয়া মনে করে। হে দেব! প্রকৃত পক্ষে আপনি জন্মরহিত; আপনার সাক্ষাৎরূপে কর্তৃত্ব নাই; আপনি পরম্পরায় সর্ব্বনিয়ন্তা; আপনার যে তির্য্যগ্‌যোনি বা মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম এবং তদনুরূপ কার্য্যাদি, তাহা কেবল অনুকরণমাত্র। কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বিকার হইলেও আপনার চরিত-বর্ণনাদি কথা শুনাইয়া লোককে সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হইয়াছ; কেহ কেহ বলেন, কোশল-রাজ দশরথের তপস্যার ফলসিদ্ধি করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ; অন্য কোন কোন লোকে বলেন, কৌশল্যার প্রার্থনামতে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ; পৃথিবীর ভারভূত দুষ্ট রাক্ষসদিগকে বধ করিতে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন, তদনুসারে প্রভু এই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যাহাই হউক না কেন, হে

পশ্যন্তি তব পাদাব্জং ভবার্ণবসুতারণম্।
ত্বমায়াগুণবদ্ধাহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্॥ ৭৬
কথং ত্বাং দেব জানীয়াং স্তোতুং বাবিষয়ং
বিভুম্।
নমস্যামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরান্বিতম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সুগ্রীবাদিভিরন্বিতম্॥ ৭৭
এবং স্তুতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নঃ প্রণতাঘহৃৎ।
উবাচ যোগিনীং ভক্তাং কিং তে মনসি
কাঙ্ক্ষিতম্॥ ৭৮
সা প্রাহ রাঘবং ভক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্তবৎসল।
যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো॥
ত্বদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়াম্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা॥৮০
মানসং শ্যামলং রূপং সীতালক্ষ্মণসংযুতম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীত-বাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥ ৮১

রঘুনন্দন! যাঁহারা তোমার কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভব-সাগর-নিস্তারক তোমার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পান। দেব! তুমি তোমার মায়াপাশবদ্ধ অভিমানী জীবগণ হইতে বিভিন্ন ও ত্রিগুণপরিচালক, আমি তোমাকে বুঝিব কি রূপে? বিশেষতঃ প্রভু তুমি বাক্‌পথাতীত; তোমার স্তব করিব কিরূপে? সুতরাং অনুজ লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি সহচরগণে পরিবৃত ধনুর্ব্বাণধারী রঘুবরকে (কেবল) নমস্কার করি।” এইরূপ স্তব করিলে পর, ভক্ত জনের পাপনাশক রঘুবর প্রসন্ন হইয়া ভক্তিমতী যোগিনীকে বলিলেন,—তোমার মনোবাঞ্ছা কি?” যোগিনী ভক্তি সহকারে রাঘবকে বলিলেন,—“হে ভক্তবৎসল! হে প্রভো! আমি যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের সহিত নহে; সর্ব্বদাই যেন তোমার ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্গ হয়; আমার রসনা যেন ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা ‘রাম রাম’ এই নাম উচ্চারণ করে; হে রাম! আমার মন যেন সর্ব্বদা পার্শ্বে লক্ষ্মণ-সীতা; হস্তে শর-শরাসন;

অঙ্গদৈর্নূপুরৈর্মুক্তাহারৈঃ কৌস্তভকুণ্ডলৈঃ।
শান্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো॥
শ্রীরাম উবাচ।
ভবত্যেবং মহাভাগে গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্।
তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্ত্বেদং ভূতপঞ্চকম্।
মামেব পরমাত্মানমচিরাৎ প্রতিপদ্যসে। ৮৩
শ্রুত্বা রঘূত্তমবচোঽমৃতসারকল্পং
গত্বা তদৈব বদরীতরুষণ্ডজুষ্টম্।
তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী
ত্যক্ত্বা কলেবরমবাপ পরং পদং সা॥ ৮৬

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষষণ্ডেষু বানরাঃ।
চিন্তয়ন্তো বিমুহ্যন্তঃ সীতামার্গণকর্শিতাঃ॥ ১

পরিধানে পীতবস্ত্র অঙ্গদ-নূপুর মুক্তাহার কৌস্তভকুণ্ডল এবং মুকুটে ভূষিত প্রশান্ত শ্যামরূপ স্মরণ করে। হে প্রভো! আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না।” শ্রীরাম বলিলেন,—“মহাভাগে! ‘তথাস্তু’; এক্ষণে তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর। তুমি সেইখানেই আমাকে ধ্যান করত এই পঞ্চভূতময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পরমাত্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” যোগিনী রঘুবরের এই অমৃত-তুল্য বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বদরী-তরু-নিকর-শোভিত সেই তীর্থে গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করত কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এদিকে সেই বানরগণ সেই বনমধ্যে তরুসমূহের উপর উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; তাহারা সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লেশে কৃশ হইয়াছিল; সীতার অনু-

ততোঽব্রবাচ্চাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ্বানরান্ বানরর্ষভঃ।
ভ্রমতাং গহ্বরেঽস্মাকং মাসো নূনং গতোঽভবৎ ॥২
সীতা নাধিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্।
যদি গচ্ছাম কিষ্কিন্ধ্যাং সুগ্রীবোঽস্মান্ হনিষ্যতি॥৩
বিশেষতঃ শত্রুসুতং মাং মিষান্নিহনিষ্যতি।
মযি তস্য কুতঃ প্রীতিরহং রামেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪
ইদানীং রামকার্য্যং মে ন কৃতং তন্মিষং ভবেৎ।
তস্য মদ্ধননে নূনং সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫
মাতৃকল্পাং ভ্রাতৃভার্য্যাং পাপাত্মা হুভবত্যসৌ।
ন গচ্ছেয়মতঃ পার্শ্বং তস্য বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৬
ত্যক্ষ্যামি জীবিতঞ্চাত্র যেন কেনাপি মৃত্যুনা।
ইত্যশ্রুনয়নং কেচিদ্দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৭
ব্যথিতাঃ সাশ্রুনয়না যুবরাজমথাব্রুবন্।
কিমর্থং তব শোকোঽত্র বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ ॥
ভবামো নিবসামোঽত্র গুহায়াং ভয়বর্জিতাঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্ ॥ ৯
শনৈঃ পরস্পরং বাক্যং বদতাং মারুতাত্মজঃ॥ ১০
শ্রুত্বাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নয়কোবিদঃ।
বিচার্য্যতে কিমর্থং তে দুর্বিচারো ন যুজ্যতে ॥১১
রাজ্ঞোঽত্যন্তপ্রিয়স্ত্বং হি তারাপুত্রোঽতিবল্লভঃ।
রামস্য লক্ষ্মণাৎ প্রীতিস্ত্বয়ি নিত্যং প্রবর্দ্ধতে ॥১২
অতো ন রাঘবাদ্ভীতিস্তব রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
অহং তব হিতে সক্তো বৎস নান্যং বিচারয় ॥১৩
গুহাবাসশ্চ নির্ভেদ্য ইত্যুক্তং বানরৈস্তু যৎ।
তদেতদ্রামবাণানামভেদ্যং কিং জগত্রয়ে॥ ১৪
যে ত্বাং দুর্ব্বোধয়ন্ত্যেতে বানরা বানরর্ষভ
পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা কথং স্থাস্যন্তি তে ত্বয়া॥১৫
অন্যদ্গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সুত।

সন্ধান না পাওয়ায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। তখন বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ কতকগুলি বানরকে বলিতে লাগিল,—"গহ্বরমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নিশ্চয় আমাদিগের এক মাসকাল অতীত হইয়াছে। আমরা সীতার অনুসন্ধান পাই নাই, রাজার আদেশও পালন করা হয় নাই; এখন যদি কিষ্কিন্ধ্যায় যাই, তাহা হইলে সুগ্রীব আমাদিগকে বধ করিবে। বিশেষতঃ আমি শত্রুর পুত্র; ছল পাইলেই আমাকে বধ করিবে। আমার প্রতি তাহার প্রীতি নাই; রাম কেবল আমাকে রক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে "আমি রামকার্য্য করিতে পারি নাই", দুরাত্মা সুগ্রীবের আমাকে হত্যা করিবার এই এক ছল হইবে। এই পাপাত্মা মাতৃতুল্য ভ্রাতৃজায়া সম্ভোগ করিতেছে; অতএব হে বানরপুঙ্গবগণ! তাহার নিকট গমন করিব না; এই স্থানেই যে কোন উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব।" কতিপয় বানর শ্রেষ্ঠ, যুবরাজ অঙ্গদকে এই জন্য সজল-নয়ন দেখিয়া ব্যথিত ও সজলনয়ন হইল এবং তাহাকে বলিতে লাগিল,—"এ বিষয়ে কি জন্য তুমি শোক করিতেছ? আমরা তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। আইস, আমরা এই গুহা-মধ্য-স্থিত সর্ব্বসৌভাগ্য-সম্পন্ন সুর-নগর সদৃশ পুরে নির্ভয়ে বাস করি। ১—৯। এইরূপে পরস্পর ধীরে ধীরে বলাবলি করিতে থাকিলে নীতিজ্ঞ পবনতনয় তৎসমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—"কেন এরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছ? এইরূপ দুর্ম্মন্ত্রণা করা সম্পূর্ণ অনুচিত! তুমি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; তারার গর্ভসম্ভূত বলিয়া তুমি তাঁহার সকল প্রিয়পাত্রকে অতিক্রম করিয়াছ; অর্থাৎ তুমি রাজার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। রামের প্রীতি লক্ষ্মণ অপেক্ষাও তোমার উপর দিন দিন বাড়িতেছে। অতএব রাম হইতে বা রাজা হইতে তোমার কোন ভয় নাই; বিশেষতঃ আমি তোমার হিতসাধনে তৎপর রহিলাম। বৎস! অন্য বিচার করিও না। কতিপয় বানরেরা যে বলিয়াছে, 'গুহাগৃহ অভেদ্য, নির্ভয়ে বাস করিব'—তাহাও অযুক্ত; কেন না ত্রিজগতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা রাম-শরের অভেদ্য? হে বানরশ্রেষ্ঠ! যে সকল বানর তোমাকে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তাহারাই বা স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত

রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥
সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী।
লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ ফণীশ্বরঃ ॥ ১৭
ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্ব্বে রক্ষোগণবিনাশনে।
মায়ামানুষভাবেন জাতা লোকৈকরক্ষকাঃ ॥ ১৮
বয়ঞ্চ পার্ষদাঃ সর্ব্বে বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠবাসিনঃ।
মনুষ্যভাবমাপন্নে স্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯
বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্যৈব মায়য়া।
বয়ন্তু তপসা পূর্ব্বমারাধ্য জগতাং পতিম্ ॥ ২০
তেনৈবানুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্ষদত্বমুপাগতাঃ।
ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া ॥ ২১
পুনর্বৈকুণ্ঠমাসাদ্য সুখং স্থাস্যামহে বয়ম্।
ইত্যঙ্গদমথাশ্বাস্য গতা বিন্ধ্যং মহাচলম্ ॥ ২২
বিচিন্বন্তোঽথ শনকৈর্জানকীং দক্ষিণাম্বুধেঃ।
তীরে মহেন্দ্রাদ্রিগিরেঃ পবিত্রং পাদমাযযুঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা সমুদ্রং দুষ্পারমগাধং ভয়বর্দ্ধনম্।
বানরা ভয়সন্ত্রস্তাঃ কিং কুর্ম্ম ইতি বাদিনঃ ॥ ২৪
নিষেদুরুদধেস্তীরে সর্ব্বে চিন্তাসমন্বিতাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যমঙ্গদাদ্যা মহাবলাঃ ॥ ২৫
ভ্রমতামেব নো মাসো গতোঽত্রৈব গুহান্তরে।
ন দৃষ্টো রাবণো বাদ্য সীতা বা জনকাত্মজা ॥ ২৬
সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোঽস্মান্ নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
সুগ্রীববধতোঽস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭
ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব দর্ভানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ।
উপাবিবিশুস্তে সর্ব্বে মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহেন্দ্রাদ্রিগুহান্তরাৎ।
নির্গত্য শনকৈরাগাদ্‌গৃধ্রঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্।
উবাচ শনকৈর্গৃধ্রঃ প্রাপ্তো ভক্ষ্যোঽদ্য মে বহুঃ ॥
একৈকশঃ ক্রমাৎ সর্ব্বান্ ভক্ষয়ামি দিনে দিনে।
শ্রুত্বা তদ্‌গৃধ্রবচনং বানরা ভীতমানসাঃ ॥ ৩১

থাকিবে কিরূপে? বৎস! আর একটী অতি গোপনীয় কথা বলি, আমার নিকট শ্রবণ কর—"প্রভু শ্রীরাম মনুষ্য নহেন; সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ; সীতা,—জনমোহিনী ভগবতী মায়া; লক্ষ্মণ,—সাক্ষাৎ জগতের আশ্রয় সর্পরাজ অনন্ত। ইঁহারা সকলে ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা; ব্রহ্মা, রাক্ষস বিনাশ করিতে প্রার্থনা করায় ইঁহারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা সকলেই বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর পারিষদ; পরমাত্মা স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইলে আমরাও তাঁহারই মায়াবলে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে তপস্যা দ্বারা জগৎপতির আরাধনা করিয়াছিলাম, তাই তাঁহার অনুগ্রহে তদীয় পারিষদ হইয়াছি; ইদানীও মায়াযোগে তাঁহারই সেবা ফলে পুনর্ব্বার আমরা বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিব।" হনূমান্ এইরূপে অঙ্গদকে আশ্বাসিত করিলে পর, সকল বানরই বিন্ধ্যগিরি পর্য্যটন করিল; ক্রমে জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী মহেন্দ্রগিরির পবিত্র পাদদেশে উপস্থিত হইল।১০-২৩। দুস্তর, ভয়বর্দ্ধক, অগাধ জলরাশি দর্শন করিয়া অতি ভীতভাবে বানরগণ; 'আমরা কি করি'; বলিতে বলিতে সমুদ্র তীরে উপবেশন করিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গদ প্রভৃতি সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। "সেই গুহামধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদিগের এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি রাবণ বা জনকনন্দিনী সীতার দর্শন, পাইলাম না। কঠোর-শাসন সুগ্রীব; আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিহত করিবে; অতএব আমাদিগের সুগ্রীবের হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়ঃ,"—তাহারা সকলে এই নিশ্চয় করিয়া সেই স্থানেই কুশসকল আস্তৃত করিল; মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আস্তৃত কুশোপরি নানা স্থানে উপবিষ্ট হইল; এই সময়ে এক পর্ব্বতাকার গৃধ্র পর্ব্বতের গুহামধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই স্থানে আসিতে লাগিল। গৃধ্র সেই সকল বানর-পুঙ্গবদিগকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আজ আমার প্রচুর ভক্ষ্য মিলিয়াছে এক একদিন একটী একটী করিয়া ক্রমে সকলগুলিকে ভোজন করিব"। গৃধ্রের সেই বা

ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বানসৌ গৃধ্রো ন সংশয়ঃ।
রামকার্য্যঞ্চ নাস্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিৎ হরীশ্বরাঃ ॥ ৩২
সুগ্রীবস্যাপি চ হিতং ন কৃতং স্বাত্মনামপি।
বৃথানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্ ॥ ৩৩
অহো জটায়ুর্ধর্ম্মাত্মা রামস্যার্থে মৃতঃ সুধীঃ।
মোক্ষং প্রাপ দুরাপং যোগিনামপ্যরিন্দমঃ ॥ ৩৪
সম্পাতিস্তু তদা বাক্যং শ্রুত্বা বানরভাষিতম্।
কে বা যূয়ং মম ভ্রাতুঃ কর্ণপীযূষসন্নিভম্ ॥ ৩৫
জটায়ুরিতি নামাদ্য ব্যাহরন্তঃ পরস্পরম্।
উচ্যতাং বো ভয়ং মা ভূদস্মত্তঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥ ৩৬
তমুবাচাঙ্গদঃ শ্রীমানুত্থিতো গৃধ্রসন্নিধৌ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৩৭
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিচচার মহাবনে।
তস্য সীতা হৃতা সাধ্বী রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৩৮
মৃগয়াং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হৃতা বলাৎ।
রাম রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রতাপবান্ ।
জটায়ুর্নাম পক্ষীন্দ্রো যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্।
রাবণেন হতো বীরো রাঘবার্থং মহাবলঃ ॥ ৪০
রামেণ দগ্ধো রামস্য সাযুজ্যমগমৎ ক্ষণাৎ।
রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৪১
সুগ্রীবচোদিতো হত্বা বালিনং সুদুরাসদম্।
রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায় মহাবলঃ ॥ ৪২
সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্ত্বান্ মহাবলঃ ॥ ৪৩
মাসাদর্ব্বাঙ্ নিবর্ত্তধ্বং নো চেৎপ্রাণান্ হরামি বঃ
ইত্যাজ্ঞয়া ভ্রমন্তোঽস্মিন্ বনে গহ্বরমধ্যগাঃ ॥ ৪৪
গতো মাসো ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণঞ্চ বা।
মর্ত্তুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্মস্তীরে লবণবারিধেঃ।
যদি জানাসি হে পক্ষিন্ সীতাং কথয় নঃ শুভাম্

শ্রবণ করিয়া কতিপয় বানর ভীতচিত্তে বলিতে লাগিল,—"হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই গৃধ্র আমাদিগের সকলকেই ভোজন করিবে; সন্দেহ নাই। আমরা রামের কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারি নাই, ও সুগ্রীবের বা আপনার আপনার নিজের হিতও করিতে পারিলাম না; নিরর্থক ইহার হস্তে নিহত হইয়া আমাদিগকে যমালয় যাইতে হইবে। অহো জটায়ু কি ধর্ম্মাত্মা! সেই সুবুদ্ধি শত্রুনাশন রামকার্য্য করিতে নিহত হইয়া যোগীদিগেরও দুর্লভ মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" ২৪—৩৪। তখন সম্পাতি সেই বানর-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "কে তোমরা? আজ বহুদিনের পর পরস্পর 'জটায়ু' নাম করিতেছ? জটায়ু আমার ভ্রাতা; ঐ নাম যেন আমার কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল। বানরশ্রেষ্ঠগণ! "বল,—আমার নিকট তোমাদিগের ভয় নাই"। তখন শ্রীমান্ অঙ্গদ, গৃধ্রসমীপে উত্থিত হইয়া সেই গৃধ্রকে বলিতে লাগিল,—'দশরথতনয় শ্রীমান্ রাম, অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত মহাবনে ভ্রমণ করেন; দুরাত্মা রাবণ তাঁহার সাধ্বী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; 'রাম লক্ষ্মণ মৃগয়া করিতে যাইলে রাবণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করে; তখন সীতাদেবীর 'রাম! রাম!' রবে উচ্চৈঃস্বরে রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাবল বীর প্রতাপশালী পক্ষিরাজ জটায়ু নামে গৃধ্র, রামের জন্য (সীতার উদ্ধার করিতে) রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। অবশেষে রাবণ-হস্তে নিহত হইলে রাম তাঁহার দাহ করেন; তাহার পর ক্ষণমধ্যেই জটায়ু, রামসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। রাম সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নিকে সাক্ষী করত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অনন্তর মহাবল রাম সুগ্রীবের কথানুসারে অতীব দুর্দ্ধর্ষ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্য প্রদান করেন! মহাবল সুগ্রীব, আমাদিগের এই মহাবীর্য্য বানরবৃন্দকে 'এক মাসের মধ্যে প্রত্যাগত হইও, নচেৎ তোমাদিগের প্রাণদণ্ড করিব,' এই আজ্ঞা করিয়া সীতা অন্বেষণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। বিন্ধ্যবনে গুহামধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি সীতা বা রাবণের কোন সন্ধান পাই নাই, তাই আমরা মরিবার জন্য লবণসাগর-তীরে প্রায়োপবেশন

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পাতিহৃ'ষ্টমানসঃ ॥ ৪৬
উবাচ মৎপ্রিয়ো ভ্রাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরাঃ।
বহুবর্ষসহস্রান্তে ভ্রাতৃবার্ত্তা শ্রুতা ময়া ॥ ৪৭
বাক্‌সহায়ং করিষ্যেঽহং ভবতাং প্লবগেশ্বরাঃ।
ভ্রাতুঃ সলিলদানায় নয়ধ্বং মাং জলান্তিকম্ ॥৪৮
পশ্চাৎ সর্ব্বং শুভং বক্ষ্যে ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে
তথেতি নিন্যুস্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্।
সোঽপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভ্রাতুর্দত্ত্বা জলাঞ্জলিম্ ॥
পুনঃ স্বস্থানমাসাদ্য স্থিতো নীতো হরীশ্বরৈঃ।
সম্পাতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্ষয়ন্ ॥ ৫০
লঙ্কা নাম নগর্য্যাস্তে ত্রিকূটগিরিমূর্দ্ধনি।
তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১
সমুদ্রমধ্যে সা লঙ্কা শতযোজনদূরতঃ।
দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২
গৃধ্রত্বাদদূরদৃষ্টির্মে নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৩
স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়াস্যতি ধ্রুবম্।
অহমেব দুরাত্মানং রাবণং হন্তুমুৎসহে।
ভ্রাতৃহন্তারমেকাকী কিন্তু পক্ষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪
যতধ্বমতিযত্নেন লঙ্ঘিতুং সরিতাম্পতিম্।
ততো হত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥৫৫
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শতযোজনায়তং
লঙ্কাং প্রবিশ্যাথ বিদেহকন্যকাম্।
দৃষ্ট্বা সমাভাষ্য চ বারিধিং পুন-
স্তর্ত্তুং সমর্থঃ কতমো বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৬

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তে কৌতুকাবিষ্টা সম্পাতিং সর্ব্ববানরাঃ।
পপ্রচ্ছুর্ভগবন্ ব্রূহি স্বমুদন্তং ত্বমাদিতঃ ॥ ১

করিয়াছি। হে পক্ষিবর! যদি জান ত আমাদিগের মঙ্গলময়ী জনকনন্দিনীর সন্ধান বলিয়া দাও। ৩৫-৪৫। সম্পাতি অঙ্গদের কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল—'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! জটায়ু আমার প্রিয় ভ্রাতা; বহু সহস্র বৎসরের পর আজ আমি ভ্রাতার সমাচার পাইলাম; বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমি কথা দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারিব। এক্ষণে আমি ভ্রাতার তর্পণ করিব; আমাকে জলসমীপে লইয়া চল; পশ্চাৎ তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত শুভ সংবাদ বলিব। তাহারা 'আচ্ছা,' বলিয়া সেই পক্ষীকে সমুদ্রজলসমীপে লইয়া গেল। পক্ষীও সমুদ্রজলে স্নান করিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে অঞ্জলিপূর্ণ জল দান করিল। পরে বানরগণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে অবস্থিতি হইল। তখন সম্পাতি বানরদিগের আনন্দ উৎপাদন করত বলিতে লাগিল,—ত্রিকূট গিরিশিখরে লঙ্কা নামে এক নগরী আছে, তথায় অশোকবন মধ্যে রাক্ষসীগণ সীতাকে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেছে। লঙ্কা এখান হইতে শত যোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যস্থলে, আমি দেখিতে পাইতেছি,—সীতাকেও দেখিতে পাইতেছি; কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি গৃধ্র বলিয়া আমার দৃষ্টি দূরগামিনী; অতএব এ বিষয়ে সংশয় করিও না। যিনি শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবেন, তিনিই জানকীকে দেখিয়া পুনরাগমন করিবেন, ইহা নিশ্চয়। একাকী আমিই সেই ভ্রাতৃহন্তা দুরাত্মা রাবণকে নিহত করিতে উৎসাহান্বিত বটে; কিন্তু কি করিব! আমার পক্ষ নাই; সুতরাং তোমরাই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে যত্ন-পূর্ব্বক চেষ্টা কর। তাহার পর রঘুবর, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করিবেন। তোমাদিগের মধ্যে কে শত-যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কা-প্রবেশ, বৈদেহী-দর্শন এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে? বিচার করিয়া দেখ।" ৪৬—৫৬।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর সেই সকল বানরগণ কৌতুহলান্বিত হইয়া সম্পাতিকে কহিল,—"ভগবন্! আপনার

সম্পাতিঃ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং পুরাকৃতম্।
অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ রূঢ়যৌবনৌ॥ ২
বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খগৌ।
সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপতিতৌ মদাৎ॥ ৩
বহুযোজনসাহস্রং গতৌ তত্র প্রতাপিতঃ।
জটায়ুস্তং পরিত্রাতুং পক্ষৈরাচ্ছাদ্য মোহতঃ॥ ৪
স্থিতোঽহং রশ্মিভির্দগ্ধপক্ষোঽস্মিন্ বিন্ধ্যমূর্দ্ধনি।
পতিতো দূরপতনান্মূর্চ্ছিতোঽহং কপীশ্বরাঃ॥ ৫
দিনত্রয়াৎ পুনঃ প্রাণসহিতো দগ্ধপক্ষকঃ।
দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রান্তমানসঃ॥ ৬
শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্ট্বা তত্রাশ্রমং শুভম্।
শনৈঃ শনৈরাশ্রমস্য সমীপং গতবানহম্॥ ৭
চন্দ্রমা নাম মুনিরাট্ দৃষ্ট্বা মাং বিস্মিতোঽবদৎ।
সম্পাতে কিমিদং তেঽদ্য বিরূপং কেন বা কৃতম্॥
জানামি ত্বামহং পূর্ব্বমত্যন্তং বলবানসি।
দগ্ধৌ কিমর্থং তে পক্ষৌ কথ্যতাং যদি মন্যসে॥ ৯
ততঃ স্বচেষ্টিতং সর্ব্বং কথয়িত্বাতিদুঃখিতঃ।
অব্রবং মুনিশার্দ্দূলং দগ্ধোঽহং দাববহ্নিনা॥ ১০
কথং ধারয়িতুং শক্তো বিপক্ষো জীবিতং প্রভো।
ইত্যুক্তোঽথ মুনির্বীক্ষ্য মাং দয়ার্দ্রবিলোচনঃ॥ ১১
শৃণু বৎস বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্।
দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১২
কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে দেহে অহংবুদ্ধ্যা পুরুষস্য হি।
অহঙ্কারস্ত্বনাদিঃ স্যাদবিদ্যাসম্ভবো জড়ঃ॥ ১৩
চিচ্ছায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ সদা।
তেন দেহস্য তাদাত্ম্যাদ্দেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ॥ ১৪

নিজবৃত্তান্ত আদি হইতে বলুন।” সম্পাতি নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে মধ্য-যৌবনে আমি এবং জটায়ু—আমরা দুই ভাই বলদর্পিত হইয়া বল-পরীক্ষার জন্য অহঙ্কারবশতঃ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিতে আকাশ পথে উড্ডীন হইলাম; এবং আমরা উভয়েই বহুসহস্র যোজন গিয়াছিলাম; তথায় জটায়ু তপনতাপে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল; তাহাকে মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ যাহাতে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত না হয়; এই জন্য পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রহিলাম; সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় বিন্ধ্যশিখরে পতিত হইলাম। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! দূর হইতে পতন হওয়ায় তিন দিন মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকি; পরে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিলাম বটে, কিন্তু পক্ষদাহের যন্ত্রণায় মতি ভ্রম হইয়াছিল, স্বদেশ কি গিরি-শিখর প্রথমতঃ তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; ক্রমে উত্তমরূপে নয়ন উন্মীলন করিয়া তথায় এক শুভ আশ্রম দেখিতে পাইলাম; দেখিয়া আস্তে আস্তে আমি আশ্রমসমীপে গমন করিলাম। চন্দ্রমা নামে মুনিরাজ সেই আশ্রমের অধিকারী; আমাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—

‘সম্পাতে! আজ তোমার এইরূপ বিকৃতি কিরূপে হইল? কেই বা করিল? আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি, তুমি অত্যন্ত বলবান্; তোমার পক্ষদাহ হইল কি জন্য? যদি বলিবার উপযুক্ত হয় ত বল।” ১—৯। অনন্তর আমি আপনার সমস্ত বিবরণ বলিয়া অতি দুঃখিতভাবে বলিলাম,—‘হে মুনিশার্দ্দূল! আমি দাবানলে দগ্ধ হইতেছি (আমার বিষম চিন্তা হইয়াছে); প্রভো! পক্ষহীন হইয়া জীবন-ধারণ করিব কিরূপে?’ এই কথা বলিলে পর মুনি কৃপাবশতঃ সজলনয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—“বৎস! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিও। এই সকল দুঃখের মূল দেহ; কর্ম্ম,—দেহ সম্বন্ধের কারণ; দেহের প্রতি অহং (আমি) জ্ঞান, শরীরীর কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু; অহঙ্কার অর্থাৎ চিত্ত, ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অনাদি, অচেতন এবং অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন; যেমন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড বহ্নির সহিত একীভাবাপন্ন, সেইরূপ চিত্তও সর্ব্বদা আত্মার প্রতিবিম্বগ্রাহী হওয়ায় আত্মরূপে প্রতীয়মান হয়; তাহার (ঐ চিত্তের) সহিত দেহের একীভাব প্রযুক্ত দেহও চেতনাসম্পন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

দেহোঽহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোঽহঙ্কৃতের্বলাৎ।
তন্মূল এব সংসারঃ সুখদুঃখাদিসাধকঃ॥ ১৫
আত্মনো নির্বিকারস্য মিথ্যাতাদাত্ম্যতঃ সদা।
দেহোঽহং কর্ম্মকর্ত্তাহমিতি সঙ্কল্প্য সর্ব্বদা॥ ১৬
জীবঃ করোতি কর্ম্মাণি তৎফলৈর্বধ্যতেঽবশঃ।
ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাত্মকঃ স্বয়ম্॥ ১৭
কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্।
স্বর্গং গত্বা সুখং ভোক্ষ্য ইতি সঙ্কল্পবান্ ভবেৎ॥
তথৈবাধ্যাসতস্তত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কর্ম্মচোদিতঃ॥ ১৯
পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহারসংযুতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ॥
ভূত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভুজ্যতে ততঃ।

অহঙ্কার সম্বন্ধবলেই আত্মার 'আমি দেহ' এইরূপ জ্ঞান হয়; সেই জ্ঞানই এই সুখ-দুঃখ-সাধক সংসারের মূল। আত্মা নির্ব্বিকার বটে; তথাপি দেহ প্রভৃতি সবিকার পদার্থে সর্ব্বদাই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাতেই "আমি দেহ" (দেহের প্রতি আত্মা বলিয়া ভ্রম, পূর্ব্ব পুণ্যফলে দূর হইলেও) 'আমি কর্ম্ম করি' এই স্থির করিয়া জীব সর্ব্বদা নানাবিধ কর্ম্ম করে; তাহার পর ক্ষমতা-শূন্য হইয়া সেই কর্ম্ম-ফলের অধীন হইয়া পড়ে। তখন জীব স্বয়ং পাপী হইলে অধোগতি এবং পুণ্যবান্ হইলে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, ইহা নিশ্চয়। 'আমি যজ্ঞ, দান প্রভৃতি অধিক পুণ্য কার্য্য করিয়াছি আমি স্বর্গে গিয়া নিশ্চয় সুখভোগ করিব,—এইরূপ সঙ্কল্প যাহার মনে মনে, সে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করে। সেইরূপ আমি বহুপুণ্য করিয়াছি এইরূপ অধ্যাস (ভ্রম বিশেষ) থাকায় স্বর্গে বহুকাল উৎকৃষ্ট সুখ ভোগ করিয়া শেষে পুণ্যক্ষয় হইবামাত্র অনিচ্ছুক হইলেও কর্ম্মবশে তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয়। ১০—১৯। প্রথম চন্দ্রমণ্ডলে পতন, অনন্তর শিশিরযোগে ভূমিতলে পতন, তাহার পর সূক্ষ্ম ও স্থূল ধান্যাদি রূপে বহুদিন অবস্থিতি, তৎপরে চতুর্ব্বিধ (চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য,

রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীযোনিসিঞ্চিতঃ॥
যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা রূঢ়ত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২২
তৎপুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ।
সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ২৩
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা।
তস্যা এবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু॥ ২৪
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্।
পঞ্চধাঙ্গানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ॥
পাণিপাদৌ তথা পার্শ্বঃ কটির্জানুস্তথৈব চ।
মাসদ্বয়াৎ প্রজায়ন্তে ক্রমেণৈব ন চান্যথা॥ ২৬
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বাঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্মাসচতুষ্টয়ে॥ ২৭
নাসা কর্ণৌ চ নেত্রে চ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ।
দন্তপংক্তির্নখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা॥ ২৮
অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতশ্ছিদ্রং কর্ণয়োর্ভবতি স্ফুটম্।
পায়ুর্মেঢ্রমুপস্থঞ্চ নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥ ২৯

পেয়) ভোজ্যের অন্তর্ভূতরূপে পরিণত হইলে পর তাহা পুরুষগণ ভোজন করে, তাহা হইতে বীর্য্যরূপে পরিণতি। পুরুষ, ঋতুকালে রমণীযোনিতে সেই বীর্য্য নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা প্রথম দিনে যোনিরক্ত-মিশ্রিত ও জরায়ুবেষ্টিত কলল হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার পাঁচ দিনে বুদ্বুদাকার হইয়া উঠে, তাহা আবার সাত দিনে মাংসপেশীরূপে পরিণত হয়; সেই পেশী একপক্ষে রুধিরাপ্লুত হয়। পেশী হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। একমাসে গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ এবং উদর এই পঞ্চবিধ অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্কুর এক একটী করিয়া যথাক্রমে উৎপন্ন হয়; দুইমাসে, হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটিদেশ এবং জানু যথাক্রমেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না; তিন মাসে ক্রমে অঙ্গ সকলের সন্ধিস্থান উৎপন্ন হয়; চার মাসে ক্রমে অঙ্গুলী সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে, পাঁচ মাসে নাসা, কর্ণ, নেত্র, দন্তপঙক্তি, নখরনিকর এবং গুহ্য উৎপন্ন হয়। মনুষ্যদিগের

সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশাস্তথৈব চ।
বিভক্তাবয়বত্বঞ্চ সর্ব্বং সম্পদ্যতেঽষ্টমে ॥ ৩০
জঠরে বর্দ্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্গম।
পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥
নাভিসূত্রাল্পরন্ধ্রেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ।
বর্দ্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩২
স্মৃত্বা সর্ব্বাণি জন্মানি পূর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
জঠরানলতপ্তোঽয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩
নানাযোনিসহস্রেষু জায়মানোঽনুভূতবান্।
পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবান্ধবান্ ॥ ৩৫
কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যায়ান্যায়ৈর্ধনার্জ্জনম্।
কৃতং নাকরবং বিষ্ণুচিন্তাং স্বপ্নেঽপি দুর্ভগঃ ॥
ইদানীং তৎফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং মহত্তরম্।
অশাশ্বতে শাশ্বতবদ্দেহে তৃষ্ণাসমন্বিতঃ ॥ ৩৬

অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ।
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩৭
কদা নিষ্ক্রমণং মে স্যাদ্‌গর্ভান্নিরয়সন্নিভাৎ।
ইত ঊর্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুপূজয়ে ॥ ৩৮
ইত্যাদি চিন্তয়ন্ জীবো যোনিযন্ত্রপ্রপীড়িতঃ।
জায়মানোঽতিদুঃখেন নরকাৎ পাতকী যথা ॥ ৩৯
পূতিব্রণান্নিপতিতঃ কৃমিরেব ইবাপরঃ।
ততো বাল্যাদিদুঃখানি সর্ব্ব এবং বিভুঞ্জতে ॥ ৪০
ত্বয়া চৈবানুভূতানি সর্ব্বত্র বিদিতানি চ।
ন বর্ণিতানি মে গৃধ্র যৌবনাদিষু সর্ব্বতঃ ॥ ৪১
এবং দেহোঽহমিত্যস্মাদধ্যাসান্নিরয়াদিকম্।
গর্ভবাসাদিদুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২
তস্মাদ্দেহদ্বয়াদন্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্।
জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাত্মজ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥

ছয় মাসের মধ্যে কর্ণদ্বয়ের ছিদ্র, পায়ু, মূত্র, উপস্থ এবং নাভি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বৈদ্যকাদি শাস্ত্রে পরিস্ফুট আছে। সপ্তম মাসে শরীরের রোমসকল, মস্তকের কেশ এবং অবয়ববিভাগ হয়। অষ্টম মাসে সকল সম্পন্ন হইয়া যায়। ২০—৩০। হে বিহঙ্গম! রমণীর জঠরে এইরূপে গর্ভ বাড়িতে থাকে। জীব পঞ্চম মাসে সকল রকমে চেতনা লাভ করে। জননী যাহা ভোজন করে, সেই অন্নের সারাংশ—নাভি-সূত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা গর্ভস্থ বালকের জঠরে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতেই সে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিজ কর্ম্মবলেই গর্ভমধ্যে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পায়। তখন সকল জন্ম এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিয়া জঠরানলতাপে সন্তপ্ত হইতে হইতে এই কথা বলে,—'বহুসহস্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি বার স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধ, গবাদি পশু, সম্পত্তি এবং বন্ধুবান্ধব লাভ করিয়াছি মাত্র। পরিবার প্রতিপালনে আসক্তিনিবন্ধন ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্বপ্নেও (একবার) বিষ্ণুচিন্তা করি নাই। এখন তাহার ফল—ঘোরতর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে চিরস্থায়ীর ন্যায় মনে করিয়া বিষয়-তৃষ্ণা-বশতঃ কেবল অকার্য্যই করিয়াছি, নিজের হিত (কিছুমাত্র) করি নাই। এইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে বহুবিধ দুঃখ-ভোগের পর এক্ষণে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এই নরকসদৃশ মলমূত্রময় গর্ভ হইতে কবে আমার নিঃসরণ হইবে? ইহার পর আমি নিরন্তর বিষ্ণুসেবাই করিব; জীব ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে জন্মসময়ে যোনিযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া নরক হইতে পাতকীর ন্যায় অতি দুঃখে বহির্গত হয় এবং দুর্গন্ধব্রণ মধ্য হইতে কৃমির ন্যায় জঠর হইতে নিপাতিত হয়। অনন্তর সে বাল্যাদি দুঃখ ভোগ করে। সকল প্রাণীই এইরূপ ভোগ করিয়া থাকে। আর যৌবনাদি কালে যে সকল দুঃখ, সকলেরই সম্পূর্ণরূপে বিদিত এবং তুমিও অনুভব করিয়াছ, সুতরাং হে গৃধ্র! আমি আর তাহা বর্ণনা করিলাম না। এইরূপে 'আমি—দেহ,' এই অধ্যাস-সম্ভূত অভিনিবেশ হইতেই নরকাদি ভোগ এবং গর্ভবাস প্রভৃতি দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অতএব জীব,আত্মাকে দেহদ্বয় (স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ) এবং প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া দেহ প্রভৃতি পদার্থে মমতা পরিত্যাগ

জাগ্রদাদিবিনির্মুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্।
শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শান্তমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ৪৪
চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে নষ্টে মোহেঽজ্ঞসম্ভবে।
দেহঃ পততু বারব্ধকর্ম্মবেগেন তিষ্ঠতু॥ ৪৫
যোগিনো ন হি দুঃখং বা সুখং বাজ্ঞানসম্ভবম্।
তস্মাদ্দেহেন সহিতো যাবৎ প্রারব্ধসংক্ষয়ঃ॥ ৪৬
তাবৎ তিষ্ঠ সুখেন ত্বং ধৃতকঞ্চুকসর্পবৎ॥
অন্যদ্বক্ষ্যামি তে পক্ষিন্ শৃণু মে পরমং হিতম্।
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্যতি॥ ৪৮
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্রাশ্রমে জনকজাং ভ্রাতৃভ্যাং রহিতে বনে।
রাবণশ্চোরবন্মাত্বা লঙ্কায়াং স্থাপয়িষ্যতি।

করিলে পর আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ৩১-৪৩। তখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা—অবস্থা—আত্মার নহে; সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রভৃতিই আত্মার স্বরূপ; ইহাতে মায়াদোষের সম্পর্ক নাই; ইনি বুদ্ধ, (ইহাঁ ভিন্ন সকলেই অচেতন; অথবা ইনি স্বীয় সম্বন্ধবলে জ্ঞান উৎপাদন করিতেছেন) এবং নিষ্ক্রিয়, ইহা অবধারণ করিবে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পরিজ্ঞাত হইলে পর যখন অবিদ্যাসম্ভূত মোহ বিনষ্ট হয়, তখন প্রারব্ধ কর্ম্মফলে দেহ যাকৃ আর থাক, যোগীর কিছুতেই দুঃখ বা সুখ হয় না, কারণ দুঃখ,—অজ্ঞানসম্ভূত। যেমন যত দিন ত্যাগ করিবার সময় না হয়, তত দিন সর্প কঞ্চুক (খোলোস) ধারণ করে, সেইরূপ যত দিন প্রারব্ধ অদৃষ্ট ক্ষয় না হয়, ততদিন এই দেহের সহিত নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি কর হে পক্ষিন্! আরও কিছু পরম হিতকর বাক্য তোমাকে বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর,—অব্যয় নারায়ণ ত্রেতাযুগে দশরথ-তনয় রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণবধার্থে ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন। সেই অরণ্যাশ্রমে রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিত কালে রাবণ জনকনন্দিনীকে চোরের ন্যায় হরণ করিয়া লঙ্কাতে স্থাপন করিবে।

তস্যাঃ সুগ্রীবনির্দ্দেশাদ্বানরাঃ পরিমার্গণে॥ ৫০
আগমিষ্যন্তি জলধেস্তীরং তত্র সমাগমঃ।
ত্বয়া তৈঃ কারণবশাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫১
তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয় ত্বং যথার্থতঃ।
তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্যেতে পুনর্নবৌ॥ ৫২

সম্পাতিরুবাচ।

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ।
পশ্যন্তু পক্ষৌ মে জাতৌ নূতনাবতিকোমলৌ॥
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সীতাং দ্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্।
যত্নং কুরুধ্বং দুর্লঙ্ঘ্যসমুদ্রস্য বিলঙ্ঘনে॥ ৫৪

যন্নামস্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং
সংসারবারাং নিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জনোঽপি পরমং
বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং
রামস্য ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
যূয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে
শক্তাঃ কথং বানরাঃ॥ ৫৫
ইত্যষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বানরগণ সুগ্রীবের আদেশমত সেই সীতার অনুসন্ধান করিতে সমুদ্রতীরে আগমন করিবে। সেইখানে কারণবশে তোমার সহিত তাহাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হইবে; সংশয় নাই। তখন তুমি তাহাদিগকে যথার্থরূপে সীতার সন্ধান বলিয়া দিও। তখনই তোমার নূতন পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইবে।” সম্পাতি বলিল,—চন্দ্র নামে মুনিকুল-শ্রেষ্ঠ আমাকে অনেক বুঝাইলেন। দেখ, আমার অতি কোমল নূতন পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইল। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম। সীতাকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে; দুস্তর সাগর লঙ্ঘন করিতে যত্ন কর। নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে অনন্ত সংসার-সমুদ্র পার হইয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পরম পদ প্রাপ্ত হয়, বানরগণ! তোমরা ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী সেই রামচন্দ্রের প্রিয় ভক্ত; এই শত যোজনমাত্র বিস্তীর্ণ সামান্য

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

গতে বিহায়সা গৃধ্ররাজে বানরপুঙ্গবাঃ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ সীতাদর্শনলালসাঃ ॥ ১
উচুঃ সমুদ্রং পশ্যন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্ ।
তরঙ্গাদিভিরুন্নদ্ধমাকাশমিব দুগ্র্হম্ ॥ ২
পরস্পরমবোচন্ বৈ কথমেনং তরামহে ।
উবাচ চাঙ্গদস্তত্র শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ॥ ৩
ভবন্তোঽত্যন্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ ।
কো বাত্র বারিধিং তীর্ত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ।
এতেষাং বানরাণাং স প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ ॥ ৪
অতোত্তিষ্ঠতু মে শীঘ্রং পুরতো যো মহাবলঃ ।
বানরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং রামসুগ্রীবয়োরপি ।
স এব পালকো ভূয়াদত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬
ইত্যুক্তে যুবরাজেন তুষ্ণীং বানরসৈনিকাঃ ।
আসন্ নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরস্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭

অঙ্গদ উবাচ ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্ব্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যসিদ্ধয়ে
কেন বা সাধ্যতে কার্য্যং জানীমস্তদনন্তরম্ ॥ ৮
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বীরা বলং পৃথক্ ।
যোজনানাং দশারভ্য দশোত্তরগুণং জগুঃ ॥ ৯
শতাবধি তু জাম্ববাংস্তু প্রাহ মধ্যে বনৌকসাম্ ।
পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলক্ষণম্ ॥ ১০
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽহমগাং প্রদক্ষিণবিধানতঃ ।
ইদানীং বার্দ্ধকগ্রস্তো ন শক্নোমি বিলঙ্ঘিতুম্ ॥ ১১
অঙ্গদোঽপ্যাহ মে গন্তুং শক্যং পারং মহোদধেঃ
পুনর্লঙ্ঘনসামর্থ্যং ন জানাম্যস্তি বা ন বা ॥ ১২

সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবে না কি? কেন পারিবে না? ৪৪—৫৫।

নবম অধ্যায়।

গৃধ্ররাজ, আকাশ-পথে গমন করিলে, সীতাদর্শনে একান্ত অভিলাষী বানরশ্রেষ্ঠগণ অতীব আনন্দিত হইয়া পরস্পরের নিকট সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর নক্রকুলভীষণ বৃহৎ ক্ষুদ্র-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল, আকাশের ন্যায় দুরবগাহ জলনিধি অবলোকন করিয়া বিষণ্ণভাবে পরস্পর বলিতে লাগিল,—"ইহা পার হইব কিরূপে?" তন্মধ্যে অঙ্গদ বলিল,—"বানর-শ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ কর। তোমরা অত্যন্ত বলশালী, শূর এবং নানা স্থানে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ; ইহার মধ্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া রাজকার্য্য করিতে পারিবে কে? যে পারিবে, সে এই সমস্ত বানর-মণ্ডলীর প্রাণদাতা, ইহাতে সংশয় নাই; অতএব যিনি মহাবল তিনি শীঘ্র আমার সম্মুখে উত্থিত হউন; তিনি সমস্ত বানরগণের—শুদ্ধ বানরগণের কেন, রাম এবং সুগ্রীবেরও রক্ষাকর্ত্তা হউন।" যুবরাজ এই কথা বলিলেও সকল বানর সৈন্য চুপ করিয়া রহিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কেহ কিছু বলিল না। অঙ্গদ বলিল, কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমরা সকলেই প্রত্যেকে আপন আপন বল বর্ণন কর। তাহার পর বুঝিব, কাহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে। অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ বলের উল্লেখ করিতে লাগিল। দশ যোজন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশ দশ যোজন অধিক হিসাবে লঙ্ঘন-সামর্থ্য জানাইল। অর্থাৎ যাহার বল সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন, সে দশ-যোজন লঙ্ঘন করিতে পারে বলিল; যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিংশতি যোজন; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্রিংশৎ যোজন; এইরূপ নিজ নিজ সামর্থ্য জানাইল। এইরূপ ক্রমানুসারে উঠিতে উঠিতে অরণ্যচারীদিগের মধ্যে জাম্ববান্, নবতিযোজন লঙ্ঘনে সামর্থ্য জানাইল এবং বলিল, পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ ত্রিবিক্রম হইলে (বামনাবতারে বিরাটমূর্ত্তি ধরিয়া চরণ দ্বারা ভুবনমণ্ডল অধিকার করিবার সময়) তাঁহার যে চরণ পৃথিবীব্যাপক হইয়াছিল, একবিংশতি বার তাহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। অধুনা বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক লঙ্ঘন করিতে পারি না। ১—১১। অঙ্গদও বলিল, সমুদ্র-পারে গমন করিতে

তমাহ জাম্ববান্ বীরস্ত্বং রাজা নো নিয়ামকঃ।
ন যুক্তং ত্বাং নিযোক্তুং মে ত্বং সমর্থোঽসি যদ্যপি॥
অঙ্গদ উবাচ।
এবং চেৎ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বে স্বপ্স্যামো দর্ভবিষ্টরে।
কেনাপি ন কৃতং কার্য্যং জীবিতুঞ্চ ন শক্যতে॥
তমাহ জাম্ববান্ বীরো দর্শয়িষ্যামি তে সুত।
যেনাস্মাকং কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেণ চ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা জাম্ববান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্।
হনুমন্ কিং রহস্তূষ্ণীং স্থীয়তে কার্য্যগৌরবে॥ ১৬
প্রাপ্তেঽজ্ঞেনেব সামর্থ্যং দর্শয়াদ্য মহাবল।
ত্বং সাক্ষাদ্বায়ুতনয়ো বায়ুতুল্যপরাক্রমঃ॥ ১৭
রামকার্য্যার্থমেব ত্বং জনিতোঽসি মহাত্মনা।
জাতমাত্রেণ তে পূর্ব্বং দৃষ্ট্বোদ্যন্তং বিভাবসুম্॥
পক্বং ফলং জিঘৃক্ষামীত্যুৎপ্লুত্য বালচেষ্টয়া।
যোজনানাং পঞ্চশতং পতিতোঽসি ততো ভুবি॥
অতস্ত্বদ্বলমাহাত্ম্যং কো বা শক্নোতি বর্ণিতুম্।
উত্তিষ্ঠ কুরু রামস্য কার্য্যং নঃ পাহি সুব্রত॥ ২০
শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমানতিহর্ষিতঃ।
চকার নাদং সিংহস্য ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ন্নিব॥ ২১
বভূব পর্ব্বতাকারস্ত্রিবিক্রমইবাপরঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা জলনিধিং কৃত্বা লঙ্কাঞ্চ ভস্মসাৎ॥ ২২
রাবণং সকুলং হত্বানেষ্যে জনকনন্দিনীম্।
যদ্বা বদ্ধা গলে রজ্জ্বা রাবণং বামপাণিনা॥ ২৩
লঙ্কাং সপর্ব্বতাং ধৃত্বা রামস্যাগ্রে ক্ষিপাম্যহম্।
যদ্বা দৃষ্ট্বৈব যাস্যামি জানকীং শুভলক্ষণাম্॥ ২৪

আমার সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু পুনর্ব্বার লঙ্ঘন করিয়া আসিবার শক্তি আছে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। বীর জাম্ববান্ তাঁহাকে বলিল,—"তুমি রাজা, অতএব তুমি আমাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে; সুতরাং তুমি যদিও সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ, তথাপি তোমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা আমাদিগের উচিত হয় না।" অঙ্গদ বলিল,—"যদি এইরূপ হইল তবে আমরা সকলে পূর্ব্ববৎ কুশাসনে শয়ন করি (প্রায়োপবেশন করি); যখন কেহ কার্য্য সাধন করিতে পারিল না, তখন জীবন ত থাকিবে না।" বীর জাম্ববান্ তাহাকে কহিল,—"বৎস! (চিন্তিত হইও না), যাহার দ্বারা অবিলম্বে আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এমন ব্যক্তি তোমাকে দেখাইতেছি।" জাম্ববান্ এই বলিয়া (একপার্শ্বে) অবস্থিত হনুমানকে বলিল,—"হনুমন্! এত বড় গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কিনা অনভিজ্ঞের ন্যায় নির্জ্জনে চুপ করিয়া রহিয়াছ! হে মহাবল! আজ নিজ সামর্থ্য প্রদর্শন কর। তুমি সাক্ষাৎ বায়ুর পুত্র, তোমার পরাক্রম বায়ুর সমান। রামকার্য্যের জন্যই মহাত্মা বায়ু তোমাকে উৎপাদন করেন। পূর্ব্বে তুমি জন্মিবামাত্র অচিরোদিত সূর্য্যকে, পক্বফল বোধ করিয়া গ্রহণলালসায়* বাল্যলীলাক্রমে উচ্চ পঞ্চশত-যোজন লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিলে, তাহার পর (ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে) ভূতলে পতিত হইয়াছিলে। অতএব তোমার বীর্য্য মাহাত্ম্য বর্ণন করে কাহার সাধ্য। হে সুব্রত! উঠ, রামকার্য্য সাধন কর, আমাদিগকে রক্ষা কর।" জাম্ববানের বাক্য শুনিয়া হনুমান্ অতি আনন্দে সিংহনাদ করিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হইতেছে। হনুমান্ দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমের ন্যায় পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিল; এবং বলিতে লাগিল,—"সমুদ্র লঙ্ঘন করিব, লঙ্কা ভস্মসাৎ করিব, পরে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া জনকনন্দিনীকে আনয়ন করিব। অথবা রাবণের গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া এবং ত্রিকূট পর্ব্বতের সহিত লঙ্কানগরীকে বাম করতলে ধারণ করিয়া রামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। অথবা কেবল শুভ-লক্ষণা জনক-

---

* মূলে "জিঘৃক্ষামি" কথাটী 'গ্রহীষ্যামি' অর্থে অর্থ; টীকাকার এই কথা বলেন। কিন্তু আমরা উহা আর্ষ স্বীকার না করিয়াই, সহজ ভাবে অর্থ করিয়াছি। মূলের ১৯শ শ্লোকের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া লউন।

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং জাম্ববানিদমব্রবীৎ।
দৃষ্টৈবাগচ্ছ ভদ্রং তে জীবন্তীং জানকীং শুভাম্॥
পশ্চাদ্রামেণ সহিতো দর্শয়িষ্যসি পৌরুষম্।
কল্যাণং ভবতাত্তত্র গচ্ছতস্তে বিহায়সা॥ ২৬
গচ্ছন্তং রামকার্য্যার্থং বায়ুস্ত্বামনুগচ্ছতু।
ইত্যাশীর্ভিঃ সমামন্ত্র্য বিসৃষ্টঃ প্লবগাধিপৈঃ॥ ২৭
মহেন্দ্রাদ্রিশিরো গত্বা বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ২৮
মহানগেন্দ্রপ্রতিমো মহাত্মা
সুবর্ণবর্ণোহরুণচারুবক্ত্রঃ।
মহাফণীন্দ্রাভসুদীর্ঘবাহু-
র্বাতাত্মজোহদৃশ্যত সর্ব্বভূতৈঃ॥ ২৯

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ।

নন্দিনীকে দেখিয়াই প্রত্যাগমন করিব।" হনূমানের কথা শুনিয়া জাম্ববান্ ইহা বলিল,—"তোমার মঙ্গল হউক, শুভা জনকতনয়াকে জীবিত দেখিয়াই ফিরিয়া আইস, পশ্চাৎ রামের সহিত একত্র হইয়া পৌরুষ প্রদর্শন করিবে। ভদ্র! তোমার মঙ্গল হউক। আকাশ পথে গমন করিতে যেন তোমার কোন বিঘ্ন না হয়। তুমি রাজকার্য্যের জন্য গমন করিতেছ, বায়ু তোমার অনুগমন করুন।" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ বিদায় দিলে পর, হনুমান্ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক অদ্ভুত-দর্শন হইল অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। তখন তাহার শরীর সুবিশাল গিরিশ্রেষ্ঠের ন্যায়; বর্ণ—সুবর্ণের ন্যায়, বদনমণ্ডল অরুণের ন্যায় মনোহর ও সুদীর্ঘ বাহুযুগল মহাফণীন্দ্র সদৃশ হইল। মহাত্মা পবননন্দন এইরূপে সর্ব্বভূতের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ২১—২৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তঞ্চেদং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

সুন্দরকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্।
লিলঙ্ঘয়িষুরানন্দসন্দোহো মারুতাত্মজঃ॥ ১
ধ্যাত্বা রামং পরাত্মানমিদং বচনমব্রবীৎ।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা॥ ২
অমোঘং রামনির্ম্মুক্তং মহাবাণমিবাখিলাঃ।
পশ্যাম্যদ্যৈব রামস্য পত্নীং জনকনন্দিনীম্॥ ৩
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎ স্মরন্॥ ৪
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিমপারং যাতি তৎপদম্।
কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ॥ ৫
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম্।
ইত্যুক্ত্বা হনুমান্ বাহূ প্রসার্য্যায়তবালধিঃ॥ ৬
ঋজুগ্রীবোর্দ্ধদৃষ্টিঃ সন্নাকুঞ্চিতপদদ্বয়ঃ।
দক্ষিণাভিমুখস্তূর্ণং পুপ্লুবেঽনিলবিক্রমঃ॥ ৭
আকাশাৎ ত্বরিতং দেবৈর্বীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ।
দৃষ্ট্বানিলসুতং দেবা গচ্ছন্তং বায়ুবেগতঃ॥ ৮
পরীক্ষণার্থং সত্ত্বস্য বানরস্যেদমব্রুবন্।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ॥ ৯
লঙ্কাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জানীমহে বলম্।
এবং বিচার্য্য নাগানাং মাতরং সুরসাভিধাম্॥১০
অব্রবীদ্দেবতাবৃন্দঃ কৌতুহলসমন্বিতঃ।
গচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রস্য কিঞ্চিদ্বিঘ্নং সমাচর।
জ্ঞাত্বা তস্য বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ত্বরান্বিতা॥ ১১
ইত্যুক্তা সা যযৌ শীঘ্রং হনূমদ্বিঘ্নকারণাৎ॥ ১২

প্রথম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—পবন-নন্দন অতীব আনন্দ সহকারে শতযোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্র পার হইতে অভিলাষী হইয়া পরমাত্মা রামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া এই কথা বলিল,—"যেমন সকলে রামপরিত্যক্ত অমোঘ মহাশরকে শূন্যমার্গে যাইতে অবলোকন করে, সেইরূপ আমিও (দ্রুত এবং নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য, আকাশপথে গমন করিতেছি, সকল বানর আমাকে অবলোকন করুক। অদ্যই রাম-ভার্য্যা জনক-নন্দিনীকে অবলোকন করিব; আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার রাম দর্শনও করিলাম, আর কি! মনুষ্য প্রাণত্যাগ সময়ে একবার মাত্র যাঁহার নাম স্মরণ করিলে অপার ভবসাগর পার হইয়া তদীয় পদ প্রাপ্ত হয়, আমি তাঁহার দূত; আবার তাঁহার—অঙ্গুলি, যে অঙ্গুরীয় দ্বারা শোভিত হয়, সেই অঙ্গুরীয় আমার নিকটে; তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছি; আমি যে এই ক্ষুদ্র সমুদ্র পার হইব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই বলিয়া পবন-বিক্রম পবননন্দন দক্ষিণমুখ হইয়া সত্বর লম্ফ প্রদান করিল। তৎকালে তাহার বাহুদ্বয় ও লাঙ্গুল প্রসারিত, গ্রীবা সরল, দৃষ্টি ঊর্দ্ধে বিন্যস্ত এবং চরণদ্বয় আকুঞ্চিত হইয়াছিল। দেবগণ আকাশমণ্ডল হইতে তাহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হনুমান্ সত্বর গমন করিতে লাগিল। দেবগণ পবনতনয়কে বায়ুবেগে গমন করিতে দেখিয়া সেই বানরের সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"এই বায়ুবিক্রম মহাবল বানর যাইতেছে ত! কিন্তু লঙ্কা-প্রবেশ করিতে পারিবে কি না? ইহার কিরূপ বল, তাহা ত আমরা জানি না", এইরূপ বিতর্ক করিয়া কুতুহলান্বিত দেবতাবৃন্দ নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন,—"যাও, তুমি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের পথিমধ্যে কিছু বিঘ্ন কর গিয়া; তাহার বলবুদ্ধি বুঝিয়া আবার সত্বর ফিরিয়া আইস।" ১—১২।

আবৃত্য মার্গং পুরতঃ স্থিত্বা বানরমব্রবীৎ ।
এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ॥ ১৩
দেবৈস্ত্বং কল্পিতো ভক্ষ্যঃ ক্ষুধা সম্পীড়িতাত্মনঃ ।
তামাহ হনুমান্ মাতরহং রামস্য শাসনাৎ ॥ ১৪
গচ্ছামি জানকীং দ্রষ্টুং পুনরাগম্য সত্বরঃ ।
রামায় কুশলং তস্যাঃ কথয়িত্বা ত্বদাননম্ ॥ ১৫
নিবেক্ষ্যে দেহি মে মার্গং সুরসায়ৈ নমোঽস্তু তে
ইত্যুক্তা পুনরেবাহ সুরসা ক্ষুধিতাস্ম্যহম্ ॥ ১৬
প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্ত্রং নো চেৎ ত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্
ইত্যুক্তো হনুমানাহ মুখং শীঘ্রং বিদারয় ॥ ১৭
প্রবিশ্য বদনং তেঽদ্য গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা যোজনায়ামদেহো ভূত্বা পুরঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বা হনুমতো রূপং সুরসা পঞ্চযোজনম্ ।
মুখং চকার হনুমান্ দ্বিগুণং রূপমাদধৎ ॥ ১৯
ততশ্চকার সুরসা যোজনানাঞ্চ বিংশতিম্ ।
বক্ত্রং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদ্‌যোজনসম্মিতম্ ॥ ২০
ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্‌যোজনায়তম্ ।
বক্ত্রং তদা হনূমাংস্তু বভূবাঙ্গুষ্ঠসম্মিতঃ ॥ ২১
প্রবিশ্য বদনং তস্যাঃ পুনরেত্য পুরঃ স্থিতঃ ।
প্রবিষ্টো নির্গতোঽহং তে বদনং দেবি তে নমঃ ॥
এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনূমন্তমথাব্রবীৎ ।
গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্য্যং বুদ্ধিমতাং বর ॥ ২৩
দেবৈঃ সম্প্রেষিতাহং তে বলং জিজ্ঞাসুভিঃ কপে
দৃষ্ট্বা সীতাং পুনর্গত্বা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ ভোঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুসুতঃ পুনঃ ।
জগাম বায়ুমার্গেণ গরুত্মানিব পক্ষিরাট্ ॥ ২৫
সমুদ্রোঽপ্যাহ মৈনাকং মণিকাঞ্চনপর্ব্বতম্ ।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ২৬
রামস্য কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব ।

দেবগণ এই কথা বলিলে, সুরসা হনুমানের বিঘ্ন করিবার জন্য সত্বর গমন করিল; অগ্রপথ আবরণ করিয়া (অগ্রপথ আগুলিয়া) অবস্থান করত বানরকে বলিল—"মহামতে! আইস, শীঘ্র আমার মুখকুহরে প্রবেশ কর; আমি ক্ষুধায় অতীব কাতর আছি। দেবগণ তোমাকে আমার খাদ্যদ্রব্য করিয়াছেন। হনুমান্ তাহাকে বলিল,—"মাতঃ! আমি রামের আদেশমত জানকীকে দেখিতে যাইতেছি; অতি সত্বর ফিরিয়া রামের নিকট তাঁহার মঙ্গল সমাচার দিয়া আসিয়াই তোমার মুখকুহরে প্রবিষ্ট হইব; এক্ষণে আমাকে পথ দাও; তুমি সুরসা,—তোমাকে নমস্কার।" এ কথা বলিলে সুরসা পুনর্ব্বার বলিল,—"আমি ক্ষুধিতা হইয়াছি; আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া (ক্ষমতা থাকে ত তথা হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক) গমন কর। নতুবা তোমাকে এখনই আমি ভক্ষণ করিয়া ফেলি।" ইহা বলিলে হনুমান্ উত্তর করিল, "তবে শীঘ্র মুখব্যাদান কর, বড় ত্বরা আছে; এখনই তোমার মুখে প্রবেশ করিয়া তৎপরেই যাইতেছি।" এই বলিয়া হনূমান্ একযোজন বিস্তৃত শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁর সম্মুখে অবস্থিত হইল। হনুমানের দেহ দেখিয়া সুরসা নিজমুখ পঞ্চযোজন বিস্তৃত করিল। হনুমান্ দ্বিগুণ (দশযোজন বিস্তৃত) রূপ ধারণ করিল। অনন্তর সুরসাও বিংশতি যোজন মুখ করিল। হনুমান্ ত্রিংশ যোজন পরিমিত দেহ করিল। সুরসা পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত মুখ করিল। তখন হনুমান্ অঙ্গুষ্ঠসদৃশ ক্ষুদ্রাকার হইল এবং সুরসার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নির্গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। "দেবি! তোমার বদনে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গত হইয়াছি; তোমাকে নমস্কার।" ১২—২২। হনুমান্ এই কথা বলিলে, সুরসা হনুমান্‌কে বলিতে লাগিল;—"হে সুধীবর! যাও, রামের কার্য্য সাধন কর। হে কপি! তোমার বলবুদ্ধি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। অহে যাও সীতা দর্শনের পর প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।" এই বলিয়া সুরসা দেবলোকে গমন করিল। পবন-নন্দনও পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় (সত্বর) বায়ু-পথে আবার গমন করিতে থাকিল। সমুদ্রও মণিকাঞ্চন-পর্ব্বত মৈনাককে বলিল,—এই মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন হনুমান্, রামের

সগরৈর্ব্বর্দ্ধিতো যস্মাৎ পুরাহং সাগরোঽভবম্ ॥২৭
তস্যান্বয়ে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।
তস্য কার্য্যানুসিদ্ধ্যর্থং গচ্ছত্যেষ মহাকপিঃ ॥ ২৮
ত্বমুত্তিষ্ঠ জলাৎ তূর্ণং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু ।
স তথেতি প্রাদুরভূজ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তস্যোপরি নরাকৃতিঃ ।
প্রাহ যান্তং হনূমন্তং মৈনাকোঽহং মহাকপে ॥
সমুদ্রেণ সমাদিষ্টস্ত্বদ্বিশ্রামায় মারুতে ।
আগচ্ছামৃতকল্পানি জগ্ধ্বা পক্কফলানি মে ॥ ৩১
বিশ্রম্যাত্র ক্ষণং পশ্চাদ্গমিষ্যসি যথাসুখম্ ।
এবমুক্তোঽথ তং প্রাহ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩২
গচ্ছতো রামকার্য্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ ।
বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥
ইত্যুক্ত্বা স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ যযৌ কপিঃ ।

কিঞ্চিদ্দূরং গতস্যাস্য ছায়াং ছায়াগ্রহোঽগ্রহীৎ ॥
সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা ।
আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাকৃষ্য ভক্ষয়েৎ ॥৩৫
তয়া গৃহীতো হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
কেনেদং মে কৃতং বেগ-রোধনং বিঘ্নকারিণা ॥৩৬
দৃশ্যতে নৈব কোঽপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে ।
এবং বিচিন্ত্য হনুমানধো দৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭
তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্ ।
পপাত সলিলে তূর্ণং পদ্ভ্যামেবাহনদ্রুষা ।
পুনরুৎপ্লুত্য হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৮
ততো দক্ষিণমাসাদ্য কূলং নানাফলদ্রুমম্ ॥ ৩৯
নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণং নানাপুষ্পলতাবৃতম্ ।
ততো দদর্শ নগরং ত্রিকূটাচলমূর্দ্ধনি ॥ ৪০
প্রাকারৈর্বহুভির্যুক্তং পরিখাভিশ্চ সর্ব্বতঃ ।

কার্য্য-সিদ্ধির জন্য গমন করিতেছে; বিশ্রামস্থান প্রদান করিয়া তুমি ইহার সাহায্য কর। পূর্ব্ব-কালে সগর-সন্তানগণ আমাকে বর্দ্ধিত করে; এইজন্য আমার নাম সাগর; প্রভু দাশরথি রাম, সেই সগরবংশে উৎপন্ন; এই মহাকপি তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ করিতে গমন করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র জল হইতে উত্থিত হও; তোমার উপর বিশ্রাম করিয়া গমন করুক। বিবিধ-মণিময়-শৃঙ্গে মহোন্নত মৈনাক 'আচ্ছা' বলিয়া জলমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। মৈনাক সেই পর্ব্বতের উপরে মনুষ্যাকারে অবস্থিত হইয়া গমনশীল হনূমান্‌কে বলিল,—"মহা-কপে! আমি মৈনাক; তোমাকে বিশ্রাম করাইতে আমি সমুদ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি; হে পবনতনয়! আইস; আমার অমৃততুল্য পক্ক ফলরাশি ভোজনপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পশ্চাৎ সুখে গমন করিবে।" ইহা বলিলে পর, বায়ুপুত্র হনূমান্ তাহাকে বলিতে লাগিল,—"আমি রামকার্য্যের জন্য গমন করি-তেছি, তাহা না করিয়া আমার ভক্ষণ করা অনুচিত; আর আমাকে অতি শীঘ্র যাইতে হইবে, সুতরাং বিশ্রাম করাই বা কিরূপে সম্ভবে?" এই বলিয়া বানর, মৈনাকের আর

রক্ষার্থ হস্তাগ্র দ্বারা শিখর স্পর্শ করিয়া গমন করিতে লাগিল। কিছু দূর গমন করিলে পর ছায়াগ্রহ ইহার ছায়া ধরিয়া আকর্ষণ করিল সেই ছায়াগ্রহের নাম সিংহিকা; সেই ভীষণ সর্ব্বদা জলমধ্যে অবস্থান করে; এবং আকাশ চারীদিগের ছায়া আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগে আকর্ষণ করিয়া ভোজন করে। বীর্য্যবা হনূমান্ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চিন্তা করিত লাগিল,—"আঁ্যা! কে বিঘ্নকারী হই আমার বেগ রোধ করিল! এই এখানে কাহাকেও দেখিতে পাই না। আম আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে!" এইরূপ চি করত হনূমান্ অধোভাগে দৃষ্টি সঞ্চা করিল; তথায় বিকটাকৃতি মহাকায়া সিং কাকে অবলোকন করিবামাত্র সত্বর জলে পা এবং ক্রোধভরে চরণদ্বয়প্রহারে তাহাকে করিল। পুনর্ব্বার উল্লম্ফনপূর্ব্বক হনূ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।২৩— অনন্তর ফলভারনম্র পাদপ-নিকরে শো নানাজাতীয় পশুপক্ষিপূর্ণ কুসুমিত লতা সমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত তথা হইতে ত্রিকূটগিরিশিখরে অবস্থিত নগর দেখিতে পাইল। নগরের চতু

প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কামিতি চিন্তাপরোঽভবৎ।
রাত্রৌ বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মোঽহং লঙ্কাং রাবণ
পালিতাম্।
এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম স ॥৪২
ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্দ্বারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্।
তত্র লঙ্কাপুরী সাক্ষাদ্রাক্ষসীবেশধারিণী। ৪৩
প্রবিশন্তং হনূমন্তং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যতর্জয়ৎ।
কস্ত্বং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪
প্রবিশ্য চোরবদ্রাত্রৌ কিং ভবান্ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী পাদেনাভিজঘান তম্ ॥৪৫
হনূমানপি তাং বামমুষ্টিনাবজ্ঞয়াহনৎ।
তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদ্বমতী ভৃশম্ ॥ ৪৬
উত্থায় প্রাহ সা লঙ্কা হনূমন্তং মহাবলম্।
হনুমন্ গচ্ছ ভদ্রং তে জিতা লঙ্কা ত্বয়ানঘ। ৪৭
পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হ্যষ্টাবিংশতিপর্য্যয়ে।
ত্রেতাযুগে দাশরথী রামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥৪৮
জনিষ্যতে যোগমায়া সীতা জনকবেশ্মনি।
ভূভারহরণার্থায় প্রার্থিতোঽহং ময়া কচিৎ ॥৪৯
সভার্য্যো রাঘবো ভ্রাত্রা গমিষ্যতি মহাবনম্।
তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোঽপহরিষ্যতি ॥
পশ্চাদ্রামেণ সাচিব্যং সুগ্রীবস্য ভবিষ্যতি ॥
সুগ্রীবো জানকীং দ্রষ্টুং বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ॥
তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়া চ ভর্ৎসিতঃ সোঽপি ত্বাং হনিষ্যতি মুষ্টিনা ॥
তেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে।
তদৈব রাবণস্যান্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫৩
তস্মাৎ ত্বয়া জিতা লঙ্কা জিতং সর্ব্বং ত্বয়ানঘ।
রাবণান্তঃপুরবরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্। ৫৪
তন্মধ্যেঽশোকবনিকা দিব্যপাদপসঙ্কুলা।

বৃহত্তর প্রাকার এবং পরিখা ছিল। ইহা দেখিয়া "কিরূপে লঙ্কা প্রবেশ করিব," হনূমান্ এই চিন্তাই করিতে লাগিল—নিশাভাগে সূক্ষ্ম-রূপে এই রাবণ-পালিত লঙ্কানগরে প্রবেশ করিব স্থির করিয়া, তথায় অবস্থানপূর্ব্বক উপ-যুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; পরে যথাসময়ে লঙ্কা নগরাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর প্রতাপশালী হনূমান্ সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া দ্বারে প্রবেশ করিল; সেখানে রাক্ষসী-বেশধারিণী লঙ্কার মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হনূমান্‌কে লঙ্কানগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত কহিল,—"কেরে তুই? আমি লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া রাত্রিকালে বানররূপে চোরের ন্যায় এই নগরে প্রবেশ করিতেছিস্? কি করিতে ইচ্ছা করিস্?" ক্রোধকষায়িত-লোচনে এই কথা বলিয়া দেবী হনূমান্‌কে পদাঘাত করিল; হনূমান্‌ও তাহাকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক বামমুষ্টি প্রহার করিল। লঙ্কাদেবী তৎক্ষণাৎ অতীব রক্তবমন করত ভূতলে পতিত হইল। (কিয়ৎক্ষণ পরে) উঠিয়া তাহার পরাক্রান্ত হনূমান্‌কে বলিতে লাগিল, হনূমন্! যাও তোমার মঙ্গল হউক, আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম;—নির্ব্বিঘ্নে নগরে প্রবেশ কর। হে অনঘ! তুমি লঙ্কাজয় করিবে।৩৯-৪৭। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা আমার নিকট বলিয়াছেন, কোন সময়ে ভূভার হরণ করিতে আমি প্রার্থনা করিলে অবিনাশী নারায়ণ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে রাম নামে দশরথ-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যোগমায়াও সীতা নামে জনকগৃহে আবির্ভূতা হইবেন। ভার্য্যা এবং অনুজের সহিত রামচন্দ্র মহাবনে গমন করি-বেন। সেই বনে রাবণ মহামায়া সীতাকে অপহরণ করিবে। পশ্চাৎ রামের সহিত সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হইবে। সুগ্রীব সীতা অন্বেষণ করিতে বানরগণকে প্রেরণ করিবে। তন্মধ্যে এক বানর রাত্রিকালে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে, সেও তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবে। হে অনঘে! তদীয় আঘাতে তুমি যখন ব্যথিত হইবে, তখনই রাবণের শেষ হইবে; সন্দেহ নাই। হে অনঘ! যখন আমি লঙ্কা—তোমার নিকট পরাজিত হইলাম, তখন সকল রাক্ষসকুলকেই তুমি পরাজয় করিলে। রাবণের প্রধান অন্তঃপুরে উৎকৃষ্ট প্রমোদ-বন; তাহার মধ্যে দিব্য-

অস্তি তস্যাং মহাবৃক্ষঃ শিংশপা নাম মধ্যগঃ॥
তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
দৃষ্ট্বৈব গচ্ছ ত্বরিতং রাঘবায় নিবেদয়॥ ৫৬
ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব-
স্মৃতির্মমাসীদ্ভবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোঽপ্যতিদুর্লভো মম
প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি॥ ৫৭
উল্লঙ্ঘিতেঽব্ধৌ পবনাত্মজেন
ধরাসুতায়াশ্চ দশাননস্য।
পুস্ফোর বামাক্ষিভুজশ্চ তীব্রং
রামস্য দক্ষাঙ্গমতীন্দ্রিয়স্য॥ ৫৮

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পাদসঙ্কুল অশোক-বনিকা; তাহার মধ্যস্থলে শিংশপা নামে মহাবনস্পতি আছে; সেই শিংশপা-তরুতলে জানকী অবস্থিত করিতেছেন; দারুণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে সাবধানে রক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হও; রাঘবের নিকটে নিবেদন কর গিয়া। বহুকালের পর রামচন্দ্র আমার স্মৃতিপথে উদিত হইলেন; শ্রীরামকে স্মরণ করিলে সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; অতএব আজ আমি ধন্য হইলাম, তদীয় ভক্তের সংসর্গও অতি দুর্লভ, তাহাও লাভ করিলাম। এক্ষণে প্রার্থনা দশরথনন্দন প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিতি করুন। পবননন্দন সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে পর, ধরণীতনয়া সীতা ও দশাননের বাম নেত্র ও বাম ভুজ এবং ইন্দ্রিয়াতীত রামচন্দ্রের দক্ষিণাঙ্গ অতিশয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। * ৪৮—৫৮।

---

* স্ত্রী লোকের বামাঙ্গ স্পন্দন এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন শুভসূচক। পুরুষের বামাঙ্গ স্পন্দন অশুভসূচক।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ততো জগাম হনুমান্ লঙ্কাং পরমশোভনম্।
রাত্রৌ সূক্ষ্মতনুর্ভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্॥ ১
সীতান্বেষণকার্য্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্।
তত্র সর্ব্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ॥ ২
নাপশ্যজ্জানকীং স্মৃত্বা ততো লঙ্কাভিভাষিতম্।
জগাম হনুমান্ শীঘ্রমশোকবনিকাং শুভাম্॥ ৩
সুরপাদপসম্বাধাং রত্নসোপানবাপিকাম্।
নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্॥ ৪
ফলৈরানম্রশাখাগ্র-পাদপৈঃ পরিবারিতাম্।
বিচিন্বন্ জানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ॥ ৫
দদর্শাভ্রংলিহং তত্র চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্।
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো মণিস্তম্ভশতান্বিতম্॥ ৬
সমতীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদ্দূরং স মারুতিঃ।
দদর্শ শিংশপাবৃক্ষমত্যন্তনিবিড়চ্ছদম্॥ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর হনুমান্, সেই নিশাভাগে ক্ষুদ্র বানররূপে পরমশোভনা লঙ্কানগরীতে গমন করিল; এবং পুরীর চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সীতা অন্বেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া, রাজভবনে প্রবেশ করিল। বানর হনুমান, তথায় সকল স্থান খুঁজিয়াও জনকনন্দিনীকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর হনুমান্ লঙ্কা-বাক্য স্মরণ করিয়া, সত্বর শুভ অশোক-বনিকাতে গমন করিল। এই বনিকা—নিবিড় সুরতরু-শ্রেণী, রত্ন-সোপান-শোভিত-দীর্ঘিকা সকল ও সুবর্ণময় প্রাসাদে সবিশেষ-শোভান্বিত; নানাজাতীয়-পশু-পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এবং যাহাদিগের শাখাগ্রভাগ ফলভারে অবনত, সেই সকল পাদপকুলে পরিবৃত ছিল। সেখানে পবননন্দন প্রত্যেক বৃক্ষতলে জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শত মণিস্তম্ভে শোভিত, গগনস্পর্শী এক উৎকৃষ্ট চৈত্য-প্রাসাদ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুনন্দন হনুমান্ তাহা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন করিলে পর, এক শিংশপা বৃক্ষ তাহার নয়ন-

অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্ ।
তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্ ॥ ৮
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভূতলে ।
একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্ ॥ ৯
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতিভাষিণীম্ ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকৃশাং শুভাম্ ।
শাখান্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১০
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম্ ॥
ময়ৈব সাধিতং কার্য্যং রামস্য পরমাত্মনঃ ।
ততঃ কিলকিলাশব্দো বভূবান্তঃপুরাদ্বহিঃ ॥ ১২
কিমেতদিতি সল্লীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।
আয়ান্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম্ ॥১৩
দশাস্যং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো তরুখণ্ডেঘলীয়ত ॥ ১৪

রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ ।
সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ নিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।
তস্মিন্ দিনে পরং রাত্রৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥
স্বপ্নে রামেণ সন্দিষ্টঃ কশ্চিদাগতো বানরঃ ।
কামরূপধরঃ সূক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোঽনুপশ্যতি ॥ ১৭
ইতি দৃষ্ট্বাদ্ভুতং স্বপ্নং স্বাত্মন্যেবানুচিন্ত্য সঃ ।
স্বপ্নঃ কদাচিৎ সত্যঃ স্যাদেবং তত্র করোম্যহম্ ॥
জানকীং বাক্শরৈর্বিধ্য দুঃখিতাং নিতরামহম্ ।
করোমি দৃষ্ট্বা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ ॥ ১৯
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ সীতা-সমীপমগমদ্দ্রুতম্ ।
নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং শ্রুত্বা শিঞ্জিতমঙ্গনা ॥ ২০
সীতা ভীতা লীয়মানা স্বাত্মন্যেব সুমধ্যমা ।
অধোমুখ্যশ্রুনয়না স্থিতা রামার্পিতান্তরা ॥ ২১

গোচর হইল। ঐ শিংশপা বৃক্ষের পত্রচয় অত্যন্ত নিবিড়, সুতরাং তলস্থিত লোক একেবারেই রৌদ্রের মুখ দেখিতে পায় না; আর সুবর্ণবর্ণ বিহঙ্গকুল, বৃক্ষটীকে আবৃত করিয়াছে। বীর হনুমান্ সেই বৃক্ষমূলে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় রাক্ষসীমধ্যে অবস্থিতা শুভা জনকতনয়াকে দেখিতে পাইল।১-১০। দেখিল,তাঁহার কেশপাশ সংস্কারশূন্য; মনোদুঃখে দেহ শীর্ণ; পরিধানে মলিন বস্ত্র; তিনি ভূমি-শয্যায় পড়িয়া কাতর ভাবে শোক করিতেছেন; মুখে মাত্র "রাম" "রাম" শব্দ; এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে, এমন এক জনকেও পাইতেছেন না; দুঃখশীর্ণ দেহ অনাহারে শীর্ণতর হইয়াছে। বানর-শ্রেষ্ঠ শাখাগ্রস্থিত পত্র-পুঞ্জের মধ্যে বিলীন হইয়া অনিমিষ-নেত্রে দেখিতে লাগিল; ও মনে মনে বলিল,—"আমি কৃতার্থ হইলাম, —জনক-নন্দিনীকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম; পরমাত্মা রামের কার্য্য আমার দ্বারাই সাধিত হইল।" অনন্তর অন্তঃপুরের বহির্ভাগে কিল কিলা শব্দ (গোলমাল) হইতে লাগিল; পবননন্দন বৃক্ষপত্রে লীন হইয়াই "একি আবার?" এই ভাবিতে ছিল; ইত্যবসরে দশ-মুখ বিংশতিহস্ত সুনীল-অঞ্জন-রাশি তুল্য রাবণ রমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া আগমন করিতেছে, দেখিয়া সবিস্ময়ে পত্র-পুঞ্জের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হইল। "রামের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে কিরূপে? এমন কি কারণ উপস্থিত হইতে পারে যে, রামচন্দ্র সীতার জন্যও আসিতেছেন না?" রাবণ অনবরত এইরূপ চিন্তা করত সর্ব্বদা রামচন্দ্রকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। সেই দিন শেষ রাত্রে রামচন্দ্র, রাক্ষসরাজ রাবণকে স্বপ্নে আদেশ করেন—"কোন এক কামরূপী বানর আসিয়া সূক্ষ্মরূপে বৃক্ষাগ্রে অবস্থিতি করত সীতাকে দেখিতেছে।" রাবণ এই অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল "কখন কখন স্বপ্নও সত্য হয়; অতএব এক্ষণে এই করা যাউক,—জানকীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া নিরতিশয় দুঃখিত করি; যদি আসিয়া থাকে ত, বানর তাহা দেখিয়া গিয়া রাম সন্নিধানে নিবেদন করুক।" এইরূপ চিন্তা করত সত্বর সীতাসমীপে গমন করিল; সুমধ্যমা রমণী সীতা নূপুরধ্বনি এবং কিঙ্কিণীধ্বনি শ্রবণ করিয়া (সস্ত্রীক রাবণ আসিতেছে বুঝিয়া) ভয়ে যেন নিজ শরীরেই বিলীন হইয়া রহিলেন (জড়সড় হইলেন) ও অধোমুখী হইলেন; নয়ন হইতে

রাবণোঽপি তদা সীতামালোক্যাহ সুমধ্যমে।
মাং দৃষ্ট্বা কিং বৃথা সুভ্রু স্বাত্মানমেব বিলীয়সে ॥২২
রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ।
কদাচিদ্দৃশ্যতে কৈশ্চিৎ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥ ২৩
ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে।
ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
কিং করিষ্যসি রামেণ নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি।
ত্বয়া সদালিঙ্গিতোঽপি সমীপস্থোঽপি সর্ব্বদা ॥
হৃদয়েঽস্য ন চ স্নেহস্ত্বয়ি রামস্য জায়তে।
ত্বৎকৃতান্ সর্ব্বভোগাংশ্চ ত্বদ্গুণানপি রাঘবঃ ॥
ভুঞ্জানোঽপি ন জানাতি কৃতঘ্নো নির্গুণোঽধমঃ।
ত্বমানীতা ময়া সাধ্বী দুঃখশোকসমাকুলা। ॥ ২৭
ইদানীমপি নায়াতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ।
নিঃসত্ত্বো নির্ম্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্ ॥২৮
নরাধমং ত্বদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ভামিনি।
ত্বয্যতীব সমাসক্তং মাং ভজস্বাসুরোত্তমম্ ॥ ২৯

দ্বিগুণিত বেগে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল; তাঁহার মন রামচন্দ্রেই সন্নিবেশিত রহিল। ১১—২১। তখন রাবণও সীতাকে অবলোকন করিয়া বলিল, "হে সুমধ্যমে! হে সুভ্রু! আমাকে দেখিয়া কেন মিছা গুড়গড় হইতেছ? রামচন্দ্র অনুজের সহিত বনচর মধ্যে অবস্থিতি করে; তাহাকে কেহ কেহ কখন দেখিতে পায়, কখন বা দেখিতেই পায় না। ২৩। তাহাকে দেখিবার জন্য অনেক বার আমি চর পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা যত্নপূর্ব্বক চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ২৪। রাম তোমার উপর সর্ব্বদা বিতৃষ্ণ; তাহাকে লইয়া তুমি কি করিবে? তুমি সর্ব্বদাই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে; সেও সর্ব্বদা তোমার সমীপে থাকিত; তথাপি এই রামের হৃদয়ে তোমার প্রতি কিছুমাত্র স্নেহসঞ্চার হয় নাই; রাঘব, তোমার প্রসাদে সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছে; তোমার বিবিধ গুণরাশির পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু সেই নির্গুণ অধম, কৃতঘ্ন (একবারও) তাহা স্মরণ করে না। তুমি সাধ্বী; আমি তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি বলিয়া, তুমি শোক-দুঃখে আকুল হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু সে অদ্যাপি আসিল না, তোমার উপর যখন তাহার শ্রদ্ধা নাই, তখন সে আসিবে কেন? সে বলহীন, মমতাশূন্য, বৃথামানী এবং মূঢ়। সে আপনাকে আপনি পণ্ডিত বলিয়া মনে করে। ২৫—২৮। হে কোপনে! তোমার প্রতি বিমুখ সেই নরাধমকে লইয়া কি করিবে? (ক)*

---

* ২৩ শ্লোক হইতে (ক) চিহ্নিত শ্লোকার্দ্ধ পর্য্যন্ত রাবণ, রামচন্দ্রের বিষয়ে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহার কাব্যোপযোগী অর্থ মূলে নিবেশিত হইয়াছে। আর যে অর্থ রাবণের মনোগত, তাহা এ স্থলে উল্লিখিত হইল। বনবাসী নির্লিপ্ত যোগিগণ পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে বা অনন্তরূপে ধ্যান করেন। সেই যোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন তাঁহাকে দেখিতে পান, কখন বা পান না। ২৩। আমি তাঁহাকে জানিবার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন এই সকল ইন্দ্রিয়কে বার বার নিযুক্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে জানিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। ২৪। তিনি নির্গুণ এবং সদা পরিতৃপ্ত, তাঁহার কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই। তোমাতেও ইচ্ছা নাই। তুমি প্রকৃতি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছ; তিনি সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বদা সমীপে অবস্থিত। কেহই তাঁহার দ্বেষের বা প্রীতির পাত্র নহে, তাই তোমার উপর স্নেহ নাই। বিষয়ভোগ বা সুখ-দুঃখাদিভোগ—প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে—প্রকৃতির; তিনি সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত। লোকে ভাবে, তিনি ভোক্তা; তিনি কিন্তু আপনাকে ভোক্তা বলিয়া জানেন না। তিনি কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া দেন। তিনি নির্গুণ এবং বাক্‌পথাতীত। তুমি গুণময়ী বলিয়া দুঃখশোকাদি সমস্ত—তোমারই; তোমাকে আনিলাম, তিনি কিন্তু আজিও

দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং যক্ষকিন্নরযোষিতাম্।
ভবিষ্যসি নিয়োক্ত্রী ত্বং যদি মাং প্রতিপদ্যসে॥
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা সীতামর্ষসমন্বিতা।
উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমন্তরে॥ ৩১
রাঘবাদ্বিভ্যতা নূনং ভিক্ষুরূপং ত্বয়া ধৃতম্।
রহিতে রাঘবাভ্যাং ত্বং শুনীব হবিরধ্বরে॥ ৩২
হৃতবানসি মাং নীচ তৎফলং প্রাপ্স্যসেঽচিরাৎ
যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্॥ ৩৩
জ্ঞাস্যসে মানুষং রামং গমিষ্যসি যমান্তিকম্।
সমুদ্রং শোষয়িত্বা বা শরৈর্বদ্ধ্বাথ বারিধিম্॥ ৩৪
হন্তুং ত্বাং সমরে রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।

আমি তোমাতে অতীব আসক্ত এবং আমি দেবরিপুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমাকে ভজনা কর। আমাকে ভজনা করত দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ এবং কিন্নরগণের কামিনীরা তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে।"২২—৩০। রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সীতা অধোমুখী হইয়া এবং মধ্যে তৃণ রাখিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—"জানি তোর পরাক্রম জানি। রাঘবের ভয়েই আমাকে হরণ করিবার সময় তুই ভিক্ষুবেশ ধরিয়াছিলি। যেমন সামান্য কুকুরী (গোপনে) যজ্ঞীয় হবি হরণ করে, রে নীচ! রামলক্ষ্মণ যখন আশ্রয়ে ছিলেন না, তখন সেইরূপে আমাকে হরণ করিয়াছিস্; অচিরে ইহার ফল পাইবি। যখন তোর দেহ রামশরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তুই শমন-সদনে গমন করিবি, তখন বুঝিবি, রাম কেমন মানুষ! রাক্ষসাধম! দেখিবি লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র

আসিতেছেন না। (নির্গুণরূপে আসিবার সম্ভব নাই; কেন না) যিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার গমন হইবে কিরূপে? (সগুণরূপেও আসিতে পারেন না, কারণ আসিলেই) আমি ভক্তিহীন, সত্ত্বগুণবর্জ্জিত, মমতাসম্পন্ন, অভিমানী, মূঢ় এবং পণ্ডিতমানী; আমি তাঁহাকে পাইব, তাহা কিন্তু অসম্ভব। ২৫—২৮। রাম নরোত্তম এবং মায়াতীত।

আগমিষ্যত্যসন্দেহো দ্রক্ষ্যসে রাক্ষসাধম॥ ৩৫
ত্বাং সপুত্রং সহবলং হত্বা নেষ্যতি মাং পুরম্।
শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জানক্যাঃ পরুষাক্ষরম্॥
বাক্যং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুদ্যম্য সত্বরঃ।
হন্তুং জনকরাজস্য তনয়াং তাম্রলোচনঃ॥ ৩৭
মন্দোদরী নিবার্য্যাহ পতিং পতিহিতে রতা।
ত্যজৈনাং মানুষীং দীনাং দুঃখিতাং কৃপণাং
কৃশাম্॥ ৩৮
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং বধ্বঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ।
ত্বামেব বরয়স্ত্যুচ্চৈর্মদমত্তবিলোচনাঃ॥ ৩৯
ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবো রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্যতি সকামনা।
তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জ্জনাদরণাদিভিঃ॥ ৪০
দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ।
তদা সর্ব্বসুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ষ্যতি সা ময়া॥
যদি মাসদ্বয়াদূর্দ্ধং মচ্ছয্যাং নাভিনন্দতি।

শরনিকর দ্বারা সমুদ্র শোষণ, অথবা সেতুবন্ধন করিয়া তোকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় আসিবেন। তোকে সপুত্রে সসৈন্যে ধ্বংস করিয়া আমাকে অযোধ্যানগরে লইয়া যাইবেন।" রাক্ষসরাজ জানকীর পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল। ক্রুদ্ধ রাবণ আরক্ত লোচনে খড়্গ উদ্যত করিয়া, জনক-তনয়াকে হত্যা করিতে ব্যগ্র হইল। স্বামি-হিত-রতা মন্দোদরী স্বামীকে নিবারণ করিয়া কহিল—"দীনা দুঃখিতা কাতরা এবং কৃশা এই মানুষীকে ত্যাগ কর। দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং নাগকুলের রমণীগণ আছে; সেই সকল মদমত্তনয়না বরাঙ্গনা তোমাকেই বিশেষরূপে প্রার্থনা করে।" অনন্তর দশানন, বিকৃতবদনা রাক্ষসীদিগকে বলিতে লাগিল—"সীতা আমার প্রতি অভিলাষিণী হইয়া যাহাতে আমার বশবর্ত্তিনী হয়, ভয়-মৈত্রী দেখাইয়া সত্বর তদ্বিষয়ে যত্ন কর। সীতা যদি দুই মাসের মধ্যে আমার বশীভূতা হয়, তাহা হইলে নিখিল সুখশালিনী হইয়া আমার সহিত রাজ্যভোগ করিবে। যদি দুই মাসের পরেও আমার শয্যায় আসিতে

যো মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত মানুষীম্ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা প্রবরো স্ত্রীভী রাবণোঽন্তঃপুরালয়ম্।
রাক্ষস্যো জানকীমেত্য ভীষয়ন্ত্যঃ স্বতর্জনৈঃ ॥৪৩
তত্রৈকা জানকীমাহ যৌবনং তে বৃথা গতম্।
রাবণেন সমাসাদ্য সফলন্তু ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন জানকীম্।
ইদানীং ছেদ্যতামঙ্গং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৪৫
অন্যা তু খড়্গমুদ্যম্য জানকীং হন্তুমুদ্যতা।
অন্যা করালবদনা বিদার্য্যাস্যমভীষয়ৎ ॥ ৪৬
এবং তাং ভীষয়ন্তীস্তা রাক্ষসীর্বিকৃতাননাঃ।
নিবার্য্য ত্রিজটা বৃদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৭
শৃণুধ্বং দুষ্টরাক্ষস্যো মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ ॥
ন ভীষয়ধ্বং রুদতীং নমস্কুরুত জানকীম্।
ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৯

ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে এই মানুষীকে হত্যা করিয়া, আমার পূর্ব্বাহ্নভোজনের জন্য পাক করিয়া দিও।” ৩১—৪২। এই বলিয়া রাবণ স্ত্রীগণের সহিত অন্তঃপুর-ভবনে গমন করিল। রাক্ষসীগণ জানকীর নিকট আসিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকল্পিত উপায় দ্বারা ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে একজন জানকীকে বলিল,—“যৌবন তোমার বৃথা গেল,—এখনও যদি রাবণের সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে ইহা সফল হয়।” আর একজন সক্রোধে বলিল,—“বিলম্বে ফল কি? প্রত্যেক অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া এখনই জানকীকে ছেদন করিয়া ফেল।” আর একজন খড়্গ তুলিয়া জনকনন্দিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। আর একজন করালবদনা মুখ ব্যাদান করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। বিকৃত-বদনা রাক্ষসীগণ এইরূপে সীতাকে ভয় দেখাইতেছিল; বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—“দুষ্ট রাক্ষসীগণ! আমার কথা শোন্!—তোদের হিত হইবে। রোরুদ্যমানা জনকনন্দিনীকে আর ভয় দেখাইস্ না;—ইহাঁকে নমস্কার কর্; এখনই আমি স্বপ্ন দেখিলাম,—যেন কমললোচন রাম, লক্ষ্মণের সহিত

আরুহ্যৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং সর্ব্বাং হত্বা রাবণমাহবে ॥৫০
আরোপ্য জানকীং স্বাঙ্কে স্থিতো হৃষ্টোঽদ্রিমূর্দ্ধনি
রাবণো গোময়হ্রদে তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥৫১
অগাহৎ পুত্রপৌত্রৈশ্চ কৃত্বা বদনমালিকাম্।
বিভীষণস্তু রামস্য সন্নিধৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫২
সেবাং করোতি রামস্য পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বথা রাবণং রামো হত্বা সকুলমঞ্জসা ॥ ৫৩
বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্।
অঙ্কে নিধায় স্বপুরীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫৪
ত্রিজটায়া বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ।
তূষ্ণীমাসংস্তত্র তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ ॥ ৫৫
তর্জ্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতাভীতাতিবিহ্বলা।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমূর্চ্ছিতা ॥ ৫৬
অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিন্তয়ন্তীদমব্রবীৎ।
প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষস্যো মাং ন সংশয়ঃ।

শুভ্র ঐরাবতে আরোহণ করত সমস্ত লঙ্কা-নগরীকে দগ্ধ করিয়া রণস্থলে রাবণকে বধ করিলেন; অনন্তর জানকীকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হৃষ্টভাবে পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত হইলেন, আর রাবণ তৈলাভ্যক্ত এবং উলঙ্গ অবস্থায় নিজ মুণ্ডমালা হাতে করিয়া পুত্রপৌত্রগণের সহিত গোময়হ্রদে অবগাহন করিতেছেন; বিভীষণ, হৃষ্টচিত্তে রামসমীপে অবস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীরামের পদসেবা করিতেছেন। রাম নিশ্চয়ই রাবণকে সম্পূর্ণরূপে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে রাজত্ব দান করিবেন এবং শুভাননা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া নিজ নগরীতে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই।” সেই সকল রাক্ষসী ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ক্রমে তাহারা সেই সেই স্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। রাক্ষসীগণ সীতাকে এইরূপ ভয় দেখাইলে সীতা ভয়-বিহ্বলা হইলেন; কিন্তু কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা না পাইয়া দুঃখে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া পড়িলেন; অশ্রুপূর্ণ-নয়নে চিন্তা করত এই কথা বলিলেন,—“রাক্ষসীগণ প্রাতঃকালে ত আমাকে

ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ ॥ ৫৭
এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা
বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায়।
আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মৃতৌ
ন জানতী কঞ্চিদুপায়মঙ্গনা ॥ ৫৮
ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ ॥ ১
দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থমুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি।
এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াথ জানকীম্ ॥ ২
বিলোক্য হনুমান্ কিঞ্চিদ্বিচার্য্যৈতদভাষত।
শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ ॥ ৩
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতো রাজা দশরথো মহান্।
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৪
পুত্রা দেবসমাঃ সর্ব্বে লক্ষণৈরুপলক্ষিতাঃ।
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শত্রুহা ॥ ৫
জ্যেষ্ঠো রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্দণ্ডকারণ্যমাগতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া ভার্য্যয়া সহ ॥ ৬
উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ।
তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী ॥ ৭
রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ততো রামোঽতিদুঃখার্ত্তো মার্গমাণোঽথ জানকীম্
জটায়ুষং পক্ষিরাজমপশ্যৎ পতিতং ভুবি।
তস্মৈ দত্ত্বা দিবং শীঘ্রমৃষ্যমূকমুপাগমৎ ॥ ৯
সুগ্রীবেণ কৃতা মৈত্রী রামস্য বিদিতাত্মনঃ;
তদ্ভার্য্যাহারিণং হত্বা বালিনং রঘুনন্দনঃ ॥ ১০
রাজ্যেঽভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্য্যং চকার সঃ।
সুগ্রীবস্তু সমানায্য বানরান্ বানরপ্রভুঃ ॥ ১১
প্রেষয়ামাস পরিতো বানরান্ পরিমার্গণে।
সীতায়াস্তত্র চৈকোঽহং সুগ্রীবসচিবো হরিঃ ॥ ১২
সম্পাতিবচনাচ্ছীঘ্রমুল্লঙ্ঘ্য শতযোজনম্।

নিশ্চয়ই ভোজন করিয়া ফেলিবে। কি উপায়ে এখনই আমার মৃত্যু হয়।” দুঃখপরিপ্লুতা জনকনন্দিনী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং মরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন বটে, কিন্তু মরণের কোন উপায় স্থির করিতে না পারায়, অনেকক্ষণ শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৪৩—৫৮।

তৃতীয় অধ্যায়।

‘উদ্বন্ধনেই দেহত্যাগ করি। রাম বিনা এই রাক্ষসগণের মধ্যে আমার জীবনে ফল কি? আমার এই দীর্ঘ বেণী উদ্বন্ধনের উত্তম উপযোগী হইবে।’ এইরূপে জনকনন্দিনীকে মরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া, সূক্ষ্ম-দেহ হনূমান্ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করত জানকী যাহাতে শুনিতে পান, এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—“ইক্ষ্বাকু-বংশসম্ভূত মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তাঁহার—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে লোকপ্রসিদ্ধ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত দেবতুল্য চারিপুত্র। জ্যেষ্ঠ রাম, পিতৃবাক্যে ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। সেই মহামনা পঞ্চবটী বনে গৌতমীতীরে বাস করিতেন। একদা সানুজ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে দুরাত্মা রাবণ তথা হইতে জনকনন্দিনী মহাভাগা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অনন্তর রামচন্দ্র অতীব দুঃখার্ত্ত হইয়া জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত পক্ষিরাজ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন; তাঁহাকে স্বর্গ দান করিয়া সত্বর ঋষ্যমূকে উপস্থিত হন। সুগ্রীব, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রঘুনন্দন, সুগ্রীবের ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিয়া এবং সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, বন্ধুর কর্ত্তব্য কার্য্য করেন। বানররাজ সুগ্রীবও বানরগণকে আনাইয়া সীতান্বেষণের জন্য ঐ সকল বানরকে চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়াছেন। প্রেরিত বানরগণের অন্তর্গত আমি একজন বানর; আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। ১—১২। আমি

সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিন্বন্ জানকীং শুভাম্॥
শনৈরশোকবনিকাং বিচিন্বন্ শিংশপাতরুম্।
অদ্রাক্ষং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্লুতাম্॥
রামস্য মহিষীং দেবীং কৃতকৃত্যোঽহমাগতঃ?
ইত্যুক্ত্বোপররামাথ মারুতির্বুদ্ধিমত্তরঃ॥ ১৫
সীতা ক্রমেণ তৎ সর্ব্বং শ্রুত্বা বিস্ময়মাযযৌ।
কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোম্নি বায়ুনা সমুদীরিতম্॥
স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্যদি বা সত্যমেব তৎ।
নিদ্রা মে নাস্তি দুঃখেন জানাম্যেতৎ কুতো ভ্রমঃ
যেন মে কর্ণপীযূষং বচনং সমুদীরিতম্।
স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাদী মমাগ্রতঃ॥ ১৮
শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনুমান্ পত্রখণ্ডতঃ।
অবতীর্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ॥ ১৯
কলবিঙ্কপ্রমাণাঙ্গো রক্তাস্যঃ পীতবানরঃ।
ননাম শনকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ॥
দৃষ্ট্বা তং জানকী ভীতা রাবণোঽয়মুপাগতঃ।
মাং মোহয়িতুমায়াতো মায়য়া বানরাকৃতিঃ।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তূষ্ণীমাসীদধোমুখী॥ ২১
পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবি যৎ ত্বং বিশঙ্কসে।
নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ-শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্।
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ।২৩
সচিবোঽহং হরীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য শুভপ্রদে।
বায়োঃ পুত্রোঽহমখিলপ্রাণভূতস্য শোভনে॥
তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাঞ্জলিম্।
বানরাণাং মনুষ্যাণাং সঙ্গতির্ঘটতে কথম্॥ ২৫
যথা ত্বং রামচন্দ্রস্য দাসোঽহমিতি ভাষসে।
তামাহ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুরতঃ স্থিতঃ।
ঋষ্যমূকমগাদ্রামঃ শবর্য্যা নোদিতঃ সুধীঃ।

সম্পাতিবচনানুসারে সত্বর শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কাপুরীতে জানকী অন্বেষণ করত ক্রমে অশোক-বনিকাতে উপস্থিত হইয়াছি। তথায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই শিংশপা বৃক্ষ দেখিলাম; এই তরুমূলে শোকপরায়ণা দুঃখ-পরিপ্লুতা রাম-মহিষী জানকী দেবীকে দেখিতে পাইয়াছি; অতএব আমার আগমনপ্রয়োজন সিদ্ধ হইল।" অনন্তর সুধীবর পবননন্দন এই বলিয়া বিরত হইল। সীতা ক্রমে ক্রমে তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"আমি যাহা শুনিলাম, গগনমণ্ডলে পবন-মুখে কি এ বার্ত্তা উদ্ঘোষিত হইল? না—ইহা আমার স্বপ্ন? না মনের ভ্রম? না—সত্য ঘটনা? দুঃখবশতঃ আমার নিদ্রা নাই, আর যখন ঠিক্ঠাক বলিয়া বুঝিতেছি, তখন ভ্রমই বা বলিব কিরূপে? শ্রবণে অমৃততুল্য এই বাক্য যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল,—সেই প্রিয়ভাষী মহাভাগ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখা দিন।" হনুমান্ জানকীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পত্রপুঞ্জের মধ্য হইতে অবতরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সীতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বানরটী ধীরে ধীরে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা-সম্মুখে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; বানরের শরীর-প্রমাণ চটক পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র, বদন রক্তবর্ণ এবং বর্ণ পীত। জানকী তাহাকে দেখিয়া ভীত হইলেন।' "আমাকে মোহিত করিবার জন্য মায়াবলে বানররূপ ধারণ করিয়া রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে",—এইরূপ চিন্তা করিয়া সীতা মুখ হেঁট করিলেন; এবং চুপ করিয়া রহিলেন। ১৩—২১। হনুমান্, সেই জনকনন্দিনীকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—"দেবি! তুমি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমি সেরূপ নহি; মাতঃ! আমার উপর যে আশঙ্কা করিতেছ, আমি সেরূপ নহি। মাতঃ! আমার উপর যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা ত্যাগ কর। আমি কোশলেন্দ্র পরমাত্মা রামচন্দ্রের দাস; হে শুভপ্রদে! আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের মন্ত্রী; এবং হে শোভনে! আমি জগৎজীবন পবনদেবের পুত্র।" তাহা শুনিয়া জানকী, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন,—"তুমি ত বলিতেছ যে, আমি রামচন্দ্রের দাস; কিন্তু বানর এবং মনুষ্যের সঙ্গ-ঘটনা কিরূপে হইল?" সম্মুখস্থিত মারুতি প্রীত হইয়া জানকীকে বলিল,—সুধীবর রামচন্দ্র শবরীর

সুগ্রীবো ঋষ্যমূকস্থো দৃষ্টবান্ রামলক্ষ্মণৌ ॥২৭
ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জ্ঞাতুং রামস্য হৃদ্গতম্ ।
ব্রহ্মচারিবপুর্ধৃত্বা গতোঽহং রামসন্নিধিম্ ॥ ২৮
জ্ঞাত্বা রামস্য সদ্ভাবং স্কন্ধোপরি নিধায় তৌ ।
নীত্বা সুগ্রীবসামীপ্যং সখ্যঞ্চাকরবং তয়োঃ ॥২৯
সুগ্রীবস্য হৃতা ভার্য্যা বালিনা তং রঘূত্তমঃ ।
অবধীদেকেন বাণেন ততো রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥
সুগ্রীবং বানরাণাং স প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥ ৩১
দিগ্‌ভ্যো মহাবলান্ বীরান্ ভবত্যাঃ পরিমার্গণে
গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্ট্বা মামভাষত সাদরম্ ॥ ৩২
ত্বয়ি কার্য্যমশেষং মে স্থিতং মারুতনন্দন ।
ব্রূহি মে কুশলং সর্ব্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্য চ ॥৩৩
অঙ্গুরীয়মকঞ্চৈতন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্ ।
সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মন্নামাক্ষরমুদ্রিতম্ ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ মহ্যং করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্।
প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি পশ্যাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেব্যৈ মুদ্রিকাং মারুতাত্মজঃ ।
নমস্কৃত্বা স্থিতো দূরাদ্বদ্ধাঞ্জলিপুটো হরিঃ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাঙ্কিতাং তদা ।
মুদ্রিকাং শিরসা ধৃত্বা স্রবদানন্দনেত্রজা ॥ ৩৭
কপে মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে ।
ভক্তোঽসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোঽস্তি তবৈব হি
নো চেন্মৎসন্নিধিঞ্চান্যং পুরুষং প্রেষয়েৎ কথম্ ।
হনূমন্ দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বয়া ॥ ৩৯
সর্ব্বং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া ।
মাসদ্বয়াবধি প্রাণাঃ স্থাস্যন্তি মম সত্তম ॥ ৪০
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ ।
অতঃ শীঘ্রং কপীন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪১
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে ।

কথামতে ঋষ্যমূকে গমন করেন; ঋষ্যমূকে অবস্থিত সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পান; ভীত হইয়া রামের মনোগত ভাব জানিবার জন্য আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন; আমি ব্রহ্মচারিবেশে রামসমীপে গমন করি। রামের সদ্ভাব অর্থাৎ সদভিপ্রায় অথচ ব্রহ্মরূপত্ব অবগত হইয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক সুগ্রীবসমীপে লইয়া যাই এবং রাম সুগ্রীব—উভয়ের বন্ধুত্ব করাইয়া দিই। বালী, সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করে; রঘুবর সেই বালীকে এক শরাঘাতে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেন; সেই সুগ্রীব আপনার অন্বেষণের জন্য মহাবল পরাক্রান্ত বানর সকলকে দিগ্‌দিগন্তে পাঠাইয়াছেন। রামচন্দ্র, আমাকে আপনার অন্বেষণ করিতে গমনোদ্যত দেখিয়া সাদরে বলিয়া দিলেন,—“হে পবন-নন্দন! তোমার উপর আমার সকল কার্য্য নির্ভর করিতেছে; সীতার নিকটে আমার এবং লক্ষ্মণের সমস্ত মঙ্গল কহিবে; এবং প্রত্যভিজ্ঞানার্থ আমার নামাক্ষর-মুদ্রিত (নাম খোদা) এই আমার উত্তম অঙ্গুরীয় সীতাকে সাবধানে দিবে। এই বলিয়া অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া এই অঙ্গুরীয় আমার নিকটে দিলেন; আমি যত্ন করিয়া তাহা আনিয়াছি। দেবি! আপনি সেই অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করুন।” ২২—৩৫। বানর পবন-নন্দন, এই বলিয়া নমস্কার করিয়া দেবীকে মুদ্রিকা (অঙ্গুরীয়) প্রদান করিল;এবং আবার নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তখন সীতা, সেই রামনামাঙ্কিত মুদ্রিকা অবলোকন করিয়া সহর্ষে তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—“হে বানর! তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি আমার প্রাণদাতা। তুমি রামচন্দ্রের ভক্ত এবং প্রিয়কারী বট; এবং (বুঝিতেছি) রামচন্দ্রেরও তোমার উপরেই বিশ্বাস। নতুবা তুমি পরপুরুষ,—তোমাকে আমার নিকট পাঠাইবেন কেন? হনুমান্! আমার দুঃখাদি ত স্বচক্ষে দেখিলে! রামকে সকল কথা গুছাইয়া বলিও; যেন আমার প্রতি তাঁহার দয়া হয়। হে সত্তম! আর দুই মাস আমার জীবন থাকিবে; রাম যদি না আইসেন ত খল রাবণ আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। অতএব রামচন্দ্র সত্বর বানররাজ সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানর সেনাপতিগণের সহিত আগমন

সপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ ॥
তৎ তস্য সদৃশং বীর্য্যং বীর বর্ণয় বর্ণিতম্।
যথা মাং তারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দশাননম্ ॥৪৩
তথা যতস্ব হনুমন্ বাচা ধর্ম্মমবাপ্নু হি।
হনূমানপি তামাহ দেবি দৃষ্টো যথা ময়া ॥ ৪৪
রামঃ সলক্ষ্মণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সায়ুধঃ।
সুগ্রীবেণ সসৈন্যেন হত্বা দশমুখং বলাৎ ॥ ৪৫
সমানেষ্যতি দেবি ত্বামযোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ।
তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাততম্ ॥ ৪৬
তীর্ত্বায়াস্যত্যমেয়াত্মা বানরানীকপৈঃ সহ।
হনূমানাহ মে স্কন্ধমারুহ্য পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪৭
আয়াস্যতঃ সসৈন্যশ্চ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
বিহায়সা ক্ষণেনৈব তীর্ত্বা বারিধিমাততম্ ॥ ৪৮
নির্দ্দহিষ্যতি রক্ষৌঘাংস্ত্বৎকৃতে নাত্র সংশয়ঃ।
অনুজ্ঞাং দেহি মে দেবি গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ ॥৪৯
দ্রষ্টুং রামং সহ ভ্রাত্রা ত্বরয়ামি তবান্তিকম্।
দেবি কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ।
বিশ্বসেন্মাং প্রযত্নেন ততো গন্তা সমুৎসুকঃ ॥ ৫০
ততঃ কিঞ্চিদ্বিচার্য্যাথ সীতা কমললোচনা।
বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ ॥ ৫১
অনেন বিশ্বসেদ্রামস্ত্বাং কপীন্দ্র সলক্ষ্মণঃ।
অভিজ্ঞানার্থমন্যচ্চ বদামি তব সুব্রত ॥ ৫২
চিত্রকূটগিরৌ পূর্ব্বমেকদা রহসি স্থিতঃ।
মদঙ্কে শির আধায় নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ৫৩
ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নখৈস্তুণ্ডেন চাসকৃৎ।
মৎপাদাঙ্গুষ্ঠমারক্তং বিদদারামিষাশয়া ॥ ৫৪
ততো রামঃ প্রবুধ্যাথ দৃষ্ট্বা পাদং কৃতব্রণম্।
কেন ভদ্রে কৃতঞ্চৈতদ্বিপ্রিয়ং মে দুরাত্মনা ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা পুরতোঽপশ্যদ্বায়সং মাং পুনঃপুনঃ।

করত যুদ্ধক্ষেত্রে সপুত্র সসৈন্য রাবণকে বধ করিয়া যদি আমাকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ কার্য্য করা হয়। (আবার বলি), হে বীর! আমার দুঃখ-কাহিনী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিও। শীঘ্র দশাননকে বধ করিয়া রামচন্দ্র যাহাতে আমাকে উদ্ধার করেন, হে হনুমন্! তদ্বিষয়ে যত্ন করিও; একটু কথার উপকার করিয়া ধর্ম্ম লাভ কর।" হনুমানও তাঁহাকে বলিল,—"দেবি! আমি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, রাম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া লক্ষ্মণ এবং সসৈন্য সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আগমন করিবেন। দশাননকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। ইহাতে সংশয় নাই।" জানকী তাহাকে বলিলেন,—"অমেয়াত্মা রামচন্দ্র, বিশাল জলধি পার হইয়া বানর সেনাপতিদিগের সহিত কিরূপে আসিবেন?" হনুমান্ বলিল,—পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আসিবেন; এবং বানররাজ সুগ্রীব বানর-সেনাপতিগণের সহিত লম্ফ দিয়া এই বস্তৃত সমুদ্র ক্ষণকালের মধ্যে পার হইয়া, তোমার জন্য রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন। ইহাতে সংশয় নাই। দেবি! আমাকে অনুমতি করুন, আমি সত্বর সানুজ রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য গমন করি এবং আপনার নিকট আসিতে ত্বরা দিই। দেবি! যাহাতে রাঘব আমার কথায় বিশ্বাস করেন, এইরূপ কিছু অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন; তাহার পর যত্নপূর্ব্বক সেই অভিজ্ঞান রক্ষা করত রামদর্শনে উৎসুক হইয়া গমন করিব।" ৩৮—৫০। অনন্তর কমলনয়না সীতা কিঞ্চিৎ বিবেচনাপূর্ব্বক কেশ-পাশের অগ্রভাগে অবস্থিত চূড়ামণি খুলিয়া প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন,—"হে বানর-শ্রেষ্ঠ! লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র এই অভি-জ্ঞানদর্শন মাত্র তোমার কথায় বিশ্বাস করিবেন। হে সুব্রত! অভিজ্ঞানের জন্য অন্য কোন কথাও তোমাকে বলিয়া দি।—পূর্ব্বে একদা রঘুনন্দন চিত্রকূট পর্ব্বতে নির্জ্জন স্থানে আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন ঐন্দ্র কাক জয়ন্ত আসিয়া আমিষাভিলাষে আমার আরক্ত চরণাঙ্গুষ্ঠ—চঞ্চুপুট ও নখরনিকর দ্বারা বার বার বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনন্তর রাম জাগরিত হইয়া আমার চরণে ক্ষত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভদ্রে! কোন্ দুরাত্মা আমার এই অপ্রিয় কার্য্য

অভিদ্রবন্তং রক্তাক্তং নখতুণ্ডং চুকোপ হ ॥ ৫৬
তৃণমেকমুপাদায় দিব্যাস্ত্রেণাভিযোজ্য তৎ ।
চিক্ষেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জ্বলৎ ।
অভ্যদ্রবদ্বায়সশ্চ ভীতো লোকান্ ভ্রমন্ পুনঃ ।
ইন্দ্রব্রহ্মাদিভিশ্চাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা ॥৫৮
রামস্য পাদয়োরগ্রেঽপতদ্ভীত্যা দয়ানিধেঃ ।
শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯
অমোঘমেতদস্ত্রং মে দত্ত্বৈকাক্ষিমিতো ব্রজ ।
সব্যং দত্ত্বা গতঃ কাক এবং পৌরুষবানপি ॥৬০
উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং সোঽপি রাঘবঃ ।
হনুমানপি তামাহ শ্রুত্বা সীতানুভাষিতম্ ॥ ৬১
দেবি ত্বাং যদি জানাতি স্থিতামত্র রঘূত্তমঃ ।
করিষ্যতি ক্ষণাত্তস্য লঙ্কাং রাক্ষসমণ্ডিতাম্ ॥ ৬২
জানকী প্রাহ তং বৎস কথং ত্বং
যোৎস্যসেঽসুরৈঃ ।
অতিসূক্ষ্মবপুঃ সর্ব্বে বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেব্যৈ পূর্ব্বরূপমদর্শয়ৎ ।
মেরুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বা সীতা হনূমন্তং মহাপর্ব্বতসন্নিভম্ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫
সমর্থোঽসি মহাসত্ত্ব দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্ ।
রাক্ষস্যস্তে শুভঃ পন্থা গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্ ॥
বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎ পারণং মম ।
ভবিষ্যতি ফলৈঃ সর্ব্বৈস্তব দৃষ্টৌ স্থিতৈর্হি মে ॥
তথেত্যুক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।
ততঃ প্রস্থাপিতোঽগচ্ছজ্জানকীং প্রণিপত্য সঃ ।
কিঞ্চিদ্দূরমথো গত্বা স্বাত্মন্যেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৬৮
কার্য্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।

করিল ?' তখনই তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন,—কাকটা আমাকে বার বার ঠোক-রাইতেছে এবং তাহার চঞ্চুপুট ও নখাগ্র আমার রক্তে আপ্লুত হইয়াছে; দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন! একগাছি তৃণ দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে মন্ত্রপূত করিয়া রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তাহা ঐ বায়সকে প্রজ্বলিত ভাবে আক্রমণ করিতে ছুটিল। বায়সও ভীত হইয়া রক্ষা পাইবার আশায় ত্রিলোক ভ্রমণ করিল। কিন্তু যখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন আসিয়া করুণানিধান রামচন্দ্রের পদমূলে নিপতিত হইল। তাঁহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া রাম বলিলেন,—'আমার এই অস্ত্র অমোঘ ; অতএব একটী চক্ষু দণ্ড দিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান কর।' অনন্তর কাক, বাম চক্ষু প্রদান করিয়া গমন করিল। সেই রাঘব, এইরূপ বীর্য্য-সম্পন্ন হইলেও আমাকে এই দারুণ অবস্থাতেও কেন উপেক্ষা করিতেছেন ?" হনূমান্ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "দেবি! আপনি এখানে আছেন, রঘুবর ইহা যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে এই রাক্ষস-পরিবৃত লঙ্কা নগরীকে ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ করি-বেন।" ৫১-৬২। জনকনন্দিনী তাহাকে বলিলেন,—"বৎস! দেখিতেছি, তোমার দেহ অতি ক্ষুদ্র ; বোধ হয়, সকল বানরই তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রকায়,(তাই বলিতেছি) সুর-রিপুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে কিরূপে ?" হনূমান্ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেবীকে রাক্ষসগণের ভয়াবহ মেরুমন্দরসদৃশ পূর্ব্বতন মূর্ত্তি দেখাইলেন। সীতা হনূমানকে বৃহৎ পর্ব্বতাকার দেখিয়া মহা আহ্লাদে সেই বানরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগি-লেন,—"মহাবল! যুদ্ধ করিতে তুমি সমর্থ বটে। রাক্ষসীগণ তোমার এই মহাবল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। শীঘ্র রামসমীপে গমন কর। পথে যেন তোমার বিঘ্ন না হয়।" বানর বলিল,—'আমি ক্ষুধার্ত্ত ; আপনাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন আমাকে আপনার পারণ করান উচিত হইয়াছে। আপনার চক্ষের উপর যে সকল ফল রহিয়াছে, তাহার দ্বারা পারণ করিতে আমাকে অনুমতি দিন।" অনন্তর জানকী "তথাস্তু" বলিয়া অনুমতি করিলে, বানর সেই সমস্ত ফল ভোজন করিল। অনন্তর জানকীর নিকট গমনে অনুমতি লইয়া জানকীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। কিন্তু

অন্যৎ কিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সঃ ॥ ৬৯
অন্যেঽহং কিঞ্চিদপ্যচ্চ কৃত্বা দৃষ্ট্বাথ রাবণম্।
সম্ভাষ্য চ ততো রাম-দর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৃক্ষখণ্ডান্মহাবলঃ।
উৎপাট্যাশোকবনিকাং নির্বৃক্ষামকরোৎক্ষণাৎ ॥
সীতাশ্রয়নগং ত্যক্ত্বা বনং শূন্যং চকার সঃ।
উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসযোষিতঃ ॥ ৭২
অপৃচ্ছন্ জানকীং কোঽসৌ বানরাকৃতিরুত্তটঃ ॥

জানক্যুবাচ।

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্ম্মিতাম্।
নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ৭৪
ইত্যুক্তাস্ত্বরিতং গত্বা রাক্ষস্যো ভয়পীড়িতাঃ।
হনুমতা কৃতং সর্ব্বং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৭৫
দেব কশ্চিন্মহাসত্ত্বো বানরাকৃতিদেহভৃৎ।
সীতয়া সহ সম্ভাষ্য হ্যশোকবনিকাং ক্ষণাৎ ॥ ৭৬
উৎপাট্য চৈত্যপ্রাসাদং বভঞ্জামিতবিক্রমঃ।
প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্ব্বান্ হত্বা তত্রৈব তিষ্ঠবান্ ॥৭৭
তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্।
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ।
নির্ভয়শ্চৈত্যপ্রাসাদ-প্রথমান্তরসংস্থিতঃ ॥ ৭৮
হনুমান্ পর্ব্বতাকারো লোহস্তম্ভকৃতায়ুধঃ।
কিঞ্চিৎ স্থূলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৭৯
আপতন্তং মহাসত্ত্বং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ।
চকার সিংহনাদঞ্চ শ্রুত্বা তে মুমুহুর্ভৃশম্ ॥ ৮০
হনুমন্তমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্।
নির্জ্জঘ্নু র্বিবিধাস্ত্রৌঘৈঃ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনম্ ॥ ৮১
ততঃ উত্থায় হনুমান্ মুদ্গরেণ সমন্ততঃ।
নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যূথপঃ ॥ ৮২

দূর গমন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"যে দূত স্বামি-কার্য্যের জন্য আসিয়া যাহাতে স্বামি-কার্য্যের ক্ষতি না হয়, (প্রত্যুত স্বামীর অভিপ্রেত) এরূপ অপর কোন কার্য্য না করিয়া গমন করে সে অধমের মধ্যেই গণ্য। অতএব আমি আরও কিছু কার্য্য করিয়া অগ্রে রাবণের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করি, অনন্তর রাম-দর্শনের জন্য গমন করিব।" এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, মহাবল হনুমান্ বৃক্ষসমূহকে উৎপাটন করত ক্ষণমধ্যে সেই অশোকবনিকাকে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিল; কেবল সীতার আশ্রয় শিংশপা বৃক্ষ মাত্র অবশিষ্ট রহিল; (এইরূপে) সমস্ত বন বৃক্ষশূন্য করিল। রাক্ষসীগণ হনুমানকে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিতে দেখিয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই বানররূপী অপরিচিত ব্যক্তি কে?" জানকী বলিলেন,—"রাক্ষসের মায়া তোমরাই বুঝ; আমি আপনার দুঃখশোকের জ্বালায় আপনি মরি, উঁহাকে আমি জানি না। এই কথা বলিলে রাক্ষসীগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া সত্বর রাবণের নিকট গমন করিল এবং হনুমানের সকল অত্যাচার-কাহিনী রাবণকে নিবেদন করিল,—"দেব! বানররূপী কোন এক মহাবল প্রাণী সীতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া ক্ষণমধ্যে অশোকবনিকা উৎপাটন করিল এবং চৈত্যপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই অসীম-পরাক্রম প্রাণী, প্রাসাদরক্ষক সকলকে হত্যা করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করিতেছে।" ৬৩—৭৭। রাক্ষসরাজ অত্যন্ত অপ্রিয় সেই বন-ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিবামাত্র, সত্বর উঠিয়া দশ-কোটি কিঙ্কর প্রেরণ করিল। এদিকে পর্ব্বতাকার হনুমান্ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার প্রথম মহলে অবস্থান করিতেছিল; একটা লৌহময় স্তম্ভ, তাহার প্রহরণ হইয়াছিল; লাঙ্গুলগাছটী অল্প অল্প নাড়িতেছিল। তাহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ মুখ ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ হইয়াছিল; অতএব তৎকালে তাহার আকৃতি, সকলেরই ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। সে দলে দলে রাক্ষসদিগকে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রাক্ষসগণ অতিশয় বিহ্বল হইল। নিখিল-রাক্ষসহন্তা ভীষণাকৃতি হনুমানকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্রসমূহ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর যেমন গজরাজ মশককুলকে ক্ষণমধ্যে নিষ্পেষণ করিতে পারে (কোন ক্লেশ হয় না,) সেইরূপ

নিহতান্ কিঙ্করান্ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পঞ্চ সেনাপতিংস্তত্র প্রেষয়ামাস দুর্দ্ধরান্ ॥ ৮৩
হনূমানপি তান্ সর্ব্বান্ লোহস্তম্ভেন চাহনৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মন্ত্রিসুতান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ ॥ ৮৪
আগতানপি তান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্ববদ্বানরেশ্বরঃ।
ক্ষণান্নিঃশেষতো হত্বা লোহস্তম্ভেন মারুতিঃ ॥৮৫
পূর্ব্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্ষন্ রাক্ষসান্ স্থিতঃ।
ততো জগাম বলবান্ কুমারোঽক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥
তমুৎপপাত হনূমান্ দৃষ্ট্বাকাশে সমুদ্গরঃ।
গগনাৎ ত্বরিতো মূর্দ্ধ্নি মুদ্গরেণ ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৮৭
হত্বা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সর্ব্বং চকার সঃ ॥৮৮
ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্য বধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রজেতারমব্রবীৎ ॥ ৮৯
পুত্র গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রাস্তে পুত্রহা রিপুঃ।
হত্বা তমথবা বদ্ধা আনয়িষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥৯০
ইন্দ্রজিৎ পিতরং প্রাহ ত্যজ শোকং মহামতে।
ময়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে দুঃখিতং বচঃ ॥৯১
বদ্ধানেষ্যে দ্রুতং তাত বানরং ব্রহ্মপাশতঃ।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ৯২
জগাম বায়ুপুত্রস্য সমীপং বীরবিক্রমঃ।
ততোঽতিগর্জ্জিতং শ্রুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ॥
উৎপপাত নভোদেশং গরুত্মানিব মারুতিঃ।
ততো ভ্রমন্তং নভসি হনূমন্তং শিলীমুখৈঃ ॥ ৯৪
বিদ্ধা তস্য শিরোভাগমিষুভিশ্চাষ্টভিঃ পুনঃ।
হৃদয়ং পাদযুগলং ষড়্‌ভিরেকেন বালধিম্ ॥ ৯৫
ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমথাকরোৎ।
ততোঽতিহর্ষাদ্ধনুমাংস্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ॥ ৯৬
জঘান সারথিং সাশ্বং রথঞ্চাচূর্ণয়ৎ ক্ষণাৎ।
ততোঽন্যং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ ॥ ৯৭
শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বদ্ধা বানরপুঙ্গবম্।

হনুমান্ উঠিয়া মুদ্গারপ্রহারে সেই সমস্ত রাক্ষসকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। রাবণ কিঙ্কর-গণকে নিহত হইতে শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তথায় পাঁচ জন দুর্দ্ধর্ষ সেনা-পতি পাঠাইল। হনুমানও তাঁহাদিগের সকল-কেই লৌহস্তম্ভ-আঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সাত জন মন্ত্রিপুত্রকেও পূর্ব্বের ন্যায় লৌহস্তম্ভাঘাতে ক্ষণমধ্যে নিঃশেষ করিয়া পূর্ব্বস্থানে অবস্থিতি করত, অন্যান্য রাক্ষসদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর প্রতাপসম্পন্ন বলবান্ রাজ-কুমার অক্ষ তথায় গমন করিল। হনুমান্ তাহাকে দেখিবামাত্র মুদ্গার গ্রহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল; এবং সত্বর গগনমণ্ডল হইতে তাহার মস্তকে মুদ্গার প্রহার করিল। এইরূপে হনুমান্ কুমার অক্ষকে বধ করিয়া সমস্ত সৈন্য নিঃশেষ করিল। অনন্তর রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণ, কুমার অক্ষের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র মহাক্রোধে অধীর হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বলিল,—“পুত্র! আমার পুত্রঘাতী শত্রু যেখানে অবস্থিতি করিতেছে, আমি সেখানে গমন করিতেছি; সেই শত্রুকে নিহত করিয়া বা বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করিব।” ৭৮—৯০। ইন্দ্রজিৎ পিতাকে বলিল,—“মহা-মতি! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি থাকিতে দুঃখিতের ন্যায়, নিঃসহায়ের ন্যায়, এরূপ বাক্য বলিতেছেন কেন? তাত! আমি বানরকে ব্রহ্মাস্ত্রপাশে বন্ধন করিয়া সত্বর লইয়া আসিব।” বীর-বিক্রম ইন্দ্র-জিৎ, এই বলিয়া রথারোহণপূর্ব্বক বহুতর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, বায়ুপুত্র-সমীপে গমন করিল। অনন্তর বীরবর মারুতি রাক্ষসগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভ উদ্যত করত গরুড়ের ন্যায় আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইল। অনন্তর ইন্দ্রজিৎ নভোমণ্ডলে বিচরণ-শীল হনূমানকে শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ আট বাণে তাহার মস্তক, ছয় বাণে বক্ষঃস্থল ও চরণদ্বয় এবং এক বাণে লাঙ্গুল বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর বীর্য্যবান্ হনূমান, হৃষ্টচিত্তে স্তম্ভাঘাতে সারথিকে বধ করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অশ্ব-সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মহাবল পরাক্রান্ত মেঘনাদ অন্য রথে আরো-হণপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রপ্রহারে বানরশ্রেষ্ঠকে বন্ধন

নিনায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ॥ ৯৮
যস্য নাম সততং জপন্তি যে-
ঽজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।
সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং
যান্তি কোটিরবিভাস্বরং শিবম্॥ ৯৯
তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃৎপদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।
সদৈব নির্ম্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ
কিং তস্য পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ॥ ১০০
ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

যান্তং কপীন্দ্রং ধৃতপাশবন্ধং
বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ।
অতাড়য়ন্মুষ্টিতলৈঃ সুকোপনাঃ
পৌরাঃ সমন্তাদনুযান্ত ঈক্ষিতুম্॥ ১
ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমাত্রসঙ্গমং
কৃত্বা গতং ব্রহ্মবরেণ সত্বরম্।
জ্ঞাত্বা হনূমানপি ফল্গুরজ্জুভি-
র্ধৃতো যযৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ॥ ২
সভান্তরস্থস্য চ রাবণস্য তং
পুরো নিধায়াহ বলারিজিৎ তদা।
বদ্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ
সমাগতোঽনেন হতা মহাসুরাঃ॥ ৩
যদ্যুক্তমত্রার্য্য বিচার্য্য মন্ত্রিভি-
র্বিধীয়তামেষ ন লৌকিকো হরিঃ।
ততো বিলোক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ
প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাদ্রিভম্॥ ৪
প্রহস্ত পৃচ্ছৈনমসৌ কিমাগতঃ
কিমত্র কার্য্যং কুত এব বানরঃ।
বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং
হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ॥ ৫
ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ
পপ্রচ্ছ কেন প্রহিতোঽসি বানর।

করিয়া, সত্বর রাবণরাজের সমীপে লইয়া গেল। সর্ব্বদা যাঁহার নাম জপ করিলে ক্ষণমধ্যে অজ্ঞান-সম্ভূত কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সদ্যই কোটিসূর্য্য সমপ্রভ মঙ্গলময় তদীয় ধামে গমন করা যায়, পবননন্দন সেই রামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্বীয় হৃৎপদ্মে নিরন্তর নিবেশিত করিয়া, সকল সময়েই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত ছিল; সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্র-পাশে বা অন্য কোন বন্ধনে তাহার আর দুঃখ কি? ৯৯—১০০।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাশ-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠ যেন বিশেষ ভয়ে ভয়ে নগরের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে। দেখিবার জন্য নগরবাসিগণ চতুর্দিক্ হইতে তাহার অনুসরণ করিল এবং অতীব ক্রোধ সহকারে তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত করিতে লাগিল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র ইহাকে অধিকক্ষণ পীড়া দেয় নাই; ক্ষণমাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হনূমান্, তাহা জানিয়াও বিশেষ গুরুতর কার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে অকিঞ্চিৎকর রজ্জুনিকরে বদ্ধ হইয়াই গমন করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সেই হনূমান্‌কে সভামধ্যস্থিত রাবণের সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি ইহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া আনিয়াছি; এই বানর, প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছে। আর্য্য! যাহা উচিত হয়, মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া তাহা করুন; এই বানর সামান্য নহে।" অনন্তর রাক্ষসরাজ সম্মুখে অবস্থিত অঞ্জন-শৈলপ্রভ কৃষ্ণবর্ণ প্রহস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"প্রহস্ত! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর,—এই বানর কেন আসিয়াছে? এ স্থানে উহার প্রয়োজন কি? কোথা হইতে আসিয়াছে? আমার সমস্ত বন উন্মূলিত করিয়াছে কি জন্য? এবং বলপূর্ব্বক আমার রাক্ষসগণকে বা বধ করিল কেন?" অনন্তর প্রহস্ত হনূমান্‌কে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বানর! তোমাকে এস্থানে পাঠাইল কে?

ভয়ঞ্চ তে মাস্ত বিমোক্ষ্যসে ময়া
সত্যং বদস্বাখিলরাক্ষসন্নিধৌ ॥ ৬
ততোঽতিহর্ষাৎ পবনাত্মজো রিপুং
নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কণ্টকাসুরম্।
বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাথসৎকথাং
ক্রমেণ রামং মনসা স্মরন্ মুহুঃ ॥ ৭
শৃণু স্ফুটং দেবগণাদ্যমিত্র হে
রামস্য দূতোঽহমশেষহৃৎস্থিতেঃ।
যস্যাখিলেশস্য হৃতাধুনা ত্বয়া
ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সদ্ধবিঃ ॥ ৮
স রাঘবোঽভ্যেত্য মতঙ্গপর্ব্বতং
সুগ্রীবমৈত্রীমনলস্য সন্নিধৌ।
কৃত্বৈকবাণেন নিহত্য বালিনং
সুগ্রীবমেবাধিপতিং চকার তম্ ॥ ৯
স বানরাণামধিপো মহাবলো
মহাবলৈর্ব্বানরযূথকোটিভিঃ।
রামেণ সার্দ্ধং সহ লক্ষ্মণেন ভোঃ
প্রবর্ষণেঽদ্রাবমিতোঽবতিষ্ঠতে ॥ ১০

সঞ্চোদিতাস্তেন মহাহরীশ্বরা
ধরাসুতাং মার্গয়িতুং দিশো দশ।
তত্রাহমেকঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ
সীতাং বিচিন্বন্ শনকৈঃ সমাগতঃ ॥ ১১
দৃষ্টা ময়া পদ্মপলাশলোচনা
সীতা কপিত্বাদ্বিপিনং বিনাশিতম্।
দৃষ্ট্বা ততোঽহং রভসা সমাগতান্
মাং হন্তুকামান্ ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২
ময়া হতাস্তে পরিরক্ষিতুং বপুঃ
প্রিয়ো হি দেহোঽখিলদেহিনাং প্রভো।
ব্রহ্মাস্ত্রপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ
সমাগমন্মেঘনিনাদনামকঃ ॥ ১৩
স্পৃষ্ট্বৈব মাং ব্রহ্মবরপ্রভাবত-
স্ত্যক্ত্বা গতং সর্ব্বমবৈমি রাবণ।
তথাপ্যহং বদ্ধ ইবাগতো হিতং
প্রবক্তুকামঃ করুণার্দ্রধীঃ ॥ ১৪

তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। এই ত্রিভুবনেশ্বর রাবণের সমীপে সত্য বল।” অনন্তর পবননন্দন, অতি আনন্দে ত্রিলোক-কণ্টক, বৈরী রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বার বার রামচন্দ্রকে মনে মনে স্মরণ করত ক্রমে তাঁহার পবিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল,—“হে দেবাদিশত্রো! সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ কর। কুক্কুর যেমন উৎকৃষ্ট হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি সম্প্রতি আপনার মরণের জন্য যে ত্রিলোকনাথের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া আনিয়াছ, আমি সেই সর্ব্বান্তর্যামী রামচন্দ্রের দূত। সেই রাঘব, মতঙ্গ-পর্ব্বতে (ঋষ্যমূকে) আগমনপূর্ব্বক অগ্নিসন্নিধানে সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া একবাণে বালীকে বধ করেন এবং সেই সুগ্রীবকেই রাজা করেন। রাক্ষসরাজ! সেই বানরাধিপতি মহাবল সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত কোটি কোটি বানর-যূথ এবং রাম-লক্ষ্মণের সহিত প্রবর্ষণ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। ১—১০। সুগ্রীব, ধরণী-নন্দিনীকে অন্বেষণ করিবার জন্য দশদিকে প্রধান প্রধান বানরশ্রেষ্ঠদিগকে পাঠাইয়াছেন; তাহাদিগের মধ্যেই আমি একজন বানর; আমি পবনের পুত্র; সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি কমলদল-নয়না সীতাকে দেখিতে পাইয়াছি; বানর-স্বভাব বলিয়া বন বিনষ্ট করিয়াছি। তাহার পর দেখিলাম, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া বহুতর রাক্ষস আমাকে বধ করিবার জন্য বেগে আসিতেছে; আমি নিজ শরীর রক্ষার্থ তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। রাজন্! দেহ—সকল প্রাণীরই প্রিয় পদার্থ। অনন্তর মেঘনাদ নামে একজন ব্রহ্মাস্ত্র-পাশ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মা, আমাকে যে বর দেন, তাহার প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র মাত্র স্পর্শ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করত চলিয়া গিয়াছে; এই সকল আমি জানিতে পারিতেছি। তথাপি রাবণ আমি দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া তোমাকে হিত উপদেশ করিবার জন্য বদ্ধের ন্যায় হইয়া (এখানে)

বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং
ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং
সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ॥ ১৫
ত্বং ব্রাহ্মণো হ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ
পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো
নাস্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি॥ ১৬
শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়দুঃখসন্ততি-
র্ন তে ন চ ত্বং তব নির্বিকারতঃ।
অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সন্ততে-
রসত্ত্বমস্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ॥ ১৭
ইদন্তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া
বিকারহেতুর্ন চ তেঽদ্বয়ত্বতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে
তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গত-
স্ত্বাত্মেতি বুদ্ধ্বাখিলবন্ধভাগ্ভবেৎ॥ ১৮
চিন্মাত্রমেবাহমজোঽহমক্ষরো
হ্যানন্দভাবোঽহমিতি প্রমুচ্যতে।
দেহোঽপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো
ন প্রাণ আত্মানিল এষ এব সঃ॥ ১৯
মনোঽপ্যহঙ্কারবিকার এব নো
ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা।
আত্মা চিদানন্দময়োঽবিকারবান্
দেহাদিসঙ্ঘাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ॥২০
নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা
জ্ঞাত্বৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে।
অতোঽহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং
বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মহামতে॥ ২১
বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্।

আসিলাম। হে রাবণ! বিবেকবলে লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসার-মোচনী দৈবী গতি (পরপীড়ন হইতে নিবৃত্তি) অবলম্বন কর; রাক্ষসী বুদ্ধি আশ্রয় করিও না। তুমি উত্তম-বংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ; তুমি যখন পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা, তখন দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখ,—তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর তত্ত্বজ্ঞানমতে বিবেচনা করিতে গেলে যে, রাক্ষস বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, ইহা আর বলিতে হইবে কি? শরীর, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় হইতে সম্ভূত দুঃখ-রাশি তোমার নহে; এবং তুমি—শরীর বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ; কেন না তুমি নির্ব্বিকার। যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া মনে করে, অথচ বস্তুতঃ তাহা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ এই অজ্ঞানমূলক সুখ-দুঃখাদিও অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অথচ বস্তুতঃ তাহা অলীক। তোমার বিকার নাই; একমাত্র তুমিই সত্য; তোমা ভিন্ন অতিরিক্ত বস্তু নাই বলিয়া বিকারের হেতু অজ্ঞানও সত্য নহে। যেমন আকাশ জগদ্ব্যাপক হইলেও ধূলিপ্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম তুমি—দেহ-সংসৃষ্ট হইলেও সুখদুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হও না। স্থূলদেহ—ইন্দ্রিয় প্রাণ অথবা (সূক্ষ্ম) শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিলেই সকল বন্ধনে বদ্ধ হয়। ১১—১৮। "আমি চৈতন্য মাত্র, আমি জন্মরহিত, আমি অবিনাশী; এবং আমি আনন্দস্বরূপ" ইহা বুঝিলে মুক্ত হয়। দেহ, আত্মা নহে (আমি নহি); কেননা, তাহা পৃথিব্যাদির বিকারে উৎপন্ন; প্রাণ আত্মা নহে, কারণ তাহা বায়ুমাত্র; মন অহঙ্কারের বিকার অতএব তাহা আত্মা নহে, এবং প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন বুদ্ধিও আত্মা নহে; আত্মা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহার বিকার নাই, তিনি কাহারও বিকার-সম্ভূত নহেন; আত্মা দেহাদি প্রকৃতি-সমষ্টি হইতে অতিরিক্ত, ঈশ্বর, নিরঞ্জন এবং সর্ব্বদা নিরুপাধি (সুখ-দুঃখাদি উপাধি-শূন্য); আত্মাকে এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। যাহাতে তোমার এইরূপ ধারণা

বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২
অতো ভজস্বাদ্য হরিং রমাপতিং
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুম্।
বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্।
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্রবান্ধবো
রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ ॥ ২৩
রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো
ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো
ভবাম্বুধের্দুঃখতরঙ্গমালিনঃ ॥ ২৩
নো চেৎ ত্বমজ্ঞানময়েন বহ্নিনা
জ্বলন্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ।
নয়স্যধোঽধঃ স্বকৃতৈশ্চ পাতকৈ-
র্বিমোক্ষশঙ্কা ন চ তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫
শ্রুত্বামৃতাস্বাদসমানভাষিতং
তদ্বায়ুসূনোর্দশকন্ধরোঽসুরঃ।

অমৃষ্যমাণোঽতিরুষা কপীশ্বরং
জগাদ রক্তান্তবিলোচনো জ্বলন্ ॥ ২৬
কথং মমাগ্রে বিলপস্যভীতবৎ
প্লবঙ্গমানামধমোঽসি দুষ্টধীঃ।
ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো
নিহন্মি সুগ্রীবযুতং নরাধমম্ ॥ ২৭
ত্বাং চাদ্য হত্বা জনকাত্মজাং ততো
নিহন্মি রামং সহলক্ষ্মণং ততঃ।
সুগ্রীবমগ্রে বলিনং কপীশ্বরং
সবানরৈর্হন্ম্যচিরেণ বানর ॥ ২৮
শ্রুত্বা দশগ্রীববচঃ স মারুতি-
র্বিবৃদ্ধকোপেন দহন্নিবাসুরম্।
ন মে সমা রাবণকোটয়োঽধমা
রামস্য দাসোঽহমপারবিক্রমঃ ॥ ২৯
শ্রুত্বাতিকোপেন হনূমতো বচো
দশাননো রাক্ষসমেকমব্রবীৎ।

হয়, সেই জন্য তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে মহামতি! মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর। বিষ্ণু-ভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়; তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে যথার্থ বিষয় অবগত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আজ পুরাণ পুরুষ, প্রকৃতির পর, পরম বিভু, রমাপতি শ্রীহরি রামকে ভজনা কর; মূর্খতা ও তাঁহার প্রতি হৃদয়ের শত্রুভাব ত্যাগ কর; শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রকে ভজনা কর; সীতাকে অগ্রে করিয়া পুত্র পৌত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণসহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য, ভক্তিসহকারে রাম-চন্দ্রকে পরমাত্মা, অন্তর্যামী, আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় বলিয়া না ভাবিলে দুঃখতরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ভবসংসারের পারে গমন করিবে কিরূপে? নতুবা তুমি যেন আপনার শত্রু আপনি হইয়া অজ্ঞানময় বহ্নি দ্বারা, প্রজ্বলিত আত্মাকে নিজ-কৃত পাপরাশির সাহায্যে অধোগত করিতেছ,—তোমার মুক্তির সম্ভাবনাও হইবে না।" অসুর দশকন্ধর পবননন্দনের সেই অমৃতাস্বাদতুল্য সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম কোপে অধীর হইল এবং জ্বলিয়া উঠিয়া আরক্তলোচনে বানরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিল,—"অরে! আমার সমক্ষে নির্ভয়ের ন্যায় প্রলাপ করিতে-ছিস্ কেন? তুই বানরগণের মধ্যে অপকৃষ্ট এবং দুষ্টবুদ্ধি; যাহার নাম করিতেছিস্, এ রামই বা কে? আর বানর সুগ্রীবই বা কে? (তুই দেখাস কি) আমি সুগ্রীবের সহিত নরাধম রামকে অচিরে নিহত করিব। অরে বানর! আজ তোকে বধ করিয়া জনকনন্দিনীকে নিহত করিব; তাহার পর রাম ও লক্ষ্মণকে, অনন্তর বানরগণের সহিত বলশালী বানররাজ সুগ্রীবকে অবিলম্বে বধ করিব।" ১৯-২৮। পবন-নন্দন দশগ্রীবের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধে যেন রাক্ষসকে দগ্ধ করত কহিল,—"আমি রামের দাস; আমার বিক্রম অসীম; কোটি কোটি অধম রাবণও আমার সমযোগ্য নহে।" হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন অতিশয়

পার্শ্বে স্থিতং মারয় খণ্ডশঃ কপিং
পশ্যন্তু সর্ব্বেঽসুরমিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৩০
নিবারয়ামাস ততো বিভীষণো
মহাসুরং সায়ুধমুদ্যতং বধে।
রাজন্ বধার্হো ন ভবেৎ কথঞ্চন
প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ ॥ ৩১
হতেঽস্মিন্ বানরে দূতে বার্ত্তাং কো বা নিবেদয়েৎ
রামায় ত্বং যমুদ্দিশ্য বধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২
অতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্চিন্তয় বানরেঃ।
সচিহ্নো গচ্ছতু হরির্যং দৃষ্ট্বায়াস্যতি দ্রুতম্ ॥ ৩৩
রামঃ সুগ্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধং ভবেৎ তব।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণোঽপ্যেতদব্রবীৎ ॥ ৩৪
বানরাণাং হি লাঙ্গুলে মহামানো ভবেৎ কিল।
অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫
বহ্নিনা যোজয়িত্বৈনং ভ্রাময়িত্বা পুরেঽভিতঃ।
বিসর্জ্জয়ত পশ্যন্তু সর্ব্বে বানরযূথপাঃ ॥ ৩৬
তথেতি শণপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরন্যৈরনেকশঃ।
তৈলাক্তৈর্বেষ্টয়ামাসুর্লাঙ্গুলং মারুতের্দৃঢ়ম্ ॥ ৩৭
পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্বাথ রাক্ষসাঃ।
রজ্জুভিঃ সুদৃঢ়ং বদ্ধা ধৃত্বা তং বলিনোঽসুরাঃ ॥
সমন্তাদ্ভ্রাময়ামাসুশ্চৌরোঽয়মিতিবাদিনঃ।
তূর্য্যঘোষৈর্ঘোষয়ন্তস্তাড়য়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯
হনূমতাপি তৎ সর্ব্বং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চিকীর্ষুণা।
গত্বা তু পশ্চিমদ্বার-সমীপং তত্র মারুতিঃ ॥ ৪০
সূক্ষ্মো বভূব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ।
বভূব পর্ব্বতাকারস্তত উৎপ্লুত্য গোপুরম্ ॥ ৪১
তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ষণাৎ।
বিচার্য্য কার্য্যশেষং স প্রাসাদাগ্রাদ্গৃহাদ্গৃহম্ ॥

ক্রোধ সহকারে পার্শ্বে অবস্থিত একজন রাক্ষসকে বলিল,—এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেল; রাক্ষসগণের বন্ধুবান্ধবগণ তাহা অবলোকন করুক।" মহাসুর অস্ত্রাঘাতে তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিভীষণ সে কার্য্য করিতে নিবারণ করিল; বলিল,—"রাজন্! অপর রাজার প্রেরিত দূত এই বানর, কোনরূপেই প্রতাপশালী ভবাদৃশ রাজগণের বধ্য নহে। এই দূত-বানর যদি নিহত হয়, তাহা হইলে যাহাকে বধ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন, সেই রামকে এ সমাচার, দিবে কে? * অতএব বধের সমান অন্য কোন দণ্ড ভাবিয়া দেখুন; তাহা হইলে বানর চিহ্নিত হইয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র, বানরগণ সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের সহিত সত্বর এস্থানে আগমন করিবেন; অনন্তর তাহাদিগের সহিত আপনার যুদ্ধ হইবে। বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণও বলিল,—"বানরদিগের লাঙ্গুলের প্রতি বড়ই আদর; অতএব যত্নপূর্ব্বক ঐ লাঙ্গুলে বস্ত্রাদি বেষ্টন করিয়া তাহাতে বহ্নি লাগাইয়া দেও; সেই অবস্থায় নগরের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করাইয়া তাহার পর ছাড়িয়া দেও; বানরসেনাপতিগণ সকলে (ইহার দুর্দ্দশা) দেখুক।" রাক্ষসগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শণ, পট্ট এবং অন্যান্য বস্ত্র সকল বার বার তৈলাক্ত করিয়া তদ্দ্বারা পবনতনয়ের লাঙ্গুল দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল। বলবান্ অসুরগণ, কিছু অগ্নি লাঙ্গুলের অগ্রভাগে লাগাইয়া দিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিল,—অনন্তর, "এ চোর" এই বলিতে বলিতে নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইল;—তূর্য্যঘোষ দ্বারা ঘোষণা করিতে লাগিল (অর্থাৎ ঢেড়া পিটিতে লাগিল); এবং মুহুর্মুহুঃ তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। ২৯—৩৯। হনুমান্ও কিছু করিবার ইচ্ছায় তৎসমস্ত সহ্য করিল। পবননন্দন পশ্চিমদ্বারসমীপে গমন করিয়া তথায় সূক্ষ্ম দেহ ধারণপূর্ব্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইল এবং অনন্তর পুনর্ব্বার পর্ব্বতাকার হইয়া লম্ফ দিয়া পুরদ্বারে উঠিল; তথায় একটী স্তম্ভ গ্রহণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে সেই সকল রক্ষীকে

---

* আপনি যাহার হস্তে নিজে নিহত হইবেন, সেই রামকে এ সংবাদ কে দিবে? বিভীষণের এই গূঢ় অভিপ্রায়ও মূল শ্লোকসম্মত।

উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ।
দদাহ লঙ্কামখিলাং সাট্টপ্রাসাদতোরণাম্ ॥ ৪৩
হা তাত পুত্র নাথেতি ক্রন্দমানাঃ সমন্ততঃ।
ব্যাপ্তাঃ প্রাসাদশিখরেঽপ্যারূঢ়া দৈত্যযোষিতঃ ॥
দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেঽখিলাঃ।
বিভীষণগৃহং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং ভস্মীকৃতং পুরম্ ॥ ৪৫
ততঃ উৎপ্লুত্য জলধৌ হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
লাঙ্গূলং মজ্জয়িত্বাত্র স্বস্থচিত্তো বভূব সঃ ॥ ৪৬
বায়োঃ প্রিয়সখিত্বাচ্চ সীতয়া প্রার্থিতোঽনলঃ।
ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যন্তশীতলঃ ॥ ৪৭

যন্নামসংস্মরণধূতসমস্তপাপা-
স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সদ্যঃ।
তস্যৈব কিং রঘুবরস্য বিশিষ্টদূতঃ
সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন ॥ ৪৮

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বধ করিল; পরে হনুমান্ অবশিষ্ট কার্য্য বিচার করিয়া প্রাসাদাগ্র হইতে প্রাসাদাগ্রে, গৃহ হইতে গৃহান্তরে লম্ফ দিতে লাগিল। এইরূপে বানর, প্রকাণ্ড জলন্ত লাঙ্গুল দ্বারা অট্টালিকা, প্রাসাদ এবং তোরণচয়ের সহিত সমস্ত লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসীগণ,—"হা পুত্র! হা পিতঃ! হা নাথ!" এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রাসাদশিখরে আরূঢ় হইলেও অগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিল। সেই সমস্ত প্রাসাদশিখরারূঢ় রাক্ষসীগণ অনল-কবলিত হইবার সময় সুরনারীগণের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। বানর একমাত্র বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত নগর দগ্ধ করিল। অনন্তর পবনতনয় হনুমান্ তথা হইতে সমুদ্রে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলমধ্যে লাঙ্গুল নিমজ্জিত করিয়া সুস্থচিত্ত হইল। অগ্নি, বায়ুর সখা; হনুমান্ সেই বায়ুপুত্র; এই কারণে এবং সীতার প্রার্থনা ক্রমে অনল বানরের পুচ্ছ দাহ করেন নাই। প্রত্যুত চন্দনের ন্যায় অতি শীতল হইয়াছিলেন। যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) অনলকে অতিক্রম করা যায়, সেই রঘুবরের প্রধান দূত কি কখন সামান্য অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে? ৪০—৪৮।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনূমানব্রবীদ্বচঃ।
আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি ভবতী রামসন্নিধিম্ ॥ ১
গচ্ছামি রামস্ত্বাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যতি সানুজঃ।
ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জানকীং মারুতাত্মজঃ ॥ ২
প্রণম্য প্রস্থিতো গন্তুমিদং বচনমব্রবীৎ।
দেবি গচ্ছামি ভদ্রং তে তূর্ণং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥ ৩
লক্ষ্মণঞ্চ সসুগ্রীবং বানরাযুতকোটিভিঃ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং জানকী দুঃখকর্ষিতা ॥ ৪
ত্বাং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং দুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি।
ইতঃ পরং কথং বর্ত্তে রামবার্ত্তাশ্রুতিং বিনা ॥ ৫

মারুতিরুবাচ।

যদ্যেবং দেবি মে স্কন্ধমারোহ ক্ষণমাত্রতঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর হনুমান্ (সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া) সীতাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"দেবি! আপনি আমাকে অনুমতি করুন; আমি রামসমীপে গমন করি। রাম, অনুজের সহ একত্রে (শীঘ্র) আপনাকে দেখিতে আসিবেন।" এই বলিয়া মারুতি সীতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইল এবং এই কথা বলিল,—"দেবি! আমি গমন করি; আপনার মঙ্গল হউক; অবিলম্বেই রামচন্দ্রকে এবং বহু অযুত কোটি বানর সৈন্য-সমভিব্যাহারে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকেও দেখিতে পাইবেন।" অনন্তর দুঃখকাতরা জানকী হনুমানকে বলিলেন,—"(বৎস!) তোমাকে দেখিয়া আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম; এখন তুমি যাইবে, ইহার পর রামের সংবাদ না পাইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" মারুতি বলিল,—দেবি! যদি এরূপ, তবে

রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যসে যদি জানকি ॥ ৬

সীতোবাচ।

রাম সাগরমাশোষ্য বদ্ধা বা শরপঞ্জরৈঃ।
আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে ॥৭
মাং নয়েদ্‌যদি রামস্ত কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী।
অতো গচ্ছ কথঞ্চাপি প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥৮
ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রণিপত্য তাম্।
জগাম পর্ব্বতস্যাগ্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৯
তত্র গত্বা মহাসত্ত্বঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিম্।
জগাম বায়ুবেগেন পর্ব্বতশ্চ মহীতলম্ ॥ ১০
ততো মহীসমানত্বং ত্রিংশদ্‌যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
মারুতির্গগনাস্তঃস্থো মহাশব্দং চকার সঃ ॥ ১১
তং শ্রুত্বা বানরাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা মারুতিমাগতম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুর্মহাস্বনম্ ॥ ১২
শব্দেনৈব বিজানীমঃ কৃতকার্য্যঃ সমাগতঃ।
হনূমানেব পশ্যধ্বং বানরা বানরর্ষভম্ ॥ ১৩
এবং ব্রুবৎসু বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ।
অবতীর্য্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ১৪
দৃষ্টা সীতা ময়া লঙ্কা ধর্ষিতা চ সকাননা।
সম্ভাষিতো দশগ্রীবস্ততোঽহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫
ইদানীমেব গচ্ছামো রামসুগ্রীবসন্নিধিম্।
ইত্যুক্তো বানরাঃ সর্ব্বে হর্ষেণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ॥
কেচিচ্চুচুম্বুর্লাঙ্গুলং ননৃতুঃ কেচিদুৎসুকাঃ।
হনূমতা সমেতাস্তে জগ্মুঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১৭
গচ্ছন্তো দদৃশুর্বীরা বনং সুগ্রীবরক্ষিতম্।
মধুসংজ্ঞং তদা প্রাহুরঙ্গদং বানরর্ষভাঃ ॥ ১৮
ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর দেহ্যনুজ্ঞাং মহামতে।
ভক্ষয়ামঃ ফলান্যদ্য পিবামোঽমৃতবন্মধু ॥ ১৯
সন্তুষ্টা রাঘবং দ্রষ্টুং গচ্ছামোঽদ্যৈব সাঙ্গুদম্ ॥

আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন; আমি ক্ষণকালের মধ্যে আপনাকে রামের সহিত মিলিত করিয়া দিব। কেমন (মা!) জনক-নন্দিনি! ইহা ভাল বোধ হয়?" জানকী বলিলেন,—"রামচন্দ্র, সমুদ্র শোষণ করিয়া হউক, আর শরনিকর দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়াই হউক, বানরগণের সহিত (এখানে) আগমনপূর্ব্বক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রাবণকে বধ করিয়া আমাকে যদি লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি হয়। অতএব তুমি যাও; আমি কোন-রূপে জীবন ধারণ করিব। সীতার নিকট এই রূপ বিদায় পাইলে বীর হনুমান্ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমুদ্রপারে গমন করিবার জন্য পর্ব্বত-শৃঙ্গে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মহাবীর পদ-ভরে পর্ব্বত-পীড়ন করত লম্ফ দিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল, পর্ব্বতও (পদভরে) রসাতলে প্রবিষ্ট হইল; ঐ পর্ব্বত পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে ত্রিংশৎ যোজন উচ্চ ছিল, এক্ষণে পৃথিবীর সমতল হইয়া পড়িল। এদিকে মারুতি গগনমধ্যে অব-স্থিত থাকিয়া মহাশব্দ করিল। বানরগণ তাহা শ্রবণমাত্র হনুমান্ আসিতেছে, বুঝিয়া মহা আনন্দে শব্দ করিয়া উঠিল, তাহাতে তুমুল প্রতিধ্বনি হইল। ১—১২। "শব্দ দ্বারাই অনুমান করিয়াছি, হনুমান্‌ই কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন; বানর-গণ! ঐ বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কে অবলোকন কর।" বীর বানরগণ এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে পবনতনয় গিরিশিখরে অবতরণপূর্ব্বক বানর-গণকে বলিল,—"সীতাকে দেখিয়াছি; লঙ্কা নগরী এবং তাহার উপবন ছারখার করিয়াছি; দশাননের সহিত আলাপ করিয়াছি; তাহার পর পুনরাগমন করিলাম। চল, এখনই রাম-সুগ্রীবের নিকট গমন করি।" হনূমান্ এই কথা বলিলে, বানরগণ আনন্দে তাহাকে আলি-ঙ্গন করিয়া, কেহ কেহ লাঙ্গুল চুম্বন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা উৎসুক হইয়া নাচিতে লাগিল। তাহারা হনূমানের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্রবণ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল। বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ যাইতে যাইতে সুগ্রীব-রক্ষিত মধুবন দেখিতে পাইয়া অঙ্গদকে বলিল,—"বীর আমরা ক্ষুধিত হইয়াছি; মহামতে! অনুমতি প্রদান কর। আজ কতকগুলি ফল ভোজন করি এবং অমৃত তুল্য মধু পান করি। আবার সন্তুষ্ট হইয়া আজই সাঙ্গদ রামচন্দ্রকে দর্শন

অঙ্গদ উবাচ।

হনূমান্ কৃতকার্য্যোহয়ং পিবতৈতৎপ্রসাদতঃ।
জক্ষধ্বং ফলমূলানি ত্বরিতং হরিসত্তমাঃ ॥ ২১
ততঃ প্রবিশ্য হরয়ঃ পাতুমারেভিরে মধু।
রক্ষিণস্তাননাদৃত্য দধিবক্ত্রেণ নোদিতান্ ॥ ২২
পিবতস্তাড়য়ামাসুর্বানরান্ বানরর্ষভাঃ।
ততস্তান্ মুষ্টিভিঃ পাদৈশ্চূর্ণয়িত্বা পপুর্মধু॥ ২৩
ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য স মাতুলঃ।
জগাম রক্ষিভিঃ সার্দ্ধং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ ॥ ২৪
গত্বা তমব্রবীদ্দেব চিরকালাভিরক্ষিতম্।
নষ্টং মধুবনং তেহদ্য কুমারেণ হনূমতা॥ ২৫
শ্রুত্বা দধিমুখেনোক্তং সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
দৃষ্ট্বাগতো ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ॥ ২৬
নো চেন্মধুবনং দ্রষ্টুং সমর্থঃ কো ভবেন্মম।
তত্রাপি বায়ুপুত্রেণ কৃতং কার্য্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং হৃষ্টো রামস্তমব্রবীৎ।
কিমুচ্যতে ত্বয়া রাজন্ বচঃ সীতাকথান্বিতম্ ॥২৮
সুগ্রীবস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং দেব দৃষ্টাবনীসুতা।
হনূমৎপ্রমুখাঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টা মধুকাননম্ ॥ ২৯
ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং তাড়য়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ।
অকৃত্বা দেব কার্য্যং তে দ্রষ্টুং মধুবনং মম ॥ ৩০
ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্।
রক্ষিণো বো ভয়ং মাস্তু গত্বা ব্রূত মমাজ্ঞয়া ॥ ৩১
বানরানঙ্গদমুখানানয়ধ্বং মমান্তিকম্।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং গত্বা তে বায়ুবেগতঃ॥ ৩২
হনূমৎপ্রমুখানূচুর্গচ্ছতেশ্বরশাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি সুগ্রীবঃ স রামো লক্ষ্মণান্বিতঃ ॥ ৩৩
যুষ্মানতীব হৃষ্টাস্তে ত্বরয়ন্তি মহাবলাঃ।

করিতে যাইব।" অঙ্গদ বলিল—"বানর-শ্রেষ্ঠগণ হনূমান্ কৃতকার্য্য হইয় আসিয়াছে; ইহার প্রসাদে তোমরা সত্বর ফলমূল ভোজন করিয়া লও।" অনন্তর দধিমুখ-প্রেরিত রক্ষকগণের নিবারণ শুনিল না; বানরগণ কাননে প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। সেই বানরগণ মধু পান করিতেছিল, উদ্যান-রক্ষক বানর-শ্রেষ্ঠগণ তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিল; অনন্তর ঐ আঘাতকারীদিগকে মুষ্ট্যাঘাতে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া মধুপান করিতে থাকিল। অনন্তর সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া রক্ষকগণের সহিত বানর-রাজসন্নিধানে গমন করিল। ১৩-২৪। গিয়া তাঁহাকে বলিল,—'দেব! কুমার অঙ্গদ এবং হনূমান্ তোমার চিরদিনের রক্ষিত মধুবন আজ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।" সুগ্রীব দধিমুখের কথিত বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল,—"পবননন্দন সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে; নতুবা আমার মধুবন দর্শন করে কাহার সাধ্য? পবন-নন্দনই এ কার্য্য সাধন করিয়াছে; সংশয় নাই। রামচন্দ্র, সুগ্রীব-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দমূঢ় হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্! তুমি কি বলিতেছ? সীতা সম্বন্ধে কোন কথা কি?" সুগ্রীব বলিলেন,—"দেব! ধরণীনন্দিনী নয়ন-গোচর হইয়াছেন; তাই হনূমান্ প্রভৃতি বানর সকল মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া সকল মধু ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং রাক্ষসীদিগকে আঘাত করিয়াছে। দেব! আপনার কার্য্য সাধন না করিয়া আমার মধুবন দর্শন করিতে সাহসী হইত না। এই জন্য নিশ্চয় করিয়াছি,—"সীতা দেবীকে দেখিয়াছে। রক্ষিগণ! তাহাদিগকে বল গিয়া,—তোমাদিগের ভয় নাই * এবং আমার আদেশে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবৃন্দকে আমার নিকট লইয়া আইস।" সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা, বায়ুবেগে তথায় গমনপূর্ব্বক হনূমদ্ প্রভৃতি বানরগণকে বলিল,—"রাজার আদেশে তোমরা (রাজসমীপে) গমন কর; সুগ্রীব, রাম, এবং লক্ষ্মণ তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে মহাবল-সকল! তাঁহারা

---

* টীকাকার রামবর্ম্মার মতে "রক্ষিগণ! তাহাদিগের নিকট তোমাদিগের ভয় নাই,"—এইরূপ অনুবাদ হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে ঐ শ্লোকস্থ ব্রূত কথাটী সুসঙ্গত হয় না। শ্লোকাঙ্ক ৩১।

অথেত্তম্বরমাসাদ্য বযুস্তে বানরোত্তমাঃ ॥ ৩৪
হনূমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাঙ্গদম্।
রামসুগ্রীবয়োরগ্রে নিপেতুর্ভুবি সত্বরম্ ॥ ৩৫
হনূমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাগ্রে রামং পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্ ॥৩৬
কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র জানকী ত্বাং শুচান্বিতা।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপামূলমাশ্রিতা ॥ ৩৭
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা নিরাহারা কৃশা প্রভো।
হা রাম রাম রামেতি শোচন্তী মলিনাম্বরা ॥ ৩৮
একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা।
বৃক্ষশাখান্তরে স্থিত্বা সূক্ষ্মরূপেণ তে কথাম্ ॥ ৩৯
জন্মারভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা।
দশাননেন হরণং জানক্যা রহিতে ত্বয়ি ॥ ৪০
সুগ্রীবেণ যথা মৈত্রী কৃত্বা বালিনিবর্হণম্।
মার্গণার্থং বৈদেহ্যাঃ সুগ্রীবেণ বিসর্জ্জিতাঃ ॥ ৪১
মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনঃ।
গতাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বে বৈ তত্রৈকোঽহমিহাগতঃ ॥৪২
অহং সুগ্রীবসচিবো দাসোঽহং রাঘবস্য হি।
দৃষ্টা যজ্জানকী ভাগ্যাৎ প্রয়াসঃ ফলিতোঽদ্য মে
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা।
কেন বা কর্ণপীযূষং শ্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্ ॥৪৪
যদি সত্যং তদায়াতু মদ্দর্শনপথস্তু সঃ।
ততোঽহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জানকীম্ ॥৪৫
প্রণম্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দূরাদেব স্থিতঃ প্রভো।
পৃষ্টোঽহং সীতয়া কস্ত্বমিত্যাদি বহুবিস্তরম্ ॥ ৪৬
ময়া সর্ব্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমরিন্দম।
পশ্চান্ময়ার্পিতং দেব্যৈ ভবদ্দত্তাঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৪৭
তেন মামতিবিশ্বস্তা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।
যথা দৃষ্টাস্মি হনুমন্ পীড্যমানা দিবানিশম্ ॥ ৪৮

অতীব আনন্দিত হইয়া (তোমরা যাহাতে শীঘ্র যাও, এ বিষয়ে) ত্বরা দিতেছেন" সেই সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আকাশমার্গে গমন করিল। হনূমান্ এবং যুবরাজ অঙ্গদকে সম্মুখে করিয়া সত্বর সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের অগ্রভাগে ভূতলে নিপতিত হইল। ২৫—৩৫। প্রথম রামকে,—পরে, বানররাজ সুগ্রীবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রকে কহিল,—সীতাকে কুশলিনী দেখিয়া আসিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! শোকান্বিতা জানকী আপনার নিকট কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, তিনি অশোক-বনিকা মধ্যে শিংশপামূল আশ্রয় করিয়া আছেন। রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রভো! অনাহারে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; (নিরন্তর) 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন; পরিধানে এক খণ্ড মলিন বস্ত্র; এবং কেশপাশ সংস্কারশূন্য। দেখিয়া সেই মঙ্গলময়ীকে অল্পে অল্পে আশ্বাসিত করিলাম। ক্ষুদ্র দেহ ধারণপূর্ব্বক বৃক্ষ-শাখায় অবস্থিত থাকিয়া আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডকারণ্যে আগমন, আপনার অনুপস্থিতিতে দশানন কর্ত্তৃক তাঁহার সীতা হরণ, সুগ্রীবের সহিত আপনার বন্ধুত্ব, বালিবধ প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বলিলাম। সুগ্রীব বৈদেহীর অন্বেষণার্থ—মহাবল পরাক্রান্ত অজেয় বানরগণকে সর্ব্বত্র পাঠাইয়াছেন; সকলেই এক এক স্থানে গিয়াছে; তন্মধ্যে এক আমি এখানে আসিয়াছি—আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং রামচন্দ্রের দাস। আমি যে, ভাগ্যক্রমে জানকীকে দেখিতে পাইলাম, তাহাতে আজ আমার প্রয়াস সফল হইল।—আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী,—বিস্ময়হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন,—'শ্রবণে অমৃততুল্য এই শুভাক্ষর—বচন, কে আমাকে শুনাইল? যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সে আমার নয়নগোচর হউক।' হে প্রভো! অনন্তর আমি ক্ষুদ্র বানরাকারে জানকীকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দূরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। 'তুমি কে?' অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে শত্রুনাশন! আমি ক্রমে ক্রমে সে সকল কথার উত্তর করিয়া পরে আপনার প্রদত্ত অঙ্গুরী দেবীকে অর্পণ করি। তাহাতে তাঁহার আমার প্রতি অতিশয় বিশ্বাস জন্মিল। আমাকে এই

রাক্ষসীনাং তর্জ্জনৈস্তৎ সর্ব্বং কথয় রাঘবে।
ময়োক্তং দেবি রামোঽপি ত্বচ্চিন্তাপরিনিষ্ঠিতঃ ॥
পরিশোচত্যহোরাত্রং ত্বদ্বার্ত্তাং নাধিগম্য সঃ।
ইদানীমেব গত্বাহং স্থিতিং রামায় তে ব্রুবে ॥ ৫০
রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সুগ্রীবেণ সলক্ষ্মণঃ।
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধমাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্ ॥ ৫১
রাবণং সকুলং হত্বা নেষ্যতি ত্বাং স্বকং পুরম্।
অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি যথা মাং বিশ্বসেদ্বিভুঃ ॥
ইত্যুক্তা সা শিরোরত্নং চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্।
দত্ত্বা কাকেন যদ্বৃত্তং চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥ ৫৩
তদপ্যাহাশ্রুপূর্ণাক্ষী কুশলং ব্রূহি রাঘবম্।
লক্ষ্মণং ব্রূহি মে কিঞ্চিদ্দুরুক্তং ভাষিতং পুরা ॥
তৎ ক্ষমস্বাজ্ঞভাবেন ভাষিতং কুলনন্দন।
তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপান্বিতঃ ॥ ৫৫

ইত্যুক্ত্বা রুদতী সীতা দুঃখেন মহতাবৃতা।
ময়াপ্যাশ্বাসিতা রাম বদতা সর্ব্বমেব তে ॥ ৫৬
ততঃ প্রস্থাপিতো রাম ত্বৎসমীপমিহাগতঃ।
তদাগমনবেলায়ামশোকবনিকাং প্রিয়াম্ ॥ ৫৭
উৎপাট্য রাক্ষসাংস্তত্র বহূন্ হত্বা ক্ষণাদহম্।
রাবণস্য সুতং হত্বা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥ ৫৮
লঙ্কামশেষতো দগ্ধ্বা পুনরপ্যাগমং ক্ষণাৎ।
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রামোঽত্যন্তপ্রহৃষ্টধীঃ ॥৫৯
হনূমংস্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥ ৬০
ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্ব্বস্বং মম মারুতে।
ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃষ্য গাঢ়ং বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৬১
সার্দ্রনেত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ।
হনূমন্তমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬২

কথা বলিলেন,—"হনুমন্! রাক্ষসীগণের তর্জ্জনে আমি নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেছি। তুমিত স্বচক্ষে দেখিয়া গেলে, এ সকল কথা রামচন্দ্রের নিকট বলিবে। আমি বলিলাম। "দেবি! রামও অনবরত আপনার জন্য চিন্তা করিতেছেন; তিনি আপনার সংবাদ না পাইয়া দিবারাত্র আপনার জন্য শোক করিতেছেন। আমি এখনই গিয়া আপনার বিবরণ রামকে বলিব। রাম,—শুনিবামাত্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং বানর সেনাপতিগণের সহিত আপনার নিকট আসিবেন। রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আপনাকে নিজ নগরীতে লইয়া যাইবেন। দেবি! বিভু রামচন্দ্র যাহাতে আমার কথায় বিশ্বাস করেন, আমাকে এরূপ কোন অভিজ্ঞান-চিহ্ন প্রদান করুন।" ৩৬-৫২। আমি এইকথা বলিলে, তিনি কেশপাশে অবস্থিত প্রিয় চূড়ামণি আমার নিকটে দিলেন; পূর্ব্বে চিত্রকূট-পর্ব্বতে কাকের সহিত যাহা হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, রঘুবরের নিকট আমার মঙ্গলসংবাদ দিও; আর লক্ষ্মণকে বলিও,—'হে বংশপ্রীতিকর! আমি পূর্ব্বে যে কিছু দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, তাহা আমার অজ্ঞতামূলক বলিয়া মার্জ্জনা করিবে; রামচন্দ্র যাহাতে আমায় সত্বর বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, দয়া করিয়া তাহা করিবে। এই কথা বলিয়া সীতা মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম! আমিও আপনার সমস্ত বিবরণ বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলাম। রাম! অনন্তর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তোমার নিকট এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; (হাঁ ভাল কথা মনে হইয়াছে) লঙ্কা হইতে এখানে আসিবার সময় রাবণের সখের অশোকবনিকা উৎপাটন করিয়া, ক্ষণমধ্যে তথায় অনেক রাক্ষসকে এবং রাবণের এক পুত্রকে বধ করিয়াছি; পরে রাবণের সহিত কথোপকথন করিবার পর সম্পূর্ণরূপে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া ক্ষণমধ্যে প্রত্যাগত হইয়াছি।" হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম অতীব হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং কহিলেন,—"হনূমন্! তুমি যে কাজ করিয়াছ ইহা দেবগণেরও অতি দুষ্কর; তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার ত দেখিতে পাইতেছি না। হে মারুতি! এখন আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব প্রদান করি।" এই বলিয়া রঘুবর সজলনয়নে বানরশ্রেষ্ঠকে আকর্ষণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, তাহাতে হনূমান্ পরম প্রীত

পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মনঃ।
অতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি প্রিয়োঽসি হরিপুঙ্গব॥
যৎপাদপদ্মযুগলং তুলসীদলাদ্যৈঃ
সম্পূজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়াস্তি।
তেনৈব কিং পুনরসৌ পরিরব্ধমূর্ত্তী
রামেণ বায়ুতনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ॥ ৬৪
ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হইল।* ভক্তবৎসল রাঘব হনুমান্‌কে এই কথা বলিলেন,—"আমি পরমেশ্বর; আমার আলিঙ্গন জগতে দুর্লভ; হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়; সুতরাং তুমি ইহা প্রাপ্ত হইলে।" যাঁহার পাদপদ্মযুগল তুলসীদল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে নিরুপম বিষ্ণুলোকে গমন করা যায়, এই পবননন্দন কত পুণ্যই করিয়াছে—যে, সেই রামচন্দ্র ইহার দেহ আলিঙ্গন করিলেন; সুতরাং এ যে, বিষ্ণুলোকে গমন করিবে, ইহাতে আর কথা কি? ৫৩—৬৪।

পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত।

* "আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্র পরম প্রীতি-লাভ করিলেন" এইরূপ অনুবাদ টীকাকারের অনুমোদিত।

সমাপ্তঞ্চেদং সুন্দরকাণ্ডম্।

লঙ্কাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যথাবদ্ভাষিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনূমতঃ।
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষেণ মহতাবৃতঃ॥ ১
কার্য্যং কৃতং হনূমতা দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
মনসাপি যদন্যেন স্মর্ত্তুং শক্যং ন ভূতলে॥ ২
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎ কঃ পয়োনিধিম্।
লঙ্কাঞ্চ রাক্ষসৈর্গুপ্তাং কো বা ধর্ষয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৩
ভৃত্যকার্য্যং হনূমতা কৃতং সর্ব্বমশেষতঃ।
সুগ্রীবস্যেদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৪
অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ।
জানক্যা দর্শনেনাদ্য রক্ষিতাঃ স্মো হনূমতা॥ ৫
সর্ব্বথা সুকৃতং কার্য্যং জানক্যাঃ পরিমার্গণম্।
সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীব মনো মম॥ ৬
কথং নক্রঝষাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্।
লঙ্ঘয়িত্বা রিপুং হত্বা কথং দ্রক্ষ্যামি জানকীম্॥
শ্রুত্বা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িষ্যামো মহানক্রঝষাকুলম্॥ ৮
লঙ্কাঞ্চ বিধমিষ্যামো হনিষ্যামোঽদ্য রাবণম্।
চিন্তাং ত্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ চিন্তা কার্য্যবিনাশিনী॥ ৯
এতান্ পশ্য মহাসত্ত্বান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্॥ ১০
সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষ্ব প্রথমং ততঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মন্মহে॥ ১১
ন হি পশ্যাম্যহং কঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে॥ ১২
সর্ব্বথা নো জয়ো রাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

প্রথম অধ্যায়।

রামচন্দ্র হনূমানের যথাযথ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দে নিম্নলিখিত কথা বলিলেন,—"হনূমান্ যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা দেবতাগণেরও অতি দুষ্কর; আর পৃথিবীর মধ্যে ত অপর কেহ ইহা মনে মনে কল্পনা করিতেও পারে না। শত যোজন বিস্তীর্ণ জলনিধি লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হয়? কে বল, রাক্ষসগণের রক্ষিত লঙ্কানগরীকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে পারে? হনূমান্ ভৃত্যকার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছে। সুগ্রীবের এই ভৃত্যটী যেমন, জগতে এরূপ কাহারও হয় নাই হইবে না। হনূমান্ আজ জানকী দর্শন করিয়া আমাকে, লক্ষ্মণকে রঘুরাজের বংশকে এবং সুগ্রীবকে রক্ষা করিল। জনক-নন্দিনীর অন্বেষণ উত্তমরূপেই করিয়াছে। তবে সমুদ্রকে স্মরণ করিয়া আমার মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। মৎস্য-নক্র-মকরাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আমি কিরূপে শত্রু সংহার করিব? কিরূপেই বা জনক-নন্দিনীকে দেখিতে পাইব?" সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে বলিল,—"আমরা বৃহৎ বৃহৎ নক্র ও মৎস্যে পরিপূর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিব, লঙ্কা ভস্মসাৎ করিব এবং অদ্যই রাবণকে বধ করিব; হে রঘুবর! চিন্তা ত্যাগ কর; চিন্তাই কার্য্যনাশের মূল। দেখ,—এই মহাবল পরাক্রান্ত বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য অনলে প্রবেশ করিতেও উদ্যত। প্রথমত সমুদ্র পার হইবার উপায় দেখ; তাহার পর সমুদ্র পার হইলে লঙ্কাদর্শন; তাহা হইলেই ত বিবেচনা করিলাম, দশানন নিহত হইয়াছে। রাঘব! আমি ত্রিলোকের ভিতর এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, তুমি শরাসন গ্রহণ করিলে, রণস্থলে তোমার সম্মুখীন হইতে পারে। হে রাম! সর্ব্ব-

নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৩
সুগ্রীববচনং শ্রুত্বা ভক্তিবীর্য্যসমন্বিতম্।
অঙ্গীকৃত্যাব্রবীদ্রামো হনূমন্তং পুরস্থিতম্ ॥ ১৪
যেন কেন প্রকারেণ লঙ্ঘয়ামো মহার্ণবম্।
লঙ্কাস্বরূপং মে ব্রূহি দুঃসাধ্যং দেবদানবৈঃ ॥ ১৫
জ্ঞাত্বা তস্য প্রতীকারং করিষ্যামি কপীশ্বর।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৬
উবাচ প্রাঞ্জলির্দেব যথাদৃষ্টং ব্রবীমি তে।
লঙ্কা দিব্যা পুরী দেব ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭
স্বর্ণপ্রাকারসহিতা স্বর্ণাট্টালকসংযুতা।
পরিখাভিঃ পরিবৃতা পূর্ণাভির্নির্ম্মলোদকৈঃ ॥ ১৮
নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যবাপীভিরাবৃতা।
গৃহৈর্বিচিত্রশোভাঢ্যৈর্মণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯
পশ্চিমদ্বারমাসাদ্য গজবাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥ ২০
তিষ্ঠন্ত্যর্ব্বুদসংখ্যাকাঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ।

রক্ষিণো রাক্ষসা বীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥ ২১
মধ্যকক্ষেঽপ্যসংখ্যাতা গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
রক্ষয়ন্তি সদা লঙ্কাং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো ॥ ২২
সংক্রমৈর্বিবিধৈর্লঙ্কা শতঘ্নীভিশ্চ সংযুতা।
এবং স্থিতেঽপি দেবেশ শৃণু মে তত্র চেষ্টিতম্ ॥
দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়া হতঃ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদো ধর্ষিতো ময়া ॥ ২৪
শতঘ্ন্যঃ সংক্রমাশ্চৈব নাশিতা মে রঘূত্তম।
দেব ত্বদ্দর্শনাদেব লঙ্কা ভস্মীকৃতা ভবেৎ ॥ ২৫
প্রস্থানং কুরু দেবেশ গচ্ছামো লবণাম্বুধেঃ।
তীরং সহ মহাবীরৈর্বানরৌঘৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।
সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্ব্বান্ প্রস্থানায়াভিনোদয় ॥ ২৭
ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্ত্তঃ পরিবর্ত্ততে।
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে গত্বাহং লঙ্কাং রাক্ষসসঙ্কুলাম্ ॥ ২৮

প্রকারে আমাদিগেরই জয় হইবে, সংশয় নাই; নানাবিধ জয়সূচক নিমিত্তও দেখিতে পাইতেছি।” ১—১৩। সুগ্রীবের এইরূপ ভক্তি-যুক্ত এবং বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম, সম্মুখে অবস্থিত হনূমানকে প্রতিজ্ঞা করত কহিলেন,—“যে কোন প্রকারে আমি মহা-সমুদ্র পার হইবই। এখন আমার নিকট দেবদানবগণের অজেয় লঙ্কার স্বরূপ বর্ণন কর।” হনুমান্ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—দেব! “আমি যেমন দেখিয়া আসিয়াছি, তদনুসারে আপনাকে বলিতেছি। হে দেব! দিব্য লঙ্কানগরী ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত; তাহার প্রাকার ও অট্টালিকা সকল সুবর্ণময়; বিমলসলিলপূর্ণ পরিখাসকল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; বহুতর উপবন, নগরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে; ঐ নগরী উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা এবং বিচিত্র শোভাসম্পন্ন রত্নস্তম্ভময় উত্তম গৃহ সকলে পরিবৃত। পশ্চিমদ্বারে সহস্র সহস্র গজ গজারোহী, উত্তর দ্বারে হস্তী পদাতি এবং অশ্বারোহী সৈনিক অবস্থান করিতেছে; পূর্ব্বদিকে অর্ব্বুদ সংখ্যক ঐ সকল সৈন্য এবং অর্ব্বুদ সংখ্য বীর রাক্ষস রক্ষকগণ, দক্ষিণদ্বার আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; মধ্যকক্ষেও অসংখ্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতি। প্রভো! নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগকুশল বীরগণ—সর্ব্বদা লঙ্কানগরী রক্ষা করিতেছে; লঙ্কা-নগরী বিবিধ সংক্রম (গুপ্তপথ বিশেষ) এবং শতঘ্নীকুলে পরিবৃত। হে দেবেশ। এইরূপ বন্দোবস্ত থাকিলেও আমার তত্রত্য কার্য্যকলাপ শ্রবণ করুন,—রাবণসৈন্যগণের এক চতুর্থাংশ আমি বিনষ্ট করিয়াছি; লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া সুবর্ণ প্রাসাদ সকল ছারখার করিয়াছি। হে রঘুবর! শতঘ্নী এবং সংক্রম সমুদায় বিনষ্ট করিয়াছি,—প্রাকার ফেলিয়া দিয়া গুপ্তপথ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছি। হে দেব! এখন একবার আপনি দেখিলেই লঙ্কা ভস্মীভূত হইয়া যায়। দেবেশ! যাত্রা করুন, চতুর্দ্দিকস্থ মহাবীর বানর-গণ সমভিব্যাহারে লবণ-সমুদ্রের তীরে গমন করি।” ১৪—২১। রঘুনন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“সুগ্রীব! সমস্ত সৈন্যগণকে (সমুদ্রতীরে) প্রস্থান করিতে আদেশ কর। এই সময়েই বিজয়-মুহূর্ত্ত বর্ত্ত-মান, এই মুহূর্ত্তে যাত্রা করিলে রাক্ষসসঙ্কুল

সপ্রাকারাং সুদুর্দ্ধর্ষাং নাশয়ামি সরাবণাম্।
আনেষ্যামি চ সীতাং মে দক্ষিণাক্ষি স্ফুরত্যধঃ ॥
প্রয়াতু বাহিনী সর্ব্বা বানরাণাং তরস্বিনাম্।
রক্ষন্তু যূথপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০
হনূমন্তমথারুহ্য গচ্ছাম্যগ্রেহঙ্গদং ততঃ।
আরুহ্য লক্ষ্মণো যাতু সুগ্রীব ত্বংময়া সহ ॥ ৩১
গয়ো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
নলো নীলঃ সুষেণশ্চ জাম্ববাংশ্চ তথাপরে ॥ ৩২
সর্ব্বে গচ্ছন্তু সর্ব্বত্র সেনাপাঃ শত্রুঘাতিনঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রতস্থে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩
সুগ্রীবসহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যগতো বিভুঃ।
বানরেন্দ্রনিভাঃ সর্ব্বে বানরা কামরূপিণঃ ॥ ৩৪
ক্ষ্বেড়ন্তঃ পরিগর্জ্জন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্।
ভক্ষয়ন্তো যয়ুঃ সর্ব্বে ফলানি চ মধূনি চ ॥ ৩৫
ব্রুবন্তো রাঘবস্যাগ্রে হনিষ্যামোহদ্য রাবণম্।
এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমাঃ ॥ ৩৬
হরিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে রঘূত্তমৌ।
নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদ্বচ্চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে ॥ ৩৭
আবৃত্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
প্রক্ষেটয়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রানুদ্বহন্তশ্চ পাদপান্ ॥ ৩৮
শৈলানারোহয়ন্তশ্চ জগ্মুর্মারুতবেগতঃ।
অসঙ্খ্যাতাশ্চ সর্ব্বত্র বানরাঃ পরিপূরিতাঃ ॥ ৩৯
হৃষ্টাস্তে জগ্মুরত্যর্থং রামেণ পরিপালিতাঃ।
গতা চমূর্দিবারাত্রং কচিন্নাসজ্জত ক্ষণম্।
কাননানি বিচিত্রাণি পশ্যন্ মলয়সহ্যয়োঃ ॥ ৪০
তে সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ঞ্চ তথা গিরিম্ ॥ ৪১
আযযুশ্চানুপূর্ব্বেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।
অবতীর্য্য হনূমত্তং রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ ॥ ৪২
সলিলাভ্যাসমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ।

প্রাকার-পরিবেষ্টিত দুর্জ্জয় লঙ্কানগরী এবং রাবণকে বিনষ্ট করিতে পারিব। নিশ্চয় সীতাকে আনয়ন করিব। আমার দক্ষিণ চক্ষুর অধোভাগ স্পন্দিত হইতেছে। বেগসম্পন্ন সমস্ত বানরবাহিনী গমন করিতে থাকুক। যূথপতিগণ অগ্র, পশ্চাৎ এবং পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিত থাকিয়া সেনা-সকলকে রক্ষা করুক; আমি হনূমানে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করি, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ অঙ্গদে আরোহণ করিয়া যাত্রা করুক। সুগ্রীব! তুমি আমার সঙ্গেই চল। গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, সুষেণ, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য শত্রুহন্তা সেনাপতিগণ—সকলে সেনার অগ্র ভাগে অবস্থিত হইয়া গমন করুক।" প্রভু রামচন্দ্র বানরগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থিতি করত আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। গজরাজ-সদৃশ সেই সকল কামরূপী বানর ক্ষ্বেলন * এবং গর্জ্জন করত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল; তাহারা সকলে যাইতে যাইতে ফল ভক্ষণ এবং মধু পান করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—"অদ্য শ্রীরামের সম্মুখে রাবণ বধ করিব।" এইরূপে সেই অমিত-পরাক্রম বানরেন্দ্রগণ গমন করিতে লাগিল। যদি চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্র-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া এক সময়ে গগনমণ্ডলে উদিত হন, তাহা হইলে বলা যায় যে, হনূমান্ এবং অঙ্গদের পৃষ্ঠে অবস্থিত দুই রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সেইরূপ শোভা পাইতেছিলেন, (ফলতঃ সে শোভা নিরুপম)। সেই মহতী চমূ তত্রত্য সমুদয় ভূভাগ আবৃত করিয়া চলিল। লাঙ্গুলের অগ্রভাগ আন্দোলিত করিয়া বৃক্ষরাজি ধারণ করত এবং পর্ব্বতে আরোহণ করত পবনবেগে বানরগণ গমন করিতে লাগিল। রাম-পালিত অসংখ্য বানরবৃন্দ যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, বরাবর পরিপূর্ণ-ভাবে অতিশয় আনন্দে গমন করিল। মলয় পর্ব্বত এবং সহ্য পর্ব্বতের বিচিত্র কাননরাজি দর্শন করত সেই চমূ দিবারাত্র গমন করিয়াছিল; কোনস্থানে ক্ষণকাল বিলম্ব করে নাই। ২৭-৪০। তাহারা সহ্য এবং মলয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে ভীম গর্জ্জন সমুদ্রের সমীপে আগমন করিল। রাম

---

* যুদ্ধগামী বীরগণের গমনবিশেষকে 'ক্ষ্বেলন' বলা যায়।

আগতাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে সমুদ্রং মকরালয়ম্ ॥৪৩
ইতো গন্তুমশক্যং নো নিরুপায়েন বানরাঃ।
অত্র সেনানিবেশোঽস্তু মন্ত্রয়ামোঽস্য তারণে ॥৪৪
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ সাগরান্তিকে।
সেনাং ন্যবেশয়ৎ ক্ষিপ্রং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ॥
তে পশ্যন্তো বিষেদুস্তু সাগরং ভীমদর্শনম্।
মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৪৬
অগাধং গগনাকারং সাগরং বীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
তরিষ্যামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ॥ ৪৭
হন্তব্যোঽস্মাভিরদ্যৈব রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
ইতি চিন্তাকুলাঃ সর্ব্বে রামপার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৮
রামঃ সীতামনুস্মৃত্য দুঃখেন মহতাবৃতঃ।
বিলপ্য জানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমানুষঃ ॥ ৪৯
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মৈকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ ॥ ৫০
তং ন স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্।
দুঃখহর্ষভয়ক্রোধ-লোভমোহমদাদয়ঃ ॥ ৫১
অজ্ঞানলিঙ্গান্যেতানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি।
দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৫২
সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে।
বুদ্ধ্যাদ্যভাবাৎ সংশুদ্ধে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে।
অতো দুঃখাদিকং সর্ব্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩

রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিত্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ।
তথাপি মায়াগুণসঙ্গতোঽসৌ
সুখীব দুঃখীব বিভাব্যতেঽবুধৈঃ ॥ ৫৪

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে হনুমানের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সলিল-সন্নিধানে আগমন করিয়া রামচন্দ্র এই কথা বলিলেন—"আমরা সকলে মকরালয় সমুদ্র পর্য্যন্ত আগমন করিলাম। কিন্তু হে বানরগণ! বিশেষ উপায় ব্যতীত ইহার পারে গমন করা অসাধ্য। সুতরাং এইখানেই সৈন্য সমাবেশ হউক; সমুদ্র পার হইবার উপায় স্থির করিতে হইবে।" সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরতীরে সেনানিবেশ স্থাপন করিল। বানরশ্রেষ্ঠগণ সৈন্যদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা ভীষণনক্রপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল ভীমদর্শন সমুদ্র অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইল; আকাশ সদৃশ অগাধ-জলরাশি দর্শন করিয়া, বানরগণ দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল,—রাক্ষসাধম রাবণ অদ্যই আমাদিগের বধ্য; কিন্তু এই ঘোর বরুণালয় সাগর পার হই কিরূপে?" এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তাহারা রামের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মায়ামানুষ রাম জনকনন্দিনী সীতার জন্য অনেক বিলাপ করিলেন এবং তাঁহাকে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রামচন্দ্র,—অদ্বিতীয়, চৈতন্যস্বরূপ, একমাত্র, পরমাত্মা এবং নিত্য, ইহাই রামের স্বরূপ; যে ব্যক্তি যথার্থরূপে ইহা জানে, যখন দুঃখ-শোকাদি, তাহাকেও স্পর্শ করিতে পারে না, তখন স্বয়ং অব্যয় আনন্দময়কে যে ইহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ, ইহা কি আর বলিতে হইবে? দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ লোভ মোহ এবং মদ প্রভৃতি সকলই অজ্ঞানের চিহ্ন বা অজ্ঞান-মূলক; সুতরাং ইহারা চৈতন্যস্বরূপ ভগবানে থাকিবে কিরূপে? দেহাভিমানী ব্যক্তিরই দুঃখ হইয়া থাকে; দেহাভিমানশূন্য চৈতন্যময়ের দুঃখ অসম্ভব। সুষুপ্তিকালে আত্মা ভিন্ন অপর বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় তখন মাত্র সুখরূপই অনুভূত হয় এবং ত্রিগুণাতীত হইলে বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ না থাকায় দুঃখানুভব হয় না। অতএব দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত গুণ-কার্য্যই বুদ্ধিধর্ম্ম; সন্দেহ নাই। শ্রীরাম পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ, নিত্যপ্রকাশ, নিত্যসুখ এবং নিষ্ক্রিয়; তথাপি অনভিজ্ঞ লোকে ইঁহাকে মায়াগুণে বিজড়িত ভাবিয়া সুখী ও দুঃখী বলিয়া মনে করে। ৪১—৫৪।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

লঙ্কায়াং রাবণো দৃষ্ট্বা কৃতং কর্ম্ম হনূমতা।
দুষ্করং দৈবতৈর্বাপি হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥ ১
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
হনূমতা কৃতং কর্ম্ম ভবদ্ভির্দৃষ্টমেব তৎ ॥ ২
প্রবিশ্য লঙ্কাং দুর্দ্ধর্ষাং দৃষ্ট্বা সীতাং দুরাসদাম্।
হত্বা চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীসুতম্ ॥ ৩
দগ্ধ্বা লঙ্কামশেষেণ লঙ্ঘয়িত্বা চ সাগরম্।
যুষ্মান্ সর্ব্বানতিক্রম্য স্বস্থোঽগাৎ পুনরেব সঃ ॥
কিং কর্ত্তব্যমিতোঽস্মাভির্যূয়ং মন্ত্রবিশারদাঃ।
মন্ত্রয়ধ্বং প্রযত্নেন যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ ॥ ৫
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তমথাব্রুবন্।
দেব শঙ্কা কুতো রামাৎ তব লোকজিতো রণে ॥
ইন্দ্রস্তু বদ্ধা নিক্ষিপ্তঃ পুত্রেণ তব পত্তনে।
জিত্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভুজ্যতে ত্বয়া ॥ ৭
যমো জিতঃ কালদণ্ডাদ্ভয়ং নাভূৎ তব প্রভো।
বরুণো হুঙ্কৃতেনৈব জিতঃ সর্ব্বেঽপি রাক্ষসাঃ ॥ ৮
ময়ো মহাসুরো ভীত্যা কন্যাং দত্বা স্বয়ং তব।
ত্বদ্বশে বর্ত্ততেঽদ্যাপি কিমুতান্যে মহাসুরাঃ ॥ ৯
হনূমদ্ধর্ষণং যত্তু তদবজ্ঞাকৃতঞ্চ নঃ।
বানরোঽয়ং কিমস্মাকমস্মিন্ পৌরুষদর্শনে ॥ ১০
ইত্যুপেক্ষিতমস্মাভির্ধর্ষণং তেন কিং ভবেৎ।
বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বঞ্চিতাঃ স্মো হনূমতা ॥ ১১
জানীমো যদি তং সর্ব্বে কথং জীবন্ গমিষ্যতি।
আজ্ঞাপয় জগৎ কৃৎস্নমবানরমমানুষম্ ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এ দিকে রাবণ দেখিল হনুমান্ লঙ্কাতে যে কার্য্য করিয়া গেল, ইহা দেবগণেরও দুষ্কর; সুতরাং লজ্জায় ঈষৎ অধোমুখ হইয়া মন্ত্রিগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিল—"হনুমান্ যে কার্য্য করিয়া গেল, তাহা ত তোমরা দেখিয়াছ;—এই দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দুর্গম স্থানে অবস্থিত জনক-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে; রাক্ষসবৃন্দকে এবং মন্দোদরী-তনয় কুমার অক্ষকে নিহত করিয়াছে; সম্পূর্ণরূপে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছে; তাহার পর তোমাদিগের সকলকে অতিক্রম করিয়া সুস্থদেহে পুনর্ব্বার সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। ইতঃপর আমরা করি কি? তোমরা ত সকলে মন্ত্রণা-কুশল; যাহা করিলে আমার ভাল হয়, যত্নসহকারে এমন একটা মন্ত্রণা স্থির কর।" রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ রাবণকে বলিল,—"দেব! আপনি ত্রিলোক-বিজেতা; সমরে রামের নিকট আপনার আবার শঙ্কা কি? আপনার পুত্র, ইন্দ্রকে বাঁধিয়া আনিয়া এই নগরে ফেলিয়া রাখেন; আপনি কুবেরকে জয় করিয়া তদীয় পুষ্পক রথ আনয়নপূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন; প্রভো! যমকে যখন জয় করেন, তখন আপনি কাল-দণ্ড হইতেও ভীত হন নাই, বরুণকে এবং রাক্ষসগণকে হুঙ্কারমাত্রে জয় করিয়াছেন। * স্বয়ং মহাসুর ময় ভয়ক্রমে আপনাকে স্বীয় কন্যা দান করিয়া, এখনও আপনার অধীনস্থ হইয়া রহিয়াছেন। অসুরদিগের কথা আর কি বলিব? এ বানর আমাদিগের কি করিবে? এবং ইহার পৌরুষ-প্রকাশেই বা ফল কি? আমরা অবজ্ঞা করিয়াছিলাম বলিয়াই, হনুমান্ এতদূর অনিষ্ট করিতে পারিয়াছে; আমরা এইরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাই কিছু বিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর হইবে কি? আমরা প্রমাদবশতঃ অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাতেই হনুমানের নিকট বঞ্চিত হইয়াছি। ১—১১। আমরা সকলে যদি তাহাকে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া ফিরিতে পারিত না। আজ্ঞা করুন আমরা সকলে, এই সমস্ত জগৎকে বানর-শূন্য এবং মনুষ্য-শূন্য করিয়া

---

* "বরুণকে হুঙ্কার মাত্রে জয় করিয়াছেন এবং সকল রাক্ষস আপনার অধীন—এই অনুবাদ টীকাকার-সম্মত। কিন্তু "আপনার অধীন" এ কথাটী মূলে নাই; যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়।

কৃত্বাবাস্তামহে সর্ব্বে প্রত্যেকং বা নিয়োজয়।
কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥ ১৩
আরব্ধং যৎ ত্বয়া কর্ম্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্।
ন দৃষ্টোঽসি তদা ভাগ্যাৎ ত্বং রামেণ মহাত্মনা॥
যদি পশ্যতি রামস্ত্বাং জীবন্নায়াসি রাবণ।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥১৫
সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী।
রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা সুমধ্যমা॥ ১৬
বিষপিণ্ডমিবাগীর্য্য মহামীনো যথা তথা।
আনীতা জানকী পশ্চাৎ ত্বয়া কিং বা ভবিষ্যতি॥
যদ্যপ্যনুচিতং কর্ম্ম ত্বয়া কৃতমজানতা।
সর্ব্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো ভব প্রভো॥১৮
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিন্দ্রজিদব্রবীৎ।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্।
সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনর্যাস্যামি তেঽন্তিকম্॥১৯
তত্রাগতো ভাগবতপ্রধানো
বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
শ্রীরামপাদদ্বয় একতানঃ
প্রণম্য দেবারিমুপোপবিষ্টঃ॥ ২০
বিলোক্য কুম্ভশ্রবণাদিদৈত্যান্
মত্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়েন।
বিলোক্য কামাতুরমপ্রমত্তো
দশাননং প্রাহ বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ॥ ২১
ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজন্
তথা মহাপার্শ্বমহোদরৌ তৌ।
নিকুম্ভকুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য॥ ২২
সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ
গ্রস্তোঽসি রাজন্ ন চ তে বিমোক্ষঃ।

প্রত্যাগত হইতেছি; অথবা সকলে কেন এক এক ব্যক্তিকেই নিয়োগ করুন, (জগৎকে মনুষ্য-বানরশূন্য করিয়া আসিবে) তখন কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিতে লাগিল,—"তুমি যে কার্য্যের উপক্রম করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার আত্মনাশের নিমিত্ত। ভাগ্যক্রমে তুমি তখন মহাত্মা রামের দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই! হে রাবণ! রাম, যদি তোমাকে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আর জীবন থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারিতে না। রাম—মনুষ্য নহেন; সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ দেব! রাম-পত্নী যশস্বিনী সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী। রাক্ষসগণের বিনাশার্থই তুমি সেই সুমধ্যমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ। মহামৎস্যের বিষপিণ্ড গ্রাস যেরূপ অনর্থকর, তোমার জানকী-হরণও তদ্রূপ; অথবা পরে আরও কিছু হইতে পারে। যে মৎস্য বিষভোজন করে, সেই মরে; কিন্তু জানকী হরণ করায় কেবল তুমি নহ,—তুমি সবংশে নিহত হইবে বোধ হয়। তুমি না জানিয়া যদিও অনুচিত কার্য্য করিয়াছ, তথাপি প্রভো! সব মিটাইয়া দিব, সুস্থচিত্ত হও।" কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিল, —"দেব! আমাকে অনুমতি করুন; রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরসেনাগণকে বধ করিয়া, আপনার নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইব।" ১২—১৯। ইত্যবসরে শ্রীরাম-পাদযুগলে একাগ্রচিত্ত ভাগবতপ্রধান, সুধীশ্রেষ্ঠ বিভীষণ তথায় আসিয়া, সুরশত্রু রাবণকে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিল। অপ্রমত্ত এবং বিশুদ্ধবুদ্ধি বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস এবং মাল্যবান মত্ত এবং প্রমত্ত রাক্ষসকে * অবলোকন করিয়া অতীব বিস্ময় সহকারে কামাতুর দশাননের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিল,—"রাজন্! কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, নিকুম্ভ, কুম্ভ বা অতিকায়, কেহই রণস্থলে রামসম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে না। রাজন্! আপনি সীতানামক মহাগ্রহে গ্রস্ত হইয়াছেন, আর আপনার মুক্তি নাই, তবে সেই সীতাকেই

---

* "কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসকে অত্যন্ত মত্ত অবলোকন করিয়া" ইহা টীকাকার সম্মত অনুবাদ।

তামেব সংকৃত্য মহাধনেন
দত্ত্বাভিরামায় সুখী ভব ত্বম্ ॥ ২৩
যাবন্ন রামস্য স্থিতাঃ শিলীমুখা
লঙ্কামভিব্যাপ্য শিরাংসি রক্ষতাম্ ।
ছিন্দন্তি তাবদ্রঘুনায়কস্য ভো
তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমর্হসি ॥ ২৪
যাবন্নপাতাঃ কপয়ো মহাবলা
হরীন্দ্রতুল্যা নখদংষ্ট্রযোধিনঃ ।
লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি তে
তাবদ্দ্রুতং দেহি রঘূত্তমায় তাম্ ॥ ২৫
জীবন্ ন রামেণ বিমোক্ষ্যসে ত্বং
গুপ্তঃ সুরেন্দ্রৈরপি শঙ্করেণ ।
ন দেবরাজাঙ্কগতো ন মৃত্যোঃ
পাতাললোকানপি সংপ্রবিষ্টঃ ॥ ২৬
শুভং হিতং পবিত্রঞ্চ বিভীষণবচঃ খলঃ ।
প্রতিজগ্রাহ নৈবাসৌ ম্রিয়মাণ ইবৌষধম্ ॥ ২৭
কালেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাব্রবীৎ ।
মদন্নভোগৈঃ পুষ্টাঙ্গো মৎসমীপে বসন্নপি ॥ ২৮
প্রতীপমাচরত্যেষ মমৈব হিতকারিণঃ ।
মিত্রভাবেন শত্রুর্মে জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯
অনার্য্যেণ কৃতঘ্নেন সঙ্গতির্মে ন যুজ্যতে ।
বিনাশমভিকাঙ্ক্ষন্তি জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা ॥ ৩০
যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্বাক্যমেকং নিশাচরঃ ।
হন্মি তস্মিন্ ক্ষণে এব ধিক্ ত্বাং রক্ষঃকুলাধমম্ ॥
রাবণেনৈবমুক্তঃ সন্ পরুষং স বিভীষণঃ ।
উৎপপাত সভামধ্যাদ্গদাপাণির্মহাবলঃ ॥ ৩২
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গগনস্থোঽব্রবীদ্বচঃ ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ৩৩
মা বিনাশমুপৈহি ত্বং প্রিয়বাদিনমেব মাম্ ।
ধিক্করোষি তথাপি ত্বং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতুঃ সমঃ
কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে ।
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী ॥ ৩৫

রত্নাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলে সুখী হইতে পারিবেন। যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের নিশিত শরনিকর লঙ্কা নগরী আচ্ছন্ন করিয়া রাক্ষসবৃন্দের মস্তক ছেদন না করে, হে রাজন্! তন্মধ্যে সেই রঘুবরের জানকী রঘুবরকেই প্রত্যর্পণ করা আপনার উচিত। যে পর্য্যন্ত পর্ব্বতাকার মহাবলশালী নখ-দংষ্ট্রাযোধী বানরেন্দ্র সদৃশ বানরগণ লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আপরাপর সৈন্যদিগকে বিনাশ না করে,—তন্মধ্যেই সত্বর রঘুবরকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। নতুবা সুরশ্রেষ্ঠগণ বা সাক্ষাৎ মহাদেব, যদি আপনাকে রক্ষা করেন, অথবা আপনি যদি ইন্দ্র বা যমের ক্রোড়ে অবস্থান করেন, কিম্বা, রসাতলে প্রবেশ করেন, তথাপি জীবিত থাকিতে রামের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারিবেন না।" আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যেমন ঔষধ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়, সেইরূপ খল রাবণ—শুভজনক হিতজনক এবং পবিত্র বিভীষণ-কথিত বাক্য গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রত্যুত সেই রাক্ষস কালপ্রেরিত হইয়া বিভীষণকে বলিতে লাগিল,—"আমি ইহার হিতকারী; আমার প্রদত্ত ভোগে ইহার অঙ্গ পুষ্ট হইয়াছে; আমার নিকটে অবস্থান করিতেছে; তথাপি এ কিনা আমারই প্রতিকূল আচরণ করিতেছে! অতএব আমি দেখিতেছি,—প্রকৃত শত্রুই মিত্রবেশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কৃতঘ্নের সহিত সংসর্গ করা আমার অনুচিত। জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণের বিনাশই সর্ব্বদা কামনা করিয়া থাকে। অন্য কোন রাক্ষস যদি আমাকে এইরূপ কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করি;—তুই ভাই,—তোকে আর আর কি বলিব? তুই রাক্ষসকুলের অধম, তোকে ধিক্!" ২০-৩১। রাবণ বিভীষণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে মহাবল বিভীষণ গদা হস্তে লইয়া স্বীয় মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত সভা মধ্য হইতে গগনতলে উত্থিত হইল। গগনতলে অবস্থিত হইয়া মহাক্রোধে দশকন্ধর রাবণকে বলিল,—'আমি প্রিয় বাক্যই বলিতেছিলাম; আমাকে ধিক্কার দিলে বটে; তথাপি তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য; তাই বলি, বুদ্ধিদোষে বিনষ্ট হইও না। সাক্ষাৎ সর্ব্বসংহারক কাল,

তাবুভাবাগতাবত্র ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে।
তেনৈব প্রেরিতস্ত্বন্ত ন শৃণোষি হিতং মম ॥৩৬
শ্রীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ পরস্তাৎ সর্ব্বদা স্থিতঃ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ॥ ৩৭
নামরূপাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ।
যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষ্বেকো মহানলঃ॥ ৩৮
তত্তদাকৃতিভেদেন ভিদ্যতে জ্ঞানচক্ষুষাম্।
পঞ্চকোষাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবাবভৌ॥ ৩৯
নীলপীতাদিযোগেন নির্ম্মলঃ স্ফটিকো যথা।
স এব নিত্যমুক্তোঽপি স্বমায়াগুণবিম্বিতঃ॥৪০
কালঃ প্রধানং পুরুষোঽব্যক্তঞ্চেতি চতুর্বিধঃ।
প্রধানপুরুষাভ্যাং স জগৎ কৃৎস্নং সৃজত্যজঃ॥৪১
কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেঽব্যয়।
কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া॥ ৪২
ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবস্ত্বদ্বধার্থমিহাগতঃ।
তদন্যথা কথং কুর্য্যাৎ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ॥ ৪৩
হনিষ্যতি ত্বাং রামস্ত সপুত্রবলবাহনম্।
হন্যমানং ন শক্নোমি দ্রষ্টুং রামেণ রাবণ॥ ৪৪
ত্বাং রাক্ষসকুলং কৃৎস্নং ততো গচ্ছামি রাঘবম্।
ময়ি যাতে সুখী ভূত্বা রমস্ব ভবনে চিরম্॥ ৪৫

বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ
বিসৃজ্য সর্ব্বং সপরিচ্ছদং গৃহম্।
জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
সেবাভিকাঙ্ক্ষী পরিপূর্ণমানসঃ॥ ৪৬

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রামরূপে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই কালশক্তি, সীতা নামে জনকনন্দিনী রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা উভয়েই ভূভারহরণের জন্য এখানে উপস্থিত। তুমি তৎকর্তৃক পরিচালিত হইয়াই আমার হিত উপদেশ শ্রবণ করিতেছ না। শ্রীরাম প্রকৃতি-সাক্ষী এবং প্রকৃতির পরবর্ত্তী; তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত ও সমদর্শী; নামরূপ ইত্যাদি ভেদে তিনিই সেই-সেই-বস্তুস্বরূপ; ভেদাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। তিনি নির্ম্মল, যেমন এক প্রচণ্ড অনলই নানাবিধ বৃক্ষ দগ্ধ করত সেই বৃক্ষের আকার-ভেদবশতঃ অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তিনিও পঞ্চকোষ (অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ ইত্যাদি) প্রভৃতি ভেদে সেই সেই কোষাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন। বিশুদ্ধ স্ফটিক যেমন নীল পীত প্রভৃতি বস্তু সাহায্যে সেই সেই বর্ণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তিনি নিত্যমুক্ত হইলেও নিজমায়াগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল, প্রধান, পুরুষ এবং অব্যক্ত এই চারিরূপে প্রতীত হন। সেই অজ, প্রধান ও পুরুষরূপে (রজোগুণপ্রতিবিম্বস্বরূপে) সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন; সেই অবিনাশী, কালরূপে (তমোগুণপ্রতিবিম্বস্বরূপে) জগৎ সংহার করেন, অব্যক্ত (অব্যক্ত সত্ত্ব-গুণপ্রতিবিম্ব) রূপে জগৎপালন করেন; সেই দেব ভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থনামতে মায়াগৃহীত রামরূপে কাল-রূপী হইয়া তোমার বধের নিমিত্ত এখানে আসিতেছেন। ঈশ্বর সত্য-সংকল্প; তাঁহার সে সঙ্কল্প লোকে কিরূপে অন্যথা করিবে? রাম, তোমাকে পুত্র, সৈন্য এবং বাহনের সহিত বিনাশ করিবেন। রাবণ! আত্মার জ্ঞান থাকিতে আমি তোমাকে এবং নিখিল রাক্ষস-কুলকে রামের হস্তে নিহত হইতে দেখিতে পারিব না; অতএব তোমাদিগের প্রতি আত্মীয়জ্ঞান দূর করি, আমি রাঘব-সন্নিধানে গমন করি। আমি যাইলে তুমি সুখী হইয়া, চির-দিন নিজ ভবনে বিহার কর।” বিভীষণ রাবণের বাক্যে ক্ষণকাল মধ্যে পরিজন এবং গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক—শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবনে অভিলাষী হইয়া, রামসমীপে প্রস্থান করিল। এত দিনে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল। ৩২—৪৬।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিভীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সহ।
আগত্য গগনে রামসম্মুখে সমবস্থিতঃ॥ ১
উচ্চৈরুবাচ ভো স্বামিন্ রাম রাজীবলোচন।
রাবণস্যানুজোঽহং তে দারহর্ত্তুর্বিভীষণঃ॥ ২
নাম্না ভ্রাত্রা নিরস্তোঽহং ত্বামেব শরণং গতঃ।
হিতমুক্তং ময়া দেব তস্য চাবিদিতাত্মনঃ॥ ৩
সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃপুনঃ।
উক্তোঽপি ন শৃণোত্যেষ কালপাশবশং গতঃ॥ ৪
হন্তুং মাং খড়্গমাদায় প্রাদ্রবদ্রাক্ষসাধমঃ।
ততোঽচিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ॥ ৫
ত্বামেব ভবমোক্ষায় মুমুক্ষুঃ শরণং গতঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬
বিশ্বাসার্হো ন তে রাম মায়াবী রাক্ষসাধমঃ।
সীতাহর্ত্তুর্বিশেষেণ রাবণস্যানুজো বলী॥ ৭
মন্ত্রিভিঃ সায়ুধৈরস্মান্ বিবরে নিহনিষ্যতি॥ ৮
তদাজ্ঞাপয় মে দেব বানরৈর্হন্যতাময়ম্।
মমৈবং ভাতি তে রাম বুদ্ধ্যা কিং নিশ্চিতং বদ।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ॥ ৯
যদীচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ লোকান্ সর্ব্বান্ সহেশ্বরান্
নিমিষার্দ্ধেন সংহন্যাং সৃজামি নিমিষার্দ্ধতঃ॥ ১০
অতো ময়াভয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম্॥ ১১
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ ১২
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
বিভীষণমথানায্য দর্শয়ামাস রাঘবম্॥ ১৩
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য রঘূত্তমম্।
হর্ষগদ্‌গদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরয়ান্বিতঃ॥ ১৪
রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপঙ্কজম্॥ ১৫
ধনুর্ব্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাভাগ বিভীষণ মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী গগন-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"হে স্বামিন্! কমললোচন! রাম! আমি আপনার ভার্য্যাপহারী দশাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ; ভ্রাতা রাবণ আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে; আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম; দেব! 'বিদেহনন্দিনী সীতাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও,' এই হিত কথা সেই অনাত্মজ্ঞকে বারংবার বলিয়াছিলাম; বলিলেও সেই কালপাশবর্ত্তী রাক্ষসাধম তাহা শুনিল না। প্রত্যুত খড়্গ লইয়া আমাকে বধ করিতে ধাবমান হইল। অনন্তর বুঝিলাম, সংসারমোচন না হইলে ভয় মোচন হয় না। তাই প্রভু হে! নির্ভয় হইতে অভিলাষী হইয়া সংসারমোচনের জন্য, অবিলম্বে আমি চারিজন মন্ত্রীর সহিত তথা হইতে আসিয়া আপনার শরণ লইলাম।" বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব বলিতে লাগিল,—"রাম! মায়াবী অধম রাক্ষস জাতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আপনার অনুচিত; বিশেষতঃ এ ব্যক্তি সীতাপহারক রাবণের কনিষ্ঠ; বলবান্ এবং অস্ত্রধারী মন্ত্রিগণে পরিবৃত। ছিদ্র পাইলেই আমাদিগকে নিহত করিবে। অতএব দেব! আমার প্রতি অনুমতি করুন; বানরেরা ইহাকে বধ করিয়া ফেলুক; আমার ত এই রকম বোধ হইতেছে। রাম! তোমার বুদ্ধিতে কিরূপ ধরিতেছে বল।" সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন,—"হে বানরশ্রেষ্ঠ! যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে অধিপতিসমেত সমস্ত লোককে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে সংহার করিতে পারি এবং অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে সৃজন করিতে পারি। অতএব আমি ঐ রাক্ষসকে অভয়দান করিলাম, শীঘ্র নিকটে আনয়ন কর। ১—১১। সর্ব্বভূতের মধ্যে একবার মাত্র যে 'আমি তোমার' এই বলিয়া আমার অধীন হইয়া অভয় যাচ্ঞা করে, আমি তাহাকে অভয়দান করি। আমার ব্রতই এই।" সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিভীষণকে রাম দর্শন করাইল। অনন্তর বিভীষণ রঘুবরকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া শ্যামবর্ণ, বিশাললোচন, প্রসন্ন-মুখ-কমল, ধনুর্ব্বাণধারী

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬

বিভীষণ উবাচ।

নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম।
নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড নমস্তে ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭
নমোঽনন্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে।
সুগ্রীবমিত্রায় চ তে রঘূণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮
জগদুৎপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে।
ত্রৈলোক্যগুরবেঽনাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯
ত্বমাদির্জগতাং রাম ত্বমেব স্থিতিকারণম্।
ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি ॥ ২০
চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব।
ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ২১
ত্বন্মায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ।
গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎ সদা ॥ ২২
তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জায়তে জ্ঞানং চেতসা নান্যগামিনা ॥ ২৩
ত্বদজ্ঞানাৎ সদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
রমন্তে বিষয়ান্ সর্ব্বানন্তে দুঃখপ্রদান্ বিভো ॥ ২৪
ত্বমিন্দ্রোঽগ্নির্যমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ।
কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫
ত্বমণোরপ্যণীয়াংশ্চ স্থূলাৎ স্থূলতরঃ প্রভো।
ত্বং পিতা সর্ব্বলোকানাং মাতা ধাতা ত্বমেব হি ॥
আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোঽচ্যুতোঽব্যয়ঃ।
ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জিতঃ ॥ ২৭
শ্রোতা দ্রষ্টা গ্রহীতা চ জবনস্ত্বং খরান্তকঃ।
কোশেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ॥
নির্বিকল্পো নির্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ।
ষড়্ভাবরহিতোঽনাদিঃ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥২৯
মায়য়া গৃহ্যমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে।

শান্তস্বভাব এবং লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত শ্রীরামকে পরম ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে আনন্দ-বাষ্পে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। বিভীষণ কহিল—"হে রাম! হে রাজেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার; হে সীতা-মনোরম! আপনাকে নমস্কার; হে ভীম-কার্ম্মুক! আপনাকে নমস্কার; হে ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। অনন্ত অমিততেজা প্রশান্ত রামচন্দ্রকে নমস্কার। আপনি সুগ্রীবের মিত্র, এবং রঘুকুলের রাজা; আপনাকে নম-স্কার। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হেতু; মহাত্মা ত্রৈলোক্যগুরু, অনাদিগৃহস্থকে বার বার নমস্কার করি। হে রাম! তুমি জগতের আদি; তুমিই লোকস্থিতির মূল; অন্তকালে তুমিই সংহার-স্থান; এবং একমাত্র তুমিই স্বাধীন। হে রাঘব! আপনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণের বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপ্যব্যাপকরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; অতএব আপনি জগন্ময়। যাহারা আপনার মায়া দ্বারা বিমোহিত, অতএব আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গে আসক্ত হইয়া পাপপুণ্যবশতঃ নিরন্তর গতায়াত করি-তেছে। যেমন যতদিন শুক্তিকার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন শুক্তিকাতে যথার্থ রজত বলিয়া ভ্রম থাকে, সেইরূপ চৈতন্যরূপে আসক্ত অনন্য-বিষয় চিত্ত দ্বারা যতদিন আপনার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন জগৎও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে বিভো! তোমাকে জানিতে না পারায় সর্ব্বদা স্ত্রী—পুত্র—গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া, পরিণামে দুঃখজনক বিষয় সকলে নিরত হয়।১২—২৪। তুমি,—ইন্দ্র, অগ্নি যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং ঈশান; তুমিই পুরুষো-ত্তম। প্রভু হে! তুমি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; স্থূল হইতে স্থূলতর; তুমি সমস্ত লোকের পিতা মাতা; এবং তুমিই বিধাতা। তুমি আদি, মধ্য এবং অন্তশূন্য; তুমি পরিপূর্ণ, অচ্যুত এবং অব্যয়। তুমি হস্ত-পাদহীন এবং কর্ণ-নেত্রবর্জ্জিত হইয়াও গ্রহণ, ধারণ, শ্রবণ এবং দর্শন কর; আর তুমি খর রাক্ষসকে বধ করি-য়াছ; তুমি পঞ্চকোষ হইতে বিভিন্ন নির্গুণ এবং আশ্রয়রহিত। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান দ্বারা তোমাকে বুঝা যায়; তুমি নির্ব্বিকার ও নিরাকার; তোমার আর ঈশ্বর নাই; জন্ম প্রভৃতি ছয় ভাব তোমাতে নাই; তুমি অনাদি এবং প্রকৃতির পরবর্ত্তী পুরুষ। আপনি মায়া অবলম্বন

জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ ॥
অহং ত্বৎপাদসদ্ভক্তি-নিশ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব ।
ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোঢ়ুমীশ্বর ॥৩১
নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম ।
রাবণারে নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥৩২
ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্ ॥৩৩

বিভীষণ উবাচ ।

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতকার্য্যোঽস্মি রাঘব
ত্বৎপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশো শুচিঃ ।
নাস্তি মৎসদৃশো লোকে রাম ত্বন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ ॥৩৫
কর্ম্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্‌জ্ঞানং ভক্তিলক্ষণম্ ।
ত্বদ্‌ধ্যানং পরমার্থঞ্চ দেহি মে রঘুনন্দন ॥ ৩৬
ন যাচে রাম রাজেন্দ্র সুখং বিষয়সম্ভবম্ ।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥ ৩৭
ওমিত্যুক্ত্বা পুনঃ প্রীতো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্
শৃণু বক্ষ্যামি তে ভদ্র রহস্যং মম নিশ্চিতম্ ॥৩৮
মদ্ভক্তানাং প্রশান্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্ ।
হৃদয়ে সীতয়া নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা শান্তঃ সর্ব্বকল্মষবর্জ্জিতঃ ।
মাং ধ্যাত্বা মোক্ষ্যসে নিত্যং ঘোরসংসারসাগরাৎ
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্‌যস্তু লিখেদ্‌যঃ শৃণুয়াদপি ।
মৎপ্রীতয়ে মমাভীষ্টং সারূপ্যং সমবাপ্নুয়াৎ ॥৪১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ শ্রীরামো ভক্তভক্তিমান্ ।
পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনে ফলম্ ॥ ৪২
লঙ্কারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি জলমানয় সাগরাৎ ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪৩

করিয়া মনুষ্যের ন্যায় পরিচিত হইতেছেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ আপনাকে উৎপত্তিশূন্য এবং নির্গুণ বলিয়া অবধারণ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। হে ঈশ্বর! রাঘব! তোমার শ্রীচরণে অচলা ভক্তিরূপ নিশ্রেণী অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ নামক সৌধে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করি। হে রাম! সীতাপতে! আপনাকে নমস্কার; হে দয়ালুশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার; হে রাবণ-শত্রু! আপনাকে নমস্কার; এই সংসারসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।" অনন্তর ভক্ত-বৎসল শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"তোমার মঙ্গল হউক; আমি বর দিতেছি—তুমি অভি-লষিত বর প্রার্থনা কর। ২৫—৩৩। বিভীষণ কহিল,—"রাঘব হে! আমি ধন্য হইলাম; আমি কৃতকৃত্য হইলাম, আমি কৃতকার্য্য হই-লাম। * তোমার শ্রীচরণদর্শনেই আমি মুক্ত হইলাম; সন্দেহ নাই। রাম হে! আজ যখন আমি তোমার মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছি, তখন জগতে আমার ন্যায় আর ধন্য পুরুষ নাই; আমার ন্যায় পবিত্র ব্যক্তি নাই; আমার সদৃশই কেহ নাই। হে রঘুনন্দন! কর্ম্ম-বন্ধন-বিনাশের জন্য তোমাতে ভক্তিরূপ জ্ঞান এবং মুক্তি সাধন তোমার ধ্যানযোগ আমাকে প্রদান কর। হে রাজেন্দ্র! রাম! আমি বিষয়-সম্ভূত সুখ লাভ করিতে প্রার্থনা করি না। সর্ব্বদাই যেন আমার ভক্তি, আপনার চরণ-কমলে আসক্ত থাকে।" রামচন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া প্রীতিবশতঃ পুনর্ব্বার রাক্ষসকে বলি-লেন,—হে ভদ্র! আমার কিছু নিশ্চিত রহস্য কথা আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—আমার যে সকল ভক্ত প্রশান্ত, যোগী এবং রাগবর্জ্জিত, তাহাদিগের হৃদয়ে নিত্য সীতার সহিত বাস করি, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয় এবং নিষ্পাপ হইয়া আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিলে, ঘোরতর সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি আমার প্রীতির জন্য এই স্তব পাঠ করিবে, লিখিবে বা শ্রবণ করিবে, সে অভীষ্ট ফল এবং অন্তে মদীয় সারূপ্য লাভ করিবে।" এই বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলি-লেন,—"এই রাক্ষস আমার দর্শন জন্য (আনু-ষঙ্গিক) ফল এখনই দর্শন করুক। বর্ত্তমান

---

* কৃতকৃত্য এবং কৃতকার্য্য উভয়ের একার্থ নহে; "আমি কৃতকার্য্য হইলাম, আমি প্রাপ্যবস্তু পাইলাম" এই অর্থ টীকাসম্মত।

যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যং করোত্বসৌ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাম্বু হ্যানায্য কলশেন তম্॥ ৪৪
লঙ্কারাজ্যাধিপত্যার্থমভিষেকং রমাপতিঃ।
কারয়ামাস সচিবৈর্লক্ষ্মণেন বিশেষতঃ॥ ৪৫
সাধু সাধ্বিতি তে সর্ব্বে বানরাস্তুষ্টুবুর্ভৃশম্।
সুগ্রীবোঽপি পরিষজ্য বিভীষণমথাব্রবীৎ॥ ৪৬
বিভীষণ বয়ং সর্ব্বে রামস্য পরমাত্মনঃ।
কিঙ্করাস্তত্র মুখ্যস্ত্বং ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ।
রাবণস্য বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৪৭

বিভীষণ উবাচ।

অহং কিয়াং সহায়স্তে রামস্য পরমাত্মনঃ।
কিন্তু দাস্যং করিষ্যেঽহং ভক্ত্যা শক্ত্যা ত্বমায়য়া॥
দশগ্রীবেণ সন্দিষ্টঃ শুকো নাম মহাসুরঃ।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ৪৯
ত্বামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ।
মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজাসি বনচারিণাম্॥ ৫০
মম ভ্রাতৃসমানস্ত্বং তব নাস্ত্যর্থবিপ্লবঃ।
অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য কিং তব॥ ৫১
কিষ্কিন্ধ্যাং যাহি হরিভির্লঙ্কা শক্যা ন দৈবতৈঃ।
প্রাপ্তুং কিং মানবৈরল্পসত্ত্বৈর্বানরযূথপৈঃ॥ ৫২
তং প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমুৎপ্লুত্য বানরাঃ।
প্রাপদ্যন্ত তদা ক্ষিপ্রং নিহন্তুং দৃঢ়মুষ্টিভিঃ॥ ৫৩
বানরৈর্হন্যমানস্তু শুকো রামমথাব্রবীৎ।
ন দূতান্ ঘ্নন্তি রাজেন্দ্র বানরান্ বারয় প্রভো॥
রামঃ শ্রুত্বা তদা বাক্যং শুকস্য পরিদেবিতম্।
মা বধিষ্টেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্॥ ৫৫
পুনরম্বরমাসাদ্য শুকঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
ব্রূহি রাজন্ দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি ব্রজাম্যহম্॥

সুগ্রীব উবাচ।

যথা বালী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসাধম।
হন্তব্যস্ত্বং ময়া বত্মাৎ সপুত্রবলবাহনঃ॥ ৫৭

চন্দ্র, সূর্য্য ও যতদিন পৃথিবী থাকিবে, আমি ততদিনের জন্য ইহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিব; সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর। যতদিন জগতে আমার কথা প্রচার থাকিবে, ততদিন এই রাক্ষস রাজত্ব করুক্," এই বলিয়া লক্ষ্মণ দ্বারা কুম্ভে করিয়া জল আনাইলেন। তদনন্তর রমাপতি রাম মন্ত্রিচতুষ্টয় দ্বারা বিশেষত লক্ষ্মণদ্বারা, লঙ্কারাজ্যে আধিপত্যের জন্য বিভীষণকে অভিষিক্ত করাইলেন। বানরগণ, সাধু সাধু বলিয়া অতীব স্তব করিতে লাগিল; সুগ্রীবও বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিল,- বিভীষণ! আমরা সকলেই পরমাত্মা রামের কিঙ্কর, তন্মধ্যে তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব তুমিই প্রধান, রাবণবিনাশে তোমাকে রামের সাহায্য করিতে হইবে। ৩৪—৪৭। বিভীষণ কহিল,—"আমি অতি সামান্য লোক, পরমাত্মা রামের আর সহায় হইব কি? তবে যথাশক্তি ভক্তিসহকারে অকপটে তাঁহার দাস্য করিব। শুক নামে প্রধান রাক্ষস, দশাননের আদেশে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিতে লাগিল,—"তুমি রাক্ষসেশ্বর রাজা রাবণের ভ্রাতৃতুল্য; তাই তিনি তোমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি মহাবংশে উৎপন্ন; বনচরগণের রাজা; তুমি আমার ভ্রাতৃসদৃশ, আমি তোমার অনিষ্ট করি নাই; তবে নৃপনন্দন রামের যে ভার্য্যাহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি? তুমি বানরগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর, লঙ্কা অধিকার করা দেবগণেরও অসাধ্য। হীনবল মনুষ্য কিংবা বানরযূথপতিদিগের কথা ত সামান্য।" বানরগণ, শীঘ্র লম্ফ দিয়া উঠিয়া সেই বার্ত্তাবহকে দৃঢ়তর মুষ্ট্যাঘাতে সত্বর নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল। যখন বানরগণ তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল, তখন শুক, রামকে বলিল,— "হে রাজেন্দ্র! হে প্রভো! দূতগণ অবধ্য, বানরদিগকে নিবারণ করুন।" তখন রাম, শুকের পরিদেবন-বাক্য শ্রবণ করিয়া—"বধ করিও না," বলিয়া বানরদিগকে নিষেধ করিলেন। পুনর্ব্বার আকাশে উঠিয়া শুক, সুগ্রীবকে বলিল,—"রাজন্! আমি বাঁচিলাম, দশাননকে কি বলিব বলিয়া দেও।" ৪৮—৫৬। সুগ্রীব বলিল,—"রাক্ষসাধম! রাবণ! বালী আমার

ব্রূহি মে রামচন্দ্রস্য ভার্য্যাং হৃত্বা ক যাস্যসি।
ততো রামাজ্ঞয়া ধৃত্বা শুকং বদ্ধ্বাবরক্ষয়ৎ ॥৫৮
শার্দ্দূলোঽপি ততঃ পূর্ব্বং দৃষ্ট্বা কপিবলং মহৎ।
যথাবৎকথয়ামাস রাবণায় স রাক্ষসঃ ॥ ৫৯
দীর্ঘচিন্তাপরো ভূত্বা নিঃশ্বসন্নাস মন্দিরে।
ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৬০
পশ্য লক্ষ্মণ দুষ্টোঽসৌ বারিধির্মামুপাগতম্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা দর্শনার্থং মমানঘ ॥ ৬১
জানাতি মানুষোঽয়ং মে কিং করিষ্যতি বানরৈঃ
অদ্য পশ্য মহাবাহো শোষয়িষ্যামি বারিধিম্ ॥৬২
পাদেনৈব গমিষ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষ আরোপিতধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৬৩
তূণীরাদ্বাণমাদায় কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্।
সন্ধায় চাপমারোপ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬৪
পশ্যন্তু সর্ব্বভূতানি রামস্য শরবিক্রমম্।
ইদানীং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং সমুদ্রং সরিতাম্পতিম্
এবং ব্রুবতি রামে তু সশৈলবনকাননা।
চচাল বসুধা দ্যৌশ্চ দিশশ্চ তমসাবৃতাঃ ॥ ৬৬
চুক্ষুভে সাগরো বেলাং ভয়াদ্‌যোজনমত্যগাৎ।
তিমিনক্রঝষা মীনাঃ প্রতপ্তাঃ পরিতত্রসুঃ ॥ ৬৭
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎ সাগরো দিব্যরূপধৃক্।
দিব্যাভরণসম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮
স্বান্তঃস্থদিব্যরত্নানি করাভ্যাং পরিগৃহ্য সঃ।
পাদয়োঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রামস্যোপায়নং বহু ॥৬৯
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ রামং রক্তান্তলোচনম্।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ রাম ত্রৈলোক্যরক্ষক ॥ ৭০
জড়োঽহং রাম তে সৃষ্টঃ সৃজতাং নিখিলং
জগৎ।
স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং কঃ শক্তো দেবনির্ম্মিতম্ ॥৭১

যেরূপ ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ, আমি এই জন্যই পুত্র সৈন্য এবং বান্ধবাদির সহিত তোমাকে বধ করিব। আমাকে বল, রামচন্দ্রের ভার্য্যাহরণ করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন করিবে ?” সুগ্রীব রাবণকে এই কথা বলিতে বলিল। অনন্তর রামের আদেশে শুককে বন্ধন করিয়া রাখা হইল। শার্দ্দূল নামে একজন রাক্ষসও তৎপূর্ব্বে বিপুল বানর-সৈন্য দর্শন করিয়া যথাযথ রাবণ-সকাশে নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ দীর্ঘচিন্তাগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত গৃহে বসিয়া রহিল। এদিকে রামচন্দ্র সমুদ্র দর্শন করিয়া আরক্তলোচনে বলিতে লাগিলেন,—“দেখ অনঘ লক্ষ্মণ! সমুদ্র বেটা বড়ই দুষ্ট! আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি,—এই দুষ্টাত্মা কিনা আমার দর্শনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছে না। মনে করিয়াছে যে, একজন মানুষ, আর সঙ্গে কতকগুলি বানর; এ আমার কি করিতে পারিবে? কিন্তু দেখ মহাবাহু! আজ আমি জলধি শোষণ করিব। বানরগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পদব্রজেই গমন করিবে।” এই বলিয়া রাম ক্রোধকষায়িত লোচনে শরাসনে আরোপণ করিলেন। অনন্তর তূণীর হইতে কালানল-তুল্য ভীষণ বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন; পরে রামচন্দ্র শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন,—“আজ সর্ব্বভূতে রাম-বাণের সামর্থ্য অবলোকন করুক, এখনই আমি সরিৎপতি সমুদ্রকে ভস্মসাৎ করি ” রাম এই কথা বলিলে গিরিবনগহনবতী বসুমতী ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; নভস্তল এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল; সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইল; ভয়ক্রমে একযোজন বেলা ছাড়িয়া পিছাইয়া গেল। তিমি, তিমিঙ্গল, নক্র, মকর ও মীন সকল সন্তপ্ত ও ভীত হইল। ৫৭—৬৭। এই সময়ে সাক্ষাৎ সাগর দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বীয় অন্তস্তলে অবস্থিত দিব্য রত্নসকল করপুটে গ্রহণ করত আসিতে লাগিল। তাহার শরীর-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল হইল। শ্রীরামের পাদমূলে বহুতর উপঢৌকন স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেই আরক্তলোচন রামচন্দ্রকে কহিল,—“হে জগৎপতে! ত্রিলোকরক্ষক রাম! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; হে রাম! আপনি নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আমি আপনার সৃষ্ট জড় পদার্থ; দেবনির্ম্মিত স্বভাব

স্থূলানি পঞ্চভূতানি জড়ান্যেব স্বভাবতঃ।
সৃষ্টানি ভবতৈতানি ত্বদাজ্ঞাং লঙ্ঘয়ন্তি ন॥ ৭২
তামসাদহমো রাম ভূতানি প্রভবন্তি হি।
কারণানুগমাৎ তেষাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ॥৭৩
নির্গুণস্ত্বং নিরাকারো যদা মায়াগুণান্ প্রভো।
লীলয়াঙ্গীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজনামবান্॥৭৪
গুণাত্মনো বিরাজশ্চ সত্ত্বাদ্দেবা বভূবিরে।
রজোগুণাৎ প্রজেশাদ্যা মন্যোর্ভূতপতিস্তব॥ ৭৫
ত্বামহং মায়য়াচ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্॥ ৭৬
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুণম্।
দণ্ড এব হি মূর্খাণাং সন্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো।
ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ পশূনাং লগুড়ো যথা॥ ৭৭
শরণং তে ব্রজামীশ শরণ্যং ভক্তবৎসল।
অভয়ং দেহি মে রাম লঙ্কামার্গং দদামি তে॥৭৮

শ্রীরাম উবাচ।

অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে
নিপাত্যতাম্।
লক্ষ্যং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্যামোঘপাতিনঃ॥ ৭৯
রামস্য বচনং শ্রুত্বা করে দৃষ্ট্বা মহাশরম্;
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৮০
রামোত্তরপ্রদেশে তু দ্রুমকুল্য ইতি শ্রুতঃ।
প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিবানিশম্॥ ৮১
বাধন্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ তত্র তে পাত্যতাং শরঃ।
রামেণ সৃষ্টো বাণস্তু ক্ষণাদাভীরমণ্ডলম্॥ ৮২
হত্বা পুনঃ সমাগত্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ।
ততোঽব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ॥ ৮৩
নলঃ সেতুং করোত্বস্মিন্ জলে মে বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সুতো ধীমান্ সমর্থোঽস্মিন্ কার্য্যে লব্ধবরো হরিঃ
কীর্ত্তিং জানন্তু তে লোকাঃ সর্ব্বলোকমলাপহাম্।
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং নত্বা যযৌ সিন্ধুরদৃশ্যতাম্॥ ৮৫
ততো রামস্তু সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।

অন্যথা করিতে কে সমর্থ হয়? আপনি এই স্থূল পঞ্চভূতকে স্বভাবতঃ জড়পদার্থ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন; ইহারা আপনার আদেশ লঙ্ঘন করে না। হে রাম! ভূত সকল তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, কারণগুণে তাহাদিগেরও জড়ত্ব স্বাভাবিক। প্রভু হে! আপনি নির্গুণ, নিরাকার; যখন লীলাক্রমে মায়াগুণ অবলম্বন করেন, তখন আপনার "বিরাট্" সংজ্ঞা হয়। আপনার সেই গুণময় বিরাটরূপের সত্ত্বাংশ হইতে সনকাদি দেবগণ, রজোগুণাংশ হইতে প্রজাপতি প্রভৃতি এবং তমোগুণাংশ হইতে ভূতপতিগণ (রুদ্র এবং পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) জড় মূর্খ এবং জড়বুদ্ধি; আপনি নির্গুণ, হইয়াও যে মায়াবৃত হইয়া লীলামনুষ্য হইয়াছেন, তাহা আমি জানিব কিরূপে? হে শ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! লগুড়-প্রহার যেমন পশুদিগকে ঠিক পথে চালিত করে, সেইরূপ দণ্ডই মূর্খ প্রাণিগণকে সৎপথে লইয়া যায়। হে ঈশ্বর! আপনি শরণ্য; আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে ভক্তবৎসল! আমাকে অভয় দান করুন! রাম হে! আমি আপনাকে লঙ্কাগমনের পথ দিতেছি।" ৬৮—৭৮। শ্রীরাম বলিলেন,—'এই অমোঘ মহাবাণ কোথায় নিক্ষেপ করি? সত্বর এই অমোঘপাতী বাণের লক্ষ্যস্থান দেখাইয়া দেও।" মহাতেজস্বী মহাসমুদ্র, রামের বাক্য শ্রবণ এবং তদীয়করে মহাশর অবলোকন করিয়া শ্রীরামকে বলিল,—'রাম হে! উত্তর দিকে 'দ্রুম-কুল্য' নামে বিখ্যাত প্রদেশ আছে, তথায় বহুতর পাপাত্মা বাস করে; তাহারা আমাকে দিবারাত্র ক্লেশ দেয়; সেই স্থানে আপনি শর-ক্ষেপ করুন।" অনন্তর, রাম, তথায় শর নিক্ষেপ করিলে, সেই শর ক্ষণমধ্যে সমুদয় আভীরমণ্ডলী বধ করিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ তূণীরে অবস্থিতি করিল। অনন্তর, সাগর, সবিনয়ে রঘুবরকে বলিল,—"বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল, আমার এই জলে সেতু করুন; নল বানর বুদ্ধিমান্ এবং বরলাভ করাতে এই কার্য্যে সমর্থ। লোক-সকল, নিখিল-পাবনী ভবদীয় কীর্ত্তি অবগত হউক্।" সাগর এই কথা বলিয়া রাঘবকে প্রণাম করিয়া অদৃশ্য হইল। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব শীঘ্র

স সমাজ্ঞাপয়চ্ছীঘ্রং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে ॥ ৮৬
তভোঽতিহৃষ্টৈঃ প্লবগেন্দ্রযূথপৈ-
র্মহানগেন্দ্রপ্রতিমৈর্যুতো নলঃ ।
ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং
সুবিস্তৃতং পর্ব্বতপাদপৈর্দৃঢ়ম্ ॥ ৮৭

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

সেতুমারভমাণস্তু তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥ ১০
প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২
সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরম্ ।
সঙ্কল্পনিয়তো ভূত্বা গত্বা বারাণসীং নরঃ ॥ ৩
আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ ।
সমুদ্রে ক্ষিপ্তভারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দ্দশ ।
দ্বিতীয়েন তথা চাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ ॥৫
তৃতীয়েন তথা চাহ্না যোজনান্যেকবিংশতিঃ ।
চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরিতি শ্রুতম্ ॥ ৬
পঞ্চমেন ত্রয়োবিংশদ্‌যোজনানি সমন্ততঃ ।
ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসত্তমঃ ॥ ৭
তেনৈব জগ্মুঃ কপয়ো যোজনানাং শতং দ্রুতম্ ।
অসংখ্যাতাঃ সুবেলাদ্রিং রুরুধুঃ প্লবগোত্তমাঃ ॥ ৮
আরুহ্য মারুতিং রামো লক্ষ্মণোঽপ্যঙ্গদং তথা ।
দিদৃক্ষু রাঘবো লঙ্কামারুরোহাচলং মহৎ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং সুবিস্তীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম্ ।
চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ।
পরিখাভিঃ শতঘ্নীভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্ ॥
প্রাসাদোপরি বিস্তীর্ণপ্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১
মন্ত্রিভিঃ সহিতো বীরৈঃ কিরীটদশকোজ্জ্বলঃ ।
নীলাদ্রিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২

নলকে সকল বানরবৃন্দের সহিত, সেতু বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর নল, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সদৃশাকার বানর-সেনাপতি-গণের সহিত একযোগে পর্ব্বত এবং বনস্পতি-নিকর দ্বারা শতযোজন বিস্তৃত বহু-পরিসর দৃঢ়তর সেতু প্রস্তুত করিতে লাগিল ৭৯—৮৭।

চতুর্থ অধ্যায় ।

রামচন্দ্র, সেতু আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়া লোকহিতার্থ তথায় রামেশ্বর শিব স্থাপনা করিলেন এবং পূজা করিয়া কহিলেন,—"যে ব্যক্তি সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া রামেশ্বর শিবকে প্রণাম করিবে, সে আমার অনুগ্রহে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। সেতু-বন্ধে স্নান করিয়া রামেশ্বর শিবদর্শন, অনন্তর বারাণসীগমন, ঐ বারাণসী হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা রামেশ্বরের অভিষেচন, তৎপরে সেই জলের ভার সমুদ্রে নিক্ষেপ—মনুষ্য এই কার্য্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক করিলে নিশ্চয় ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। শুনা যায়, প্রথম দিন চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিন বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিন একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন, সেতু নির্ম্মাণ হয়। বানরশ্রেষ্ঠ নল, এই প্রকারে সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে। অসংখ্য বানর এবং বানর-সেনাপতি-গণ তদ্দ্বারাই সত্বর শত যোজন গমন করিয়া সুবেল পর্ব্বত অবরোধ করিল। রাম—হনূ-মানে, এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদে আরোহণ করিয়া যাইলেন। রাঘব, লঙ্কা দর্শনাভিলাষে সেই মহাপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং দেখি-লেন,—লঙ্কা অতিশয় বিস্তৃত; চিত্র বিচিত্র ধ্বজপতাকা তাহাতে উড্ডীয়মান হইতেছে। ঐ নগরী বহুতর বিচিত্র প্রাসাদ, সুবর্ণময় প্রাকার, সুবর্ণময় তোরণ, পরিখা, শতঘ্নী এবং সংক্রম-শ্রেণী দ্বারা বিরাজিত। ১—১০। এদিকে দশ-কন্ধর, প্রাসাদের উপর বিস্তীর্ণ স্থানে বীর-মন্ত্রি-গণের সহিত আসীন; দশ মস্তকে দশ কিরীট তাহার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছে; আকার নীল পর্ব্বতের শিখর সদৃশ; প্রভা ঘনকৃষ্ণ

রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরনেকৈঃ পরিশোভিতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বদ্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ॥ ৩
বানরৈস্তাড়িতঃ সম্যগ্ দশাননমুপাগতঃ।
তমাহ রাবণঃ স্মিত্বা প্রহৃতঃ কিংপবৈঃ শুক॥১৪
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রবীৎ।
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবং তে বচনং যথা॥ ১৭
তত উৎপ্লুত্য কপয়ো গৃহীত্বা মাং ক্ষণাৎ ততঃ।
মুষ্টিভির্নখদন্তৈশ্চ হন্তুং লোপ্তুং প্রচক্রমুঃ।
ততো মাং রাম রক্ষেতি ক্রোশন্তং রঘুপুঙ্গবঃ॥১৬
বিসৃজ্যতামিতি প্রাহ বিসৃষ্টোঽহং কপীশ্বরৈঃ।
ততোঽহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট্বা তদ্বানরং বলম্॥১৭
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেবদানবয়োরিব॥ ১৮
পুরপ্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতা বাস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বা দীয়তাং প্রভো।
মামাহ রামস্তং ব্রূহি রাবণং মদ্বচঃ শুক।
যদ্বলঞ্চ সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি॥ ২০
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যঃ সহবান্ধবঃ।
শ্বঃ কালে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাং
রাক্ষসঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া।
ঘোররোষমহং মোক্ষ্যে বলং ধারয় রাবণ॥ ২২
ইত্যুক্তোপররামাথ রামঃ কমললোচনঃ।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ॥ ২৩
শ্রীরামো লক্ষ্মণশ্চৈব সুগ্রীবশ্চ বিভীষণঃ।
এত এব সমর্থাস্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো॥২৪
উৎপাট্য ভস্মীকরণে সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
তস্য যাদৃগ্বলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ॥ ২৫
বধিষ্যতি পুরং সর্ব্বমেকস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।
পশ্য বানরসেনাং তামসংখ্যাতাং প্রপূরিতাম্॥২৬॥

মেঘরাজির ন্যায়; এবং তাহার মস্তকোপরি বহুতর রত্নদণ্ডযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত। বানর-তাড়িত শুক রাক্ষস রামের আজ্ঞাক্রমে বন্ধনমুক্ত হইয়া সেই সময়ে দশানন-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ হাস্য করত কহিল,—'কিহে শুক! শত্রুরা কি তোমাকে প্রহার করিয়াছে?" রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক কহিল,—"সমুদ্রের উত্তর তীরে গিয়া আপনি যেরূপ বলিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিলাম। অনন্তর বানরগণ লম্ফ দিয়া উঠিল; ক্ষণমধ্যে আমাকে গ্রহণ করিল,—অনন্তর মুষ্টিদ্বারা আঘাত এবং নখ ও দন্ত দ্বারা আমাকে ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে আমি 'রাম! রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, রঘুবর বলিলেন—'বানরগণ! উহাকে পরিত্যাগ কর।' তখন বানরশ্রেষ্ঠগণ আমাকে পরিত্যাগ করে। অনন্তর আমি সেই বিপুল বানররাজ-সৈন্য অবলোকনে ভীত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যেমন দেবদানবগণের সন্ধি হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ রাক্ষসসৈন্য ও বানরসৈন্যগণের সন্ধি হওয়া অসম্ভব। বানরগণ, নগরের প্রাকার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত। প্রভো! হয় শীঘ্র রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন; না হয় যুদ্ধ করুন; ইহার যাহা হয়, একটা শীঘ্রই করিতে হইবে। আমাকে রাম বলিয়াছেন, 'শুক! রাবণকে আমার এই কথা বলিও, যে বলের ভরসা করিয়া আমার সীতাকে হরণ করিয়াছে, সেই বল, সৈন্য ও বান্ধবগণের সহিত যতদূর পার, ক্ষমতা প্রকাশ করিও। আগামী কল্য প্রাতঃকালে আমার শরে প্রাকার-তোরণবতী লঙ্কা নগরী এবং নিখিল রাক্ষস সৈন্য বিনষ্ট হইবে দেখিও; আমি ঘোরতর ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করিব। রাবণ! দেখি, তুমি কত বল ধারণ কর।" ১৬—২২। এই বলিয়া কমললোচন রাম বিরত হইলেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চারিজন পুরুষশ্রেষ্ঠ, যখন একপক্ষে অবস্থিত; তখন হে প্রভো! ইঁহারাই তোমার লঙ্কানগর উৎপাটন করিয়া বা ভস্ম করিয়া বিনাশ করিতে পারেন। বানরবৃন্দের কথা ছাড়িয়া দিলাম। একা রামের যেরূপ বীর্য্য, রূপ এবং অস্ত্র-শস্ত্র দেখিলাম, তাহাতে তিনি একাই এই নগর ধ্বংস করিতে পারেন; অন্য তিন জনের কথাও ছাড়িয়া দিলাম। ঐ দেখুন,—পরিপূর্ণ

গর্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্ব্বতসন্নিভাঃ।
অশক্যাস্তে গণয়িতুং প্রাধান্যেন ব্রবীমি তে ॥২৭
এষ যোদ্ধৃমভিমুখো লঙ্কাং নদন্ তিষ্ঠতি বানরঃ।
যূথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ ॥ ২৮
সুগ্রীবসেনাধিপতির্নীলো নামাগ্নিনন্দনঃ।
এষ পর্ব্বতশৃঙ্গাভঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ॥ ২৯
স্ফোটয়ত্যভিসংরব্ধো লাঙ্গূলঞ্চ পুনঃপুনঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম বালিপুত্রোঽতিবীর্য্যবান্ ॥
যেন দৃষ্টা জনকজা রামস্যাতীববল্লভা।
হনুমানেষ বিখ্যাতো হতো যেন তবাত্মজঃ॥ ৩১
শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ৩২
যশ্চৈষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যত্যতুলবিক্রমঃ।
রম্ভো নাম মহাসত্ত্বো লঙ্কাং নাশয়িতুং ক্ষমঃ ॥৩৩
এষ পশ্যতি বৈ লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব বানরঃ।
শরভো নাম রাজেন্দ্র কোটিযূথপনায়কঃ ॥ ৩৪
পনসশ্চ মহাবীর্য্যো মৈন্দশ্চ দ্বিবিদস্তথা।
নলশ্চ সেতুকর্ত্তাসৌ বিশ্বকর্ম্মসুতো বলী ॥ ৩৫
বানরাণাং বর্ণনে বা সঙ্খ্যানে বা ক ঈশ্বরঃ।
শূরাঃ সর্ব্বে মহাকায়াঃ সর্ব্বে যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥
শক্তাঃ সর্ব্বে চূর্ণয়িতুং লঙ্কাং রক্ষোগণৈঃ সহ।
এতেষাং বলসঙ্খ্যানং প্রত্যেকং বচ্মি তে শৃণু ॥
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্খসহস্রাণি তথার্ব্বুদশতানি চ ॥ ৩৮
সুগ্রীবসচিবানাং তে বলমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
অন্যেষাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোঽস্মি রাবণ ॥
রামো ন মানুষঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ।
সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতুশ্চিচ্ছক্তির্জগদাত্মিকা ॥ ৪০
তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মাদ্রামশ্চ সীতা চ জগতস্তস্থুষশ্চ তৌ ॥ ৪১

অসংখ্য বানর-সেনা দেখুন, তন্মধ্যে পর্ব্বতাকার বানর সকল গর্জ্জন করিতেছে। তাহাদিগকে গণনা করা দুঃসাধ্য; তথাপি আপনার নিকট বাছিয়া বাছিয়া প্রধান কয়েক জনের কথা বলিতেছি,—এই যে বহুলক্ষ যূথপতি-পরিবৃত বানর, লঙ্কার অভিমুখীন হইয়া অবস্থিত করত গর্জ্জন করিতেছে, এ সুগ্রীবের সেনাপতি; ইহার নাম নীল; এ ব্যক্তি অগ্নির পুত্র। এই যে পর্ব্বতশিখরাকারে পদ্ম-কিঞ্জল্কের ন্যায় গৌরবর্ণ বানর অতি ক্রোধ সহকারে বার বার লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছে, ইনি বালীর পুত্র,—যুবরাজ অঙ্গদ ইহাঁর নাম; ইনি অতি পরাক্রান্ত। রামের প্রিয়তমা জনকনন্দিনীকে যে দেখিয়া গিয়াছে, যে আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছে, সেই বিখ্যাত হনুমান্—ঐ। ঐ যে রজতবর্ণ মহাবুদ্ধি বিক্রমশালী বানর, সুগ্রীবের নিকট আসিয়া আবার তখনই গমন করিতেছে, ইহার নাম শ্বেত। ঐ যে অতুলবিক্রম বানর সিংহের ন্যায় অবলোকন করিতেছে, ইহার নাম রম্ভ। এ ব্যক্তি অতি মহাবল, (এমন কি একাই) লঙ্কাপুরী নাশ করিতে পারে। ঐ দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যেন উৎসুক হইয়াই লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহাঁর নাম শরভ। হে রাজেন্দ্র! এ ব্যক্তি কোটি যূথপতির অধিনায়ক। ঐ—পনস; ঐ—মহাবীর্য্য মৈন্দ; এবং ঐ—দ্বিবিদ। ঐ—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলবান্ নল; এই নলই সেতু বন্ধন করিয়াছে। বানরগণের বর্ণনা করিতে বা সংখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে। (স্থূল কথা এই যে) সকলেই মহাকায় এবং পরাক্রান্ত; আর সকলেই যুদ্ধ করিতে অভিলাষী। সকলেই রাক্ষসগণপূর্ণ লঙ্কানগরীকে চূর্ণ করিতে সমর্থ। আপনার নিকট ইহাদিগের (এই নীল প্রভৃতি কথিত দশজন বানরের) প্রত্যেকের সৈন্য-সংখ্যা বলিতেছি শ্রবণ করুন, ইহাদিগের এক বিংশতি কোটি সহস্র, শঙ্খ সহস্র এবং শত অর্ব্বুদ করিয়া সৈন্য। যাহারা সুগ্রীবের সচিব অর্থাৎ উক্ত দশ বানর, তাহাদিগের সৈন্যসংখ্যা কীর্ত্তিত হইল। হে রাবণ! অপরের সৈন্যসংখ্যা বলিতে আমি অসমর্থ। ২৩-৩৯। শ্রীরাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ আদিদেব পরম পুরুষ নারায়ণ। আর সীতা—সাক্ষাৎ জগতের কারণ জগন্ময়ী চিৎশক্তি।

পিত্রো পৃথিবীপাল তয়োর্বৈরী কথং ভবেৎ।
অজানতা ত্বয়ানীতা জগন্মাতৈব জানকী ॥ ৪২
ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে।
পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে ॥ ৪৩
মলমাংসাস্থিদুর্গন্ধ-ভূয়িষ্ঠেঽহঙ্কৃতালয়ে।
কৈবাস্থা ব্যতিরিক্তস্য কায়ে তব জড়াত্মকে ॥ ৪৪
যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাদি-পাতকানি কৃতানি তে।
ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোঽত্র পতিষ্যতি
পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ।
কারণে দেহযোগাদি নাত্মনঃ কুরুতোঽনিশম্ ॥ ৪৬
যাবদ্দেহোঽস্মি কর্তাস্মীত্যাত্মাহংকুরুতেঽবশঃ।
অধ্যাসাৎ তাবদেব স্যাজ্জন্মনাশাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৭
তস্মাৎ ত্বং ত্যজ দেহাদাবভিমানং মহামতে।
আত্মাতিনির্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মা চলোঽব্যয়ঃ ॥
স্বাজ্ঞানবশতো বন্ধং প্রতিপদ্য বিমুহ্যতি।
তস্মাৎ ত্বং শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর ॥ ৪৯
বিরতিং ভজ সর্বত্র পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিরয়েষ্বপি ভোগঃ স্যাচ্ছ্বাশূকরভাবপি ॥ ৫০
দেহং লব্ধা বিবেকাঢ্যং দ্বিজত্বঞ্চ বিশেষতঃ।
তত্রাপি ভারতে বর্ষে কর্মভূমৌ সুদুর্লভম্ ॥ ৫১
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা দেহং ভোগানুগো ভবেৎ
অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্।
অজ্ঞানীব সদা ভোগাননুধাবসি কিং মুধা ॥ ৫২
ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্বা ত্বং সর্বসঙ্গং সমাশ্রয়।
রামমেব পরাত্মানং ভক্তিভাবেন সর্বদা ॥ ৫৩
সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদানুচরো ভব।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং প্রয়াস্যসি ॥

ত্মক জগতের উৎপত্তি; অতএব সেই রাম-সীতাই স্থাবর জঙ্গমের পিতা মাতা। হে মহীপতে! তাঁহাদিগের বৈরী হইলে কি আর জীবিত থাকিতে পারা যায়? জানকী জগন্মাতা, তুমি না জানিয়া সেই জগন্মাতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। হে রাজন্! এই সংসার ক্ষণ-ধ্বংসী; (তাহাতে আবার) পঞ্চভূতময় চতুর্বিংশতি-তত্ত্বঘটিত, মল,—মাংস—অস্থি ও দুর্গন্ধে পূর্ণ, অহঙ্কারের আশ্রয় এবং জড়স্বরূপ এই শরীরও ক্ষণভঙ্গুর; তুমি (আত্মা) ইহা হইতে ভিন্ন বস্তু; এই শরীরে তোমার আবার আস্থা কি? যাহার জন্য তুমি ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি বহুবিধ পাপ অকাতরে অনুষ্ঠান করিয়াছ; এবং যে দেহ মাল্য, চন্দন ও রমণী প্রভৃতি বিষয় ভোগ করে; সে দেহ (স্থূল) ত এখানে পড়িয়া থাকিবে। সুখদুঃখের কারণীভূত পুণ্যপাপ জীবের সঙ্গে গমন করে; এবং ঐ পুণ্যপাপই আত্মার দেহ-সম্বন্ধ সম্পাদন করিয়া নিরন্তর সুখদুঃখ বিধান করে। আত্মা যতদিন মায়ার অধীন হইয়া অধ্যাসবশতঃ 'আমি দেহ' 'আমি করিয়া থাকি,' এইরূপ অহঙ্কার করে, ততদিনই তাহার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি হইয়া থাকে। হে মহামতে! অতএব তুমি দেহাদির প্রতি অভিমান ত্যাগ কর। আত্মা—অতি নির্মল, শুদ্ধ বিজ্ঞানময় অচল এবং অব্যয়। আত্মা আপনার স্বরূপ বঞ্চিত হওয়াতেই বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া বিমূঢ় হইতেছে। অতএব তুমি আত্মাকে শুদ্ধ ভাবাপন্ন জানিয়া অনবরত তাহাই ধ্যান কর। স্ত্রী পুত্র গৃহ পরিজন প্রভৃতি সকল বস্তুতেই বিতৃষ্ণ হও। ভোগ ত নরকেও হয়; কুকুর—শূকর—প্রভৃতি শরীরেও হয়, তবে তাহার জন্য সতৃষ্ণ হও কেন? একে ত বিবেক-জ্ঞানের উপযুক্ত দেহই দুর্লভ; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণত্ব; তাহাতেও আবার কর্মভূমি ভারত-বর্ষে উহা অতীব দুর্লভ। কিন্তু তাহা লাভ হইলেও কোন্ বিদ্বান্ দেহের প্রতি আত্মবুদ্ধি করিয়া ভোগের অনুবর্তী হয়? অতএব তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া—(ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ!) পুলস্ত্যের পৌত্র হইয়া, অজ্ঞানীর ন্যায় কেন মিছা ভোগের অনুসরণ করিতেছ? যাহা হইবার হইয়াছে; ইহার পর তুমি সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্বদা পরমাত্মা রামচন্দ্রকেই ভক্তিভাবে আশ্রয় কর; সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের অনুচর হও গিয়া। তাহা হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবে

নো চেদ্‌গমিষ্যসেঽধোঽধঃ পুনরাবৃত্তিবর্জিতঃ।
অঙ্গীকুরুষ মদ্বাক্যং হিতমেব বদামি তে ॥ ৫৫
সৎসঙ্গতিং কুরু ভজস্ব হরিং শরণ্যং
শ্রীরাঘবং মরকতোপলকান্তিকান্তম্।
সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং
সুগ্রীবলক্ষ্মণবিভীষণসেবিতাঙ্ঘ্রিম্ ॥ ৫৬
ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বা শুকমুখোদ্‌গীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষো দহন্নিব তমব্রবীৎ। ১
অনুজীব্য সুদুর্বুদ্ধে গুরুবদ্ভাষসে কথম্।
শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিক্ষন্ ন লজ্জসে ॥ ২
ইদানীমেব হন্মি ত্বাং কিন্তু পূর্বকৃতং তব।
স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচিতম্ ॥ ৩

নতুবা ক্রমে ক্রমে অধোগত হইতে থাকিবে, আর উঠিতে পারিবে না। আমার বাক্য গ্রহণ কর; আমি তোমার হিতই বলিতেছি। তুমি সাধুসঙ্গ কর এবং সীতাসমন্বিত শ্রীরামরূপী হরিকে নিরন্তর ভজনা কর; তিনি শরণাগত-পালক (অবশ্য তোমাকে দয়া করিবেন)। তাঁহার কমনীয় কান্তি মরকত মণির তুল্য। তিনি ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া আছেন। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।” ৪০—৫৬।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাবণ শুকমুখোদ্গত অজ্ঞান-নাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-রক্ত-লোচনে যেন তাহাকে দগ্ধ করত কহিতে লাগিল,—“রে দুর্মতি! তুই আমার অনুজীবী হইয়া গুরুর ন্যায় উপদেশ দিতেছিস্ কিরূপে? আমি ত্রিজগতের শাসনকর্তা; আমাকে শিক্ষা দিতে তোর লজ্জা হইতেছে না? যদিও তুই আমার বধ্য, এবং এখনই তোকে বধ করিতে পারি; তথাপি

ইতো গচ্ছ বিমূঢ় ত্বমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম্।
মহাপ্রাসাদ ইত্যুক্তো বেপমানো গৃহং যযৌ ॥ ৪
শুকোঽপি ব্রাহ্মণঃ পূর্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্মকৃৎ ॥ ৫
দেবানামভিবৃদ্ধ্যর্থং বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ ॥ ৬
রাক্ষসানাং বিরোধোঽভূচ্ছুকো দেবহিতোদ্যতঃ।
বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান্ ॥ ৭
অন্তরং প্রেপ্সুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোদ্যতঃ।
কদাচিদাগতোঽগস্ত্যস্তস্যাশ্রমপদং মুনেঃ ॥ ৮
তেন সম্পূজিতোঽগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ।
গতে স্নাতুং মুনৌ কুম্ভসম্ভবে প্রাপ্য চান্তরম্ ॥ ৯
অগস্ত্যরূপধৃক্ সোঽপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ।
যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্ ভোজনং দেহি সামিষম্ ॥

তুই পূর্ব্বে যে সকল উপকার করিয়াছিস্, তাহা স্মরণ করিতেছি বলিয়াই বধ করিলাম না। রে বিমূঢ়! তুই শীঘ্র এস্থান হইতে দূর হ; ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করা যায় না।” তখন শুকও, “বিশেষ অনুগ্রহ”,—এই কথা বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া বৈখানস আশ্রম অবলম্বন করিল। শুক, ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল; বানপ্রস্থবিধি অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করত বনে অবস্থিতি করিত। মহামতি শুক, দেবগণের উন্নতি এবং দেব-শত্রুগণের বিনাশার্থ—অবিচ্ছেদে বহুতর যজ্ঞ করে। শুক, দেবগণের হিত কার্য্য করিতে উদ্যত বলিয়া, তাহার প্রতি রাক্ষসদিগের দ্বেষ জন্মিল। তন্মধ্যে বজ্রদংষ্ট্র নামে একজন প্রধান রাক্ষস, শুকের অপকার করিতে উদ্যত হইয়া, উপযুক্ত অবসর লাভে যত্নবান্ হইয়া রহিল। একদা অগস্ত্য শুক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; শুক সেই অগস্ত্যকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার পর মুনিবর কুম্ভযোনি স্নান করিতে গমন করিলে, সেই রাক্ষসও (বজ্রদংষ্ট্র) অবসর পাইয়া অগস্ত্যরূপ ধারণ করত শুককে

বহুকালং ন ভুক্তং মে মাংসং ছাগাঙ্গসম্ভবম্।
তথেত্যুক্ত্বাকারয়ামাস মাংসভোজ্যং স বিস্তরম্ ॥১১
উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তুং রাক্ষসোঽতীব সুন্দরম্।
শুকভার্য্যাবপুর্ধৃত্বা তাং চান্তর্মোহয়ন্ খলঃ ॥ ১২
নরমাংসং দদৌ তস্মৈ সুপক্কং বহুবিস্তরম্
দত্ত্বৈবান্তর্দধে রক্ষস্ততো দৃষ্ট্বা চুকোপ সঃ ॥ ১৩
অমেধ্যং মানুষং মাংসমগস্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ।
অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি দুর্ম্মতে ॥ ১৪
মহ্যং তং রাক্ষসো ভূত্বা তিষ্ঠ ত্বং মানুষাশনঃ।
ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগস্ত্যং মুনে ত্বয়া ॥
ইদানীং ভাষিতং মেঽদ্য মাংসং দেহীতি বিস্তরম্
তথৈব দত্তং মে দেব কিং মে শাপং প্রদাস্যসি ॥
শ্রুত্বা শুকস্য বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
জ্ঞাত্বা রক্ষাকৃতং সর্ব্বং ততঃ প্রাহ শুকং সুধীঃ ॥
তবাপকারিণা সর্ব্বং রাক্ষসেন কৃতন্ত্বিদম্।
অবিচার্য্যৈব মে দত্তঃ শাপস্তে মুনিসত্তম ॥ ১৮
তথাপি মে বচোঽমোঘমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাক্ষসং বপুরাস্থায় রাবণস্য সহায়কৃৎ ॥ ১৯
তিষ্ঠ তাবদ্‌যদা রামো দশাননবধায় হি।
আগমিষ্যামি লঙ্কায়াঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০
প্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রঘূত্তমম্।
দৃষ্ট্বা শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বোধয়িত্বা চ রাবণম্ ॥ ২১
তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ্স্যসি।
ইত্যুক্তোঽগস্ত্যমুনিনা শুকো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২২
বভূব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ।
ইদানীং চাররূপেণ দৃষ্ট্বা রামং সহানুজম্ ॥ ২৩
রাবণং তত্ত্ববিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনর্দ্রুতম্।
পূর্ব্ববদ্‌ব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪
ততঃ সমাগমত্‌বৃদ্ধো মাল্যবান্ রাক্ষসো মহান্।
বুদ্ধিমান্ নীতিনিপুণো রাজ্ঞোমাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥

কহিল,—"ব্রহ্মন্! যদি ভোজন করাইবে ত সামিষ অন্ন ভোজন করাইও; আমি ছাগ-মাংস বহুকাল ভোজন করি নাই!" শুক "যে আজ্ঞা" বলিয়া বহুতর মাংস সমেত ভোজ্য প্রস্তুত করাইল।১-১১। এদিকে অগস্ত্য ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলে, সেই খল রাক্ষস শুকপত্নীর মন মুগ্ধ করিয়া অতি সুন্দর শুক-পত্নীশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সুপক্ক বহুবিস্তৃত নরমাংস পরিবেশন করিল। পরিবেশন করিয়াই রাক্ষস অন্তর্হিত হইল। অনন্তর সেই অগস্ত্য অপবিত্র মনুষ্যমাংস অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। অগস্ত্য শুককে বলিতে লাগিলেন, "রে দুর্ম্মতে! আমাকে তুই অপবিত্র মনুষ্যমাংস দিয়াছিস্; অতএব মনুষ্যাশী রাক্ষস হইয়া থাক্।" শুক, এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া অগস্ত্যের সম্মুখে সভয়ে বলিল,—আপনি এখনি আমাকে বলিলেন, 'আজ আমাকে বহুতর মাংস প্রদান কর'; দেব! আমি তদনুসারেই দিয়াছি, তবে আমাকে শাপ দিলেন কেন?" শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমতি অগস্ত্য মুহূর্ত্তকাল ধ্যান অবলম্বন করিলেন; তাহাতে এ সমস্ত কার্য্যই রাক্ষসের কৃত বলিয়া বুঝিয়া শুককে বলিলেন,—"হে মুনিসত্তম! তোমার অপকারী একজন রাক্ষস এই সমস্ত করিয়াছে; আমি তাহা বিচার না করিয়াই তোমাকে শাপ দিয়াছি। তথাপি আমার বাক্য অমোঘ;—যাহা বলিয়াছি, তাহা হইবেই। তুমি এখন রাক্ষস-শরীর ধারণপূর্ব্বক রাবণের সহায় হইয়া থাক। তাহার পর যখন রাম, রাবণ-বধের জন্য বানরগণের সমভিব্যাহারে লঙ্কাসমীপে আগমন করিবেন, তখন তুমি রাবণ-প্রেরিত চর হইয়া গিয়া রঘুবরকে দর্শন করিবামাত্র শাপমুক্ত হইবে; পরে রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।" অগস্ত্য মুনি এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইল; এবং রাবণ সন্নিধানে আসিয়া থাকিল। সম্প্রতি শুক, চররূপে সানুজ রামকে দর্শন করিয়া এবং রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া সত্বর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইল; এবং বৈখানস-গণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিল।১২-২৪। অনন্তর বুদ্ধিমান্ নীতিকুশল, মাল্যবান্ নামে প্রধান বৃদ্ধ রাক্ষস তথায় আগমন করিল।

প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনান্তরাত্মনা।
শৃণু রাজন্ বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্ ॥
যদা প্রবিষ্টা নগরী জানকী রামবল্লভা।
তদাদি পুর্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন ॥ ২৭
ঘোরাণি নাশহেতূনি তানি মে বদতঃ শৃণু।
খরস্তনিতনির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৮
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্ব্বদা।
রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৯
কালিকা পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসত্যগ্রতঃ স্থিতা।
খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলৈঃ সহ ॥ ৩০
মার্জ্জারেণ তু যুধ্যন্তে পন্নগা গরুড়েন তু।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩১
কালো গৃহাণি সর্ব্বেষাং কালে কালে ত্ববেক্ষতে
এতান্যন্যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যুদ্ভবন্তি চ ॥ ৩২

অতঃ কুলস্য রক্ষার্থং শান্তিং কুরু দশানন।
সীতাং সৎকৃত্য সধনাং রামায়াশু প্রযচ্ছ ভো ॥
রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদ্বেষং ত্যজ রাঘবে।
যৎপাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরম্ ॥ ৩৪
তরন্তি ভক্তিপূতাত্মা ততো রামো ন মানুষঃ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্ব্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫
যদ্যপি ত্বং দুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি।
মদ্বাক্যং কুরু রাজেন্দ্র কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬
শ্রুত্বা মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৩৭
মানবং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮
রামেণ প্রেষিতো নূনং ভাষসে ত্বমনর্গলম্।
গচ্ছ বৃদ্ধোঽসি বন্ধুস্ত্বং সোঢ়ং সর্ব্বং ত্বয়োদিতম্

মাল্যবান রাজার প্রিয়পাত্র এবং মাতামহ। সে আসিয়া—প্রশান্ত অন্তঃকরণে সেই বীর রাক্ষসকে বলিতে লাগিল,—“রাজন্! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ কর, শুনিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিও। যে পর্য্যন্ত রামপ্রিয়া জানকী নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, হে দশানন! তদবধি নগরে যে সকল নাশসূচক ঘোর নিমিত্ত দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি ভয়ঙ্কর মেঘগণ কঠোর গর্জ্জন করিতেছে, কড় কড় শব্দে বজ্রপাত হইতেছে এবং লঙ্কা নগরে নিরন্তর উষ্ণ শোণিত বর্ষণ হইতেছে, দেবপ্রতিমা সকল রোদন করিতেছে, ঘর্ম্মাক্ত এবং প্রচলিত হইতেছে; কালিকা বিশদ দশনরাজি প্রকটিত করিয়া হাস্য করত সকল রাক্ষসের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে-ছেন। গোগর্ভে গর্দ্দভ উৎপন্ন হইতেছে; মূষিকগণ নকুল ও মার্জ্জারগণের সহিত ও সর্পগণ গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কাল,—কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত-মুণ্ড বিকটাকার করাল-পুরুষরূপে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সকলের গৃহে উঁকিঝুকি মারিতেছে। এই সকল দুর্নিমিত্ত এবং অন্যান্য দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আরও নূতন নূতন দুর্নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। অতএব হে দশানন! কুল-রক্ষার জন্য ইহার যাহাতে শান্তি হয়, তাহা কর। হে রাবণ! সীতাকে রত্নাদিপ্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া শীঘ্র রাম-চন্দ্রকে প্রদান কর। রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিও। রাঘবের প্রতি বিদ্বেষ পরি-ত্যাগ কর। ভক্তি-বিশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানিগণ যাঁহার চরণতরণি আশ্রয় করিয়া ভব-সমুদ্র পার হন, সেই রাম মনুষ্য নহেন; সর্ব্বান্তর্যামী সেই রামচন্দ্রকে ভক্তিভাবে ভজনা কর। যদিও তুমি দুরাচার, তথাপি তাঁহাকে ভক্তি করিলেই পবিত্র হইবে। হে রাজেন্দ্র! কুলের মঙ্গলার্থ—আমার কথামত কাজ কর।”২৫—৩৬। দুষ্টাত্মা দশানন সেই মাল্যবানের কথিত হিত-বাক্য সহ্য করিতে পারিল না; কেননা, সে কালের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। “দীন হীন মনুষ্য রামকে ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করিতেছ কেন? কতকগুলি বানর তাহার আশ্রয়; আর দ্বিতীয় সহায় নাই; পিতা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে; এবং অনেক তপস্বী তাহার প্রতি অনুগ্রহ করে (এই ত ক্ষমতা)। তুমি নিশ্চয়ই রামের প্রেরিত; অনর্গল তাহারই স্তুতিবাদ করিতেছ; যাও তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; এবং আমার মাতা-

ইতো মৎকর্ণপদবীং দহত্যেতদ্বচস্তব।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্থিতস্তদা॥ ৪০
প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যন্ বানরসৈনিকান্।
যুদ্ধায়াযোজয়ৎ সর্ব্বরাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্॥ ৪১
রামোঽপি ধনুরাদায় লক্ষ্মণেন সমাহৃতম্।
দৃষ্ট্বা রাবণমাসীনং কোপেন কলুষীকৃতঃ॥ ৪২
কিরীটিনং সমাসীনং মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
শশাঙ্কার্দ্ধনিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ॥ ৪৩
শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা।
চিচ্ছেদ নিমিষার্দ্ধেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৪৪
লজ্জিতো রাবণস্তূর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম্।
আহূয় রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ॥৪৫
বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়ামাস সত্বরঃ।
ততো ভেরীমৃদঙ্গাদ্যৈঃ পণবানকগোমুখৈঃ॥ ৪৬
মহিষোষ্ট্রৈঃ খরৈঃ সিংহৈর্দ্বীপিভিঃ কৃতবাহনাঃ।
খড়্গাশূলধনুঃপাশ-যষ্টিতোমরশক্তিভিঃ॥ ৪৭

লক্ষিতাঃ সর্ব্বতো লঙ্কাং প্রতিদ্বারমুপাযযুঃ।
তৎপূর্ব্বমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ॥ ৪৮
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি শিখরাণি মহান্তি চ।
তরূংশ্চোৎপাট্য বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিযূথপাঃ॥ ৪৯
প্রেক্ষমাণা রাবণস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কার্য্যার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা॥ ৫০
তে ক্রমৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ॥ ৫১
কোটিশতযুতাশ্চান্যে রুরুধুর্নগরং ভৃশম্।
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ॥ ৫২
রামো জয়ত্যতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণানুপালিতঃ॥ ৫৩
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ সমং যুযুধিরেঽরিভিঃ।
হনূমানঙ্গদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ॥ ৫৪

সহ; (কি বলিব,) তোমার কথিত সকল বাক্যই সহ্য করিলাম। তোমার মুখ-নিঃসৃত এই বাক্য আমার শ্রবণপথ দগ্ধ করিতেছে।" এই বলিয়া তখন রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত সভাস্থল হইতে চলিয়া গেল এবং প্রাসাদশিখরে আসীন হইয়া বানর-সেনাগণকে অবলোকন করত, সমীপ-স্থিত রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইতে বলিল। এদিকে রাম-মন্ত্রি-পরিবেষ্টিত কিরীট-ধারী রাবণকে আসীন দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। রাঘব লক্ষ্মণের আনীত শরাসন গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি এক বাণ দ্বারা নিমিষার্দ্ধের মধ্যে সহস্র শ্বেত-চ্ছত্র এবং দশটী কিরীট ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া-ছিল। রাবণ লজ্জিত হইয়া সত্বর স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিল। অনন্তর খল রাবণ, প্রহস্ত প্রভৃতি সকল রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া, বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সত্বর আদেশ করিল। অনন্তর ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব ঢক্কা এবং গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাক্ষসগণ, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, সিংহ, ও শার্দ্দূল—এই সমস্ত বাহনে আরূঢ় এবং খড়্গ শূল, ধনু, পাশ, যষ্টি, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, লঙ্কার সকল ভাগ হইতে প্রত্যেক নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র, তাহার পূর্ব্বেই বানরশ্রেষ্ঠ-দিগকে আজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা পর্ব্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ শিখর উত্তোলিত করিয়া এবং নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী উৎপাটিত করিয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল। এখন সেই বানরযূথপতিগণ দলে দলে বিভক্ত সেই সকল রাবণসৈন্য অবলোকন করিয়া, রাঘব রামের প্রীতিসাধন মানসে তখনই লঙ্কা আক্রমণ করিল। অনন্তর সেই সমস্ত যূথপতি বানর কেহ কেহ সহস্র যূথ, কেহ কেহ কোটী যূথ, কেহ কেহ বা শত-কোটী যূথে পরিবৃত হইয়া, বনস্পতিনিকর, পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং মুষ্টি তুলিয়া, ভীষণভাবে নগরী অবরোধ করিল। প্লবঙ্গমগণ লাফাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল; আবার ভূমিতে পড়িতে লাগিল; এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল।৩৭--৫২। "অতি-বল রামচন্দ্রের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়; রামপালিত মহারাজ সুগ্রীবের জয়;' এইরূপ চীৎকার করত, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ

নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
জাম্ববান্ দধিবক্ত্রশ্চ কেশরী তার এব চ॥ ৫৫
অন্যে চ বলিনঃ সর্ব্বে যূথপাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
দ্বারাণ্যুৎপ্লুত্য লঙ্কায়াঃ সর্ব্বতো রুরুধুর্ভৃশম্।
তদা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ॥ ৫৬
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দন্তৈশ্চ বেগিতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্ব্বতো রুষা॥ ৫৭
নির্গত্য ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্বানরানীকং মহাকায়া মহাবলাঃ॥ ৫৮
রাক্ষসাংশ্চ তথা জঘ্নুর্বানরা জিতকাশিনঃ।
তথা বভূব সময়ো মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ॥ ৫৯
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সম্ভূতাদ্ভুতোপমঃ।
তে হয়ৈশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ॥ ৬০
রক্ষোব্যাঘ্রা যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসাশ্চ কপীন্দ্রাশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণঃ॥ ৬১
রাক্ষসান্ বানরা জঘ্নুর্বানরাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ।
রামেণ বিষ্ণুনা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাংশজাঃ॥ ৬২
বভূবুর্বলিনো হৃষ্টাস্তদা পীতামৃতা ইব।
সীতাভিমর্ষপাপেন রাবণেনাভিপালিতান্॥ ৬৩
হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষসান্ জঘ্নুরোজসা।
চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্॥ ৬৪
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মেঘনাদোঽথ দুষ্টধীঃ।
ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানন্তর্ধানং গতোঽসুরঃ॥ ৬৫
সর্ব্বাস্ত্রকুশলো ব্যোম্নি ব্রহ্মাস্ত্রেণ সমন্ততঃ।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমর্দ্দয়ন্।
ববর্ষ শরজালানি তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৬৬
রামোঽপি মানবান্ ব্রাহ্মমন্ত্রমন্ত্রবিদাং বরঃ॥ ৬৭
ক্ষণং তূষ্ণীমুবাসাথ দদর্শ পতিতং বলম্।
বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চুকোপানলসন্নিভঃ॥ ৬৮
চাপমানয় সৌমিত্রে ব্রহ্মাস্ত্রেণাসুরং ক্ষণাৎ।

রাক্ষসগণ বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। হনূমান্, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, নল, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, দধিমুখ, কেশরী এবং অন্যান্য বলশালী যূথপতি বানরগণ লঙ্কার দ্বার লঙ্ঘন করিয়া, ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে লঙ্কা অবরোধ করিল। তখন মহাকায় বানরগণ সবেগে বৃক্ষ, পর্ব্বত, নখাঘাতে ও দন্তাঘাতে সেই সকল রাক্ষসকে নিহত করিতে লাগিল। তখন মহাকায় মহাবল ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণও ক্রোধভরে সমস্ত দ্বারদেশের বহির্ভাগে আসিয়া ভিন্দিপাল, খড়্গ, শূল এবং পরশু প্রভৃতি দ্বারা বানর সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। জয়োৎফুল্ল বানরগণও রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। বানরগণের ও রাক্ষসগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্র, মাংস এবং শোণিত-প্রবাহে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ—অশ্ব, গজ এবং সুবর্ণপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া, দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত, যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী হইল। বানরগণ রাক্ষসদিগকে ও রাক্ষসগণ বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। অমৃত পান করিলে যেরূপ আনন্দিত ও বলশালী হয়, সেইরূপ, তখন দেবাংশ-সম্ভূত বানরগণ রামরূপী বিষ্ণুকর্তৃক অবলোকিত হইয়া আনন্দিত ও বলশালী হইতে লাগিল। রাবণ সীতাকে দুষ্টভাবে স্পর্শ করিয়া পাপসঞ্চয় করিয়াছিল; তাহাতেই রাবণ-পালিত রাক্ষসগণের শ্রী ও বল বিনষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত রাক্ষস সৈন্যের একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিল। আর সমস্ত নিহত হইল। দুষ্টবুদ্ধি শ্রীমান্ মেঘনাদ রাক্ষস নিজ সৈন্যগণকে নিহত হইতে দেখিয়া, অদৃশ্যভাবে আকাশে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা চতুর্দিকস্থ বানরসৈন্যকে মর্দ্দন করত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা অতি আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ হইল। ঐ রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত এবং সকল অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ। ৫৩—৬৬। অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রও ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করত ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন, বহুতর বানরসৈন্য রণস্থলে নিপতিত হইয়াছে; দেখিয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—“সৌমিত্রি!

ভস্মীকরোমি যে পশ্য বলমদ্য রঘূত্তম ॥ ৬৯
মেঘনাদোঽপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমতন্ত্রিতঃ ।
তূর্ণং জগাম নগরং মায়য়া মায়িকোঽসুরঃ ॥ ৭০
পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোঽতিদুঃখিতঃ ।
উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্ ॥ ৭১
তত্র দ্রোণগিরির্নাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ ।
তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে ॥ ৭২
বানরৌঘান্ মহাসত্ত্বান্ কীর্ত্তিস্তে সুস্থিরা ভবেৎ ।
আজ্ঞা প্রমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ ॥ ৭৩
আনীয় চ গিরিং সর্ব্বান্ বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বাযযৌ দ্রুতম্ ॥ ৭৪
পূর্ব্ববৎস্বরবং নাদং বানরাণাং বলোদ্ধতঃ ।
শ্রুত্বা বিস্ময়মাপন্নো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭৫
রাঘবো মে মহান শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্ম্মিতঃ ।
হন্তুং তং সংরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যূথপাঃ ॥ ৭৬

শরাসন আনয়ন কর। রঘুবর লক্ষ্মণ! আজ আমার সামর্থ্য অবলোকন কর; এই রাক্ষসকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ করি।” অনন্তর মায়াবী অসুর মেঘনাদও রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়াবলে সত্বর নগরে গমন করিল। রাম বানরসৈন্যকে পতিত নিরীক্ষণ করিয়া অতি দুঃখিতভাবে পবননন্দনকে বলিলেন,—“তুমি শীঘ্র ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন কর, তথায় দিব্য ওষধিগণের উৎপত্তিক্ষেত্র দ্রোণ নামে এক পর্ব্বত আছে, গিয়া লইয়া আইস। হে মহামতে! এই মহাবল বানরবৃন্দকে পুনর্জ্জীবিত কর, তোমার চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি হইবে।” বায়ুনন্দন “যে আজ্ঞা” বলিয়া গমন করিল। বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ সেই পর্ব্বত আনয়ন করিয়া বানরগণকে পুনর্জ্জীবিত করিল। অনন্তর ঐ পর্ব্বত আবার সেইখানে স্থাপিত করিয়া সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৭-৭৪। বানরগণের সৈন্যসাগর হইতে পূর্ব্ববৎ ভীষণ-ধ্বনি শ্রবণ করত রাবণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিল,—“রাঘব—আমার প্রবল-শত্রু। দেব-নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। আমার সেনাপতিগণ তাহাকে বধ করিতে সত্বর

মন্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিণঃ ।
সর্ব্বে গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ ॥ ৭৭
যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ ।
তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ মচ্ছাসনপরাঙ্মুখান্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তা নির্জ্জগ্মু রণকোবিদাঃ ।
অতিকায়ঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদমহোদরৌ ॥ ৭৯
দেবশত্রুর্নিকুম্ভশ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ ।
অপরে বলিনঃ সর্ব্বে যযুর্যুদ্ধায় বানরৈঃ ॥ ৮০
এতে চান্যে চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ ।
প্রবিশ্য বানরং সৈন্যং মমন্থুর্বলদর্পিতাঃ ॥ ৮১
ভুশুণ্ডৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নির্জঘ্নুর্হরিযূথপান্ ॥ ৮২
তে পাদপৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈর্নখদংষ্ট্রৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ।
প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্ব্বরাক্ষসযূথপান্ ॥ ৮২
রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ সুগ্রীবেণ তথাপরে ।
হনূমতা চাঙ্গদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ॥ ৮৪

যুদ্ধে গমন করুক। যে সকল বীর আমার প্রীতিসম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, মন্ত্রিগণ, বান্ধবগণ এবং তাহারা সকলে আমার আদেশে সত্বর যুদ্ধে গমন করুক। যাহারা প্রাণনাশভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধে গমন না করিবে, আমার আদেশপালনে পরাঙ্মুখ, সেই সকল ব্যক্তিকে আমি বধ করিব। রাক্ষসগণ তাহা শুনিয়া ভয়সন্ত্রস্তচিত্তে (যুদ্ধার্থ) বহির্গত হইল। অতিকায়, প্রহস্ত, মহানাদ, মহোদর, দেবশত্রু, নিকুম্ভ, দেবান্তক, নরান্তক এবং অন্যান্য বলশালী রণপণ্ডিত রাক্ষসসকল বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল। এই সকল এবং এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক শত শত সহস্র সহস্র বলদর্পিত বীরগণ, বানরসৈন্যব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। ভুশুণ্ডি, ভিন্দিপাল, বাণ, খড়্গ, পরশু এবং অপরাপর নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা বানর-সেনাপতিদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তাহারাও বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র, নখ দংষ্ট্রা ও মুষ্টির প্রহারে সকল রাক্ষস-সেনাপতিকে জীবনশূন্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ রামহস্তে, তদ্ভিন্ন অনেকেই সুগ্রীব,

হনূমদঙ্গদাভ্যাঞ্চ লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
যুদ্ধে নিহতাঃ পর্ব্বতাকারাঃ সর্ব্বরাক্ষসাঃ।
রামতেজঃ সমাবিষ্টা বানরা বলিনোহভবন্॥ ৮৭
রামশক্তিবিহীনানামেবং শক্তিঃ কুতো ভবেৎ॥৮৮

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ো বিধাতা
মায়ামনুষ্যত্ববিড়ম্বনেন।
সদা চিদানন্দময়োহপি রামো
যুদ্ধাদিলীলাং বিতনোতি মায়াম্॥ ৮৯

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টমতিকায়মুখং মহৎ।
রাবণো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ॥ ১
নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাদ্যুতিঃ।
স্বয়ং জগাম যুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ॥ ২
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ॥ ৩

বানরান্ বহুশো [illegible]।
পাতয়ামাস সুগ্রীবপ্রমুখান্ যূথনায়কান্॥ ৪
গদাপাণিং মহাসত্ত্বং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্।
উৎসসর্জ্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে॥ ৫
তামাপতন্তীমালোক্য বিভীষণবিঘাতিনীম্।
দত্তাভয়োহয়ং রামেণ বধার্হো নায়মাসুরঃ॥ ৬
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমাদায় বীর্য্যবান্।
বিভীষণস্য পুরতঃ স্থিতোহকম্প ইবাচলঃ॥ ৭
সা শক্তির্লক্ষ্মণতনুং বিবেশামোঘশক্তিতঃ।
যাবত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়য়াঃ সম্ভবন্তি হি॥ ৮
তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
মায়াশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা শেষাংশস্য হরেস্তনোঃ
তথাপি মানুষং ভাবমাপন্নস্তদনুব্রতঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তমাদাতুং দশাননঃ॥১০
হস্তৈস্তোলয়িতুং শক্তো ন বভূবাতিবিস্মিতঃ।

হনুমান্, অঙ্গদ এবং মহাত্মা লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইল। ক্রমে সেই সমস্ত রাক্ষসকে বানরসেনাপতিগণ নিহত করিল। কেন না বানরগণ রাম-তেজের আবেশে বলবান্ হইয়াছিল; আর যাহারা রামশক্তি-শূন্য, তাহাদিগের এতাদৃশ শক্তি কোথা হইতে হইবে? শ্রীরাম, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বময়, সর্ব্ববিধাতা এবং সর্ব্বদা চিদানন্দময় হইলেও মায়াগৃহীত মনুষ্যত্বের অনুকরণে যুদ্ধলীলা প্রভৃতি মায়া বিস্তার করেন। ৭৫—৮৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাবণ,—অতিকায়, প্রভৃতি প্রচুর সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দুঃখসন্তপ্ত এবং অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল। মহাদ্যুতি রাক্ষস, ইন্দ্রজিৎকে লঙ্কারক্ষণে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রামের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। মহাবল রাক্ষসরাজ, সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্রসম্পন্ন দিব্য-স্যন্দনে আরোহণ করিয়া রামকেই আক্রমণ করিতে চলিল। আশীবিষ-সদৃশ ভীষণ শরপ্রহারে বহুতর বানরকে নিহত করিয়া সুগ্রীব-প্রমুখ যূথপতিদিগকেও সমরশায়ী করিল। তথায় গদাপাণি মহাবল বিভীষণকে অবস্থিত দেখিয়া বিভীষণের প্রতি ময়প্রদত্ত মহাশক্তি পরিত্যাগ করিল। সেই শক্তি বিভীষণকে বিনাশ করিতে আসিতেছে দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—"রামচন্দ্র এই রাক্ষসকে অভয়দান করিয়াছেন; সুতরাং ইহার বধ হওয়া অনুচিত।" এই কথা বলিয়া বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চল পর্ব্বতের ন্যায় বিভীষণের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সেই শক্তি, অমোঘবল বলিয়া লক্ষ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইল। জগতে মায়ার যত শক্তি প্রকটিত হয়, মহাত্মা লক্ষ্মণ—সেই সমস্ত শক্তির আশ্রয় স্বরূপ। তিনি অনন্তের অংশ এবং নারায়ণের মূর্ত্তি। তাঁহার আর মায়া-শক্তি দ্বারা কি হইতে পারে? ১—৯। তথাপি মনুষ্যভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলিয়া তদনুসারে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। দশানন তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য গিয়া বিংশতি হস্তেও উত্তোলন করিতে

সর্ব্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরম্ ॥ ১১
কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েদল্প রাক্ষসঃ।
গ্রহীতুকামং সৌমিত্রিং রাবণং বীক্ষ্য মারুতিঃ॥
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা।
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্ভুবি॥ ১৩
আস্যৈশ্চ নেত্রশ্রবণৈরুদ্বমন্ রুধিরং বহু।
বিঘূর্ণমাননয়নো রথোপস্থ উপাবিশৎ॥ ১৪
অথ লক্ষ্মণমাদায় হনুমান্ রাবণার্দ্দিতম্।
আনয়দ্রামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্॥ ১৫
হনুমতঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ।
লঘুত্বমগমদ্দেবো গুরূণাং গুরুতমোঽপি সঃ॥ ১৬
সা শক্তিরপি তং ত্যক্ত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণাংশজম্।
রাবণস্য রথং প্রাগাদ্রাবণোঽপি শনৈস্ততঃ॥ ১৭
সংজ্ঞামবাপ্য জগ্রাহ বাণাসনমথো রুষা।
রামমেবাভিদুদ্রাব দৃষ্ট্বা রামোঽপি তং ক্রুধা॥ ১৮

আরুহ্য জগতাং নাথো হনূমন্তং মহাবলম্।
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা অভিদুদ্রাব রাঘবঃ॥ ১৯
জ্যাশব্দমকরোত্তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্।
রামো গম্ভীরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ॥ ২০
রাক্ষসাধম তিষ্ঠাদ্য ক্ব গমিষ্যসি মে পুরঃ।
কৃত্বাপরাধমেবং মে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥ ২১
যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে।
তেনৈব ত্বাং হনিষ্যামি তিষ্ঠাদ্য মম গোচরে॥ ২২
শ্রীরামস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো মারুতাত্মজম্।
বহন্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈরতাড়য়ৎ॥ ২৩
হতস্যাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বায়ুসূনোঃ স্বতেজসা।
ব্যবর্দ্ধত পুনস্তেজো ননর্দ্দ চ মহাকপিঃ।
ততো দৃষ্ট্বা হনূমন্তং সব্রণং রঘুসত্তমঃ।

পারিল না। তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইল; সামান্য রাক্ষস—সমস্ত জগতের সার, লোকাশ্রয় বিরাটরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে উত্তোলন করিবে কিরূপে? রাবণ, লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে দেখিয়া পবননন্দন সক্রোধে তাহার বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টির আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে রাবণ জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল; মুখ, কর্ণ ও নয়ন দ্বারা বহুতর রক্ত বমন করিতে লাগিল; নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন রাবণ রথমধ্যে বসিয়া পড়িল। অনন্তর হনুমান্ সেই রাবণতাড়িত লক্ষ্মণকে বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া রামসমীপে লইয়া আসিল। অনাদি দেব পরমেশ্বর সকল গুরুতর পদার্থ অপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন হইলেও হনুমানের সৌহার্দ্দ এবং ভক্তিবলে লঘুত্ব অবলম্বন করিলেন। সেই শক্তিও তাঁহাকে নারায়ণাংশসম্ভূত জানিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক রাবণ-রথে গমন করিল। এদিকে রাবণও ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিল; —অনন্তর রামকেই আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া জগদীশ্বর রাঘব রামচন্দ্রও মহাবল হনুমানে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধে রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম বজ্রনির্ঘোষসদৃশ কঠোর তীব্র জ্যাশব্দ করিলেন। অনন্তর তিনি গম্ভীর বচনে রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিলেন,—"অরে রাক্ষসাধম! দেখি, আজ আমার সম্মুখে অবস্থান কর; আমি ব্যবহিত সন্নিহিত প্রভৃতি সকল স্থানেই সমান দেখিতে পাই; সুতরাং তুই কোথায় যাইবি? আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও আমার এরূপ অপরাধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবি না অর্থাৎ আমার সমদর্শিতা এইরূপ,—পাপীর দণ্ড ও পুণ্যবানের উন্নতি আমার সমদর্শিতার ফল। তোর অনুচর রাক্ষসগণ জনস্থানে যে বাণ-প্রহারে নিহত হইয়াছে, তোকেও তদ্দ্বারাই নিহত করিব। (কিছুক্ষণ) আজ আমার সম্মুখে থাক্।" ১০-২২। রাবণ, শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া রণস্থলে রাম-বাহন পবননন্দনকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা আঘাত করিল। পবননন্দন, সুতীক্ষ্ণ শরে আহত হইলেও সহজ তেজে পুনরায় তাহার তেজোবৃদ্ধিই হইল এবং ঐ মহাকপি গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর রঘুবর, শরাঘাতে হনুমানের ক্ষত

ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্র ইবাপরঃ॥ ২৫
সাশ্বং রথং ধ্বজং সূতং শস্ত্রৌঘং ধনুরঞ্জসা।
ছত্রং পতাকাং তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ॥ ২৬
ততো মহাশরেণাশু রাবণং রঘুসত্তমঃ।
বিব্যাধ বজ্রকল্পেন পাকারিরিব পর্ব্বতম্॥ ২৭
রামবাণহতো বীরশ্চচাল চ মুমোহ চ।
হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘূত্তমঃ॥ ২৮
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্।
অনুজানামি গচ্ছ ত্বমিদানীং বাণপীড়িতঃ॥ ২৯
প্রবিশ্য লঙ্কামাশ্বাস্য শ্বঃ পশ্যসি বলং মম।
রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্পোঽথ রাবণঃ॥ ৩০
মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো লঙ্কাং প্রাবিশদাতুরঃ।
রামোঽপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং পতিতং ভুবি॥
মানুষত্বমুপাশ্রিত্য লীলয়ানুশুশোচ হ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং বৎস জীবয় লক্ষ্মণম্॥ ৩২
মহৌষধীঃ সমানীয় পূর্ব্ববৎ বানরানপি।
তথেতি রাঘবেণোক্তো জগামাশু মহাকপিঃ॥ ৩৩
হনূমান্ বায়ুবেগেন ক্ষণাত্তীর্ত্বা মহোদধিম্।
এতস্মিন্নন্তরে চারা রাবণায় ন্যবেদয়ন্॥ ৩৪
রামেণ প্রেষিতো দেব হনূমান্ ক্ষীরসাগরম্।
গতো নেতুং লক্ষ্মণস্য জীবনার্থং মহৌষধীঃ॥ ৩৫
শ্রুত্বা তচ্চারবচনং রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ।
জগাম রাত্রাবেকাকী কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ॥ ৩৬
গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়ান্বিতঃ।
কালনেমিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্ভয়বিহ্বলঃ।
অর্ঘ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ৩৭
কিং তে করোমি রাজেন্দ্র কিমাগমনকারণম্।
কালনেমিমুবাচেদং রাবণো দুঃখপীড়িতঃ॥ ৩৮
মমাপি কালবশতঃ কষ্টমেতদুপস্থিতম্।
ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি॥

হইয়াছে দেখিয়া, অন্য এক প্রলয়কালীন রুদ্রের ন্যায় অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। রামচন্দ্র সবেগে নিশিত সায়ক দ্বারা অশ্ব, রথ, ধ্বজ, সারথি, পতাকা, অস্ত্রসমূহ, শরাসন এবং রাজ-চ্ছত্র সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পাক-শাসন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুবর মহাশর দ্বারা লঘুসন্ধান রাবণকে বিদ্ধ করি-লেন। বীরবর রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের শরা-ঘাতে স্থানভ্রষ্ট ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল; হস্ত হইতে শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল। রঘুবর তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সূর্য্যসন্নিভ তদীয় কিরীট ছেদন করিলেন এবং বলিলেন,—"আমি অনুমতি করিতেছি, এখন তুমি গমন কর, শরাঘাতে বড়ই পীড়িত হইয়াছ। এখন লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া আশ্বস্ত হও; কল্য আবার আমার সামর্থ্য দর্শন করিবে।" অনন্তর রাবণ, রামশরে গাঢ় বিদ্ধ হওয়ায় হতদর্প ও সবিশেষ লজ্জাযুক্ত হইয়া আতুরভাবে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে রামও লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত

করত লক্ষ্মণের জন্য শোক করিলেন। অনন্তর হনূমান্‌কে বলিলেন,—"বৎস! পূর্ব্বের ন্যায় মহৌষধি আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণকে এবং বানর সকলকে সংজীবিত কর।" রাম এই কথা বলিলে, মহাকপি হনূমান্ "যে আজ্ঞা" বলিয়া বায়ুবেগে ক্ষণ মধ্যে মহাসমুদ্র পার হইয়া সত্বর তথায় গমন করিল। ইত্যবসরে রাক্ষস-চরগণ রাবণের নিকট নিবেদন করিল,—"দেব! হনূমান্ রামের প্রেরিত হইয়া লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবনার্থ মহৌষধি আনয়ন করিতে ক্ষীরসমুদ্রে গমন করিয়াছে।" ২৩—৩৫। চারগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা (রাবণ) অতিশয় চিন্তিত হইল; ক্ষণমধ্যে (কি ভাবিয়া) নিশাভাগে একাকী কালনেমিগৃহে গমন করিল। কালনেমি, রাবণকে গৃহাগত দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল; অনন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের সম্মুখভাগে অবস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"হে রাজেশ্বর! আমি আপনার কি করিব? কি কারণে এ অধীনের গৃহে আগমন? দুঃখার্ত্ত রাবণ কালনেমিকে ইহা

তং জীবয়িতুমানেতুমোষধীর্হনুমান্ গতঃ।
যথা তস্য ভবেদ্বিঘ্নং তথা কুরু মহামতে ॥ ৪০
মায়য়া মুনিবেশেন মোহয়স্ব মহাকপিম্।
কালাত্যয়ো যথা স্যাৎ তথা কৃত্বেহি মন্দিরে ॥৪১
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিরুবাচ তম্।
রাবণেশ বচো মেঽদ্য শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
প্রিয়ং তে করবাণ্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্।
মারীচস্য যথারণ্যে পুরাভূন্মৃগরূপিণঃ ॥ ৪৩
তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন।
হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা রাক্ষসাশ্চ তে ॥৪৪
ঘাতয়িত্বাসুরকুলং জীবিতেনাপি কিং তব।
রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিং দেহেন জড়াত্মনা ॥৪৫
সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে।

এই দুঃখ উপস্থিত হইল। আমি শক্তি দ্বারা বীর লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে তিনি ভূতলে পতিত হইয়া আছেন; তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ঔষধ আনয়ন করিতে হনুমান্ গমন করিতেছে। হে মহামতে! যাহাতে তাহার বিঘ্ন হয়, তাহা তোমাকে করিতে হইবে। তুমি মায়াবলে মুনিবেশ ধারণ করিয়া সেই মহাকপিকে মোহিত কর গিয়া। যাহাতে এই রাত্রিটা কাটিয়া যায়, তাহা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর।" রাবণের বাক্য শুনিয়া কালনেমি তাহাকে বলিল,—"হে রাবণ! হে প্রভো! আজ আমার বাক্য শ্রবণ করুন,—যথার্থরূপে তাহা ধারণা করুন্—আমি আপনার প্রিয় কার্য্যই করিব—আর আমাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না। হে দশানন! পূর্ব্বে মৃগরূপী মারীচের অরণ্যমধ্যে যাহা হইয়াছিল, আমারও তাহাই হইবে, সন্দেহ নাই! আপনার পুত্র, পৌত্র, বান্ধব,—সকল রাক্ষসই এইরূপে নিহত হইল। নিখিল রাক্ষসকুল ধ্বংস করাইয়া আপনারই জীবন ধারণে ফল কি। রাজ্যে ফল কি? সীতাতে বা ফল কি? জড়-স্বরূপ দেহতেই বা কাজ কি? সীতা—রামকে প্রদান করুন, রাজ্য—বিভীষণকে অর্পণ করুন। আর হে মহা-

বনং যাহি মহাবাহো রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬
স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ততে একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃপ্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮
প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥৪৯
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা ॥৫০
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্য কারণম্।
লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদি-প্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা ॥ ৫১
কামক্রোধাদিপুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদিকন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং স্বৈর্গুণৈর্বিভুম্ ॥ ৫২
কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥৫৩

বাহো! আপনি মুনিগণনিষেবিত-রম্য অরণ্যে গমন করুন। প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্য কার্য্য করিবেন; অনন্তর নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া সুখকর আসনবদ্ধ করিবেন। সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বিষয় সকল দূর করিয়া, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করুন্। হে অনঘ! আত্মা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন কি না, ইহা সর্ব্বদা বিচার করুন। দেহ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয়, স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সম্পূর্ণ জগৎ ইহা প্রকৃতি বলিয়া কথিত; এবং মায়া বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৬—৫০। ঐ প্রকৃতি এই বিশ্ব-বনস্পতির সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের হেতু; সর্ব্বদা রাজসিক, সাত্ত্বিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি পুত্রপৌত্রাদিকে এবং হিংসা তৃষ্ণা প্রভৃতি কন্যাগণকে সৃজন করেন। তিনি প্রভু-আত্মা দেবকে নিজগুণে নিরন্তর মোহিত করেন। আত্মা—ঈশ্বর; প্রকৃতি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নিজগুণ তাঁহাতে আরোপিত করিয়া, তাঁহাকে

তদ্বোহপ্যাত্মা যথা যুক্তো পশ্যতীব সদা বহিঃ।
বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ॥ ৫৪
যদা সদ্‌গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা।
নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্॥ ৫৫
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫৬
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি।
ধ্যাতুং যদ্যসমর্থোহসি সগুণং দেবমাশ্রয়॥ ৫৭
হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণ-পীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুশ্লক্ষ্ণতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্॥ ৫৮
বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্।
কিরীটহারকেয়ূর-কৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্॥ ৫৯
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভান্তং তথৈব বনমালয়া।
লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্ধন্দ্বকরেণ পরিসেবিতম্॥ ৬০

এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদি স্থিতম্।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬১
শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তৈর্নিত্যমনন্যধীঃ।
এবংচেৎ কৃতপূর্ব্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি।
ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাগ্নেস্তূলরাশয়ঃ॥ ৬২

ভজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিতভাবরূপ-
মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্॥ ৬৩

ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

কালনেমিবচঃ শ্রুত্বা রাবণোহমৃতসন্নিভম্।
জজ্বাল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সর্পিরাহুতিরিবাগ্নিমৎ॥ ১
নিহন্মি ত্বাং দুরাত্মানং মচ্ছাসনপরাঙ্মুখম্।
পত্রৈঃ কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বা ত্বং ভাষসে রামকিঙ্করঃ॥২

আপনার বশবর্ত্তী করেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হন। আত্মা, শুদ্ধ—নির্ব্বিকার হইলেও ইহারই সংসর্গে মায়াগুণে বিমোহিত হওয়ায় আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যেন বাহ্য বিষয়-সকলকে দর্শন করিয়া থাকেন। যখন জীবন্মুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশে বিষয়-দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তখন যোগানন্দী হইয়া সুস্পষ্টরূপে নিরন্তর আত্মসংকার করিতে সক্ষম হন। দেহী ক্রমে জীবন্মুক্ত হইলে কোন সময়েই তাঁহার প্রাকৃত গুণসম্বন্ধ থাকে না। আপনিও ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক এইরূপে সর্ব্বদা আত্মবিচার করিয়া আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিলে মুক্তি-লাভ করিবেন। যদি এইরূপ ধ্যান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে সগুণদেবের আশ্রয় গ্রহণ করুন। হৃৎপদ্মের কর্ণিকাতে মণিগণশোভিত অতীব মৃদু এবং স্নিগ্ধ সুবর্ণপীঠ, তদুপরি জনকনন্দিনীর সহিত অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্র; তিনি বীরাসনে আসীন; তাঁহার নয়ন যুগল বিশাল; পরিধান বস্ত্র তড়িৎপুঞ্জসদৃশ পীতবর্ণ; তিনি কিরীট, হার, কেয়ূর, কৌস্তুভ, নূপুর, বলয় এবং বনমালা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত; শরাসনযুগল-হস্তে লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন;—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা রামকে পরমভক্তিসহকারে সর্ব্বদা এইরূপে ধ্যান করিলে, মুক্তিলাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তোচ্চারিত তদীয় চরিত্র একাগ্রচিত্ত হইয়া অনবরত শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলে অগ্নি যেমন ক্ষণমধ্যে রাশি রাশি তুলা ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ আপনার পূর্ব্বকৃত মহা. মহা পাপরাশিও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বৈরিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যভক্ত হইয়া সেই পুরাণপুরুষ পরিপূর্ণ স্বরূপ একমাত্র রামকে ভজনা করুন। তিনি নামরূপবর্জ্জিত। মনে মনে সর্ব্বদা তাঁহার ব্রহ্মরূপ ভাবনা করিতে হইবে।” ৫১—৬৩।

সপ্তম অধ্যায়।

রাবণ, কালনেমির অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অতি উত্তপ্ত ঘৃত জলবিন্দু-সংযোগে প্রজ্বলিত হয়; সেইরূপ ক্রোধারুণিত-লোচনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—“তুই আমার আদেশ-পালনে পরাঙ্মুখ, দুরাত্মা; তোকে নিহত

কালনেমিরুবাচেদং রাবণং দেব কিং ক্রুধা।
ন রোচতে যে বচনং যদি গত্বা করোমি তৎ ॥ ৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং কালনেমির্মহাসুরঃ।
নোদিতো রাবণেনৈবং হনূমদ্বিঘ্নকারণাৎ ॥ ৪
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বং তপোবনমকল্পয়ৎ।
তত্র শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিবেশধরঃ খলঃ ॥ ৫
গচ্ছতো মার্গমাসাদ্য বায়ুসূনোর্মহাত্মনঃ।
ততো গত্বা দদর্শাথ হনুমানাশ্রমং শুভম্ ॥ ৬
চিন্তয়ামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ।
পুরা ন দৃষ্টমেতন্মে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭
মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিত্তসম্ভবঃ।
যদ্বাবিশ্য শ্রমপদং দৃষ্ট্বা মুনিমশেষতঃ ॥ ৮
পীত্বা জলং ততো যামি দ্রোণাচলমনুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সর্ব্বতো যোজনায়তম্ ॥ ৯
আশ্রমং কদলীশাল-খর্জ্জুরপনসাদিভিঃ।
সমাবৃতং পক্বফলৈর্নম্রশাখৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ১০
বৈরভাববিনির্ম্মুক্তং শুদ্ধং নির্ম্মললক্ষণম্।
তস্মিন্ মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ ॥ ১১
ইন্দ্রযোগং সমাস্থায় চকার শিবপূজনম্।
হনুমানভিবাদ্যাহ গৌরবেণ মহাসুরম্ ॥ ১২
ভগবন্ রামদূতোঽহং হনুমান্নাম নামতঃ।
রামকার্য্যেণ মহতা ক্ষীরাব্ধিং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৩
তৃষা মাং বাধতে ব্রহ্মন্নুদকং কুত্র বিদ্যতে।
যথেচ্ছং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর ॥ ১৪
তচ্ছ্রুত্বা মারুতের্বাক্যং কালনেমিস্তথাব্রবীৎ।
কমণ্ডলুগতং তোয়ং মম ত্বং পাতুমর্হসি ॥ ১৫
ভুঙ্ক্ষ্ব চেমানি পক্বানি ফলানি তদনন্তরম্।
নিবসস্ব সুখেনাত্র নিদ্রামেহি ত্বরাস্তু মা ॥ ১৬
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ জানামি তপসা স্বয়ম্।

করিব। তুই শত্রুদিগের নিকট কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ধনলোভে ঠিক যেন রাম-ভৃত্যের ন্যায় বলিতেছিস্।” কালনেমি বলিল,—“দেব! ক্রোধে কাজ কি? যদি আমার বাক্য আপনার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে, আপনি যাহা বলিতেছেন, গিয়া তাহা করিতেছি।” এই বলিয়া মহাসুর কালনেমি রাবণের প্রেরিত হইয়া হনূমানের বিঘ্ন করিবার জন্য সত্বর গমন করিল। সেই খল, হিমালয়ের পার্শ্বে (মায়া-বলে) তপোবন নির্ম্মাণ করিল; এবং তাহাতে মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া রহিল। সেই স্থানটী ক্ষীরোদগামী মহাত্মা পবননন্দনের পথিমধ্যে অবস্থিত। এদিকে হনূমান্ যাইতে যাইতে তথায় এক উৎকৃষ্ট আশ্রম দেখিতে পাইল। শ্রীমান্ পবননন্দন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—“আমি ত পূর্ব্বে এই উৎকৃষ্ট মুনিমণ্ডল দেখি নাই; তবে কি আমি অন্যপথে আসিয়া পড়িয়াছি?—না—আশ্রম না হইলেও আশ্রম বলিয়া আমার মনের ভ্রম হইতেছে। যাহাই হউক, আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে মুনিগণকে দর্শন করিয়া কিছু জলপান করি; পরে সর্ব্বোত্তম দ্রোণ পর্ব্বতে গমন করিব।” এই বলিয়া হনূমান্ আশ্রমে প্রবেশ করিল। আশ্রমটী চতুর্দ্দিকে একযোজন বিস্তৃত; নির্দ্দোষ ও নির্ম্মলস্বরূপ; কদলী, শাল, খর্জ্জুর, পনস প্রভৃতি পাদপশ্রেণীর শাখা সকল সুপক্ব ফল-ভরে নম্র হওয়ায় আশ্রমটী তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; তথায় বৈরভাবের চিহ্নমাত্র নাই; রাক্ষস কালনেমি, সেই রম্য মহাশ্রমে কাপট্য অবলম্বনপূর্ব্বক শিবপূজা করিতেছিল। হনূমান্ গৌরবপূর্ব্বক মহাসুরকে অভিবাদন করিয়া কহিল,—“ভগবন্! আমি রামদূত; আমার নাম হনূমান্; রামের অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্যের জন্য ক্ষীরসমুদ্রে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি; ব্রহ্মন্! আমি পিপাসাকুল হইয়াছি; হে মুনিবর! আমাকে বলিয়া দিন—কোথায় জল আছে; আমি ইচ্ছা-মত পান করিতে অভিলাষ করি।” ১—১৪। মারুতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালনেমি তাহাকে বলিল,—“তুমি আমার কমণ্ডলু-জল পান করিতে পার; এবং এই সমস্ত পক্ব ফল ভোজন কর; তৎপরে এখানে বিশ্রাম কর; সুখে নিদ্রা যাও; ত্বরা কিছুমাত্র নাই। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছি;

উত্থিতো লক্ষ্মণঃ সর্ব্বে বানরা রামবীক্ষিতাঃ ॥ ১৭
তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলেন মে ।
ন শাম্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্ ॥ ১৮
তথেত্যাজ্ঞাপয়ামাস বটুং মায়াবিকল্পিতম্ ।
বটো দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুসূনোর্জ্জলাশয়ম্ ॥ ১৯
নিমীল্য চাক্ষিণী তোয়ং পীত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্ ।
উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌষধীঃ ॥ ২০
তথেতি দর্শিতং শীঘ্রং বটুনা সলিলাশয়ম্ ।
প্রবিশ্য হনুমাংস্তোয়মপিবন্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ২১
ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়া মহাকপিম্ ।
অগ্রসত্তং মহাবেগাৎ মারুতিং ঘোররূপিণী ॥ ২২
ততো দদর্শ হনুমান্ গ্রসন্তীং মকরীং রুষা ।
দারয়ামাস হস্তাভ্যাং বদনং সা মমার হ ॥ ২৩
ততোঽন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা ।
ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ২৪

ত্বৎপ্রসাদাদহং শাপাদ্বিমুক্তাস্মি কপীশ্বর ।
শপ্তাহং মুনিনা পূর্ব্বমপ্সরাঃ কারণান্তরে ॥ ২৫
আশ্রমে যস্তু তে দৃষ্টঃ কালনেমির্ম্মহাসুরঃ ।
রাবণপ্রহিতো মার্গে বিঘ্নং কর্ত্তুং তবানঘ ॥ ২৬
মুনিবেশধরো নাসৌ মুনির্বিপ্রবিহিংসকঃ ।
জহি দুষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং দ্রোণাচলমহুত্তমম্ ॥ ২৭
গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং ত্বৎস্পর্শাদ্ধূতকল্মষা ।
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং হনুমানপ্যথাশ্রমম্ ॥ ২৮
আগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভাষত ।
কিং বিলম্বেন মহতা তব বানরসত্তম ॥ ২৯
গৃহাণ মত্তো মন্ত্রাংস্ত্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্ ।
ইত্যুক্তো হনুমান্মুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধাহ রাক্ষসম্ ॥ ৩০
গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্ত্বা নিজঘান তম্ ।
বিসৃজ্য মুনিবেশং স কালনেমির্ম্মহাসুরঃ ॥ ৩১

লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানরগণ, রাম কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া হনুমান্ বলিল,—"আমার তৃষ্ণা অতিরিক্ত হইয়াছে, কমণ্ডলুজলে তাহার শান্তি হইবে না; অতএব আমাকে জলাশয় দেখাইয়া দাও।" কালনেমি "আচ্ছা" বলিয়া মায়ানির্ম্মিত একজন বটুকে বলিল,—"ওহে বটু! পবননন্দনকে বিস্তীর্ণ জলাশয় দেখাইয়া দেও,—(বলিয়া হনুমানের প্রতি বলিল) নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া জল পান কর গিয়া, তৎপরেই আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করিব, সেই মন্ত্র প্রভাবে ওষধিসকল দেখিতে পাইবে।" বটু "যে আজ্ঞা" বলিয়া জলাশয় দেখাইয়া দিল, হনুমান্, সেই জলাশয়ে নামিয়া মুদ্রিতনয়নে জলপান করিতে লাগিল। অনন্তর মায়াবিনী ঘোররূপিণী মকরী মহাবেগে আসিয়া মহাকপি পবনতনয়কে গ্রাস করিতে লাগিল। অনন্তর হনুমান দেখিল, একটা মকরী তাহাকে গ্রাস করিতেছে; তখনই ক্রোধে দুই হস্তে তাহার মুখ ধরিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল, তাহাতে মকরী প্রাণত্যাগ করিল। তাহার দেহেই দেখা গেল—শূন্যমার্গে একজন দিব্যরূপধারিণী রমণী। ধান্যমালী নামে বিখ্যাতা সেই অপ্সরা হনূমান্‌কে বলিতে লাগিল;—"হে বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রসাদে আমি শাপবিমুক্ত হইলাম; আমি অপ্সরা, একজন মুনি কোন কারণে আমাকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই আমি মকরী হইয়াছিলাম। হে অনঘ! আশ্রমে যাহাকে দেখিয়া আসিলে, পথে তোমার বিঘ্ন করিবার জন্য রাবণ উহাকে পাঠাইয়াছে; ঐ মহাসুরের নাম কালনেমি, ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মহিংসক,—মুনি নহে; মুনিবেশধারী মাত্র; দুষ্টকে বধ কর; শীঘ্র সর্ব্বোত্তম দ্রোণপর্ব্বতে গমন কর। আমি তোমার স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মলোকে চলিলাম।" এই বলিয়া অপ্সরা ব্রহ্মলোকে গমন করিল। হনূমান্‌ও আশ্রমে প্রত্যাগত হইল। ১৫—২৮।

হনূমান্‌কে আগত দেখিয়া কালনেমি বলিল,—"বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? (যাহা হউক এক্ষণে) আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, (করিয়া) আমাকে গুরুদক্ষিণা দেও।" এই কথা বলিলে হনূমান্, দৃঢ়তর মুষ্টিবন্ধন করিয়া রাক্ষসকে কহিল,—"এই দক্ষিণা গ্রহণ কর," বলিয়া তাহাকে আঘাত করিল। অনন্তর মহাসুর কালনেমি, মুনিবেশ পরিত্যাগ

যুযুধে বায়ুপুত্রেণ নানামায়াবিধানতঃ।
মহামায়িকদূতোঽসৌ হনুমান্ মায়িনাং রিপুঃ ॥৩২
জঘান মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি ভগ্নমূর্দ্ধা মমার সঃ।
ততঃ ক্ষীরনিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্ ॥৩৩
অদৃষ্ট্বা চৌষধীস্তত্র গিরিমুৎপাট্য সত্বরঃ।
গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গত্বা রামস্য সন্নিধিম্ ॥ ৩৪
উবাচ হনুমান্ রাম আনীতোঽয়ং মহাগিরিঃ।
যদ্‌যুক্তং কুরু দেবেশ বিলম্বো নাত্র যুজ্যতে ॥ ৩৫
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যং রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
গৃহীত্বা চৌষধীঃ শীঘ্রং সুষেণেন মহামতিঃ ॥ ৩৬
চিকিৎসাং কারয়ামাস লক্ষ্মণায় মহাত্মনে।
ততঃ সুপ্তোত্থিত ইব বুদ্ধা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ ॥৩৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ব গন্তাসি হন্মীদ্যানীং দশানন।
ইতি ব্রুবন্তমালোক্য মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় রাঘবঃ ॥ ৩৮
মারুতিং প্রাহ বৎসাদ্য ত্বৎপ্রসাদাৎ মহাকপে।
নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষ্মণং ভ্রাতরং মম ॥ ৩৯
ইক্ষ্বাকো বানরৈঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ।
বিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমবস্থিতঃ ॥ ৪০
পাষাণৈঃ পাদপৈশ্চৈব পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ।
যুদ্ধায়াভিমুখা ভূত্বা যযুঃ সর্ব্বে যুযুৎসবঃ ॥ ৪১
রাবণো বিব্যথে রাম-বাণৈর্বিদ্ধো মহাসুরঃ।
মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ ॥ ৪২
অভিভূতোঽগমদ্রাজা রাঘবেণ মহাত্মনা।
সিংহাসনে সমাবিশ্য রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩
মানুষেণৈব মে মৃত্যুমাহ পূর্ব্বং পিতামহঃ।
মানুষো হি ন মাং হন্তুং শক্তোঽস্তি ভুবি কশ্চন
ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মনুষোঽভূন্ন সংশয়ঃ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মাং হন্তুং সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৫
অনরণ্যেন যৎপূর্ব্বং শপ্তোঽহং রাক্ষসেশ্বরাঃ।
উৎপৎস্যতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪৬

করিয়া নানাবিধ মায়া-প্রকাশপূর্ব্বক বায়ুনন্দনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহামায়িক শ্রীরামের দূত এবং মায়াবী রাক্ষসের শত্রু হনুমান্ তাহার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিল। তাহাতে কালনেমি ভগ্ন-মস্তক হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর হনুমান্ ক্ষীরসমুদ্রে গমন করিয়া দ্রোণ নামক মহাপর্ব্বত দর্শন করিল। হনুমান্ কিন্তু তাহাতে ওষধি সকল দেখিতে না পাইয়া সত্বর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিল। পরে হনুমান্ বায়ুবেগে রামসমীপে গমন করিয়া শ্রীরামকে কহিল,—"আমি এই মহাগিরি লইয়া আসিয়াছি; হে দেবেশ! এক্ষণে যাহা উচিত হয়, তাহা করুন, আর বিলম্ব করা উচিত নহে।" মহামতি রাম হনুমানের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে সত্বর ওষধিসকল সংগ্রহ করিয়া সুষেণ দ্বারা মহাত্মা লক্ষ্মণের চিকিৎসা করাইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ মোহ-পরিত্যাগ করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"রে দশানন! থাক্ থাক্; কোথায় যাইবি? এখনই আমি তোকে বধ করিব।" শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং হনুমান্‌কে বলিলেন,—"বৎস! মহাকপে! অদ্য তোমার প্রসাদেই আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সুস্থ দেখিতে পাইলাম।" এই বলিয়া বিভীষণের মতে বানরগণের সহিত সুগ্রীব সমভিব্যাহারে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী বানরগণ—পাষাণ, বনস্পতি ও পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে গমন করিল। ২৯—৪১। মহাসুর রাবণ রামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। সিংহের নিকট হস্তী বা গরুড়ের নিকট বিষধরের ন্যায়, রাজা রাবণ মহাত্মা রাঘবের নিকট পরাভূত হইয়া গৃহে গমন করিল। তথায় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে এই কথা বলিল,—"মনুষ্য-হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে, ইহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। আমাকে বধ করিতে পারে, এমন মনুষ্য পৃথিবীতে কেহ নাই; অতএব সাক্ষাৎ নারায়ণ, দশরথনন্দন রামরূপে মনুষ্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; তিনি আমাকে বধ করিবার জন্য লঙ্কায় উপস্থিত। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বে অনরণ্য আমাকে শাপ দিয়াছিলেন,—আমার বংশে সনাতন পরমাত্মা

তেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমন্বিতঃ।
হনিষ্যসে ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা মাং দিবং গতঃ ॥৪৭
স এব রামঃ সঞ্জাতো মদর্থে মাং হনিষ্যতি।
কুম্ভকর্ণস্তু মূঢ়াত্মা সদা নিদ্রাবশংগতঃ। ৪৮
তং বিবোধ্য মহাসত্ত্বমানয়ন্তু মমান্তিকম্।
ইত্যুক্তাস্তে মহাকায়াস্তূর্ণং গত্বা তু যত্নতঃ। ৪৯
বিবোধ্য কুম্ভশ্রবণং নিন্যু রাবণসন্নিধিম্।
নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৫০
তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা।
কুম্ভকর্ণ নিবোধ ত্বং মহৎ কষ্টমুপস্থিতম্। ৫১
রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ।
কিং কর্ত্তব্যমিদানীং মে মৃত্যুকাল উপস্থিতে ॥৫২
এষ দাশরথী রামঃ সুগ্রীবসহিতো বলী।
সমুদ্রং সবলস্তীর্ত্বা মূলং নঃ পরিকৃন্ততি। ৫৩
যে রাক্ষসা মুখ্যতমাস্তে হতা বানরৈর্যুধি।
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন ॥ ৫৪
নাশয়স্ব মহাবাহো যদর্থং পরিবোধিতঃ।
ভ্রাতুরর্থে মহাসত্ত্ব কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৫৫
শ্রুত্বা তদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য বচনং পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো জহাসোচ্চৈর্বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৬
পুরা মন্ত্রবিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ।
তদদ্য ত্বামুপগতং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ। ৫৭
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ।
সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোঽপি ন বুধ্যসে ॥
একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতো নিশি।
দৃষ্টো ময়া মুনিঃ সাক্ষান্নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৫৯
তমব্রুবং মহাভাগ কুতো গন্তাসি মে বদ।
ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্ত্রণে স্থিতঃ ॥৬০
তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
যুবাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমুপাগতাঃ ॥৬১

উৎপন্ন হইবেন; তিনি তোমাকে পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণের সহিত বধ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া অনরণ্য স্বর্গে গমন করেন। সেই পরমাত্মাই আমার বধের জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—আমাকে বধ করিবেনই। মূঢ়স্বভাব কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদা নিদ্রার বশবর্ত্তী; সেই মহাবলকে জাগরিত করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।” এই কথা বলিলে সেই সকল মহাকায় রাক্ষস সত্বর গিয়া যত্নসহকারে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়া রাবণসন্নিধানে আনয়ন করিল। কুম্ভকর্ণ রাজাকে প্রণাম করিয়া আসনের উপর উপবিষ্ট হইল। রাজা রাবণ, কাতরবচনে তাহাকে বলিতে লাগিল,—“কুম্ভকর্ণ! ভাই! শুন তুমি, বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। রাম ত পরাক্রান্ত, পুত্র পৌত্র ও বান্ধবগণকে নিহত করিল। মৃত্যুকাল উপস্থিত এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? এই বলশালী দাশরথি রাম, সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া আমাদিগের মূলচ্ছেদন করিতেছে। যে সকল রাক্ষস প্রধান প্রধান ছিল, বানরগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে! কিন্তু এই যুদ্ধে কদাচ বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাইতেছি না। হে মহাবল! উহাদিগকে বিনষ্ট কর, যে জন্য তোমাকে জাগরিত করা গেল; হে মহাবল! ভ্রাতার জন্য সেই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন কর।” ৪২—৫৫। রাবণ রাজার সেই পরিদেবন-বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ উচ্চহাস্য করিল এবং এই কথা বলিল,—“হে রাজন্! আমি মন্ত্রণা-সময়ে তোমাকে যাহার অবশ্য-সম্ভাবিত্ব বলিয়াছিলাম—সেই পাপকার্য্যের ফল আজ তোমার ফলিয়াছে। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছিলাম, রামচন্দ্র পরম পুরুষ নারায়ণ; এবং সীতা যোগমায়া; তুমি ত ইহা বুঝাইলেও বুঝিবে না। আমি একদা হেমন্ত রজনীতে বনমধ্যে পর্ব্বতের সানুদেশে আসীন ছিলাম; তথায় দিব্য-দর্শন সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে দর্শন করি। তাঁহাকে বলিলাম,—“হে মহাভাগ! আমাকে বলুন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন।” এই কথা বলিলে নারদ বলিলেন,—“আমি দেবতাগণের মন্ত্রণাস্থানে ছিলাম। তথা হইতে আসিতেছি। সেখানকার বিবরণ তোমার নিকট যথার্থরূপে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। তোমাদিগের দুই ভ্রাতা দ্বারা পীড়িত হইয়া সকল দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপ-

উচুস্তে দেবদেবেশং স্তুত্বা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ।
জহি রাবণমক্ষোভ্যং দেব ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ॥ ৬২
মানুষেণ মৃতিস্তস্য কল্পিতা ব্রহ্মণা পুরা।
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ ॥ ৬৩
তথেত্যাহ মহাবিষ্ণুঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
জাতো রঘুকুলে দেহো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৬৪
স হনিষ্যতি বঃ সর্ব্বানিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ মুনিঃ।
অতো জানীহি রামং ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়ামানুষরূপিণম্।
ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসাদাত রঘূত্তমঃ ॥ ৬৬
ভক্তির্জ্জনত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্ ॥ ৬৭
অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলানুকারিণঃ।
তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ ॥ ৬৮
রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্।
অনায়াসেন সংসারং তীর্ত্বা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥
যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা
ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ
সীতাপতেঃ পদমনন্তসুখং প্রয়ান্তি ॥ ৭০

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা ভ্রূকুটীবিকটাননঃ।
দশগ্রীবো জগাদেদমাসনাদুৎপতন্নিব ॥ ১
ত্বমানীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় সুবুদ্ধিমান্।
ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুধ্যস্ব যদি রোচতে ॥ ২
নো চেদ্ গচ্ছানুসুপ্ত্যর্থং নিদ্রা ত্বাং বাধতেঽধুনা।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩
রুষ্টোঽয়মিতি বিজ্ঞায় তূর্ণং যুদ্ধায় নির্যযৌ।

স্থিত হন। তাঁহারা একাগ্র-ভক্তিসহকারে দেবদেবের স্তব করিয়া বলেন,—"দেব! ত্রৈলোক্য-কণ্টক অজেয় রাবণকে বধ করুন। ব্রহ্মা পূর্ব্বেই তাহার মনুষ্য-হস্তে মৃত্যুবিধান করিয়া দিয়াছেন; অতএব আপনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া কণ্টক স্বরূপ রাবণকে বধ করুন। সত্য-সঙ্কল্প ঈশ্বর মহাবিষ্ণু "তথাস্তু" বলিলেন। সেই দেব রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়া রাম-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি তোমাদিগের সকলকে বধ করিবেন;" এই বলিয়া মুনি গমন করিলেন। অতএব তুমি রামকে সনাতন পরব্রহ্ম জানিবে। বৈরিভাব পরিত্যাগ কর; মায়াবলে অবতীর্ণ শ্রীরামকে এখন ভজনা কর; যে ভক্তিভাবে ভজনা করে; রঘুবর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তি—জ্ঞানের হেতু; ভক্তি—মুক্তিদায়িনী; ভক্তিহীন হইয়া যে কিছু সৎকার্য্য করা যায়, তৎসমস্ত না করার তুল্য। লীলানুকারী বিষ্ণুর বহুতর অবতার; জ্ঞানময় মঙ্গলময় রামাবতার—তথাবিধ সহস্র অবতার সদৃশ। নিপুণ ব্যক্তিগণই বাক্য ও মন দ্বারা সর্ব্বদা রামকে ভজনা করেন। তাঁহারা অনায়াসে সংসার পার হইয়া হরিপদ প্রাপ্ত হন। ভূমণ্ডলে যে সকল বিশুদ্ধবুদ্ধি সাধু সর্ব্বদা রামচন্দ্রকেই ধ্যান করেন এবং তাঁহার চরিত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই সংসার ভোগস্বরূপ মহানাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসম্পন্ন সীতাপতির পদ প্রাপ্ত হন। ৫৬—৭০।

অষ্টম অধ্যায়।

দশগ্রীব, কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে যেন আসন হইতে লাফাইয়া উঠিল। তাহার বদনমণ্ডলে বিকট ভ্রূকুটী দেখা দিল। রাবণ এই কথা বলিল,—"জানি হে তুমি বড় বুদ্ধিমান্! কিন্তু জ্ঞান উপদেশ লইবার জন্য আমি তোমাকে আনয়ন করি নাই; আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সহ্য করিয়া যদি রুচি হয় ত যুদ্ধ কর গিয়া। নতুবা সুষুপ্তির জন্য গমন কর; (বুঝিতেছি) এক্ষণে তুমি নিদ্রায় কাতর হইতেছ।" মহাবল কুম্ভকর্ণ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া "রাবণ রুষ্ট হইয়াছেন"

স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৪
নির্যযৌ নগরাত্তূর্ণং ভীষয়ন্ হরিসৈনিকান্ ।
স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ ॥ ৫
বানরান্ কালয়ামাস বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রুষা ।
কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষমিব পর্ব্বতম্ ॥ ৬
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে কালান্তকমিবাখিলাঃ ।
ভ্রমন্তং হরিবাহিন্যাং মুদ্গরেণ মহাবলম্ ।
ঘাতয়ন্তং হরীন্ বেগাৎ ভক্ষয়ন্তং সমন্ততঃ ।
চূর্ণয়ন্তং মুদ্গরেণ পাণিপাদৈরনেকধা ॥ ৮
কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপাণির্বিভীষণঃ ।
ননাম চরণৌ তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৯
বিভীষণোঽহং ভ্রাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে ।
রাবণস্তু ময়া ভ্রাতর্বহুধা পরিবোধিতঃ ॥ ১০
সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ ।

ন শৃণোতি চ মাং হন্তুং খড়্গমুদ্যম্য চোক্তবান্
ধিক্ ত্বাং গচ্ছেতি মাং হত্বা পদা পাপিভিরাবৃতঃ
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং রাঘবং শরণমাগতঃ ॥ ১২
তচ্ছ্রুত্বা কুম্ভকর্ণোঽপি জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমাগতম্ ।
সমালিঙ্গ্যাহ বৎস ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥১৩
কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ ।
মহাভাগবতোঽসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ্রুতম্ ॥১৪
গচ্ছ তাত মমেদানীং দৃশ্যতে ন চ কিঞ্চন ।
মদীয়ো বা পরো বাপি মদমত্তবিলোচনঃ ॥ ১৫
ইত্যুক্তোঽশ্রুমুখো ভ্রাতুশ্চরণাবভিবন্দ্য সঃ ।
রামপার্শ্বমুপাগত্য চিন্তাপর উপস্থিতঃ ॥ ১৬
কুম্ভকর্ণোঽপি হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং পেষয়ন্ হরীন্ ।
চচার বানরীং সেনাং কালয়ন্ গন্ধহস্তিবৎ ॥১৭
দৃষ্ট্বা তং রাঘবঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং শস্ত্রমাদদাৎ ।

বুঝিয়া সত্বর যুদ্ধ করিতে নির্গত হইল। সেই মহাপর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণ প্রাকার অতিক্রম-পূর্ব্বক বানর-সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করত নগর হইতে সত্বর বহির্গত হইল। সেই রাক্ষস জলনিধি প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাশব্দ করিতে লাগিল। ক্রোধভরে দুইহস্তে বানরগণকে তোজন করত তাড়না করিতে লাগিল। তখন যেমন নিখিল প্রাণিগণ, কাল অথবা অন্তককে অবলোকন করিলে পলায়ন করে, সেইরূপ পক্ষসম্পন্ন পর্ব্বতের ন্যায় সেই কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিয়া বানরসকল পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ বানর-বাহিনী মধ্যে ভ্রমণ করত বানরদিগকে সবেগে মুদ্গর প্রহার করিতেছে, চতুর্দ্দিক্ হইতে বানরদিগকে ভোজন করিতেছে, মুদ্গরাঘাত ও কর-চরণপ্রহার প্রভৃতি নানা উপায়ে তাহাদিগকে চূর্ণ করিতেছে, দেখিয়া গদাপাণি বুদ্ধিমান্ বিভীষণ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-যুগলে প্রণাম করিল এবং বলিল,—"ভ্রাতঃ! আমি বিভীষণ। হে মহামতে! আমার প্রতি দয়া করুন; ভ্রাতঃ! 'রামকে সীতা প্রদান কর, রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ' ইত্যাদি নানা প্রকার উপদেশ আমি রাবণকে দিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ম্মন্ত্রিগণে পরিবৃত থাকায় তিনি তাহা শুনেন নাই; প্রত্যুত খড়্গ উদ্যত করিয়া আমাকে পদাঘাত করিয়া বলেন,—'তোকে ধিক্! তুই গমন কর্।' তাহার পর আমি চারি জন মন্ত্রীর সহিত রামের শরণাগত হইয়াছি।" ১—১২। কুম্ভকর্ণ তাহা শুনিয়া ভ্রাতা বিভীষণ আসিয়াছে বুঝিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! বংশরক্ষা এবং রাক্ষসগণের হিতার্থ তুমি রাম-চরণের আশ্রয়ে থাকিয়া চিরজীবী হও। আমি পূর্ব্বে নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি পরমবৈষ্ণব। বৎস! এখন যাও; আমি এখন মদমত্ত-নয়ন; শত্রু-মিত্র কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" এই কথা বলিলে বিভীষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভ্রাতার চরণবন্দনা করিয়া চিন্তিতভাবে রামপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে কুম্ভকর্ণ, মত্তহস্তী যেমন অন্য ক্ষুদ্র পশুদিগকে পীড়িত করিয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ কর-চরণাঘাতে বানরদিগকে পেষিত করত বানর-বাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রাঘব তাহা দেখিয়া সক্রোধে যত্নপূর্ব্বক, কুম্ভকর্ণের প্রতি বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ

চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রক্ষসঃ ॥ ১৮
সমুদ্গরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ।
স হস্তঃ পতিতো ভূম্যাংনেকামাদয়ন্ কপীন্ ॥ ১৯
পর্য্যন্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বানরা ভয়বেপিতাঃ।
রামরাক্ষসয়োর্যুদ্ধং পশ্যন্তঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥ ২০
কুম্ভকর্ণশ্ছিন্নহস্তঃ শালমুদ্যম্য বেগতঃ।
সমরে রাঘবং হন্তুং দুদ্রাব তমথোঽচ্ছিনৎ ॥ ২১
শালেন সহিতং বামহস্তমৈন্দ্রেণ রাঘবঃ।
ছিন্নবাহুমথায়ান্তং নর্দন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২
দ্বাবর্দ্ধচন্দ্রৌ নিশিতাবাদায়াস্য পদদ্বয়ম্।
চিচ্ছেদ পতিতৌ পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহাস্বনৌ ॥ ২৩
নিকৃত্তপাণিপাদোঽপি কুম্ভকর্ণোঽতিভীষণঃ।
বড়বামুখবদ্বক্ত্রং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ১৪
অভিদুদ্রাব নিনদন্ রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা।
অপূরয়ৎ শিতাগ্রৈশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘূত্তমঃ ॥ ১৫

শরপূরিতবক্ত্রোঽসৌ চুক্রোশাতিভয়ঙ্করঃ।
অথ সূর্য্যপ্রতীকাশমৈন্দ্রং শরমনুত্তমম্ ॥ ২৬
বজ্রাশনিসমং রামশ্চিক্ষেপাসুরমৃত্যবে।
স তৎপর্ব্বতসঙ্কাশং স্ফুরৎকুণ্ডলদংষ্ট্রকম্ ॥ ২৭
চকর্ত্ত রক্ষোঽধিপতেঃ শিরো বৃত্রমিবাশনিঃ।
তচ্ছিরঃ পতিতং লঙ্কাদ্বারি কায়ো মহোদধৌ ॥ ২৮
শিরোঽস্য রোধয়দ্দ্বারং কায়ো নক্রাদ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ২৯
ততো দেবাঃ সঋষয়ো গন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ।
সিদ্ধা যক্ষা গুহ্যকাশ্চ অপ্সরোভিশ্চ রাঘবম্ ॥ ৩০
ঈড়িরে কুসুমাসারৈর্বর্ষন্তশ্চাভিনন্দিতাঃ।
আজগাম ততো রামং দ্রষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ।
নারদো গগনাত্তূর্ণং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১
রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাঙ্গধনুর্দ্ধরম্।
ঈষত্তাম্রবিশালাক্ষমৈন্দ্রাস্ত্রাঙ্কিতবাহুকম্ ॥ ৩২

করিলেন। তদ্দ্বারা সেই রাক্ষসের মুদ্গরসমেত দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাতে রাক্ষস ঘোরতর শব্দ করিল। সেই হস্ত ভূতলে পতিত হইবার সময় অনেক বানরকে দলিত করিল। তখন সকল বানর ভয়কম্পিত হইয়া রণক্ষেত্রের শেষভাগে অবস্থান করত রাম এবং রাক্ষসের যুদ্ধ দেখিতে থাকিল। ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ, সমরে রাঘবকে বধ করিতে বাম হস্ত দ্বারা শালবৃক্ষ উদ্যত করিয়া সবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর, রামচন্দ্র ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার শালবৃক্ষ-সহিত বাম-হস্ত ছেদন করিলেন। পরে রাঘব, ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে দেখিয়া দুইটী শাণিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা ইহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন; ছিন্ন পদযুগল মহাশব্দে লঙ্কানগরীর দ্বারদেশে পতিত হইল। রাহু যেমন মুখব্যাদান করিয়া চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, হস্তপাদ ছিন্ন হইলেও কুম্ভকর্ণ সেইরূপ অতিভীষণ ভাবে বড়বামুখের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া শব্দ করিতে করিতে, শ্রীরামের প্রতি ধাবমান হইল। রঘুবর নিশিতধার শরনিকরে তাহার মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। অতি ভয়ঙ্কর এই রাক্ষস মুখকুহর শরনিকরে পরিপূর্ণ হইলে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর রাম সেই রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত সূর্য্য-প্রভ অশনিসদৃশ সর্ব্বোত্তম ঐন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র যেমন বৃত্রকে ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই বাণ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠের কুণ্ডলমণ্ডিত বিকটদংষ্ট্র পর্ব্বতসদৃশ বৃহৎ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। তাহার মস্তক লঙ্কাদ্বার এবং শরীর মহাসমুদ্রে নিপতিত হইল। মস্তক লঙ্কাদ্বার রুদ্ধ করিল; এবং শরীর নক্র প্রভৃতি জলজন্তুগণকে চূর্ণিত করিল। ১৩—২৯। অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সর্পগণ, বিহঙ্গগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, গুহ্যকগণ ও অপ্সরাগণ শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি কুসুমধারা বর্ষণ করত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ, শ্রীরামকে দেখিবার জন্য, নিজ কান্তি দ্বারা দিগন্ত উজ্জ্বলিত করত গগনমণ্ডল হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন। ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ রুচিরাবয়ব সম্পন্ন এবং ধনুর্দ্ধারী শ্রীরামের নয়নযুগল বিশাল ও আরক্ত; বাহুতে ঐন্দ্র অস্ত্র বিরাজ করিতেছে।

র্দ্ধবৃষ্ট্যা পশ্যন্তং বানরান্ শরপীড়িতান্ ।
গদগদয়া বাচা ভক্ত্যা স্তোতুং প্রচক্রমে ।৩৩

নারদ উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন্ সনাতন ।
নারায়ণাখিলাধার বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে ॥৩৩
শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপোঽপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন্ ।
মায়য়া মনুষ্যাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব ॥ ৩৫
ত্বং মায়য়া গুহ্যমানঃ সর্ব্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ ।
স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বং ব্যক্ত এবামলাত্মনাম্ ॥৩৬
উন্মীলন্ সৃজস্যেতন্নেত্রে রাম জগত্ত্রয়ম্ ।
উপসংহ্রিয়তে সর্ব্বং ত্বয়া চক্ষুর্নিমীলনাৎ ॥ ৩৭
যস্মিন্ সর্ব্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।
যস্মান্ন কিঞ্চিল্লোকেঽস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ
প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।
যং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥৩৯
বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ ।
ত্বাং সর্ব্বজগদাকারমূর্ত্তিং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥৪০
বিরোধো দৃশ্যতে দেব বৈদিকো বেদবাদিনাম্ ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ত্বৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ ।৪১
মায়য়া ক্রীড়তো দেব ন বিরোধো মনাগপি ।
রশ্মিজালং রবের্যদ্বদ্দৃশ্যতে জলবদ্ভ্রমাৎ ।
ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তথা রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রকল্প্যতে ॥ ৪২
মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নির্গুণং পরম্ ।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে জপেৎ কথম্ ॥৪৩
অতস্ত্বদবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি ।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ ৪৪

তিনি শরপীড়িত বানরমণ্ডলীর প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া নারদ ভক্তি-সহকারে গদগদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পরমাত্মন্! হে নারায়ণ! হে জগদাশ্রয়! হে বিশ্বসাক্ষিন্! তোমাকে প্রণাম। তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, তথাপি তুমি মায়াবলে মনুষ্যাকার হইয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করত তাহাদিগের নিকট সুখদুঃখাদি-সম্পন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ। তুমি সকলের অন্তর্যামী এবং স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বভাব—স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইলেও মায়া-বলে গূঢ় হইয়া রহিয়াছ; কেবল নির্ম্মলাত্মা সাধুগণের নিকট তুমি সুব্যক্ত। হে রাম! তুমি নেত্র উন্মীলন করিলেই জগত্রয়ের সৃষ্টি; এবং তুমি নেত্র মুদ্রিত করিলেই সমস্ত জগতের সংহার হয়; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও সংহার তোমার নেত্রপলকের ব্যাপার মাত্র। এই সমস্ত জগৎ যাহাতে প্রকাশিত; এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন; এই জগতে যাহার অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই; তুমি—সেই ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার; মুনিশ্রেষ্ঠগণ, যাহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, ব্যক্তস্বরূপ—পঞ্চভূতাদি এবং অব্যক্তস্বরূপ—ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, তুমি—সেই রামচন্দ্র; তোমাকে নমস্কার। যে শ্রুতি, তোমাকে নির্ব্বিকার, শুদ্ধ এবং জ্ঞানরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আবার তোমার মূর্ত্তিকে সর্ব্বজগৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে দেব! বেদবাদিগণের তোমার সম্বন্ধে এইরূপ বেদঘটিত বিরোধ দেখা যায়; কিন্তু পণ্ডিতগণ, তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন পক্ষেরই নিশ্চয় করিতে পারেন না। হে দেব! যখন তুমি মায়া-সাহায্যে ক্রীড়া কর, তখন আর কিছুমাত্র বিরোধ নাই। "তুমি নিরাকার এবং সাকার", এই দ্বিবিধ শ্রুতি দ্বারা বিরোধ হইতেছিল; কিন্তু তোমার প্রসাদে নিশ্চয় হয় যে, তুমি মায়া আশ্রয়ে সাকার এবং বস্তুতঃ নিরাকার; অতএব আর বিরোধ নাই। যেমন ভ্রমবশতঃ সূর্য্যরশ্মিজাল জলের ন্যায় বোধ হয়, অর্থাৎ যেমন মরীচিকায় জলভ্রম হয়, হে রাম! সেইরূপ ভ্রম-জ্ঞানবশতঃ তোমাতে সমস্ত জগৎ কল্পিত হয়। হে দেব! তোমার নির্গুণ পরম রূপ মনের অগোচর; হে দেব! তাহা দৃশ্য হইবে কিরূপে? দৃশ্য না হইলেই বা ভজনা করিবে কি প্রকারে? ৩০—৪৩। অতএব তুমি ভূতলে যে সকল রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ; বুদ্ধিসম্পন্ন নিপুণ ব্যক্তিগণ, সেই সমস্ত রূপ ভজনা করেন এবং তদ্দ্বারাই ভবসমুদ্র

কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ৪৫
ভীষয়ন্তি তদা চেতো মার্জ্জারা মূষকং যথা।
ত্বন্নাম স্মরতাং নিত্যং তদ্রূপমপি মানসে ॥ ৪৬
ত্বৎপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরাত্মনাম্।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গিনাং রাম সংসারো গোষ্পদায়তে ॥ ৪৭
অতস্তে সগুণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্ব্বদা হৃদি।
মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোঽহং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥
রাম ত্বয়া মহৎকার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া।
কুম্ভকর্ণবধেনাদ্য ভূভারোঽয়ং গতঃ প্রভো ॥ ৪৯
শ্বো হনিষ্যতি সৌমিত্রিরিন্দ্রজেতারমাহবে।
হনিষ্যসেঽথ রামস্ত্বং পরশ্বো দশকন্ধরম্ ॥ ৫০
পশ্যামি সর্ব্বং দেবেশ সিদ্ধৈঃ সহ নভোগতঃ।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাং দেব গমিষ্যামি সুরালয়ম্ ॥ ৫১

ইত্যুক্ত্বা রামমামন্ত্র্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ॥ ৫২
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৫৩
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুত্থায় বিললাপ হ।
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা পিতরং চাতিবিহ্বলম্ ॥
ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকার্ত্তং ত্যজ শোকং মহামতে
ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫
দুঃখস্যাবসরঃ কুত্র দেবান্তক মহামতে।
অদ্যৈব তে দুঃখমখিলং স্বস্থো ভব মহীপতে ॥ ৫৬
সর্ব্বং সমীকরিষ্যামি হনিষ্যামি চ বৈ রিপূন্।
গত্বা নিকুম্ভিলাং সদ্যস্তর্পয়িত্বা হুতাশনম্ ॥ ৫৭
লব্ধ্বা রথাদিকং তস্মাদজেয়োঽহং ভবাম্যরেঃ।

উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অনেকেই—সেই ভজনার শত্রু। মার্জ্জারগণ যেরূপ মূষিককে ভয় দেখায়, সেইরূপ ঐ সকল শত্রু চিত্তকে ভয় প্রদর্শন করে। নিত্য যাঁহারা তোমার নামস্মরণ ও মনে মনে তোমার রূপস্মরণ করেন, যাঁহারা তোমার পূজাকার্য্যে আসক্ত; যাঁহাদিগের চিত্ত তোমার কথামৃত পানে তৎপর এবং যাঁহারা তোমার ভক্তগণের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন, রাম হে! সংসার-সমুদ্র তাঁহাদিগের পক্ষে গোষ্পদ-তুল্য। অতএব আমি, তোমার সগুণ রূপ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া জীবন্মুক্ত; সুতরাং সকল দেবগণের পূজ্য হইয়া ত্রিলোক-বিচরণ করি হে রাম! দেবগণের হিতাভিলাষে কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়া তুমি মহৎ কার্য্য করিলে। হে প্রভো! অদ্য ভূভার গতপ্রায় হইল। সৌমিত্রি আগামী কল্য অর্থাৎ সত্বর রণস্থলে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবেন। তুমি রাম, পরশ্ব;—অর্থাৎ তৎপরে দশাননকে নিহত করিবে। হে দেবেশ! আমি সিদ্ধগণের সহিত নভোমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছি। হে দেব! আমায় অনুগ্রহ করুন; আমি সুরালয়ে গমন করিব।'

এই বলিয়া ভগবান্ নারদ ঋষি, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ করিয়া, নির্ম্মল ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৪৪—৫২। তখন দেবগণ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাবণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের হস্তে মহাবল ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে নিহত হইতে শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হইল। মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং উঠিয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্যের নিধন এবং তজ্জন্য পিতার অতীব কাতরতা-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, পিতৃসান্নিধানে আসিল এবং শোকার্ত্ত পিতাকে বলিতে লাগিল,—"হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহামতি দেবহন্তা রাজেন্দ্র! আমি মহাবল মেঘনাদ; আমি জীবিত থাকিতে আপনার দুঃখের অবসর কোথায়? আপনার সমুদায় দুঃখ বিনষ্ট হউক। হে মহীপতে! আপনি সুস্থ হউন। সকলকে আমাদিগের সমদুঃখভাগী করিব। আমাদিগের যেমন প্রধান প্রধান আত্মীয়নাশে দুঃখ হইয়াছে, শত্রুদিগেরও প্রধান প্রধান আত্মীয়-বিনাশ করিয়া, এইরূপ দুঃখ উৎপাদন করিব। আমি শত্রুগণকে বধ করিব। এখনই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করিয়া সদ্যঃ অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করি; অনন্তর তাঁহার নিকট

ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নির্দ্দিষ্টং হবনস্থলম্ ॥ ৫৮
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ ।
নিকুম্ভিলাস্থলে মৌনী হবনায়োপচক্রমে ।
বিভীষণোঽথ তচ্ছ্রুত্বা মেঘনাদস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৫৯
প্রাহ রামায় সকলং হোমারম্ভং দুরাত্মনঃ ।
সমাপ্যতে চেদ্ধোমোঽয়ং মেঘনাদস্য দুর্ম্মতেঃ ।
তদাজেয়ো ভবেদ্রাম মেঘনাদঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৬০
অতঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন ঘাতয়িষ্যামি রাবণিম্ ।
আজ্ঞাপয় ময়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণং বলিনাং বরম্ ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ ॥ ৬১

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ ।

অহমেব গমিষ্যামি হন্তুমিন্দ্রজিতং রিপুম্ ।
আগ্নেয়েন মহাস্ত্রেণ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনা ॥ ৬২
বিভীষণোঽপি তং প্রাহ নাসাবন্যৈর্নিহন্যতে ।
যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬৩
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ ।
লক্ষ্মণস্তু অযোধ্যায়া নির্গম্যায়াত্ত্বয়া সহ ॥ ৬৪
তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ন জানাতি রঘূত্তম ।
সেবার্থং তব রাজেন্দ্র জ্ঞাতং সর্ব্বমিদং ময়া ॥ ৬৫
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ লক্ষ্মণং ত্বরয়া ময়া ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাদ্ধরাধরঃ ॥ ৬৬

ত্বমেব সাক্ষাজ্জগতামধীশো
নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ ।
যুবাং ধরাভারনিবারণার্থং
জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ ॥ ৬৭

ইত্যষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং কৃৎস্নাং বিভীষণ ॥ ১
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিচ্ছূরো মায়াবী চ মহাবলঃ ।

সাংগ্রামিক রথাদি প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে, যুদ্ধে শত্রুগণের অজেয় হইব।” এই বলিয়া সত্বর পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাগারে গমন করিল; পরে রক্তমাল্য রক্ত-বসন পরিধান ও রক্তচন্দন-অনুলেপন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালাতে হোম করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বিভীষণ চরমুখে মেঘনাদের কার্য্য শুনিয়া দুরাত্মা মেঘনাদের হোম আরম্ভ সম্বন্ধে সকল কথা রামকে বলিল এবং কহিতে লাগিল,—“হে রাম! যদি দুর্ম্মতি মেঘনাদের এই হোম সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে মেঘনাদ সুরাসুরের অজেয় হইবে। অতএব আমি শীঘ্র লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণিকে নিপাতিত করিব। বলিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আমার সহিত যাইতে আদেশ করুন। আপনার অনুজ, নিশ্চয়ই মেঘনাদকে বধ করিতে পারিবেন।” শ্রীরাম কহিলেন,—“শত্রু-ইন্দ্রজিৎকে নিখিল রাক্ষস-বিনাশী আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে আমিই গমন করিব।” বিভীষণও তাঁহাকে বলিল,—“এই ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নহে। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত, তাঁহার হস্তে এই দুরাত্মার মৃত্যু, ব্রহ্মা স্থির করিয়া দিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! রঘুবর! লক্ষ্মণ, আপনার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া অবধি, পাছে আপনার সেবার ত্রুটী হয় এই জন্য আহার নিদ্রা প্রভৃতি কাহাকে বলে, জানেন না। এই সমস্তই আমি অবগত আছি। হে দেবেশ! সত্বর লক্ষ্মণকে আমার সহিত যাইতে আজ্ঞা দিন।” লক্ষ্মণ, সাক্ষাৎ ধরণীধর অনন্ত, তিনি যে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমিই সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণ এবং লক্ষ্মণই অনন্ত। তোমরা দুইজনে বিশ্বনাটকের সূত্রধার,—ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।” ৫৩—৬৭।

নবম অধ্যায়।

বিভীষণের বাক্য শুনিয়া রাম, এই কথা, বলিলেন—“হে বিভীষণ! সেই রৌদ্র ইন্দ্র-জিতের সকল মায়া অবগত আছি;—সে

জানামি লক্ষ্মণস্যাপি স্বরূপং মম সেবনম্ ॥ ২
জ্ঞাত্বৈবাসমহং তূষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাৎ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৩
গচ্ছ লক্ষ্মণ সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্।
হনূমৎপ্রমুখৈঃ সর্ব্বৈর্যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ ॥ ৪
জাম্ববানৃক্ষরাজোঽয়ং সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ত্বামভিযাস্যতি ॥ ৫
অভিজ্ঞস্তস্য দেশস্য জানাতি বিবরাণি সঃ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ ॥ ৬
জগ্রাহ কার্ম্মুকং শ্রেষ্ঠমন্যদ্ভীমপরাক্রমঃ।
রামপাদাম্বুজং স্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ॥ ৭
অদ্য মৎকার্ম্মুকোন্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
গমিষ্যন্তি হি পাতালং স্নাতুং ভোগবতীজলে ॥৮
এবমুক্ত্বা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
ইন্দ্রজিন্নিধনাকাঙ্ক্ষী যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ ॥ ৯
বানরৈর্বহুসাহস্রৈর্হনূমান্ পৃষ্ঠতোঽন্বযাৎ।
বিভীষণশ্চ সহিতো মন্ত্রিভিস্ত্বরিতং যযৌ।
জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রিং ত্বরয়ান্বযুঃ ॥১০
গত্বা নিকুম্ভিলাদেশং লক্ষ্মণো বানরৈঃ সহ ॥ ১১
অপশ্যদ্বলসঙ্ঘাতং দূরাদ্রাক্ষসসঙ্কুলম্।
ধনুরানম্য সৌমিত্রির্যত্তোঽভূদ্ভূরিবিক্রমঃ ॥ ১২
অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববান্ রাক্ষসাধিপঃ।
তদা বিভীষণঃ প্রাহ সৌমিত্রিং পশ্য রাক্ষসান্ ॥
যদেতদ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
অস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত্নবান্ ভব ॥ ১৪
রাক্ষসেন্দ্রসুতোঽপ্যস্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি।
অভিদ্রবাশু যাবদ্বৈ নৈতৎ কর্ম্ম সমাপ্যতে ॥ ১৫
জহি বীর দুরাত্মানং হিংসাপরমধার্ম্মিকম্।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ও মহাবল পরাক্রান্ত। লক্ষ্মণের স্বরূপ ও আমার সেবার জন্য তাহার আহারনিদ্রা ত্যাগের কথাও বিদিত আছি। আমি বরাবরই জানি, লক্ষ্মণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে; জানিয়াও ভবিষ্যৎ কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎবধের গুরুতরত্ব উপলব্ধি করিয়া, তখন হইতে চুপ করিয়া আছি; কঠোর করিতে নিষেধ করি নাই। বিভীষণকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"ভাই লক্ষ্মণ! যাও, প্রচুর সৈন্যসমভিব্যাহারে গিয়া রাবণতনয়কে নিহত কর। লক্ষ্মণ! হনূমান্ প্রভৃতি সকল যূথপতিগণ সৈন্যপরিবৃত ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ এবং মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ, তোমার অনুগমন করিবেন। তিনি (বিভীষণ) সেই দেশের অভিজ্ঞ এবং রিপুদিগের ছিদ্র অবগত আছেন।" বিভীষণের সহিত ভীম-বিক্রম লক্ষ্মণ, রামবাক্য শ্রবণ করিয়া, অন্য এক শ্রেষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। সুমিত্রানন্দন, শ্রীরামের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সহর্ষে বলিলেন,—"আজ আমার শরাসনমুক্ত শরজাল রাবণিকে নির্ভিন্ন করিয়া, ভোগবতী-(পাতাল-গঙ্গা) জলে স্নান করিবার জন্য পাতালে গমন করিবে।' সৌমিত্রি ইহা বলিয়া, শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ইন্দ্রজিতের নিধনাভিলাষে দ্রুত পদ-বিক্ষেপে গমন করিলেন। বহুসহস্র বানরপরিবৃত হনূমান্, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিল। মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বিভীষণ সত্বর তাহার সহিত গমন করিল। জাম্ববান্প্রমুখ ভল্লুকগণ সত্বর সৌমিত্রির অনুগমন করিল। ১—১০। বানরগণের সহিত লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা দেশে গমন করিয়া দূর হইতে রাক্ষস-বহুল সৈন্যসমূহ দেখিতে পাইলেন। তখন মহাবিক্রম সৌমিত্রি, শরাসন উদ্যত করিয়া সাবধান হইয়া রহিলেন। বীর অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ও সাবধান হইলেন। তখন রাক্ষসরাজ বিভীষণ সৌমিত্রিকে কহিল—"রাক্ষসদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই যে জলদ-শ্যামল রাক্ষস-সৈন্যশ্রেণী দেখা যাইতেছে, এই মহতী রাক্ষস-চমূ বিদীর্ণ করিতে যত্নবান্ হউন। এই ব্যূহ-ভেদ হইলে রাক্ষসরাজ-নন্দনও দৃষ্টিগোচর হইবে। যাবৎ ইন্দ্রজিতের হোমকার্য্য সমাপ্ত না হয়, তন্মধ্যেই যত শীঘ্র পারেন, আক্রমণ করুন। হে বীর! হিংসা-পরায়ণ অধার্ম্মিক দুরাত্মাকে বধ করুন।"

ববর্ষ শরবর্ষাণি রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি ।
পাষাণৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ হরিযূথপাঃ ॥ ১৭
নির্জ্জঘ্নুঃ সর্ব্বতো দৈত্যান্ তেঽপি বানরযূথপান্
পরশ্বধৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈরসিভির্যষ্টিতোমরৈঃ ॥ ১৮
নির্জ্জঘ্নুর্বানরানীকং তদা শব্দো মহানভূৎ ।
স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সঞ্জজ্ঞে হরি রক্ষসাম্ ॥ ১৯
ইন্দ্রজিৎ স্ববলং সর্ব্বং মর্দ্দ্যমানং বিলোক্য সঃ ।
নিকুম্ভিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ ॥ ২০
রথমারুহ্য সধনুঃ ক্রোধেন মহতাগমৎ ।
সমাহ্বয়িত্বা সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রণমূর্দ্ধনি ॥ ২১
সৌমিত্রে মেঘনাদোঽহং ময়া জ বন্ন মোক্ষ্যসে ।
তত্র দৃষ্ট্বা পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ২২
ইহৈব জাতঃ সংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতুর্মম ।
কথং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥ ২৩

কথং দ্রুহ্যসি পুত্রায় পাপীয়ানসি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা হনুমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্ ।
উদ্যদায়ুধনিস্ত্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ ।
মহাপ্রমাণমুদ্যম্য ঘোরং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ২৫
অদ্য বো মামকা বাণাঃ প্রাণান্ পাস্যন্তি বানরাঃ
ততঃ শরং দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ ॥ ২৬
সসর্জ্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ।
ইন্দ্রজিদ্রক্তনয়নো লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ ।
মুহূর্ত্তমভবন্মূঢ়ঃ পুনঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮
দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথাত্মজম্ ।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
শরান্ ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ।
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণতনয়ের (সৈন্যগণের) প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরযূথপতিগণ পাষাণ, পর্ব্বতশিখর ও তরুনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিকের রাক্ষসগণকে; তাহারাও বানরযূথপতিদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। কুঠার, নিশিত বাণ, খড়্গ, যষ্টি ও তোমর দ্বারা রাক্ষসেরা বানর-সৈন্যদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অত্যন্ত কোলাহল হইয়া উঠিল। বানর ও রাক্ষসগণের তুমুলযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ নিজ সৈন্যগণকে শত্রুহস্তে দলিত হইতে দেখিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালা এবং হোম পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র নির্গত হইল। মহাক্রোধে রথারোহণ এবং শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য সুমিত্রানন্দনকে আহ্বান করত রণক্ষেত্রে গমন করিল। 'হে সৌমিত্রি! আমি মেঘনাদ; তুই জীবিত থাকিতে আর আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবি না।" তথায় পিতৃব্যকে দেখিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে বলিতে লাগিল,—"তুমি এইখানেই জন্মিয়াছ, বড় হইয়াছ; আমার পিতার সহোদর ভ্রাতা তুমি; কিন্তু এক্ষণে স্বজন পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিতেছ; তোমাকে ধিক্! তুমি পুত্রদ্রোহ করিতেছ কিরূপে? তুমি অতিশয় পাপিষ্ঠ এবং দুর্ব্বুদ্ধি।" ১১—২৪। এই বলিয়া রথবরে অধিষ্ঠিত ইন্দ্রজিৎ হনুমানের পশ্চাতে অবস্থিত লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া মহাপ্রমাণ ঘোর শরাসন বিস্ফারিত করিতে লাগিল। তাহার অধিষ্ঠিত রথে আয়ুধ ও কৃপাণ সকল সুব্যক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ইন্দ্রজিৎ বলিতে লাগিল,—"অরে বানরগণ! আজ আমার শরনিকর তোদের জীবন গ্রহণ করিবে।" অনন্তর শত্রুনাশন দাশরথি লক্ষ্মণ, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, শর সন্ধান করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ আরক্ত লোচনে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং লক্ষ্মণের বজ্রতুল্য কঠোরস্পর্শ শরাঘাতে মুহূর্ত্তকাল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল; পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ, বীর দশরথতনয়কে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিত দেখিল। তখন কোপকষায়িতলোচনে সৌমিত্রির অভিমুখে ধাবমান হইল। ধনুতে শর সকল যোজিত করিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিল,—"প্রথম যুদ্ধে যদি আমার পরাক্রম না

ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ ॥ ৩১
দশভিশ্চ হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ।
ততঃ শরশতেনৈব সম্প্রযুক্তেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
ক্রোধদ্বিগুণসংরব্ধো নির্বিভেদ বিভীষণম্।
লক্ষ্মণোঽপি তথা শত্রুং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৩৩
তস্য বাণৈঃ সুসংবিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্।
ব্যশীর্য্যত রথোপস্থে তিলশঃ পতিতং ভুবি ॥ ৩৪
ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ।
বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৩৫
ব্যশীর্য্যতাপতদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য চ।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোঽন্যং বভূবতুরভিদ্রুতৌ ॥ ৩৬
অভীক্ষ্ণং নিশ্বসন্তৌ তৌ যুধ্যেতাং তুমুলং পুনঃ।
শরসংবৃতসর্ব্বাঙ্গৌ সর্ব্বতো রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ৩৭
সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অযুধ্যেতাং মহাসত্ত্বৌ জয়াজয়বিবর্জ্জিতৌ ॥ ৩৮

এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথঞ্চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯
চিচ্ছেদ কার্ম্মুকং তস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্।
সোঽন্যত্তু কার্ম্মুকং ভদ্রং সজ্যঞ্চক্রে ত্বরান্বিতঃ ॥
তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষ্মণস্ত্রিভিরাশুগৈঃ।
তমেব ছিন্নধন্বানং বিব্যাধানেকসায়কৈঃ ॥ ৪১
পুনরন্যৎ সমাদায় কার্ম্মুকং ভীমবিক্রমঃ।
ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণং বাণৈঃ শতৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৪২
বিভেদ বানরান্ সর্ব্বান্ বাণৈরাপূরয়ন্ দিশঃ।
তত ঐন্দ্রং সমাদায় লক্ষ্মণো রাবণিং প্রতি ॥ ৪৩
সন্ধায়াকৃষ্য কর্ণান্তং কার্ম্মুকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাম্বুজম্ ॥ ৪৪
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥ ৪৫
ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণাদ্বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীর সসর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥ ৪৬

দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আজ তাহা তোমাকে দেখাইতেছি, এখন একটু স্থিরভাবে অবস্থান কর," এই বলিয়া সপ্তশরে লক্ষ্মণকে ও তীক্ষ্ণধার উৎকৃষ্ট দশ বাণে হনূমান্‌কে বিদ্ধ করিল। অনন্তর বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ দ্বিগুণ ক্রোধে কার্ম্মুকমুক্ত এক শত শর দ্বারা বিভীষণকে গাঢ়-বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণও শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের স্বর্ণপ্রভ বর্ম্ম লক্ষ্মণের বাণে অতীব বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে পতিত হইল; তথায় আবার সেই বর্ম্ম তিল তিল খণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাবণ-নন্দন, অতিশয় কুপিত হইয়া, রণস্থলে ভীম-বিক্রম বীর লক্ষ্মণকে সহস্র শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণেরও দিব্যকবচ বিশীর্ণ ও পতিত হইল। তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের কর্ম্মের প্রতিকার করিতে লাগিলেন। সাতিশয় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরস্পরের প্রতি পরস্পরে ধাবমান হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গই শরনিকরে আচ্ছন্ন এবং উভয়েই শোণিতাক্ত হইলেন। এইরূপেই বীরদ্বয় পরস্পরে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। উভয়েই মহাবল সুতরাং কাহারও জয় পরাজয় হয় নাই। ২৫—৩৮। ইতিমধ্যে বীর লক্ষ্মণ, পঞ্চশরে রাবণনন্দনের সারথি ও অশ্বসমেত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; হস্তলাঘব প্রদর্শন করত, তাহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। সেই ইন্দ্রজিৎ সত্বর অন্য এক উত্তম ধনু লইয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিল। লক্ষ্মণ তিন বাণে সেই শরাসনও ছেদন করিলেন এবং সেই ছিন্নকার্ম্মুক রাক্ষসকে বহুতর শরপ্রহারে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ পুনরায় অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া সূর্য্যসন্নিভ বহুতর নিশিত শরে লক্ষ্মণকে এবং সমস্ত বানরগণকে বিদ্ধ করিল। তাহার শরজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রাবণতনয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্ম্মুকে যোজন করিলেন; অনন্তর বীর লক্ষ্মণ দৃঢ়তররূপে আকর্ণ কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া শ্রীরামের পাদপদ্ম স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন,—"যদি দাশরথি রাম,—ধর্ম্মাত্মা সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ত্রিজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে হে বাণ! এই রাবণিকে নিহত কর।" বীর লক্ষ্মণ বাণকে এই কথা বলিয়া আকর্ণ

স শরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৪৭
ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্ত্তয়ন্তো রঘূত্তমম্।
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি স্তবন্তশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৮
জহর্ষ শক্রো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
আকাশেঽপি চ দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ ॥৪৯
বিমলং গগনং চাসীৎ স্থিরাভূদ্বিশ্বধারিণী।
নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জয়েত্যবদন্ সুরাঃ ॥ ৫০
গতশ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শঙ্খমাপূরয়দ্রণে।
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা জ্যাশব্দমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫১
তেন নাদেন সংহৃষ্টা বানরাশ্চ গতশ্রমাঃ।
বানরেন্দ্রৈশ্চ সহিতস্তুবদ্ভিস্তদ্ধৃষ্টমানসৈঃ ॥ ৫২
লক্ষ্মণঃ পরিতুষ্টাত্মা দদর্শাভ্যেত্য রাঘবম্।
হনূমদ্রাক্ষসাভ্যাঞ্চ সহিতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩
ববন্দে ভ্রাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভুম্।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪
শ্রুত্বা তল্লক্ষ্মণাদ্বক্ত্যাৎ তমালিঙ্গ্য রঘূত্তমঃ।
মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় মুদিতঃ সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৫
সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোঽস্মি কর্ম্ম তে দুষ্করং কৃতম্।
মেঘনাদস্য নিধনে জিতং সর্ব্বমরিন্দম ॥ ৫৬
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্বিনিপাতিতঃ।
নিঃসপত্নঃ কৃতোঽহমদ্য নির্য্যাস্যতি হি রাবণঃ ॥৫৭
পুত্রশোকান্ময়া যোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্।
মেঘনাদং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাবলম্ ॥ ৫৮
রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
বিললাপাতিদীনাত্মা পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯
পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি সংস্মরন্ পর্য্যদেবয়ৎ।
অদ্য দেবগণাঃ সর্ব্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০
হতমিন্দ্রজিতং জ্ঞাত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ।

শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক, রণক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই বাণ ত্যাগ করিলেন। তখন সেই বাণ ইন্দ্রজিতের উষ্ণীষসম্পন্ন উজ্জ্বল কুণ্ডল-শোভিত সুশ্রী মস্তক, ছেদন করিয়া, তাহার শরীর হইতে ভূতলে নিপাতিত করিল। অনন্তর দেবগণ পরম আনন্দিত হইয়া রঘুবর লক্ষ্মণের গুণকীর্ত্তন এবং তাঁহার মুহুর্ম্মুহু স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র, দেবগণ ও মহর্ষিগণের সহিত আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আকাশেও দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। আকাশ নির্ম্মল হইল। পৃথিবী সুস্থিরা হইল। রাবণনন্দনকে নিহত দর্শন করিয়া লোকে জয়জয়কার করিতে লাগিল। তাহাতেই সেই সুমিত্রানন্দন গতশ্রম হইয়া রণক্ষেত্রে শঙ্খধ্বনি করিলেন। অনন্তর বিভু সিংহনাদ করিয়া জ্যাশব্দ করিলেন। বানরগণ, সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া, শ্রান্তিশূন্য হইল। হৃষ্টচিত্ত বানরেন্দ্রগণ স্তব করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিল। লক্ষ্মণ, সন্তুষ্টচিত্তে আসিয়া, শ্রীরামকে দর্শন করিলেন। অনন্তর হনুমান্ এবং বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ সবিনয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভু নারায়ণ রামকে বন্দনা করিলেন এবং কহিলেন—"হে রঘুবর! আপনার প্রসাদে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।" ৩৯—৫৪। লক্ষ্মণের নিকট এই কথা শুনিয়া, রঘুবর রাম, আনন্দিত হইয়া অনুরাগ সহকারে, তাঁহাকে ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, সস্নেহে এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! অতি উত্তম, তুমি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। আমি তুষ্ট হইলাম। হে শত্রুনাশন! মেঘনাদকে বধ করায় তুমি সমস্তই জয় করিলে। ভাই! তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধ করিয়া কতই কষ্টে সেই বীরকে নিপাতিত করিয়াছ। আজ আমাকে তুমি শত্রুশূন্য করিলে; কেন না রাবণ পুত্রশোক-বশতঃ নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইবে, আমিও সেই রাবণকে বধ করিব।" এদিকে রাবণ, মহাবল মেঘনাদকে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংজ্ঞা পাইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। রাবণ পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পুত্রের গুণগ্রাম এবং কর্ম্মসকল স্মরণ করত শোক প্রকাশ করিল। "আজ সমস্ত দেব-গণ, লোকপালগণ এবং মহর্ষিগণ, ইন্দ্রজিৎ

ইত্যাদি বহুশঃ পুত্র-লালসো বিললাপ হ।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ নির্নাশয়িষুরাহবে॥ ৬২
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ পুনঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সংবীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা হন্তুং সীতাং প্রচক্রমে॥
খড়্গপাণিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা দশাননম্।
রাক্ষসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলাভবৎ॥ ৬৪
এতস্মিন্নন্তরে তস্য সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ।
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬৫
ননু নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্বৈশ্রবণানুজঃ।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৬৬
অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি।
অস্মাভিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্।
প্রাপ্স্যসে জানকীং শীঘ্রমিত্যুক্তঃ স ন্যবর্ত্তত॥ ৬৭

ততো দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্ম্মং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাশু শুচা বিমূঢ়ধীঃ
পুনঃ সভাঞ্চ প্রযযৌ সুহৃদ্বৃতঃ॥ ৬৮

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

স বিচার্য্য সভামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
নির্যযৌ যেঽবশিষ্টাস্তৈ রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্॥ ১
ততো রামেণ নিহতাঃ সর্ব্বে তে রাক্ষসা যুধি॥ ২
স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাণেন বক্ষসি।
ব্যথিতস্ত্বরিতং লঙ্কাং প্রবিবেশ দশাননঃ॥ ৩
দৃষ্ট্বা রামস্য বহুশঃ পৌরুষং চাপ্যমানুষম্।
রাবণো মারুতেশ্চৈব শীঘ্রং শুক্রান্তিকং যযৌ॥ ৪
নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।

নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া, নির্ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইবেন” পুত্রানুরাগী রাক্ষসরাজ রাবণ ইত্যাদি বিবিধ বিলাপ করিল, অনন্তর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে গমন করিতে বলিল। সেই বীর রাবণ, পুত্র-বধে অতিশয় সন্তপ্ত ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ায় বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া সীতাকে বধ করিতে ধাবমান হইল। রাক্ষসীগণের মধ্যস্থলে অবস্থিতা সীতা, দশাননকে খড়্গহস্তে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া, ভয় এবং শোকে ব্যাকুল হইলেন। ইত্যবসরে সুপার্শ্ব নামে একজন তাহার (রাবণের) বুদ্ধিমান্ পবিত্র ও মেধাবী মন্ত্রী,রাবণকে এই কথা বলিল,—“হে দশানন! আপনি সাক্ষাৎ কুবেরের কনিষ্ঠ—(যথাবিধি) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিয়াছেন; এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ইত্যাদি বিবিধ গুণসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত; আপনি স্ত্রী হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন কিরূপে? আমাদের সহিত আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া অচিরে জনকনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন। সুপার্শ্ব এই কথা বলিলে, রাবণ নিবৃত্ত হইল। অনন্তর দুরাত্মা রাবণ বন্ধু-কথিত উত্তম ধর্ম্মযুক্ত বাক্য গ্রাহ্য করিল; এবং শোকে বিমূঢ়বুদ্ধি হইয়া সত্বর গৃহে গমন করিল। তথা হইতে আবার সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সভাতে উপস্থিত হইল। ৫৫[illegible]।

দশম অধ্যায়।

রাবণ, সভামধ্যে রাক্ষসমন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া পতঙ্গ যেমন বহ্নপতঙ্গ সমভিব্যাহারে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ যাহারা অবশিষ্ট ছিল, সেই সকল রাক্ষসগণের সহিত শ্রীরামের সম্মুখীন হইতে যাত্রা করিল। সেই সকল রাক্ষস যুদ্ধস্থলে রামের হস্তে নিহত হইল। আর স্বয়ং দশানন রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণবাণে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ব্যথিত হওয়ায় সত্বর লঙ্কা প্রবেশ করিল। রাবণ বারংবার রাম এবং হনুমানের অলৌকিক পুরুষকার দর্শন করিয়া শীঘ্র শুক্রের নিকট গমন করিল। দশানন শুক্রাচার্য্যকে

ভগবন্ রাঘবেণৈবং লঙ্কা রাক্ষসযূথপৈঃ ॥ ৫
বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
কথং মে দুঃখসন্দোহস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি সদ্গুরৌ ॥ ৬
ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্।
হোমং কুরু প্রযত্নেন রহসি ত্বং দশানন ॥ ৭
যদি বিঘ্নো ন চেদ্ধোমে তর্হি হোমানলোত্থিতঃ ॥
মহান্ রথশ্চ বাহাশ্চ চাপতূণীরসায়কাঃ।
সম্ভবিষ্যন্তি তৈর্যুক্তস্ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৯
গৃহাণ মন্ত্রান্মদ্দত্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু দ্রুতম্ ॥ ১০
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
গুহাং পাতালসদৃশীং মন্দিরে স্বে চকার হ।
লঙ্কাদ্বারকপাটাদি বদ্ধা সর্ব্বত্র যত্নতঃ ॥ ১১
হোমদ্রব্যাণি সম্পাদ্য যান্যুক্তান্যাভিচারিকে।
গুহাং প্রবিশ্য চৈকাকী মৌনী হোমং প্রচক্রমে

উত্থিতং ধূমমালোক্য মহান্তং রাবণানুজঃ।
রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ ॥ ১৩
পশ্য রাম দশগ্রীবো হোমং কর্ত্তুং সমারভৎ।
যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্যাত্তদাজেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৪
অতো বিঘ্নায় হোমস্য প্রেষয়াশু হরীশ্বরান্।
তথেতি রামঃ সুগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্ ॥ ১৫
হনূমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্।
প্রাকারং লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্ ॥ ১৬
দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং গত্বা মন্দিররক্ষকান্।
চূর্ণয়ামাসুরশ্বাংশ্চ গজাংশ্চ ন্যহনন্ ক্ষণাৎ ॥ ১৭
ততশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজ্ঞয়া।
বিভীষণস্য ভার্য্যা সা হোমস্থানমসূচয়ৎ ॥ ১৮
গুহাপিধানপাষাণমঙ্গদঃ পাদঘট্টনৈঃ।
চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা দশাননং তত্র মীলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্।
ততোঽঙ্গদাজ্ঞয়া সর্ব্বে বানরা বিবিশুদ্রুতম্ ॥ ২০

প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—"হে ভগবন্! রাঘব রামচন্দ্র ত এই এই রূপে রাক্ষস-যূথপতিগণের সহিত লঙ্কা-নগরী ধ্বংস করিল; আমার পুত্র এবং আত্মীয় সকল—প্রধান প্রধান দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে; আপনি সদ্গুরু; আপনি থাকিতে আমার এত দুঃখ কেন?" এইরূপ নিবেদিত হইয়া দৈত্যগুরু, দশাননকে বলিলেন,—"হে দশানন! যত্ন সহকারে নির্জ্জনে তুমি হোম কর। যদি হোমে বিঘ্ন না হয়, তাহা হইলে মহান্ রথ, অশ্বগণ, শরাসন, তূণীর এবং শরনিকর হোমাগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি সেই সমস্ত যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হইলে অজেয় হইবে। আমি তোমাকে মন্ত্র দিতেছি, গ্রহণ কর; যাও, শীঘ্র হোম কর গিয়া।" ১—১০। শুক্র এই বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ শীঘ্র আসিয়া নিজভবনে পাতাল সদৃশ গুহা নির্ম্মাণ করাইল। যত্নপূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর সকল দিকের দ্বারে কপাট প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিয়া, অভিচার কার্য্যে যে সমস্ত কথিত আছে, সেই সকল হোমদ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক নির্জ্জন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক হোম করিতে আরম্ভ করিল। রাবণানুজ বিভীষণ, ধূমপুঞ্জ উত্থিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে শ্রীরামকে সেই হোমধূম দেখাইল; এবং কহিল,—"দেখুন রাম! দশানন হোম করিতে আরম্ভ করিয়াছে; হোম যদি সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে অজেয় হইবে। অতএব হোমের বিঘ্ন করিতে অবিলম্বে বানরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রেরণ করুন। রাম "আচ্ছা" বলিয়া সুগ্রীবের সম্মতিক্রমে অঙ্গদ বানরকে আর হনুমান্‌প্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত বানরদিগকে হোমবিঘ্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা প্রাকার লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাবণভবনে গমন করিল। দশকোটি বানর তথায় গিয়া গৃহরক্ষকদিগকে চূর্ণ করিল এবং ক্ষণমধ্যে অশ্ব ও হস্তিবৃন্দকে নিহত করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে সরমা নামে একজন রমণী হস্ত-সঙ্কেতে হোমস্থান জানাইয়া দিল। ঐ রমণী বিভীষণ-ভার্য্যা। মহাবল অঙ্গদ, গুহামুখস্থিত আচ্ছাদন পাষাণ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া মহাগুহামধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় রাবণ মুদ্রিতনেত্রে দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট আছে দেখিয়া অঙ্গদ সকলকে

তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়য়ন্তশ্চ সেবকান্।
সম্ভারাংশ্চিক্ষিপুস্তত্র হোমকুণ্ডে সমন্ততঃ ॥ ২১
স্রুবমাচ্ছিদ্য হস্তাচ্চ রাবণস্য বলাৎ ক্রুধা।
তেনৈব জঘ্নিবাংস্তং হনূমান্ প্লবগাগ্রণীঃ ॥ ২২
মুষ্টিভির্দন্তৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ বানরাস্তমিতস্ততঃ।
ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোঽপি বিজিগীষয়া ॥
প্রবিশ্যান্তঃপুরে বেশ্মাঙ্গদো বেগবত্তরঃ।
সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধৃত্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪
রাবণস্যৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ।
বিদদারাঙ্গদস্তস্যাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্ ॥ ২৫
মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমন্তাদ্রত্নসঞ্চয়ৈঃ।
শ্রোণিসূত্রং নিপতিতং ত্রুটিতং রত্নচিত্রিতম্ ॥
কটিপ্রদেশাদ্বিস্রস্তা নীবী তত্রৈব পশ্যতঃ।
ভূষণানি চ সর্ব্বাণি পতিতানি সমন্ততঃ ॥ ২৭
দেবগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ নীতা হৃষ্টৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
মন্দোদরী রুরোদাথ রাবণস্যাগ্রতো ভৃশম্ ॥ ২৮
ক্রোশন্তী করুণং দীনা জগাদ দশকন্ধরম্।
নির্লজ্জোঽসি পরৈরেবং কেশপাশে বিকৃষ্যতে ॥
ভার্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে।
হন্যন্তে পশ্যতো যস্য ভার্য্যা পাপৈশ্চ শত্রুভিঃ ॥
মর্ত্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতান্মরণং বরম্।
হা মেঘনাদ তে মাতা ক্লিশ্যতে বত বানরৈঃ ॥ ৩১
ত্বয়ি জীবতি মে দুঃখমীদৃশঞ্চ কথং ভবেৎ।
ভার্য্যা লজ্জা চ সন্ত্যক্তা ভর্ত্রা মে জীবিতাশয়া ॥
শ্রুত্বা তদ্দেবিতং রাজা মন্দোদর্য্যা দশাননঃ।
উত্তস্থৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ব্রুবন্ ॥ ৩৩
জঘানাঙ্গদমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ।
ততোৎসৃজ্য যযুঃ সর্ব্বে বিধ্বস্য হবনং মহৎ ॥ ৩৪
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থুঃ সর্ব্বে প্রহর্ষিতাঃ।

প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে সকল বানরই সত্বর প্রবেশ করিল। তত্রত্য সেবকগণকে তাড়না করত কোলাহল করিতে লাগিল। হোমদ্রব্য সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সক্রোধে বলপূর্ব্বক রাবণের হস্ত হইতে স্রুব কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারাই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। বানরগণ, দন্ত ও কাষ্ঠ দ্বারা রাবণকে ইতস্ততঃ আঘাত করিতে লাগিল। রাবণ এইরূপ আহত হইয়াও বিজিগীষাবশতঃ ধ্যান পরিত্যাগ করিতে পারিল না। ২১—২৩। অতিশয় বেগবান্ অঙ্গদ, অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কেশমুষ্টিধারণ করিয়া অনাথার ন্যায় রোরুদ্যমানা শুভা মন্দোদরীকে রাবণেরই সম্মুখে আনয়ন করিল। অঙ্গদ তাহার রত্নালঙ্কৃত কঞ্চুক (কাঁচুলি) ছিঁড়িয়া দিল। অন্যান্য রত্ননিকরের সহিত মুক্তা সকল, তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল। রত্নবিচিত্রিত মেখলা ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইল। রাবণের সমক্ষেই কটিদেশ হইতে নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িল, এবং অন্যান্য সকল ভূষণই চতুর্দ্দিকে পতিত হইল। আর আর বানরগণ হৃষ্টচিত্তে (রাবণপত্নী) দেবকন্যা এবং গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে হোমস্থানে আনয়ন করিল। অনন্তর মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল এবং কাতরা হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত দশাননকে বলিতে লাগিল,—তুমি একেবারেই নির্লজ্জ হইয়াছ, তোমারই সম্মুখে শত্রুগণ, তোমার ভার্য্যার কেশপাশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; তথাপি তুমি কিনা হোম করিতেছ; লজ্জিত হইতেছ না! পাপাচারী শত্রুগণ,—সমক্ষে, যাহার ভার্য্যাকে প্রহার করে, তাহার সেইখানেই মরা উচিত; জীবন অপেক্ষা তাহার মরণ ভাল। হা মেঘনাদ! কি খেদের বিষয়, তোমার জননীকে বানরগণ ক্লেশ দিতেছে! তুমি জীবিত থাকিলে আমাকে কি এতাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হইত? আমার স্বামী জীবনের আশায় পত্নী এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন।” রাজা দশানন মন্দোদরীর সেই বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া “দেবীকে পরিত্যাগ কর” এই কথা বলিতে বলিতে খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইল এবং নির্ভয়ে অঙ্গদের কটিদেশে প্রহার করিল। অনন্তর বানর সকল (এইরূপে) সেই মহৎ হোমকার্য্য ধ্বংস করিয়া (মন্দোদরী প্রভৃতিকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক

রাবণস্তু ততো ভার্য্যামুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ৩৫
দৈবাধীনমিদং ভদ্রে জীবতা কিন্ন দৃশ্যতে।
ত্যজ শোকং বিশালাক্ষি জ্ঞানমালম্ব্য নিশ্চিতম্।
অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু॥ ৩৭
তন্মূলঃ পুত্রদারাদি-সম্বন্ধঃ সংসৃতিস্ততঃ।
হর্ষশোকভয়ক্রোধ-লোভমোহস্পৃহাদয়ঃ॥ ৩৮
অজ্ঞানপ্রভবা হ্যেতে জন্মমৃত্যুজরাদয়ঃ।
আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হ্যলেপকঃ॥
আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্ব্বভাববিবর্জ্জিতঃ।
ন সংযোগো বিয়োগো বা বিদ্যতে কেনচিৎ সতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানং ত্যজ শোকমনিন্দিতে।
ইদানীমেব গচ্ছামি হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্॥ ৪১
আগমিষ্যামি নো চেন্মাং দারয়িষ্যতি সায়কৈঃ।
শ্রীরামো বজ্রকল্পৈশ্চ ততো গচ্ছামি তৎপদম্॥
তদা ত্বয়া মে কর্ত্তব্যা ক্রিয়া মচ্ছাসনাৎ প্রিয়ে।
সীতাং হত্বা ময়া সার্দ্ধং ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্।
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্যাতিদুঃখিতা।
উবাচ নাথ মে বাক্যং শৃণু সত্যং তথা কুরু॥ ৪৪
শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চান্যৈঃ কদাচন।
রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ৪৫
মৎস্যো ভূত্বা পুরা কল্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ।
ররক্ষ সকলাপদ্ভ্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৬
রামঃ কূর্ম্মোঽভবৎপূর্ব্বং লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ।
সমুদ্রমন্থনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্॥ ৪৭
হিরণ্যাক্ষোঽতিদুর্বৃত্তো হতোঽনেন মহাত্মনা।
ক্রোড়রূপেণ বপুষা ক্ষৌণীমুদ্ধরতা ক্বচিৎ॥ ৪৮
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা।
হতবান্নারসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ॥ ৪৯

প্রস্থান করিল; সকলেই আনন্দে রামপার্শ্বে আসিয়া অবস্থিত হইল। এদিকে রাবণ, ভার্য্যাকে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিল,—"ভদ্রে! এ সমস্ত ঘটনাই দৈবায়ত্ত। বাঁচিয়া থাকিলে কি না দেখা যায়? হে বিশালনয়নে! নিশ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। শোকের উৎপত্তি অজ্ঞান হইতে; শোক, জ্ঞানকে বিনষ্ট করে; শরীর প্রভৃতি আত্ম-ভিন্ন বস্তুতে অহংজ্ঞান (আত্মা বলিয়া জ্ঞান), অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। তাহাই স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধের মূল; সেই সম্বন্ধ হইতেই সংসার। হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কামনা প্রভৃতি (বুদ্ধিধর্ম্ম সকল) এবং জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি (দেহধর্ম্ম সকল) এতৎ সমস্ত (আত্মার বলিয়া বুঝা) অজ্ঞান-মূলক। আত্মা একমাত্র, শুদ্ধ, ভূতাদির অতি-রিক্ত, নির্লেপ, আনন্দরূপ এবং জ্ঞানময়,—সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কোন ভাবই ইহাতে নাই। এই নিত্য বস্তুর কাহারও সহিত সংযোগ বা বিয়োগ নাই। হে অনিন্দিতে! স্বীয় আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক পরিত্যাগ কর। আমি এখনই যাই—রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিব। নতুবা শ্রীরাম বজ্র তুল্য নিজ শরনিকরে আমাকে বিদীর্ণ করিবেন, তাহা হইলে আমি তদীয় স্থান প্রাপ্ত হইব। হে প্রিয়ে! আমি আজ্ঞা করিতেছি, সীতাকে বধ করিয়া আমার সমুদায় প্রেতকার্য্য তুমি করিবে; অথবা আমার মৃত শরীরের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।"২৪—৪৩। মন্দোদরী রাবণের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিল,—"হে নাথ! আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর এবং তদনুসারে কাজ কর। তুমি বা অপরে রাঘবকে কখনই জয় করিতে পারিবে না; রাম—সাক্ষাৎ দেববর (পরমেশ্বর)। ইনি প্রকৃতি এবং পুরুষগণের নিয়ন্তা। ভক্ত-বৎসল প্রভু রাঘব, পূর্ব্বকল্পে মৎস্যরূপে অব-তীর্ণ হইয়া বৈবস্বত মনুকে সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন; এই রাম পূর্ব্বে লক্ষযোজন বিস্তৃত কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করেন এবং সমুদ্রমন্থনকালে পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণ পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কোন সময়ে পৃথিবী উদ্ধার করিবার জন্য বরাহ-শরীর ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ অসুরকে নিহত করেন। রঘুনন্দন পূর্ব্বকালে নরসিংহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ত্রিলোককণ্টক

বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধা জগত্রয়ম্ ।
আক্রাম্যাদাৎ সুরেন্দ্রায় ভৃত্যায় রঘুসত্তমঃ ॥ ৫০
রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমের্ভরাবহাঃ ।
তান্ হত্বা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা দদাম্মুনেঃ
স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাৎপরঃ ।
ভবদর্থে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৫২
তস্য ভার্য্যা কিমর্থং বা হৃতা সীতা বলাদ্বলাৎ ।
মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্যাপি নিধনায় চ ॥ ৫৩
ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেষয়স্ব রঘূত্তমে ।
বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৫৪
মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ।
কথং ভদ্রে রণে পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥
ঘাতয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ ।
রামেণ সহ যোৎস্যামি রামবাণৈঃ সুশীঘ্রগৈঃ ॥ ৫৬
বিদার্য্যমাণো যাস্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ।
জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীম্
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বলাদ্বলাৎ ।
রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্ ॥ ৫৮
বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারং গমিষ্যামি সহ প্রিয়ে ॥
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্লভাম্ ॥ ৬০

ক্লেশাদিপঙ্কতরঙ্গযুগং ভ্রমাঢ্যং
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তম্ ।
ঔর্ব্বানলাভনিজরোষমনঙ্গজালং
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি ॥ ৬১

ইতি দশমোঽধ্যায়ঃ ।

হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করেন। এই রঘুবরই ত্রিপদে ত্রিজগৎ অধিকার ও বলিবন্ধন করিয়া ভৃত্য দেবরাজকে (ত্রিজগৎ) দান করেন। রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়রূপে জন্মিয়াছিল। তাহাতে পৃথিবী অতি ভারাক্রান্ত হয়। পরশুরাম-রূপে বহুবার তাহাদিগকে নিহত করিয়া জংলব্ধ ভূমণ্ডল মুনিবর কশ্যপকে প্রদান করেন। সেই পরাৎপরই রঘুশ্রেষ্ঠ, তিনিই আপনাকে বধ করিতে সম্প্রতি রঘুকুলে জন্ম-পরিগ্রহ করত মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার পুত্রনাশের জন্য এবং আপনার নিজের মৃত্যুর জন্য কেনই বা তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে বন হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিলেন? এখনও বা না হয়, বিদেহনন্দিনীকে রঘুবর-সমীপে প্রেরণ করুন। হে রাজন্! বিভীষণকে রাজ্য দিয়া আমরা বনে গমন করি।” রাবণ মন্দোদরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিল,—“ভদ্রে! আমি রণস্থলে পুত্রগণ—ভ্রাতৃগণ—এমন কি সমুদায় রাক্ষসমণ্ডলীকে রাঘবহস্তে নিহত করিয়াছি; এখন আমি বনবাসী হইয়া জীবন-ধারণ করিব কি বলিয়া? আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিব, সুশীঘ্রগামী রামবাণে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইব।” আমি রাঘবকে বিষ্ণু বলিয়া জানি; জনকনন্দিনীকেও লক্ষ্মী বলিয়া জানি; রামের হস্তে নিহত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইব, এই জন্য—জানিয়াই জনকনন্দিনী সীতাকে আমি বলপূর্ব্বক বন হইতে লইয়া আসিয়াছি। হে প্রিয়ে! সংসার ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত বন্ধুগণের সহিত গমন করিব। মুমুক্ষুগণ যে নির্ম্মল পরমানন্দময় স্থান লাভ করেন, আমি রণক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত হইব। ইহলোকের সকল পাপ দূরীকৃত করিয়া দুর্লভ মুক্তিপদ লাভ করিব। আমি এই সংসারসমুদ্র পার হইয়া অচিরে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব। ইহাতে পঞ্চক্লেশ এবং তন্মূলক স্থূলবৃত্তি সকল তরঙ্গ-স্বরূপ; যুগ পরিবর্ত্তন আবর্ত্ত; (এই সমুদ্র) স্ত্রী, পুত্র, আপ্ত, বন্ধু এবং ধনসম্পত্তিরূপ জল-জন্তুগণে আবৃত; ইহাতে প্রাণীদিগের নিজ নিজ ক্রোধই বাড়বানলের তুল্য, অনঙ্গই ইহাতে জালরূপে অবস্থিত। ৪৪—৬১।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং প্রেম্ণা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা।
রাবণঃ প্রযযৌ যোদ্ধুং রামেণ সহ সংযুগে॥ ১
দৃঢ়ং স্যন্দনমাস্থায় বৃতো ঘোরৈর্নিশাচরৈঃ।
চক্রৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং সবরূথং সকূবরম্॥ ২
পিশাচবদনৈর্ঘোরৈঃ খরৈর্যুক্তং ভয়াবহম্।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রসহিতং সর্ব্বোপস্করসংযুতম্॥ ৩
নিশ্চক্রামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ।
আয়ান্তং রাবণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্॥ ৪
সম্ভ্রান্তাভূত্তদা সেনা বানরী রামপালিতা॥ ৫
হনূমানথ চোৎপ্লুত্য রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ।
আগত্য হনুমান্ রক্ষোবক্ষস্যতুলবিক্রমঃ॥ ৬
মুষ্টিবন্ধং দৃঢ়ং বদ্ধ্বা তাড়য়ামাস বেগতঃ।
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্রথে॥ ৭
মূর্চ্ছিতোঽথ মুহূর্ত্তেন রাবণঃ পুনরুত্থিতঃ।
উবাচ চ হনূমন্তং শূরোঽসি মম সম্মতঃ॥ ৮
হনূমানাহ তং ধিঙ্মাং যস্ত্বং জীবসি রাবণ!
ত্বং তাবন্মুষ্টিনা বক্ষো মম তাড়য় রাবণ॥ ৯
পশ্চান্ময়া হতঃ প্রাণান্মোক্ষ্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
তথেতি মুষ্টিনা বক্ষো রাবণেনাপি তাড়িতঃ॥ ১০
বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎ কশ্মলমাযযৌ।
সংজ্ঞামবাপ্য কপিরাট্ রাবণং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ১১
ততোঽন্যত্র গতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
হনূমানঙ্গদশ্চৈব নলো নীলস্তথৈব চ॥ ১২
চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খড়্গরোমকম্॥ ১৩
তথা বৃশ্চিকরোমাণং নিজঘ্নুঃ ক্রমশোঽসুরান্।
চত্বারশ্চতুরো হত্বা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্॥ ১৪
সিংহনাদং পৃথক্ কৃত্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্॥ ১৫
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরো রামমেবাভ্যধাবত।

একাদশ অধ্যায়।

তখন রাবণ, রাজ্ঞী মন্দোদরীকে প্রণয়-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণস্থলে গমন করিল। ভীষণাকৃতি রাবণ ঘোরতর নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ভয়াবহ দৃঢ়তর রথে আরোহণপূর্ব্বক সহসা (যুদ্ধার্থ) নির্গত হইল। সেই রথে ষোড়শখানি চক্র, উত্তম বরূথ, উত্তম কূবর বর্ত্তমান ছিল। উহা পিশাচের ন্যায় ভীষণমুখ ঘোরতর অশ্ববিশেষ দ্বারা পরিচালিত, এবং সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল। সমর-নিষ্ঠুর ভয়াবহ রাবণকে আসিতে দেখিয়া, তখন রামপালিত বানর-বাহিনী ভয়াকুল হইল। অনন্তর হনূমান্ লম্ফ দিয়া উঠিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। অতুল-পরাক্রান্ত হনূমান্ আসিয়া দৃঢ় মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক সবেগে রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। রাবণ, সেই মুষ্টিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইল এবং জানু পাতিয়া রথমধ্যে বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে আবার উঠিয়া হনূমান্‌কে বলিল, "হাঁ তুমি আমার অভিমত বীর বটে।" হনূমান্ তাহাকে বলিল;—"আমাকে ধিক্, যেহেতু রাবণ! তুমি আমার মুষ্টিপ্রহার পাইয়াও জীবিত রহিয়াছ;—রাবণ! তুমি তত্ক্ষণ আমার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত কর, পরে আমি আঘাত করিলে যে, তুমি প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" রাবণ "আচ্ছা" বলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্টিপ্রহার করিল। তাহাতে কপিবর হনূমান্ ঘূর্ণিতনেত্র হইয়া কিঞ্চিৎ অজ্ঞান হইয়াছিল, (তৎক্ষণাৎ) সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাবণকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। ১—১১। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ভয় পাইয়া অন্যত্র গমন করিল এদিকে হনূমান্, অঙ্গদ, নল ও নীল—সমবেত এই চারিজন, সম্মুখে—অগ্নিবর্ণ, সর্পরোমা, খড়্গরোমা এবং বৃশ্চিক-রোমা নামে চারিজন রাক্ষস-শ্রেষ্ঠকে অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সেই সকল অসুরকে নিহত করিল। চারিজন বানর ভীমপরাক্রম চারিজন রাক্ষসকে বধ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ সিংহনাদ করত রামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রূর দশানন, সক্রোধে অধর দংশন ও নয়ন ঘূর্ণিত করত, রামের প্রতিই ধাবমান

দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
আজঘান মহাঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ ।
রামস্য পুরতঃ সর্ব্বান্ বানরানপি বিব্যধে ॥ ১৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।
অভ্যবর্ষদ্রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥ ১৮
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্ ।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্ ।
ত্বরিতং ভূতলং গত্বা কুরু কার্য্যং মমানঘ ॥ ২০
এবমুক্তোঽথ তং নত্বা মাতলির্দেবসারথিঃ ।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম্ ॥
স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্য হ্যপচক্রাম মাতলিঃ ।
অব্রবীচ্চ ততো রামমবতর্য্য রথে স্থিতঃ ।
প্রাঞ্জলির্দেবরাজেন প্রেষিতোঽস্মি রঘূত্তম ॥ ২২
রথোঽয়ং দেবরাজস্য বিজয়ায় তব প্রভো ।
প্রেষিতশ্চ মহারাজ ধনুরৈন্দ্রঞ্চ ভূষিতম্ ॥ ২৩

অভেদ্যং কবচং খড়্গং দিব্যতূণীযুগং তথা ।
আরুহ্য চ রথং রাম রাবণং জহি রাক্ষসম্ ।
ময়া সারথিনা দেব বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥ ২৪
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্ ॥ ২৫
আরুরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা বিরাজয়ন্
ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং দ্বৈরথং রোমহর্ষণম্ ॥২৬
মহাত্মনো রাঘবস্য রাবণস্য চ ধীমতঃ ।
আগ্নেয়েন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ ॥২৭
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ।
ততস্তু সসৃজে ঘোরং রাক্ষসং চাস্ত্রমস্ত্রবিৎ ॥২৮
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামস্যোপরি রাবণঃ ।
রাবণস্য ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ ।
শরাঃ কাঞ্চনপুঙ্খাভা রাঘবং পরিতোঽপতন্ ॥২
তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্বমদ্ভিরনলং মুখৈঃ ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন্ ॥ ৩০

হইল। জলধরের জলধারায় পর্ব্বতের ন্যায়—রামচন্দ্র, রথারূঢ় দশাননের বজ্রসদৃশ মহাঘোর শরজালে আহত হইতে লাগিলেন। রামের সম্মুখস্থিত বানরবৃন্দও শরাঘাতে ব্যথিত হইতে লাগিল। অনন্তর, রামচন্দ্র সাবধান হইয়া রণস্থলে দশাননের প্রতি সুবর্ণভূষিত বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র, রাবণকে রথারূঢ় এবং রঘুনন্দনকে ভূতলে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া, আহ্বানপূর্ব্বক মাতলিকে এই কথা বলিলেন,—‘তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া মৃত্তিকোপরি অবস্থিত রঘুবরের নিকট গমন কর। হে অনঘ! সত্বর ভূতলে গিয়া আমার কার্য্য কর।” ইন্দ্র এই কথা বলিলে দেবসারথি মাতলি তাঁহাকে (ইন্দ্রকে) নমস্কার করিয়া সেই উত্তমস্যন্দনে হরিতবর্ণ অশ্ব যোজনা করিলেন। অনন্তর মাতলি, রামচন্দ্রের বিজয়-উদ্দেশে স্বর্গ হইতে রামসমীপে সমাগত হইলেন; পরে অন্য সকলের অদৃশ্য সেই রথে অবস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে বলিলেন, “রঘুবর! দেবরাজ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে প্রভু! এই রথ—দেবরাজের,

আপনি শত্রুজয় করিবেন বলিয়া ইহা প্রেরিত হইয়াছে। হে মহারাজ! ইন্দ্র, অলঙ্কৃত ইন্দ্রধনু, অভেদ্য কবচ, খড়্গ এবং দিব তূণীরযুগল প্রেরণ করিয়াছেন। হে রাম! আমি সারথি; এই রথ; ইহাতে আরূঢ় হইয়া দেব রাজ যেমন বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন হে দেব! আপনিও সেইরূপ রাক্ষস রাবণকে বধ করুন।” ১২—২৪। মাতলি ইহা বলিলে রামচন্দ্র সেই রথশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ ও প্রণা করিয়া লোক সকলকে আনন্দিত করত রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা রাঘ এবং বুদ্ধিমান্ রাবণের রোমহর্ষণ ভীষণ মহ যুদ্ধ হইয়াছিল। পরমাস্ত্রজ্ঞ রাঘব, রাক্ষ রাজের আগ্নেয় অস্ত্র—আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা এব দৈব অস্ত্র—দৈবঅস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিত লাগিলেন। তাহার পর, অস্ত্রবেত্তা রাবণ, অত্যং কোপাবিষ্ট হইয়া, রামের প্রতি ঘোর রাক্ষ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। রাবণের শরাসন-মুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ সুপ্রভ শরনিকর মহাবিষ ভুজঃ হইয়া রাঘবের চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তথায় সেই সকল সর্পমু শরজাল, মুখ দ্বারা অনল উদ্গিরণ কর

রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমন্তাৎ পরিপূরিতান্।
সৌপর্ণমস্ত্রং তদ্ ঘোরং পুরঃ প্রাবর্ত্তয়দ্রণে ॥৩১
রামেণ মুক্তাস্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণঃ।
চিচ্ছিদুঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমন্তাৎ সর্পশত্রবঃ ॥৩২
অস্ত্রে প্রতিহতে যুদ্ধে রামেণ দশকন্ধরঃ।
অভ্যবর্ষত্ততো রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৩
ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্।
অর্দ্দয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৩৪
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেতুঞ্চ কাঞ্চনম্।
ঐন্দ্রানশ্বানভ্যহনদ্রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৫
বিষেদুর্দেবগন্ধর্ব্বাশ্চারণাঃ পিতরস্তথা।
আর্ত্তাকারং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৬
ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ।
দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥ ৩৭
দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ।
রামস্তু ভ্রুকুটিং বদ্ধ্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৮
কোপং চকার সদৃশং নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসম্।
ধনুরাদায় চৈবেন্দ্রধনুরাকারমদ্ভুতম্ ॥ ৩৯
গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্।
নির্দ্দহন্নিব চক্ষুর্ভ্যাং দদৃশে রিপুমন্তিকে ॥ ৪০
পরাক্রমং দর্শয়িতুং তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
প্রচক্রমে কালরূপী সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৪১
বিকৃষ্য চাপং রামস্তু রাবণং প্রতিবিধ্য চ।
হর্ষয়ন্ বানরানীকং কালান্তক ইবাবভৌ ॥ ৪২
ক্রুদ্ধং রামস্য বদনং দৃষ্ট্বা শত্রুং প্রধাবতঃ।
তত্রসুঃ সর্ব্বভূতানি চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৪৩
রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্রমুৎপাতাংশ্চ সুদারুণান্।
ত্রস্তানি সর্ব্বভূতানি রাবণং চাবিশদ্ভয়ম্ ॥ ৪৪
বিমানস্থাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
দদৃশুঃ সুমহাযুদ্ধং লোকসম্বর্ত্তকোপমম্।
ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণস্য শিরোঽচ্ছিনৎ ॥৪৫
মূর্দ্ধানো রাবণস্যাথ বহবো রুধিরোক্ষিতাঃ।

দিক্‌বিদিক্ সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন রাম, চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ সর্পরাজি অবলোকন করিয়া প্রসিদ্ধ ঘোরতর গরুড় অস্ত্র রণস্থলের সম্মুখে প্রবর্ত্তিত করিলেন। রামনিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ, গরুড়রূপী সর্পশত্রু হইয়, চতুর্দ্দিকের সকল সর্পবাণ ছেদন করিয়া ফেলিল। রাম, সমরে তদীয় অস্ত্র নিরাকৃত করিলে, দশানন তখন রামের উপর দারুণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর অনায়াসকারী রামকে পুনরায় শরসমূহপ্রহারে পীড়িত করিয়া ঘোর শরে মাতলিকে বিদ্ধ করিল। রাবণ, সাতিশয় ক্রোধে রথমধ্যে কাঞ্চনময় রথধ্বজ নিপাতিত করিয়া, ঐন্দ্র অশ্বদিগকে আঘাত করিল। তখন হরিকে কাতরের ন্যায় হইতে দেখিয়া দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণ ব্যথিত ও বিষণ্ণ হইলেন। বিভীষণ এবং বানরশ্রেষ্ঠগণও ব্যথিত হইয়াছিল। সেখানে দশবদন বিংশতিবাহু গৃহীতশরাসন রাবণ মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রামচন্দ্র কোপারুণিতনয়নে ভ্রূকুটী করিয়া যেন রাক্ষসদিগকে নিঃশেষে দগ্ধ করত নিজের অনুরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। হস্তে ইন্দ্রধনু সদৃশ অদ্ভুত শরাসন এবং কালাগ্নি সদৃশ বাণ গ্রহণ করিয়া, যেন দৃষ্টিপাতে দগ্ধ করত, সমীপাস্থিত শত্রুকে অবলোকন করিলেন। কালরূপী রাম, যেন তেজে প্রজ্বলিত হইয়া সকল লোকের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।২৫—৪১। রাম শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক রাবণকে প্রতিপ্রহার করিয়া বানর সৈন্যদিগকে আনন্দিত করিলেন এবং স্বয়ং কালান্তকের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রতি ধাবমান রামচন্দ্রের ক্রোধভীষণ বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বভূতই ভয়াকুল হইল; এবং পৃথিবী কম্পিত হইল। মহারৌদ্র রাম, অতি দারুণ উৎপাত এবং ভয়াকুল ভূতসকল অবলোকন করিয়া রাবণের ভয়সঞ্চার হইল। দেবগণ ও সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া লোকপ্রলয়কর আড়ীবকাদি-যুদ্ধের ন্যায় সেই সুমহৎ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। রাম ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া রাবণের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর যেমন তালতরু হইতে ফলরাজ নিপ-

গগনাৎ প্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি ॥ ৪৫
ন দিনং ন চ বৈ রাত্রির্ন সন্ধ্যা ন দিশোঽপি বা
প্রকাশন্তে ন তদ্রূপং দৃশ্যতে তত্র সঙ্গরে ॥ ৪৭
ততো রামো বভূবাথ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
শতমেকোত্তরং ছিন্নং শিরসাং চৈকবর্চ্চসাম্ ॥৪৮
ন চৈব রাবণঃ শান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়াৎ।
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বীরঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৯
অস্ত্রৈশ্চ বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।
যৈর্যৈর্বাণৈর্হতা দৈত্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ৫০
ত এতে নিষ্ফলং যাতা রাবণস্য নিপাতনে।
ইতি চিন্তাকুলে রামে সমীপস্থো বিভীষণঃ ॥ ৫১
উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হ্যসৌ।
বিচ্ছিন্না বাহবোঽপ্যস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ ॥
উৎপৎস্যন্তি পুনঃ শীঘ্রমিত্যাহ ভগবানজঃ।
নাভিদেশেঽমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ ॥৫৩
তচ্ছোষয়ানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীঘ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৪
পাবকাস্ত্রেণ সংযোজ্য নাভিং বিব্যাধ রক্ষসঃ।
অনন্তরঞ্চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৫৫
বাহূনপি চ সংরব্ধো রাবণস্য রঘূত্তমঃ।
ততো ঘোরাং মহাশক্তিমাদায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬
বিভীষণবধার্থায় চিক্ষেপ ক্রোধবিহ্বলঃ।
চিচ্ছেদ রাঘবো বাণৈস্তাং শিতৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥
দশগ্রীবশিরশ্ছেদাত্তদা তেজো বিনির্গতম্।
ম্লানরূপো বভূবাথ ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৫৮
একেন মুখ্যশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ॥ ৫৯
রাবণস্তু পুনঃ ক্রুদ্ধো নানাশস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষ রামং তং রামস্তথা বাণৈর্ববর্ষ চ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬০
অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা।

তিত হয়, রাবণের বহুতর মস্তক শোণিতাপ্লুত হইয়া সেইরূপ গগন হইতে পতিত হইতে লাগিল। তখন দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, অথবা দিঙ্‌মণ্ডল কিছুরই প্রকাশ ছিল না, কিন্তু সেই যুদ্ধে রাবণের কবন্ধরূপ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেন না, যতবার মস্তক ছিন্ন হইল, ততবার পুনরায় উদ্ভূত হইতে থাকিল। অনন্তর রাম বিস্মিতচিত্ত হইলেন। পুনঃপুনঃ উদ্ভূত সমানতেজ মস্তক একশত একবার ছিন্ন হইল; কিন্তু তাহাতে রাবণের প্রাণনাশ বা চেষ্টানিবৃত্তি হইতে দেখা গেল না। অনন্তর সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা বহু-অস্ত্রসম্পন্ন কৌশল্যানন্দনবর্দ্ধন ধীর রাঘব চিন্তা করিতে লাগিলেন,—“যে যে বাণে মহাবলপরাক্রম দৈত্যসকল নিহত হইয়াছে, এই ত সেই সমস্ত বাণ; রাবণবধে ইহারা নিষ্ফল হইল।” রাম এইরূপ চিন্তাকুল হইলে সমীপস্থিত বিভীষণ রাঘবকে এই কথা বলিল,—ইহার বাহু বা মস্তক সকল ছিন্ন হইলেও পুনর্ব্বার অবিলম্বে উৎপন্ন হইবে। ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই কথা বলিয়াছেন। ইহার নাভিদেশে কুণ্ডলাকারে অমৃত অবস্থিত আছে; আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা তাহা বিশোষিত করুন; তবে ইহার মৃত্যু হইবে। বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শীঘ্রপরাক্রম রাম আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের নাভি বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর ক্রুদ্ধ মহাবল রঘুবর, পুনর্ব্বার রাবণের মস্তক ও বাহু সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দশানন, ক্রোধবিহ্বল হইয়া বিভীষণকে বধ করিবার জন্য ঘোরতর মহাশক্তি গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। রাঘব সুবর্ণভূষিত নিশিত শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দশাননের মস্তকচ্ছেদ হওয়ায় তেজ নির্গত হইয়া গেল। ভয়ঙ্কর মস্তকসকল ছিন্ন হওয়ায় রাবণ ম্লানকান্তি হইল। রাবণ তখন অবশিষ্ট একমাত্র প্রধান মস্তক এবং দুই বাহু দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। ৪২—৫৯। রাবণ, ক্রুদ্ধ হইয়া রামের উপর পুনর্ব্বার নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং রামও তাহার উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তথায় ঘোর তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকিল। অনন্তর মাতলি তখন রাঘবকে স্মরণ করাইয়া দিলেন; বলিলেন,—

বিসৃজাস্ত্রং বধায়াস্য ব্রাহ্মং শীঘ্রং রঘূত্তম ॥ ৬১
বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ত্ততে।
উত্তমাঙ্গং ন চৈতস্য ছেত্তব্যং রাঘব ত্বয়া ॥ ৬২
নৈব শীর্ষি প্রভো বধ্যো বধ্য এব হি মর্ম্মণি।
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ॥৬৩
জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগম্।
যস্য পার্শ্বে তু পবনঃ ফলে ভাস্করপাবকৌ ॥ ৬৪
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ।
পর্ব্বস্বপি চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ ॥৬৫
জাজ্বল্যমানং বপুষা ভাতং ভাস্করবর্চ্চসা।
তমুগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমদ্ভুতম্ ॥ ৬৬
অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাভুজঃ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্ম্মুকে বলী ॥ ৬৭
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৬৮
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমানম্য কার্ম্মুকম্।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তস্তমস্ত্রং মর্ম্মঘাতিনম্ ॥ ৬৯
স বজ্র ইব দুর্দ্ধর্ষো বজ্রপাণিবিসর্জ্জিতঃ। ০
কৃতান্ত ইব ঘোরাস্যো ন্যপতদ্রাবণোরসি ॥ ৭০
স নির্ম্মুক্তো মহাঘোরঃ শরীরান্তকরঃ শরঃ।
বিভেদ হৃদয়ং তূর্ণং রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭১
রাবণস্যাহরৎ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলে।
স শরো রাবণং হত্বা রামতূণীরমাবিশৎ ॥ ৭২
তস্য হস্তাৎ পপাতাশু সশরং কার্ম্মুকং মহৎ।
গতাসুর্ভ্রমিবেগেন রাক্ষসেন্দ্রোঽপতদ্ভুবি ॥ ৭৩
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৭৪
দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাঘবস্য চ।
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ॥৭৫
বদন্তো রামবিজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্।
অথান্তরীক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ ॥ ৭৬
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ সমন্তাদ্রাঘবোপরি।

"হে রঘুবর! ইহার বধের জন্য সত্বর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করুন; দেবগণ, যাহাকে ইহার বিনাশ-কাল বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আজ তাহা উপস্থিত। হে রাঘব! আপনি ইহার মস্তক ছেদন করিবেন না। প্রভো! মস্তকে আঘাত করিলে ইহার বধ হইবে না; মর্ম্মে আঘাত করিলেই বধ হইবে।" মাতলির এই বাক্যে রামের স্মরণ হইল; তখন তিনি নিশ্বসন্তসর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শরের পার্শ্বে পবন; ফলাতে সূর্য্য ও অনল; এবং শরীর আকাশময়; উহা সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় গুরুতর সমুদয় পর্ব্বে মহাতেজা লোকপাল সকল অবস্থিত। মহাবাহু বলী রাম, শরীরপ্রভায় জাজ্বল্যমান ভাস্করকিরণজালে প্রতিফলিত ত্রিলোক-ভয়াবহ সেই অদ্ভুত উগ্র অস্ত্র—বেদোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রপূত করিলেন, পরে সেই মহাশর শরাসনে যোজিত করিলেন। রাঘব, যখন সেই শরশ্রেষ্ঠ যোজনা করেন, তখন সর্ব্বভূতগণ বিত্রস্ত ও বসুমতী কম্পিতা হইল। তিনি রাবণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে সেই মর্ম্মঘাতী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় সেইপ্রচণ্ড বাণ বিকটবদন কৃতান্তের ন্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। সেই শরীরনাশক ঘোরতর শর নিপতিত হইবামাত্র মহাবল রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। অনন্তর সেই শর রাবণের প্রাণ হরণ করিল; রাবণ বধ করিয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল; আবার শ্রীরামের তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিল; মহৎ সশর শরাসন রাবণের হস্ত হইতে অবিলম্বে খসিয়া পড়িল। রাক্ষসরাজ, গতজীবন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বেগে ভূতলে পতিত হইল। ৬০—৭৩। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ, তাহাকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, নায়কনিধনে ভয়াকুল হওয়ায় সকল দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর জয়োৎফুল্ল বানরগণ, দশাননের নিধন এবং রাঘবের জয় দর্শন করিয়া অতীব আনন্দে রামজয় ও রাবণ-বধ কীর্ত্তন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন আকাশে মঙ্গলময় দেব-দুন্দুভি নিনাদিত হইল, চতুর্দ্দিক্ হইতে রাঘবের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনি, সিদ্ধ,

তুষ্টুবুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবৌকসঃ॥ ৭৭
অথান্তরীক্ষে ননৃতুঃ সর্ব্বতোঽপ্সরসো মুদা।
রাবণস্থ চ দেহাথং জ্যোতিরাদিত্যবৎ স্ফুরৎ॥
প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্।
দেবা উচুরহো ভাগ্যং রাবণস্থ মহাত্মনঃ॥ ৭৯
বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণোঃ কারুণ্যভাজনাঃ।
ভয়দুঃখাদিভির্ব্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্ত্তিনঃ॥ ৮০
অয়ং তু রাক্ষসঃ ক্রূরো ব্রহ্মহাতীব তামসঃ।
পরদাররতো বিষ্ণুদ্বেষী তাপসহিংসকঃ॥ ৮১
পশ্যৎসু সর্ব্বভূতেষু রামমেব প্রবিষ্টবান্।
এবং ব্রুবৎসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সস্মিতঃ॥ ৮২
শৃণুতাত্র সুরা যূয়ং ধর্ম্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
রাবণো রাঘবদ্বেষাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্॥ ৮৩
ভৃত্যৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং দ্বেষসংযুতঃ।
শ্রুত্বা রামাৎ স্বনিধনং ভয়াৎ সর্ব্বত্র রাঘবম্॥ ৮৪
পশ্যন্নমুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি।
ক্রোধোঽপি রাবণস্যাশু গুরুবোধাধিকোঽভবৎ॥
রামেণ নিহতশ্চান্তে নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
রামসাযুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ॥ ৮৬
পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো যদি স্যাৎ,
নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেকদোষৈর্বিমুক্তঃ,
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠধাম॥ ৮৭
হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন, চাপং,
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্।
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্যকোটি-প্রকাশো,
বীরঃ শ্রীবন্ধুরাঙ্গস্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং বীররামঃ॥ ৮৮

ইতি একাদশোঽধ্যায়ঃ।

চারণ ও দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; এবং আকাশে সর্ব্বত্র অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণ দেখিতে থাকিলেন, সূর্য্যতুল্য ভাস্বরজ্যোতিঃ রাবণের দেহ হইতে উত্থিত হইয়া রঘুবরে প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—“ওঃ! মহাত্মা রাবণের মহাভাগ্য! আমরা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণ—বিষ্ণুর দয়ার পাত্র; তথাপি আমাদিগের ভয়—দুঃখ—শোকাদি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদিগের সংসারে গতায়াত করিতে হয় (মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই)। কিন্তু এই রাক্ষস—ক্রূর, ব্রহ্মঘাতী, অতীব তমোগুণসম্পন্ন, পরস্ত্রীতে আসক্ত, বিষ্ণুদ্বেষক এবং তাপস-হিংসক; তথাপি সে, সর্ব্বভূতের সমক্ষে রামচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইল!” দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“অহে দেবগণ! তোমরা ধর্ম্মতত্ত্বে বিচক্ষণ; এবিষয়ে একটী কথা শুন,—রাবণ সর্ব্বদা রামের প্রতি দ্বেষবশতঃ ভৃত্যগণের সহিত নিরন্তর দ্বেষক-ভাবে রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া সেই রামকেই মনে মনে ভাবনা করিত; রামের হস্তে আপনার নিধন হইবে জানিয়া ভয়ক্রমে সর্ব্বত্র রামকে দেখিতে পাইত; প্রত্যহ স্বপ্নেও রামকে দেখিত; রামের প্রতি রাবণের ক্রোধও অবিলম্বে, গুরূপদেশজনিত জ্ঞান হইতে অধিক ফলজনক হইয়াছিল। রাবণ অবশেষে রামহস্তে নিহত হওয়ায় তাহার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইল এবং সে বন্ধনমুক্ত হইয়া রাম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। দুরাত্মাই হউক, আর পরধন বা পরস্ত্রীতে আসক্ত পাপিষ্ঠই বা হউক, যদি প্রীতিবশতঃ বা ভয়ক্রমে নিরন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে ভাবনা করত দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নির্ম্মলচিত্ত এবং শত শত জন্মার্জ্জিত নানা দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রামরূপী বিষ্ণুর সুরবরবন্দিত আদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। ত্রৈলোক্য-পীড়ক দশাননকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ভূতল-স্পর্শী শরাসনে বামহস্তের ভর দিয়া দণ্ডায়মান রাম, একটী বাণ লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ঘুরাইতেছেন। তাঁহার লোচনপ্রান্ত আরক্ত;

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনূমন্তং তথাঙ্গদম্।
লক্ষ্মণং কপিরাজঞ্চ জাম্ববন্তং তথাপরান্ ॥ ১
পরিতুষ্টেন মনসা সর্ব্বানেবাব্রবীদ্বচঃ।
ভবতাং বাহুবীর্য্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২
কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতি বঃ পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥৩
ময়োপেতাং কলিহরাং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভুবি ॥ ৪
মন্দোদরীমুখাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ।
পতিতা রাবণস্যাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৫
বিভীষণঃ শুশোচার্ত্তো শোকেন মহতাবৃতঃ।
পতিতো রাবণস্যাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৬

শরাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত; কোটি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ এবং জয়লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে অবয়বে অপূর্ব্ব শ্রী-সঞ্চার হইয়াছে; সেই সুরপতিবন্দিত বীরবেশধারী রাম আমাকে রক্ষা করুন।” ৭৪—৮৮।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাম,—বিভীষণ, হনুমান্, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, বানররাজ (সুগ্রীব), জাম্ববান্, এবং অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সকলকেই বলিতে লাগিলেন,—“তোমাদিগেরই বাহুবীর্য্যে আমি রাবণকে নিহত করিতে পারিলাম। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততদিন তোমাদিগের এই পবিত্র কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে, এবং তোমাদিগের কীর্ত্তি-ঘটিত ত্রিলোকপাবন কলি-কলুষনাশন এই সকল বিবরণ কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। ইত্যবসরে, মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ-পালিতা সকল রমণী, রাবণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শোক করিতে করিতে আসিয়া রাবণের সমীপে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল। বিভীষণ মহাশোকে কাতর হইয়া শোক করিতে লাগিল এবং রাবণের সমীপে

রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্। ৭
করোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন মানদ ॥ ৭
স্ত্রিয়ো মন্দোদরীমুখাঃ পতিতা বিলপন্তি চ।
নিবারয়তু তাঃ সর্ব্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮
এবমুক্তোঽথ রামেণ লক্ষ্মণোঽগাদ্বিভীষণম্।
উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ॥ ৯
শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।
যং শোচসি ত্বং দুঃখেন কোঽয়ং তব বিভীষণ ॥
ত্বং বাস্য কতমঃ স্যুষ্টেঃ পুরেদানীমতঃপরম্।
যথৌঘোপতিতাঃ সিকতা যান্তি তদ্বশাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥১১
যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১২
এবং ভূতেষু ভূতানি প্রেরিতানীশমায়য়া।
ত্বং চেমে বয়মন্যে চ তুল্যা কালবশোদ্ভবাঃ ॥ ১৩
জন্মমৃত্যু যদা যস্মাত্তদা তস্মাত্তবিষ্যতঃ।

নিপতিত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিল। রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“হে মানদ! বিভীষণকে বুঝাও; বিভীষণ ভ্রাতার সংস্কার করুন; বিলম্বে প্রয়োজন কি? মন্দোদরী প্রমুখ স্ত্রীগণ পতিত হইয়া বিলাপ করিতেছে; এই রাবণরমণী রাক্ষসীকে বিভীষণ নিবারণ করুন্।” রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ বিভীষণের নিকট গমন করিলেন। শবের পার্শ্বে শবের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে নিপতিত মহাশোকে আচ্ছন্ন বিভীষণকে সুমিত্রাতনয় ইহা বলিলেন,—“অহে বিভীষণ! তুমি যাহার জন্য দুঃখ সহকারে শোক করিতেছ, জন্মের পূর্ব্বে, মৃত্যুর পর এবং বর্ত্তমান সময়েই বা এ তোমার কে? তুমিই বা ইহার কে? যেমন স্রোতজলে নিপতিত বালুকানিচয় স্রোতের বশে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে থাকে, সেইরূপ কালবশে দেহিগণও সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; বাস্তবিক তাহাদিগের কোন নিয়মিত সম্বন্ধ নাই। ১—১১। যেমন বীজ হইতে অন্যান্য বীজ উৎপন্ন হয় এবং নাশ হয়, বিশেষ নিয়ম নাই, সেইরূপ ঐশ্বরিক মায়াবলে বাধ্য হইয়া প্রাণিগণ প্রাণিগণের

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ ॥ ১৪
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ।
দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে ॥
বীজাদেব যথা বীজং দেহান্য ইব শাশ্বতঃ।
দেহিদেহবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা ॥ ১৬
নানাত্বং জন্মনাশশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ ক্রিয়াফলম্।
দ্রষ্টুরাভান্ত্যতদ্ধর্ম্মা যথাগ্নের্দারুবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭
ত ইমে দেহসংযোগাদাত্মনা ভান্ত্যসদ্গ্রহাৎ ॥১৮
যথা যথা তথা চান্তদ্ ধ্যায়তো সদসদ্গ্রহাৎ।
প্রসুপ্তস্যানহংভাবাত্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ।
জীবিতোঽপি তথা তদ্বিমুক্তস্যানহংকৃতেঃ ॥ ১৯
তস্মান্মায়ামনোধর্ম্মং জহ্যহংমমতা ভ্রমম্।
রামভদ্রে ভগবতি মনো ধেহ্যাত্মনীশ্বরে ॥ ২০
সর্ব্বভূতাত্মনি পরে মায়ামানুষরূপিণি।
বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎ ত্যজয়িত্ব মনঃ শনৈঃ ॥২১
তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয়।
দেহবুদ্ধ্যা ভবেদ্ভ্রাতা পিতা মাতা সুহৃৎপ্রিয়ঃ ॥
বিলক্ষণং যদা দেহাৎ জানাত্যাত্মানমাত্মনা।
তদা কঃ কস্য বা বন্ধুর্ভ্রাতা মাতা পিতা সুহৃৎ ॥
মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দারাগারাদয়ঃ সদা।
শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈব সম্পদঃ ॥ ১৪
বলং কোশো ভৃত্যবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সুতাদয়ঃ।
অজ্ঞানজত্বাৎ সর্ব্বে তে ক্ষণসঙ্গমভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫
অথোত্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তিভাবিতম্।
অনুবর্ত্তস্ব রাজ্যাদি ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমবহম্ ॥ ২৬

সহিত (পুত্রাদিরূপে) সংযুক্ত হয় এবং বিযুক্তও হয়; অর্থাৎ প্রাণিবর্গের জন্য—জনক ভাবও বীজের ন্যায় মাত্র; সংযোগ বিয়োগও মায়াবিজৃম্ভিত; অতএব শোক করা অনুচিত। তুমি, ইহারা আমরা এবং অন্যান্য সকলেই সমান। কালবশে সকলেরই সংযোগ বিয়োগ হয়। যেকালে বিধাতা জন্ম মৃত্যু বিধান করিয়াছেন, জন্ম-মৃত্যু সেইকাল হইতেই হইবে। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর, প্রয়োজনসিদ্ধি অপেক্ষা না থাকিলেও বালকের ন্যায়, নিজসৃষ্ট পরতন্ত্র প্রাণী সকল দ্বারা প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করেন। জীবগণ দেহসংযোগবশতঃই দেহী; বীজ হইতে বীজান্তরের ন্যায় দেহ হইতে (পিতৃদেহ হইতে) দেহ উৎপন্ন হয়। জীব নিত্য; সুতরাং দেহ হইতে বিভিন্ন। বস্তুতঃ চিরকাল প্রচলিত এই দেহ-দেহি-বিভাগ অজ্ঞানমূলক মাত্র। যেমন কাষ্ঠের সারল্য, বক্রত্ব প্রভৃতি বিকারবশতঃ অগ্নিও সরল বক্র নানারূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ পার্থক্য; জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং কর্ম্মফল; বস্তুতঃ আত্মার ধর্ম্ম না হইলেও বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম্ম বলিয়া দ্রষ্টার (আত্মার) ধর্ম্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়। দেহাদিঘটিত অসৎ জ্ঞানেই (দেহাদিকে "আমি" বা আমার বলিয়া বুঝা-ইতে) আত্মা সেই সকল ধর্ম্মে আক্রান্ত হয়। আগ্রহ সহকারে ভাল মন্দ যে কিছু চিন্তা করিবে, চিন্তাকর্ত্তাকে তদনুরূপ হইতে হইবে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কার-অভাবে সংসার প্রতীতি হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ অহ-ঙ্কার শূন্য হয় বলিয়া তাহারও সংসার-জ্ঞান থাকে না। অতএব মায়া-পরিণাম মনের ধর্ম্ম অহং মমতা ("আমি" "আমার" এই জ্ঞান) পরিত্যাগ কর; মায়া-মনুষ্য সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ রামচন্দ্রে মন নিবিষ্ট কর ।১২—২০। বহিরিন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধে দোষ দেখাইয়া তাহা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; করিয়া আনন্দময় শ্রীরামে নিয়োজিত কর। দেহে আত্মবুদ্ধি করিলেই কেহ ভ্রাতা, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সুহৃৎ এবং (কেহ) প্রিয়জন হইয়া থাকে; কিন্তু যখন আত্মাকে দেহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া বুঝে, তখন কে কাহার বন্ধু? কে কাহার ভ্রাতা? কে কাহার মাতা? কে কাহার পিতা? এবং কেহ বা কাহার সুহৃৎ? গৃহিণী, গৃহ, শব্দাদি বিষয়, বিবিধ সম্পত্তি, সৈন্য, সামন্ত, ধনাগার, ভৃত্যবর্গ, রাজ্য, ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতি—সমস্তই সর্ব্বদা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। অজ্ঞানমূলক বলিয়া এতৎ সমুদায় ক্ষণভঙ্গুর। উঠ, ভক্তি সহকারে শ্রীরামকে মনে চিন্তা ও রাজ্যাদি

ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরন্।
বিহরস্ব যথান্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে॥ ২৭
আজ্ঞাপয়তি রামস্ত্বাং যদ্ভ্রাতুঃ সাম্পরায়িকম্।
তৎ কুরুষ্ব যথাশাস্ত্রং রুদতীশ্চাপি যোষিতঃ॥ ২৮
নিবারয় মহাবুদ্ধে লঙ্কাং গচ্ছন্তু মা চিরম্।
শ্রুত্বা যথাবচনং লক্ষ্মণস্য বিভীষণঃ॥ ২৯
ত্যক্ত্বা শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ।
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ॥ ৩০
রামস্যৈবানুবৃত্ত্যর্থমুত্তরং পর্য্যভাষত।
নৃশংসমনৃতং ক্রূরং ত্যক্তধর্ম্মব্রতং প্রভো॥ ৩১
নার্হোঽস্মি দেব সংস্কর্ত্তুং পরদারাভিমর্শিনম্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩২
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥ ৩৩
রামাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা শীঘ্রমেব বিভীষণঃ।
সান্ত্বয়িত্বা মহাবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা॥
সান্ত্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবুদ্ধির্বিভীষণঃ।
ত্বরয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববান্ধবান্॥ ৩৫
চিত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎ পিতৃমেধবিধানতঃ।
আহিতাগ্নের্যথা কার্য্যং রাবণস্য বিভীষণঃ॥ ৩৬
তথৈব সর্ব্বমকরোদ্বন্ধুভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দদৌ চ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ॥ ৩৭
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভাভিমিশ্রিতান্।
উদকেন চ সম্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩৮
প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্দ্ধ্না চৈনং প্রণম্য চ।
তাঃ স্ত্রিয়ো হনুনয়ামাস সান্ত্বমুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৩৯
গম্যতামিতি তাঃ সর্ব্বা বিবিশুর্নগরং তদা।
প্রবিষ্টাসু চ সর্ব্বাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ॥ ৪০
রামপার্শ্বমুপাগত্য তদাতিষ্ঠদ্বিনীতবৎ।
রামোঽপি সহ সৈন্যেন সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ॥ ৪১
হর্ষং লেভে রিপুন্ হত্বা যথা বৃত্রং শতক্রতুঃ।

ভোগ করত, প্রতিনিয়ত প্রারব্ধের অনুবর্ত্তী হইয়া চল। ভূত ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া উপস্থিত বিষয় ন্যায় মত আচরণ করত বিহার কর; তাহা হইলে আর সংসারদোষে লিপ্ত হইবে না। রাম তোমাকে অনুমতি করিতেছেন, ভ্রাতার প্রেতকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন কর; হে মহামতে! রোরুদ্যমানা রমণীগণকে নিবারণ কর, ইহঁারা অবিলম্বে লঙ্কা মধ্যে গমন করুন।” বিভীষণ, লক্ষ্মণের যথোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রামপার্শ্বে উপস্থিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, মনে মনে সেই ধর্ম্মার্থসম্পন্ন বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া রামের অনুবৃত্তির জন্যই এই উত্তর করিল,—“হে প্রভো! হে দেব! নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ক্রূর, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, ব্রত-হীন এবং পরদারগামী এই রাক্ষসের সংকার করিতে আমি পারিব না।” রাম তাহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন,—“মরণ পর্য্যন্তই শত্রুতা, আমাদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে; (আর কেন?) ইহার সংস্কার কর; এই রাবণ তোমার পক্ষে যেমন আমার পক্ষেও তদ্রূপ।” ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, রামের অনুমতি মস্তকে লইয়া, তখন অবিলম্বেই বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী মন্দোদরীকে নানাবিধ শোকনাশক বচনে সান্ত্বনা করিল। পরে ধর্ম্মবুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, ভ্রাতৃসৎকারের জন্য স্বীয় বান্ধবগণকে ত্বরান্বিত করিল। ২১—৩৫। বন্ধু ও মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ, পিতৃ-মেধ বিধি অনুসারে মৃতদেহ চিতায় আরোপিত করিয়া, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের যেরূপ কর্ত্তব্য, রাবণের তৎসমস্তই করিয়াছিল। বিভীষণ, তাহার যথাবিধি অগ্নিকার্য্য করিল। অনন্তর, স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে কুশাদিস্পৃষ্ট সতিল জল বিধিপূর্ব্বক প্রদান এবং তাহার উদ্দেশে শুদ্ধ জল স্থাপন করিয়া মস্তক নত করিয়া ইহাকে (রাবণকে) প্রণাম করিল। পরে বারবার সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া সেই রমণীগণের শোকাপনোদন করিল। তাহাদিগকে “নগরমধ্যে গমন করুন” এই কথা বলিলে, তখন সেই রাক্ষসভার্য্যাগণ, নগরে প্রবেশ করিল। রাক্ষসপত্নীগণ সকলে নগরে প্রবিষ্ট হইলে; বিভীষণ তখন রামপার্শ্বে আসিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইল। ইন্দ্র যেমন বৃত্র বধ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন

মাতলিশ্চ তদা রামং পরিক্রম্যাভিনন্দ্য চ ॥ ৪২
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ স্বর্গং বিহায়সা ।
ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৩
বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুরৈব হি ।
ইদানীমপি গত্বা ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪
অভিষেচয় বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রবদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫
লঙ্কাং সুবর্ণকলশৈঃ সমুদ্রজলসংযুতৈঃ ।
অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৬
ততঃ পৌরজনৈঃ সার্দ্ধং নানোপায়নপাণিভিঃ ।
বিভীষণঃ সসৌমিত্রিরুপায়নপুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭
দণ্ডপ্রণামমকরোদ্রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদান্বিতঃ ॥ ৪৮
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত সহানুজঃ ।
সুগ্রীবঞ্চ সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪৯

সহায়েন ত্বয়া বীর জিতো মে রাবণো মহান্ ।
বিভীষণোঽপি লঙ্কায়ামভিষিক্তো ময়ানঘ ॥ ৫০
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়ান্বিতম্ ।
বিভীষণস্যানুমতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্ ॥ ৫২
জানক্যৈ সর্ব্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্ ।
জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২
এবমাজ্ঞাপিতো ধীমান্ রামেণ পবনাত্মজঃ ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥
প্রবিশ্য রাবণগৃহং শিংশপামূলমাশ্রিতাম্ ।
দদর্শ জানকীং তত্র কৃশাং দীনামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৩
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং ধ্যায়ন্তীং রামমেব হি ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাত্মজঃ ॥ ৫৫
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রহ্বো ভক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
তং দৃষ্ট্বা জানকী তুষ্ণীং স্থিত্বা পূর্ব্বস্মৃতিং যযৌ ॥

সেইরূপ শত্রুগণকে বধ করিয়া—সৈন্যগণ, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রও আনন্দ লাভ করিলেন। তখন মাতলি, রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া রামের অনুমতিক্রমে আকাশ-পথে স্বর্গগমন করিলেন। অনন্তর রাম হৃষ্টচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে এই বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি, আবার এখন তুমিও লঙ্কামধ্যে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিভীষণের অভিষেককার্য্য সম্পাদন কর।" এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ, বানরগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর লঙ্কানগরে গমন করিলেন; গিয়া সমুদ্র-জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভসমূহ দ্বারা ধীমান্ রাক্ষসরাজের শুভ অভিষেক-বিধি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সৌমিত্রি-সমভিব্যাহারে বিভীষণ পুরবাসী জনগণের সহিত আসিয়া অনায়াসকারী শ্রীরামকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। পুরবাসীদিগের হস্তে নানাবিধ উপঢৌকন সামগ্রী ছিল; স্বয়ং বিভীষণও উপঢৌকন দ্রব্য অগ্রে করিয়া আনিয়াছিল। সানুজ রামচন্দ্র,—বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যেন আপনাকে চরিতার্থ বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর রাম, সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"হে বীর! আমি তোমার সাহায্যে এই মহাবল রাবণকে জয় করিলাম এবং হে অনঘ! বিভীষণকেও লঙ্কাতে অভিষিক্ত করিলাম।" ৩৬—৫০। অনন্তর পার্শ্বে বিনীতভাবে অবস্থিত হনূমানকে বলিলেন,—"তুমি বিভীষণের অনুমতিক্রমে রাবণভবনে গমন কর; রাবণ-বধ প্রভৃতি সকল বিবরণ জানকীর নিকট বল গিয়া; এবং জানকী কি উত্তর করেন, শীঘ্র আসিয়া তাহা আমার নিকট নিবেদন কর।" বুদ্ধিমান্ পবননন্দন রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া লঙ্কানগরে প্রবেশ করিল। তখন রাক্ষসগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। তথায় হনূমান্ রাবণগৃহে প্রবেশ করিয়া শিংশপামূলে অবস্থিতা, রাক্ষসীগণে পরিবৃতা রাম-চিন্তাপরায়ণা সেই কৃশা কাতরা আনন্দিতা জনকতনয়াকে দেখিতে পাইল। পবননন্দন বিনয়-নম্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; অনন্তর ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া নম্রভাবে সম্মুখে অবস্থিত হইল। জানকী তাহাকে দেখিয়া তুষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন, (কিয়ৎক্ষণ পরেই) তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি হইল।

জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎ সৌম্যমুখী ভবৎ ।
স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পবননন্দনঃ ।
রামস্য ভাষিতং সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৫৭
দেবি রামঃ সসুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্ ।
কুশলী বানরাণাঞ্চ সৈন্যৈশ্চ সহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৮
রাবণং সসুতং হত্বা সবলং সহ মন্ত্রিভিঃ ।
ত্বামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কৃত্বা বিভীষণম্ ॥৫৯
শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ।
কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য ন পশ্যামি জগত্ত্রয়ে ॥
সমং তে প্রিয়বাক্যস্য রত্নান্যাভরণানি চ ।
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬১
রত্নৌঘাদ্বিবিধাদ্বাপি দেবরাজ্যাদ্বিশিষ্যতে ।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ ॥ ৬২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্ ।
সর্ব্বে সৌম্য গুণাঃ সৌম্য ত্বয্যেব পরিনিষ্ঠিতাঃ
রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাঘবঃ ।

তথেতি তাং নমস্কৃত্য যযৌ দ্রষ্টুং রঘূত্তমম্ ॥৬৩
জানক্যা ভাষিতং সর্ব্বং রামস্যাগ্রে প্লবগর্ষভঃ ।
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্ম্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ ॥ ৬৫
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্ ।
এবমুক্তো হনুমতা রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥৬৬
মায়াসীতাং পরিত্যক্তুং জানকীমনলে স্থিতাম্ ।
আদাতুং মনসা ধ্যাত্বা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ ॥৬৭
গচ্ছ রাজন্ জনকজামানয়াশু মমান্তিকম্ ।
স্নাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৬৮
বিভীষণোঽপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম সহমারুতিঃ ।
রাক্ষসীভিঃ সুবৃদ্ধাভিঃ স্নাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ ॥৬৯
সর্ব্বাভরণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমে ।
যাষ্টিকৈর্বহুভির্গুপ্তাং কঞ্চুকোষ্ণীষিভিঃ শুভাম্ ॥
তাং দ্রষ্টুমাগতাঃ সর্ব্বে বানরা জনকাত্মজাম্ ।

তিনি তাহাকে রামের দূত জানিয়া আনন্দে প্রসন্নমুখী হইলেন। পবননন্দন তাঁহাকে প্রসন্নমুখী দেখিয়া রামের কথিত সকল কথা তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিল,—"হে দেবি! রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সহায়-বিভীষণ এবং বানরসৈন্যগণ—সকলেরই মঙ্গল। শ্রীরাম, সপুত্র সসৈন্য মন্ত্রিসমেত রাবণকে নিহত এবং বিভীষণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনাকে তাঁহার কুশল সমাচার দিয়াছেন।" সীতা ভর্ত্তার প্রেরিত প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে হনুমান্‌কে বলিলেন,—"আজ আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব? তুমি আমাকে যে প্রিয় সমাচার দিয়াছ, তাহার সদৃশ রত্ন বা আভরণ ত্রিজগতে দেখি না।" বৈদেহী এই কথা বলিলে হনুমান্ উত্তর করিল,—"রাম যে শত্রু বধ করিয়া বিজয়ী এবং সুস্থির হইয়াছেন দেখিতেছি; ইহাই আমার বিবিধ রত্নরাজি হইতে—এমন কি স্বর্গরাজ্য হইতেও অধিক।" মৈথিলী, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতিকে বলিলেন,—"হে সৌম্য! সকল সৌম্য-গুণই তোমাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাম আমাকে অনুমতি করুন, সত্বর আমি তাঁহাকে দেখিব।" হনুমান্ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রঘুবরকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিল। ৫১—৬৪। জানকী-কথিত সকল কথা রামসম্মুখে নিবেদন করিল; এবং বলিল,—"যাঁহার জন্য এই সকল কার্য্যের আরম্ভ এবং ফল নিষ্পত্তি হইল, এখন সেই শোক-সন্তপ্তা দেবী মৈথিলীকে দর্শন করা আপনার উচিত হয়।" হনুমান্ এই কথা বলিলে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রমণীয়বিগ্রহ রাম, মায়াসীতাকে পরিত্যাগ এবং অনলে অবস্থিত প্রকৃত জানকীকে গ্রহণ করিতে মনে মনে স্থির করিয়া বিভীষণকে বলিলেন,—"রাজন্! গমন কর; জনকনন্দিনী স্নান করিয়া নির্ম্মল বসন এবং সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত হইলে, তাহাকে আমার নিকট সত্বর আনয়ন কর।" বিভীষণও তাহা শ্রবণ করিয়া মারুতি সহিত গমন করিল। অতিবৃদ্ধ রাক্ষসীগণ দ্বারা মৈথিলীকে স্নান এবং সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা করাইয়া উত্তম শিবিকায় আরোহণ করাইল। কঞ্চুক-উষ্ণীষধারী বহুতর যাষ্টিকগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। সকল বানর, সেই শুভময়ী

তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সর্ব্বতো বেত্রপাণয়ঃ ॥ ৭১
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তো রামপার্শ্বমুপাযযুঃ।
দৃষ্ট্বা তাং শিবিকারূঢ়াং দূরাদথ রঘূত্তমঃ ॥ ৭২
বিভীষণ কিমর্থং তে বানরান্ বারয়ন্তি হি।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে মৈথিলীং মাতরং যথা ॥ ৭৩
পাদচারেণ সায়াতু জানকী মম সন্নিধিম্।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনং শিবিকাদবরুহ্য সা ॥ ৭৪
পাদচারেণ শনকৈরাগতা রামসন্নিধিম্।
রামোঽপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্য্যার্থ-
নির্ম্মিতাম্ ॥ ৭৫
অবাচ্যবাদান্ বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬
লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রজ্বালয় হুতাশনম্।
বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ায় চ ॥ ৭৭
রাঘবস্য মতং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোঽপি তদৈক্ষহি।
মহাকাষ্ঠচয়ং কৃত্বা জ্বালয়িত্ব' হুতাশনম্ ॥ ৭৮
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থৌ তূষ্ণীমরিন্দমঃ।
ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং দেবরাক্ষসযোষিতাম্।
প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপগা ॥ ৮০
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥
এবমুক্তা তদা সীতা পরিক্রম্য হুতাশনম্।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নির্ভয়েন হৃদা সতী ॥ ৮৩
দৃষ্ট্বা ততো ভূতগণাঃ সসিদ্ধাঃ
সীতাং মহাবহ্নিগতাং ভৃশার্ত্তাঃ।
পরস্পরং প্রাহুরহো ন সীতাং
রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমত্যজজ্জ্ঞঃ ॥ ৮৪

ইতি দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

জনকতনয়াকে দেখিতে আসিল। বহুতর বেত্রধারী তাহাদিগকে দেখিতে আসিতে নিষেধ করিতে লাগিল। এইরূপে কোলাহল করিতে করিতে রক্ষিগণ রামসমীপে উপস্থিত হইল। অনন্তর রঘুবর দূর হইতেই জানকীকে শিবিকারূঢ়া দেখিয়া বলিলেন,—বিভীষণ! তোমার অনুচর বানরদিগকে নিবারণ করিতেছে কি জন্য? সকল বানর জননীর ন্যায় মৈথিলীকে অবলোকন করুক্। জানকী পদব্রজে আমার নিকটে আগমন করুন।” সীতা রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে ধীরে ধীরে রামসন্নিধানে আসিলেন। রঘুনন্দন রামও কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য কল্পিত সেই মায়া-সীতাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার অবক্তব্য কথা বলিলেন। সীতা, রামকথিত সেই বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—“আমার প্রতি রামের বিশ্বাস এবং লোকের প্রত্যয়ের জন্য শীঘ্র অগ্নি প্রজ্বলন কর।” লক্ষ্মণও রাঘবের মন জানিয়া তখনই বৃহৎ কাষ্ঠরাশি করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন করিলেন। অনন্তর, শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। অনন্তর মৈথিলী সীতা, ভক্তিসহকারে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, সকল লোক এবং দেবমহিলা ও রাক্ষসমহিলাদিগের সমক্ষে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক অগ্নির সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিয়া বলিলেন,—“আমার চিত্ত যেমন কখনই রাঘব হইতে অপসৃত হয় না, তদনুসারে লোকসাক্ষী পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন (শীতল হউন)।” সতী সীতা এই বলিয়া তখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নির্ভয়চিত্তে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সিদ্ধ ও ভূতগণ, সীতাকে মহাবহ্নিতে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অতীব কাতর হইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল—“বড়ই আশ্চর্য্য! রাম সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও স্বীয় লক্ষ্মী সীতাকে কিজন্য পরিত্যাগ করিলেন? ৬৫—৮৪।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণস্তথা।
কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ ॥ ১
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
পিতরো-ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোরগাঃ ॥ ২
এতে চান্যে বিমানাগ্র্যৈরাজগ্মুর্যত্র রাঘবঃ।
অব্রুবন্ পরমাত্মানং রামং প্রাঞ্জলয়শ্চ তে ॥ ৩
কর্ত্তা ত্বং সর্ব্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
বসূনামষ্টমোঽসি ত্বং রুদ্রাণাং শঙ্করো ভবান্ ॥
আদিকর্ত্তাসি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ।
অশ্বিনৌ ঘ্রাণভূতৌ তে চক্ষুষী চন্দ্রভাস্করৌ ॥ ৫
লোকানামাদিরন্তোঽসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ
সদা শুদ্ধঃ সদা বুদ্ধঃ সদামুক্তোঽগুণোঽদ্বয়ঃ ॥ ৬
ত্বন্মায়াসংবৃতানাং ত্বং ভাসি মানুষবিগ্রহঃ।
ত্বন্নাম স্মরতাং রাম সদা ভাসি চিদাত্মকঃ ॥ ৭
রাবণেন হৃতং স্থানমস্মাকং তেজসা সহ।
ত্বয়াদ্য নিহতো দুষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্ ॥৮
এবং স্তুবৎসু দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পিতামহঃ।
অব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ॥৯

ব্রহ্মোবাচ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং
ত্বামধ্যাত্মজ্ঞানিভিরন্তর্হৃদি ভাব্যম্।
হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং
সত্তামাত্রং সর্ব্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্ ॥ ১০
প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ধ্বা
ছিত্ত্বা সর্ব্বং সংশয়বন্ধং বিষয়ৌঘান্।
পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়স্তং
বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্ ॥ ১১
মায়াতীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং
মানাতীতং মোহবিনাশং মুনিবন্দ্যম্।
যোগিধ্যেয়ং যোগিবিধানং পরিপূর্ণং
বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্ ॥১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে—সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, যম, বরুণ মহাতেজা, কুবের, বৃষবাহন মহাদেব, ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ব্রহ্মা, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরোগণ এবং সর্পগণ—ইহাঁরা ও অন্য সকলে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিমান আরোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া পরমাত্মা রামকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি সর্ব্ব লোকের কর্ত্তা ও সাক্ষী এবং বিজ্ঞানমূর্ত্তি; আপনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু; একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আপনি ত্রৈলোক্যের আদিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা; অশ্বিনীকুমারযুগল আপনার নাসিকা; চন্দ্র-সূর্য্য আপনার নয়নদ্বয়। আপনি লোক সকলের আদি ও অন্ত; আপনি নিত্য, একমাত্র, সদাপ্রকাশ, সদাশুদ্ধ, সদাবুদ্ধ, সদামুক্ত, নির্গুণ এবং অদ্বিতীয়। যাহারা আপনার মায়ায় আবৃত, তাহাদিগের নিকটেই আপনি মনুষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হন। হে রাম! যাঁহারা আপনার নাম স্মরণ করে, সেই সকল মায়ামুক্ত ব্যক্তির নিকট চৈতন্যস্বরূপে প্রতিভাত হন। রাবণ আমাদিগের তেজ এবং অধিকার হরণ করিয়াছিল। আজ আপনি সেই দুষ্টকে নিহত করিলেন, আমরা আবার স্বস্বপদ প্রাপ্ত হইলাম।" দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা প্রণত হইয়া সত্যপথে অবস্থিত শ্রীরামকে বলিতে লাগিলেন। ১—৯। ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি ত্রিলোকস্থিতির মূল দেব বিষ্ণু; তত্ত্বজ্ঞানিগণ হৃদয়মধ্যে আপনাকে ধ্যান করেন; সুখ-দুঃখ প্রভৃতি—গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য দ্বন্দ্ব আপনাতে বর্ত্তমান নাই আপনি পরাৎপর, অদ্বিতীয়, সত্তামাত্র সকলের অন্তর্যামী এবং জ্ঞানস্বরূপ; আপনাকে বন্দনা করি। নিশ্চয়-বুদ্ধি করিয়া হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু রোধ, ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল সন্দেহনিবারণ এবং বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, মোহমুক্ত যতিগণ যে ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন, সেই মণিমুকুটশোভিত সূর্য্যপ্রভ রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। লোকরঞ্জন রমণীয় রাম আপনাকে

ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যৈ-
র্ভোগাসক্তৈরর্চিতপাদাম্বুজযুগ্মম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনন্তং প্রণবাখ্যং
বন্দে রামং বীরমশেষাসুরদাবম্ ॥ ১৩
ত্বং মে নাথো নাথিতকার্য্যাখিলকারী
মানাতীতো মাধবরূপোঽখিলধারী।
ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী
যোগাভ্যাসৈর্ভাবিতচেতঃসহচারী ॥ ১৪
ত্বামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং
লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমেতৈর্ভজনীয়ং
বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্ ॥ ১৫

কো বা জ্ঞাতুং ত্বামতিমানং গতমানং
মানাসক্তো মাধব শক্তো মুনিমান্যম্।
বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং
বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্ ॥ ১৬
নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং
নিত্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্।
মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং
বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশম্ ॥ ১৭
শ্রদ্ধাযুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং
ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মর্ত্ত্যঃ।
রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং
ধ্যাত্বা ধ্যাতা পাতকজালৈর্বিগতঃ স্যাৎ ॥১৮
শ্রুত্বা স্তুতিং লোকগুরোর্বিভাবসুঃ।
স্বাঙ্কে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্।
বিভ্রাজমানাং বিমলারুণদ্যুতিং
রক্তাম্বরাং দিব্যবিভূষণান্বিতাম্ ॥ ১৯
প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রঘূত্তমং
প্রসন্নসর্ব্বার্ত্তিহরং হুতাশনঃ।

বন্দনা করি। আপনি মায়াতীত, মাধব, এবং জগতের আদি, আপনার আদি নাই; পরিমাণ নাই; আপনি অজ্ঞাননাশন মুনিগণের বন্দনীয়, যোগিগণের চিন্তনীয়, যোগমার্গ-প্রবর্ত্তক এবং পরিপূর্ণ। আপনি অসুরসংহারী বীর-বেশধারী শ্রীরাম; আপনাকে বন্দনা করি। আপনি ভাবজ্ঞান, অভাব-জ্ঞানের অগোচর; মহাদেব প্রভৃতি ভোগে অনাসক্ত ব্যক্তিগণ আপনার পাদপদ্মযুগ পূজা করেন; আপনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অনন্ত এবং প্রণবাখ্য। আপনি আমার নাথ; আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করি, আপনি সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। আপনি অভিমানশূন্য; (অথবা পরিচ্ছেদশূন্য) মাধব স্বরূপ; ত্রিলোকধারক, ভক্তিদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যাহারা আপনার স্বরূপ চিন্তা করে, আপনি তাহাদিগকে সংসারমুক্ত করেন এবং যাহাদিগের চিত্ত যোগাভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ; আপনি তাহাদিগের সহচর স্বরূপ। আপনি লোক-সকল সৃজন ও সংহার করেন; আপনি সমস্ত লোকের পরম ঈশ্বর; লৌকিক প্রমাণ দ্বারা আপনাকে বুঝা যায় না; আপনি ভক্তিভাব-যুক্ত এবং শ্রদ্ধাভাবাপন্ন পুরুষদিগের সেব্য; আপনি ইন্দীবর শ্যামল সুন্দর রাম, আপনাকে বন্দনা করি। হে মাধব! আপনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইন্দ্রিয়শূন্য (অথবা পরিচ্ছেদশূন্য) এবং মুনিগণের মাননীয়; কোন্ অভিমানমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সমর্থ? আপনি শিব প্রভৃতির বন্দনীয় হইয়াও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবগণের বন্দনা করিয়াছেন; আপনি সেই পরমসুখ-মূল রাম; আপনাকে বন্দনা করি; বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, নিত্যানন্দ, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানবিশেষ, অনাদি হইয়াও আমার প্রার্থনায় মানুষ-ভাব প্রাপ্ত মরকতপ্রভ মথুরানাথ রামকে বন্দনা করি। পৃথিবীতে যে মনুষ্য অভীষ্ট-বস্তু-দাতা ঈশ্বর শ্যামবর্ণ রামকে ধ্যান করত, শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্ম-জ্ঞানজনক এই ব্রহ্মকৃত আদ্য স্তব পাঠ করে, সেই ধ্যানকারী পুরুষ, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।" ১৩—১৮। লোকসাক্ষী—বিভাবসু হুতাশন, ব্রহ্মকৃত রামস্তব শ্রবণপূর্ব্বক, বিমল-অরুণ-কান্তি রক্তবসন-পরিধানা দিব্য বিভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া বিরাজমানা জনকতনয়াকে ক্রোড়ে

গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ জানকীং
পুরা ত্বয়া ময্যবরোপিতাং বনে ॥ ২০
বিধায় মায়াজনকাত্মজাং হরে
দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ।
হতো দশাস্যঃ সহ পুত্রবান্ধবৈ-
র্নিরাকৃতোঽনেন ভরো ভুবঃ প্রভো ॥ ২১
তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী
কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।
ততোঽতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্য জানকীং
রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্।
স্বাঙ্কে সমাবেশ্য সদানপায়িনীং
শ্রিয়ং ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বাথ রামং জনকাত্মজাযুতং
শ্রিয়া স্ফুরন্তং সুরনায়কো মুদা।
ভক্ত্যা গিরা গদ্গদয়া সমেত্য
কৃতাঞ্জলিঃ স্তোতুমথোপচক্রমে ॥ ২৩

ইন্দ্র উবাচ।

ভজেঽহং সদা রামমিন্দীবরাভং
ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্।
ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দরূপং
ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্ ॥ ২৪
সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং
নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্।
পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং
হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্ ॥ ২৫
প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং
প্রপন্নার্ত্তিনিঃশেষনাশাভিধানম্।
তপোযোগযোগীশভাবাভিভাব্যং
কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্ ॥ ২৬
সদা ভোগভাজাং সুদূরে বিভান্তং
সদা যোগভাজামদূরে বিভান্তম্।
চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং
বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপদ্যে ॥ ২৭
মহাযোগমায়াবিশেষানুযুক্তো
বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ।

লইয়া শরণাগতদিগের নিখিল পীড়ানাশক রঘু-বংকে বলিতে লাগিলেন,—"হে রঘুনাথ! হে হরে! দশাননের প্রাণ-বিনাশের জন্য মায়া-সীতা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে বনে যাহাকে আপনি আমার নিকট রাখিয়াছিলেন (এক্ষণে) সেই দেবী জানকীকে এই গ্রহণ করুন। হে প্রভো! পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত দশানন নিহত হওয়ায় ভূভার বিদূরিত হইয়াছে। সেই প্রতিবিম্ব-রূপিণী সীতা যে জন্য নির্ম্মিত হইয়া-ছিলেন, সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।" অনন্তর রাম আনন্দসহকারে অগ্নির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিহৃষ্টা জানকীকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীপতি, সেই চির-সহচরী ত্রিলোকজননী লক্ষ্মীকে আপন ক্রোড়ে স্থাপিত করিলেন। তখন আনন্দে সুরপতি শ্রীরামকে জনকতনয়ামিলনে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদ বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—"যাহার নাম সংসার-কাননের দাবানল তুল্য, ভবানী যাহার আনন্দময় রূপ মনে মনে ভাবনা করেন, সেই সংসার-মোচক শিবাদিসেবিত ইন্দীবরপ্রভ রামকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি। যিনি, অমরনিকরের দুঃখরাশি নাশে একমাত্র হেতু, যিনি (বস্তুতঃ) নিরাকার হইয়াও (মায়াবলে) মনুষ্যসদৃশ দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই স্তবনীয় পরাৎপর পরমেশ্বর পরমানন্দময় ভূভারহারী শ্রীহরি রামকে ভজনা করি। যিনি শরণাগত-ব্যক্তিদিগকে নিখিল আনন্দ দান করেন; যাঁহার নামে শরণাগত ব্যক্তিদিগের ক্লেশরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়; যিনি মহাতপস্বী যোগি-বরগণের চিন্তনীয়; বানর-রাজ-প্রভৃতি পরিবৃত সেই ভক্তাধীন রামরূপী সূর্য্যকে ভজনা করি। যিনি সংসারিগণের সর্ব্বদা দূরস্থিত; অথচ যোগীদিগের সর্ব্বদা অদূরে বিরাজমান; জনক-তনয়ার আনন্দরূপী সেই চিদানন্দ-মূল ঈশ্বর রাঘবের সর্ব্বদা শরণাগত হই। মহতী যোগ-মায়ার গুণ-বিশেষে সংশ্লিষ্ট হইয়া হে ঈশ্বর! আপনি লীলা-মনুষ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ত্বদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ
সদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮
অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো
ন বেদাখিলেশাভিমানাভিমানঃ।
ইদানীং ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ
ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৯
স্ফুরদ্রত্নকেয়ূরহারাভিরামং
ধরাভারভূতাসুরানীকদাবম্।
শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং লসৎপদ্মনেত্রং
দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্ ॥ ৩০
সুরাধীশনীলাভ্রনীলাঙ্গকান্তিং
বিরাধাদিরক্ষোবধাল্লোকশান্তিম্।
কিরীটাদিশোভং পুরারাতিলাভং
ভজে রামচন্দ্রং রঘূণামধীশম্ ॥ ৩১
লসচ্চন্দ্রকোটিপ্রকাশাদিপীঠে
সমাসীনমঙ্কে সমাধায় সীতাম্।
স্ফুরদ্ধেমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসং
ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তার্তিতন্দ্রম্ ॥ ৩২

যাহারা আনন্দজনক আপনার লীলাকীর্ত্তন পরিপূর্ণকর্ণ, তাহারা ইহলোকে সর্ব্বদা আনন্দস্বরূপ হয়। গৌরবমদে মত্ত এবং সুরাভিসেবনে প্রমত্ত হইয়া অখিল রাজগণের ন্যায় অভিমানে আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই। এখন আপনার চরণকমলপ্রসাদে আমার সেই ত্রিলোকাধিপত্য-অভিমান বিনষ্ট হইল। দীপ্তিসম্পন্ন রত্নকেয়ূর ও রত্নহারে রমণীয়, পৃথিবীর ভারভূত অসুর সৈন্যগণের ক্লেশদাতা শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরমুখ কমনীয়-কমলনয়ন এবং দুর্লঙ্ঘ্য পারাবার ঈশ্বর রাঘবকে ভজনা করি। মরকতশ্যামলাঙ্গ, বিরাধ প্রভৃতির নিধন দ্বারা লোকশান্তিকর, কিরীটাদিশোভিত, পুরারির ধনরত্নস্বরূপ রঘুপতি রামচন্দ্রকে ভজনা করি। সুদীপ্ত-হেমবরণী চপলাচারু-কান্তি সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া কোটিচন্দ্র-প্রকাশবৎ দেদীপ্যমান সিংহাসনোপরি আসীন মোহ-বিষাদশূন্য রামচন্দ্রকে ভজনা করি।” ১৯-৩২। অনন্তর

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ ভবান্যা সহিতো ভবঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বিমানস্থো নভঃস্থলে ॥ ৩৩
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং দ্রষ্টুং ত্বাং রাজ্যসংকৃতম্
ইদানীং পশ্য পিতরমস্য দেহস্য রাঘব ॥ ৩৪
ততোঽপশ্যদ্বিমানস্থং রামো দশরথং পুরঃ।
ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ভক্ত্যা সহানুজঃ ॥ ৩৫
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় রামং দশরথোঽব্রবীৎ।
তারিতোঽস্মি ত্বয়া বৎস সংসারাদ্দুঃখসাগরাৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পূজিতঃ।
রামোঽপি দেবরাজং তং দৃষ্ট্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিম্ ॥
মৎকৃতে নিহতান্ সংখ্যে বানরান্ পতিতান্ ভুবি
জীবয়াশু সুধাবৃষ্ট্যা সহস্রাক্ষ মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৮
তথেত্যমৃতবৃষ্ট্যা তান্ জীবয়ামাস বানরান্।
যে যে মৃতা মৃধে পূর্ব্বং তে তে সুপ্তোত্থিতা ইব
পূর্ব্ববদ্বলিনো হৃষ্টা রামপার্শ্বমুপাযযুঃ ॥ ৩৯

গগনমণ্ডলে বিমানারূঢ় ভবানী-সহিত ভব, কমলদললোচন রামকে বলিলেন, “হে রাঘব! তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তোমাকে দেখিবার জন্য অযোধ্যায় আসিব; এখন তুমি এই মনুষ্য দেহের পিতাকে অবলোকন কর।” অনন্তর, সানুজ শ্রীরাম, সম্মুখে বিমানারূঢ় দশরথকে অবলোকন করিলেন; হর্ষ ও ভক্তি সহকারে অবনিতললুণ্ঠিত মস্তকে তদীয় চরণযুগলে প্রণত হইলেন। দশরথ রামকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—“বৎস! সংসারদুঃখসাগর হইতে আমাকে তুমি উত্তীর্ণ করিয়াছ,” এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। রাম সেই সুরপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—“হে সহস্রাক্ষ! আমার জন্য যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত বানরগণকে আমার আদেশে সুধাবৃষ্টি দ্বারা সত্বর জীবিত কর।” সহস্রাক্ষ “যে আজ্ঞা” বলিয়া অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সেই সকল বানরকে জীবিত করিলেন। যাহারা পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিল, তাহারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পূর্ব্ববৎ সবল ও হৃষ্ট অবস্থাতেই রামপার্শ্বে উপস্থিত

নোত্থিতা রাক্ষসাস্তত্র পীযূষস্পর্শনাদপি ।
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাব্রবীদ্বচঃ ॥ ৪০
দেব মামনুগৃহ্ণীষ যদি ভক্তির্যদা তব ।
মঙ্গলস্নানমদ্য ত্বং কুরু সীতাসমন্বিতঃ ॥ ৪১
অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাত্রা শ্বো গমিষ্যামহে বয়ম্ ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ রঘূত্তমঃ ।
সুকুমারোঽতিভক্তো মে ভরতো মামবেক্ষতে ॥ ৪২
জটাবল্কলধারী স শব্দব্রহ্মসমাহিতঃ ।
কথং তেন বিনা স্নানমলঙ্কারাদিকং মম ॥ ৪৩
অতঃ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং পূজয়াশু বিশেষতঃ ।
পূজিতেষু কপীন্দ্রেষু পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ ॥
ইত্যুক্তো রাঘবেণাশু স্বর্ণরত্নাম্বরাণি চ ।
ববর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথারুচি ॥ ৪৫
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রামো রত্নৈশ্চ যূথপান্ ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং বিসসর্জ হরীশ্বরান্ ॥ ৪৬

বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবর্চসম্ ।
আরুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্ ॥ ৪৭
অঙ্কে নিধায় বৈদেহীং লজ্জমানাং যশস্বিনীম্ ॥ ৪৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা ।
অব্রবীচ্চ বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সর্ব্ববানরান্ ॥ ৪৯
সুগ্রীবং হরিরাজঞ্চ অঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্ ।
মিত্রকার্য্যং কৃতং সর্ব্বং ভবদ্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্ব্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ ।
সুগ্রীব প্রতিযাহ্যাশু কিষ্কিন্ধ্যাং সর্ব্বসৈনিকৈঃ ॥
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং মম ভক্তো বিভীষণ ।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ ॥
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতুর্মম ।
এবমুক্তাস্তু রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ।
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্ত্বয়া সহ রঘূত্তম ॥ ৫৪

হইল কিন্তু তথায় রাক্ষসগণ, অমৃতস্পর্শেও উত্থিত হইল না। বিভীষণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিল,—"হে দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ভ্রাতা ও সীতাসমভিব্যাহারে অদ্য আপনি মঙ্গল-স্নান করিয়া অলঙ্কৃত হউন। আগামী কল্য আমরা অযোধ্যা গমন করিব।" বিভীষণের কথা শুনিয়া রঘুবর বলিলেন,—"সুকুমার ভরত, আমার অত্যন্ত ভক্ত। সে জটাবল্কলধারী ও প্রণব-ধ্যান-তৎপর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই ভরত ব্যতীত স্নান বা ভূষণাদি কিরূপে হইবে? অতএব তুমি অবিলম্বে সুগ্রীব প্রভৃতির সবিশেষ পূজা কর। বানরশ্রেষ্ঠগণ পূজিত হইলেই আমি পূজিত হইলাম; সন্দেহ নাই।"৩৩-৪৪। রাঘব এই কথা বলিলে রাক্ষস-রাজ বিভীষণ, বানরগণেররুচি ও ইচ্ছানুসারে সুবর্ণ রত্ন এবং বসন সকল বিতরণ করিল। অনন্তর রাম সেই যূথপতি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে রত্নরাশি দ্বারা পূজিত অবলোকন করিয়া যথোচিতরূপে অভিনন্দনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

অনন্তর সলজ্জা যশস্বিনী বৈদেহীকে ক্রোড়ে করিয়া বিক্রমসম্পন্ন ধনুর্দ্ধর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রাম, বিভীষণের আনীত সূর্য্যসমপ্রভ সর্ব্বোত্তম বিমান পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। শ্রীরাম, বিমানে অবস্থিত হইয়া সকল বানরকে, বানররাজ সুগ্রীবকে, অঙ্গদকে এবং বিভীষণকে বলিলেন,—"সকল বানরগণের সহিত তোমরা আমার মিত্রোচিত কার্য্য করিয়াছ, এখন তোমাদিগের সকলকে অনুমতি দিতেছি, স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যথাস্থানে গমন করিতে পার। সুগ্রীব! তুমি সকল বানর-সৈন্যের সহিত অবিলম্বে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রতিগমন কর। বিভীষণ! তুমি আমার ভক্ত,—নিজ রাজ্য লঙ্কাতে বাস কর; ইন্দ্র-সমেত দেবগণও তোমাকে অপমানিত করিতে পারিবেন না। আমি এক্ষণে আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।" সেই সমস্ত মহাবল বানর এবং রাক্ষস-বিভীষণ শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল—"হে রঘুবর! আপনার সহিত আমরাও অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি,

দৃষ্ট্বা ত্বামভিষিক্তং তু কৌশল্যামভিবাদ্য চ।
পশ্চাদ্‌বৃণীমহে রাজ্যমনুজ্ঞাং দেহি নঃ প্রভো ॥
রামস্তথেতি সুগ্রীব বানরৈঃ সবিভীষণঃ।
পুষ্পকং সহনূমাংশ্চ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম্‌ ॥ ৫৬
ততস্তু পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া।
বিভীষণশ্চ সামাত্যঃ সর্ব্বে চারুরুহুস্ত্বরিতম্‌ ॥ ৫৭
তেষ্বারূঢ়েষু সর্ব্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্‌।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সা ॥ ৫৮
যযৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা।
প্রহৃষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ ॥ ৫৯

ততো যযৌ ভাস্করবিম্বতুল্যং
কুবেরযানং তপসানুলব্ধম্‌।
রামেণ শোভাং নিতরাং প্রপেদে
সীতাসমেতেন সহানুজেন ॥ ৬০

ইতি ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

আপনাকে অভিষিক্ত দেখিয়া এবং কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া পরে নিজ নিজ রাজ্য গ্রহণ করিব। প্রভু হে অনুমতি কর।” শ্রীরাম “তথাস্তু” বলিয়া, ‘সুগ্রীব! তুমি—বানর সকল, বিভীষণ ও হনূমানের সহিত এখন শীঘ্র পুষ্পকে আরোহণ কর’ বলিলেন। অনন্তর, সেনাসহ সুগ্রীব, মন্ত্রিসহ বিভীষণ—সকলেই সত্বর পুষ্পকে আরোহণ করিল। তাহারা সকলে আরূঢ় হইলে কুবেরের পরম আসন পুষ্পক রাঘবের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র গগনপথে উত্থিত হইল। তখন হৃষ্টচিত্ত শ্রীরাম সেই হংসযুক্ত ভাস্বর বিমানে আরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় চতুর্ম্মুখের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ তপোলব্ধ কুবের-যান, সীতা লক্ষ্মণ সংযুক্ত রামের আরোহণে অতিশয় শোভা পাইল। ৫৫—৬০।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্ব্বতো রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীৎ মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্‌
ত্রিকূটশিখরাগ্রস্থাং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম্‌।
এতাং রণভুবং পশ্য মাংসকর্দ্দমপঙ্কিলাম্‌ ॥ ২
অসুরাণাং প্লবঙ্গানামত্র বৈশসনং মহৎ।
অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩
কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিন্মুখ্যাঃ সর্ব্বে চাত্র নিপাতিতাঃ।
এষ সেতুর্ম্ময়া বদ্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪
এতচ্চ দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ।
সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্‌ ॥ ৫
এতৎপবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহম্‌।
অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শম্ভুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬
অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ।
এষা সুগ্রীবনগরী কিষ্কিন্ধ্যা চিত্রকাননা ॥ ৭
তত্র রামাজ্ঞয়া তারাপ্রমুখা হরিযোষিতঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম, সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া চন্দ্রমুখী মৈথিলী সীতাকে বলিতে লাগিলেন,—“ত্রিকূট শিখরের অগ্রভাগে অবস্থিত মহাপ্রভ লঙ্কানগর দর্শন কর। মাংস-কর্দ্দম-পঙ্কিল এই রণক্ষেত্র অবলোকন কর। এই স্থানে রাক্ষস ও বানরদিগের বিষম হত্যা-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে; রাক্ষসরাজ রাবণ, আমার হস্তে নিহত হইয়া এখানে শয়ন করিয়া আছে। এখানে কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকল রাক্ষসই আমারই হস্তে নিপাতিত হইয়াছে। জলা-শয় সাগরে এই সেতু আমি বন্ধন করিয়াছি। মহাত্মা সাগরের ত্রৈলোক্যপূজিত সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত এই তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহা পরম পবিত্র এবং দর্শনমাত্রে পাপনাশক। এখানে আমি রামেশ্বর নামে দেবদেব শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এই স্থানেই বিভীষণ মন্ত্রি-গণ সমভিব্যাহারে আমার শরণাপন্ন হন; এই বিচিত্র বন-শালিনী সুগ্রীবনগরী কিষ্কিন্ধ্যা।”

আনয়ামাস সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮
তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ
প্রাহ চাদ্রিং ঋষ্যমূকং পশ্য বাল্যত্র মে হতঃ ॥৯
এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা যত্র মে হতাঃ।
অগস্ত্যস্য সুতীক্ষ্ণস্য পশ্যাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০
এতে তে তাপসাঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি।
অসৌ শৈলবরো দেবি চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥১১
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতটে ॥ ১২
এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্যূপমালিনী ॥ ১৩
এষা সা দৃশ্যতেঽযোধ্যা প্রণামং কুরু ভামিনি।
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥১৪
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ।
ভরদ্বাজং মুনিং দৃষ্ট্বা ববন্দে সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
পপ্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘূত্তমঃ।
শৃণোষি কচ্চিদ্ভরতঃ কুশল্যাস্তে সহানুজঃ ॥ ১৬
সুভিক্ষা বর্ত্ততেঽযোধ্যা জীবন্তি চ হি মাতরঃ।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং ভরদ্বাজঃ প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ১৭
প্রাহ সর্ব্বে কুশলিনো ভরতস্তু মহামনাঃ।
ফলমূলকৃতাহারো জটাবল্কলধারকঃ ॥ ১৮
পাদুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং ত্বাং সুপ্রতীক্ষতে।
যদ্যৎ কৃতং ত্বয়া কর্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ॥ ১৯
রাক্ষসানাং বিনাশঞ্চ সীতাহরণপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া রাম তপসা তে প্রসাদতঃ ॥২০
ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোঽসি ভূতকৃৎ ॥২১
নারায়ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ নরাণামন্তরাত্মকঃ।
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥২২
অতস্ত্বং জগতামীশঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।

সেখানে সুগ্রীব সীতার প্রিয়কামনায় রামের আজ্ঞাক্রমে তারা প্রমুখ বানর রমণীকে আনয়ন করাইল।১--৮। বিমান, সেই সকল রমণীগণকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইল, দেখিয়া রাঘব সীতাকে বলিলেন,—"দেখ এই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ঐখানে—আমি বালীকে নিহত করি। যেখানে আমি বহুতর রাক্ষস সংহার করি, সেই পঞ্চবটী বন এই. অগস্ত্য ও সুতীক্ষ্ণের বিশুদ্ধ আশ্রম স্থান এই। হে বরবর্ণিনি! সেই সকল তাপসগণ এই যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। দেবি! ঐ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট এই শোভা পাইতেছে। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের আশ্রম অবলোকন কর—ঐ যে, যমুনাতীর দেখা যাইতেছে। সীতে! লোকপাবনী ভাগীরথী গঙ্গা ঐ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। যূপমালা-ভূষিত সেই সরযুনদী ঐ দেখা যাইতেছে। ঐ সেই অযোধ্যানগরী নয়নগোচর হইতেছেন। হে ভামিনি! প্রণাম কর। নারায়ণ রঘুনন্দন রাম ক্রমে ঐরূপ বলিতে বলিতে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতার সহিত ভার্য্যা সমন্বিত প্রভু রাম ভরদ্বাজ মুনিকে অবলোকন করিয়া, বন্দনা করিলেন। তথায় আসীন মুনিকে সবিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিতে পান,—সানুজ ভরত, কুশলে আছেন ত? অযোধ্যা প্রদেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত নহে ত? মাতৃগণ জীবিত আছেন ত?" রামের কথা শুনিয়া ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"সকলেরই মঙ্গল; মহামনা ভরত, ফলমূলভোজী ও জটা-বল্কলধারী হইয়া, তোমার পাদুকা-যুগলে সকল রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! তুমি দণ্ডকারণ্যে যাহা যাহা করিয়াছ এবং সীতাহরণের পর তোমার সহিত রাক্ষসগণের বিনাশজনক যে যুদ্ধ হইয়াছে হে রাম! তোমার প্রসাদে তপস্যা প্রভাবে তৎসমস্তই জ্ঞাত আছি। তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; তুমি ভূতসৃজন করিবার উদ্যোগে প্রথমে জলসৃষ্টি করিয়া তাহাতে সুপ্ত ছিলে, সেই জন্য তোমার নাম নারায়ণ; এবং হে বিশ্বাত্মন্! জীবসমূহের অন্তরাত্মা বলিয়াও তুমি নারায়ণ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমা

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শেষোঽয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ।
আত্মনঃ সৃজসীদং ত্বমাত্মন্যেবাত্মমায়য়া।
ন সজ্জসে নভোবত্ত্বং চিচ্ছক্ত্যা সর্ব্বসাক্ষিকঃ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন।
পূর্ণোঽপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে॥ ২৫
জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে॥
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্‌যৎ স্মর্য্যতে বা রঘূত্তম।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যন্ন কিঞ্চন॥ ২৭
মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ।
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তস্মাত্ত্বয্যুপচর্য্যতে॥ ২৮
যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চলন্ত্যেবায়সাদয়ঃ।
জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ॥২৯
দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং বিরক্ষিষোঃ।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্॥

বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥ ৩১
অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ।
অনন্যমনসো মুক্তিস্তেষামেব রঘূত্তম॥ ৩২
ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ভূমের্ভারহারায় রাঘব।
প্রার্থিতস্তপসা তুষ্টস্ত্বং জাতোঽসি রঘোঃ কুলে॥
দেবকার্য্যমশেষেণ কৃতং তে রাম দুষ্করম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ॥ ৩৪
কুর্ব্বন্ দুষ্করকর্ম্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ।
পাপহারীণি ভুবনং যশসা পূরয়িষ্যসি॥ ৩৫
প্রার্থয়ামি জগন্নাথ পবিত্রং কুরু মে গৃহম্।
স্থিত্বাদ্য ভুক্ত্বা সবলঃ শ্বো গমিষ্যসি পত্তনম্॥৩৬
তথেতি রাঘবোঽতিষ্ঠত্তস্মিন্নাশ্রম উত্তমে।
সসৈন্যঃ পূজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ৩৭
ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম্।

নাভি-কমলে উৎপন্ন; অতএব তুমি সর্ব্বলোক-নমস্কৃত জগদীশ্বর। তুমি বিষ্ণু; সীতা লক্ষ্মী; আর এই লক্ষ্মণ অনন্ত। তুমি আত্মমায়াবলে আপনা হইতেই আপনাতে এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ; কিন্তু তুমি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গ, চৈতন্য-শক্তিবলে সকলের সাক্ষী। হে রঘুনন্দন! তুমিই সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে পরিপূর্ণ; তথাপি মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমাকে বিচ্ছিন্নবৎ বিবেচনা করে হে জগৎপতে! তুমি জগৎ; তুমিই জগতের আধার, তুমিই সর্ব্বভূতের পরিপালক; তুমি ভোক্তা এবং তুমি ভোজ্য। হে রঘুবর! যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা স্মৃত হয়, তৎসমস্তই তুমি; তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। হে রাম! মায়া তোমার শক্তিবলে প্রেরিত হইয়া নিজগুণে অহঙ্কারাদি দ্বারা লোক সকল সৃষ্টি করে; তাহাতেই তুমিই স্রষ্টা বলিয়া ব্যবহৃত হও। যেমন চুম্বকের সন্নিধি-বশতঃ লৌহ বিচলিত হয়, সেইরূপ জড় মায়া তোমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া জগৎ সৃজন করে। তুমি বস্তুতঃ নিরাকার হইলেও, জগৎ-পালনেচ্ছু তোমার দুই দেহ;—বিরাট শরীর, স্থূল দেহ এবং হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! এই সমস্ত সহস্র সহস্র অবতার বিরাট দেহেরই হইয়া থাকে। আবার প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে ঐ সকল অবতারদেহ বিরাটশরীরেই প্রবিষ্ট হয়। হে রঘুবর! যাঁহারা লোকে অনন্যমনে অবতার-কথা গান ও কীর্ত্তন করেন তাঁহাদিগেরই মুক্তি হয়। হে রাঘব! তুমি পূর্ব্বে ভূভার-হরণের জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত ও তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রঘুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে রাম! তুমি দুষ্কর দেবকার্য্য সাধন অশেষরূপে করিলে। তুমি বহু সহস্র বৎসর মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া উভয় লোকে হিত-জনক পাপনাশক দুষ্কর কার্য্য করত—ভুবন যশে পূর্ণ করিলে! হে জগন্নাথ! আমি প্রার্থনা করি, আমার গৃহ পবিত্র কর; আজ সপরিজনে এখানে আহারাদি করিয়া অবস্থানপূর্ব্বক আগামী কল্য নগরে যাইও।" রাঘব "তথাস্তু" বলিয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, সেই উত্তম আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন। ১—৩৭। অন-তর রাম মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবনতনয়কে

ততো গচ্ছ হনূমংস্ত্বমযোধ্যাং প্রতি সত্বরঃ ॥৩৮
জানীহি কুশলী কচ্চিজ্জনো নৃপতিমন্দিরে।
শৃঙ্গবেরপুরং গত্বা ব্রূহি মিত্রং গুহং মম ॥ ৩৯
জানকীলক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয়।
নন্দিগ্রামং ততো গত্বা ভ্রাতরং ভরতং মম ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা ব্রূহি সভার্যস্য সভ্রাতুঃ কুশলং মম।
সীতাপহরণাদীনি রাবণস্য বধাদিকম্।
ব্রূহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্বং তত্র বিচেষ্টিতম্।
হত্বা শত্রুগণান্ সর্বান্ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৪২
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ শক্রারাবরৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা তত্র বৃত্তান্তং ভরতস্য বিচেষ্টিতম্ ॥৪৩
সর্বং জ্ঞাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সন্নিধিম্।
তথেতি হনুমাংস্তত্র মানুষং বপুরাস্থিতঃ॥ ৪৪
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিঃ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ ভুজগোত্তমম্॥ ৪৫
শৃঙ্গবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য মারুতিঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৪৬

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া।
সলক্ষ্মণস্ত্বাং ধর্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭
অনুজ্ঞাতোঽদ্য মুনিনা ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি ত্বং রঘূত্তমম্ ॥৪৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন মারুতিঃ ॥ ৪৯
সোঽপশ্যদ্রামতীর্থঞ্চ সরযূঞ্চ মহানদীম্।
তামতিক্রম্য হনুমান্নন্দিগ্রামং যযৌ মুদা ॥ ৫০
ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৫১
মলপঙ্কবিদিগ্ধাঙ্গং জটিলং বল্কলাম্বরম্।
ফলমূলকৃতাহারং রামচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ৫২
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
মন্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ ॥৫৩
বৃতদেহং মূর্তিমন্তং সাক্ষাদ্ধর্মমিব স্থিতম্।

বলিলেন,—"হনুমন্! তুমি সত্বর এখান হইতে অযোধ্যানগরে গমন কর; অবগত হইয়া আইস, রাজভবনের পরিবার সকল কুশলে আছেন ত? পরে শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিয়া আমার মিত্র গুহকে, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আমার আগমন-বার্তা নিবেদন কর। পরে নন্দিগ্রামে গিয়া আমার ভ্রাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভার্য্যার সীতার, ভ্রাতা লক্ষ্মণের এবং আমার কুশল সমাচার বল গিয়া। তথায় সীতাহরণ রাবণবধ ইত্যাদি বিবরণ ক্রমে ক্রমে বলিও, রাম, সকল শত্রুগণকে নিহত করায় কৃতকার্য্য হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ, ভল্লুকশ্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত উপস্থিত হইতেছেন। তথায় এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া ও ভরতের সমস্ত চেষ্টা জানিয়া শীঘ্র পুনরায় আমার সন্নিধানে আগমন করিবে।" পবন-নন্দন হনুমান্, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তখন মনুষ্য দেহ-ধারণপূর্ব্বক বায়ুবেগে শ্রেষ্ঠ সর্পগ্রহণে অভিলাষী গরুড়ের ন্যায় বেগে দ্রুতগতি নন্দি-গ্রাম অভিমুখে গমন করিল। পবননন্দন শৃঙ্গ-বেরপুরে গমনপূর্ব্বক গুহের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মধুর বাক্যে বলিল,—"তোমার সখা ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ দাশরথি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন, তিনি তোমাকে কুশল-সংবাদ দিয়াছেন। রাঘব অদ্য ভরদ্বাজ মুনির অনুমতি লইয়া এখানে আসিবেন, তখন তুমি রঘুবর দেবকে দেখিতে পাইবে।" মহা-তেজা মহাবেগ পবন-তনয় রোমাঞ্চিতকলেবর গুহকে এই কথা বলিয়া বায়ুবেগে লম্ফপ্রদান করিল। ৩৮—৪৯। হনুমান্, রাম-তীর্থ ও মহানদী সরযূ দর্শন করিল; তাহা পার হইয়া অযোধ্যা হইতে একক্রোশমাত্র ব্যবধান নন্দি-গ্রামে আনন্দে গমন করিল। তথায় দেখিল, কাতর ভাবাপন্ন শীর্ণদেহ ফলমূলভোজী রামচিন্তা-পরায়ণ জটিল ভরত চীর, কৃষ্ণা-জিন ও বল্কল পরিধান করিয়া, আশ্রমে অবস্থিত; সংস্কার অভাবে তাঁহার অঙ্গে পঙ্কের ন্যায় মলা হইয়াছে; তিনি শ্রীরামের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবী শাসন করিতেছেন। কাষায়বসনধারী, প্রধান প্রধান পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ পরিবৃত আছেন; সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন।

উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৪
যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৫৬
সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাপ্য চ।
উপযাতি সমৃদ্ধার্থঃ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৭
এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমূর্চ্ছিতঃ।
পপাত ভুবি চ স্বস্থঃ কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ।
আনন্দজৈরশ্রুজলৈঃ সিষেচ ভরতঃ কপিম্ ॥ ৫৯
দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্ ॥
গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং বরম্।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মুগ্ধাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ ॥ ৬১

এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাত্মজম্।
বহূনীমানি বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্ ॥ ৬২
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্ত্তনম্।
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে ॥
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি।
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ।
তত্ত্বমাখ্যাহি ভদ্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব ॥ ৬৪
এবমুক্তোঽথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা।
আচচক্ষেঽথ রামস্য চরিতং কৃৎস্নশঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৫
শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ
আজ্ঞাপয়চ্ছত্রুহনং মুদা যুক্তং মুদান্বিতঃ ॥ ৬৬
দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন।
নানোপহারবলিভিঃ পূজয়ন্তু মহাধিয়ঃ ॥ ৬৭
সূতা বৈতালিকাশ্চৈব বন্দিনস্তুতিপাঠকাঃ।
বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্যান্তুদ্যৈব সঙ্ঘশঃ ॥ ৬৮
রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সেনা হস্ত্যশ্বপত্তয়ঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ ॥ ৬৯

পবননন্দন হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে ভরতকে এই কথা বলিলেন,—"ককুৎস্থবংশে উৎপন্ন আপনি দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত যে তপস্বী রামকে চিন্তা করিতেছেন, ও যাহার জন্য শোক করিতেছেন, তিনি আপনাকে মঙ্গল-সংবাদ দিয়াছেন। হে দেব! আমি আপনার প্রিয় কথা বলিতেছি, সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন, অতি শীঘ্রই আপনি ভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইবেন। শ্রীরাম, রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছেন; এখন কৃতকার্য্য হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এখানে উপস্থিত হইতেছেন।" এইরূপ কথিত হইলে কৈকেয়ীর প্রিয় পুত্র মহাতেজা ভরত, হর্ষাবেগে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন, আনন্দে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর ভরত প্রিয়বাদী বানর পবননন্দনকে শীঘ্র আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"তুমি দেবই হও, আর মনুষ্যই হও, দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছ। হে সৌম্য! তোমার এই প্রিয় সংবাদ প্রদানের পারিতোষিক—শত সহস্র গো উৎকৃষ্ট এক শত গ্রাম এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত যোল জন সুন্দরী কন্যা দান করিতেছি, এই বলিয়া ভরত, পবনতনয়কে পুনরায় বলিলেন,—'প্রভু আমার বহু বৎসর হইল, বনে গিয়াছেন; আজ আমার প্রীতিকর তদীয় কীর্ত্তন শ্রুতিগোচর হইল; অতএব 'মনুষ্য বাঁচিয়া থাকিলে অন্ততঃ একশত বৎসরেও তাহার আনন্দ উদয় হয়' এই লৌকিক গাথা আমার পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রাঘব ও বানরগণের পরস্পর মিলন কিরূপে হইল, সত্য বল; তোমার মঙ্গল হউক; তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিব!" ৫০—৬৪। হনুমান্, মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া যথাক্রমে রামচরিত সম্পূর্ণরূপে বলিল। ভরত, পবনতনয়ের সেই পরমানন্দজনক বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে হৃষ্টচিত্ত শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন, "হে রঘুনন্দন! নগরে যত দেবমূর্ত্তি আছেন—সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ, বিবিধ উপহার ও বলি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করুন। সূত, বৈতালিক, বন্দী, স্তুতিপাঠক ও বেশ্যাগণ—সদাই দলে দলে নির্গত হউক; রাজপত্নীগণ, অমাত্যগণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, সেনাসমূহ, ব্রাহ্মণগণ,

নির্যান্তু রাঘবস্থাদ্য দ্রষ্টুং শশিনিভাননম্॥ ৭০
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নপরিচোদিতাঃ।
অলঞ্চক্রুশ্চ নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ॥ ৭১
তোরণৈশ্চ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরনেকধা।
অলঙ্কুর্বন্তি বেশ্মানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ॥ ৭২
নির্যান্তি বৃন্দশঃ সর্ব্বে রামদর্শনলালসাঃ।
হয়ানাং শতসাহস্রং গজানামযুতং তথা॥ ৭৩
রথানাং দশসাহস্রং স্বর্ণসূত্রবিভূষিতম্।
পারমেষ্ঠ্যুপাদায় দ্রব্যাণ্যুচ্চাবচানি চ॥ ৭৪
ততস্তু শিবিকারূঢ়া নির্যযূ রাজযোষিতঃ।
ভরতঃ পাদুকে ন্যস্য শিরস্যেব কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৭৫
শত্রুঘ্নসহিতো রামং পাদচারেণ নির্যযৌ।
তদৈব দৃশ্যতে দূরাদ্বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্॥ ৭৬
পুষ্পকং সূর্য্যসঙ্কাশং মনসা ব্রহ্মনির্ম্মিতম্।
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ॥
সুগ্রীবশ্চ কপিশ্রেষ্ঠো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ।
দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পবনাত্মজঃ॥ ৭৮
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্ত্তনাৎ॥ ৭৯
রথকুঞ্জরবাজিস্থা অবতীর্য্য মহীং গতাঃ।
দদৃশুস্তে বিমানস্থং জনাঃ সোমমিবাম্বরে॥ ৮০
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ।
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো রাঘবং মুদা॥ ৮১
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্।
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং বিমানমপতদ্ভুবি॥ ৮২
আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সানুজস্তদা।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ॥ ৮৩
সমুত্থাপ্য চিরাদ্ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ।
ভ্রাতরং স্বাঙ্কমারোপ্য মুদা তং পরিষস্বজে॥ ৮৪
সুগ্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ যুবরাজং তথাঙ্গদম্।

পুরবাসিগণ এবং যে সকল রাজা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা—সকলেই আজ রাঘবের চন্দ্রানন দেখিবার জন্য বহির্গত হউন।” ভরতের কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন আদেশ করিলে বিবিধ উপহার-বিশারদ ব্যক্তিগণ, মুক্তা-রত্নময় সমুজ্জ্বল তোরণ-চয় দ্বারা নগরী সজ্জিত করিতে লাগিল এবং বিচিত্র পতাকানিকর দ্বারা নানা রকমে গৃহসকল অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। সকলেই রামদর্শনে সবিশেষ অভিলাষী হইয়া নানাবিধ রাজোচিত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দলে দলে নির্গত হইল; শত সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তী, স্বর্ণসূত্রভূষিত দশ সহস্র রথও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অনন্তর রাজপত্নীগণ শিবিকারূঢ় হইয়া নির্গত হইলেন। ভরত, পাদুকাযুগল মস্তকে স্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুঘ্নের সহিত পদব্রজে রাম-দর্শনে যাত্রা করিলেন। তখনই পবননন্দন বলিয়া উঠিল, ‘ঐ ব্রহ্মার মানস-কল্পিত চন্দ্র-সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক-বিমান দূর হইতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে সীতা সমেত রাম লক্ষ্মণ—দুই বীর ভ্রাতা, বানররাজ সুগ্রীব ও মন্ত্রিপরিবৃত বিভীষণ নয়নগোচর হইতেছেন। হে জনগণ! দর্শন কর।” বাল-বৃদ্ধ-বনিতা-তরুণগণের “এই রাম,—এই রাম!” এইরূপ কীর্ত্তনসম্ভূত আনন্দকোলাহল গগন স্পর্শ করিল। রথ, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত জনগণ, অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া, আকাশমণ্ডলে বিরাজমান, চন্দ্রের ন্যায়, বিমানারূঢ় শ্রীরামকে দেখিতে লাগিল। ৫৬—৮০। কৃতাঞ্জলিপুটে রাম-দর্শনার্থ উদ্গ্রীব হৃষ্টচিত্ত ভরত সুমেরু-পর্ব্বতস্থ দিবাকরের ন্যায় বিমানসম্মুখে অবস্থিত রঘুনন্দন রামকে আনন্দে প্রণত হইয়া বন্দনা করিলেন। অনন্তর সেই বিমান, রামের অনুমতিক্রমে, ভূতলে অবতরণ করিল। সানুজ ভরত, রাম কর্ত্তৃক সেই বিমানে আরোপিত হইলেন। তখন ভরত রামসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র সহর্ষে পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রঘুনন্দন বহুকাল পরে অবলোকিত ভ্রাতা ভরতকে উঠাইয়া নিজ-ক্রোড়ে বসাইলেন ও আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রেম-বিহ্বল ভরত প্রীতি সহকারে লক্ষ্মণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়া নিজনাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক জনক-নন্দিনীকে অভিবাদন করিলেন। পরে ভরত

মৈন্দদ্বিবিদনীলাংশ্চ ঋষভঞ্চৈব সস্বজে ॥ ৮৫
সুষেণঞ্চ নলঞ্চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিষস্বজে ॥ ৮৬
সর্ব্বে তে মানুষং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃতাঃ।
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥৮৭
ততঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ। ॥ ৮৮
ত্বৎসহায়েন রামস্য জয়োঽভূদ্রাবণো হতঃ।
ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং তু ভ্রাতা সুগ্রীবপঞ্চমঃ ॥ ৮৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্।
সীতায়াশ্চরণৌ পশ্চাদ্ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯০
রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্ ॥৯১
কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতৃঃ ॥ ৯২
ভরতঃ পাদুকে তে তু রাঘবস্য সুপূজিতে।
যোজয়ামাস রামস্য পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৯৩
রাজ্যমেতন্ন্যাসভূতং ময়া নির্য্যাতিতং তব।
অদ্য মে সফলং জন্ম ফলিতো মে মনোরথঃ ॥ ৯৪
যৎপশ্যামি সমায়াতমযোধ্যাং ত্বামহং প্রভো।
কোষ্ঠাগারং বলং কোষং কৃতং দশগুণং ময়া ॥৯৫
ত্বত্তেজসা জগন্নাথ পালয়স্ব পুরং স্বকম্।
ইতি ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে কপীশ্বরাঃ ॥ ৯৬
মুমুচুর্নেত্রজং তোয়ং প্রশশংসুর্মুদান্বিতাঃ।
ততো রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা ভরতং স্বাঙ্কগং মুদা ॥৯৭
যযৌ তেন বিমানেন ভরতস্যাশ্রমং তদা।
অবরুহ্য তদা রামো বিমানাগ্রান্মহীতলম্ ॥ ৯৮
অব্রবীৎ পুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ।
অনুগচ্ছানুজানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ৯৯

রামো বসিষ্ঠস্য গুরোঃ পদাম্বুজং
নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ
দত্ত্বা মহার্হাসনমুত্তমং গুরো-
রুপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০

ইতি চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—সুগ্রীব, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সৌম্য বানরেরাও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুশল প্রশ্ন করিল। অনন্তর ভরত, সুগ্রীবকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া, ভক্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"তোমার সাহায্যেই শ্রীরামের জয় হইয়াছে, রাবণবধ হইয়া গিয়াছে। সুগ্রীব! আমরা চারি ভাই ছিলাম, তুমি আমাদিগের পঞ্চম ভ্রাতা হইলে।" তখন শত্রুঘ্ন সবিনয়ে রাম-লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ সীতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাম, বিবর্ণা শোকবিহ্বলা জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন, তাহাতেই কৌশল্যা প্রসন্নচিত্ত হইলেন। রাম, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতি অন্যান্য মাতৃগণকেও প্রণাম করিলেন। ভরত সেই শ্রীরামের সুপূজিত পাদুকা-যুগল, ভক্তিভাবে, রাম-চরণে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এই রাজ্য আমার নিকট গচ্ছিত ছিল, আমি ইহা তোমাকে ফেরত দিলাম। প্রভু হে! তোমাকে যে আমি অযোধ্যাতে পুনরাগত দেখিলাম, তাহাতেই আজ আমার জন্ম সফল হইল, মনোরথ পূর্ণ হইল। হে জগৎপ্রভো! আমি তোমারই তেজে অশ্বাদিস্থাপন-গৃহ, সৈন্য এবং কোষাগার দশগুণ বাড়াইয়াছি, এখন আপনি নিজ-রাজ্য পালন করুন।" ভরত এই কথা বলিতেছেন, দেখিয়া সকল বানরশ্রেষ্ঠ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিল; এবং আনন্দে ভরতের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে রাম ভরতকে আপন ক্রোড়ে রাখিয়াই সেই বিমান-যোগে ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন। তখন দেব রাম, বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক, ঐ পুষ্পককে বলিলেন,—"যাও, বৈশ্রবণকে বহন কর গিয়া; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি ধনপালক কুবেরের নিকট গমন কর।" ইন্দ্র যেমন, বৃহস্পতির চরণকমলে প্রণাম করেন, সেইরূপ রামও গুরু বশিষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া গুরুকে মহার্হ উত্তম আসন—

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

উবাচ কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিসংযুতঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ॥ ১
মাতা মে সৎকৃতা রাম দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম।
দদামি তত্তে চ পুনর্যথা ত্বমদদা মম॥ ২
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োর্ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয্যা গুরুণা সহ॥ ৩
তথেতি প্রতিজগ্রাহ ভরতাদ্রাজ্যমীশ্বরঃ।
মায়ামাশ্রিত্য সকলাং নরচেষ্টামুপাগতঃ॥ ৪
স্বারাজ্যানুভবো যস্য সুখজ্ঞানৈকরূপিণঃ।
নিরস্তাতিশয়ানন্দরূপিণঃ পরমাত্মনঃ॥ ৫
মানুষেণ তু রাজ্যেন কিং তস্য জগদীশিতুঃ।
যস্য ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি ক্ষণাৎ॥ ৬
যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবত্যাখণ্ডলশ্রিয়ঃ।
লীলাসৃষ্টমহাসৃষ্টেঃ কিয়দেতদ্রমাপতেঃ॥ ৭
তথাপি ভজতাং নিত্যং কামপূরণধিৎসয়া।
মায়ামানুষদেহেন সর্বমেবানুবর্ত্ততে॥ ৮
ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণাঃ শ্মশ্রুকৃন্তনাঃ।
সম্ভারাশ্চাভিষেকার্থমানীতা রাঘবস্য হি॥ ৯
পূর্ব্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে॥ ১০
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন্॥ ১১
প্রতিকর্ম্ম চ রামস্য লক্ষ্মণস্য মহামতিঃ।
কারয়ামাস ভরতঃ সীতাং রাজযোষিতঃ॥ ১২
মহার্হবস্ত্রাভরণৈরলঞ্চক্রুঃ সুমধ্যমাম্।
ততো বানরপত্নীনাং সর্ব্বাসামেব শোভনা॥ ১৩
অকারয়ত কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা।
ততঃ স্যন্দনমাদায় শত্রুঘ্নবচনাৎ সুধীঃ॥ ১৪
সুমন্ত্রঃ সূর্য্যসঙ্কাশং যোজয়িত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ।

বসিতে দিলেন; অনন্তর আপনিও গুরুসমীপে উপবেশন করিলেন। ৫১—১০০।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর কৈকেয়ীপুত্র ভরত, ভক্তিভাবে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিলেন,—"রাম! আপনি আমার মাতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন—আমাকে আপনি রাজ্য দান করিয়াছেন। তবে আপনি যেমন আমাকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে দান করিতেছি।" এই বলিয়া রামচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া রাম যাহাতে রাজ্য গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে কৈকেয়ী ও বসিষ্ঠের সহযোগে বিবিধরূপে আকিঞ্চন করিলেন। মায়াবলম্বনে মানব-লীলাপ্রাপ্ত ঈশ্বর "আচ্ছা" বলিয়া ভরত হইতে সমগ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। সুখ ও চৈতন্য যাঁহার বাস্তবিক স্বরূপ, যে পরমাত্মার মূর্ত্তিই সর্ব্বোত্তম আনন্দ এবং যিনি আত্মাতেই পূর্ণ সুখ অনুভব করিতেছেন,—সেই জগদীশ্বরের এই মনুষ্য-রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাঁহার ভ্রূভঙ্গমাত্রে ক্ষণমধ্যে ত্রিলোক বিনষ্ট হয়, যাঁহার অনুগ্রহমাত্রে দরিদ্রের ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি হয় অবলীলাক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-স্রষ্টা সেই রমাপতির পক্ষে এই মনুষ্য-রাজ্য কতটুকু কিনিষ! তথাপি তিনি নিত্য ভক্তগণের মনোরথ পূরণেচ্ছায় লীলা-মনুষ্যশরীরে সকল ব্যবহার অনুসারেই চলিয়া থাকেন ১—৮। অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে, উৎকৃষ্ট নাপিত এবং শ্রীরামের অভিষেচনিক দ্রব্য সামগ্রী আনীত হইল। ভরত, মহাত্মা লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ প্রথমে স্নান করিলে, তৎপরে রাম জটাপরিষ্কার করিয়া স্নান করিলেন। অনন্তর, মহার্হ বসন, বিচিত্র-মাল্য ও বিচিত্র অনুলেপন ধারণপূর্ব্বক এবং সুষমায় সমুজ্জ্বল হইয়া তথায় অবস্থিত হইলেন। মহামতি ভরত, রাম-লক্ষ্মণের বেশভূষা করিয়া দিলেন, আর রাজপত্নীগণ মহার্হ বসন ও আভরণে সুমধ্যমা সীতাকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসলা শোভনা কৌশল্যা হৃষ্টচিত্তে সকল বানরপত্নীরই বেশ-বিভূষা সম্পাদন করিয়া দিলেন। অনন্তর সুবুদ্ধি সুমন্ত্র, শত্রুঘ্নের আদেশে, সূর্য্য-

আরুরোহ রথং রামঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৫
সুগ্রীবো যুবরাজশ্চ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।
স্নাত্বা দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬
রামমন্বীয়ুরগ্রে চ রথাশ্বগজবাহনাঃ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ যযুর্যানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭
বজ্রপাণির্যথা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতঃ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎ পুরম্ ॥ ১৮
সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদ্যুতিঃ।
শ্বেতাতপত্রং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণো ব্যজনং দধে ॥ ১৯
চামরঞ্চ সমীপস্থো ন্যবীজয়দরিন্দমঃ।
শশিপ্রকাশং ত্বপরং জগ্রাহাসুরনায়কঃ ॥ ২০
দিবিষ্ঠৈঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিভির্দিব্যদর্শনৈঃ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ ॥ ২১
মানুষং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ।
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গপণবানকৈঃ ॥ ২২

সজ্জিত স্যন্দন লইয়া তাহাতে অশ্বযোজনাপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন সত্যধর্ম্মপরায়ণ রাম রথে আরোহণ করিলেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান্ এবং বিভীষণ স্নানান্তে দিব্য বসন-ভূষণে শোভিত হইয়া রথ, অশ্ব ও হস্তী আরোহণে রামের অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিল। সুগ্রীব-পত্নীগণ ও সীতা, শিবিকারোহণে মহতী অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। যেমন ইন্দ্র, হরিতবর্ণ-অশ্ব-চালিত রথে অবস্থিতি করত দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, সেইরূপ রাম রথারূঢ় হইয়া মহানগরীতে গমন করিতে লাগিলেন। ভরত, রামের সারথ্য করিতে লাগিলেন; মহাদ্যুতি শত্রুঘ্ন রত্নদণ্ড-সম্পন্ন শ্বেতচ্ছত্র এবং লক্ষ্মণ তালবৃন্ত গ্রহণ করিলেন। শত্রুসূদন সুগ্রীব সমীপস্থ হইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ বিভীষণ সমীপস্থ হইয়া চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ অপর এক চামর গ্রহণ করিলেন। দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং দিব্যদর্শন ঋষিগণ, শ্রীরামকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্তবের মধুর-শব্দ সকলের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। বানরগণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া হস্তি-

প্রযযৌ রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্।
দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩
দূর্ব্বাদলশ্যামতনুং মহার্হ-
কিরীটরত্নাভরণাঞ্চিতাঙ্গম্।
আরক্তকঞ্জায়তলোচনান্তং
দৃষ্ট্বা যযুর্মোদমতীব পুণ্যাঃ ॥ ২৪
বিচিত্ররত্নাঞ্চিতসূত্রনদ্ধ-
পীতাম্বরং পীনভুজান্তরালম্।
অনর্ঘ্যমুক্তাফলদিব্যহারৈ-
র্বিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ ॥ ২৫
সুগ্রীবমুখ্যৈর্হরিভিঃ প্রশান্তৈ-
র্নিষেব্যমাণং হরিতুল্যভাসম্।
কস্তূরিকাচন্দনলিপ্তগাত্রং
নিবীতকল্পদ্রুমপুষ্পমালম্ ॥ ২৬
শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো রামমুপাগতং মুদা
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ।
অপাস্য সর্ব্বং গৃহকার্য্যমাহিতং
হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা হরিং সর্ব্বদৃশং সবাকৃতিং
পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিতশোভিতাননাঃ।

আরোহণে গমন করিতে লাগিল। রঘুবর—ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে পূর্ণ সুসজ্জিত নগরে গমন করিলেন। সেই নগরবাসিগণ আবার রাঘবকে আসিতে দেখিল। ৯—২৩। অতিশয় পুণ্যবান্ প্রজাগণ মহার্হ কিরীট ও রত্নাভরণে আবৃত-দেহ অরুণ-কমল বিশাললোচন, বিচিত্র-রত্ন-সূত্রগ্রথিত-পীতাম্বর-পরিধান, পীন-বাহু, পীবর-বক্ষঃস্থল, বহুমূল্য-মুক্তার উৎকৃষ্ট হারে সুশোভিত, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্ত বানরগণে সেবিত, সূর্য্যসমজ্যোতিঃ, কস্তূরিকা ও চন্দনে অনুলিপ্ত-দেহ, কল্পবৃক্ষ-পুষ্প-মাল্যধারী, দূর্ব্বাদলশ্যাম রঘুনন্দনকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া, আনন্দাবেগে রমণীগণের মুখ-শ্রী উজ্জ্বল হইল; তখন তাহারা আরব্ধ গৃহকার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক, উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ

মৃগীভিঃ পুনর্নেত্রমনোরসায়নং
স্বানন্দমূর্ত্তিং মনসাভিরেভিরে ॥ ২৮
রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশা প্রজাস্তথা
পশ্যন্ প্রণামানথ দৈবাপরঃ প্রভুঃ।
শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কৃতং
গৃহং মহেন্দ্রালয়সন্নিভং হরিঃ ॥ ২৯
প্রবিশ্য বেশ্মান্তরসংস্থিতো মুদা
রামো ববন্দে চরণৌ স্বমাতুঃ।
ক্রমেণ সর্বাঃ পিতৃযোষিতঃ প্রভু-
র্ননাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০
ততো ভরতমাহেদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১
মিত্রায় বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় প্রদীয়তাম্।
সর্ব্বেভ্যঃ সুখবাসার্থং মন্দিরাণি প্রকল্পয় ॥ ৩২
রামেণৈবং সমাদিষ্টো ভরতশ্চ তথাকরোৎ।
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ ॥ ৩৩
রাঘবস্যাভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুজলং শুভম্।
আনেতুং প্রেষয়স্বাশু দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্ ॥ ৩৪
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো জাম্ববন্তং মরুৎসুতম্।
অঙ্গদঞ্চ সুষেণঞ্চ তে গত্বা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫
জলপূর্ণান্ শাতকুম্ভ-কলশাংশ্চ সমানয়ন্।
আনীতং তীর্থসলিলং শত্রুঘ্নো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥৩৬
রাঘবস্যাভিষেকার্থং বসিষ্ঠায় ন্যবেদয়ৎ।
ততস্তু সংযতো বৃদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৩৭
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালির্গৌতমস্তথা ॥ ৩৮
বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সর্ব্বে রামাভিষেচনম্।
কুশাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধাম্বুভির্মুদা ॥ ৩৯
অভ্যষিঞ্চন্ রঘুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কন্যাভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ
সর্ব্বৌষধিরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ স্তুবদ্ভিঃ সগণৈস্তথা ॥ ৪১

করিল। যাঁহার "মূর্ত্তি নিখিল-জননয়নের উৎসবজনক, সেই হরিকে দেখিবামাত্র তাহারা ঈষৎ হাস্যযোগে রুচিরবদনা হইয়া, তাঁহার প্রতি কুসুম-বর্ষণ করিতে লাগিল এবং নয়ন-মনের রসায়নস্বরূপ আত্মারামমূর্ত্তি রামকে নয়ন-মনের দ্বারা পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায়, প্রভু শ্রীহরি রাম, ঈষৎহাস্য সহকারে—স্নেহদর্শনে প্রজাগণকে অবলোকন করিতে করিতে মহেন্দ্রভবন-সদৃশ সুসজ্জিত পিতৃগৃহে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিলেন। কুলধ্বজ প্রভু, রাম, তথায় প্রবেশ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন; সেই স্থানে পূর্ব্বাগত নিজ জননীর চরণযুগল সহর্ষে বন্দনা করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে সকল বিমাতাকেই ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সত্যপরাক্রম রাম ভরতকে বলিলেন,—"সকল সম্পত্তিপূর্ণ—আমার উৎকৃষ্ট বাসভবন বানর-রাজ সখা সুগ্রীবকে থাকিতে দাও, এবং অন্যান্য সকলে যাহাতে সুখে বাস করিতে পারে, এইরূপ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া দাও।" ভরত রাম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাই করিলেন এবং মহাতেজা রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন;—"শ্রীরামের অভিষেকার্থ—মঙ্গল-জনক চতুঃসমুদ্রজল আনয়ন করিতে দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরণ কর।" ২৪—৩৪ সুগ্রীব,—জাম্ববান্, পবননন্দন, অঙ্গদ ও সুষেণকে পাঠাইল। তাহারা বায়ুবেগে গমনপূর্ব্বক সুবর্ণকলস সকল জলপূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। "রাঘবের অভিষেকার্থ তীর্থজল আনীত হইয়াছে," মন্ত্রি-গণের সহিত শত্রুঘ্ন এই কথা বসিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর সংযমী বৃদ্ধ বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, সীতা-সমেত রামকে রত্নময় পীঠে বসাইলেন। বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, গৌতম ও বাল্মীকি ইহারা সকলে শ্রীরামের অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন। বসুগণ যেমন বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা কুশাগ্র ও তুলসীদলযুত পবিত্র গন্ধজল ও সর্ব্বৌষধি-জল দ্বারা রঘুবরকে সহর্ষে অভিষিক্ত করিলেন। ঋত্বিগ্‌গণ, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণ, কুমারী-গণ ও মুনিগণ তাঁহাদিগের সহকারী হইল; তখন দেবগণ ও লোকপালগণ, অনু-

ছত্রঞ্চ তস্য জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
সুগ্রীবরাক্ষসেন্দ্রৌ তৌ দধতুঃ শ্বেতচামরে ॥ ৪২
মালাঞ্চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ।
সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৪৩
দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং শক্রস্য ভক্তিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ।
নবদূর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ৪৫
রবিকোটীপ্রভাযুক্তকিরীটেন বিরাজিতম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং পীতাম্বরসমাবৃতম্ ॥ ৪৬
দিব্যাভরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্।
অযুতাদিত্যসঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৭
বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসন্নিভাম্।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাং বামাঙ্কে সমুপস্থিতাম্ ॥ ৪৮
রক্তোৎপলকরাম্ভোজাং বামেনালিঙ্গ্য সংস্থিতাম্
সর্ব্বাতিশয়শোভাঢ্যাং দৃষ্ট্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
উময়া সহিতো দেবঃ শঙ্করো রঘুনন্দনম্।
সর্ব্বদেবগণৈর্যুক্তঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৫০

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নমোঽস্তু রামায় সশক্তিকায়
নীলোৎপলশ্যামলকোমলায়।
কিরীটহারাঙ্গদভূষণায়
সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায় ॥ ৫১
ত্বমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ
সৃজস্যবস্যৎসি চ লোকজাতম্।
স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ত্বং
যৎ স্বে সুখেঽজস্ররতোঽনবদ্যঃ ॥ ৫২
লীলাং বিধৎসে গুণসংবৃতস্ত্বং
প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতোঃ।
নানাবতারৈঃ সুরমানুষাদ্যৈঃ
প্রতীয়সে জ্ঞানিভিরেব নিত্যম্ ॥ ৫৩
স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং
বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ।
উপর্য্যধো ভানবিলোড়ুপৌষধি-
প্রবর্ষরূপোঽবসি নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪

চরগণের সহিত আকাশে অবস্থিত হইয়া, শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন, তাঁহার শুভ্রবর্ণ শুভছত্র ধারণ করিলেন; সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ, শ্বেতচামরযুগল ধারণ করিল; বায়ু, ইন্দ্রের প্রেরিত হইয়া কাঞ্চনময়ী মালা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন; আর স্বয়ং ইন্দ্র, সর্ব্বরত্নখচিত মণিহেম-শোভিত একছড়া হার, নরনাথকে ভক্তিভাবে প্রদান করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন; অপ্সরাবৃন্দ, নৃত্য করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; গগন-মণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। তখন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, কমল-বিশাল-লোচন কোটি-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল কিরীট দ্বারা বিরাজমান কোটি-কন্দর্প-কমনীয়, পীতাম্বর-পরিধান, উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত, দিব্য চন্দনে অনুলিপ্ত, অযুত ভাস্করজ্যোতি, দ্বিভুজ রঘুনন্দন—সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা অরুণ-কর-কমলা, নিরতিশয় শোভা-সম্পন্না, নিজবাম ভাগে সুন্দর ক্রোড়ে আসীনা সুবর্ণবরণী সীতাকে বাম বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, দেখিয়া সকল দেবগণে পরিবৃত হইয়া শঙ্করী-মিলিত দেব শঙ্কর, রঘুনন্দন রামের ভক্তিভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫—৫০। মহাদেব কহিলেন,—নীলোৎপল-শ্যামল, কোমলকায় কিরীট হার-কেয়ূর-ভূষিত, সিংহাসনে অবস্থিত, মায়া-শক্তি-সঙ্গত মহাপ্রভু রামকে নমস্কার। আদি-মধ্য-অন্তহীন একমাত্র তুমিই, নিজ মায়াগুণে লোকসমূহের সৃজন-পালন-সংহার করিয়া থাক। কিন্তু মায়াগুণে লিপ্ত হও না। কারণ, তুমি বিশুদ্ধস্বরূপ, নিরন্তর নিজ আনন্দে নিমগ্ন; তুমি শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিদানের জন্য গুণসমূহে সংবৃত হইয়া, দেব মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ অবতারে লীলা প্রকাশ করিয়া থাক। কেবল জ্ঞানিগণই নিত্য তোমার স্বরূপ অবগত আছেন। নিজ অংশে লোক সকল বিধান করিয়া তাহার অধোদেশে অবস্থিত ফণিরাজরূপে তাহা ধারণ করিতেছ;

ত্বমিহ দেহভৃতাং শিখিরূপঃ
পচসি ভুক্তমশেষমজস্রম্।
পবনপঞ্চকরূপসহায়ো
জগদখণ্ডমনেন বিভর্ষি ॥ ৫৫
চন্দ্রসূর্য্যশিখিমধ্যগতং যৎ
তেজ ঈশ চিদশেষতনূনাম্।
প্রাভবত্তনুভৃতামিহ ধৈর্য্যং
শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্ ॥ ৫৬
ত্বং বিরিঞ্চিশিববিষ্ণুবিভেদাৎ
কালকর্ম্মশশিসূর্য্যবিভাগাৎ।
বাদিনাং পৃথগিবেশ বিভাসি
ব্রহ্ম নিশ্চিতমনন্যদিহৈকম্ ॥ ৫৭
মৎস্যাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ
শ্রুতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ।
তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
স্ত্বমেব নান্যদ্ভবতো বিভাতি ॥ ৫৮
যদ্যৎ সমুৎপন্নমনন্তসৃষ্টৌ
উৎপৎস্যতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ।
নদৃশ্যতে স্থাবরজঙ্গমাদৌ
ত্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরস্ত্বম্ ॥ ৫৯
তত্ত্বং ন জানন্তি পরাত্মনস্তে
জনাঃ সমস্তাস্তব মায়য়াতঃ।
ত্বদ্ভক্তসেবামলমানসানাং
বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্ ॥ ৬০
ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেব রূপং
ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ ॥ ৬১
অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২
ইমং স্তবং নিত্যমনন্যভক্ত্যা
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ।
তে সর্ব্বসৌখ্যং পরমঞ্চ লব্ধ্বা
ভবৎপদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩

চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ওষধি ও মেঘ এই সকলরূপে নানা প্রকারে এই জগতের ঊর্দ্ধ অধোভাগ রক্ষা করিতেছ। তুমি এইজগতে অগ্নিরূপ হইয়া প্রাণিগণের ভুক্ত নানাবিধ অন্ন পঞ্চবায়ুর সাহায্যে নিরন্তর পরিপাক করিতেছ; এইরূপে তুমি নিখিল জগৎ পালন করিয়া থাক। হে ঈশ্বর! চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির অন্তর্গত তেজ—নিখিল শরীরিগণের চৈতন্য এবং প্রাণিগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও আয়ু,—তোমার সত্ত্বই এতৎ-সমস্ত-রূপে পরিণত হয়। হে ঈশ্বর! ভেদশূন্য একমাত্র নিশ্চিত ব্রহ্মই তুমি; কিন্তু তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাল, কর্ম্ম, চন্দ্র, ও সূর্য্য, এই সকলরূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপবাদীদিগের নিকটে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাক। যেমন বেদে, পুরাণে ও লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, একমাত্র তুমিই মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছ, সেইরূপ সৎ ও অসৎ (ব্রহ্ম ও জগৎ) রূপে প্রতীয়মান একমাত্র তুমিই সমস্ত; তোমা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই স্থাবরজঙ্গমাদিরূপ অনন্ত সৃষ্টিতে যাহা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, যাহা উৎপন্ন হইবে ও যাহা বর্ত্তমান, তন্মধ্যে তোমা ছাড়া কিছুই নয়নগোচর হয় না; অতএব তুমি পরাৎপর। যেহেতু, জনগণ তোমার মায়া দ্বারা আবৃত অতএব তাহারা পরমাত্মরূপী তোমার তত্ত্ব অবগত নহে। আর যাহারা তোমার ভক্তবৃন্দের সেবা করিয়া নির্ম্মলচিত্ত, তাহারাই একমাত্র পরম ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারে। বাহ্যবিষয়াসক্তচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার চিন্ময় আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে তোমার এইরূপেরই ভজনা করিতে করিতে নিখিল দুঃখ-শূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করেন। আমি তোমার নাম-কীর্ত্তন করত কৃতার্থ হইয়া ভবানীর সহিত নিরন্তর কাশীধামে বাস করি। আর তথায় মুমূর্ষুব্যক্তিকে মুক্তি দিবার জন্য তোমার রামনাম মন্ত্র প্রদান করি; যাহারা নিত্য এই স্তব শ্রবণ গান বা লিপিবদ্ধ

ইন্দ্র উবাচ।

রক্ষোঽধিপেনাখিলদেবসৌখ্যং
হৃতঞ্চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব।
পুনশ্চ সর্ব্বং ভবতঃ প্রসাদাৎ
প্রাপ্তং হতো রাক্ষসদুষ্টশত্রুঃ॥ ৬৪

দেবা ঊচুঃ।

হৃতা যজ্ঞভাগা বরা দেবদত্তা
মুরারে খলেনাদিদৈত্যেন বিষ্ণো।
হতোঽদ্য ত্বয়া নো বিতানেষু ভাগাঃ
পুরাবদ্ভবিষ্যন্তি যুষ্মৎপ্রসাদাৎ॥ ৬৫

পিতর ঊচুঃ।

হতোঽদ্য ত্বয়া দুষ্টদৈত্যো মহাত্মন্
গয়াদৌ নরৈর্দত্তপিণ্ডাদিকান্নঃ
বলাদত্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-
ন্নিদানীং পুনর্লব্ধতৃপ্তা ভবামঃ॥ ৬৬

যক্ষা ঊচুঃ।

সদা বিষ্টিকর্ম্মণ্যনেনাভিযুক্তা
বহামো দশাস্যং বলাৎ দুঃখযুক্তাঃ।
দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেণ
ত্বয়া তে বয়ং দুঃখজালাদ্বিমুক্তাঃ॥ ৬৭

গন্ধর্ব্বা ঊচুঃ।

বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্তস্তে কথামৃতম্।
আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা॥ ৬৮
পশ্চাদ্দুরাত্মনা রাম রাবণেনাভিবিক্রুতাঃ।
তমেব গায়মানাশ্চ তদারাধনতৎপরাঃ॥ ৬৯
স্থিতাস্ত্বয়া পরিত্রাতা হতোঽয়ং দুষ্টরাক্ষসঃ।
এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরা মরুতস্তথা॥ ৭০
বসবো মুনয়ো গাবো গুহ্যকাশ্চ পতত্রিণঃ।
সপ্রজাপতয়শ্চৈতে তথা চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৭১
সর্ব্বে রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা নেত্রমহোৎসবম্।
স্তুত্বা পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে রাঘবেণাভিনন্দিতাঃ॥ ৭২
যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তথা।

করিবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে সকল পরম সুখ লাভ করিয়া ভবদীয় ধামে গমন করে" ৫১—৬৩। ইন্দ্র কহিলেন,—"হে দেব! রাক্ষসরাজ রাবণ, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে আমার নিখিল দেবাজ্ঞা-সৌখ্য হরণ করিয়া লইয়াছিল। আপনি সেই দুষ্ট শত্রু রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন; এক্ষণে আপনার প্রসাদে তৎসমস্ত পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেবগণ বলিলেন,—"হে মুরারে! হে বিষ্ণো! যে, জন্মান্তরে হিরণ্যকশিপু ছিল, সেই খল রাক্ষস, আমাদিগের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত যজ্ঞ-ভাগ সকল হরণ করিয়া লইয়াছিল; সম্প্রতি আপনি, তাহাকে নিহত করিয়াছেন। অতএব আপনার প্রসাদে বহুপূর্ব্বের ন্যায় আবার যজ্ঞভাগ আমাদিগের হইবে" পিতৃগণ বলিলেন,—হে মহাত্মন্! মনুষ্যেরা গয়াদি ক্ষেত্রে পিণ্ডাদি দান করিলে, যে দুষ্ট দৈত্য আমাদিগের সকলকে আঘাত করিয়া কাড়িয়া লইয়া সেই পিণ্ড সবলে ভোজন করিত, আপনি সম্প্রতি তাহাকে বধ করিয়াছেন; এখন আমরা আবার হৃষ্টপুষ্ট হইব।

যক্ষগণ কহিলেন,—"হে রাঘব! হে ঈশ্বর! এই দশাস্য বলপূর্ব্বক আমাদিগকে অবৈতনিক দাস্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, দুঃখিত চিত্তে আমরা তাহাকে বহন করিতাম; আপনি সেই দুরাত্মা রাবণকে বধ করিয়াছেন। আমরা এখন দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইলাম। গন্ধর্ব্বগণ বলিলেন,—সঙ্গীতনিপুণ আমরা পূর্ব্বে আপনার অমৃত-গাথা গান করত নির্ভয়ে প্রমোদপীযূষে আক্রান্ত ও পরিতৃপ্ত ছিলাম। হে রাম! পশ্চাৎ রাবণ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বশবর্ত্তী করিলে, তাহার আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহার চরিত্র গান করত অবস্থিত ছিলাম, এক্ষণে আপনি সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। এইরূপ মহোরগগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ মরুদ্গণ, বায়ুগণ, মুনিগণ, গোগণ, গুহ্যকগণ, পক্ষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং অপ্সরোগণ—সকলেই সেই নয়নানন্দকর রামের সমীপে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিলেন ও সকলেই পৃথক্ পৃথক্ স্তব

প্রশংসন্তো মুদা রামং গায়ন্তস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩
ধ্যায়ন্তস্ত্বভিষেকার্দ্রং সীতালক্ষ্মণসংযুতম্।
সিংহাসনস্থং রাজেন্দ্রং যযুঃ সর্ব্বে হৃদি স্থিতম্ ॥

খে বাদ্যেষু ধ্বনৎসু প্রমুদিতহৃদয়ৈ-
দেবর্বৃন্দৈঃ স্তুবদ্ভিঃ,
বর্ষদ্ভিঃ পুষ্পবৃষ্টিং দিবি মুনিনিকরৈ-
রীড্যমানঃ সমন্তাৎ।
রামঃ শ্যামঃ প্রসন্নঃ স্মিতরুচিরমুখঃ
সূর্য্যকোটিপ্রকাশঃ,
সীতাসৌমিত্রিবায়াত্মজমুনিহরিভিঃ
সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫

ইতি পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেরই বন্দনা করিলেন। তখন তাঁহারা আনন্দে শ্রীরামের প্রশংসা করত ও তদীয় চরিত্র গান করত স্বস্বধামে গমন করিলেন। সকলেই অভিষেকার্দ্র, সীতা-লক্ষ্মণ-সমন্বিত, সিংহাসনে অবস্থিত অন্তর্যামী, রাজেন্দ্র রামকে ধ্যান করত গমন করিয়াছিলেন। আকাশে বাদ্যধ্বনি হইতেছে, হৃষ্টচিত্ত দেবগণ, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করত শ্রীরামের স্তব করিতেছেন, মুনিগণ চতুর্দ্দিকে তদীয় স্তব-কীর্ত্তনে নিরত; সীতা, লক্ষ্মণ, পবননন্দন, মুনিগণ ও বানরগণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। কোটি সূর্য্যপ্রকাশ শ্যামবর্ণ শ্রীরাম প্রসন্নভাবে বিরাজমান; ঈষৎ হাস্যযোগে তদীয় বদনমণ্ডল সুন্দরতর হইয়াছে। এইরূপ মহাদেব ধ্যান করিয়াছিলেন। ৬৪—৭৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
রামেঽভিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্ব্বলোকসুখাবহে।
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তো মহীরুহাঃ ॥ ১
গন্ধহীনানি পুষ্পাণি গন্ধবন্তি চকাশিরে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাঞ্চ গবাং তথা ॥ ২
দদৌ শতবৃষান্ পূর্ব্বং দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
ত্রিংশৎকোটিং সুবর্ণস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥
বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা তথা।
সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্ব্বরত্নময়ীং স্রজম্ ॥ ৪
সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্যা রাঘবো ভক্তবৎসলঃ।
অঙ্গদায় দদৌ দিব্যে হ্যঙ্গদে রঘুনন্দনঃ ॥ ৫
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং মণিরত্নবিভূষিতম্।
সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্যা রঘুকুলোত্তমঃ ॥ ৬
এবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাৎ হারং জনকনন্দিনী।
অবৈক্ষত হরীন্ সর্ব্বান্ ভর্ত্তারঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন,—সর্ব্বলোকসুখাবহ রাজেন্দ্র রাম অভিষিক্ত হইলে, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল; বৃক্ষ সকল ফলবান্ হইল। গন্ধহীন পুষ্পসকল সুগন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইল। রঘুনন্দন রাম, অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র অশ্ব, ধেনু ও গবী এবং শত শত বৃষ দান করিয়াছিলেন অভিষিক্ত হইবার পর আবার ব্রাহ্মণগণকে ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণমুদ্রা দান করিলেন; এবং সহর্ষে ব্রাহ্মণদিগকে বসন, ভূষণ ও রত্ন প্রদান করিলেন। ভক্তবৎসল রাঘব, সূর্য্যসন্নিভ কাঞ্চনময়ী মালা প্রীতি সহকারে সুগ্রীবকে আর দিব্য কেয়ূরযুগল অঙ্গদকে প্রদান করিলেন। রঘুকুলোত্তম রাম, কোটি-চন্দ্র-সন্নিভ মণিরত্নখচিত হার প্রীতি-সহকারে সীতাকে অর্পণ করিলেন। জনকনন্দিনী নিজ গলদেশ হইতে হার খুলিয়া বানরগণের দিকে ও ভর্ত্তার প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত

রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্।
বৈদেহি যস্য তুষ্টাসি দেহি তস্মৈ বরাননে ॥ ৮
হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতো রাঘবস্য চ।
তেন হারেণ শুশুভে মারুতির্গৌরবেণ চ ॥ ৯
রামোঽপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০
হনুমংস্তে প্রসন্নোঽস্মি বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্।
দাস্যামি দেবৈরপি যদ্দুর্লভং ভুবনত্রয়ে ॥ ১১
হনুমানপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রহৃষ্টধীঃ।
ত্বন্নাম স্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ১২
অতস্ত্বন্নাম সততং স্মরন্ স্থাস্যামি ভূতলে।
যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরম্ ॥
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
রামস্তথেতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্ ॥ ১৪
কল্পান্তে মম সাযুজ্যং প্রাপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে ॥ ১৫
স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্ব্বে মমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্তো মারুতিস্তাভ্যামীশ্বরাভ্যাং প্রহৃষ্টধীঃ ॥
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণম্য তৌ।
কৃচ্ছ্রাদ্যযৌ তপস্তপ্তুং হিমবন্তং মহামতিঃ ॥ ১৭
ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাঞ্জলিমব্রবীৎ।
সখে গচ্ছ পুরং রম্যং শৃঙ্গবেরমনুত্তমম্ ॥ ১৮
মামেব চিন্তয়ন্নিত্যং ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ স্বার্জিতান্।
অন্তে মমৈব সারূপ্যং প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যান্যাভরণানি চ।
রাজ্যঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানঞ্চ দদৌ বিভুঃ ॥ ২০
রামেণালিঙ্গিতো হৃষ্টো যযৌ স্বভবনং গুহঃ।
যে চান্যে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ ॥
অমূল্যাভরণৈর্ব্বস্ত্রৈঃ পূজয়ামাস রাঘবঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥ ২২

করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতাভিজ্ঞ রাম বৈদেহীকে দেখিয়া বলিলেন,—"হে সুবদনে! বৈদেহি! যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকে হার প্রদান কর।" তখন সীতা রাঘবের সমক্ষেই হনুমানকে হার প্রদান করিলেন। পবননন্দন সেই হার এবং সীতাকৃত গৌরবে শোভিত হইল। রামও মারুতিকে পরমভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সন্তুষ্ট ভাবে এই কথা বলিলেন,—"হনুমন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; ত্রিভুবনে দেবগণেরও যাহা দুর্লভ, তাহাও প্রদান করিব। হনুমানও হৃষ্টচিত্তে রামকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"হে রাম! আপনার নাম স্মরণ করিতে করিতে আমার মনের আশা মিটে না। অতএব সর্ব্বদা আপনার নাম স্মরণ করত ভূতলে থাকিব। জগতে যতদিন আপনার নাম থাকিবে, ততদিন যেন, আমার দেহ থাকে। হে রাজেন্দ্র! ইহাই আমার অভিলষিত বর।" রাম তাহাকে 'তথাস্তু" বলিয়া বলিলেন,—"এখন তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান কর। কল্পাবসানে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" জানকী প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"হে পবননন্দন! তুমি যে কোন স্থানেই থাক না কেন, আমার আদেশে সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু তোমার অনুগত হইবে।" মহামতি পবননন্দন সেই ঈশ্বর-ঈশ্বরী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদিগের উভয়কে বার বার প্রণাম করিল। অনন্তর তপস্যা করিবার জন্য রামবিয়োগ-দুঃখ অনুভব করত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিল। তৎপরে রাম, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত গুহের সমীপে আসিয়া বলিলেন,—"সখে! সর্ব্বোত্তম রমণীয় শৃঙ্গবের পুরে গমন কর, অনবরত আমাকেই চিন্তা করত নিজোপার্জ্জিত বিষয় ভোগ কর। তুমি অন্তে আমারই সারূপ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।" প্রভু এই কথা বলিয়া তাহাকে দিব্য অলঙ্কার ও বিপুল রাজ্য দান করিয়া বিজ্ঞানোপদেশ দিলেন।১০—২০। গুহ, রামকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে নিজভবনে গমন করিল। অন্যান্য যে সকল শ্রেষ্ঠ বানর অযোধ্যানগরে আসিয়াছিল, রাঘব তাহাদিগের সকলকেই অমূল্য বসন ভূষণ দ্বারা সম্মানিত করি-

যথার্হং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাত্মনা।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥ ২৩
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং প্রযযুর্মুদা।
বিভীষণস্তু সম্প্রাপ্য রাজ্যং নিষ্কণ্টকম্ ॥ ২৪
রামেণ পূজিতঃ প্রীত্যা যযৌ লঙ্কামনিন্দিতঃ।
রাঘবো রাজ্যমখিলং শশাসাখিলবৎসলঃ ॥ ২৫
অনিচ্ছন্তমপি রামেণ যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ২৬
রামস্তু পরমাত্মাপি কর্ম্মাধ্যক্ষোঽপি নির্ম্মলঃ।
কর্ত্তৃত্বাদিবিহীনোঽপি নির্ব্বিকারোঽপি সর্ব্বদা ॥
স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকৃৎ।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞৈশ্চ সর্ব্বৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২৮
অযজৎ পরমানন্দো মানুষং বপুরাশ্রিতঃ।
ন পর্য্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদনর্থো নাস্তি কশ্চন।
লোকে দস্যুভয়ং নাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥

বৃদ্ধেষু সৎসু বালানাং নাসীন্মৃত্যুভয়ং তথা।
রামপূজাপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রাঘবচিন্তকাঃ ॥ ৩১
ববর্ষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথারুচি।
প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ॥ ৩২
ঔরসানিব রামোঽপি জুগোপ পিতৃবৎ প্রজাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৩
দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাস্ত সঃ ॥ ৩৪

ইদং রহস্যং ধনধান্য-ঋদ্ধিমৎ
দীর্ঘায়ুরারোগ্যকরং সুপুণ্যদম্।
পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং পুরা
রামায়ণং ভাষিতমাদি শম্ভুনা ॥ ৩৫

শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো
ভক্ত্যা পঠেদ্বা পরিতুষ্টমানসঃ।
সর্ব্বাঃ সমাপ্নোতি মনোগতাশিষো
বিমুচ্যতে পাতককোটিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬
রামাভিষেকং প্রযতঃ শৃণোতি যো
ধনাভিলাষী লভতে মহদ্ধনম্।

লেন। পরমাত্মা রাম, সুগ্রীবপ্রমুখ বানর-বৃন্দকে ও বিভীষণকে যথোচিতরূপে সম্মানিত করিলেন। তখন তাহারা সকলে যেখান হইতে আসিয়াছিল, হৃষ্টচিত্তে সেখানে চলিয়া গেল অর্থাৎ সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ আনন্দে কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিল। আর আনন্দিত বিভীষণ নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছিল; এক্ষণ প্রীতি-ভরে রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লঙ্কানগরে গমন করিল। এদিকে নিখিললোকবৎসল রাঘব অখিল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অনিচ্ছুক হইলেও রাম তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। লক্ষ্মণ পরম ভক্তি সহকারে রাম-সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। পরমানন্দময় রাম, যদিও পরমাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, নির্ম্মল, কর্ত্তৃত্বাদিহীন, নির্ব্বিকার এবং সর্ব্বদা স্বীয় আনন্দে তুষ্ট; তথাপি লোকশিক্ষার্থ মনুষ্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন। রামচন্দ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, বৈধব্যনিবন্ধন রমণীগণের বিলাপ করিতে হয় নাই; হিংস্রজন্তুর ভয় ছিল না; রোগভয় ছিল না; লোকে দস্যুভয় ছিল না; কোন অনিষ্ট হইত না এবং বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে বালকগণের মৃত্যুভয় ছিল না। সকলে রাম-পূজাপরায়ণ ছিল,—সকলেই শ্রীরামের ধ্যান করিত। জলদজাল যথাসময়ে প্রয়োজন মত বৃষ্টি করিত। প্রজাগণ, বর্ণ ও আশ্রমের গুণে অন্বিত এবং স্বধর্ম্মে নিরত ছিল। রামও পিতার ন্যায়, সর্ব্বলক্ষণান্বিত সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ প্রজাগণকে, ঔরস-পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। রাম দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিলেন। পূর্ব্বকালে আদি শম্ভু এই পবিত্র অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহা গোপনীয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করিলে ধন, ধান্য, সমৃদ্ধি, দীর্ঘ আয়ুঃ, আরোগ্য এবং উত্তম পুণ্যের লাভ হয়। মনুষ্য সমাহিতচিত্তে ভক্তি-সহকারে ইহার শ্রবণ অথবা আনন্দিত-চিত্তে ভক্তিসহকারে পাঠ করিলে, সকল মনোভীষ্ট লাভ করিবে এবং ক্ষণমধ্যে কোটি কোটি পাতকরাশি হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি, পবিত্রভাবে রামাভিষেক কথা শ্রবণ করিবে, সে যদি ধনাভিলাষী হয়, তাহা হইলে প্রচুর ধন

পুত্রাভিলাষী সুতমার্য্যসম্মতং
প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন্॥ ৩৭
শৃণোতি যোঽধ্যাত্মিকরামসংহিতাং
প্রাপ্নোতি রাজা ভুবমৃদ্ধসম্পদম্।
শত্রূন্ বিজিত্যারিভিরপ্রধর্ষিতো
ব্যপেতদুঃখো বিজয়ী ভবেন্নৃপঃ॥ ৩৮
স্ত্রিয়োঽপি শৃণ্বন্ত্যধিরামসংহিতাং
ভবন্তি তা জীবসুতাশ্চ পূজিতাঃ।
বন্ধ্যাপি পুত্রং লভতে সুরূপিণং
কথামিমাং ভক্তিযুতা শৃণোতি যা॥ ৩৯
শ্রদ্ধান্বিতো যঃ শৃণুয়াৎ পঠেন্নরো
বিজিত্য কোপঞ্চ তথা বিমৎসরঃ।
দুর্গাণি সর্ব্বাণি বিজিত্য নির্ভয়ো
ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ॥ ৪০
সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং
বিঘ্নাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণ্বতাম্।
অধ্যাত্মরামায়ণমাদতো নৃণাং
ভবন্তি সর্ব্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ॥ ৪১

রজস্বলা বা যদি রামতৎপরা
শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ।
পুত্রং প্রসূতে ধ্রুবভক্তিরায়ুষং
পতিব্রতা লোকসুপূজিতা ভবেৎ॥ ৪২
পূজয়িত্বা তু যে ভক্ত্যা নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
সর্ব্বৈঃ পাপৈর্বিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণোর্যান্তি পরং পদম্॥
অধ্যাত্মরামচরিতং কৃৎস্নং শৃণ্বন্তি ভক্তিতঃ।
পঠন্তি বা স্বয়ং বক্ত্রাত্তেষাং রামঃ প্রসীদতি॥ ৪৪
রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিংস্তুষ্টেঽখিলাত্মনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যদিচ্ছন্তি তদ্ভবেৎ॥ ৪৫
শ্রোতব্যং নিয়মেনৈতদ্রামায়ণমখণ্ডিতম্।
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং কল্পকোট্যঘনাশনম্॥ ৪৬
দেবাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
রামায়ণস্য শ্রবণে তুষ্যন্তি পিতরস্তথা॥ ৪৭
অধ্যাত্মরামায়ণমেতদদ্ভুতং
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাতনম্।
পঠন্তি শৃণ্বন্তি লিখন্তি যে নরা-
স্তেষাং ভবেঽস্মিন্ন পুনর্ভবো ভবেৎ॥ ৪৮

প্রাপ্ত হইবে; আর আদি হইতে রামায়ণ পাঠ করিলে, পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি, শিষ্টসম্মত পুত্র লাভ করিবে। যে রাজা অধ্যাত্মরামায়ণ সংহিতা শ্রবণ করেন, সেই নরপতি সমৃদ্ধিপূর্ণ পৃথিবী-রাজ্য প্রাপ্ত হন, রিপুগণের অজেয় হইয়া শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন এবং দুঃখশূন্য হইয়া বিজয়যুক্ত হন। যে সকল রমণী অধ্যাত্ম-রামায়ণ-সংহিতা শ্রবণ করে, তাহারা জীবৎপুত্রকা ও সম্মানিতা হয়। যে রমণী ভক্তিপূর্ব্বক এই কথা শ্রবণ করে, সে বন্ধ্যা হইলেও সুরূপ পুত্র লাভ করে। যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে কোপজয়ী মাৎসর্য্যহীন, সকল সঙ্কটজেতা ও নির্ভয় হইয়া রাঘবের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ও সুখী হয়। যে সকল মনুষ্য, অধ্যাত্ম রামায়ণ আদি হইতে শ্রবণ করে, তাহাদিগের প্রতি সমস্ত সুরগণ সন্তুষ্ট হন, তাহাদিগের সকল বিঘ্নরাশি বিদূরিত হয় এবং সকল উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ হয়। ঋতুমতী স্ত্রী যদি স্নানান্তে শ্রীরামে একাগ্রচিত্তা হইয়া এই রামায়ণ—আদি হইতে শ্রবণ করে, তবে শ্রেষ্ঠ দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে এবং পতিব্রতা ও লোকপূজিতা হয়। যাহারা নিত্য নিত্য এই পুস্তক পূজা করিয়া প্রণাম করে, তাহারা নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-রামায়ণ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে বা নিজমুখে পাঠ করে, রাম তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। রামই পরমব্রহ্ম। সেই অখিলাত্মা সন্তুষ্ট হইলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মধ্যে যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে। এই রামায়ণ নিয়মপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিবে; তাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি, আরোগ্য হয় এবং কোটি কল্পোপার্জ্জিত পাপের শান্তি হয়। রামায়ণ শ্রবণ কালে সকল দেবতা, সকল গ্রহ, সকল মহর্ষি এবং সকল পিতৃলোক সন্তুষ্ট হন। যে সকল মনুষ্য, বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুক্ত পুরাতন এই অদ্ভুত অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ, শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ

আলোড্যাখিলবেদরাশিমসকৃদ্-
যত্তারকং ব্রহ্ম তদ্-
রামো বিষ্ণুরহস্যমূর্ত্তিরিতি যো
বিজ্ঞায় ভূতেশ্বরঃ।
উদ্ধৃত্যাখিলসারসংগ্রহমিদং,
সংক্ষেপতঃ প্রস্ফুটং,
শ্রীরামস্য নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং
প্রাহ প্রিয়ায়ৈ ভবঃ॥ ৪৯

ইতি যোড়শোঽধ্যায়ঃ।

করে, এই সংসারে তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভূতনাথ ভব বারম্বার নিখিল বেদরাশি আলোড়ন করিয়া জানিয়াছেন "শ্রীরাম, বিষ্ণুর রহস্য মূর্ত্তি।" তিনি উপনিষৎ সকলের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামের এই সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টরূপে প্রিয়াসন্নিধানে ব্যক্ত করেন।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চেদং লঙ্কাকাণ্ডম্।

উত্তরকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ
কৌসল্যাহৃদয়নন্দনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী
দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।

অথ রামঃ কিমকরোৎ কৌসল্যানন্দিবৰ্দ্ধনঃ।
হত্বা যুধে রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ॥ ২
অভিষিক্তস্ত্বযোধ্যায়াং সীতয়া সহ রাঘবঃ।
মায়ামানুষতাং প্রাপ্য কতি বর্ষাণি ভূতলে ॥ ৩
স্থিতবান্ লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
ত্যক্তমানুষং লোকং কথমন্তে রঘূদ্বহঃ ॥ ৪
এতদাখ্যাহি ভগবন্ শ্রদ্দধত্যা মম প্রভো।
কথাপীযূষমাস্বাদ্য তৃষ্ণা মেহতীব বৰ্দ্ধতে।
রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ব্রূহি বিস্তরশঃ কথাম্ ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রাম উপস্থিতে।
আযযুর্মুনয়ঃ সৰ্ব্বে শ্রীরামমভিবন্দিতুম্ ॥ ৬
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুৰ্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রিস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৭
অগস্ত্যঃ সহ শিষ্যৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোঽভ্যগাৎ
দ্বারমাসাদ্য র মস্য দ্বারপালমথাব্রবীৎ ॥ ৮
ব্রূহি রামায় মুনয়ঃ সমাগতা বহিঃস্থিতাঃ।
অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সৰ্ব্বে আশীর্ভিরভিনন্দিতুম্ ॥ ৯
প্রতিহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদ্দ্রুতম্।
নমস্কৃত্যাব্রবীদ্বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১০
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো মুনিভিঃ সহ।
দেব ত্বদ্দর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিরুপস্থিতঃ ॥ ১১
তমুবাচ দ্বারপাল প্রবেশয় যথাসুখম্।
পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা রামো মুনীন্ শীঘ্রং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।

রঘু-বংশ-তিলক, কৌশল্যা-হৃদয়-নন্দন রাবণহন্তা পুণ্ডরীকাক্ষ দাশরথি রাম জয়যুক্ত হউন। পাৰ্ব্বতী বলিলেন,—“অনন্তর কৌশল্যার আনন্দবৰ্দ্ধন ভীম-পরাক্রম রাম, যুদ্ধে রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া, তাহার পর কি করিলেন? পরমাত্মা সনাতন দেব রাঘব, মায়ামনুষ্যরূপে অভিষিক্ত হইয়া, লীলাক্রমে সীতার সহিত কত বৎসর ভূতলে অবস্থিত ছিলেন? রঘুবর অন্তে কিরূপে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিলেন? হে ভগবন্! আমি ইহা শুনিতে শ্রদ্ধাবতী। হে প্রভো! আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করুন। রামচন্দ্রের কথামৃত-আস্বাদন করিয়া আমার অতীব তৃষ্ণাবৃদ্ধি হইতেছে; হে ভগবন্! ক্রমে সবিস্তারে ইহা বলুন।” শ্রীমহাদেব বলিলেন,—শ্রীরাম রাক্ষস বধ করিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইলে মুনিগণ, শ্রীরামকে বন্দনা করিবার জন্য আগত হইলেন। বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুৰ্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, নির্ম্মল সপ্তর্ষিগণ এবং সশিষ্য অগস্ত্য, শ্রীরামের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দ্বারপালকে বলিলেন,—“রামকে বল,—অগস্ত্য প্রমুখ মুনিগণ, আশীর্ব্বাদ দ্বারা আপনাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া, বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন।” ১—৯। অনন্তর দ্বারপাল, অগস্ত্যবাক্যে দ্রুতগতি প্রভু রামের নিকট গিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিল,—“দেব! অগস্ত্য ইহা বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মুনিগণ সমভিব্যাহারে অগস্ত্য, আসিয়া বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান।” রাম দ্বারপালকে বলিলেন,—“যথাসুখে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও।” অনন্তর ঋষিগণ সসম্মানে বিবিধ-রত্ন-ভূষিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাম, মুনিগণকে

পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেদ্য যথাবিধি ॥১৩
লব্ধ্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনানি যথার্হতঃ ।
উপবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ ॥ ১৪
সংপৃষ্টকুশলাঃ সর্ব্বে রামং কুশলমব্রুবন্ ।
কুশলং তে মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন ॥ ১৫
দিষ্ট্যেদানীং প্রপশ্যামো হতশত্রুমরিন্দম ।
ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৬
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজেতুং শক্ত এব হি ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥ ১৭
সহ্যমেতন্মহাবাহো রাবণস্য নিবর্হণম্ ।
অসহ্যমেতৎ সম্প্রাপ্তং রাবণেরিন্দ্রসূদনম্ ॥ ১৮
অন্তক প্রতিমাঃ সর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদয়ো মৃধে ।
অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈর্হতাস্তে রঘুসত্তম ॥ ১৯
দত্তা চেয়ং ত্বয়াস্মাকং পুরা হ্যভয়দক্ষিণা ।
হত্বা রক্ষোগণান্ সঙ্খ্যে কৃতকৃত্যোঽদ্য জীবসি ॥
শ্রুত্বা তু ভাষিতং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২১
রাবণাদীনতিক্রম্য কুম্ভকর্ণাদিরাক্ষসান্ ।
ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রশংসথ রাবণিম্ ॥২২
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা রামং প্রীত্যা বচোঽব্রবীৎ ॥
শৃণু রাম যথা বৃত্তং রাবণে রাবণস্য চ ।
জন্মকর্ম্মবরাদানং সঙ্ক্ষেপাদ্‌গদতো মম ॥ ২৪
পুরা কৃতযুগে রাম পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
তপস্তপ্তুং গতো বিদ্বান্ মেরোঃ পার্শ্বং মহামতিঃ
তৃণবিন্দোরাশ্রমেঽসৌ ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ।
তপস্তেপে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা ॥ ২৬
তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।
গায়ন্ত্যো ননৃতুস্তত্র হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৭
পুলস্ত্যস্য তপোবিঘ্নং চক্রুঃ সর্ব্বা অনিন্দিতাঃ ।

দর্শন করিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সত্বর প্রত্যুত্থান করিলেন ও যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া মধুপর্কে গো নিবেদন করিলেন। অনন্তর প্রণাম করিয়া যথাযোগ্য-ভাবে তাঁহাদিগকে দিব্য আসন সকল দিলেন। রাম-পূজিত মুনিগণ, হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিলে, শ্রীরাম সকলকেই কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা রামকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাবাহু! রাম! তোমার সর্ব্বত্র কুশল ত? হে শত্রুদমন! আমরা আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে শত্রু বধ করিয়া সমাগত দেখিতেছি। রাম! সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার পক্ষে ভার নহে; তুমি শরাসন গ্রহণ করিলে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ। ভাগ্যক্রমে তুমি রাবণ প্রভৃতি সকল রাক্ষসকে নিহত করিয়াছ। হে মহাবাহু! বরং এই রাবণ বধসাধ্য; কিন্তু এই যে ইন্দ্রজিদ্বধ হইয়াছে, তাহা অসাধ্য-সাধন। হে রঘুবর! অন্তকোপম, কুম্ভকর্ণাদি, যুদ্ধস্থলে তোমার অন্তক-সদৃশ শরাঘাতে নিহত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বেই আমাদিগকে এই অভয় দান করিয়াছিলে; সেই অভয় দান সফল হইয়াছে। রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আজ কৃতকার্য্য হইয়া বাঁচিলে।" ভাবিতাত্মা ঋষিগণের কথা শুনিয়া রাম পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাবণ প্রভৃতিকে অতি-ক্রমণ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন?"১০-২২। অনন্তর মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য, মহাত্মা রাঘবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতি সহকারে বলিলেন,—"রাম! রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের জন্ম, ও বর-গ্রহণ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছিল, আমি সঙ্ক্ষেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাম! পূর্ব্বে সত্যযুগে, ব্রহ্মার পুত্র বিদ্বান্ মহামতি পুলস্ত্য, তপস্যা করিবার জন্য, সুমেরু-পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন। এই মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ তৃণবিন্দুর আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন এবং সর্ব্বদা স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই মহারমণীয় আশ্রমে দেব-কন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্যগীত বাদ্য ও হাস্য পরিহাস করিত। এইরূপে সেই সকল আন-ন্দিত রমণীগণ পুলস্ত্যের তপে বিঘ্ন করিতে

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার বচো মহৎ॥২৮
যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি।
তাঃ সর্ব্বাঃ শাপসংবিগ্না ন তং দেশং প্রচক্রমুঃ॥
তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেঃ কন্যা তন্নাশৃণোদ্বচঃ।
বিচচার মুনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রপশ্যতী॥ ৩০
বভূব পাণ্ডুরতনুর্ব্যঞ্জিতান্তঃশরীরজা।
দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবর্ণ্যং ভীতা পিতরমন্বগাৎ॥ ৩১
তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্ট্বা রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ।
ধ্যাত্বা মুনিকৃতং সর্ব্বং বৈদিজ্ঞানচক্ষুষা॥ ৩২
তাং কন্যাং মুনিবর্য্যায় পুলস্ত্যায় দদৌ পিতা।
তাং প্রগৃহ্যাব্রবীৎ কন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ॥৩৩
শুশ্রূষণপরাং দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতোঽব্রবীদ্বচঃ।
দাস্যামি পুত্রমেকং তে উভয়োর্বংশবর্দ্ধনম্॥ ৩৪
ততঃ প্রাসূত সা পুত্রং পুলস্ত্যাল্লোকবিশ্রুতম্।
বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিন্মুনিঃ॥৩৫
তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
ভার্য্যার্থং স্বাং দুহিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা॥৩৬
তস্যাস্তু পুত্রঃ সঞ্জজ্ঞে পৌলস্ত্যাল্লোকসম্মতঃ।
পিতৃতুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ॥ ৩৭
দদৌ তত্তপসা তুষ্টো ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভম্।
মনোঽভিলষিতং তস্য ধনেশত্বমখণ্ডিতম্॥ ৩৮
ততো লব্ধবরঃ সোঽপি পিতরং দ্রষ্টুমাগতঃ।
পুষ্পকেণ ধনাধ্যক্ষো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা॥ ৩৯
নমস্কৃত্যাথ পিতরং নিবেদ্য তপসঃ ফলম্।
প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্ত্বা বরমনিন্দিতম্॥ ৪০
নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ।
ব্রূহি মে নিয়তং স্থানং হিংসা যত্র ন কস্যচিৎ॥
বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
রাক্ষসানাং নিবাসায় নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৪২
ত্যক্তা বিষ্ণুভয়াদ্দৈত্যা বিবিশুস্তে রসাতলম্।

লাগিল। তখন মহাতেজা পুলস্ত্য কুপিত হইয়া এই মহৎ বাক্য বলিলেন,—“যে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে।” তাহারা সকলে সেই অভিশাপে উদ্বিগ্ন হইয়া সেইস্থানে আর আসিত না। কিন্তু রাজর্ষি, তৃণবিন্দুর কন্যা সেই বাক্য শ্রবণ করে নাই; নির্ভয় ভাবে মুনিকে অবলোকন করত তাঁহার সম্মুখ ভাগে বিচরণ করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। তৃণবিন্দু-তনয়া, শরীরের বিবর্ণতা অবলোকন করিয়া সভয়ে পিতৃসমীপে গমন করিল। অমিত-তেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু তাহাকে অবলোকন করিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রে পুলস্ত্য-কৃত সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন। তখন পিতা তৃণবিন্দু মুনিবর পুলস্ত্যকে সেই কন্যা দান করিলেন। দ্বিজ পুলস্ত্যও সেই কন্যা প্রতিগ্রহ করিয়া বলিলেন “ভাল।” মুনি পুলস্ত্য তাহাকে শুশ্রূষাপরায়ণা দেখিয়া প্রীতি সহকারে বলিলেন—“মাতৃপিতৃকুলের বংশবর্দ্ধন এক পুত্র তোমাকে প্রদান করিব। পরে তৃণবিন্দু-নন্দিনী পুলস্ত্য-সংসর্গে এক লোক-প্রসিদ্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুলস্ত্য-সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞ মুনি “বিশ্রবা” নামে বিখ্যাত হন। ২৩-৩৫। বিশ্রবার স্বভাব-চরিত্রাদি দেখিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার ভার্য্যা করিবার, জন্য নিজ দুহিতাকে আনন্দে তদীয় হস্তে সমর্পণ করেন। পুলস্ত্য-পুত্রের ঔরসে তদীয় গর্ভে লোক-সম্মত এক পুত্র উৎপন্ন হন। বৈশ্রবণ পিতৃ-তুল্য ও ব্রহ্মার অনুমোদিত ব্যক্তি। ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনোভিলষিত সম্পূর্ণ ধনাধ্যক্ষতা রূপ শুভবর প্রদান করেন। অনন্তর কুবের, বরলাভে ধনাধ্যক্ষ হইয়া, ব্রহ্মার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল পুষ্পক বিমানযোগে পিতাকে দেখিতে আসিলেন। পরে পিতাকে নমস্কার করিয়া তপস্যার ফল নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, —“ভগবান্ পরমেশ্বর ব্রহ্মা আমাকে উৎকৃষ্ট বর দান করিয়াছেন; কিন্তু বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই; যেখানে কাহারও হিংসা না হয়, নিয়ত বাসের এমন কোন স্থান বলিয়া দিন।” বিশ্রবাও তাঁহাকে বলিলেন—“লঙ্কা নামে এক উত্তম নগরী আছে; রাক্ষসগণের নিবাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার অধিবাসী রাক্ষসগণ বিষ্ণু-

সা পুরী দুষ্প্রধর্ষা দৈত্যৈর্মধ্যেসাগরমাস্থিতা ॥ ৪৩
তত্র বাসায় গচ্ছ ত্বং নাক্তৈঃ সাধিষ্ঠিতা পুরা।
পিত্রাদিষ্টস্ত্বসৌ গত্বা তাং পুরীং ধনদোঽবিশৎ ॥
স তত্র সুচিরং কালমুবাস পিতৃসম্মতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪৫
রসাতলান্মর্ত্ত্যলোকং চচার পিশিতাশনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদ্দেবীমিব শ্রিয়ম্ ॥৪৬
অপশ্যদ্ধনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেণ সঃ।
হিতায় চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭
উবাচ তনয়াং তত্র নৈকষীং নাম নামতঃ।
বৎসে বিবাহকালস্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈর্গৃহ্যসে শুভে।
সা ত্বং বরয় ভদ্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥৪৯
স্বয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।
ঈদৃশাঃ সর্ব্বশোভাঢ্যা ধনদেন সমাঃ শুভে ॥ ৫০

তথেতি সাশ্রমং গত্বা মুনেরগ্রে ব্যবস্থিতা।
লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১
তামপৃচ্ছৎ মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি বরবর্ণিনি।
সাব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ব্রহ্মন্ ধ্যানেন জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৫২
ততো ধ্যাত্বা মুনিঃ সর্ব্বং জ্ঞাত্বা তাং প্রত্যভাষত
জ্ঞাতং তত্ত্বাভিলষিতং মত্তঃ পুত্রানভীপ্সসি ॥ ৫৩
দারুণায়াং তু বেলায়ামাগতাসি সুমধ্যমে।
অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সম্ভবিষ্যতঃ ॥ ৫৪
সাব্রবীন্মুনিশার্দ্দূল ত্বত্তোঽপ্যেবংবিধৌ সুতৌ।
তামাহ পশ্চিমো যস্তে ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫
মহাভাগবতঃ শ্রীমান্ রামভক্ত্যেকতৎপরঃ।
ইত্যুক্তা সা তথা কালে সুষুবে দশকন্ধরম্ ॥ ৫৬
রাবণং বিংশতিভুজং দশশীর্ষং সুদারুণম্।
তদ্দক্ষো জাতমাত্রেণ চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৫৭

ভয়ে সেই নগরী পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে। সাগর মধ্যে অবস্থিত সেই নগরী অপরের দুরাক্রমণীয়। তুমি বাস করিবার জন্য সেই খানে গমন কর; রাক্ষসগণের তথা হইতে গমনাবধি এত দিবস তাহাতে অপরে বাস করে নাই" কুবের পিতার আদেশে গমন করিয়া সেই নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। পিতৃপ্রিয় কুবের অনেককাল তথায় বাস করেন। পরে কোন সময়ে মাংসাশী সুমালী নামে রাক্ষস, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সুন্দরী অবিবাহিতা নিজ তনয়াকে সঙ্গে লইয়া রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছিল। ইত্যবসরে, ধনদ দেব কুবেরকে পুষ্পকযোগে বিচরণ করিতে দেখিল। তখন মহামনা রাক্ষস রাক্ষসকুলের হিতার্থ চিন্তা করিল; এবং নৈকষী নাম্নী নিজ তনয়াকে বলিল,—"বৎসে! তোমার বিবাহের উপযুক্ত সময় যৌবন-কাল ও অতিক্রান্ত হয় হয় হইয়াছে; হে শুভে! পাছে প্রত্যাখ্যান কর, এই ভয়ে কোন বরই তোমাকে গ্রহণ করিতে সাহসী হয় না; তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ব্রহ্ম-কুলসম্ভূত এই বিশ্রবা ঋষিকে আপনিই গিয়া বরণ কর। হে শুভে! তাহাতে কুবের তুল্য ঈদৃশ সর্ব্বশোভা-সম্পন্ন মহাবল পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে।" নৈকষী—"আচ্ছা" বলিয়া আশ্রমে গিয়া মুনি-সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তথায় চরণাগ্র দ্বারা ভূমি উল্লেখন করত অধোমুখী হইয়া রহিল ৩৬-৫১। মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বরবর্ণিনি! দেখিতেছি, তোমার বিবাহ হয় নাই, তুমি কে!" নৈকষী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—"ব্রহ্মন্! ধ্যান করিয়া অবগত হউন।" অনন্তর মুনি, ধ্যানযোগে সমস্ত বিদিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"তোমার যথার্থ অভিলাষ জানিয়াছি; তুমি আমা হইতে পুত্র কামনা করিতেছ। কিন্তু হে সুমধ্যমে! দারুণ সময়ে আসিয়াছ। অতএব তোমার দুইটী দারুণ-প্রকৃতি রাক্ষস পুত্র হইবে; নৈকষী বলিল,—"হে মুনিবর! আপনা হইতেও এইরূপে পুত্র হইবে?" তখন মুনি তাহাকে বলিলেন—"তোমার যেটী কনিষ্ঠ পুত্র হইবে, সেই মহাভাগবত, শ্রীমান্, মহামতি ও সর্ব্বদা রাম-ভক্তিপরায়ণ হইবে।" এইরূপ কথিত হইয়া নৈকষী যথাকালে অতি দারুণ দশগ্রীব রাবণকে প্রসব করিল; তাহার বিংশতি বাহু ও দশ মস্তক। সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্র

বসুন্ধরা কম্পিতা চাভূদ্ ভূরি নিমিত্তান্যভবন্নপি।
কুম্ভকর্ণস্ততো জাতো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ। ৫৮
ততঃ শূর্পণখা নাম জাতা রাবণসোদরা।
ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌম্যদর্শনঃ॥
স্বাধ্যায়ী নিয়তাহারো নিত্যকর্ম্মপরায়ণঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা বিপ্রান্ সন্তুষ্টচেতসঃ॥ ৬০
ভক্ষয়ন্নৃষিসঙ্ঘাংশ্চ বিচচারাতিদারুণঃ।
রাবণোঽপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ।
ববৃধে লোকনাশায় হ্যাময়ো দেহিনামিব॥ ৬১
রাম ত্বং সকলান্তরস্থমতিতো জানাসি বিজ্ঞানদৃক
সাক্ষী সর্ব্বহৃদিস্থিতো হি পরমো নিত্যোদিতো নির্ম্মলঃ।
ত্বং লীলামনুজাকৃতিঃ স্বমহিনা মায়াগুণৈর্নাস্পৃশসে
লীলার্থং প্রতিচোদিতোঽহমদ্য ভবতো বক্ষ্যামি রক্ষোদ্ভবম্॥ ৬২

বসুন্ধরা কম্পিত হইল; এবং ধ্বংসসূচক বহুতর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। তৎপরে মহা পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণ জন্ম-গ্রহণ করে। তাহার পর শূর্পণখা নামে রাবণের এক সহোদরা উৎপন্ন হয়। অনন্তর প্রশান্তচিত্ত সৌম্যদর্শন বিভীষণ উৎপন্ন হন। বিভীষণ, স্বাধ্যায়-তৎপর, সংযতভোজী ও নিত্য-কর্ম্মপরায়ণ হইলেন। অতি দারুণ দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ প্রশান্তচিত্ত বিপ্রগণকে ও ঋষিসমূহকে ভক্ষণ করত বিচরণ করিত। শরীরিগণের বিনাশার্থ রোগ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোকভয়াবহ মহাবল রাবণও সকল লোক বিনাশের জন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।" "রাম! তুমি নির্ম্মল নিত্য-প্রকাশ পরম পদার্থ; সকলেরই মনোগত বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ; কারণ, তুমি বিজ্ঞানরূপে সর্ব্বদর্শী, সাক্ষী ও সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত; তোমার মহিমা কেবল তুমিই জান; মায়াগুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তুমি লীলাক্রমে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া লীলার জন্যই আমাকে বলিতে আদেশ করিয়াছ, তাই আজ তোমার নিকটে রাক্ষসগণের উৎপত্তি বিবরণ বলিতেছি। রাম হে! আমি

জানামি কেবলমনন্তমচিন্ত্যশক্তিং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং বিদিতাত্মতত্ত্বম্।
ত্বাং রাম মূঢ়মিজরূপমনুপ্রবৃত্তো
মূঢ়োঽপ্যহং তবদনুগ্রহতশ্চরামি॥ ৬৩
এবং বদত্যমিনবংশপবিত্রকীর্ত্তঃ
কুম্ভোদ্ভবং রঘুপতিঃ প্রহসন্ বভাসে।
মায়াশ্রিতং সকলমেতদনন্তকত্বাৎ
মৎকীর্ত্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ॥ ৬৪

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনির্ভরঃ।
মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্ব্বেষাং তত্র শৃণ্বতাম্॥ ১
অথ বিশ্বেশ্বরো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আযযৌ পুষ্পকারূঢ়ঃ পিতরং দ্রষ্টুমঞ্জসা॥ ২

মূঢ় হইলেও তোমার অনুগ্রহেই তোমাকে অবগত আছি,—"তুমি একমাত্র, অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি ও চৈতন্যস্বরূপ; তোমার নাশ নাই, উৎপত্তি নাই; তুমি আত্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ, নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া রহিয়াছ; আমি তদনুসারেই প্রবৃত্ত হইয়া তোমার প্রতি মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছি। কুম্ভসম্ভূত ঋষি এইরূপ বলিতে থাকিলে, সূর্য্যবংশের পুণ্যশ্লোক রঘুপতি হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন—আমা ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে; অতএব জানিও জগতে সমস্তই মায়াময়। জানিও মদীয় চরিত্র-কীর্ত্তন কলুষরাশি বিনাশ করে।" ৫২—৬৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অগস্ত্য মুনি, শ্রীরামের কথা শুনিয়া পরমানন্দে সভামধ্যে ভ্রাতৃবর্গ সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—কিছুকাল পরে কোন সময়ে দেব ধনাধ্যক্ষ, পিতাকে দেখিবার জন্য, পুষ্পকারোহণে

দৃষ্ট্বা তং নৈকষী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
রাক্ষসী পুত্রসামীপ্যং গত্বা রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩
পুত্র পশ্য ধনাধ্যক্ষং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।
ত্বমপ্যেবং যথা ভূয়াস্তথা যত্নং কুরু প্রভো ॥ ৪
তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষং প্রতিজ্ঞায় পরোদ্রুতম্
ধনদেন সমো যাপি হ্যধিকো বা চিরেণ তু। ৫
ভবিষ্যাম্যম্ব মাং পশ্য সন্তাপং ত্যজ সুব্রতে।
ইত্যুক্ত্বা দুষ্করং কর্ত্তুং তপঃ স দশকন্ধরঃ ॥ ৬
আগমৎ ফলসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণং তু সহ সুজঃ।
স্বং স্বং নিয়মমাস্থায় ভ্রাতরস্তে তপো মহৎ ॥ ৭
আস্থিতা দুষ্করং ঘোরং সর্ব্বলোকৈকতাপনম্।
দশবর্ষসহস্রাণি কুম্ভকর্ণোঽকরোত্তপঃ ॥ ৮
বিভীষণোঽপি ধর্ম্মাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৯
দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ।
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ ॥ ১০
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামস্য ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তশ্চাথ প্রজাপতি।
বৎস বৎস দশগ্রীব প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত।
এবং বরয় দাস্যামি যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১১
দশগ্রীবোঽপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অমরত্বং বৃণোমীশ বরদেশ যদি মে ভবান্।
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবতানাং তথাসুরৈঃ ॥ ১২
অবধ্যত্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মানুষাঃ।
তথাস্ত্বিতি প্রজাধ্যক্ষঃ পুনরাহ দশাননম্ ॥ ১৩
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি যানি তেঽসুরপুঙ্গব।
ভবিষ্যন্তি যথাপূর্ব্বমক্ষয়াণি চ সত্তম ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা ততো রাম দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ।
বিভীষণমুবাচেদং প্রসন্নং তস্য বৎসলঃ ॥ ১৫
বিভীষণ ত্বয়া বৎস কৃতং ধর্ম্মার্থমুত্তমম্।

সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসী নৈকষী তথায় মহাতেজা কুবেরকে বিরাজমান দেখিয়া পুত্রসমীপে গমনপূর্ব্বক রাবণকে বলিল,—"পুত্র! স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল ধনাধ্যক্ষকে অবলোকন কর। হে সমর্থ! তুমিও যাহাতে এইরূপ হইতে পার,—তদ্বিষয়ে যত্ন কর।" তাহা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমি অবিলম্বে ধনাধ্যক্ষের সদৃশ বা তদপেক্ষা প্রধান হইব, মা! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর! হে সুব্রতে! সন্তাপ পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া দশানন ইষ্টসিদ্ধির জন্য দুষ্কর তপস্যা করিতে অনুজদ্বয় সমভিব্যাহারে গোকর্ণ-তীর্থে আগমন করিল। সেই ভ্রাতৃত্রয় নিজ নিজ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ঘোরতর দুষ্কর মহাতপস্যা করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে সমস্ত লোক অত্যন্ত সন্তাপযুক্ত হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিল; সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ পঞ্চসহস্র বৎসর একপাদে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিলেন। আর দশানন নিরাহার হইয়া দশসহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। এক এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইত, অমনি দশানন এক একটী মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিত; এইরূপে তাহার নয়টা সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর রাবণ দশ সহস্র বৎসরে দশম মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষী হইলে, ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মা তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং 'বৎস! বৎস! দশগ্রীব! আমি প্রীত হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর, তোমার যাহা অভিলষিত আমি তাহা প্রদান করিব" এই কথা বলিলেন। ১-১১ দশগ্রীবও তাহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল,—"হে ঈশ্বর! যদি আপনি আমাকে বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অমরত্ব প্রার্থনা করি; এই বর প্রদান করুন, আমি যেন সুরাসুর সুপর্ণ নাগ ও যক্ষদের অবধ্য হই; মনুষ্যেরা ত তৃণ-তুল্য অগ্রাহ্য, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব?" প্রজাপতি "তথাস্তু" বলিয়া পুনরায় দশাননকে বলিলেন, —"হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তাহা পূর্ব্ববৎ হইবে হে সাধকশ্রেষ্ঠ! তাহা অক্ষয় হইবে!" হে রাম! ভক্তবৎসল প্রজাপতি দশাননকে এই কথা বলিয়া অনন্তর, প্রসন্ন বিভীষণকে

তপস্তেঽহং বরং বৎস বৃণীষ্বাভিমতং স্থিতম্ ॥ ১৬
বিভীষণোঽপি তং নত্বা প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ।
দেব মে সর্ব্বদা বুদ্ধির্ধর্ম্মে তিষ্ঠতু শাশ্বতী ।
মা রোচত্বধর্ম্মে মে বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১৭
ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাব্রবীৎ ।
বৎস ত্বং ধর্ম্মশীলোঽসি তথৈব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৮
অযাচিতোঽপি তে দাস্যে হ্যমরত্বং বিভীষণ ।
কুম্ভকর্ণমথোবাচ বরং বরয় সুব্রত ॥ ১৯
বাণ্যা ব্যাপ্তোঽথ তং প্রাহ কুম্ভকর্ণঃ পিতামহম্ ।
স্বপ্স্যামি দেব ষণ্মাসান্ দিনমেকন্তু ভোজনম্ ॥
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ।
সরস্বতী চ তদ্বক্ত্রান্নির্গতা প্রযযৌ দিবম্ ॥ ২১
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।
অনভিপ্রেতমেব স্যাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ ॥ ২২

সুমালী বরলব্ধাংস্তান্ জ্ঞাত্বা পৌত্রান্ নিশাচরান্
পাতালান্নির্ভয়ঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিভিরন্বিতঃ ॥ ২৩
দশগ্রীবং পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা তে পুত্র সংবৃত্তো বাঞ্ছিতো মে মনোরথঃ
যদ্ভয়াচ্চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্ ।
তদ্গতং নো মহাবাহো মহদ্বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৫
অস্মাভিঃ পূর্ব্বমুষিতা লঙ্কেয়ং ধনদেন তে ।
ভ্রাত্রাক্রান্তামদনীং ত্বং প্রত্যানেতুমিহার্হসি ॥ ২৬
সাম্না বাথ বলেনাপি রাজ্যাৎ বন্ধুঃ কুতঃ সুহৃৎ ।
ইত্যুক্তো রাবণঃ প্রাহ নার্হস্যেবং প্রভাষিতুম্ ॥ ২৭
বিত্তেশো গুরুরস্মাকমেবং শ্রুত্বা তমব্রবীৎ
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ২৮
শৃণু রাবণ যত্নেন নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ।
নাধীতা রাজধর্ম্মাস্তে নীতিশাস্ত্রং তথৈব চ ॥ ২৯

বলিলেন,—"বৎস বিভীষণ! তুমি ধর্ম্মের জন্য উত্তম তপস্যা করিয়াছ। অতএব হে বৎস! অভিলষিত হিতজনক বর প্রার্থনা কর।" বিভীষণও পুনরায় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন,—"হে দেব! আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আমার বুদ্ধি যেন নিরন্তর ধর্ম্মে রত থাকে, কোন সময়ে কোন কালে যেন অধর্ম্মে নিরত না হয়।" অনন্তর প্রজাপতি প্রীত হইয়া বিভীষণকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি বর্ত্তমানেও ধর্ম্ম-শীল, ভবিষ্যতেও এইরূপ থাকিবে। হে বিভীষণ! তুমি প্রার্থনা না করিলেও, আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি।" অনন্তর কুম্ভকর্ণকে বলিলেন,—"হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর।" তখন কুম্ভকর্ণ দুষ্টসরস্বতী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পিতামহকে বলিল,—"দেব! আমি ছয় মাস নিদ্রা যাইব; আর এক দিন আহার করিব।" ব্রহ্মা অলক্ষ্যে সমাগত দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"তথাস্তু।" তখন সরস্বতী, তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—হা অদৃষ্ট! আমার এইরূপ বর অভিপ্রেত না হইলেও মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন?" ১২—২২।

সুমালী, দৌহিত্র—সেই সমস্ত রাক্ষসগণ বর পাইয়াছে জানিয়া, প্রহস্তাদির সহিত নির্ভয়ে পাতাল হইতে রাবণ-সমীপে গমন করিল; এবং দশাননকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিল,—"বৎস! আমি যাহা মনে মনে অভি-লাষ করিতাম, ভাগ্যক্রমে তাহা তোমার সফল হইয়াছে; যাহার ভয়ে আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে গিয়াছিলাম, হে মহাবাহু! সেই বিষ্ণুসম্ভূত মহাভয় আমাদিগের দূর হই-য়াছে। আমরাই পূর্ব্বে এই লঙ্কাতে বাস করিতাম, এক্ষণে তাহা তোমার ভ্রাতা ধনপতির অধীন; এখন সাম কথায় না হয়, বলপূর্ব্বক তোমার তাহা আচ্ছন্ন করিয়া লওয়া উচিত হইতেছে; রাজাদিগের আবার সুহৃৎ, বন্ধু কে থায়?" এইরূপ কথিত হইয়া রাবণ বলিল,—"এইরূপ বলা আপনাদের উচিত হই-তেছে না; ধনাধ্যক্ষ আমাদের গুরু।" এই রূপ শুনিয়া প্রহস্ত, দশগ্রীব রাবণকে সবিনয়ে এই কথা বলিল,—"রাবণ! যত্নসহকারে আমা-দিগের কথা শুন; এরূপ বলা তোমার উচিত হইতেছে না; বোধ হয় তুমি রাজধর্ম্ম এবং

সুরাণাং ন হি সৌভ্রাত্রং শৃণু মে বদতঃ প্রভো।
কশ্যপস্য সুতা দেবা রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ॥ ৩০
পরস্পরমযুধ্যন্ত ত্যক্ত্বা সৌহৃদমায়ুধৈঃ।
নৈবেদানীন্তনং রাজন্ বৈরং দেবৈরনুষ্ঠিতম্॥৩১
প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবো দুরাত্মনঃ।
তথেতি ক্রোধতাম্রাক্ষস্ত্রিকূটাচলমব্রগাৎ॥ ৩২
দূতং প্রহস্তং সংপ্রেষ্য নিষ্কাশ্য ধনদেশ্বরম্।
লঙ্কামাক্রম্য সচিবৈ রাক্ষসৈঃ সুখমাস্থিতঃ॥৩৩
ধনদঃ পিতৃবাক্যেন ত্যক্ত্বা লঙ্কাং মহাযশাঃ।
গত্বা কৈলাসশিখরং তপসাতোষয়চ্ছিবম্॥ ৩৪
তেন সখ্যমনুপ্রাপ্য তেনৈব পরিপালিতঃ।
অলকাং নগরীং তত্র নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মণা।
দিক্‌পালত্বং চকারাত্র শিবেন পরিপালিতঃ॥ ৩৫
রাবণো রাক্ষসৈঃ সার্দ্ধমভিষিক্তঃ সহানুজৈঃ।
রাজ্যং চকারাসুরাণাং ত্রিলোকীং বাধয়ন্ খলঃ॥
ভগিনীং কালখঞ্জায় দদৌ বিকটরূপিণীম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বায় নাম্নাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ।
ততো ময়ো বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসানাং দিতেঃ সুতঃ॥
সুতাং মন্দোদরীং নাম্না দদৌ লোকৈকসুন্দরীম্।
রাবণায় পুনঃ শক্তিমমোঘাং প্রীতমানসঃ॥ ৩৮
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বৃত্রজ্বালেতিবিশ্রুতাম্।
স্বয়ং দত্তামুদবহৎ কুম্ভকর্ণায় রাবণঃ॥ ৩৯
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ।
বিভীষণস্য ভার্য্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞাং সমুদাবহৎ॥ ৪০
সরমাং নাম সুভগাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ॥ ৪১
জাতমাত্রস্তু যো নাদং মেঘবৎ প্রমুমোচ হ।
ততঃ সর্ব্বেঽব্রুবন্মেঘনাদোঽয়মিতি চাসকৃৎ॥৪২
কুম্ভকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিদ্রা মাং বাধতে প্রভো।
ততশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তরাম্॥ ৪৩
তত্র সুষ্বাপ মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণো বিঘূর্ণিতঃ।

নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই। দেবগণের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ নাই। প্রভো! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। মহাবল রাক্ষস ও দেবতা-বৃন্দ সকলেই কশ্যপের পুত্র; তাহারা পরস্পর সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজন্! দেবগন আমাদিগের সহিত নূতন শত্রুতাচরণ করে নাই।" দশানন দুরাত্মা প্রহস্তের কথা শুনিয়া "আচ্ছা" বলিয়া কোপাকুণিত-লোচনে ত্রিকূটপর্ব্বতে গমন করিল এবং প্রহস্তকে দূত পাঠাইয়া কুবেরকে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। অনন্তর লঙ্কা অধিকার করিয়া দশানন, মন্ত্রী ও রাক্ষসগণের সহিত, তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাযশা ধনেশ্বর, পিতৃ-বাক্যে লঙ্কা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৈলাস-শিখরে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর তাঁহার সহিত সখিত্ব হইলে, তাঁহারই আশ্রয়ে কৈলাস পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা অলকা নগরী নির্ম্মাণ করাইলেন। এই স্থানে শিবপালিত হইয়া দিক্‌পালত্ব করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সেই সানুজ রাবণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাবণ ত্রিলোক উৎপীড়ন করত সেইখানে, রাক্ষসরাজ্য পালন করিতে লাগিল। ২৩—৩৬। কালখঞ্জ-বংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব-নামা রাক্ষসের হস্তে বিকটরূপিণী—নিজ ভগিনীকে সম্প্রদান করিল। এই নিশাচর অত্যন্ত মায়াবী। অসুরশিল্পী ময়দানব প্রীতচিত্তে জগতের মধ্যে প্রধান সুন্দরী মন্দোদরী নাম্নী নিজ দুহিতা ও অমোঘ শক্তি রাবণকে দান করিল। রাবণ, বৃত্রজ্বালা নামে বিখ্যাতা বৈরোচনদৌহিত্রীকে কুম্ভকর্ণের জন্য লইয়া আসিল। তদীয় পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কন্যাদান করিয়াছিল। রাবণ সর্ব্বলক্ষণান্বিতা সুভগা ধর্ম্মজ্ঞা সরমা নাম্নী গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের তনয়াকে বিভীষণের ভার্য্যা করিতে লইয়া আসিল। অনন্তর মন্দোদরী, মেঘনাদ নামক পুত্র প্রসব করিল। এই মন্দোদরী-তনয় জন্মিবামাত্র মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়াছিল; তাই সকলেই বার-বার "এই বালক মেঘনাদ", এই কথা বলিয়াছিল। কুম্ভকর্ণ বলিয়াছিল, "প্রভো! আমি নিদ্রাপীড়িত হইতেছি।" তখন রাবণ, সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত গুহানির্ম্মাণ করাইল। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাঘূর্ণিত ও মূঢ়-চিত্ত হইয়া

নিদ্রিতে কুম্ভকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণানৃষিমুখ্যাংশ্চ দেবদানবকিন্নরান্।
যক্ষগন্ধর্বান্ মনুষ্যাংশ্চ নিজঘ্নে স মহোরগান্॥ ৪৫
ধনদোঽপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্যাক্রমং প্রভুঃ।
অধর্ম্মং মা কুরুষ্বেতি দূতবাক্যৈর্ন্যবারয়ৎ॥ ৪৬
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্।
বিনির্জ্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুষ্পকম্॥ ৪৭
ততো যমঞ্চ বরুণং নির্জিত্য সমরেঽসুরঃ।
স্বর্গলোকমগাত্তূর্ণং দেবরাজজিঘাংসয়া॥ ৪৮
ততোঽভবন্মহদ্ যুদ্ধমিন্দ্রেণ সহ দৈবতৈঃ।
ততো রাবণমভ্যেত্য ববন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ॥ ৪৯
তচ্ছ্রুত্বা সহসাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্।
কৃত্বা ঘোরং মহদ্ যুদ্ধং জিত্বা ত্রিদশপুঙ্গবান্॥ ৫০
ইন্দ্রং গৃহীত্বা বদ্ধাসৌ মেঘনাদো মহাবলঃ।
মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বেন্দ্রং যযৌ পুরম্॥ ৫১
ব্রহ্মা তু মোচয়ামাস দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ।
দত্ত্বা বরান্ বহুংস্তস্মৈ ব্রহ্মা স্বভবনং যযৌ॥ ৫২
রাবণো বিজয়ী লোকান্ সর্ব্বান্ জিত্বা ক্রমেণ তু
কৈলাসং তোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ॥ ৫৩
তত্র নন্দীশ্বরেণৈবং শপ্তোঽহং রাবণেশ্বরঃ।
বানরৈর্ম্মানুষৈশ্চৈব নাশং গচ্ছেতি কোপিনা॥ ৫৪
শপ্তোঽপ্যগণয়ন্ বাক্যং যযৌ হৈহয়পত্তনম্।
তেন বদ্ধো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যেন বিমোচিতঃ॥ ৫৫
ততোঽপি বলমাসাদ্য জিঘাংসুর্হরিপুঙ্গবম্।
ধৃতস্তেনৈব কক্ষেণ বালিনা দশকন্ধরঃ॥ ৫৬
ভ্রাময়িত্বা তু চতুরঃ সমুদ্রান্ রাবণং হরিঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ॥ ৫৭
রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকান্মহাবলঃ।
চকার স্ববশে রাম বুভুজে স্বয়মেব তান্॥ ৫৮
এবংপ্রভাবো রাজেন্দ্র দশগ্রীবঃ সহেন্দ্রজিৎ।
ত্বয়া বিনিহতঃ সঙ্খ্যে রাবণো লোকরাবণঃ॥ ৫৯

তাহার মধ্যে নিদ্রিত রহিল। কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইলে লোকরাবণ রাবণ,—ব্রাহ্মণগণ, প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দানবগণ, কিন্নরগণ, মনুষ্যগণ ও মহাসর্পগণকে নিহত করিতে লাগিল; এবং দেবগণের সম্পত্তি হরণ করিতে লাগিল। প্রভু ধনাধ্যক্ষও দেবাদির প্রতি রাবণের অন্যায় ব্যবহার শ্রবণ করিয়া "অধর্ম্ম করিও না" বলিয়া দূতমুখে রাবণকে অধর্ম্ম করিতে নিবারণ করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের-ভবনে গমন করিল। ধনাধ্যক্ষকে পরাজিত করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট পুষ্পক-বিমান হরণ করিয়া লইল। পরে সেই সুরশত্রু যম ও বরুণকে যুদ্ধে জয় করিয়া, ইন্দ্র-বধেচ্ছায় সত্বর স্বর্গলোকে গমন করিল। তথায় দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে সুরপতি রাবণসমীপে আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন। প্রতাপবান্ মেঘনাদ, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র আসিয়া ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুর-শ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিল; এবং ইন্দ্রকে গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া পিতাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া পরে মহাবল মেঘনাদ ইন্দ্রকে লইয়া নগরে গমন করিল। ব্রহ্মা মেঘনাদের হস্ত হইতে ইন্দ্রকে মুক্ত করেন। অনন্তর মেঘনাদকে বহুতর বর দান করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন।৩৭—৫২। বিজয়ী রাবণ, ক্রমে ক্রমে সকল লোক জয় করিয়া পরিঘ সদৃশ বাহু দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলিত করিল। তথায় নন্দীশ্বর রাবণরাজাকে "বানর ও মনুষ্যহস্তে নিহত হইবে" এই অভিসম্পাত প্রদান করেন। রাবণ, শাপগ্রস্ত হইয়াও সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানীতে গমন করে। তথায় কার্ত্তবীর্য্য দশাননকে বন্ধন করিয়াছিল, পরে পুলস্ত্য ঋষি, তাহাকে মুক্ত করেন। অনন্তর দশানন বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে বধ করিবার জন্য তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হয়। বালী তাহাকে কক্ষ মধ্যে স্থাপন করিয়াছিল। ঐ বানর, রাবণকে চতুঃসমুদ্র ঘুরাইয়া পরিত্যাগ করে। তাহার পর, রাবণ পরম প্রীত হইয়া বালীর সহিত সখিত্ব করিল। হে রাম! সেই মহাবল, রাবণ সকল লোক বশীভূত করিয়া স্বয়ং তাহা ভোগ করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাবণ ও ইন্দ্রজিতের প্রভাব

মেঘনাদশ্চ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
কুম্ভকর্ণশ্চ নিহতস্ত্বয়া পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৬০
ভবান্ নারায়ণঃ সাক্ষাজ্জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ।
ত্বং স্বরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৬১
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাচা সহ রঘূত্তম ॥ ৬২
বাহুভ্যাং লোকপালৌঘাশ্চক্ষুর্ভ্যাং চন্দ্রভাস্করৌ
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কর্ণাভ্যাং তে সমুত্থিতাঃ ॥ ৬৩
ঘ্রাণাৎ প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসত্তমৌ।
জঙ্ঘাজানূরুজঘনাদ্ভুবর্লোকাদয়োহভবন্ ॥ ৬৪
কুক্ষিদেশাৎ সমুৎপন্নাশ্চত্বারঃ সাগরা হরে।
স্তনাভ্যামিন্দ্রবরুণৌ বালখিল্যাশ্চ রেতসঃ ॥ ৬৫
মেঢ্রাদ্যমো গুদান্মৃত্যুর্মন্যো রুদ্রস্ত্রিলোচনঃ।
অস্থিভ্যঃ পর্ব্বতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ
ওষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ।
ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৬৭
নানারূপ ইবাভাসি গুণব্যতিকরে সতি।
ত্বামাশ্রিত্যৈব বিবুধাঃ পিবন্ত্যমৃতমধ্বরে ॥ ৬৮
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ত্বামাশ্রিত্যৈব জীবন্তি সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৬৯
ত্বদ্‌যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারেঽপি রাঘব।
ক্ষীরমধ্যগতং সর্পির্যথা ব্যাপ্যাখিলং পয়ঃ ॥ ৭০
ত্বদ্ভাসা ভাসতেঽর্কাদি ন ত্বং তেনাবভাসসে।
সর্ব্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্বিলোকয়েৎ ॥
নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেদন্ধদৃগ্ ভাস্করং যথা।
যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্ ॥ ৭২
অতন্নিরসনমুখৈর্বেদশীর্ষৈরহর্নিশম্।
ত্বৎপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ ॥ ৭৩
বিচিন্বন্তো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চান্যথা।
ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রতঃ।

এইরূপ, লোকদের [illegible] তুমি যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। মহাত্মা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন। পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণকে তুমি নিধন করিয়াছ। তুমি জগতের সাক্ষাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রভু নারায়ণ; এই সমস্ত চরাচর জগৎ তোমার স্বরূপ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন। হে রঘুবর! অগ্নি বাক্যের সহিত তোমার মুখ হইতে সম্ভূত; লোকপাল সকল তোমার বাহুযুগল হইতে, চন্দ্র-সূর্য্য নয়নযুগল হইতে এবং দিগ্-বিদিক্ সমস্ত কর্ণদ্বয় হইতে উদ্ভূত। প্রাণবায়ু ও দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসিকা হইতে এবং 'ভুবঃ' প্রভৃতি লোক, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু ও জঘন হইতে উৎপন্ন। ৫৩—৬৫। হে হরে! তোমার কুক্ষিদেশ হইতে চতুঃসাগর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্র ও বরুণ স্তনযুগল হইতে বালখিল্য মুনিগণ বীর্য্য হইতে, যম লিঙ্গ হইতে মৃত্যু গুহ্য হইতে, ত্রিলোচন রুদ্র ক্রোধ হইতে, পর্ব্বত সকল অস্থিসকল হইতে, মেঘরাশি কেশপাশ হইতে, ওষধিগণ তোমার রোম-সমূহ হইতে এবং খরাদি নখরনিকর হইতে উৎপন্ন। তুমি বিরাট্ পুরুষ, মায়াশক্তিসমন্বিত হইয়া গুণগণের বিশেষ বিশেষ সংসর্গ অনুসারে নানারূপবৎ প্রতীয়মান হও। সুরগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন। এই সকল চরাচর জগৎ তোমারই সৃষ্ট। চরাচর—সকলকেই তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে রাঘব! যেমন দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত,—সকল দুগ্ধে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যবহার কালেও সকল বস্তুই তোমার সহিত সম্বন্ধ। সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থ তোমার প্রভায় প্রভাসম্পন্ন হয়, তুমি তদ্দ্বারা প্রভা-সম্পন্ন হও না। যাহার জ্ঞানচক্ষু আছে, সে তোমাকে সর্ব্বত্রগ নিত্য এবং একমাত্র বলিয়া দেখিতে পায়। অন্ধ যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ অজ্ঞানদর্শী ব্যক্তি তোমাকে বুঝিতে পারে না। যাহাতে আত্ম-ভিন্ন বস্তুর নিরাকরণ আছে, বেদের শিরোভাগ সেই উপনিষৎ শাস্ত্রের সাহায্যে—যোগিগণ, পরমেশ্বর স্বরূপ তোমাকে নিজ হৃদয়ে নিরন্তর অন্বেষণ করেন। সেই যোগিগণ যদি তোমার শ্রীচরণের প্রতি ভক্তিলেশ-সম্পন্ন হন, তবেই চিন্মাত্ররূপী তোমাকে অন্বেষণ করত দেখিতে পান অন্যথা নহে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তোমার

ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশ ত্বদানুগ্রহভাগহম্। ৭৪
দিগ্দেশকালপরিহীনমনন্যমেকং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্।
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমনন্তগুণব্যপেত-
মায়ং ভজে রঘুপতিং ভজতামভিন্নম্॥ ৭৫

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

বালিসুগ্রীবয়োর্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
রবীন্দ্রৌ বানরাকারৌ জজ্ঞাতে ইতি নঃ শ্রুতিঃ॥

অগস্ত্য উবাচ।

মেরোঃ স্বর্ণময়স্যাদ্রের্মধ্যশৃঙ্গে মণিপ্রভে।
তস্মিন্ সভাস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা॥ ২
তস্যাং চতুর্ম্মুখঃ সাক্ষাৎ কদাচিদ্ যোগমাস্থিতঃ।
নেত্রাভ্যাং পতিতং দিব্যমানন্দসলিলং বহু॥ ৩
তদ্গৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যাত্বা কিঞ্চিত্তদত্যজৎ।
ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাজ্জাতো মহাকপিঃ॥ ৪
তমাহ দ্রুহিণো বৎস কিঞ্চিৎকালং বসাত্র মে।
সমীপে সর্ব্বশোভাঢ্যে ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥৫
ইত্যুক্তো ন্যবসত্তত্র ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ।
এবং বহুতিথে কালে গতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ॥ ৬
কদাচিৎ পর্য্যটন্নদ্রৌ ফলমূলার্থমুদ্যতঃ।
অপশ্যদ্দিব্যসলিলাং বাপীং মণিশিলাচিতাম্॥ ৭
পানীয়ং পাতুমাগচ্ছত্তত্র চ্ছায়াময়ং কপিম্।
দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মত্বা নিপপাত জলান্তরে॥ ৮
তত্রাদৃষ্ট্বা হরিং শীঘ্রং পুনরুৎপ্লুত্য বানরঃ।
অপশ্যৎ সুন্দরীং রামামাত্মানং বিস্ময়ং গতঃ॥ ৯
ততঃ সুরেশো দেবেশং পূজয়িত্বা চতুর্ম্মুখম্।
গচ্ছন্মধ্যাহ্নসময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্॥ ১০

সম্মুখে আমি কিছু প্রলাপ করিলাম, হে দেবেশ। ক্ষমা কর, আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র। যাঁহার দিক্, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ নাই;—যাঁহার উৎপত্তি বিনাশ ও গমনাদি নাই; যাঁহার গুণ অনন্ত এবং যিনি ভক্তগণ হইতে বিভিন্ন নহেন, সেই অদ্বিতীয় একমাত্র চিৎস্বরূপ মায়াতীত রঘুপতিকে ভজনা করি। ৬৬—৭৫।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরাম বলিলেন,—"বালী ও সুগ্রীবের জন্ম-বিবরণ-তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা শুনিয়াছি,—সূর্য্য ও ইন্দ্র বানররূপে উৎপন্ন হন।" অগস্ত্য বলিলেন,—সুবর্ণময় পর্ব্বত সুমেরুর মণিপ্রভ মধ্যশৃঙ্গে শতযোজন বিস্তৃত ব্রহ্মসভা আছে, একদা সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখ তাহাতে যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিত ছিলেন। তখন নয়ন-যুগল হইতে বহুতর দিব্য আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। ব্রহ্মা তাহা হস্তে লইয়া, কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ভূমিতে পতিত হইবামাত্র সেই জল হইতে এক মহাবানর উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—"বৎস! কিছুকাল আমার সমীপে নিখিল-শোভা-সম্পন্ন এই স্থানে বাস কর, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে।" ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সেই বানরশ্রেষ্ঠ তথায় বাস করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, কোন সময়ে সেই ঋক্ষরাজ বানর, পর্ব্বতে বিচরণ করত ফলমূল গ্রহণে উদ্যত হইল। তখন সে নির্ম্মল-সলিলা মণিশিলা-খচিত একটী দীর্ঘিকা দেখিতে পাইল। জল পান করিবার নিমিত্ত তথায় আগত হইল। সেই জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব বানর অবলোকনপূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য বানর ভাবিয়া, জলমধ্যে নিপতিত হইল। সেখানে কোন বানরের দর্শন না পাইয়া সেই বানর, সত্বর পুনরায় লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিল। অনন্তর আপনার সুন্দরী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ১—৯। এ দিকে সুররাজ, সুরশ্রেষ্ঠ চতুর্ম্মুখকে পূজা করিয়া মধ্যাহ্নকালে গমন করত পথিমধ্যে সেই মনোমোহিনী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন;

কন্দর্পশরবিদ্ধাঙ্গস্ত্যক্তবান্ বীর্য্যমুত্তমম্ ।
তামপ্রাপ্যৈব তদ্বীজং বালদেশেঽপতদ্ভুবি ॥ ১১
বালী সমভবত্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
তস্য দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ॥ ১২
ভানুরপ্যাগতস্তত্র তদানীমেব ভামিনীম্ ।
দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা গ্রীবাদেশেঽসৃজন্মহৎ ॥ ১৩
বীজং তস্যাস্ততঃ সদ্যো মহাকায়োঽভবদ্ধরিঃ ।
তস্য দত্ত্বা হনূমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ॥ ১৪
পুত্রদ্বয়ং সমাদায় গত্বা সা নিদ্রিতা ক্বচিৎ ।
প্রভাতেঽপশ্যদাত্মানং পূর্ব্ববদ্বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫
ফলমূলাদিভিঃ সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কপিঃ ।
নত্বা চতুর্ম্মুখস্যাগ্রে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুধীঃ ॥ ১৬
ততোঽব্রবীৎ সমাশ্বাস্য বহুশঃ কপিকুঞ্জরম্ ।
তত্রৈকং দেবতাদূতমাহূয়ামরসন্নিভম্ ॥ ১৭
গচ্ছ দূত ময়াদিষ্টো গৃহীত্বা বানরোত্তমম্ ।
কিষ্কিন্ধ্যাং দিব্যনগরীং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৮
সর্ব্বসৌভাগ্যকলিতাং দেবৈরপি দুরাসদম্ ।
তস্যাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিষেচয় ॥ ১৯
সপ্তদ্বীপগতা যে যে বানরাঃ সন্তি দুর্জ্জয়াঃ ।
সর্ব্বে তে ঋক্ষরাজস্য ভবিষ্যন্তি বশেঽনুগাঃ ॥ ২০
যদা নারায়ণঃ সাক্ষাদ্রামো ভূত্বা সনাতনঃ ।
ভূভারাসুরনাশায় সম্ভবিষ্যতি ভূতলে ॥ ২১
তদা সর্ব্বে সহায়ার্থে তস্যাগচ্ছন্তু বানরাঃ ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ ॥ ২২
যথোক্তমকরোত্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্ ।
দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে সন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩
তদাদি বানরাণাং সা কিষ্কিন্ধ্যাভূন্নৃপাশ্রয়ঃ ।
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বমেবাসীরিদানীং ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২৪
ভূমের্ভারো হৃতঃ কৃৎস্নস্ত্বয়া লীলানৃদেহিনা ।
সর্ব্বভূতান্তরস্থস্য নিত্যমুক্তচিদাত্মনঃ ॥ ২৫
অখণ্ডানন্দরূপস্য কিয়ানেষ পরাক্রমঃ ।
তথাপি বর্ণ্যতে সদ্ভির্লীলামানুষরূপিণঃ ॥ ২৬

দেখিয়া কন্দর্পশরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া তাহার সহিত সঙ্গ না হইলেও, অমোঘ বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই বীর্য্য তদীয় কেশপাশে পতিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তাহাতে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম বালী উৎপন্ন হইল। সুরপতি বালীকে সুবর্ণমালা প্রদান করিয়া, স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখনই সূর্য্যও তথায় আসিয়া সেই ভামিনীদর্শনে কাম-পরতন্ত্র হইয়া তদীয় গ্রীবাদেশে অমোঘ বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ মহাকায় বানর জন্ম গ্রহণ করিল। সূর্য্য সেই বানরের সাহায্যার্থ হনূমানকে প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। সেই রমণী পুত্রদ্বয় লইয়া গিয়া কোন স্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। প্রাতঃকালে আবার আপনাকে পূর্ব্ববৎ বানরাকার দর্শন করিল। সুবুদ্ধি ঋক্ষরাজ বানর, ফলমূলাদি লইয়া পুত্রযুগল সমভিব্যাহারে চতুর্ম্মুখকে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় সম্মুখে অবস্থিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা, অমর-সদৃশ কপিশ্রেষ্ঠকে বিবিধরূপে আশ্বাসিত করিয়া তথায় একজন দেবদূতকে আহ্বান

এই বানরোত্তমকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত দিব্য নগরী কিষ্কিন্ধ্যাতে গমন কর। কিষ্কিন্ধ্যা নগরী সকল প্রকার সৌভাগ্যে অন্বিত এবং দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয়। তাহার সিংহাসনে এই বীর বানরকে রাজত্বে অভিষিক্ত কর সপ্তদ্বীপে যে সকল দুর্জ্জয় বানর আছে, তাহারা সকলেই ঋক্ষরাজের বশবর্ত্তী হইবে। যখন সাক্ষাৎ সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণের বিনাশার্থ রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সকল বানর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিবে।” সেই মহামতি দেবদূতকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি ব্রহ্মার আদেশমত সেই বানরকে রাজা করিলেন। পরে দেবদূত তথা হইতে গিয়া ব্রহ্মার নিকট সেই সমস্ত কার্য্য নিবেদন করিলেন। ১০—২৩। হে নৃপ! কিষ্কিন্ধ্যা তদবধি বানরগণের আশ্রয় স্থান হইয়াছে। তুমি সকলের ঈশ্বর; এখন ব্রহ্মার প্রার্থনায় লীলা-মানুষ শরীর ধারণপূর্ব্বক—সম্পূর্ণরূপে ভূভার হরণ করিয়াছ; সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত

াখ্যতে সর্ব্বলোকানাং পাপহত্যৈ সুখায় চ।
ইদং কীর্ত্তয়েন্মর্ত্ত্যো বালিসুগ্রীবয়োর্মহৎ ॥ ২৭
থ ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ স মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
থাঙ্গাং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং রাম ত্বদাশ্রয়ীম্ ॥২৮
ীতা হৃতা যদর্থং সা রাবণেন দুরাত্মনা।
ো কৃতযুগে রামঃ প্রজাপতিসুতং বিভুম্ ॥ ২৯
ৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননঃ।
িনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩০
কা হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ।
দবাশ্চ যং সমাশ্রিত্য যুদ্ধে শত্রুং জয়ন্তি হি ॥৩১
ং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ
তন্মে শংস ভগবন্ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর ॥৩২
াত্বা তস্য হৃদিস্থং বস্তুদশেষেণ যোগদৃক্।
শাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুত্রক ॥ ৩৩
র্ত্তা যো জগতাং নিত্যং যস্য জন্মাদিকং ন হি।

সুরাসুরৈর্নুতো নিত্যং হরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥৩৪
যন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ।
সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্।
যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবানুজপন্তি হি ॥৩৬
মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ দশাননঃ।
দৈত্যদানবরক্ষাংসি বিষ্ণুনা নিহতানি চ ॥ ৩৭
কাং বা গতিং প্রপদ্যন্তে প্রোক্তা তে মুনিপুঙ্গব:
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৩৮
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং গত্বা স্বর্গমনুত্তমম্।
ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্ভ্রষ্টা ভূমৌ ভবন্তি তে।৩৯
পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈর্ম্রিয়ন্তে চোদ্ভবন্তি চ।
বিষ্ণুনা যে হতাস্তে তু প্রাপ্নুবন্তি হরের্গতিম্ ॥৪০
শ্রুত্বা মুনিমুখাৎ সর্ব্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ।
যেৎস্যেঽহং হরিণা সার্দ্ধমিতিচিন্তাপরোঽভবৎ ॥

পক্ষে এই পরাক্রম-প্রকাশ কতটুকু কাজ? তথাপি লোক সকলের পাপনাশ ও সুখের জন্য সাধুগণ লীলা-মনুষ্যরূপী তোমার যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য বালী ও সুগ্রীবের এই মহৎ জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করে, ইহাদিগের জন্ম তোমার উপকারার্থ বলিয়া সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। রাম! ইহার পর তোমাঘটিত অন্য এক কথা বলিতেছি। দুরাত্মা রাবণ যে জন্য সীতা হরণ করে, ইহাতে তাহা প্রকাশ আছে। রাম! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে, দশানন, নির্জ্জনে আসীন প্রজাপতি-নন্দন বিভু সনৎকুমারকে অভিবাদন করিয়া, সবিনয়ে বলিয়াছিল,—"এই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? দেবগণের মধ্যে প্রধান বলবান্ কে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ সমরে শত্রু জয় করে? দ্বিজগণ কাঁহার পূজা করেন? যোগিগণই বা কাহার ধ্যান করেন? হে প্রশ্নাভিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবন্! আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।" যোগ-বলে সর্ব্বদর্শী সনৎকুমার দশাননের মনে যাহা ছিল, সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া, তাহাকে বলিলেন,—"পুত্র! বলিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার জন্মাদি নাই, বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণের স্বামী ব্রহ্মা যাঁহার নাভি-কমল হইতে উদ্ভূত, যিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সুরাসুরগণের নিত্য-বন্দিত অব্যয় শ্রীহরি নারায়ণ। সুরগণ, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া সমরে রিপুজয় করেন, যোগিগণ ধ্যান-যোগে তাঁহারই জপ করেন।" দশানন মহর্ষির কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—"বিষ্ণু যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে নিহত করেন, হে মুনিবর! তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে?" মুনিবর রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন,—"দেব-নিহত ব্যক্তিগণ, অনবরত সর্ব্বোত্তম স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া, ভোগাবসানে পুনরায় তথা হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে উৎপন্ন হয়; তথায় তাহাদিগের পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত পাপ-পুণ্যে মৃত্যু ও জন্ম হইয়া থাকে। আর যাহারা বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হয়, তাহারা মুক্তি লাভ করে।"২৪—৪০। মুনিবরের মুখে সেই সমস্ত কথা শুনিয়া রাবণ হৃষ্টচিত্তে চিন্তা-পরায়ণ হইল,—"আমি কিরূপে শ্রীহরির

মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণস্য মহামুনিঃ।
উবাচ বৎস তেহভীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
কিঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষস্ব সুখী ভব দশানন
এবমুক্তো মহাভাগো মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ ॥ ৪৩
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি হ্যরূপস্যাপি মায়িনঃ।
স্থাবরেষু চ সর্ব্বেষু নদেষু চ নদীষু চ ॥ ৪৪
ওঁকারশ্চৈব সত্যঞ্চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
সমস্তজগদাধারঃ শেষরূপধরো হি সঃ ॥ ৪৫
সর্ব্বে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ
সূর্য্যোদয়ো দিবা রাত্রির্যমশ্চৈব তথানিলঃ ॥ ৪৬
অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পর্জ্জন্যো বসবস্তথা
ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্যে দেবদানবাঃ ॥ ৪৭
বিদ্যোততি জ্বলত্যেষ পাতি হন্তীতি বিশ্বকৃৎ।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়াত্মা সোহয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতঃ ॥ ৪৯
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যাং শ্রিয়ং বামাঙ্কসংস্থিতাম্।
সদানপায়িনীং দেবীং পশ্যন্নালিঙ্গ্য তিষ্ঠতি ॥ ৫০
দ্রষ্টুং ন শক্যতে কৈশ্চিদ্দেবদানবপন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৫১
ন চ যজ্ঞতপোভির্বা ন বেদাধ্যয়নাদিভিঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুমুপায়ৈরিতরৈরপি ॥ ৫২
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈর্ধূতকল্মষৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ বন্ধুর্বেদান্তামলদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৩
অথ বা দ্রষ্টুমিচ্ছা তে শৃণু ত্বং পরমেশ্বরম্
ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥ ৫৪
হিতার্থং দেবমর্ত্ত্যানামিক্ষ্বাকূণাং কুলে হরিঃ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ৫৫
পিতুর্নিয়োগাৎ স ভ্রাত্রা ভার্য্যয়া দণ্ডকে বনে।
বিচরিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা জগন্মাত্রা স্বমায়য়া ॥ ৫৬
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া রাবণ বিস্তরাৎ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন তদা রামং শ্রিয়া যুতম্ ॥ ৫৭

সহিত যুদ্ধ করিব।” মহামুনি রাবণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন,—“বৎস! তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে — সন্দেহ নাই। দশানন! কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, পরে সুখী হইবে।” মহামুনি, এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—‘তিনি বস্তুতঃ নিরাকার হইলেও মায়াবলম্বনে তাঁহার যে আকার হয়, তাহা বলিতেছি। তিনি নিখিল স্থাবর ও নদ-নদীতে বর্ত্তমান। তিনি ওঙ্কার, সত্য, গায়ত্রী এবং পৃথিবী। তিনি সমস্ত জগতের আধার অনন্তরূপী। সর্ব্ব দেব, সকল সমুদ্র, কাল, সূর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্যোদয়, দিবা, রাত্রি, যম, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, মেঘ, বসুগণ, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলই তিনি। অন্যান্য দেবদানবগণও তিনি। ইনিই তেজ প্রকাশ করেন, প্রজ্বলিত হন, বিশ্বরক্ষা করেন, ও নাশ করেন সেই অব্যয় এইরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনিই সনাতন বিষ্ণু। এই সমস্ত চরাচর ত্রৈলোক্য তৎকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। তাঁহার বর্ণ কমলদলের ন্যায় শ্যামল; পরিধানে বিদ্যুৎসন্নিভ পীতবস্ত্র; তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণবরণী বামক্রোড়ে অবস্থিতা চিরসহচরী লক্ষ্মীদেবীকে আলিঙ্গন ও তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করত অবস্থিতি করিতেছেন। ৪২—৫০। দেব, দানব, পন্নগ, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই কেবল ইঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। নতুবা যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি শত শত উপায় দ্বারাও ভগবানকে দর্শন করা যায় না। তদ্গতচিত্ত বেদান্তজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলদৃষ্টি নিষ্পাপ তদীয় ভক্তগণই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ। অথবা যদি পরমেশ্বরকে দেখিতে তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে ত শুন,—সেই দেবদেব হরি, দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতার্থ, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দেহ ধারণপূর্ব্বক, ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথ-নন্দন মহাবল পরাক্রান্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পিতৃনিয়োগে ভ্রাতা ও জগজ্জননী নিজ মায়ারূপী ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন। রাবণ! আমি সবিস্তারে তোমার নিকট এই সমস্ত কথাই বলিলাম। এখন

এবং শ্রুত্বা সুরাধ্যক্ষো ধ্যাত্বা কিঞ্চিদ্বিচার্য্য চ।
ত্বয়া সহ বিরোধেপ্সুর্মুমুদে রাবণো মহান্॥ ৫৮
যুদ্ধার্থী সর্ব্বতো লোকান্ পর্য্যটন্ সমবস্থিতঃ।
এতদর্থং মহারাজ রাবণোঽতীব বুদ্ধিমান্।
হৃতবান্ জানকীং দেবীং ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষয়া॥ ৫৯

ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্বা
সংশ্রাবয়েদ্বা শ্রবণার্থিনাং সদা।
আয়ুষ্যমারোগ্যমনন্তসৌখ্যং
প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ঞ্চ॥ ৬০

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

একদা ব্রহ্মণো লোকাদায়ান্তং নারদং মুনিম্।
পর্য্যটন্ রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বাব্রবীদ্বচঃ॥ ১
ভগবন্ ব্রূহি মে যোদ্ধুং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি বলিভিস্ত্বং জানাসি জগত্রয়ম্॥ ২
মুনির্ধ্যাত্বাহ সুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ।
মহাবলা মহাকায়াস্তত্র যাহি মহামতে॥ ৩
বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে।
ত এব তত্র সঞ্জাতা অজেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ॥ ৪
শ্রুত্বা তদ্রাবণো বেগান্মন্ত্রিভিঃ পুষ্পকেণ তু।
যোদ্ধুকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ॥ ৫
তৎপ্রভাহততেজস্কং পুষ্পকং ন চচাল তৎ।
ত্যক্ত্বা বিমানং প্রযযৌ মন্ত্রিণশ্চ দশাননঃ॥ ৬
প্রবিশন্নেব তদ্দ্বীপং ধৃতো হস্তেন যোষিতা।
পৃষ্টশ্চ ত্বং কুতঃ কোঽসি প্রেষিতঃ কেন বা বদ॥ ৭
ইত্যুক্তো লীলয়া স্ত্রীভির্হসন্তীভিঃ পুনঃপুনঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধস্তাদ্বিনির্মুক্তস্তাসাং স্ত্রীণাং দশাননঃ॥ ৮
আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্ম্মতিঃ।

লক্ষ্মীসমন্বিত রামকে ভক্তিভাবে ভজনা কর।" রাক্ষসরাজ মহাবল রাবণ ইহা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করত কিঞ্চিৎ বিচার করিল এবং হে রাম! তোমার সহিত বিরোধ করিতে অভিলাষী হইয়া আনন্দিত হইল। এতকাল সে যুদ্ধার্থী হইয়া সকল লোক পর্য্যটন করত অবস্থিত ছিল। মহারাজ! অতি বুদ্ধিমান্ রাবণ, এই জন্য তোমার হস্তে নিজ নিধন কামনা করিয়া, জানকী দেবীকে হরণ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করে অথবা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, অনন্ত সুখ, অক্ষয় ধন এবং অন্যান্য সম্পত্তি লাভ করে। ৫১—৬০।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাবণ ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। একদা নারদমুনিকে ব্রহ্মলোক হইতে আসিতে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক এই কথা বলিল,—"ভগবন্! আপনি ত্রিজগতের অভিজ্ঞ; আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কোথায় আছে—বলিয়া দিন। আমি বলশালী ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।" মুনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'শ্বেত-দ্বীপ-নিবাসিগণ মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাকায়; হে মহামতে! তথায় গমন কর। যাহারা বিষ্ণুপূজনে নিরত এবং যাহারা বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত, সেখানে তাহারাই উৎপন্ন হয়। তত্রত্য লোক সকল সুরাসুরগণের অজেয়।" রাবণ তাহা শুনিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে, বেগে মন্ত্রিগণের সহিত পুষ্পকারোহণে, শ্বেতদ্বীপসমীপে গমন করিলে, শ্বেতদ্বীপ-প্রভায় পুষ্পকের তেজ বিনষ্ট হইল। পুষ্পক সেই স্থান হইতে আর অগ্রসর হইল না। তখন দশানন,—মন্ত্রিগণ ও পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে একাকী গমন করিল। রাবণ দ্বীপে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, একটী রমণী তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ? কেই বা তোমাকে পাঠাইল?" ১—৭। অনেকগুলি রমণী লীলা-সহকারে হাসিতে হাসিতে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল "বল" দশানন. অতিকষ্টে সেই সকল স্ত্রী-

বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৯
যদি বিষ্ণুর্যথা কুপোস্তথা কার্য্যং করোম্যহম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহার বিপিনেঽসুরঃ ॥
জানন্নেব পরাত্মানং স জহারাবনীসুতাম্ ।
মাতৃবৎ পালয়ামাস ত্বত্তঃ কাঙ্ক্ষন্ বধং স্বকম্ ॥
রামস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি সকলং
জানাসি বিজ্ঞানদৃক্,
ভূতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনাসাক্ষী
বিকল্পোজ্ঝিতঃ।
ভক্তানামনুবর্ত্তনায় সকলাং কুর্ব্বন্
ক্রিয়াসংহতিং,
ত্বাং পশ্যন্মনুষ্যাকৃতির্মুনিবচো ভাসীশ
লোকার্চ্চিতঃ ॥ ১২
এবং স্তুত্বৈবং রাঘবং তেন পূজিতঃ কুম্ভসম্ভবঃ ।
স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৩
রামস্তু সীতয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।

সংসারীব রমানাথো রমমাণোঽবসদ্ গৃহে ॥ ১৪
অনাসক্তোঽপি বিষয়ান্ বুভুজে প্রিয়য়া সহ ।
হনূমৎপ্রমুখৈঃ সদ্ভির্বানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫
পুষ্পকং চাগমদ্রামমেকদা পূর্ব্ববৎ প্রভুম্ ।
প্রাহ দেব কুবেরেণ প্রেষিতং ত্বামহং ততঃ ॥ ১৬
জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাদ্রামেণ নির্জ্জিতম্ ।
অতস্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদ্ধরেদ্ভুবি ॥ ১৭
যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং যাহি মাং তদা ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ১৮
যদা স্মরামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমান্তিকম্ ।
তিষ্ঠান্তর্দ্ধায় সর্ব্বত্র গচ্ছেদানীং মমাজ্ঞয়া ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোঽপি পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ।
ভ্রাতৃভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং যথান্যায়ং চকার সঃ ॥ ২০

লোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। দুর্ম্মতি রাবণ, তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিল; এবং নিশ্চয় করিল,—"আমি বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব, অত-এব বিষ্ণু আমার প্রতি যাহাতে কুপিত হন, আমি সেই কার্য্য করিব।" ইহা নিশ্চয় করি-য়াই সেই সুর-বৈরী অরণ্য মধ্যে বিদেহ-নন্দিনীকে হরণ করে। সে তোমাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়াই, ধরণীসম্ভূতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। এই জন্যই কেবল তোমার হস্তে নিহত হইবার ইচ্ছায় সীতাকে হরণ করিয়াও মাতৃভাবে রক্ষা করিয়াছিল। রাম তুমি বিজ্ঞানচক্ষুঃ ত্রিকালদর্শী অভ্রান্ত পরমে-শ্বর; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই অবগত আছ। হে ঈশ! তুমি ত্রিলোকপূজিত হই-য়াও, ভক্তগণের অনুসরণীয় পথ দেখাইবার জন্য মনুষ্যরূপে কর্ম্মসকল সম্পাদন এবং অস্মাদৃশ মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করত বিরাজ করিতেছ।" কুম্ভযোনি এইরূপে শ্রীরামের স্তব করিলেন। পরে শ্রীরামকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনিগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রমাপতি রাম, ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, সংসারীর ন্যায় সীতার সহিত আমোদ-প্রমোদ করত, গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। বিষয়ে অনাসক্ত না হইলেও তিনি হনূমৎপ্রমুখ সাধু বানরগণে পরিবৃত হইয়া, প্রিয়ার সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন ১—১৫। একদা মহাপ্রভু শ্রীরামের নিকট পুষ্পক পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হইল, এবং বলিল,—"তুমি প্রথমে আমার নিকট হইতে রাবণের জয়লব্ধ হও, পশ্চাৎ রামের জয়লব্ধ হইয়াছ; অতএব যতকাল শ্রীরাম ভূতলে অব-স্থিতি করিবেন, ততকাল নিত্য তুমি তাঁহাকে বহন করিবে। পরে রঘুবর যখন বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, তখন আমার নিকট প্রত্যাগত হইও।' হে দেব! কুবের আমাকে এই কথা বলিয়া, আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়া-ছেন। রাঘব তাহা শুনিয়া, সেই সূর্য্য-সম প্রভ পুষ্পককে বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক; আমি যখন তোমাকে মনে করিব, তখন আমার নিকট আসিও। এখন আমার আদেশে অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান কর; এবং ইচ্ছামত সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও।" এই কথা বলিয়া রাম পুষ্পককে বিদায় দিলেন। রামচন্দ্র, ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া,

রাঘবে শাসতি ভুবং লোকনাথে রমাপতৌ।
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তশ্চ ভূরুহাঃ ॥ ২১
জনা ধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে পতিভক্তিপরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নাপশ্যৎ পুত্রমরণং কশ্চিদ্রাজনি রাঘবে ॥ ২২
সমারুহ্য বিমানাগ্র্যং রাঘবঃ সীতয়া সহ।
বানরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সঞ্চচারাবনিং প্রভুঃ ॥ ২৩
অমানুষাণি কার্য্যাণি চকার বহুশো ভুবি।
ব্রাহ্মণস্য সুতং দৃষ্ট্বা বালং মৃতমকালতঃ ॥ ২৪
শোচন্তং ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ।
তপস্যন্তং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ ॥ ২৫
জীবয়ামাস শূদ্রস্য দদৌ স্বর্গমনুত্তমম্।
লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘূত্তমঃ ॥ ২৬
কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
সীতাঞ্চ রময়ামাস সর্ব্বভোগৈরমানুষৈঃ ॥ ২৭
শশাস রামো ধর্ম্মেণ রাজ্যং পরমধর্ম্মবিৎ।
কথাং সংস্থাপয়ামাস সর্ব্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২৮
দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামানুষবিগ্রহঃ।
চকার রাজ্যং বিধিবল্লোকবন্দ্যপদাম্বুজঃ ॥ ২৯
একপত্নীব্রতো রামো রাজর্ষিঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্ ॥ ৩০
সীতা প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা চ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
ভর্ত্তুর্মনোহরা সাধ্বী ভাবজ্ঞা সা হ্রিয়া ভিয়া ॥ ৩১
একদা ক্রীড়বিপিনে সর্ব্বভোগসমন্বিতে।
একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘূত্তমম্ ॥ ৩২
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দিব্যাভরণভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্ ॥ ৩৩
সীতা কমলপত্রাক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদাম্বুজে ॥ ৩৪
দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন্ সনাতন।
চিদানন্দাদিমধ্যান্তরহিতাশেষকারণ ॥ ৩৫
দেব দেবাঃ সমাসাদ্য মামেকান্তেঽব্রুবন্ বচঃ।
বহুশোঽর্থয়মানাস্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি ॥ ৩৬

ন্যায়ানুসারে পৌরগণের সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। রমাপতি লোকনাথ রাঘব পৃথিবী শাসন করিতে থাকিলে, বসুমতী শস্যশালিনী এবং তরুনিকর ফলপূর্ণ হইল। শ্রীরাম রাজা হইলে, জনগণ ধর্ম্ম-নিরত রমণীগণ পতিভক্তি-পরায়ণ হইল এবং কেহ পুত্রশোক পাইল না। সীতা-সমেত প্রভু রাঘব, বানরগণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত, বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেন। তিনি পৃথিবীতে বহুতর অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণের বালক-পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণকে শোক করিতে দেখিয়া মহামতি রাম, বনমধ্যে শূদ্রতাপসকে নিহত করিয়া ব্রাহ্মণ বালককে পুনর্জ্জীবিত করেন; আবার শূদ্রতাপসকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গসুখ প্রদান করেন। পরমাত্মা রঘুবর, লোকশিক্ষার্থ নানাস্থানে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। অপার্থিব বিবিধ ভোগ দ্বারা রাম সীতাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। পরম ধর্ম্মজ্ঞ রাম ধর্ম্মতঃ রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। তিনিই নিখিল লোক-মলনাশিনী এই রামায়ণ-কথা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার চরণ-কমল সকল লোকের বন্দনীয়, সেই রাম, মায়ামনুষ্যরূপে দশ সহস্র বৎসর, যথানিয়মে রাজ্য করেন। শ্রীরাম রাজর্ষিরূপে একপত্নী-ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিতেন। তিনি এইরূপে সকল লোককে নিখিল গৃহস্থাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৬—৩০। ভাবজ্ঞা সাধ্বী সীতা—প্রেম, অনুবৃত্তি, বিনয়, ইন্দ্রিয়-জয় লজ্জা ও ভয়ে স্বামীর মনোহরণ করিতে লাগিলেন। একদা কমলদল-লোচনা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা সীতা, সর্ব্বভোগসম্পন্ন প্রমোদবনে দিব্য-ভবনে নির্জ্জনে সুখে আসীন নীলমণি-সমপ্রভ, দিব্যালঙ্কারভূষিত, বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ পীতবসনে ভূষিত, প্রসন্নবদন, শান্ত, রঘুবরের চরণকমল-যুগলে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে বলিলেন,—“হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে পরমাত্মন্! হে সনাতন! হে চিদানন্দ! হে আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত! হে অখিল কারণ! হে দেব! দেবগণ আসিয়া যাহাতে আপনি বৈকুণ্ঠ গমন করেন, তদ্বিষয়ে আমার নিকট

ত্বয়া সমেতশ্চিচ্ছক্ত্যা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
বিসৃজ্যাস্মান্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চ সনাতনম্ ॥৩৭
আস্তে ত্বয়া জগদ্ধাত্রি রামঃ কমললোচনঃ।
অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘূত্তমঃ ॥ ৩৮
আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি।
ইতি বিজ্ঞাপিতাহং তৈর্ময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ॥
যদ্যুক্তং তৎ কুরুষ্বাদ্য নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো।
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রামো ধ্যাত্বাব্রবীৎ ক্ষণম্ ॥৪০
দেবি জানামি সকলং তত্রোপায়ং বদামি তে।
কল্পয়িত্বা মিষং দেবি লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্ ॥ ৪১
ত্যজামি ত্বাং বনে লোকবাদাদ্ভীত ইবাপরঃ।
ভবিষ্যতঃ কুমারৌ দ্বৌ বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে ॥৪২
ইদানীং দৃশ্যতে গর্ভঃ পুনরাগত্য মেঽন্তিকম্।
লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদরাৎ ॥৪৩
ভূমের্বিবরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্যসি ক্রুতম্।
পশ্চাদহং গমিষ্যামি এব এব সুনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা তাং বিসৃজ্যাথ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্বলমুখ্যৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ৪৫
তত্রোপবিষ্টং শ্রীরামং সুহৃদঃ পর্য্যুপাসত।
হাস্যপ্রৌঢ়কথাসু জ্ঞা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্ ॥ ৪৬
কথাপ্রসঙ্গাৎ পপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্।
পৌরা জানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্ ॥৪৭
সীতাং বা মাতরং বা মে ভ্রাতৄন্ বা কৈকয়ীমথ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া ব্রূহি শাপিতোঽসি মমোপরি ॥
ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব সর্ব্বে বদন্তি তে।
কৃতং সুদুষ্করং সর্ব্বং রামেণ বিদিতাত্মনা ॥ ৪৯
কিন্তু হত্বা দশগ্রীবং সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৫০
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
যা হৃতা বিজনেঽরণ্যে রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫১

নির্জ্জনে প্রার্থনা করত বলিয়াছেন,—'শ্রীরাম আমাদিগকে এবং নিজ সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া চিৎ-শক্তিরূপিণী তোমার সহিত ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন। কমল-লোচন রাম তোমার সহিত বলিয়াই—রহিয়াছেন; অতএব অগ্রে তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর, তাহা হইলে রঘুবর বৈকুণ্ঠে আসিবেন। আমাদিগকে নাথবান্ করিবেন।' দেবগণ আমার নিকট এই কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট জানাইতেছি। যাহা উচিত হয় এখন তাহা করুন। হে প্রভো! আমি আপনাকে আজ্ঞা করিতেছি না।" সীতার সেই কথা শুনিয়া রাম, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেবি! আমি সকলই জানিতেছি; সে বিষয়ে তোমাকে উপায় বলিতেছি—দেবি! তোমার প্রতি লোকাপবাদ ছল করিয়া লোকাপবাদভীত মনুষ্যের ন্যায় তোমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করি। এখন গর্ভ দেখা যাইতেছে। বাল্মীকির আশ্রম-সমীপে তোমার দুইটী কুমার উৎপন্ন হইবে। তুমি পুনরায় আমার নিকট আসিয়া লোক-প্রত্যয়ার্থ সাদরে শপথ করত, ভূ-বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। পশ্চাৎ আমি গমন করিব, ইহাই স্থিরনিশ্চয়।"৩১-৪৫।

একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ রাম, এই বলিয়া সীতাকে বিদায় দিয়া মন্ত্রণাবিশারদ মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান সৈন্যগণে পরিবৃত হইলেন। শ্রীরাম তথায় উপবিষ্ট হইলে হাস্য পরিহাস ও আহাজে গল্প করিতে সুনিপুণ মো-সাহেবগণ শ্রীহরি রামকে হাসাইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিল। রাম, কথা-প্রসঙ্গে বিজয় নাম দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ,—আমি, সীতা জননী, ভ্রাতৃগণ ও কৈকেয়ী—আমাদিগের কাহারও সম্বন্ধে ভাল মন্দ—কি কথা বলে? ভয় পাইও না বল, আমার দিব্য।" এইরূপ কথিত হইয়া বিজয় বলিল,—"দেব! তাহারা সকলেই বলে, বিদিতাত্মা রাম, অতীব দুষ্কর কার্য্য সকল করিয়াছেন; কিন্তু রাঘব, রাবণ-বধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া, অসহ্য বোধ না করিয়া, সেই সীতাকে আবার গৃহে প্রবেশ করাইয়াছেন নির্জ্জন অরণ্যে দুরাত্মা রাবণ যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না, সেই সীতাতে সম্ভোগ

অস্মাকমপি দুষ্কর্ম্ম যোষিতাং মর্ষণং ভবেৎ।
যাদৃক্ ভবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিয়তং প্রজাঃ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যপৃচ্ছত।
তেহপি নত্বাব্রুবন্ রামমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৫৩
ততো বিসৃজ্য সচিবান্ বিজয়ং সুহৃদস্তথা।
আহূয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ৫৪
লোকাপবাদস্তু মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেহভবৎ।
সীতাং প্রাতঃ সমানায় বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে॥ ৫৫
ত্যক্ত্বা শীঘ্রং রথেন ত্বং পুনরায়াহি লক্ষ্মণ।
বক্ষ্যসে যদি বা কিঞ্চিত্তদা মাং হতবানসি॥ ৫৬
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভীত্যা প্রাতরুত্থাপ্য জানকীম্
সুমন্ত্রস্য রথে কৃত্বা জগাম সহসা বনম্॥ ৫৭
বাল্মীকেরাশ্রমস্যান্তে ত্যক্ত্বা সীতামুবাচ সঃ।
লোকাপবাদভীত্যা ত্বাং ত্যক্তবান্ রাঘবো বনে॥

দোষো ন কশ্চিন্মে মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং মুনেঃ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঃ শীঘ্রং গতবান্ রামসন্নিধিম্॥ ৫৯
সীতাপি দুঃখসন্তপ্তা বিললাপাতিমুগ্ধবৎ।
শিষ্যেঃ শ্রুত্বা চ বাল্মীকিঃ সাক্ষাৎ জ্ঞাত্বা
স [illegible]দৃক্॥ ৬০
অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সংস্থাপ্য চ জানকীম্।
জ্ঞাত্বা ভবিষ্যৎ সকলং সমর্পয়ন্মুনিযোষিতাম্॥ ৬১
তাস্তাঃ সম্পূজয়ন্ত্যস্তাং সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে
জ্ঞাত্বা পরাত্মনো লক্ষ্মীং মুনিবাক্যেন যোষিতঃ।
সেবাং চক্রুঃ সদা তস্যা বিনয়াদতিরাদরাৎ॥ ৬২
রামোহপি সীতারহিতঃ পরাত্মা
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আদিদেবঃ।
সন্ত্যজ্য ভোগানখিলান্ বিরক্তো
মুনিব্রতোহভূন্মুনিসেবিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৬৪
ইতি চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

করিয়া রামের হৃদয়ে কিরূপ সুখ হয়! তবে আমাদিগের রমণীরাও যদি দুষ্কর্ম্ম করে, আমাদিগেরও তাহা সহ্য করিতে হইবে; কারণ রাজা যেরূপ হন, প্রজারাও নিশ্চয় তদ্রূপ হইয়া থাকে।” রাম তাহার কথা শুনিয়া অন্য সকল আত্মীয়দিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারাও রামকে নমস্কার করিয়া বলিল, “হাঁ এইরূপ বলে বটে, সন্দেহ নাই।” অনন্তর রাম মন্ত্রিগণকে, বিজয়কে এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—“লক্ষ্মণ। সীতাকে লইয়া আমার ত বড়ই লোকাপবাদ হইয়াছে; অতএব প্রাতেই সীতাকে রথে করিয়া লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সত্বর প্রত্যাগত হইবে। ইহার পর যদি কিছু বল, তাহা হইলে আমাকে মারিয়া ফেলা হইবে।” এইরূপ কথিত হইয়া লক্ষ্মণ ভীত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রাতঃকালে জানকীকে উঠাইয়া সুমন্ত্রের রথে করিয়া তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন, বাল্মীকির আশ্রমসমীপে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“রাঘব লোকাপবাদভয়ে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার ইহাতে কোন দোষ নাই, মা! মুনিবর বাল্মীকির আশ্রমে গমন কর।” এই বলিয়া লক্ষ্মণ সত্বর রামসমীপে গমন করিলেন। সীতাও অতি অজ্ঞানের ন্যায় দুঃখসন্তপ্ত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দিব্যদর্শী বাল্মীকি শিষ্য-মুখে রমণীর বিলাপ-বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে সীতা বলিয়া বুঝিলেন; এবং সেই জনকনন্দিনীকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত থাকাতে, তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন এবং মুনিপত্নীগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। সেই রমণীগণও বাল্মীকির কথায় তাঁহাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী জানিয়া দিন দিন ভক্তিসহকারে পূজা ও আদরে সবিনয়ে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। মুনিগণ যাঁহার চরণযুগল সেবা করেন, সেই পরমাত্মা, বিজ্ঞান-নেত্র, কেবল, আদি, দেব রাম সীতা বিরহ বশতঃ বিরাগযুক্ত হইয়া সমস্ত ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিগণের ব্রত ধারণ করিলেন। ৪৫—৬৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রামগীতা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরভিসেবিতং যথা॥ ১
সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ॥ ২
কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্।
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ॥ ৩
ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে
পাদাব্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্॥ ৪
অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্॥ ৫
শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ।
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ॥ ৬
আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥ ৭
ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥ ৮

পঞ্চম অধ্যায়।

রাম গীতা।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর রঘুবর ত্রিভুবনের আনন্দ যাহার অধীন, সেই আনন্দ-স্বরূপ দ্বারা উত্তম রামায়ণ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত কার্য্য—শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ যেরূপ পালন করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে পালন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম, উদারবুদ্ধি সৌমিত্রিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরাতন শুভকথা বলিলেন এবং প্রমত্ত নৃগরাজের ব্রহ্মশাপে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তির কথা বলিলেন। লক্ষ্মী যাঁহার পাদ-পদ্ম সেবা করেন, সেই প্রভু শ্রীরাম একদিন নির্জ্জনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে বিশুদ্ধান্তঃকরণ সৌমিত্রি, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি বিশুদ্ধ-বোধ-স্বরূপ; আপনি সকল প্রাণীর আত্মা; নিরাকার এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তা; যাঁহারা আপনার চরণকমলে ভ্রমরের ন্যায় আসক্ত, সেই সকল জ্ঞানদর্শী ব্যক্তিগণ আপনা হইতেই আপনাকে জানিতে পারেন। হে প্রভো! আমি যোগিগণের চিন্তনীয় সংসার-মোচক ভবদীয় পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইলাম; আমি যাহাতে অজ্ঞানরূপ অপার জলধি—অনায়াসে পার হইতে পারি, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। তখন শরণাগত-গণের দুঃখহারী ক্ষিতিপাল ভূষণ রাম, সুমিত্রা-তনয়ের সেই সকল কথা শুনিয়া অজ্ঞানান্ধকার শান্তির জন্য প্রসন্নচিত্তে বেদবোধিত বিজ্ঞান উপদেশ করিতে লাগিলেন;—"প্রথমে স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া-কলাপ করিয়া, শুদ্ধচিত্ত হইলে পর এবং ঐ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শমদমাদি সাধন লাভ হই-বার পর, সন্ন্যাস করিয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে। পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম, শরীরোৎপত্তির হেতু, তাহাতে অনুরাগী ব্যক্তির শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সুখ-দুঃখজনক ধর্ম্মাধর্ম্ম হইয়া থাকে, তদ্দ্বারায় পুন-

অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯
নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১০
নমু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
তথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যাসহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১১
কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎসদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নমু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২
ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩
কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যা গতাহংকৃতিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ ১৪
বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫
তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬

বার শরীর গ্রহণ; পুনর্ব্বার ধর্ম্মাধর্ম্ম, এইরূপে সংসার চক্রাবৎ পরিবর্ত্তনশীল।—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। অজ্ঞানই এই সংসারের মূল কারণ; সংসার-নিবৃত্তি করিতে হইলে অজ্ঞানকে বিনষ্ট করা বিধি। বিদ্যাই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে সবিশেষ পটু; কর্ম্ম হইতে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না; যেহেতু, কর্ম্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং বিদ্যার বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত। কর্ম্ম হইতে অজ্ঞাননাশও হয় না, রাগক্ষয়ও হয় না, কেবল তাহা হইতে নানাবিধ দোষাক্রান্ত কর্ম্মরাশ উদ্ভূত হয়। তাহা হইতে আবার অনিবারিত সংসার; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞানবিচারে তৎপর হইবেন। ১—১০। বলি,—বিদ্যা যেমন মুক্তির সাধন, বেদাদি শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়াও ত তদ্রূপ। কেন না, ক্রিয়া শরীরিগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; অতএব তাহা বিদ্যার সাহায্য করিয়া থাকে। কর্ম্ম না করিলে যে দোষ হয়, একথা বেদে কথিত আছে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিও সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে থাকিবে। বলিতে পার,—মুক্তিরূপ অক্ষয়ফলজনক বিদ্যা কাহারও অধীন নহে, মনে মনেও অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা যেমন যাগ যজ্ঞ অক্ষয়ফলজনক হইলেও প্রযাজাদি অঙ্গ ও দেশকালাদির অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিধিবাক্য দ্বারা প্রকাশিত-কর্ম্ম-সাহায্যেই বিদ্যা মুক্তির উপযোগিনী হয়। কোন কোন বিতর্কবাদিগণ, এইরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কর্ম্ম ও বিদ্যায় প্রসিদ্ধ বিরোধ থাকায় সে কথা গ্রাহ্য নহে। বিরোধ এই যে, দেহের প্রতি আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকিলে ক্রিয়া-কর্ম্মে আসক্তি হয়; আর যাহার সেই জ্ঞান—অহঙ্কার গিয়াছে, বিদ্যা তাহারই হইয়া থাকে। বিশুদ্ধজ্ঞানজনক শাস্ত্রালোচনায় পরিস্ফুট চরম-আত্মবৃত্তিই "বিদ্যা" নামে কথিত। কর্ম্ম, নিখিল কারকাদির সাহায্যে উদিত হয়, আর বিদ্যা ঐ সকল কারকাদিকে বিনষ্ট করে। (কারক শব্দে কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ইত্যাদি।) অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি, সম্পূর্ণরূপে কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। কর্ম্মের সহিত বিদ্যার বিরোধ থাকায় বিদ্যা ও কর্ম্মের যৌগপদ্য হইতে পারে না। তবে

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥ ১৭

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকা কারণমাত্মসংসৃতেঃ॥ ১৮

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্বিতীয়ত
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি॥ ১৯

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা॥ ২০

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্॥ ২১

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্॥ ২২

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীঃ
অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি-
র্বিধানতঃ কর্ম্ম বিধিপ্রকাশিতম্॥ ২৩

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ॥ ২৪

বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা আত্ম অনুসন্ধানপরায়ণ হইবে। যত কাল মায়াবশে শরীরাদির প্রতি আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে, ততকাল বিধিবোধিত কর্ম্মের অধীন থাকিবে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে না "তন্ন তন্ন" করিয়া বেদবাক্যে সমস্ত বস্তু নিরাকরণপূর্ব্বক তত্তৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন আত্মাকে অবগত হইবার পর, ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করিবে। যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞাননাশক সমুজ্জ্বল বিজ্ঞান আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তখনই আত্মার সংসারবন্ধের কারণীভূত মায়া, কর্ম্মের সহিত ঝটিতি বিলীন হয়। অজ্ঞান, বেদপ্রমাণে বিনাশিত হইয়া আর কার্য্যকর হইতে পারে না; এবং শুদ্ধাদ্বৈত-ঘটিত বিজ্ঞান মাত্রের প্রভাবে পুনরায় আর উৎপন্নও হইতে পারে না। যদি তাহা বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন না হইল, তাহা হইলে "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানও হইতে পারিল না। অতএব স্বাধীনা বিদ্যা বিনা সাহায্যেই মুক্তিজনক হইয়া থাকে। অন্য কাহারও অপেক্ষা করে না। ১১ ২০। প্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয় শ্রুতি সমস্ত প্রশস্ত কর্ম্মগণকেও পরিত্যাগ করিতে সাদরে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। জ্ঞান মুক্তিসাধন; কর্ম্ম সাধন নহে; "এতাবৎ" ইত্যাদি বাজসনেয়-শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন। (প্রতিপক্ষ।) তুমি যজ্ঞকে বিদ্যার সমান বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছ, কিন্তু তত্তুল্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পার নাই। বিদ্যা ও যজ্ঞের ফলও পৃথক্ পৃথক্ (বিদ্যা ও কর্ম্মের একবিধ ফল হইলে এবং দৃষ্টান্ত মিলিত)। আর যজ্ঞ বহুতর অঙ্গ-যোগে সাধনীয় এবং জ্ঞান ইহার বিপরীত। আমি পাপী হইব, এইরূপে আত্মভিন্ন আত্মজ্ঞান বস্তুর প্রতি অজ্ঞগণেরই সম্ভবে, তত্ত্বজ্ঞানীর নহে। কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে যথাবিধানে কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি-বোধিত কর্ম্মও জ্ঞানিগণের পরিত্যাজ্য। শ্রদ্ধালু ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া গুরুর প্রসাদে অধিগত "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বুঝিতে পারিলে, পরম আনন্দে সুমেরুর ন্যায় [illegible]

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫
প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
র্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬
একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেৎ
তথাজহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।
সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বম্পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭
রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ ২৮

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেৎ
শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০
কোষেষ্বয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতি-
র্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১
বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোঽন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২

করিবে। যথার্থরূপে বাক্যার্থ জ্ঞান করিতে হইলে, প্রথমে পদার্থ-জ্ঞান তাহার কারণ। "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যের অবয়ব "তৎ" পদে পরমাত্মা, "ত্বং" পদে জীব, ও 'অসি' পদ দ্বারা উভয়ের অভেদ জ্ঞাপন হইতেছে। "আমি" বলিলে জীবাত্মাকে বুঝায়; আর পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত; জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই বিরুদ্ধ ভাব ত্যাগ করিয়া যুক্তিবলে সম্পূর্ণ বিবেচিত ও 'তৎ ত্বং" পদের লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত আত্মদ্বয়ের চৈতন্য রূপত্ব গ্রহণ করিবে; এইরূপে নিজ আত্মাকে অবগত হইয়া দ্বৈতভাব-রহিত হইবে। "তৎ ত্বং" পদের জহৎস্বার্থ লক্ষণা হইতে পারে না। কারণ "তৎ ত্বং" পদের বিশেষ্যাংশ এক। অজহৎস্বার্থ লক্ষণাও হইতে পারে না; কারণ, বিশেষণাংশ ত্যক্ত হওয়াতে স্বার্থ একেবারে অপরিত্যক্ত রহিল না। কোন দোষ না থাকায় "সোঽয়ং (সে এই)" পদের ন্যায় "তত্ত্বং" পদেরও ভাগ লক্ষণা করাই যুক্তিযুক্ত। যাহা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চস্থূলভূত হইতে সম্ভূত, যাহাতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি কর্ম্মফলের ভোগ হয়, সেই উৎ-পত্তি-বিনাশশালী, প্রাক্তন কর্ম্মোপার্জ্জিত মায়াময় স্থূল শরীর আত্মার উপাধি; আর মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চতন্মাত্রে সংগঠিত এবং আত্মার সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধের কারণ, অন্য এক সূক্ষ্ম শরীর আত্মার উপাধি অর্থাৎ পার্থক্য ভ্রমাদির হেতু; ইহা পণ্ডিতগণ অবগত আছেন; অনাদি অনির্ব্বচনীয় কারণ মায়া, ব্রহ্মের পরম প্রধান শরীর; তাহাতেই ঈশ্বর বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ উপাধি-ভেদবশতঃ স্বীয় আত্মা যাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সেই পরমাত্মার সহিত নিজ আত্মাকে ক্রমে ক্রমে অভিন্ন দেখিবে। ২৯—৩০। যেমন স্ফটিকমণি জবাদি সংসর্গে সেই সেই বস্তুর সমবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জীবও অন্নময় প্রভৃতি সেই সমস্ত কোষের সংসর্গে সেই সেইরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এই "তত্ত্বমসি" বাক্য বিচার করিলে জীব—যে, সংসর্গশূন্য, অজ ও অদ্বিতীয়, ইহা বিজ্ঞাত হয়। ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির ত্রিবিধ ধর্ম্ম—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—উৎপত্তিনাশশূন্য, ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বব্যাপক; নিরঞ্জন ও আনন্দময় এই আত্মাতে

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা,
যাবদ্ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ ॥ ৩৩
নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥ ৩৪
কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽনবঃ ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫
এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬
যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমা-
দধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ ।
অসর্পভূতেঽহিবিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭
বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-
ঽহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণে
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮
ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ
সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে ।
যস্মাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯
অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০
চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ ।

...উপলব্ধি হয়, তাহা ভ্রম ; কেননা, ঐ ধর্ম্ম-...র পরস্পর ব্যভিচারী। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ...ন এবং চিৎস্বরূপ-আত্মার পরস্পর অধ্যাস-...শতঃ,—তমোমূল অজ্ঞত্বসূচক বুদ্ধিবৃত্তি ...তকাল ঘুরিতে থাকে, তাবৎ এই সংসার। "নেতি" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবলে জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মন দ্বারা চৈতন্যরূপ অমৃত আস্বাদন করিবে। অনন্তর তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন নারিকেলাদির জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ঐ জলপাত্র ফল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জগতের সারাংশ লাভের পর সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিবে। চিরদিন সমভাবে অব-স্থিত আত্মার কখন মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, আত্মা সর্ব্বাতিশায়ী, আনন্দ-রূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপক, এবং অদ্বিতীয়। এইরূপ জ্ঞানময়,—আনন্দময়-আত্মার দুঃখ-ময় সংসার! একি বিশ্বাস হয়? অজ্ঞান-জনিত অধ্যাসবশেই ঐরূপ প্রতীতি হয়। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সংসার বিলীন হইয়া যায়। ভ্রমবশতঃ এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলিয়া বুঝাকেই পণ্ডিতগণ "অধ্যাস" নামে অভিহিত করেন। যথা,—রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পভ্রম রজ্জু, বস্তুতঃ সর্প না হইলেও তাহাতে সর্পভ্রমের ন্যায়, ঈশ্বরে জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। বিকল্প-কারণ-মায়া-শূন্য, চৈতন্যময়, নিখিল কারণ, আনন্দময়, সকল-বিকারবর্জ্জিত, পরাৎপর আত্মাতে প্রথম কল্পিত অহংবুদ্ধিই অধ্যাস; সর্ব্বদা ইচ্ছা-উপেক্ষা রাগ-দ্বেষ সুখ দুখ, এই সকল ধর্ম্ম-শালিনী বুদ্ধি হইতে সর্ব্বসাক্ষী আত্মার সংসার-সঙ্গ উদ্ভূত হয়। কারণ, সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত থাকাতে, আত্মা স্বীয় আনন্দময় রূপে থাকেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অনাদি-অবিদ্যা-সম্ভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিৎ-প্রকাশ জীবনামে কথিত হইয়া থাকেন আর পরমাত্মা বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীস্বরূপে পৃথগ্ ভাবে অবস্থিত, বুদ্ধি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং পর জ্ঞান হইলে সেই জীবই পরমাত্মা। ৩১—৪০। অগ্নি ও লৌহের এ...
পিণ্ড অগ্নিরূপে—ও অগ্নি, লৌহবৎ বর্ত্তুলাদি-

অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বঞ্চ চিদাত্মচেতসোঃ॥ ৪১
গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্॥ ৪২
প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো-
ঽসকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ॥ ৪৩
সদৈব মুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিম-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ॥ ৪৪
এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ॥ ৪৫

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬
বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্॥ ৪৭
পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে-
দোঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ॥ ৪৮
অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ॥ ৪৯
বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে-
দুকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।

রূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ চিদাভাস, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধির পরস্পর আত্যন্তিক সংসর্গে পরস্পর অধ্যাসবশতঃ চৈতন্যময় আত্মা জড়রূপে এবং চিত্ত চৈতন্যরূপে প্রতীত হয়। বেদ-বাক্যে ও গুরূপদেশে সঞ্জাত বিদ্যাবলে আত্মার অনুভূতি করিয়া, উপাধিবর্জ্জিত স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন-ভাবে প্রত্যক্ষ করিবে। অনন্তর আত্মগোচর সমস্ত জড়পদার্থে উদাসীন হইবে। "আমি প্রকাশস্বরূপ, আমি অজ, আমি অদ্বিতীয়, আমি একবারও অপর কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত হই না, আমি অতিশয় নির্ম্মল, আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সম্পূর্ণ, আনন্দময় এবং নিষ্ক্রিয়। আমি সদামুক্ত ও অচিন্ত্যশক্তি, আমি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানস্বরূপ নির্ব্বিকার ও অসীম; বেদবাদপণ্ডিতগণ দিবানিশি আমাকে মনে মনে চিন্তা করেন,—বিষয় বিতৃষ্ণ চিত্তে সর্ব্বদা এইরূপে আত্মবিচার করিতে করিতে উৎপন্ন বিশুদ্ধ সংস্কার, রসায়ন সেবা যেরূপ রোগ বিনাশ করে,—সেইরূপ অবিলম্বেই কর্ম্মসহ অবিদ্যাকে বিনষ্ট করে। নির্জ্জন স্থানে যথোচিত আসনে উপবিষ্ট, প্রশান্তইন্দ্রিয় বিজিতান্তঃকরণ, শুদ্ধচিত্ত, নিঃসঙ্গ, আত্মনিষ্ঠ, অনন্যপরায়ণ এবং বিজ্ঞান মাত্র-দর্শী হইয়া একমাত্র ধ্যান করিবে। পরমাত্মপ্রকাশিত এই সমস্ত বিশ্বকে নিখিল কারণ পরমাত্মাতে বিলীন করিবে। তখন একমাত্র পূর্ণ চিদানন্দময় অবস্থিত রহিবেন; বাহ্য ও অন্তর্গত কোন পদার্থই তাহার জ্ঞানগম্য হইবে না। ৪১-৪৭। সমাধি-সিদ্ধির পূর্ব্বে সচরাচর নিখিল জগৎকে ওঙ্কার-বোধিত মনে করিবে। জগৎ ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার জগতের বাচক; যতদিন জ্ঞান না হয়, ততদিন এইরূপ চিন্তা হইবে। জ্ঞানের পর আর হইবে না। অকার-পদ-বাচ্য জাগ্রদাবস্থা-সাক্ষী হিরণ্যগর্ভ, মকারপদ বাচ্য সুষুপ্তি-সাক্ষী বিরাট পুরুষ; উপকারপদবাচ্য স্বপ্ন-সাক্ষী প্রাজ্ঞ—ইহা নিখিল বেদের উক্তি। অ-উ-ম্ ইত্যাকার ওঙ্কারের এইরূপে চিন্তা

ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে ॥ ৫০
মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্‌।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিমদ্‌-
বিজ্ঞানদৃঙ্‌মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥ ৫১
এবং সদা জাতপরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥ ৫২
এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্‌গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩
ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎপ্রবিলীয়তে ততঃ ॥ ৫৪

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
দৃষ্ট্বা বিদিত্বা ভয়শোককারণম্‌।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্‌ ॥ ৫৫
আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনলে যথানিলঃ ॥ ৫৬
ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭
যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮

সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য ; তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে নহে। নানারূপে অবস্থিত বিরাট-পুরুষকে এবং অকারকে উকার মধ্যে বিলীন ভাবনা করিবে। অনন্তর প্রণবের শেষবর্ণ মকারে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে এবং দ্বিতীয় বর্ণকে বিলীন ভাবনা করিয়া, কারণস্বরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষকেও মকারকে চিদ্ঘন পরমাত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে এবং চিন্তা করিবে ; আমি সেই উপাধিবর্জ্জিত, নির্ম্মল, বিজ্ঞানদর্শী সদা-বিমুক্ত পরম-ব্রহ্ম এইরূপে সর্ব্বদা পরমাত্ম-ভাবনা করিয়া সমস্ত বিস্মৃত হওয়াতে স্বীয় আনন্দে সন্তুষ্ট, অখণ্ড আত্ম-স্বরূপ সুখপ্রকাশক সাক্ষাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া স্থিরজল সাগরের ন্যায় অবস্থিত হইবে এইরূপে সর্ব্বদা সমাধি-যোগ অভ্যাসী বিষয়বিমুখেন্দ্রিয় কামাদি নিখিল রিপুজয়ী যে ব্যক্তি ষড়্‌গুণসম্পন্ন আত্মাকে বশীভূত করিবে, সর্ব্বদা আমি তাহার দৃশ্য হইব। মুনি এইরূপে দিবানিশি আত্ম-ধ্যানবলে নিরভিমানে প্রারব্ধ ভোগ করত সমস্ত-বন্ধন-মুক্ত হইয়া তৎপরে সাক্ষাৎ আমাতেই বিলীন হইবে। সংসারের আদি মধ্য ও অন্ত ভয়-শোকসঙ্কুল অবগত হইয়া বিধি-বাদ-বোধিত নিখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত সকল জীব-স্বরূপ আমাকে ভজনা করিবে। জীব নিজ স্বরূপকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে, সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়, দুগ্ধরাশিতে দুগ্ধবিন্দুর ন্যায়, মহাকাশে খণ্ডাকাশের ন্যায়, প্রবল বায়ুতে তালবৃন্ত-পবনের ন্যায়, আমাতে মিশ্রিত হইয়া যায়। ৪৮-৫৬ যখন জীবন্মুক্ত মুনি লোক-ব্যবহার অনুসারে চলিলেও "জগৎ মিথ্যা" এই চিন্তা করত জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রত্যক্ষ করে, তখন যেমন বস্তু জ্ঞান হইলে, দ্বিচন্দ্র ভ্রম ও দিগ্‌ভ্রমাদি অপগত হয়, সেইরূপ শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণে নিরাকৃত বলিয়া জগতের প্রতি সত্যত্বভ্রম দূর হয়। যতদিন জগৎকে মৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ না করে, ততদিন আমার আরাধনা-পরায়ণ হইবে। যে ব্যক্তি, শ্রদ্ধালু এবং সাতিশয় ভক্তিসম্পন্ন, আমি দিবানিশি তাহার মন দ্বারা দৃশ্য। প্রিয়তম!

রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ॥ ৫৯
ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ॥ ৬০
যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।
সোঽহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ॥ ৬১
বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্ গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ॥ ৬২
ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

এই রহস্য আমি নিঃসংশয়রূপে বেদের সার করিয়া তোমার নিকট বলিলাম। এই ভূতলে যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ইহা আলোচনা করিবে, সে ক্ষণমধ্যে সমস্ত পাতকজাল হইতে বিমুক্ত হইবে। ভাই! এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহা মায়ামাত্র জানিয়া সমস্ত বস্তুতে মনের আসক্তি দূর করিবে; অনন্তর আমার ভাবনা-বশতঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া আনন্দময় ও নিরাময় ভাবে সুখে অবস্থান কর। যে ব্যক্তি যে কোন সময়ে মমে মনে গুণাতীত আমার নির্গুণ-ভাব বা সগুণরূপ সেবা করে, আমারই স্বরূপ সেই ব্যক্তি সূর্য্য যেমন নিজ কিরণ-জাল দ্বারা স্পর্শ করিয়া ত্রিলোক পবিত্র করেন, সেইরূপ বন্দনীয়-নিজ-চরণপরাগ-স্পর্শে ত্রৈলোক্য পবিত্র করিয়া থাকে। এই সমস্ত বাক্য বেদের একমাত্র সারাংশ এবং বিজ্ঞানজনক; যাহার চরিত্র বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচ্য সেই আমি ইহা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি গুরুভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে যমুনাতীরবাসিনঃ।
আজগ্মূ রাঘবং দ্রষ্টুং ভয়াল্লবণরক্ষসঃ॥ ১
কৃত্বাগ্রে তু মুনিশ্রেষ্ঠং ভার্গবং চ্যবনং দ্বিজাঃ।
অসঙ্খ্যাতাঃ সমায়াতা রামাদভয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২
তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রঘুকুলোত্তমঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং হর্ষয়ন্মুনিমণ্ডলম্॥ ৩
করবাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্।
ধন্যোঽস্মি যদি যূয়ং মাং প্রীত্যা দ্রষ্টুমিহাগতাঃ॥৪
দুষ্করং চাপি যৎকার্য্যং ভবতাং তৎকরোম্যহম্।
আজ্ঞাপয়ন্তু মাং ভৃত্যং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে॥৫
তচ্ছ্রুত্বা সহসা হৃষ্টশ্চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ।
মধুনামা মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো॥ ৬

পাঠ করিবে, যদি আমার কথায় ভক্তি থাকে ত সে আমার সারূপ্য প্রাপ্ত করিবে। ৫৭—৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—একদা যমুনা-তীর-বাসী মুনিগণ লবণ রাক্ষসের ভয়ে শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণমণ্ডলী ভৃগুবংশীয় মুনিবর চ্যবনকে সম্মুখে করিয়া শ্রীরামের নিকট অভয় পাইবার আশায় তথায় সমাগত হন। রঘু-কুলোত্তম রাম, পরম ভক্তিসহকারে তাহা-দিগকে পূজা করিয়া সেই মুনিমণ্ডলীকে আনন্দিত করত, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন;—'হে মুনিবরগণ! আমাকে কি করিতে হইবে? কি জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন। আপনারা যে আমাকে প্রীতিসহ-কারে দেখিতে আসিয়াছেন; ইহাতে আমি ধন্য হইলাম। আপনাদিগের প্রয়োজনীয় কার্য্য দুষ্কর হইলেও আমি তাহা করিব; আমি ভৃত্য, আমাকে অসঙ্কোচে আজ্ঞা করুন; ব্রাহ্মণেরা আমার দেবতা।' ইহা শুনিয়া চ্যবন হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"প্রভো! পূর্ব্ব

আসীদত্তীব ধর্ম্মাত্মা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
তস্য তুষ্টো মহাদেবো দদৌ শূলমনুত্তমম্ ॥ ৭
প্রাহ চানেন যৎ হংসি স তু ভস্মীভবিষ্যতি।
রাবণস্যানুজা ভার্য্যা তস্য কুম্ভীনসী শ্রুতা ॥ ৮
তস্যাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
আসীদ্দুরাত্মা দুর্দ্ধর্ষো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ।
পীড়িতাস্তেন রাজেন্দ্র বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ ॥৯
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবোঽপ্যাহ মা ভৈষ্ট মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্তু বিগতজ্বরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাহ রামোঽপি ভ্রাতৄন্ কো বা হনিষ্যতি ॥ ১১
লবণং রাক্ষসং দদ্যাৎব্রাহ্মণেভ্যোঽভয়ং মহৎ।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভরতো রাঘবায় বৈ ॥১২
অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো।
ততো রামং নমস্কৃত্য শত্রুঘ্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩
লক্ষ্মণেন মহৎকার্য্যং কৃতং রাঘব সংযুগে।
নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধির্ভরতো দুঃখমন্বভূৎ ॥ ১৪
অহমেব গমিষ্যামি লবণস্য বধায় চ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥১৫
তচ্ছ্রুত্বা স্বাঙ্কমারোপ্য শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনঃ।
প্রাহাদ্যৈবাভিষেক্ষ্যামি মথুরারাজ্যকারণাৎ ॥১৬
আনায্য চ সুসম্ভারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে।
অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারয়ৎ ॥ ২৭
দত্ত্বা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শত্রুঘ্নমব্রবীৎ।
অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥২৮
স তু সম্পূজ্য তচ্ছূলং গেহে গচ্ছতি কাননম্।
ভক্ষণার্থং তু জন্তূনাং নানাপ্রাণিবধায় চ ॥ ১৯
স তু নায়াতি সদনং যাবদ্বনচরো ভবেৎ।
তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ ত্বং ধৃতকার্ম্মুকঃ ॥ ২০
যোৎস্যতে স ত্বয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি।

কালে সত্যযুগে মধু নামে অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা এক দৈত্য ছিল। সে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত। মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট শূল প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা যাহাকে প্রহার করিবে, সে ভস্মীভূত হইবে। কুম্ভীনসী নাম্নী রাবণের অনুজা তাহার ভার্য্যা ছিল। লবণ নামে ভীম-পরাক্রম রাক্ষস, সেই কুম্ভীনসীর গর্ভে উৎপন্ন; সেই দুরাত্মা—দুর্জ্জয় এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! আমরা তৎকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি।” ১—৯। তাহা শুনিয়া শ্রীরাম বলিলেন,—“হে মুনিবরগণ আপনাদিগের ভয় নাই; আমি লবণকে বিনষ্ট করিব; আপনারা নিরুদ্বেগ হইয়া গমন করুন।” এই বলিয়া রাম ভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—“তোমাদিগের মধ্যে কে লবণ রাক্ষসকে বধ করিবে? ব্রাহ্মণগণকে মহৎ অভয় দান করিবে?” তাহা শুনিয়া ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—“প্রভো! আমিই বধ করিব; দেব! আজ্ঞা করুন।” অনন্তর শত্রুঘ্ন রামকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন,—“হে রাঘব! লক্ষ্মণ, যুদ্ধস্থলে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। মহাবুদ্ধি ভরত, নন্দিগ্রামে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। অতএব লবণ বধের জন্য আমিই গমন করিব। হে রঘুবর! আপনার প্রসাদে সেই রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারিব।” শত্রুসূদন রাম, তাহা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিলেন,—আমি আজই তোমাকে মথুরারাজ্য দিবার জন্য অভিষিক্ত করিব। রাম, লক্ষ্মণ দ্বারা আভিষেচনিক উত্তম উত্তম দ্রব্য আনাইয়া শত্রুঘ্ন অনিচ্ছুক হইলেও স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। রাম শত্রুঘ্নকে দিব্য শর প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—এই শর দ্বারা লোককণ্টক লবণকে বধ করিবে। লবণ সেই শূল পূজা করিয়া গৃহে রাখিয়া, জন্তুগণকে ভোজন করিবার জন্য এবং বিবিধ প্রাণি বধের জন্য বনগমন করিয়া যাবৎ সে গৃহে প্রত্যাগত না হয়—বনে থাকে, তুমি তাবৎ শরাসন ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। শূল আনয়ন করিতে তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া সে, তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে;

তং হত্বা লবণং ক্রূরং তথনং মধুসংজ্ঞিতম্ ॥২১
নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ ত্বং মেঽনুশাসনাৎ।
অশ্বানাং পঞ্চসাহস্রং রথানাঞ্চ তদর্দ্ধকম্ ॥ ২২
গজানাং ষট্শতানীহ পত্তীনামযুতত্রয়ম্।
আগমিষ্যন্তি পশ্চাত্তমগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রেষয়ামাস রাঘবঃ।
শত্রুঘ্নং মুনিভিঃ সার্দ্ধমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২৪
শত্রুঘ্নোঽপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ।
হত্বা মধুসুতং যুদ্ধে মথুরামকরোৎ পুরীম্ ॥ ২৫
স্ফীতাং জনপদং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ।
সীতাপি সুষুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকেরথাশ্রমে ॥২৬
মুনিস্তয়োর্নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোঽনুজো লবঃ
ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নৌ সীতাপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৭
উপনীতৌ চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং প্রাহ কাব্যং বালকয়োর্মুনিঃ॥

শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্ব্বত্যৈ পুরহারিণা।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯
কুমারৌ স্বরসম্পন্নৌ সুন্দরাবশ্বিনাবিব।
তন্ত্রীতালসমাযুক্তৌ গায়ন্তৌ চেরতুর্বনে ॥ ৩০
তত্র তত্র মুনীনাং তৌ সমাজে সুররূপিণৌ।
গায়ন্তাবস্থিতৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা মুনয়োঽব্রুবন্ ॥৩১
গন্ধর্ব্বেষু কিন্নরেষু ভুবি বা দেবেষু দেবালয়ে,
পাতালেষ্বথ বা চতুর্ম্মুখগৃহে লোকেষু সর্ব্বেষু চ।
অস্মাভিশ্চিরজীবিভিশ্চিরতরং দৃষ্টা দিশঃ সর্ব্বতো
নাজ্ঞায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদর্শি নাশ্রাবি চ ॥
এবং স্তবান্তরঋষিভির্মুনিভিঃ প্রতিবাসরম্।
আসাতে সুখমেকান্তে বাল্মীকেরাশ্রমে চিরম্ ॥
অথ রামোঽশ্বমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্।
যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ ॥৩২
তস্মিন্ বিতানে ঋষয়ঃ সর্ব্বে রাজর্ষয়স্তথা।

তাহা হইলে সে তোমার বধ্য হইবে। সেই ক্রূর লবণকে বধ করিয়া সেই মধুনামক বনে নগর স্থাপনপূর্ব্বক আমার আদেশে তুমি তথায় থাকিও। তুমি তথায় অগ্রে রাক্ষসকে বধ কর, পশ্চাৎ পঞ্চ সহস্র অশ্ব, তদর্দ্ধ রথ, ছয় শত গজ, তিন শত পদাতি গমন করিবে।” রাঘব, এই বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে অভিনন্দন করিয়া মুনিগণের সহিত প্রেরণ করিলেন। ১০—২৪।

রাম যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, শত্রুঘ্নও তাহা করিলেন এবং মধুতনয়কে নিহত করিয়া তথায় মথুরাপুরী স্থাপন করিলেন অর্থাদি দান ও সম্মান প্রদর্শন করায় অনেক লোক তথায় বাস করিতে লাগিল। এইরূপে মথুরা বিস্তৃত সমৃদ্ধ-জনপদ হইয়া উঠিল। এদিকে সীতা বাল্মীকির আশ্রমে পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। বাল্মীকি মুনি তাহাদিগের নামকরণ করিলেন,—জ্যেষ্ঠের নাম “কুশ” কনিষ্ঠের নাম “লব।” সীতার তনয়দ্বয় ক্রমে বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা মুনিকর্ত্তৃক উপনীত হইয়া বেদ অধ্যয়নে তৎপর হইল। মুনি বাল্মীকি, সেই বালকদ্বয়কে সমস্ত রামায়ণ কাব্য শিক্ষা দিলেন।

পূর্ব্বকালে ত্রিপুরহারী শঙ্কর পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছিলেন, ক্রমতাসম্পন্ন বেদ জ্ঞানের গভীরার্থ তাবৎ রামায়ণ তাহাদিগকে মুনি শিক্ষা দিলেন। অশ্বিনীকুমার-যুগলের ন্যায় সুন্দর স্বরবান্ কুমারদ্বয় তন্ত্রীতালযোগে রামায়ণ গান করত বনে বিচরণ করিত। দেবাকৃতি বালকদ্বয় সেই সেই মুনিসমাজে গান করিত। মুনিগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিতেন,—“আমরা চিরজীবী অনেককাল হইতে সকল দিক্ দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেবলোকে গন্ধর্ব্ব কিন্নর বা দেবগণের নিকট অথবা ভূর্লোকে, পাতালে ব্রহ্মলোকে—অধিক কি কোন লোকেই এতাদৃশ গীতবাদ্যের উৎকর্ষ দেখি নাই, শুনি নাই জানি নাই” মুনিগণ প্রত্যহ এইরূপ প্রশংসা করিতেন। কুশ-লব, তাঁহাদিগের সহিত নির্জ্জন বাল্মীকি-আশ্রমে অনেককাল সুখে রহিল। এদিকে অমিত-তেজা রাম সীতা-পরিত্যাগের পর স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রচুর দক্ষিণা দিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন। ঋষিগণ, রাজর্ষিগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দর্শনাভিলাষে সেই যজ্ঞ

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫
বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তৌ তৌ কুশীলবৌ।
জগাম ঋষিবাটস্থ সমীপং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬
একান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্।
কুশঃ প্রপচ্ছ বাল্মীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথান্তরে ॥৩৭
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি সঙ্ক্ষেপাত্তবতোঽখিলম্।
দেহিনঃ সংসৃতির্বন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ ॥ ৩৮
কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বন্ধান্তবাম্ভিধাৎ।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ মহ্যং শিষ্যায় তে মুনে ॥ ৩৯

বাল্মীকিরুবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং সঙ্ক্ষেপাদ্বন্ধমোক্ষয়োঃ।
স্বরূপং সাধনং চাপি মত্তঃ শ্রুত্বা যথোদিতম্ ॥৪০
তথৈবাচর ভদ্রং তে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি।
দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪১
তস্যাহঙ্কার এবাস্মিন্মন্ত্রী তেনৈব কল্পিতঃ।
দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি ॥৪২
তেন তাদাত্ম্যমাপন্নং স্বচেষ্টিতমশেষতঃ।
বিদধাতি চিদানন্দে তদ্ভাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
তেন সঙ্কল্পিতো দেহী সঙ্কল্পনিগড়াবৃতঃ।
পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্পয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪
সঙ্কল্পয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্ব্বদা।
ত্রয়স্তস্য হযো দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ৪৫
তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ।
তমোরূপাদ্ধি সঙ্কল্পান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬
অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কৃমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ।
সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭
অদূরমোক্ষসাম্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি।
রজোরূপো হি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ।
ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে ॥ ৪৯
সঙ্কল্পঃ পরমাপ্নোতি পরমাত্মপরিক্ষয়ে।
দৃষ্টীঃ সর্ব্বাঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ ॥৫০

সভায় সমাগত হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিও গানকারী কুশীলবকে সঙ্গে লইয়া ঋষিবাটে উপস্থিত হইলেন। তথায় সমাধি অবসানে নির্জ্জনে উপবিষ্ট প্রশান্তচিত্ত বাল্মীকি মুনিকে, কুশ, কথায়-কথায় জ্ঞানশাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল,—ভগবন্! আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে সম্পূর্ণ জানিতে ইচ্ছা করি,—শরীরীর দৃঢ় সংসারবন্ধ কিরূপে উৎপন্ন হয়? এবং দেহী এই সংসারসংজ্ঞক দৃঢ়বন্ধ হইতে মুক্ত হয়ই বা কিরূপে? হে ধর্ম্মজ্ঞ মুনি! আমি শিষ্য, আমার নিকট ইহা বলিতে আজ্ঞা হয় ২৫ ৩৯। বাল্মীকি বলিলেন,—শুন; আমি তোমার নিকট বন্ধ ও মুক্তির স্বরূপ এবং উপায়ের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। আমার নিকট ইহা শুনিয়া আমি যেরূপ বলিব, তদনুসারে আচরণ করিও, তোমার মঙ্গল হইবে; জীবন্মুক্ত হইবে। দেহই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ আত্মার মহাগৃহ। এই দেহে অহঙ্কারই আত্মার মন্ত্রী; অহঙ্কার আত্মারই নির্ম্মিত। ঐ অহঙ্কার, দেহ-গেহ-ঘটিত স্বীয় অভিমান চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আরোপিত করিয়া, আত্মার সহিত অভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয় এবং আত্মসান্নিধ্যবশেই স্বয়ং উদ্ভাসিতস্বরূপ হইয়া যাবতীয় নিজ চেষ্টা চিদানন্দ আত্মার উপর স্থাপিত করে। দেহী, সেই অহঙ্কারকৃত-সঙ্কল্পবশে সঙ্কল্প-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর স্ত্রী-পুত্র গৃহাদি কামনা করে। দেহী, সর্ব্বদা তাহাদিগকে কামনা করাতে আপনি নানা রকমে শোকাকুল হয়। সেই অহঙ্কারের তমঃ, সত্ত্ব, রজ নামক অধম, উত্তম, মধ্যম তিন প্রকার দেহ। ইহা জগৎস্থিতির কারণ। তমোরূপ সঙ্কল্পবশে নিত্য তামস চেষ্টা করায় অত্যন্ত তামস হইয়া কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বরূপ সঙ্কল্পের অবলম্বনে ধর্ম্ম জ্ঞান হয়; মোক্ষ-সাম্রাজ্য তাহার অদূরবর্ত্তী; এইজন্য সত্ত্বসঙ্কল্প-শালী পুরুষ সুখী হইয়া অবস্থান করে। যাহার রজোরূপ সঙ্কল্প, সে লোকব্যবহারে কুশল, এবং স্ত্রী-পুত্রে অনুরক্ত হইয়া সংসারে অবস্থিতি করে। হে মহামতি! যাহার সঙ্কল্প এই ত্রিবিধরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উপরত হয়, সে ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে। তুমি সমস্ত বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরি-

ধ্যানাভ্যাসাত্তথার্থং সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু।
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তেঽনঘ।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৫২
অনাবাধেঽবিকারে স্বে সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩
সঙ্কল্পতন্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানীমঃ ক্ব যান্তি বিততাঃ পরাঃ ॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহারপরো ভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫

অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ।
অধিগময পদং তদদ্বিতীয়ং
বিততসুখায় সুষুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হারপূর্ব্বক ধ্যানযোগে মনকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত করিয়া বাহ্য ও আন্তর বিষয়ঘটিত যাবদীয় সঙ্কল্পের ক্ষয় কর। যদি সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা কর এবং হে অনঘ! পাতালে, ভূতলে বা দেবলোকে অবস্থিত হও, তথাপি সঙ্কল্প উপশম ব্যতীত নির্ব্বিঘ্ন অবিকৃত পরম পাবন আত্মরূপ আনন্দপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। অতএব তদীয় উপশমের জন্য পৌরুষ সহকারে পরম যত্ন কর। হে অনঘ! কথিত আছে, সংসার-প্রবর্ত্তক নিখিল উৎকৃষ্ট ভাব সংসারসূত্রে গ্রথিত; সেই সূত্র ছিন্ন হইলে, জানি না, সেই সমস্ত ভাব কোথায় গমন করে? সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যথালব্ধ বস্তু ব্যবহার করিবে। সঙ্কল্পসমূহ ক্ষয় হইলে জীব, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বিকল্পজাল-সকলে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অদ্বিতীয় পরম পদ চির সুখের জন্য প্রাপ্ত হইবে। তুমি চিত্ত-বৃত্তিকে সুষুপ্ত করিয়া রাখ। ৫০—৫৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বাল্মীকিনা বোধিতোঽসৌ কুশঃ সদ্যো গতভ্রমঃ।
অন্তর্যুক্তো বহিঃ সর্ব্বমনুকুর্ব্বংশ্চচার সঃ ॥ ১
বাল্মীকিরপি তৌ প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিয়ৌ।
তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিষু সর্ব্বতঃ ॥ ২
রামস্যাগ্রে প্রগায়েতাং শুশ্রূষুর্যদি রাঘবঃ।
ন গ্রাহ্যং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎ প্রদাস্যতি
ইতি তৌ চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ।
যথোক্তমৃষিণা পূর্ব্বং তত্র তত্রাভ্যগায়তাম্ ॥ ৪
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বচর্য্যাং ততস্ততঃ।
অপূর্ব্বপাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥ ৫
বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলমুপেয়িবান্।
অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্ ॥ ৬
রাজ্ঞশ্চৈব নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতাংশ্চৈব নৈগমান্।
পৌরাণিকাঞ্ছব্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭

সপ্তম অধ্যায়।

এই কুশ, বাল্মীকি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ভ্রমশূন্য হইল এবং অন্তরে যোগ করত বাহিরে সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের অনুকরণ করিতে লাগিল। বাল্মীকি, মহাবুদ্ধি সীতা-পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,— ‘তোমরা নগর ও রাজ-পথের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল স্থানে গান করিতে থাকিলে শ্রীরাম, যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন ত, তাঁহার সম্মুখেও গান করিবে, তাহার পর তিনি যদি কিছু পারিতোষিক দেন ত, তাহা তোমরা লইও না।” এইরূপে ঋষি-প্রেরিত লব-কুশ গান করত তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ঋষি যেমন বলিয়া দিয়া-ছিলেন, তদনুসারে তত্তৎ স্থানে গান করিতে লাগিল কাকুৎস্থ রাম, সেই সকল স্থানে অপূর্ব্ব-পাঠ জাতি-সম্পন্ন তানলয়শুদ্ধ স্বীয় পূর্ব্বচরিত্র কথা বালকদ্বয়সমীপে শুনিতে পাইলেন। রাঘব তাহা শুনিয়া কুতূহলান্-বিত হইলেন। অনন্তর মহারাজ নরবর রাম, কার্য্যোপলক্ষে মহর্ষিগণ, রাজগণ, বেদজ্ঞ-

প্রাজ্ঞান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ।
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮
রামং তৌ দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হ্যনিমেষণাঃ।
অবোচন্ সর্ব্ব এবৈতে পরস্পরমথাগতাঃ ॥ ৯
ইমৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদিতৌ।
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন চ বল্কলধারিণৌ ॥ ১০
বিশেষং নাধিগচ্ছামো রাঘবস্যানয়োস্তদা।
এবং সংবদতাং তেষাং বিস্মিতানাং পরস্পরম্ ॥
উপচক্রেমতুর্গাতুং তাবুভৌ মুনিদারকৌ।
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্ ॥ ১২
শ্রুত্বা তন্মধুরং গীতমপরাহ্নে রঘূত্তমঃ।
উবাচ ভরতং চাভ্যাং দীয়তামযুতং বসু ॥ ১৩
দীয়মানং সুবর্ণন্তু ন তজ্জগ্রহতুস্তদা।
কিমনেন সুবর্ণেন রাজন্নৌ বন্যভোজিনৌ ॥ ১৪

ইতি সন্ত্যজ্য সন্দত্তং জগ্মতুর্মুনিসন্নিধিম্ ।৫
এবং শ্রুত্বা তু চরিতং রামঃ স্বস্যেব বিস্মিতঃ ॥
জ্ঞাত্বা সীতাকুমারৌ তৌ শত্রুঘ্নং চেদমব্রবীৎ।
হনূমন্তং সুষেণঞ্চ বিভীষণমথাঙ্গদম্ ॥ ১৬
ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭
অস্যাস্তু পর্ষদো মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা।
করোতু শপথং সর্ব্বে জানন্তু গতকল্মষাম্ ॥ ১৮
সীতাং তদ্বচনং শ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বেঽতিবিস্মিতাঃ
উচুর্যথোক্তং রামেণ বাল্মীকিং রামপার্ষদাঃ ॥ ১৯
রামস্য হৃদ্গতং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা বাল্মীকিরব্রবীৎ।
শ্বঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি।
যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২০
তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা সর্ব্বে প্রোচুর্মুনের্বচঃ ॥ ২১
রাঘবস্যাপি রামোঽপি শ্রুত্বা মুনিবচস্তথা।

পৌরাণিক ও বৈয়াকরণ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী এবং বৃদ্ধ দ্বিজগণ—ইহাঁদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া, গায়ক বালকদ্বয়কে আহ্বান-পূর্ব্বক সভাতে প্রবেশ করাইলেন। সেই সকল রাজা ও ব্রাহ্মণাদি, হৃষ্টচিত্তে রামকে ও বালকদ্বয়কে অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। এবং সমাগত সকল ব্যক্তিই পরস্পর বলিতে লাগিল,—এই বালকদ্বয় অবিকল রামসদৃশ; রামের মূর্ত্তি হইতে যেন প্রতিমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা যদি জটিল ও বল্কলধারী না হইত, তাহা হইলে রাম ও এই বালকদ্বয়ের পরস্পর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।" তাহারা পরস্পরে সবিস্ময়ে এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিলে, মুনিবেশধারী সেই উভয় বালক গান করিতে আরম্ভ করিল।১—১২। সেই অপার্থিব গান মধুবর্ষণ করিতে থাকিলে রঘুবর, সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অপরাহ্নে ভরতকে বলিলেন—ইহাদের উভয়কে অযুত ধন প্রদান কর। তখন ভরত, তাহাদিগকে সুবর্ণ দিতে গেলে, তাহারা তাহা গ্রহণ করিল না। বলিল,—"রাজন্! আমরা বন্যফলমূল-ভোজী, এই সুবর্ণে আমাদিগের প্রয়োজন কি? দত্ত সুবর্ণ

এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া, কুশীলব, মুনিসন্নিধানে গমন করিল। রাম, এইরূপে আত্মচরিত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ঐ বালকদ্বয়কে সীতাতনয় জানিয়া মথুরা হইতে প্রত্যাগত শত্রুঘ্নকে এবং হনুমান, সুষেণ, বিভীষণ ও অঙ্গদকে বলিলেন,—নিরনিপ্রধান মহাত্মা দেবতুল্য ভগবান মহর্ষি বাল্মীকিকে সীতা সমভিব্যাহারে লইয়া আইস। তাঁহাকে বলিও জনকনন্দিনী এই সভামধ্যে; এইরূপ পরীক্ষা প্রদান করুক; যাহাতে সভাস্থ সকলের তাঁহাকে শুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস হয়। সকলে সীতাকে নিষ্পাপা বলিয়া জানুন।" সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা অতি বিস্মিতভাবে বাল্মীকিসমীপে গমন করিলেন। সেই রাম-পার্ষদগণ রাম যাহা বলিয়া দিয়াছেন, বাল্মীকিকে তাহা বলিলেন। বাল্মীকি, রামের মনোগত অভিপ্রায় সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন,—"সীতা আগামী কল্য লোকপূর্ণ সভামধ্যে পরীক্ষা প্রদান করিবেন। পতিই স্ত্রীজাতির পরম দেবতা; সন্দেহ নাই।"১৩-২০। বাল্মীকির কথা শুনিয়া, তাঁহারা রাঘবসকাশে, তাহা নিবেদন করিলেন। রামও

রাজানো মুনয়ঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥২২
সীতায়াঃ শপথং লোকা বিজানন্তু শুভাশুভম্।
ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সর্ব্বে বিদৃক্ষবঃ ॥২৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
বানরাশ্চ সমাজগ্মুঃ কৌতুহলসমন্বিতাঃ ॥ ২৪
ততো মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ।
অগ্রতস্তমৃষিং কৃত্বা বাষ্পী কিঞ্চিদবাঙ্মুখী ॥ ২৫
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পকণ্ঠী সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়াতীং ব্রহ্মাণমনুযায়িনীম্ ॥ ২৬
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ।
তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্।
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী ॥ ২৮
অপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ।
লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম মহাবনে।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৯

ইমৌ তু সীতাতনয়াবিমৌ যমজজাতকৌ।
সুতৌ তু তব দুর্দ্ধর্ষৌ তথ্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ ৩০
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বহ।
অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ৩১
বহূন্ বর্ষগণান্ সম্যক্ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩৩
এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি সুব্রত।
প্রত্যয়ো জনিতো মহ্যং তব বাক্যৈরকিল্বিষৈঃ ॥
লঙ্কায়ামপি দত্তো মে বৈদেহ্যা প্রত্যয়ো মহান্।
দেবানাং পুরতস্তেন মন্দিরে সম্প্রবেশিতাঃ ॥ ৩৫
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মন্ অপাপাপি সতী পুরা।
সীতা ময়া পরিত্যক্তা ভবান্ তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥৩৬
মমৈব জাতৌ জানামি পুত্রাবেতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে সীতায়াং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৩৭

মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হে রাজগণ হে মুনিগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুন; সীতার পরীক্ষা দেখিয়া লোকে তাঁহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ নির্ণয় করুন।" রাঘব এই কথা বলিলে, মহর্ষি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বানরগণ—সকল লোকেই দর্শনাভিলাষে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় সমাগত হইল। অনন্তর মুনিবর বাল্মীকি, সীতা সমভিব্যাহারে দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠী সীতা, কিঞ্চিৎ অধোমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অতি দীনভাবে ঋষির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া, সভামধ্যে অত্যন্ত সাধুবাদ পড়িয়া গেল। তখন মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সীতা সমভিব্যাহারে জন-সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট শ্রীরামকে বলিলেন,—"দাশরথি! এই সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা দেবী; রাম! অনেক দিন হইল, তুমি লোকাপবাদে ভীত হইয়া, এই নিষ্পাপা জনকনন্দিনীকে আমার আশ্রম-সমীপে মহাবনে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। সীতা পরীক্ষা দিবেন; তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ বালকদ্বয় সীতার গর্ভসম্ভূত ও তোমার ঔরসজাত; ইহারা যমজ; আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। হে রঘুকুল-ধুরন্ধর! আমি প্রচেতা মহর্ষির দশম পুত্র; আমি যে কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি, ইহা স্মরণ হয় না। অতএব জানিও ইহারা তোমারই ঔরসজাত পুত্র। আমি বহুবৎসর-বৃন্দ সম্পূর্ণরূপে যে তপস্যা করিয়াছি, এই মৈথিলী যদি দুষ্টা হন, তাহা হইলে আমার যেন সেই তপস্যার ফল ভোগ না হয়!" ২১—৩২। বাল্মীকি এই কথা বলিলে রাঘব উত্তর করিলেন,—"হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যাহা বলিতেছেন,তাহা সত্য, শুদ্ধিসূচক ভবদীয় বাক্যে আমার বিশ্বাস হইল। বৈদেহী লঙ্কাতেও দেবগণের সম্মুখে আমার নিকট ভীষণ পরীক্ষা দিয়াছিল; তাই আমি তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! সেই নিষ্পাপা সতী সীতাকেও আমি লোকভয়ে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছি; আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আমি জানি, এই কুশীলব আমারই ঔরসজাত পুত্র। এখন সীতা জগতের মধ্যে শুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইলে

দেবাঃ সর্ব্বে পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮
প্রজাঃ সমাগমন্ হৃষ্টাঃ সীতা কৌষেয়বাসিনী।
উদঙ্মুখী হ্যধোদৃষ্টিঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯
রামাদন্যং যথাহং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৪০
তথা শপন্ত্যাঃ সীতায়াঃ প্রাদুরাসীন্মহাদ্ভুতম্।
ভূতলাদ্দিব্যমত্যর্থং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪১
নাগেন্দ্রৈর্ধ্রিয়মাণঞ্চ দিব্যদেহৈ রবিপ্রভম্।
ভূদেবী জানকীং দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংযুতা ॥
স্বাগতং তামুবাচৈনামাসনে সন্ন্যবেশয়ৎ।
সিংহাসনস্থাং বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥
নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টির্দিব্যা সীতামবাকিরৎ।
সাধুবাদশ্চ সুমহান্ দেবানাং পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪৪
ঊচুশ্চ বহুধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৪৫
বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সীতাশপথকারণাৎ।
কেচিচ্চিন্তাপরাস্তস্থুঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎ সীতামচেতসঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রং তৎসর্ব্বং তূষ্ণীম্ভূতমচেতনম্ ॥ ৪৭
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সম্মোহিতং জগৎ।
রামস্তু সর্ব্বং জ্ঞ ত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮
অজানন্নিব দুঃখেন শুশোচ জনকাত্মজাম্।
ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্দ্ধং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নাচ্চকারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
বিসসর্জ্জ ঋষীন্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজো যে সমাগতাঃ ৫০
তান্ সর্ব্বান্ ধনরত্নাদ্যৈস্তোষয়ামাস ভূরিশঃ।
উপাদায় কুমারৌ তাবযোধ্যামগমৎ প্রভুঃ ॥ ৫১
তদাদি নিস্পৃহো রামঃ সর্ব্বভোগেষু সর্ব্বদা।
আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকান্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২

তাহাতে আমার প্রীতি হইবে।” দেবগণ সকলে, রামের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, উৎসুকভাবে ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দলে দলে সমাগত হইলেন। প্রজাগণ হৃষ্টচিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৌষেয় বসন পরিধানা সীতা উত্তরমুখী এবং অধোদৃষ্টি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন, —“আমি যদি মনে মনেও রাম ভিন্ন অপর পুরুষকে চিন্তা করিয়া না থাকি, তাহা হইলে পৃথিবী দেবী আমাকে বিবর প্রদান করিবেন!” সীতা এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে, অতীব দিব্য সর্ব্বোত্তম মহাবিচিত্র সূর্য্যপ্রভ সিংহাসন রসাতল হইতে প্রাদুর্ভূত হইল। দিব্যদেহ নাগেন্দ্রগণ তাহা ধারণ করিয়াছিল। ধরণীদেবী সস্নেহে জনকতনয়াকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক সুখে আগমন করিতে বলিয়া সেই আসনে সন্নিবেশিত করিলেন। তখন বিদেহনন্দিনী সীতা সিংহাসনে অবস্থিতা হইয়া, রসাতলে প্রবেশ করিতে করিতে আকাশ হইতে নিপতিত নিবিড় পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। তখন দেবগণের মধ্যে পরম বিচিত্র মহান্ সাধুবাদ পড়িয়া গেল। আকাশস্থিত সুরমণ্ডলী, বিবিধ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ৩৩—৪৫। সীতা-শপথে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গগনমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে স্থাবর-জঙ্গমগণ এবং মহাকায় বানরগণ —কেহ কেহ উদাসমনে চিন্তা করিতে লাগিল; কেহ কেহ সীতাকে ধ্যান করিতে থাকিল; কেহ কেহ রামকে কেহ কেহ সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত-কাল সেই সমস্ত লোক অজ্ঞান ও অবাক্ হইয়া রহিল। সীতার পাতাল-প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল। রাম, সমস্ত গুরুতর ভবিষ্যৎ কার্য্য নিশ্চিতরূপে জানিয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় দুঃখসহকারে জনকনন্দিনীর জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঋষি-গণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা রঘুনন্দনকে বুঝাইলে, তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হইয়া অনন্তর কর্ত্তব্য-ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন। সমাগত ঋষিমণ্ডলী ও ঋত্বিক্‌বৃন্দকে বিদায় দিলেন তাঁহাদিগের সকলকে ভূরি ভূরি ধন রত্নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। প্রভু শ্রীরাম সেই কুমারদ্বয়কে লইয়া যজ্ঞস্থান হইতে অযোধ্যা-নগরীমধ্যে আগমন করিলেন। রাম, তদবধি

একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥
ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণত্য প্রাহ হৃষ্টধীঃ
রাম ত্বং জগতামাদিরাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ ॥৫৪
পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বর।
জাতোঽসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥৫৫
অবসানে মমাপ্যদ্য সময়োঽভূদ্রঘূত্তম।
নাদ্যাপ্যবোধজঃ কৃৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ত্ততে ॥৫৬
ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্ত্তকম্।
যথা সংক্ষেপতো ভূয়াস্তথা বোধয় মাং বিভো ॥৫৭
নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ।
দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জ্জরিতাং শুভাম্ ॥৫৮
মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ ॥৫৮

ভক্তির্বিভিদ্যতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ।
স্বভাবো যস্য যস্তেন তস্য ভক্তির্বিভিদ্যতে ॥৬০
যস্তু হিংসাং সমুদ্দিশ্য দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥৬১
ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা।
অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥
পরস্মিন্নর্পিতং যস্তু কর্ম্ম নির্হরণায় বা।
কর্ত্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স সাত্ত্বিকঃ ॥৬২
মদ্গুণাশ্রয়ণাদেব মষ্যনন্তগুণালয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ।
তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি ॥৬৪
অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ময়ি জায়তে।
সা মে সালোক্যসামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যমেব বা ॥৬৫
দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা।
স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্য ভামিনি ॥
মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্।

সর্ব্বদা সর্ব্বভোগে নিস্পৃহ ও আত্মচিন্তাপরায়ণ হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেন। একদা রাঘব, নির্জ্জনে ধ্যানরত থাকিলে প্রিয়বাদিনী কৌশল্যা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং প্রসাদসুমুখ শ্রীরামকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—'রাম! তুমি জগতের আদি; তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নাই; তুমি পরমাত্মা পরমানন্দময় পুরুষ, পূর্ণ ঈশ্বর; আমার পুণ্যপুঞ্জফলে মদীয়গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে। হে রঘূত্তম! এখন আমার শেষ দশা; তোমারও অবতারলীলা সম্বরণের সময় আগতপ্রায়; অদ্য প্রশ্ন করিতে অবসর হইল—আমার অজ্ঞানসম্ভূত নিখিল ভববন্ধন অদ্যাপি নিবৃত্ত হইতেছে না। এ সময়েও যাহাতে ভববন্ধনচ্ছেদক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, প্রভু হে! সংক্ষেপে আমাকে তদনুরূপ জ্ঞান উপদেশ কর। জরা-জর্জ্জরিত-দেহা পবিত্রা জননী, নির্ব্বেদ-সহকারে এইরূপ বলিতে থাকিলে, মাতৃবৎসল দয়ালু ধর্ম্মাত্মা রাম, তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বকালে মুক্তিলাভ-সাধক ত্রিবিধ পথ ব্যক্ত করিয়াছি। যথা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং চিরস্থায়ী ভক্তিযোগ মা! গুণভেদে, ভক্তির ভেদ তিন প্রকার; স্বভাব যাহার যেরূপ, তদনুসারে তাহার ভক্তি বিভিন্ন হয় ৫৬—৬০। যে ভক্ত, ভেদদৃষ্টি এবং সংরম্ভ সহকারে হিংসা, দম্ভ, কিংবা মাৎসর্য্য উদ্দেশে আমাকে পূজা করে, সে তামস ভক্ত বলিয়া বিদিত। যে ব্যক্তি,—ভোগ ধন যশ ইত্যাদি ফলাভিসন্ধান করিয়া ভিন্ন বোধে প্রতিমাদিতে আমাকে পূজা করে, সে রাজস-ভক্ত। যে ব্যক্তি পাপনাশের জন্য কর্ম্ম করে, অথবা কৃতকর্ম্ম পরম পুরুষ আমাতে অর্পণ করে কিংবা ফলাদি আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করে, ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সেই পুরুষ সাত্ত্বিক ভক্ত। এই মদীয় সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে সমুদ্রে গঙ্গাজলের ন্যায় অনন্ত গুণালয় আমাতে তাহার মনোবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ইহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। আমার প্রতি যে অহৈতুকী—অভিসন্ধিহীন নিরন্তর-সম্বন্ধ ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ভক্তদিগকে আমার সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি বা সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করে; কিন্তু তাহাতে আমার সেবা করিতে পারিবেন না বলিয়া, ভক্তগণ

পূজয়া মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া ... সত্যবর্জ্জনৈঃ।
মানেন মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯
সমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া।
বেদান্তবাক্যশ্রবণান্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭০
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্জ্জনাৎ।
কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ ॥ ৭১
মদ্‌গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ।
যথা বায়ুবশাদ্ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্‌ঘ্রাণমাবিশেৎ ॥৭২
যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ।
সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥ ৭৪
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মে নাস্ত তোষণম্।
ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোহহং ন পূজিতঃ ॥৭৫

তাহা গ্রহণ করেন না। হে জননি! ইহাই ভক্তিপথের আত্যন্তিক যোগ, এই আত্যন্তিক যোগবলে ত্রিগুণাতীত হইয়া মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নিষ্কাম—স্বধর্ম্মপালন, হিংসা পরিত্যাগ, আমার দর্শন, স্মরণ, বন্দনা, স্তব ও মহাপূজা, সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা করা, দুষ্টসঙ্গত্যাগ, অসত্য-বর্জ্জন, মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, দুঃখীদিগের উপর দয়াপ্রকাশ, তুল্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, যমনিয়মাদি সেবা, বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, সৎসঙ্গ, অহংবুদ্ধি পরিহার এবং মৎপূজাদিরূপ ধর্ম্মে একান্ত অভিলাষ—এই প্রশস্ত কর্ম্মযোগে শুদ্ধচিত্ত মনুষ্য ত্বরতঃ আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন গন্ধ বায়ুবশে স্বীয় আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে লোকের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসতৎপর চিত্ত আত্মাতে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া থাকে। প্রাণিবৃন্দে আমি আত্মরূপে অবস্থিত। বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি ইহা জানিয়া কেবল বাহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। হে জননি! সেই কর্ম্মোপকরণ বিবিধ দ্রব্যে আমার সন্তোষ হয় না। যে

ভিন্নদৃষ্টের্ভয়ং মৃত্যুস্তস্য কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
মামতঃ সর্ব্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্।
একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চ্চেদভিন্নধীঃ ॥৭৮
চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥
তস্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ।
ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥৮০
আলম্ব্যৈকতরং বাপি পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি।
ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ সর্ব্বহৃদিস্থিতম্ ॥
পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তিমবাপ্স্যসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং কৌসল্যানন্দসম্প্লুতা ॥ ৮২
রামং সদা হৃদি ধ্যাত্বা ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্।

ব্যক্তি প্রাণীর অবমাননা করে, সে প্রতিমাতে পূজা করিলেও আমি তাহা গ্রহণ করি না। ৬১—৭৫। যাবৎ আমাকে সর্ব্বভূতে ও আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে, তাবৎ দেবরূপী আমাকে নিজকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূজা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মপরে ভেদজ্ঞান করে, মৃত্যু সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির ভীতিজনক হইয়া থাকে, সংশয় নাই। অতএব পরিচ্ছিন্ন সর্ব্বভূতে অবস্থিত একরূপ আমাকে অভিন্নবোধ জ্ঞানমূলক সম্মানপ্রদর্শন ও মিত্রতা দ্বারা পূজা করিবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি আমাকে জীবরূপে অবস্থিত শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ জানিয়া, নিরন্তর মন দ্বারাই সর্ব্বভূতকে প্রণাম করিবে। অতএব কখনই ঈশ্বর এবং জীবের ভেদজ্ঞান করিবে না। মা! আমি ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা বলিলাম। মনুষ্য, এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী অবলম্বন করিলেই শান্তিলাভ করে। অতএব জননি! ভক্তিযোগে আমাকে সর্ব্বান্তর্যামিরূপে বা পুত্ররূপে নিত্য স্মরণ করিলে, শান্তিলাভ করিবে।” কৌশল্যা রামের কথা শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন। সর্ব্বদা রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার-বন্ধন

স্তুতিক্রম্য গতৌচ্চিস্রেঽপ্যবাপ পরমাং গতিম্ ৷
কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং
পূর্ব্বমেবাধিগম্য,
শ্রদ্ধা ভক্তিপ্রশান্তা হৃদি রঘুতিলকং
ভাবয়ন্তী গতাসুঃ।
গত্বা স্বর্গং স্ফুরন্তী দশরথসহিতা
মোদমানাবতস্থে,
মাতা শ্রীলক্ষ্মণস্যাপ্যতিবিমলমতিঃ
প্রাপ ভর্ত্তুঃ সমীপম্ ৷ ৮৫

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ কালে গতে কস্মিন্ ভরতো ভীমবিক্রমঃ।
যুধাজিতা মাতুলেন হ্যাহুতোঽগাৎ সসৈনিকঃ ॥১
রামাজ্ঞয়া গতস্তত্র হত্বা গন্ধর্ব্বনায়কান্।
তিস্রঃ কোটীঃ পুরে দ্বে তু নিবেশ্য রঘুনন্দনঃ ॥২
পুষ্করং পুষ্করাবত্যাং তক্ষং তক্ষশিলাসু চ।
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র ধনধান্যসুহৃদ্‌বৃতৌ ॥ ৩
পুনরাগত্য ভরতো রাম-সেবাপরোঽভবৎ।
ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥৪
উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে গৃহীত্বা
পশ্চিমাং দিশম্।
তত্র ভিল্লান্ বিনির্জ্জিত্য দুষ্টান্ সর্ব্বাপকারিণঃ ॥৫
অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ মহাসত্ত্বপরাক্রমৌ।
যয়োর্দ্বে নগরে কৃত্বা গজাশ্বধনরত্নকৈঃ ॥ ৬
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র শীঘ্রমাগচ্ছ মাং পুনঃ।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য গজাশ্ববলবাহনঃ ॥ ৭
গত্বা হত্বা রিপূন্ সর্ব্বান্ স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ।
সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ৮
ততস্তু কালে মহতি প্রয়াতে
রামং সদা ধর্ম্মপথে স্থিতং হরিম্।
দ্রষ্টুং সমাগাদৃষিবেশধারী
কালস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ৯

ছেদন এবং ত্রিগুণগতি অতিক্রম করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। কৈকেয়ীও রঘুপতি-কথিত যোগ পূর্ব্বেই অবগত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে শান্তভাবে মনে মনে রঘুতিলক রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবার পর স্বর্গ গমন করেন। তথায় সমুজ্জ্বলভাবে দশরথ সহ আমোদ-প্রমোদ করত অবস্থিতি করিলেন। শান্ত বিশুদ্ধ-মতি দেবী লক্ষ্মণজননীও ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিলেন। ৭৬—৮৫।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, ভীম-বিক্রম ভরত, মাতুল যুধাজিৎকর্তৃক গন্ধর্ব্ববধের জন্য আহূত হইয়া রামের আদেশে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। গিয়া তিনকোটি গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বধ করিয়া সেই গন্ধর্ব্বরাজ্যে দুইটী নগর স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পুষ্করাবতী নগরীতে পুত্র পুষ্করকে এবং তক্ষশিলা নামক নগরে পুত্র তক্ষকে অভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগকে ধনধান্য ও সহায়-সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভরত, তথা হইতে পুনরায় আগত হইয়া রামের সেবাকার্য্যে তৎপর হইলেন। অনন্তর রঘুবর প্রীতি-সহকারে সাদরে সৌমিত্রিকে বলিলেন,—"সৌমিত্রি তুমি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দিকে গমন কর। তত্রত্য অধিবাসী সর্ব্বাপকারী দুষ্ট ভিল্লগণকে পরাজিত করিয়া তথায় মহাবল-পরাক্রান্ত অঙ্গদ ও চিত্রকেতুর দুইটী নগর স্থাপন কর। সেই নগরদ্বয়ে পুত্রদ্বয়কে হস্তী অশ্ব, ও ধনে পরিবৃত্ত করিয়া অভিষিক্ত কর। অনন্তর আমার নিকট পুনরাগত হইবে।" সৌমিত্রি রামের আজ্ঞানুসারে গজাশ্ববাহন-সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া গিয়া সমস্ত শত্রু বধ করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রদ্বয়কে স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাম-সেবনে নিরত হইলেন। ১—১০। তৎপরে বহুকাল অতীত হইলে সদা ধর্ম্মপথে অবস্থিত রামরূপী

নিবেদয়স্বাত্রিবলস্ত দূতং
মাং দ্রষ্টু কামং পুরুষোত্তমায়
রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্য
মহর্ষিমুখ্যস্ত চিরায় ধীমন্ ॥ ১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্তরয়ান্বিতঃ ।
আচচক্ষেহথ রামায় স সম্প্রাপ্তং তপোধনম্ ॥১১
এবং ব্রুবন্তং প্রোবাচ লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ ।
শীঘ্রং প্রবেশয়াশু ত্বং মুনিং সৎকারপূর্ব্বকম্ ॥
লক্ষ্মণস্তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়ত তাপসম্
স্বতেজসা জ্বলন্তং তং ঘৃতসিক্তং যথানলম্ ॥ ১৩
সোহভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।
মুনির্মধুরবাক্যেন বর্দ্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪
তস্মৈ স মুমুদে রামঃ পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ॥
পৃষ্টানাময়মব্যগ্রো রামঃ পৃষ্টোহথ তেন সঃ ॥১৫
দিব্যাসনে সমাসীনো রামঃ প্রোবাচ তাপসম্ ।
যদর্থমাগতোহসি ত্বমিহ তৎ প্রাপয়স্ব মে ॥১৬

বাক্যেন চোদিতস্তেন রামেণাহ মুনির্বচঃ ।
দ্বন্দ্বমেব প্রয়োক্তব্যমনালক্ষ্যস্তু তদ্বচঃ ॥ ১৭
নান্যেন চৈতৎ শ্রোতব্যং নাখ্যাতব্যঞ্চ কস্যচিৎ ।
শৃণুয়াদ্‌ বা নিরীক্ষেদ্‌ বা যঃ স বধ্যস্তয়া প্রভো ॥
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।
তিষ্ঠ ত্বং দ্বারি সৌমিত্রে নায়াত্বত্র জনো রহঃ ॥১৯
যদ্যাগচ্ছতি কো বাপি স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ ।
ততঃ প্রাহ মুনিং রামো যেন বা ত্বং বিসর্জ্জিতঃ ॥
যত্তে মনীষিতং বাক্যং তদ্‌ বদস্ব মমাগ্রতঃ ।
ততঃ প্রাহ মুনির্বাক্যং শৃণু রাম যথাতথম্ ॥ ২১
ব্রহ্মণা প্রেষিতোহস্মীশ কার্য্যার্থে তেহন্তিকং প্রভো ।
অহং পূর্ব্বজো হি দেব তব পুত্রঃ পরন্তপ ।
মায়াসঙ্গমজো বীর কালঃ সর্ব্বহরঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মা ত্বামাহ ভগবান্ সর্ব্বদেবর্ষিপূজিতঃ ॥ ২৩

নারায়ণকে দেখিবার জন্য ঋষি-বেশধারী কাল সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন,—"হে ধীমন্! পুরুষোত্তম রামের নিকট নিবেদন কর; আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ অতিবলের দূত; তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। সেই মহর্ষির—রামের নিকট বহু-সময়-সাপেক্ষ কিছু বক্তব্য আছে। সৌমিত্রি, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সত্বর রামের নিকট তপোধনের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ সেই সমাচার প্রদান করিলে, শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন,—'বৎস! মুনিকে সসম্মানে শীঘ্র প্রবেশ করাও।" লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঘৃতসিক্ত অনলের ন্যায় স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল তাপসকে প্রবেশ করাইলেন। স্বীয় তেজে দীপ্যমান সেই মুনি, রঘুবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "উন্নত হও" বলিলেন। মনোভিরাম রাম, সেই মুনিকে যথাবিধি পূজা করিয়া অব্যগ্রভাবে কুশল প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর মুনিও রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিব্য আসনে আসীন শ্রীরাম, তাপসকে বলিলেন,—"আপনি যে জন্য এই স্থানে আসিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বিজ্ঞাপন করুন।" রাম কর্ত্তৃক এই বাক্যে অনুরুদ্ধ হইয়া মুনি বলিলেন,—"সেই কথা কেবল আমাদিগের দুই জনের সমক্ষে প্রযুক্ত হইবে, অপরে যেন লক্ষ্য না করে। ইহা অন্যের শ্রোতব্য নহে; আমরাও অপর কাহাকে বলিতে পারিব না। প্রভো! যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে বা লক্ষ্য করিবে, সে তোমার বধ্য হইবে। রাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—'সৌমিত্রি! তুমি দ্বারে থাক, অন্য লোক যেন এই নির্জ্জন স্থানে না আইসে। যদি কেহ আইসে, সে আমার বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই।" অনন্তর রাম মুনিকে বলিলেন,—আপনি যে জন্য প্রেরিত হইয়াছেন,—যাহা আপনার অভিলষিত কথা, তাহা আমার অগ্রে প্রকাশ করুন।" অনন্তর মুনি বলিলেন,—"রাম! যথার্থ কথা শুনুন; হে ঈশ্বর! হে প্রভো! কার্য্যোপলক্ষে ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। হে পরন্তপ! হে দেব! আমি আপনার মায়া-সঙ্গম-সম্ভূত পূর্ব্বজাতপুত্র; হে বীর! আমার নাম কাল; আমি সর্ব্বসংহারক। ১১—২২। সকল দেব

রক্ষিতুং স্বর্গলোকস্থ সময়স্তে মহামতে।
পুরা ত্বমেক এবাসীর্ল্লোকান্ সংহৃত্য মায়য়া॥ ২৪
ভার্য্যয়া সহিতস্ত্বং মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ।
তথা ভোগবতং নাগমনন্তমুদকেশয়ন্॥ ২৫
মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং দ্বৌ সসত্ত্বৌ মহাবলৌ।
মধুকৈটভকৌ দৈত্যৌ হত্বা মেদোঽস্থিসঞ্চয়ম্॥
ইমাং পর্ব্বতসম্বন্ধাং মেদিনীং পুরুষর্ষভ।
পদ্মে দিব্যার্কসংকাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি॥২৭
মাং বিধায় প্রজাধ্যক্ষং ময়ি সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
সোঽহং সংযুক্তসম্ভারস্ত্বামবোচং জগৎপতে॥ ২৮
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেভ্যো যে মে বীর্য্যাপহারিণঃ।
ততস্ত্বং কশ্যপাজ্জাতো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥ ২৯
ন্যস্তবানসি ভূভারং বধ দ্রক্ষ্যোগণস্ত চ।
সর্ব্বাসূৎসার্য্যমাণাসু প্রজাসু ধরণীধর॥ ৩০

রাবণস্ত বধাকাঙ্ক্ষী মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ॥ ৩১
কৃত্বা বাসস্ত সময়ং ত্রিদশেষাত্মনঃ পুরা।
স তে মনোরথঃ পূর্ণঃ পূর্ণে চায়ুষি তে নৃপ॥ ৩২
কালস্তাপসরূপেণ ত্বৎসমীপমুপাগমৎ।
ততো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধির্যদি রাজ্যমুপাসিতুম্॥ ৩৩
তৎ তথা ভব ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ।
যদি তে গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥ ৩৪
চতুর্ম্মুখস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা কালেন ভাষিতম্॥ ৩৫
হসন্ রামস্তদা বাক্যং কৃৎস্নস্যান্তকমব্রবীৎ।
শ্রুতং তব বচো মেঽদ্য মমাপীষ্টতরন্ত তৎ॥
সন্তোষঃ পরমো জ্ঞেয়স্ত্বদাগমনকারণাৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্য্যার্থং মম সম্ভবঃ॥৩৭
ভদ্রং তেঽস্ত্বাগমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ।

মহর্ষি-পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন;—হে মহামতে! আপনার স্বর্গ লোক রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত। পূর্ব্বকালে মায়াবলে সকল লোক সংহার করিয়া একমাত্র আপনিই ভার্য্যাসহ বর্ত্তমান ছিলেন। আদিতে আমাকে ও ভোগবান্ জলশায়ী অনন্তনাগকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে পুরুষোত্তম! অনন্তর মায়া দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিয়া, তদীয় মেদ ও অস্থিসঞ্চয় দ্বারা এই পর্ব্বত-সংযুক্ত মেদিনী নির্ম্মাণ করেন। অগ্রেই সূর্য্যসমপ্রভ দিব্য নাভিপদ্মে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, যখন আমাকে প্রজাগণের অধিপতি করিয়া সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন; হে জগৎপতে! আপনি আমাকে এই রূপে ভার দিয়াছেন, আমি তখন আপনাকে বলিয়াছিলাম, যাহারা আমার প্রজাগণকে দুঃখিত করে, তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করুন। অনন্তর সাক্ষাৎ নারায়ণ আপনি, কশ্যপ হইতে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসগণের দূরীকরণ দ্বারা ভূভার হরণ করেন। ৩০ ধরণীধর! সকল প্রজা উৎসন্ন হইতে থাকিলে, পূর্ব্বে আপনি মর্ত্ত্যলোকে দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর অবস্থিতি করিতে দেবগণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া রাবণবধাভিলাষে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হন। আপনার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে এবং মনুষ্যলোকে প্রতিজ্ঞাত অবস্থিত কালও পূর্ণ; এক্ষণে আমি কাল, তাপসরূপে ভবদীয় সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পরেও যদি পুনরায় রাজ্য শাসন করিতে মন থাকে, তাহা হইলে তাহাই করুন; আর হে জিতেন্দ্রিয়! যদি দেবলোক-গমনে মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবগণ, বিষ্ণুসনাথ হইয়া নিরুদ্বেগ হউন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন।”২৩—৩৪। রাম, কাল-কথিত চতুর্ম্মুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সর্ব্বসংহারক কালকে বলিলেন,—আমি আজ তোমার কথা শুনিলাম; আমারও তাহা অতিশয় অভিলষিত জানিবে। আমি তোমার আগমনে পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ত্রিলোকের কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই আমার উৎপত্তি। তোমার মঙ্গল হউক; আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, অবি-

মনোরথস্তু সংপ্রাপ্তো ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৩৮
সংসেবকানাং দেবানাং সর্ব্বকার্য্যেষু বৈ ময়া।
স্থাতব্যং মায়য়া পুত্র যথা প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৯
এবং তয়োঃ কথয়তোর্দ্দুর্ব্বাসা মুনিরভ্যগাৎ।
রাজদ্বারং রাঘবস্য দর্শনাপেক্ষয়াদৃতম্ ॥ ৪০
মুনির্লক্ষ্মণমাসাদ্য দুর্ব্বাসা বাক্যমব্রবীৎ।
শীঘ্রং দর্শয় রামং মে কার্য্যং মেহত্যন্তমাহিতম্
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ সৌমিত্রির্মুনিং জ্বলনতেজসম্।
রামেণ কার্য্যং কিং তেহদ্য কিং তেহভীষ্টং করোম্যহম্ ॥ ৪২
রাজা কার্য্যান্তরে ব্যগ্রো মুহূর্ত্তং সম্প্রতীক্ষতাম্।
তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধসন্তপ্তো মুনিঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥
অস্মিন্ ক্ষণে তু সৌমিত্রে ন দর্শয়সি চেদ্বিভুম্।
রামং সবিষয়ং বংশং ভস্মীকুর্য্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
শ্রুত্বা তদ্বচনং ঘোরমৃষের্দুর্ব্বাসসো ভৃশম্।
স্বরূপং তস্য বাক্যস্য চিন্তয়িত্বা স লক্ষ্মণঃ।
সর্ব্বনাশাদ্বরং মেহদ্য নাশো হ্যেকস্য কারণাৎ ॥
নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা রামায় প্রাহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৬
সৌমিত্রের্বচনং শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
শীঘ্রং নির্গম্য রামোহপি দদর্শাত্রেঃ সুতং মুনিম্
রামোহভিবাদ্য সংপ্রীতো মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরম্
কিং কার্য্যং তে করোমীতি মুনিমাহ রঘূত্তমঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং দুর্ব্বাসা রামমব্রবীৎ।
অদ্য বর্ষসহস্রাণামুপবাসসমাপনম্ ॥ ৪৯
অতো ভোজনমিচ্ছামি সিদ্ধং যত্তে রঘূত্তম।
রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা সন্তোষেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫০
সসিদ্ধমন্নং মুনয়ে যথাবৎ সমুপাহরৎ।
মুনির্ভুক্ত্বান্নমমৃতং সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যগাৎ ॥ ৫১
স্বমাশ্রমং গতে তস্মিন্ রামঃ সস্মার ভাষিতম্।
কালেন শোকদুঃখার্ত্তো বিমনাশ্চাতিবিহ্বলঃ ॥ ৫২
অবাঙ্মুখো দীনমনা ন শশাকাভিভাষিতুম্।

লয়ে সেইখানে প্রতিগমন করিব। আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর এ বিষয়ে বৈধ নাই। হে পুত্র! প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে, আমি মায়াযোগে মদীয়-সেবক দেবগণের সকল কার্য্যে উদ্যোগী থাকিব।” তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা মুনি রাঘবকে সাদরে অবলোকন করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—“শীঘ্র রামের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও; আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে।” সৌমিত্রি তাহা শুনিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী মুনিকে বলিলেন,—এখন আপনার রামের নিকট প্রয়োজন কি? আপনার অভিলষিত কি বলুন; আমি সম্পাদন করিতেছি। রাজা, কার্য্যান্তরে ব্যগ্র আছেন; মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন।” মুনি তৎশ্রবণে ক্রোধসন্তপ্ত হইয়া সৌমিত্রিকে বলিলেন,—“সৌমিত্রি! এইক্ষণেই যদি তুমি প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া না দেও, তাহা হইলে সরাজ্য রামকে এবং এই কুলকে ভস্ম করিব; সংশয় নাই।” লক্ষ্মণ, দুর্ব্বাসা ঋষির অত্যন্ত নিদারুণ সেই বাক্য শ্রবণ এবং সেই বাক্যের স্বরূপ চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন, “সকলের বিনাশ অপেক্ষা একের বিনাশ বরং ভাল।”৩৮—৪৫। অনন্তর, রামকে সেই সংবাদ প্রদান করিলেন। সৌমিত্রির কথা শুনিয়া, রাম কালকে বিদায় দিলেন; এবং শীঘ্র নির্গত হইয়া মুনিবর অত্রিতনয়কে অবলোকন করিলেন। রাম মুনিকে অভিবাদন করিয়া অতি প্রীতিভরে, সাদরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর “আমি আপনার কি কার্য্য করিব?” ইহা রঘুবর, মুনিকে বলিলেন। রামের সেই কথা শুনিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বলিলেন,—“অদ্য সহস্র বর্ষ উপবাস সমাপ্তির দিন। অতএব হে রঘুবর! তোমার গৃহে সিদ্ধান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। রাম, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ সহকারে তাঁহাকে উচিতমত সিদ্ধান্ন প্রদান করিলেন। মুনি সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গমন করিলেন। তিনি নিজ আশ্রমে গমন করিলে, রাম কালের প্রতিজ্ঞা-পিত কথা স্মরণ করিলেন। তখন রাম শোক-

মনসা লক্ষ্মণং জ্ঞাত্বা হতপ্রায়ং রঘূদ্বহঃ॥ ৫৩
অবাঙ্মুখো বভূবাথ তূষ্ণীমেবাখিলেশ্বরঃ।
ততো রামং বিলোক্যাহ সৌমিত্রিদুঃখসংপ্লুতম্॥
তূষ্ণীভূতং চিন্তয়ন্তং গর্হন্তং স্নেহবন্ধনম্।
মৎকৃতে ত্যজ সন্তাপং জহি মাং রঘুনন্দন॥৫৫
গতিঃ কালস্য কলিতা পূর্ব্বমেবেদৃশী প্রভো।
ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু নরকো মে ধ্রুবং ভবেৎ॥
ময়ি প্রীতির্যদি ভবেদ্যদ্যনুগ্রাহ্যতা তব।
ত্যক্ত্বা শঙ্কাং জহি প্রাজ্ঞ মা মা ধর্ম্মং ত্যজ প্রভো॥ ৫৭
সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ্রুত্বা রামশ্চলিতমানসঃ।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ॥ ৫৮
মুনেরাগমনং যত্তু কালস্যাপি হি ভাষিতম্।
প্রতিজ্ঞামাত্মনশ্চৈব সর্ব্বমাবেদয়ৎ প্রভুঃ॥ ৫৯
শ্রুত্বা রামস্য বচনং মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রামমক্লিষ্টকারিণম্॥ ৬০
পূর্ব্বমেব হি নির্দ্দিষ্টং তব ভূভারহারিণঃ।
লক্ষ্মণেন বিয়োগস্তে জ্ঞাতো বিজ্ঞানচক্ষুষা॥ ৬১
ত্যজাশু লক্ষ্মণং রাম মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো।
প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে ধর্ম্মো ভবতি নিষ্ফলঃ॥৬২
ধর্ম্মে নষ্টেঽখিলে রামং ত্রৈলোক্যং নশ্যতি ধ্রুবম্
ত্বন্তু সর্ব্বস্য লোকস্য পালকোঽসি রঘূত্তম॥ ৬৩
ত্যক্ত্বা লক্ষ্মণমেবৈকং ত্রৈলোক্যং ত্রাতুমর্হসি।
রামো ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যং তেষামনিন্দিতম্॥৬৪
সভামধ্যে সমাশ্রুত্য প্রাহ সৌমিত্রিমঞ্জসা।
যথেষ্টং গচ্ছ সৌমিত্রে মাভূদ্ধর্ম্মস্য সংক্ষয়ঃ॥ ৬৫
পরিত্যাগো বধো বাপি সতামেবোভয়ং সমম্।
এবমুক্তো রঘুশ্রেষ্ঠো দুঃখাদ্বাষ্পাকুলেক্ষণঃ॥ ৬৬
রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ শীঘ্রং গৃহমগাৎ স্বকম্।
ততোঽগাৎসরযূতীরমাচম্য স কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৬৭

দুঃখে কাতর, বিমনা, অতি বিহ্বল অধোমুখ ও দীন-চিত্ত হইয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। অখিলনাথ রঘুবর, মনে মনে লক্ষ্মণকে হতপ্রায় জানিয়া, অধোমুখে তুষ্ণীভাবে রহিলেন। অনন্তর সৌমিত্রি দেখিলেন, শ্রীরাম দুঃখ-পরিপ্লুত ও তূষ্ণীম্ভাবাপন্ন হইয়া চিন্তা করিতেছেন এবং স্নেহবন্ধনকে নিন্দা করিতেছেন,—দেখিয়া বলিলেন, "হে রঘুকুলানন্দ! আমার জন্য [illegible] করিবেন না। প্রভো হে! পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে, কালের গতিই এইরূপ। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা-পালন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে। হে প্রাজ্ঞ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে, যদি আমি আপনার অনুগ্রহ-পাত্র হই, তাহা হইলে শঙ্কা ত্যাগ করিয়া আমাকে বধ করুন। প্রভো! ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। প্রভু শ্রীরাম, সৌমিত্রির কথা শুনিয়া বিচলিত-চিত্তে মন্ত্রীদিগকে এবং বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমন, কালের প্রতিজ্ঞা করিতে কথন ও আপনার প্রতিজ্ঞা এই সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। ৪৬-৫৯। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ, রামের কথা শ্রবণ করিয়া অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামকে সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"ভূভারহারী তোমার, লক্ষ্মণের সহিত যে বিয়োগ হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে। এই লক্ষ্মণবিরহ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা আমরা অবগত আছি। রাম! শীঘ্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর; প্রভো! প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়। হে রাম! সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্য বিনষ্ট হয়। হে রঘুবর! তুমি ও ত্রৈলোক্যের পালক; একমাত্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করা তোমার উচিত হইয়াছে।" রাম, সভামধ্যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত অনিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"ধর্ম্মক্ষয় হইয়া কাজ নাই; সৌমিত্রি! ইচ্ছামত স্থানে গমন কর; পরিত্যাগ এবং বধ শিষ্টদিগের পক্ষে উভয়ই তুল্য।" রঘুবর এই কথা বলিলে, সৌমিত্রি, দুঃখ-ব্যাকুল-লোচনে রামকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সরযূতীরে গমন করিলেন; তথায় আচমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নবদ্বার সংযত করিয়া

নব দ্বারাণি সংযম্য মূর্দ্ধ্নি প্রাণমধারয়ৎ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্॥ ৬৮
পদং তৎ পরমং ধাম চেতসা সোঽভ্যচিন্তয়ৎ।
বায়ুরোধেন সংযুক্তং সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষয়ঃ॥ ৬৯
সাগ্নয়ো লক্ষ্মণং পুষ্পৈস্তুষ্টুবুশ্চ সমাকিরন্।
অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎসশরীরং স বাসবঃ॥ ৭০
গৃহীত্বা লক্ষ্মণং শক্রঃ স্বর্গলোকমথাগমৎ।
ততো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগং তং দেবং সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং সমপূজয়ন্॥ ৭১

লক্ষ্মণে হি দিবমাগতে হরৌ
সিদ্ধলোকগতযোগিনস্তদা।
ব্রহ্মণা সহসমাগমন্মুদা
দ্রষ্টুমাহিতমহাহিরূপকম্॥ ৭২

ইতি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

প্রাণকে মস্তকে রক্ষা করিলেন; এবং নিজের সেই অব্যয় পদ পরমধাম বাসুদেব নামক অক্ষর পরম ব্রহ্ম—মনে মনে চিন্তা করিলেন। দেবগণ, মহর্ষিগণ ও অগ্নি, রুদ্ধবায়ু লক্ষ্মণ-দেহ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন, এবং স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র কতিপয় দেবতা-সমভিব্যাহারে সশরীর লক্ষ্মণকে লইয়া অদৃশ্য ভাবে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তখন সুরশ্রেষ্ঠগণ ও দেবর্ষিগণ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ লক্ষ্মণদেবকে অবলোকন করিয়া পূজা করিলেন। তখন নারায়ণাংশ লক্ষ্মণ, স্বর্গে গমন করিলেন, সিদ্ধ-লোকস্থিত যোগিবৃন্দ অনন্ত-রূপ-প্রাপ্ত লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য আনন্দে ব্রহ্মার সহিত সমাগত হইলেন। ৬৮—৭২।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লক্ষ্মণং তু পরিত্যজ্য রামো দুঃখসমন্বিতঃ।
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ॥ ১
অভিষেক্ষ্যামি ভরতমদ্যৈব রাজ্যে মহামতিম্।
অদ্য চাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ॥ ২
এবমুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে পৌরজানপদাস্তদা।
দ্রুমা ইব ছিন্নমূলা দুঃখার্ত্তাঃ পতিতা ভুবি॥ ৩
মূর্চ্ছিতো ভরতো বাপি শ্রুত্বা রামাভিভাষিতম্।
গর্হয়ামাস রাজ্যং স প্রাহেদং রামসন্নিধৌ॥ ৪
সত্যেন চ শপে নাহং ত্বাং বিনা দিবি বা ভুবি।
কাঙ্ক্ষে রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ শপে ত্বৎপাদয়োঃ প্রভো॥ ৫
ইমৌ কুশলবৌ রাজন্ অভিষিঞ্চস্ব রাঘব।
কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা॥ ৬
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং শত্রুঘ্নানয়নায় হি।
অস্মাকমেতদ্ গমনং স্বর্বাসায় শৃণোতু সঃ॥ ৭

নবম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—রাম, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত চিত্তে, মন্ত্রিগণ, বণিগ্-বৃন্দ এবং বসিষ্ঠকে বলিলেন,—"মহামতি ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিব। আমি লক্ষ্মণের পদবী অনুসারে অদ্যই গমন করিব।" রঘু-বর এই কথা বলিলে, নগর-জনপদ-বাসী সকলে দুঃখ-কাতর হইয়া ছিন্নমূল-পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ভরতও রামের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন; এবং তিনি রাম-সমীপে রাজ্যের নিন্দা করিয়া ইহা বলিলেন,—আমি সত্যের উপর শপথ করিতেছি; হে রঘুবর! তোমা বিনা আমি স্বর্গে বা ভূতলে রাজ্য কামনা করি না। হে প্রভো! তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। রাজন্! এই কুশ-লবকে অভিষিক্ত কর; হে রাঘব! বীর কুশকে কোশল দেশে এবং লবকে উত্তর প্রদেশে অভিষিক্ত কর; শত্রুঘ্নকে আনয়ন করিবার জন্য দূতগণ, সত্বর গমন করুক। আমরা যে স্বর্গবাসের জন্য গমন করিতেছি, এ

ভরতেনোদিতং শ্রুত্বা পতিতাংস্তাঃ সমীক্ষ্য তম্।
প্রজাশ্চ ভয়সংবিগ্না রামবিশ্লেষকাতরাঃ ॥ ৮
বসিষ্ঠো ভগবান্ রামমুবাচ সদয়ং বচঃ।
পশ্য তাত দয়াং সর্ব্বাঃ পতিতা ভূতলে প্রজাঃ।
তাসাং ভাবানুগং রাম প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৯
শ্রুত্বা বসিষ্ঠবচনং তাঃ সমুত্থাপ্য পূজ্য চ ॥ ১০
সস্নেহো রঘুনাথস্তাঃ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ প্রজা ভক্ত্যা রঘূদ্বহম্ ॥ ১১
যাতুমিচ্ছসি যত্র ত্বমনুগচ্ছামহে বয়ম্।
অস্মাকমেষা পরমা প্রীতির্ধর্ম্মোঽয়মক্ষয়ঃ ॥ ১২
তবানুগমনে রাম হৃদ্গতা নো দৃঢ়া মতিঃ।
পুত্রদারাদিভিঃ সার্দ্ধমনুযামোঽদ্য সর্ব্বথা ॥ ১৩
তপোবনং বা স্বর্গং বা পুরং বা রঘুনন্দন।
জ্ঞাত্বা তেষাং মনোদার্ঢ্যং কালস্য বচনং যথা ॥ ১৪
ভক্তং পৌরজনং চৈব বাঢ়মিত্যাহ রাঘবঃ।
কৃত্বৈব নিশ্চয়ং রামস্তস্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫
প্রস্থাপয়ামাস চ তৌ রামভদ্রঃ কুশীলবৌ।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি সহস্রঞ্চৈব দন্তিনাম্ ॥ ১৬
ষষ্টিং চাশ্বসহস্রাণামেকৈকস্মৈ দদৌ বলম্।
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ ॥ ১৭
অভিবাদ্য গতৌ রামং কৃচ্ছ্রেণ তু কুশীলবৌ।
শত্রুঘ্নানয়নে দূতান্ প্রেষয়ামাস রাঘবঃ।
তে দূতাস্ত্বরিতং গত্বা শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১৮
কালস্যাগমনং পশ্চাদত্রিপুত্রস্য চেষ্টিতম্।
লক্ষ্মণস্য চ নির্য্যাণং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
পুত্রাভিষেচনং চৈব সর্ব্বং রামচিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯
শ্রুত্বা তদ্দূতবচনং শত্রুঘ্নঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০
ব্যথিতোঽপ ধৃতিং লব্ধ্বা পুত্রাবাহূয় সত্বরঃ।
অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ মথুরায়াং মহাবলঃ ॥ ২১
যূপকেতুঞ্চ বিদিশানগরে শত্রুসূদনঃ।

কথা শত্রুঘ্নের কর্ণগোচর হউক।” ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ, তাঁহাকে এবং রাম-বিরহে কাতর ভয়োদ্বিগ্ন সেই প্রজা-গণ ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া রামকে সদয়ভাবে বলিলেন,—“বাবা! সকল প্রজাবৃন্দ ভূতলে পতিত রহিয়াছে; সাদরে তাহাদিগকে অবলোকন কর; রাম! ইহাদিগের অভিপ্রায়া-নুযায়ী অনুগ্রহ করা তোমার উচিত।” ১—৯। বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া রঘুনাথ তাহাদিগকে উঠা-ইয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন,—“আমি তোমাদিগের কি করিব?” অনন্তর প্রজাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে রঘুবরকে বলিল, “হে রাম! আপনি যথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আমরাও তথায় আপনার অনুগমন করি। ইহাতে আমাদিগের পরমপ্রীতি; ইহাই আমাদিগের অক্ষয় ধর্ম্ম। রাম! আপনার অনুগমন আমাদিগের মনোগত দৃঢ় অভিপ্রায়। হে রঘুনন্দন! তপোবন, স্বর্গ অথবা নগরে যেখানে আপনি যাইবেন; অদ্য স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে আমরাও সেইখানে আপনার অনুগমন করিব।” রাম তাহাদিগের মানসিক দৃঢ়তা অবগত হইয়া সেই সমস্ত পৌরজনকে ভক্ত বলিয়া জানিলেন এবং কাল-বচনানুসারে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তাহাদিগের বাক্যে “আচ্ছা” বলিয়া সম্মতি দিলেন। প্রভু শ্রীরাম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুশ ও লবকে স্ব স্ব নবরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। রামভদ্র, তাহাদিগের প্রত্যেককে অষ্টসহস্র রথ, একসহস্র হস্তী, ষষ্টিসহস্র অশ্ব সৈন্য প্রদান করিলেন। তখন বহুরত্ন ও বহু-ধন-সম্পন্ন হৃষ্টপুষ্ট জনগণে আবৃত, কুশ এবং লব, রামকে অভিবাদন করিয়া কষ্টে প্রস্থান করিল। রাঘব শত্রুঘ্নকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন তাহারা সত্বর গিয়া কালের আগমন, রাঘবের প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ দুর্ব্বাসার কার্য্য, লক্ষ্মণের নির্গমন, রাম-কর্ত্তৃক পুত্রদ্বয়ের অভিষেক এবং রামের সমস্ত চিকী-র্ষিত ব্যাপার শত্রুঘ্নের নিকট নিবেদন করিল। ১০—১৯। শত্রুঘ্ন, সেই কুলক্ষয়সমাচার-ঘটিত দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইয়াও ধৈর্য্যাব-লম্বন করিলেন। অনন্তর মহাবল শত্রুঘ্ন, পুত্র-দ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সুবাহুকে মথুরানগরে এবং যূপকেতুকে বিদিশা নগরে অভিষিক্ত করিলেন।

অযোধ্যাং ত্বরিতং প্রাগাৎ স্বয়ং রামদিদৃক্ষয়া ॥২২
দদর্শ চ মহাত্মানং তেজসা জ্বলনপ্রভম্‌।
দুকূলযুগসংবীতমৃষিভিশ্চাক্ষয়ৈর্বৃতম্‌ ॥ ২৩
অভিবাদ্য রমানাথং শত্রুঘ্নো রঘুপুঙ্গবম্‌।
প্রাঞ্জলির্ধর্ম্মসহিতং বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র রাজ্যে রাজীবলোচনঃ।
তবানুগমনে রাজন্‌ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ২৫
ত্যক্তুং নার্হসি মাং বীর ভক্তং তব বিশেষতঃ।
শত্রুঘ্নস্য দৃঢ়াং বুদ্ধিং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ॥ ২৬
সজ্জীভবতু মধ্যাহ্নে ভবানিত্যব্রবীদ্বচঃ।
অথ ক্ষণাৎ সমুৎপেতুর্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭
ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পুত্রা রামস্য নির্গমম্‌ ॥ ২৮
শ্রুত্বা প্রোচূ রঘুশ্রেষ্ঠং সর্ব্বে বানররাক্ষসাঃ।
তবানুগমনে বিদ্ধি নিশ্চিতার্থান্‌ হি নঃ প্রভো ॥২৯
এতস্মিন্নন্তরে রামং সুগ্রীবোঽপি মহাবলঃ।
যথাবদভিবাদ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্‌ ॥ ৩০
অভিষিচ্যাঙ্গদং রাজ্যেঽপ্যাগতোঽস্মি মহাবলম্‌।
তবানুগমনে রাম বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ৩১
শ্রুত্বা তেষাং দৃঢ়ং বাক্যমৃক্ষবানররাক্ষসাম্‌।
বিভীষণমুবাচেদং বচনং মৃদু সাদরম্‌ ॥ ৩২
ধরিষ্যতি ধরা যাবৎ প্রজাস্তাবৎ প্রশাধি চ।
বচনাদ্রাক্ষসং রাজ্যং শাপিতোঽসি মমোপরি ॥৩৩
ন কিঞ্চিদুত্তরং বাক্যং ত্বয়া মৎকৃতকারণাৎ।
এবং বিভীষণং ত্যক্ত্বা হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪
মারুতে ত্বং চিরং জীব মমাজ্ঞাং মা মৃষা কৃথাঃ।
জাম্ববন্তমথ প্রাহ তিষ্ঠ ত্বং দ্বাপরান্তরে ॥ ৩৫
ময়া সার্দ্ধং ভবেদ্যুদ্ধং যৎকিঞ্চিৎ কারণান্তরে।
ততস্তান্‌ রাঘবঃ প্রাহ ঋক্ষবানররাক্ষসান্‌।
সর্ব্বানেব ময়া সার্দ্ধং প্রয়াতেতি দয়াবিতঃ ॥ ৩৬
ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো
বিশালবক্ষাঃ সিতকঞ্জনেত্রঃ।

তৎপরে তিনি স্বয়ং রামদর্শনাভিলাষে দ্রুত-গতি অযোধ্যা গমন করিলেন; এবং গিয়া অনলতুল্য তেজস্বী, দুকূল-যুগলপরিধান অক্ষয় ঋষিগণে আবৃত মহাত্মা রামকে অবলোকন করিলেন। মহামতি শত্রুঘ্ন, রমাপতি রঘুবরকে কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মযুক্ত কথা বলিলেন,—"হে কমললোচন! হে রাজন্‌! আমি সেই রাজ্যে পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া আপনার অনুগমন করিতে নিশ্চয় করিয়াছি জানিবেন। বিশেষতঃ আমি আপনার ভক্ত, হে বীর! আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার অনুচিত।" রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের দৃঢ়বুদ্ধি অবগত হইয়া এই কথা বলিলেন;—তুমি মধ্যাহ্নকালে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে অনন্তর রামের প্রয়াণ-সংবাদ-শ্রবণে, কামরূপী—বানর, ভল্লুক, রাক্ষস ও গোপুচ্ছ বানরবৃন্দ এবং ঋষিপুত্র ও দেবপুত্রগণ ক্ষণমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সকল বানর ও রাক্ষসগণ রঘুবরকে বলিল,—"প্রভো! আমরা আপনার অনুগমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প, জানিবেন।" ইত্যবসরে, মহাবল সুগ্রীবও ভক্তবৎসল রাঘবকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া বলিল,—"মহাবল অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি,—রাম! জানিবে,—আমি তোমার অনুগমনে কৃত-নিশ্চয়।" শ্রীরাম, সেই সমস্ত বানর, ভল্লুক ও রাক্ষসবৃন্দের দৃঢ়তাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সাদরে বিভীষণকে কোমল ভাবে এই কথা বলিলেন,—"যাবৎ পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, আমার আদেশে তুমি তাবৎ রাক্ষস রাজ্য শাসন কর, আমার দিব্য,—আমি যাহা কহিলাম, ইহার আর উত্তর করিও না।" বিভীষণকে এই কথা বলিয়া অনন্তর হনুমানকে বলিলেন,—"মারুতি! তুমি চিরজীবী হও; আমার আজ্ঞা মিথ্যা করিও না।" অনন্তর জাম্ববানকে বলিলেন,—"তুমও জীবিত থাক; দ্বাপরশেষে কোন সামান্য কারণে তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।" অনন্তর রাঘব সদয় হইয়া আর আর সমস্ত ভল্লুক, বানর ও রাক্ষসগণকে "আমার সহিত গমন কর" বলিলেন। ২০—৩৬। অনন্তর প্রভাতকালে বিশদ-কমল-

পুরোধসং প্রাহ বসিষ্ঠমার্য্যং
যান্ত্বগ্নিহোত্রাণি পুরো গুরো মে ॥ ৩৭
ততো বসিষ্ঠোঽপি চকার সর্ব্বং
প্রাস্থানিকং কর্ম্ম মহদ্বিধানাৎ ॥ ৩৮
ক্ষৌমাম্বরো দর্ভপবিত্রপাণি-
র্মহাপ্রয়াণায় গৃহীতবুদ্ধিঃ।
নিষ্ক্রম্য রামো নগরাৎ সিতাভ্রা-
চ্ছশীব যাতঃ শশিকোটিকান্তিঃ ॥ ৩৯
রামস্য সব্যে সিতপদ্মহস্তা
পদ্মা গতা পদ্মবিশালনেত্রা।
পার্শ্বেঽথ দক্ষেঽরুণকঞ্জহস্তা
শ্যামা যযৌ ভূরপি দীপ্যমানা ॥ ৪০
শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি ধনুশ্চ বাণা
জগ্মুঃ পুরস্তাদ্ধৃতবিগ্রহাস্তে।
বেদাশ্চ সর্ব্বে ধৃতবিগ্রহাশ্চ
যযুশ্চ সর্ব্বে মুনয়শ্চ দিব্যাঃ ॥ ৪১
মাতা শ্রুতীনাং প্রণবেন সাধ্বী
যযৌ হরিং ব্যাহৃতিভিঃ সমেতা।
গচ্ছন্তমেবানুগতা জনাস্তে
সপুত্রদারাঃ সহ বন্ধুবর্গৈঃ ॥ ৪২
অনাবৃতদ্বারমিবাপবর্গং
রামং ব্রজন্তং যযুরাপ্তকামাঃ।
সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভার্য্যঃ
শত্রুঘ্নযুক্তো ভরতোঽনুযায়াৎ ॥ ৪৩
গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং
শ্রীরাঘবং পৌরজনাঃ সমস্তাঃ।
সবালবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্র্যাঃ
সামাত্যবর্গাশ্চ সমন্ত্রিণো যযুঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বে গতাঃ ক্ষত্রমুখাঃ প্রহৃষ্টা
বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ।
সুগ্রীবমুখ্যা হরিপুঙ্গবাশ্চ
স্নাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশব্দযুক্তাঃ ॥ ৪৫
ন কশ্চিদাসীত্তব দুঃখযুক্তো
দীনোঽথ বা বাহ্যসুখেষু সক্তঃ।
আনন্দরূপানুগতা বিরক্তা
যযুশ্চ রামং পশুভৃত্যবর্গৈঃ ॥ ৪৬

লোচন বিশাল-বক্ষস্থল রঘুকুলনায়ক রামচন্দ্র, পুরোহিত আর্য্য বসিষ্ঠকে বলিলেন,—"গুরুদেব! আমার অগ্রে অগ্নিহোত্র গমন করুক।" তখন বসিষ্ঠও প্রস্থান-কাল-কর্ত্তব্য সমস্ত মহৎ কর্ম্ম যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। কোটি শশধর-কমনীয় রাম্ ক্ষৌম বসন পরিধান ও হস্তে কুশ-পবিত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রস্থানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পাণ্ডুর জলদজাল হইতে নিশাকরের ন্যায় নগর হইতে নির্গমন করত প্রস্থান করিলেন। কমল-বিশাল-লোচনা রাজ্যলক্ষ্মী কর-কমলে শুক্ল পদ্ম লইয়া, রামের বামভাগে গমন করিতে লাগিলেন। দীপ্তিমতী শ্যামা পৃথিবী দেবীও অরুণ-কমল-হস্তে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র, শস্ত্র, ধনু ও শরনিকর—শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। বেদগণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। দিব্য মুনিগণ যাইতে লাগিলেন। সাধ্বী বেদমাতা গায়ত্রীও প্রণব ও ব্যাহৃতি সমভিব্যাহারে নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত সেই সকল নগরজনপদ-বাসী জনগণ গমন-পর রামের অনুগমন করিল। তাহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া রামের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; বোধ হইল, যেন তাহারা উদ্ঘাটিত মুক্তিদ্বারে গমন করিতেছে। ভরত শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরচর নরনারী অনুচর ও পত্নীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাজ্যলক্ষ্মী সহ শ্রীরামকে যাইতে দেখিয়া আবালবৃদ্ধ সমস্ত পৌরজন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, অমাত্যগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহার অনুগমন করিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্যান্য জাতি এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল। সকলেই স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইয়াছিল এবং শুভ শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। ৩৭—৪৫। তখন কেহই সংসার-দুঃখ-কাতর, দীন, অথবা বাহ্যসুখে আসক্ত ছিল না। জনগণ সংসারবিরক্ত

ভূতান্যদৃশ্যানি চ যানি তত্র
যে প্রাণিনঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ।
সাক্ষাৎ পরাত্মানমনন্তশক্তিং
জগ্মুর্বিরক্তাঃ পরমেকমীশম্॥ ৪৭
নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ
কশ্চিত্তদা রামমনা ন যাতঃ।
শূন্যং বভূবাখিলমেব তত্র
পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে॥ ৪৮
ততোঽভিদূরং নগরাৎ স গত্বা
দৃষ্ট্বা নদীং তাং হরিনেত্রজাতাম্।
ননন্দ রামঃ স্মৃতপাবনোঽনন্দী
দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্॥ ৪৯
অথাগতস্তত্র পিতামহো মহান্,
দেবাশ্চ সর্বে ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ।
বিমানকোটীভিরপারপারং
সমাবৃতং খং সুরসেবিতাভিঃ॥ ৫০
রবিপ্রকাশাভিরভিস্ফুরৎখং
জ্যোতির্ময়ং তত্র নভো বভূব।
স্বয়ংপ্রকাশৈর্মহতাং মহদ্ভিঃ
সমাবৃতং পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠৈঃ॥ ৫১
ববুশ্চ বাতাশ্চ সুগন্ধবন্তো
ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুসুমাবলীনাম্।
উপস্থিতে দেবমৃদঙ্গনাদে
গায়ৎসু বিদ্যাধরকিন্নরেষু॥ ৫২
রামস্তু পদ্ভ্যাং সরযূজলং সকৃৎ
স্পৃষ্ট্বা পরিক্রামদনন্তশক্তিঃ।
ব্রহ্মা তদা প্রাহ কৃতাঞ্জলিস্তং
রামং পরাত্মন্ পরমেশ্বরস্ত্বম্॥ ৫৩
বিষ্ণুঃ সদানন্দময়োঽসি পূর্ণো
জানাসি চৈবং নিজমেশমেকম্।
তথাপি দাসস্য মমাখিলেশ
কৃতং বচো ভক্তপরোঽসি বিষ্ণন্॥ ৫৪
ত্বং ভ্রাতৃভির্বৈষ্ণবমেকমাদ্যং
প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান্।
যদ্বা পরো বা যদি রোচতে তং
প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি নস্ত্বম্॥ ৫৫
ত্বমেব দেবাধিপতিশ্চ বিষ্ণু-
র্জানন্তি ন ত্বাং পুরুষা বিনা মাম্।

হইয়া পশু ও ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ আনন্দময় রামের অনুগত হইয়া গমন করিতে লাগিল। তথায় যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারা—এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা অনন্তশক্তি পরমেশ্বরের অনুগমন করিল। অযোধ্যানগরে এমন কোন প্রাণী ছিল না, যে রামের প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া রামের অনুগমন করে নাই। সেই রাজা রামচন্দ্র, গমন করিলে সমস্ত নগরী প্রাণিশূন্য হইয়াছিল। ক্রমে শ্রীরাম, নগর হইতে দূরে গিয়া নারায়ণ-সম্ভূত সরযূ নদী দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তথায় তিনি স্বীয় পবিত্র বিরাটমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া এই নিখিল জগৎকে হৃদয়ে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহান্ পিতামহ, দেবতাবৃন্দ, ঋষিগণ এবং সিদ্ধসমূহ তথায় সমাগত হইলেন। অনন্ত-পার আকাশ, সুর-সেবিত সূর্য্যসমুজ্জ্বল কোটি কোটি বিমানে আবৃত হইল। তথায় স্বয়ংপ্রকাশ অতিপ্রধান পুণ্যশীল-শ্রেষ্ঠগণে সমাবৃত দীপ্তিসম্পন্ন নভোমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। সুগন্ধ বায়ু বহিতে থাকিল। পুষ্পসমূহ বর্ষণ হইতে লাগিল। স্বর্গীয় বাদ্য বাজিত হইল। বিদ্যাধর-কিন্নরগণ গান করিতে থাকিল।৪৬-৫২। অনন্তশক্তি রাম, চরণতলে একবারমাত্র সরযূজল স্পর্শ করিয়া তদুপরি পরিক্রমণ করিলেন। ব্রহ্মা, তখন কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে বলিলেন,—"হে পরমাত্মন্! আপনি সদানন্দময় পূর্ণ পরমেশ্বর বিষ্ণু, আপনি স্বীয় অদ্বিতীয় ঐশ তত্ত্ব অবগত আছেন। হে অখিলজগৎপতে! আমি দাস; তথাপি আমার বাক্য রক্ষা করিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভক্তবৎসল বটে; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত, এক আদ্য বৈষ্ণব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবগণকে রক্ষা করুন। অথবা যদি রুচি হয়, ত সেই পরদেহে প্রবি

সহস্রকৃত্বস্তু নমো নমস্তে
প্রসীদ দেবেশ পুনর্নমস্তে ॥ ৫৬
পিতামহপ্রার্থনয়া স রামঃ
পশ্যৎসু দেবেষু মহাপ্রকাশঃ।
মুষ্ণংশ্চ চক্ষুংষি দিবৌকসাং তদা
বভূব চক্রাদিযুতশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭
যো বভূবেশ্বরতল্পভূতঃ
সৌমিত্রিরত্যদ্ভুতভোগধারী।
বভূবতুশ্চক্রধরৌ চ দিব্যৌ
কৈকেয়িসূনুর্লবণান্তকশ্চ ॥ ৫৮
সীতা চ লক্ষ্মীরভবৎ পুরৈব
রামো হি বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
সহানুজঃ পূর্ব্বশরীরকেণ
বভূব তেজোময়দিব্যমূর্ত্তিঃ ॥ ৫৯
বিষ্ণুং সমাসাদ্য সুরেন্দ্রমুখ্যা
দেবাশ্চ সিদ্ধা মুনয়শ্চ যক্ষাঃ।
পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং
স্তবৈর্গৃণন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ॥ ৬০

আনন্দসংপ্লাবিতপূর্ণচিত্তা
বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে।
তদাহ বিষ্ণুর্দ্রুহিণং মহাত্মা
এতে হি ভক্তা ময়ি চানুরক্তাঃ ॥ ৬১
যান্তং দিবং মামনুযান্তি সর্ব্বে
তির্য্যক্শরীরা অপি পুণ্যযুক্তাঃ।
বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং প্রযান্তু
সমাবিশস্বাশু মমাজ্ঞয়া ত্বম্ ॥ ৬২
শ্রুত্বা হরের্বাক্যমথাব্রবীৎ কঃ
সান্তানিকান্ যান্তু বিচিত্রভোগান্।
লোকান্মদীয়োপরি দীপ্যমানাং-
স্ত্বদ্ভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৩
যে চাপি তে রাম পবিত্রনাম
গৃণন্তি মর্ত্ত্যা লয়কাল এব।
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্তু লোকাং-
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ॥ ৬৪
ততোঽতিহৃষ্টা হরিরাক্ষসাদ্যাঃ
স্পৃষ্ট্বা জলং ত্যক্তকলেবরাস্তে।

হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি সুরপতি বিষ্ণু; আমি ভিন্ন অপর পুরুষবৃন্দ আপনাকে অবগত নহে। আপনাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার, হে দেবেশ! প্রসন্ন হউন; আপনাকে পুনরায় নমস্কার।” তখন রাম, পিতামহের প্রার্থনাক্রমে দেবগণের সমক্ষেই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দেবগণের দৃষ্টি প্রতিঘাত করত চক্রাদিযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইলেন; সৌমিত্রি, বিষ্ণুশয্যাস্বরূপ অতি বিচিত্রকায় অনন্ত হইয়াছিলেন; কৈকেয়ী-পুত্র ভরত ও লবণাসুর-বিনাশী শত্রুঘ্ন, চক্র ও শঙ্খ হইলেন। সীতা পূর্ব্বেই লক্ষ্মীরূপিণী হইয়াছিলেন। পুরাণ-পুরুষ রামরূপী বিষ্ণু, অনুজগণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব শরীরে তেজোময় দিব্যমূর্ত্তি হইলেন। সুরেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ এবং পিতামহ প্রভৃতি, চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের স্তব, কীর্ত্তন ও পূজা করত সফলমনোরথ হইয়া আনন্দে প্লাবিত-চিত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—“এই সমস্ত ধর্ম্মিষ্ঠগণ আমার ভক্ত ও অনুরক্ত; অধিক কি ইহাদিগের মধ্যে তির্য্যগ্-জাতিরাও—আমি স্বর্গে গমন করিতেছি—তথাপি আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা বৈকুণ্ঠের সমান লোক প্রাপ্ত হউক; আমার আজ্ঞাক্রমে তুমি ইহাদিগকে তথায় লইয়া যাও।” ব্রহ্মা নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“এই সকল সঞ্চিত-পুণ্য-রাশি আপনার ভক্তগণ মদীয় লোকোপরি বিরাজমান বিচিত্র ভোগস্থান সান্তানিক লোকে গমন করুন; হে রাম! যে সকল মনুষ্য মৃত্যুকালে অজ্ঞানেও আপনার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করে, তাহারাও যোগলভ্য সেই সমস্ত লোকে গমন করে।”৫৩—৬৪। অনন্তর বানর রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই অতি আনন্দে সরযূজল স্পর্শ করিয়া

প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং
যদ্বংশজা ঋক্ষহরীশ্বরাস্তে॥ ৬৫
প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ
সুগ্রীব আদিত্যজবীর্য্যবত্ত্বাৎ।
ততো নিমগ্নাঃ সরযূজলেষু
নরাঃ পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্॥ ৬৬
আরুহ্য দিব্যাভরণা বিমানং
প্রাপুশ্চ তে সান্তনিকাখ্যলোকান্।
তির্য্যক্প্রজাতা অপি রামদৃষ্টা
জলং প্রবিষ্টা দিবমেব যাতাঃ॥ ৬৭
দিদৃক্ষবো জানপদাশ্চ লোকা
রামং সমালোক্য বিমুক্তসঙ্গাঃ।
স্মৃত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং
স্পৃষ্ট্বা জলং স্বর্গমথাপুরগ্র্যঃ॥ ৬৮
এতাবদেবোত্তরমাহ শম্ভুঃ
শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্।
যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎ স পাপাৎ
বিমুচ্যতে জন্মসহস্রজাতাৎ॥ ৬৯

দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ব্বন্
পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা।
বিমুক্তসর্ব্বাঘচয়ঃ প্রয়াতি
রামস্য সালোক্যমনন্তলভ্যাম্॥ ৭০
আখ্যানমেতদ্রঘুনায়কস্য
কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন।
মহেশ্বরেণাপ্তভবিষ্যদর্থং
শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি॥ ৭১
রামায়ণং কাব্যমনন্তপুণ্যং
শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্যৈ।
ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈ-
র্বিমুচ্যতে জন্মশতোত্থবৈশ্চ॥ ৭২
অধ্যাত্মরামং পঠতশ্চ নিত্যং
শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ।
অতি প্রসন্নশ্চ সদা সমীপে
সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি॥ ৭৩

দেহত্যাগ করিল। তাহাতে ভল্লুক ও বানর-শ্রেষ্ঠগণ যে যে দেবতার অংশসম্ভূত, সেই সেই পূর্ব্বতন রূপ প্রাপ্ত হইল। বানর-প্রবীর সুগ্রীব, সূর্য্যবীর্য্যে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যে মিলিত হইল। অনন্তর সেই সকল মনুষ্য সরযূজলে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যকলেবর পরিত্যাগ করিল। অনন্তর স্বর্গীয় আভরণে ভূষিত ও দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া সান্তানিক নামক লোকে গমন করিল। তির্য্যগ্‌জাতিরাও শ্রীরামকর্ত্তৃক অবলোকিত হওয়াতে জলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্বর্গে গমন করিল। যে সকল জনপদবাসী লোক রামকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও তদ্দর্শনে মুক্তসঙ্গ হইল। তখন তাহারা লোকগুরু পরমেশ্বর হরিকে স্মরণ করত সরযূ-জল স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিল। মহাদেব, রাম কথার অবশিষ্ট ঘটনা পূর্ব উত্তর ভাগ এই পর্য্যন্তই বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি, ইহা হইতে একচরণও পাঠ করে, সে সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। মনুষ্য, দিন দিন রাশি রাশি পাপ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইহার যদি একশ্লোকও পাঠ করে, যে সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত হইয়া অনন্ত-লভ্য রামসালোক্য প্রাপ্ত হয়। মহেশ্বর অন্তর্যামী রাঘব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া রামাবতারের পূর্ব্বেই এই ভবিষ্য-ঘটনাপূর্ণ রঘুনাথের উপাখ্যান রচনা করেন; বাচকের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ পরিতুষ্ট হন। যাহা হউক, পরে এই শ্রীমহাদেব অনন্ত-পুণ্যজনক রামায়ণ কাব্য ভবানীর নিকট ব্যক্ত করেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে, শত শত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে অধ্যাত্ম-রামায়ণ নিত্য পাঠ করে, বা শ্রবণ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে, সীতা সহিত

...রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্তুতঞ্চ।

[illegible]
বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশুদ্ধ[illegible]

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

...রামচন্দ্র তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া, ...সর্ব্বদা সমীপে অবস্থান করত, সম্পত্তি প্রদান করেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণেরও বন্দিত জনমনোহর আদি-কাব্য রামায়ণ শ্রদ্ধা-সহকারে যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, সে বিশুদ্ধদেহ হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন করে। ৬৫—৭৪।

নবমাধ্যায়ে উত্তর-কাণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীরামো নব-নীল-নীরদ-নিভঃ সর্ব্বাশয়াবস্থিতঃ,
শ্রীপঞ্চাননবাচিতং স্বচরিতং পঞ্চাননেনাধুনা।
বঙ্গোক্তিষ্বনুবর্ত্তয়ন্ স্তুতিপদং নিন্দাস্পদং বা ভবেৎ,
গ্রন্থেঽস্মিন্ গুণদোষয়োঃ সদসতোর্মূলং স এব প্রভুঃ॥

শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণং সমাপ্তম্।